ওঁ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীউদ্ধব সংবাদঃ

(দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ)

প্রথম সংস্করণ

শ্রীকৃষ্ণজন্মবাসর (৭৬২ শ্রীগৌরাব্দ)।

ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসম্প্রদায়-সংরক্ষকাচার্য্যবর্য্য-

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী-

শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি প্রভুপাদ-

পাদপদ্মানুকম্পিত

শ্রীসারস্বতগৌড়ীয়-আসন-মিশন-প্রতিষ্ঠাতৃ-

সভাপতিনা পরিব্রাজকাচার্য্যেণ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী গোস্বামিনা

সম্পাদিতঃ

ভিক্ষা—পাঁচ টাকা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীউদ্ধবসংবাদঃ

ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসম্প্রদায়-সংরক্ষকাচার্য্যবর্য্য-

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী-

শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ-

পাদপদ্মানুকম্পিত

শ্রীসারস্বতগৌড়ীয়-আসন-মিশন-প্রতিষ্ঠাতৃ-

সভাপতিনা পরিব্রাজকাচার্য্যেণ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী গোস্বামিনা

সম্পাদিতঃ

ভিক্ষা—দ্বাদশ রৌপ্যকাণি

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধান্তর্গত ষষ্ঠ অধ্যায় হইতে উনত্রিংশ
অধ্যায় পর্য্যন্ত মূল শ্লোক, অন্বয় (শ্রীধরস্বামিপাদের আনুগত্যে),
অনুবাদ, গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য-প্রবর মহামহোপাধ্যায়
শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-কৃত সারার্থদর্শিনী-
টীকা, উক্ত টীকার বঙ্গানুবাদ এবং তদানু-
গত্যে সারার্থানুদর্শিনী টীকা সহিত।

কলিকাতা শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশন হইতে
উক্তমিশনের সম্পাদক শ্রীসতীপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়,
'বিদ্যার্ণব' 'ভক্তিপ্রমোদ' (রায় সাহেব, অবসরপ্রাপ্ত-
ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট,) কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

প্রাপ্তিস্থান:—
শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশন
২৯বি হাজরা রোড, কলিকাতা।
শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন
সাতাসন রোড, স্বর্গদ্বার, পুরী।

[সতীর্থ পণ্ডিত শ্রীপাদ হরিপদ বিদ্যারত্ন, ভক্তিশাস্ত্রী, কবিভূষণ,
এম্, এ, বি, এল্. মহোদয় শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকার বঙ্গানু-
বাদকার্য্যে সহায়তা করায় আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপিত হইল]

কে, ভি, আপ্পারাও কর্ত্তৃক মেট্রোপলিটান প্রিণ্টিং এণ্ড
পাবলিশিং হাউস লিঃ, ৯০, লোয়ার সারকুলার রোড,
ইণ্টালী, কলিকাতা, হইতে মুদ্রিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

প্রস্তাবনা

স্বরাট্‌ ও স্বাধীন ভগবান্‌ কেবলমাত্র ভক্তিরই অধীন। সেই ভক্তির আধার বা পাত্র—ভক্ত। সুতরাং ভক্তসঙ্গ ব্যতীত ভক্তিলাভের অন্য উপায় নাই। কিন্তু সেই ভক্তসঙ্গ-লাভ আবার জীবের স্বকৃত কর্ম্মের ফল নহে—যাদৃচ্ছিক।

ভক্তকৃপায় ভক্তসঙ্গে ভক্তিলতা-বীজ—শ্রদ্ধা লাভ হয়, ভক্তসেবায়—ভক্তিবৃদ্ধি এবং অবশেষে ভক্তিলভ্য ভগবানের দর্শন লাভ হয়। অতএব আদি, মধ্য, অন্তে ঃ নিত্যকালই ভক্তসঙ্গ প্রয়োজনীয়। কেননা, ভক্ত, ক্তি ও ভগবান্‌ নিত্য। সুতরাং নিত্য জীবাত্মার ধর্ম্ম -ভগবানের সেবা সাধনে ভক্তসঙ্গই নিত্য মুখ্য কৃত্য।

ভক্ত, নিত্য ভক্তিযোগে নিজের আরাধ্য ভগবানের সেবায় মগ্ন। ভগবান্‌ও ভক্তের সেবায় তুষ্ট হইয়া ভক্তহৃদয়ে সতত বিরাজিত। এমন কি, সেই ভক্তের হৃদয়-আসন ত্যাগ করিয়া তিনি অন্যত্র গমনে অসমর্থ।

ভক্তির মহিমা বর্ণন করা অসাধ্য। ভক্তি, কেবল স্বাধীন ভগবানকে ভক্তের অধীন করিয়া নিবৃত্তা হন না; —ভজনীয় ভগবানকে ভক্তেরই ভক্ত করেন। তাই, শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধের অন্তিমভাগে ভক্ত সম্রাট্‌ শ্রীশুকদেব গোস্বামী নিজের আরাধ্য শ্রীভগবানের পরিচয় দিতে যাইয়া ভক্তরাজ পরীক্ষিৎ মহারাজকে বলিয়াছেন—

"ভগবান্‌ ভক্তভক্তিমান্‌।"

"ভক্তকৃপায় ভগবানের কৃপা"—এই বাক্যের উজ্জ্বল উদাহরণ শ্রীভগবানই প্রদর্শন করিয়াছেন। ভগবদবতার মহর্ষি বেদব্যাস, বেদবিভাগ, মহাভারত ও পুরাণাদি রচনা করিয়াও চিত্তে প্রসন্নতা পান নাই। অপ্রসন্ন হৃদয়ে তিনি এক সময়ে সরস্বতী নদীকূলে সমাসীন হইয়া যখন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন তখন যাদৃচ্ছিকী গতিবিশিষ্ট ভক্তপ্রবর দেবর্ষি নারদ বীণাযন্ত্রে ভগবদ্‌গুণ গান করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হন। সর্ব্বগুরু দেবর্ষিকে দর্শন করিবামাত্র শ্রীব্যাসদেব তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্থান পূর্ব্বক যথাবিধি তাঁহার পূজা করিলেন।

দেবর্ষির নিকট শ্রীব্যাসদেব নিজের অসুবিধার কথা-সকল বর্ণনা করায় শ্রীনারদ তাঁহাকে সকল কথার সুষ্ঠু উত্তর প্রদান করিয়া বলিলেন,—"আপনি শ্রীহরির চরিত কথা বর্ণন করুন। তদ্দ্বারাই তত্ত্বজিজ্ঞাসার সকল মীমাংসা লাভ হয় এবং সেই লাভই—আত্মপ্রসাদ লাভ। উহা অন্য কোনও উপায়ে হয় না।" এই উপদেশ প্রদানান্তে দেবর্ষি, শ্রীব্যাসদেবকে দীক্ষা প্রদান করিয়া অন্যত্র গমন করিলেন।

শ্রীশুকদেবের নিকট হইতে দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়া বদরীবৃক্ষসমূহে পরিশোভিত নিজ শম্যাপ্রাস আশ্রমে ব্যাসদেব উপবেশন করতঃ আচমনান্তে গুরুর উপদেশানুসারে সমাধিদ্বারা মনঃ স্থির করতঃ ধ্যান করিতে লাগিলেন।

ভক্তিযোগ প্রভাবে শুদ্ধীভূত মন সম্যক্‌রূপে সমাহিত হইলে ব্যাসদেব কান্তি, অংশ ও স্বরূপশক্তি-সমন্বিত পূর্ণ-পুরুষ ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ (১) এবং তাঁহারই পশ্চাদ্ভাগে গর্হিতভাবে তদাশ্রিতা (২) মায়াকে দর্শন করিলেন।

সেই মায়াপ্রভাবে সম্মোহিত জীব (৩) দর্শন করিলেন। জীব স্বয়ং গুণাতীত হইলেও আত্মস্বরূপ বিস্মৃত হইয়া আপনাকে গুণময় স্বরূপে দর্শন করে ও মায়া নিবন্ধন অভিমানাদিদ্বারা অভিভূত হইয়া সংসার-গতি লাভ করে।

এতদ্ব্যতীত ইন্দ্রিয়-জ্ঞানাতীত ভগবান্‌ বিষ্ণুতে নিশ্চলা ভক্তিই (৪) যে কেবল সেই সংসার-দুঃখ নিবারণের এক মাত্র উপায় তাহাও দর্শন করিলেন। এই সকল দর্শন করিয়া সর্ব্বজ্ঞ বেদব্যাস এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ লোকের মঙ্গলের জন্য শ্রীমদ্ভাগবত নামক পারমহংসী সংহিতা রচনা করিলেন। যাহা শ্রবণ করিলে শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গেই পরম-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শোক মোহ-ভয়নাশিনী ভক্তির উদয় হয়।

ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্‌ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদুপাশ্রয়াম্‌॥

যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে ॥
অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্ ॥
যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসঃ শোকমোহভয়াপহা ॥

ভাঃ ১।৭।৪-৭

ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্
উত্তমশ্লোকচরিতং চকার ভগবানৃষিঃ।
নিঃশ্রেয়সায় লোকস্য ধন্যং স্বস্ত্যয়নং মহৎ ॥

ভাঃ ১।৩।৪০

শ্রীমদ্ভাগবত- পুরাণশ্রেষ্ঠ। শ্রীভগবানের বিষয় ইহাতে সন্নিবেশিত আছে বলিয়া ইহা ভাগবত।

ইহা সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের শ্রীমুখবিগলিত বাণী বলিয়াও ভাগবত।

"ইদং ভাগবতং নাম যন্মে ভগবতোদিতম্ ॥"

ভাঃ ২।৭।৫১

"প্রাহ ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্।
ব্রহ্মণে ভগবৎপ্রোক্তং ব্রহ্মকল্প উপাগতে ॥

ভাঃ ২।৮।২৮

শ্রীমদ্ভাগবত, অনাদিকালসিদ্ধ, সর্ব্ব উপনিষদাবলীর রসসার এবং পরম ব্রহ্মতুল্য।

"ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্ ॥

ভাঃ ২।১।৮

কলিযুগপাবনাবতারী অভিন্ন ব্রজেন্দ্র নন্দন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুও শিক্ষকলীলায় নবদ্বীপ ভ্রমণকালে স্বপার্ষদগণকে নিজের অভিন্ন স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতের স্বরূপ বর্ণনে বলিয়াছেন—

"গ্রন্থরূপে ভাগবত কৃষ্ণের অবতার।"
সবে পুরুষার্থ "ভক্তি" ভাগবতে কয়।
'প্রেমরূপ ভাগবত' চারি বেদে কয় ॥
চারিবেদ—দধি, ভাগবত নবনীত।
মথিলেন শুকে, খাইলেন পরীক্ষিত ॥
মোর প্রিয় শুক সে জানেন ভাগবত ॥
ভাগবতে কহে মোর তত্ত্ব অভিমত ॥
মুক্তি, মোর দাস, আর গ্রন্থ ভাগবতে।
যার ভেদ আছে, তার নাশ ভালমতে ॥

...

মহাচিন্ত্য ভাগবত সর্ব্বশাস্ত্রে গায়।
ইহা না বুঝিয়ে বিদ্যা, তপ, প্রতিষ্ঠায় ॥
'ভাগবত বুঝি' হেন যার আছে জ্ঞান।
সে না জানে কভু ভাগবতের প্রমাণ ॥
ভাগবতে অচিন্ত্য ঈশ্বর বুদ্ধি যার।
সে জানয়ে ভাগবত-অর্থ ভক্তিসার ॥

...

অজ্ঞ হই ভাগবতে যে লয় শরণ।
ভাগবত অর্থ তার হয় দরশন ॥
প্রেমময় ভাগবত—শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ।
তাহাতে কহেন যত গোপ্য কৃষ্ণ-রঙ্গ ॥

..

মূর্ত্তিমন্ত ভাগবত ভক্তিরসমাত্র।
ইহা বুঝে যে হয় কৃষ্ণের প্রিয়পাত্র ॥

ভাগবত পূজিলে কৃষ্ণের পূজা হয়।
ভাগবত-পঠন-শ্রবণ ভক্তিময় ॥ চৈঃ ভাঃ অ ৩ অ
ভাগবত, তুলসী, গঙ্গায়, ভক্ত-জনে।
চতুর্দ্ধা বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে ॥

—শ্রীচৈতন্য ভাগবত মধ্যখণ্ড একবিংশ অধ্যায়।

পুনরায় শ্রীমন্ মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণান্তে কাশীতে অবস্থান কালে আচার্য্যলীলায় নিজশ্রেষ্ঠ শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুকে শিক্ষাদানচ্ছলে বলিয়াছেন,—

গায়ত্রীর অর্থে এই গ্রন্থ আরম্ভন।
'সত্যং' 'পরং'—সম্বন্ধ, 'ধীমহি'—সাধনে প্রয়োজন ॥
চারিবেদ উপনিষদ যত কিছু হয়।
তার অর্থ লইয়া ব্যাস করিল সঞ্চয় ॥

সেই সূত্রে যেই ঋক্—বিষয় বচন।
ভাগবতে সেই ঋক্ শ্লোকে নিবন্ধন॥
ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য—শ্রীভাগবত।
ভাগবত শ্লোক, উপনিষৎ কহে একমত॥
কৃষ্ণ ভক্তিরস স্বরূপ শ্রীভাগবত।
তাতে বেদশাস্ত্র হৈতে পরম মহত্ত্ব॥
কৃষ্ণতুল্য ভাগবত—বিভু সর্ব্বাশ্রয়॥
প্রতি শ্লোকে প্রতি অক্ষরে নানা অর্থ কয়॥

—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মধ্যলীলা চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ।

পরম করুণাময় মহাপ্রভু একদিকে যেমন গ্রন্থ ভাগবতের স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন অপরদিকে আবার ভাগবত-জ্ঞান-লাভের একমাত্র উপায় স্বরূপ ভক্ত-ভাগবতেরও সন্ধান দিয়াছেন,—

"দুই স্থানে ভাগবত নাম শুনি মাত্র।
গ্রন্থ ভাগবত, আর কৃষ্ণ কৃপাপাত্র॥"

চৈঃ ভাঃ অ ৭।৫২

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অভিন্নস্বরূপ শ্রীস্বরূপগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—

"যাহ, ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।"

চৈঃ চঃ অ ৫।১৩১

পুরাণান্তরে শ্রীমদ্ভাগবতকে শ্রীকৃষ্ণেরই মূর্ত্তিবিগ্রহ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন—

পাদৌ যদীয়ৌ প্রথম দ্বিতীয়ৌ তৃতীয়তুর্য্যৌ কথিতৌ যদূরূ
নাভিস্তথা পঞ্চম এব ষষ্ঠো ভুজান্তরং দোর্যুগলং তথান্যৌ।
কণ্ঠস্তু রাজন্নবমো যদীয়ো মুখারবিন্দং দশমঃ প্রফুল্লম্
একাদশো যস্য ললাটপট্টং শিরোঽপি তু দ্বাদশ এব ভাতি।
তমাদিদেবং করুণানিধানং তমালবর্ণং সুহিতাবতারম্।
অপারসংসার-সমুদ্র সেতুং ভজামহে ভাগবত স্বরূপম্॥

পদ্মপুরাণ।

আমি সেই আদিদেব, করুণানিধান, তমালবর্ণ শ্রীকৃষ্ণের সুমঙ্গলময় শাব্দিক অবতার, অপার সংসার-সাগর পার হইবার সেতু-স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতকে ভজনা করি। এই গ্রন্থাবতারের দ্বাদশটী স্কন্ধ শ্রীকৃষ্ণের দ্বাদশ অঙ্গ স্বরূপ। প্রথম ও দ্বিতীয় স্কন্ধ ইঁহার পাদযুগল, তৃতীয় ও চতুর্থ স্কন্ধ ইঁহার উরুদ্বয়, পঞ্চম স্কন্ধ নাভিদেশ, ষষ্ঠ স্কন্ধ বক্ষঃস্থল, সপ্তম ও অষ্টম স্কন্ধদ্বয় দুই বাহু, নবম স্কন্ধ কণ্ঠ, দশম স্কন্ধ প্রফুল্ল মুখপদ্মস্বরূপ, একাদশ স্কন্ধ ললাটদেশ এবং দ্বাদশ স্কন্ধ ইঁহার মস্তক।

শ্রীলবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদও শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের টীকায় বলিয়াছেন—

প্রথমঃ পাঠতাং স্কন্ধদ্বয়ং চরণযুগ্মতাম্।
চতুর্থাদি কটীনাভিবক্ষোদোর্যুগকণ্ঠতাম্॥
দ্বাদশৈকাদশঃ শীর্ষভালাদিত্বমগাৎক্রমাৎ।
শ্রীমদ্ভাগবতস্কন্ধ দশমো মুখতাম্॥

ভক্তরাজ পরীক্ষিৎ মাতৃগর্ভে থাকা কালে অশ্বত্থামা তাঁহাকে বিনাশ করিবার জন্য ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করেন। জননী উত্তরা নিরুপায়া হইয়া অভয়পদ শ্রীকৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করিলেন। ভক্তবৎসল ভগবান্ ভক্তকে রক্ষার জন্য সকলের সমক্ষে ক্ষীর নিকটে সুদর্শন চক্র ত্যাগ করিলেন এবং সকলের অলক্ষ্যভাবে উত্তরার গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া গর্ভিণী ও গর্ভস্থ শিশুকে দর্শন দিলেন।

যৌবনে সেই বিষ্ণুরাত পরীক্ষিৎ মহারাজ মৃগয়া করিতে যাইয়া ক্লান্ত হইয়া ধ্যানমগ্ন শমীক মুনির আশ্রমে গমন করিয়া জলপ্রার্থী হইলেন। বাহ্যজ্ঞান-হীন মুনি এ হেন অতিথি-সৎকার করিতে পারিলেন না। ঈশ্বর-প্রেরিত বুদ্ধিতে মহারাজ নিজেকে অপমানিত মনে করিয়া মুনিগলে মৃতসর্প রাখিয়া চলিয়া আসিলেন।

মুনিপুত্র শৃঙ্গী সহচরগণের সহিত ছিলেন। পিতার প্রতি রাজার এইরূপ ব্যবহারে ক্রোধান্ধ হইয়া আচমনান্তে অভিশাপ প্রদান করিলেন যে—"অদ্য হইতে সপ্তম দিবসে ঐ ব্যক্তির তক্ষক সর্পাঘাতে মৃত্যু হইবে।"

মহারাজ এই সংবাদ শ্রবণে বিচলিত হইলেন না। কেননা, তিনি মুনির আশ্রম হইতে বহির্গত হইয়াই নিজ অন্যায়াচরণ স্মরণে দুঃখিত হইয়াছিলেন এবং ভবিষ্যতে অমঙ্গলের আশা করিতেছিলেন।

তিনি ঐ অভিশাপকে ভগবানের অনুগ্রহ বলিয়া বরণ করিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র জনমেজয়ের হস্তে সুবিশাল রাজ্যভার অর্পণ করিয়া গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশন ব্রত লইলেন।

তাঁহার এই সুসঙ্কল্পে তদানীন্তন তীর্থস্বরূপ শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ ঋষিবর্গ তথায় সমাগত হইলেন। মাতৃগর্ভে ভগবান্ যেরূপ ভাবে ভক্ত মহারাজকে ব্রহ্মাস্ত্র হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন তাহা দেখিবার সৌভাগ্য কাহারও হয় নাই,—শ্রবণ সৌভাগ্য হইয়াছিল। বর্ত্তমানে সেই ভক্তকে অন্তিমকালে ভগবান্ কিভাবে ব্রহ্মশাপ হইতে রক্ষা করিবেন তাহা দেখিবার জন্যই সকলের তথায় শুভাগমন। তাঁহারা সকলেই মহারাজের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান করিবার সঙ্কল্প করিয়া রহিলেন। সকলেই উৎকণ্ঠার সহিত অপেক্ষা করিতেছেন এমন সময় অবধূতবেশে সর্ব্ব মনো-নয়ন আকর্ষণ করিয়া অকস্মাৎ শ্রীশুকদেব গোস্বামী তথায় আগমন করিলেন।

মহাভাগবত শ্রীশুকের আগমনে সকলেই নিজ নিজ আসন ছাড়িয়া যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিলেন। সভায় আগত শ্রীবেদব্যাস ও শ্রীনারদ তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। মহারাজ পরীক্ষিৎও শেষে আশ্রয়দাতাকে চিনিয়া সসম্মানে প্রণাম করিয়া আসন দিলেন এবং নিজের কর্ত্তব্যাদি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন।

গুরু শ্রীব্যাসের আদেশে শ্রীশুক জগদ্গুরুর আসন গ্রহণ করিলেন এবং সমুদ্রমন্থনোত্থিত স্বর্গামৃত ও মোক্ষামৃত-ধিক্কারী—শ্রীকৃষ্ণকথামৃত বর্ষণ করিয়া— মৃত্যুভয়-ভীত মহারাজকে অভয়-অশোক ভগবানের পাদপদ্ম দর্শন করাইলেন। মহারাজও কৃতকৃতার্থ হইয়া বলিয়াছিলেন—

> সিদ্ধোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি ভবতা করুণাত্মনা।
> শ্রাবিতো যচ্চ মে সাক্ষাদনাদিনিধনো হরিঃ॥
>
> ভাঃ ১২।৬।২

> অজ্ঞানঞ্চ নিরস্তং মে জ্ঞানবিজ্ঞান-নিষ্ঠয়া।
> ভবতা দর্শিতং ক্ষেমং পরং ভগবতঃ পদম্॥
>
> ভাঃ ১২।৬।৭

আমি অনুগৃহীত হইলাম—চরিতার্থ হইলাম। আপনি দয়া করিয়া আদি ও অন্ত-রহিত শ্রীহরির কথা আমাকে শুনাইলেন।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান-নিষ্ঠায় আমার অজ্ঞান অপসারিত হইয়াছে। মঙ্গলরূপী ভগবানের সেই মঙ্গলময় পরমপদ আপনিই আমাকে দর্শন করাইলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে এই বিবরণ হইতে হরি-গুরু-ভক্ত কৃপায় আমরা বুঝিতে পারি যে, শ্রীভগবানই কৃপা করিয়া গুরুরূপে ভাগ্যবান্ জীবের নিকটে সমাগত হন। আবার সর্ব্বদা অন্তর্যামীরূপে জীব হৃদয়ে অবস্থিত ভগবান্ সেই জীবকে নিজ গুরুস্বরূপের চরণে শরণাগত হইবার প্রেরণা প্রদান করেন। অতঃপর গুরুস্বরূপে, নিজস্বরূপের কথা—ভাগবত কীর্ত্তন করিয়া ভক্তকে নিজেই নিজের চরণ প্রদান করেন।

> অনাদ্যবিদ্যাযুক্তস্য পুরুষস্যাত্মবেদনম্।
> স্বতো ন সম্ভবাদন্যস্তত্ত্বজ্ঞো জ্ঞানদো ভবেৎ।
>
> ভাঃ ১১।২২।১০

> আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ—ভাঃ ১১।১৭।২৭
>
> ভাঃ ৪।২৪।৫২

শ্রীভগবানের এই আত্মদান-লীলার গুপ্ত রহস্যের সন্ধান আমরা ভক্তবর শ্রীউদ্ধবের বাক্যেই পাইয়াছি,—

> নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ
> ব্রহ্মায়ুষাপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ।
> যোঽন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্ব—
> ন্নাচার্য্যচৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি॥
>
> ভাঃ ১১।২৯.৬

স্বভক্ত উদ্ধবের এই উক্তির সমর্থন করিয়া স্বয়ং কৃষ্ণ, আচার্য্য লীলা-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে নিজ পার্ষদ ভক্ত শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুকে শিক্ষামুখে ব্যাখ্যা করিলেন,—

> "কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে।
> গুরু-অন্তর্য্যামী রূপে শিখায় আপনে॥"
>
> চৈ, চ ম ২২।৪৭

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে নিজভক্ত অর্জ্জুনের

হৃদয়ে মোহাবেশ প্রদানে নিজতত্ত্ব কীর্ত্তন করিয়া উন্মুখ জীবকুলকে শিক্ষা দিয়াছেন। মহাভারতের ঐ অংশ "অর্জ্জুন গীতা" নামে পরিচিত। পুনরায় মৌষললীলায় নিজ অন্তর্দ্ধানের অব্যবহিত পূর্ব্বে ভক্তবর উদ্ধবের হৃদয়েও অজ্ঞান উদয় করাইয়া জীবের অজ্ঞান বিনাশের নিমিত্ত যে অমল সুদুর্লভ শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন উহা শ্রীকৃষ্ণ-উদ্ধব সংবাদ বা উদ্ধব গীতা নামে পরিচিত।

অর্জ্জুন ও উদ্ধব উভয়ে শ্রীকৃষ্ণের সখ্যরসের ভক্ত হইলেও উভয়ের অধিকার এবং ভগবদনুভূতি এক নহে। অর্জ্জুন গৌরব সখ্যে ঐশ্বর্য্যময় ভগবানের সেবক; আর উদ্ধব বিশ্রম্ভ সখ্যে মাধুর্য্যময় ভগবানের সেবক। তদ্ব্যতীত উদ্ধবের অধিকার অসাধারণ; তিনি ব্রজভূমিতে সুবলসখার ন্যায় উজ্জ্বলরসাধিকারী (চক্রবর্ত্তী—ভাঃ১০।৪৬।১) এবং তৎপ্রতি ভগবানের কৃপাও অত্যধিবা। এমন কি দ্বারাবতীতে দারুকাদি এবং কুরুবংশে ভীষ্ম, পরীক্ষিৎ বিদুরাদি পার্ষদগণ মধ্যে উদ্ধব শ্রেষ্ঠ—"এতেষাং প্রবরঃ শ্রীমানুদ্ধবঃ প্রেমবিক্লবঃ" ভঃ রঃ সিঃ পঃ ২ লঃ

পৃথিবীতে ভক্ত নাহি উদ্ধব সমান। চৈঃ চঃ অঃ ৭।৬৪

জগদ্গুরু শ্রীশুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিৎকে লক্ষ্য করতঃ ভক্তবর উদ্ধবের পরিচয় দিতে যাইয়া উদ্ধব সম্বন্ধে সাক্ষাৎ ভগবদুক্তির উল্লেখ করিয়াছেন—

নোদ্ধবোঽণ্বপি মন্ন্যূনো যদ্গুণৈর্নার্দ্দিতঃ প্রভুঃ।
অতো মদ্বয়ুনং লোকে গ্রাহয়ন্নিহ তিষ্ঠতু॥ ৩।৪।৩১

উদ্ধব আমা অপেক্ষা কিঞ্চিন্মাত্রও ন্যূন নহেন। যেহেতু ইনি গুণজয়ী এবং অক্ষুব্ধচিত্ত। এই জন্য ইনিই মদ্বিষয়ক জ্ঞান লোকদিগকে উপদেশ প্রদান করিতে এই জগতে অবস্থান করুন।

বিবৃতি—উদ্ধব আমার ন্যায় গুণাতীত।

প্রভু—আমার ন্যায় মায়াতীত। অথবা ভক্তিরসাস্বাদে নিপুণ (শ্রীরূপ) যদি উদ্ধবকে আমার সহিত তুলাদণ্ডে মাপা যায় তাহা হইলে উদ্ধব আমা অপেক্ষা লেশমাত্র ন্যূন হইবে না। (বলদেব)

ভগবান্ উদ্ধবকে উপদেশ দান প্রসঙ্গেও বলিয়াছেন—

ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ।
ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্॥
ভাঃ ১১।১৪।১৫

পুনরায় নিজবিভূতি বর্ণনেও ভগবান বলিয়াছেন—

"ভক্ত ভাগবতেষ্বহম্"। ভাঃ ১১।১৬।২৯

শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধে শ্রীগোপী-গীত আলোচনা প্রসঙ্গে দেখা যায় যে গোপীগণ বেণুগীত শ্রবণে তন্ময়চিত্তে কৃষ্ণের চেষ্টিতসমূহ বর্ণনা করিতে যাইয়া কৃষ্ণদর্শন প্রাপ্ত ময়ূরাদির ভাগ্য প্রশংসা করিতে করিতে অবশেষে গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের সুসৌভাগ্য কথনে তাঁহাকে 'হরিদাসবর্য্য' বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। এই বাক্য হইতে নারদাদি হরিদাসগণের মধ্যে আমরা তিন জন মুখ্য হরিদাসের পরিচয় পাইতেছি।

প্রথম—ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির:—

হরিদাসস্য রাজর্ষে রাজসূয়মহোদয়ম্।
নৈবাতৃপ্যন্ প্রশংসন্তঃ পিবন্ মর্ত্ত্যোঽমৃতং যথা॥
ভাঃ ১০।৭৫।২৭

দ্বিতীয়—উদ্ধব:—

সরিদ্বন-গিরি-দ্রোণীর্বীক্ষন্ কুসুমিতান্ দ্রুমান্।
কৃষ্ণং সংস্মারয়ন্ রেমে হরিদাসো ব্রজৌকসাম্॥
ভাঃ ১০।৪৭।৫৬

তৃতীয়—গিরিরাজ গোবর্দ্ধন:—

হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্যো
ভাঃ ১০।২১।১৮

ইহা ব্যতীত শ্রীশুকদেবের নিম্নলিখিত উক্তি হইতে ভক্তপ্রবর উদ্ধবের গূঢ় পরিচয় পাওয়া যাইতেছে—

বৃষ্ণীনাং প্রবরো মন্ত্রী কৃষ্ণস্য দয়িতঃ সখা।
শিষ্যো বৃহস্পতেঃ সাক্ষাদুদ্ধবো বুদ্ধিসত্তমঃ॥
তমাহ ভগবান্ প্রেষ্ঠং ভক্তমেকান্তিনং কচিৎ।
গৃহীত্বা পাণিনা পাণিং প্রপন্নার্ত্তিহরো হরিঃ॥
ভাঃ ১০।৪৬।১-২

নিজবিরহে বিরহিণী ব্রজললনাগণের দুঃখ স্মরণ করিয়া স্বয়ং সুদুঃখিত কৃষ্ণ তাঁহাদিগের দুঃখপ্রশমনের জন্য এবং সেই ছলে গোপিকাগণের অপ্রাকৃত প্রেমের সর্বোৎ-

কর্ষতা জগতে স্থাপনের জন্য ব্রজে নিজ সংবাদ প্রেরণ করিতে সমুৎসুক ভগবান্ চিন্তা করিলেন—এই মধুপুরে এমন পরম তপস্বী এবং যোগ্য ব্যক্তি কে আছে যাহাকে ব্রজনগরে পাঠাইয়া ব্রজসুন্দরীগণের প্রেমমাধুর্য্য সিন্ধুতে অবগাহন করাইতে পারি।

অকস্মাৎ আগত উদ্ধবকে দেখিয়া ভাবিলেন--যে উদ্ধব বৃষ্ণিবংশীয়গণের প্রধান। ইহার বাক্য যদুবংশীয় সকলেই প্রমাণস্বরূপে গ্রহণ করিবেন। ইনি ব্রজে গমন করতঃ যদি ব্রজরাজ নন্দ-যশোদা, গোপগণ ও গোপীদিগের প্রেম প্রদর্শন করিয়া মধুপুরে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক মথুরাবাসিগণ অপেক্ষা ব্রজবাসিগণের প্রেমের পরমোৎকর্ষতা কীর্ত্তন করেন, তাহা হইলে সকল যাদব বিশ্বাস করিবেন। তাহা হইলে পরমেশ্বর বসুদেব দেবকীর পুত্র হইয়াছেন জানিয়া সকলে বসুদেব দেবকীর এবং তৎ সম্বন্ধে নিজেদের সৌভাগ্য বুঝিতে পারিবেন। ব্রজবাসিগণের প্রতি আমার যে অনুরাগ মধুপুরবাসিগণের নিকট অতি গোপনে রাখিতে হয়, উহারও কিঞ্চিৎ অভিব্যক্তির সুযোগ হইবে অর্থাৎ আমার পক্ষে ব্রজে গমনাগমনের সুবিধা হইবে।

যেরূপ বাক্যে ব্রজবাসিগণের সান্ত্বনালাভ সম্ভাবনা সেই বিষয়ে অভিজ্ঞ বলিয়া উদ্ধবকে মন্ত্রী বলা হইয়াছে।

উদ্ধব—কৃষ্ণদয়িত। অর্থাৎ কৃষ্ণদয়িতাগণের ব্রজ-প্রেমসুধাপানযোগ্য।

সখা—ব্রজে সুবল সখা অপেক্ষাও উদ্ধবের হৃদয়ে উজ্জ্বল রসের উৎপত্তি।

ভাগবতের ৩।৪।৩১ শ্লোকানুযায়ী উদ্ধব কৃষ্ণ-প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ। সুতরাং আমার মনোভাব ব্রজবাসিগণের নিকটে বর্ণনে যোগ্যতা আছে।

বৃহস্পতির শিষ্য উদ্ধব, সর্ব্বশাস্ত্রাভিজ্ঞ। কিন্তু কৃষ্ণ-বশীকারক সর্ব্বমুকুটোত্তম প্রেমশাস্ত্র বৃহস্পতিরও অগম্য। সুতরাং উদ্ধব বৃহস্পতির নিকট সেই অপূর্ব্ব রত্ন লাভ করেন নাই। আমি আমার দয়িতশ্রেষ্ঠার দ্বারা ইহাকে সেই প্রেমশিক্ষা প্রদান করিব।

উদ্ধব বুদ্ধি-সত্তম—অর্থাৎ অতি বুদ্ধিমান। সুতরাং প্রেমশাস্ত্র অবধারণে যোগ্য। যে প্রেমের মহিমার তুলনা হয় না—নৃলোকে, দেবলোকে এবং সত্যাদি কোন লোকেও এমন কি পরব্যোমে এবং মথুরা দ্বারকায়ও যে প্রেমের সন্ধান পাওয়া যায় না।

ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস।
ব্রজবধূগণের এই ভাব নিরবধি।
তার মধ্যে শ্রীরাধার ভাবের অবধি॥
প্রৌঢ় নির্ম্মলভাব প্রেম সর্ব্বোত্তম।
কৃষ্ণের মাধুর্য্যরস—আস্বাদ কারণ॥
অতএব সেইভাব অঙ্গীকার করি।
সাধিলেন নিজবাঞ্ছা গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥

চৈঃ চঃ আ ৪।৪৭-৫০।

রাধাকৃষ্ণের লীলা এই অতিগূঢ়তর।
দাস্য-বাৎসল্যাদি-ভাবে না হয় গোচর॥
সবে এক সখীগণের ইহা অধিকার।
সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার॥
সখী বিনা এই লীলা পুষ্ট নাহি হয়।
সখী লীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয়॥
সখী বিনা এই লীলায় অন্যের নাহি গতি।
সখীভাবে যে তাঁরে করে অনুগতি॥
রাধাকৃষ্ণ কুঞ্জসেবা সাধ্য সেই পায়।
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায়॥

যে প্রেমের সন্দেশ অতি গোপনে পট্টমহিষীসভায় উদ্ধব কৃষ্ণের নিকট বর্ণনা করিয়াছিলেন এবং যাহা শ্রবণে মহিষীগণ সেই প্রেমপ্রলুব্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন—

ন বয়ং সাধ্বি সাম্রাজ্যং স্বারাজ্যং ভৌজ্যমপ্যুত।
বৈরাজ্যং পারমেষ্ঠ্যঞ্চ আনন্ত্যং বা হরেঃ পদম্॥
কাময়ামহ এতস্য শ্রীমৎপাদরজঃ শ্রিয়ঃ।
কুচকুঙ্কুমগন্ধাঢ্যং মূর্দ্ধ্না বোঢ়ুং গদাভৃতঃ॥
ব্রজস্ত্রিয়ো যদ্বাঞ্ছন্তি পুলিন্দ্যস্তৃণবীরুধঃ।
গাবশ্চারয়তো গোপাঃ পাদস্পর্শং মহাত্মনঃ॥

ভাঃ ১০।৮৩।৪১-৪৩

শুধু তাহাই নয় যে প্রেমে চিরনুবদ্ধ হইয়াছেন স্বরাট্ স্বাধীন ও আত্মারাম কৃষ্ণ। কেবল বদ্ধ নহেন—ঋণী।

'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।'

সত্যব্রত, সত্যপর, সত্যসঙ্কল্প ভগবানের গীতায় উক্ত স্বপ্রতিজ্ঞা ভঙ্গীকৃত হইয়াছে প্রেমময়ী, কৃষ্ণময়ী, দেবী রাধিকার যে প্রেমের নিকট—জগৎমোহন কৃষ্ণকে যে প্রেমিকা মুগ্ধ করিয়া মোহন-মোহিনী হইয়াছেন—সেই প্রেমের পাত্রীকে প্রেমাধীন ভগবান্ বলিতে বাধ্য হইয়াছেন—

> ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
> স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
> যা মাভজন্ দুর্জ্জরগেহ-শৃঙ্খলাঃ
> সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥ ১০।৩২।২২

গৌরভক্ত প্রবর শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীও ঐকথার পুনর্ব্বার গান করিলেন

> কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা এক আছে পূর্ব্ব হৈতে।
> যে যৈছে ভজে, কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে॥
> সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হৈল গোপীর ভজনে।
> তাহাতে প্রমাণ কৃষ্ণ-শ্রীমুখবচনে॥
> চৈঃ চঃ আ ৪।১৭৭-৭৯

নিজেকে কেবল-ঋণী স্বীকার করিয়াও নিত্যতৃপ্ত ভগবান্ পরিতৃপ্ত হইতে পারেন নাই। যে প্রেমের আস্বাদনের জন্য স্বয়ং প্রেমের বিষয় হইয়াও প্রেমাশ্রয়ের আশ্রিত হইলেন। শ্রীরাধার ভাব ও অঙ্গকান্তি স্বীকার করিয়া ভাবে ও বর্ণে; অন্তরে ও বাহিরে প্রেমময়ীর তন্ময়তায় বিভাবিত কৃষ্ণ, স্বয়ং প্রেমাস্বাদনে উন্মত্ত হইয়া সেই প্রেমপসরার ডালি ধরিয়া সর্ব্বত্র বিতরণ করিলেন।

> না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল।
> যে বলে আমারে করে সর্ব্বদা বিহ্বল॥
> রাধিকা প্রেমগুরু, আমি শিষ্য নট।
> সদা আমা নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট॥
> নিজ প্রেমাস্বাদে মোর হয় যে আহ্লাদ।
> তাহা হইতে কোটিগুণ রাধা-প্রেমাস্বাদ॥
> সেই প্রেমার রাধিকা পরম 'আশ্রয়'।
> সেই প্রেমার আমি হই কেবল 'বিষয়'॥
> বিষয় জাতীয় সুখ আমার আস্বাদ।
> আমা হৈতে কোটিগুণ আশ্রয়ের আহ্লাদ॥
> আশ্রয় জাতীয় সুখ পাইতে মন ধায়।
> যত্নে আস্বাদিতে নারি, কি করি' উপায়॥
>
> * * *
>
> বিচার করিয়ে যদি আস্বাদ উপায়।
> রাধিকা-স্বরূপ হইতে তবে মন ধায়॥
>
> * * *
>
> রস আস্বাদিতে আমি কৈল অবতার।
> প্রেমরস আস্বাদিব বিবিধ প্রকার॥
> রাগমার্গে ভক্ত ভক্তি করে যে প্রকারে।
> তাহা শিখাইব লীলা-আচরণ-দ্বারে॥
> রাধা-ভাব অঙ্গী করি, ধরি, তার বর্ণ।
> তিন সুখ আস্বাদিতে হব অবতীর্ণ॥
> চৈতন্য চরিতামৃত আদি ৪র্থ পরিচ্ছেদ।

উদ্ধব সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান্ উৎসব। বিরহ-ব্যথিত ব্রজ-ললনাগণ ইহাকে দেখিয়া আনন্দোৎসব প্রাপ্ত হইবেন—এই জানিয়া কেবল প্রপন্নজনমাত্রের আর্ত্তিহর নহেন ব্রজবাসিনীগণেরও বিরহবেদনানাশক হরি অতি ব্যগ্রতার সহিত শ্রেষ্ঠ ঐকান্তী উদ্ধবের কর গ্রহণে নিজ বক্তব্য বলিয়া নন্দব্রজে প্রেরণ করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের মনোভীষ্ট প্রচারক ভক্তশ্রেষ্ঠ উদ্ধব ব্রজেন্দ্র-নন্দনের বচন বহন করিয়া ব্রজে গমন করিলেন। প্রথমে গোপরাজ তাঁহাকে অর্চ্চন করিয়া কৃষ্ণের কুশল জিজ্ঞাসা-মুখে কৃষ্ণগুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের কৃষ্ণে পরম অনুরাগ দর্শন করিয়া উদ্ধব নিজ প্রভুর স্বরূপ বর্ণনা ও কৃষ্ণকথায় উভয়কে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন। পরদিন প্রাতে গোপীগণ ব্রজদ্বারে রথ-দর্শনে অক্রূরের পুনরাগমন আশঙ্কায় বিলাপ করিতেছেন এমন সময় উদ্ধব প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন।

গোপীগণ তাঁহার পরিচয় লইয়া তাঁহাকে কৃষ্ণপ্রেরিত বলিয়া জানিলেন এবং একান্তে কৃষ্ণলীলাসমূহ স্মরণ

করিয়া বিলজ্জভাবে রোদন করিতে লাগিলেন। সর্ব্বকান্তা শিরোমণি শ্রীরাধিকা দেবী ভ্রমর গীতায় কৃষ্ণপ্রেম বর্ণনা করিলেন। উদ্ধব তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিলেন। তাঁহাদের অনুরোধে তিনমাস তথায় থাকিয়া গোপ-গোপীগণের অনুমতি লইয়া মথুরায় ফিরিলেন।

প্রভু-প্রেরিত ভক্তপ্রধান উদ্ধব, প্রভু-প্রেমপাগলিনী-গণের কৃপাভাজন হইলেন। তাঁহারা কৃপা-প্রকাশে উদ্ধবের সমীপে অত্যুজ্জ্বল কৃষ্ণপ্রেমের,—কৃষ্ণানুরাগের যে সকল অদ্ভুত অশ্রুতপূর্ব্ব ভাবাবলী প্রদর্শন করিয়াছিলেন, কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ সুচতুর উদ্ধব তাঁহাদিগেরই অনুগ্রহে ঐ প্রেমানুরাগের গ্রাহক হইয়া বলিয়াছিলেন,—

এতাঃ পরং তনুভৃতো ভুবি গোপবধ্বো
গোবিন্দ এব নিখিলাত্মনি রূঢ়ভাবাঃ।
বাঞ্ছন্তি যদ্ভবভিয়ো মুনয়ো বয়ঞ্চ
কিং ব্রহ্মজন্মভিরনন্ত কথারসস্য॥

ভাঃ ১০।৪৭।৫৮

নিখিল জীবের আত্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে এই গোপীগণের অনন্যগত পরম প্রেম সমুৎপন্ন হওয়ায় তাঁহারাই কেবল সার্থকজন্ম লাভ করিয়াছেন। ভবভীত মুমুক্ষু মুনিগণ এবং মাদৃশ ভক্তগণ সর্ব্বদা এতাদৃশ পরম প্রেমভাব প্রার্থনা করিয়া থাকেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণকথা রসিক ব্যক্তিগণের শৌক্র, সাবিত্র ও যাজ্ঞিক—এই ত্রিবিধ জন্মেই বা কি অথবা চতুর্মুখ ব্রহ্মজন্মেই বা কি? যে কোন যোনিতে জন্মগ্রহণ করিলেও তাঁহারা সর্ব্বোত্তম।

উদ্ধব শুধু ব্রজললনাগণের প্রশংসা করিয়াই নিবৃত্ত নাই তাঁহাদের শ্রীচরণপরাগের প্রার্থী হইয়া গাহিলেন—

আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্॥ ১০।৪৭।৬১

যাঁহারা দুস্ত্যজ পতিপুত্রাদি আত্মীয়জন এবং লোকমার্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রুতিসমূহের অন্বেষণীয় শ্রীকৃষ্ণপদবীর অনুসন্ধান করিয়াছেন, অহো, আমি বৃন্দাবনে সেই গোপী-গণের চরণরেণুভাক্ গুল্মলতাদির মধ্যে কোন একটী স্বরূপে জন্মলাভ করিব।

গোপী-পদরজ-প্রার্থী গোপীপ্রিয় উদ্ধবের সহিত গোপীনাথের যে প্রসঙ্গ এবং আলোচনা উহা প্রত্যেক শুদ্ধভক্তের এবং ভক্তিপ্রার্থীর নিত্য শ্রবণীয় এবং স্মরণীয় বিষয়। কিন্তু ভক্তবর উদ্ধবের কৃপা-ব্যতীত ভক্ত-ভগবানের এই গূঢ়তত্ত্বে প্রবেশাধিকার সম্ভব হয় না। আমরা সেই ভক্তপ্রবরের কৃপার্থী হইয়া সেই গীতের পুনঃ কীর্ত্তনের আয়োজন করিতেছি।

শ্রীগুরুকৃপায় ভগবানের কৃপা। শ্রীগুরুদেবই শ্রীহরিকীর্ত্তনকারী বিগ্রহ। তাঁহারই আনুগত্যে হরিকীর্ত্তন সম্ভবপর। অতএব মদীয় অভীষ্টদেব পরমারাধ্যতম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ চিদ্বিলাস অষ্টোত্তর-শতশ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের** শ্রীশ্রীচরণকমল স্মরণ ও ভরসা করিয়া ভগবদ্গীতের অনুকীর্ত্তনে রত হইলাম।

কিন্তু হে পতিতপাবন শ্রীগুরুদেব! হে আমার আশ্রয়দাতা অনাথশরণ প্রভো! এই সময়ে আপনার প্রকট শ্রীমূর্ত্তিদর্শনে বঞ্চিত হইতেছি। আপনি আমার অন্তরে, বাহিরে এবং সর্ব্বত্র বিরাজিত থাকিলেও আমারই দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি উহা দর্শনে অসমর্থ।

আপনার অহৈতুকী কৃপাশীর্ব্বাদই আমার জীবাতু; আপনি কৃপা করিয়া আমাকে শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়নকালে যে শুভাশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন, সেই আশীর্ব্বাণী শিরে ধারণ করিয়া সকল-বিষয়ে অযোগ্য এবং অনভিজ্ঞ হইয়াও আজ আপনার সেবায় প্রবৃত্ত হইলাম।

হৃদয়ে প্রেরণ কর, জিহ্বায় কহাও বাণী।
কি কহিয়ে ভাল-মন্দ, কিছুই না জানি॥

শ্রীউদ্ধবসংবাদের কথাসার

স্বেচ্ছাময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় প্রকটলীলা সংবরণের ইচ্ছা করিলে তাঁহারই নাভিপদ্মজ লোকপিতামহ ব্রহ্মা এবং লোকমঙ্গলদাতা শিবপ্রমুখ দেবতাগণ গন্ধর্ব্বাদি সহ দ্বারকায় গমন করতঃ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের পূজা ও স্তবাদি করিয়া তাঁহার পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবার উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে জানাইয়া তদীয় লীলা সংগোপনের জন্য প্রার্থনা করিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ লোকপিতামহ ব্রহ্মার নিকট যদুবংশের ভাবী ধ্বংসের কথা জানাইয়া দেবতাগণকে স্ব স্ব ধামে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। তদনন্তর শ্রীভগবানেরই ইচ্ছায় দ্বারকায় নানাবিধ অরিষ্ট দৃষ্ট হইলে শ্রীকৃষ্ণ যদুবৃদ্ধগণকে আহ্বান করিয়া দ্বারকায় বাসকরা অমঙ্গলজনক বুঝাইয়া প্রভাস-তীর্থে যাইবার উপদেশ করেন। এই সংবাদে কৃষ্ণপ্রিয় উদ্ধব শ্রীভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া নির্জ্জনে ভগবানের গূঢ় উদ্দেশ্যের তাৎপর্য্য ও তৎবিরহ-সহনে নিজের অক্ষমতা তাঁহাকে জানাইলে, শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় স্বধাম-গমনেচ্ছা, স্বীয় অবতরণের উদ্দেশ্যসিদ্ধি এবং তাঁহার লীলাসম্বরণে জগতে কলির দৌরাত্ম্যের কথা জানাইয়া উদ্ধবকে সন্ন্যাসগ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাতে মনোনিবেশ করতঃ জ্ঞান-বিজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া নির্লিপ্তভাবে সর্ব্বভূতসুহৃদ্রূপে মায়ামনোময় জগতে বিচরণ করিতে উপদেশ করেন। তদুত্তরে উদ্ধব বলেন যে, ঐরূপ অনাসক্তি বিষয়াসক্তজীবের পক্ষে অতীব দুষ্কর। ভগবান্ উদ্ধবকে লক্ষ্য করিয়া জন-সাধারণকে জগতের অনিত্যতা বর্ণনমুখে বলেন যে, যযাতিতনয় পরমভাগবত যদু, জড়োন্মত্তপিশাচবৎ অথচ পরমানন্দে বিচরণশীল কোন অবধূতকে দেখিয়া তাঁহার তাদৃশ অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তদুত্তরে অবধূত বলিলেন যে, তিনি পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতে করিতে চতুর্ব্বিংশতি গুরুর নিকট বিবিধ বিষয় প্রত্যক্ষভাবে উপদেশ লাভ করিয়া মুক্তভাবে বিচরণ করিতেছেন।

তিনি (১) পৃথিবীর নিকট—ধৈর্য্য, পর্ব্বতরূপা ও বৃক্ষরূপা ধরণীর নিকট পরোপকার চেষ্টা ও পরার্থপরতা (২) প্রাণবায়ুর নিকট—প্রাণবৃত্তিতে সন্তোষ এবং বাহ্যবায়ুর নিকট দেহে ও বিষয়ে অনাসক্তি (৩) আকাশের নিকট—সর্ব্বব্যাপী আত্মার অপরিচ্ছিন্নতা ও অদৃশ্যত্ব (৪) জলের নিকট—নির্ম্মলতা ও পাবনত্ব (৫) অগ্নির নিকট—সর্ব্বভক্ষ্যত্ব ও নির্ম্মল কান্তিত্ব, দাতার সর্ব্বাশুভ বিনাশত্ব, সর্ব্বদেহস্থিত আত্মার অবস্থিতি, উৎপত্তি এবং বিনাশের অলক্ষ্যত্ব (৬) চন্দ্রের নিকট—অনিত্যদেহের নিরন্তর ক্ষয়বৃদ্ধি (৭) সূর্য্যের নিকট—বিষয় সংযোগেও বিষয়ে অভিনিবেশশূন্যতা (৮) কপোতের নিকট—দারাপুত্রাদিতে অত্যাসক্তির কু-পরিণাম (৯) অজগরের নিকট—যদৃচ্ছা প্রাপ্ত দ্রব্যে সন্তুষ্ট থাকিয়া সর্ব্বদা ভগবানের ভজনে নিরত থাকা (১০) সমুদ্রের নিকট—প্রসন্নতা, গাম্ভীর্য্য ও সুখদুঃখে নিশ্চলতা (১১) পতঙ্গের নিকট—রূপজ মোহের কু-পরিণাম (১২) (ক) মধুকরে—(মৌমাছি) র নিকট—সঞ্চয়ের কু-পরিণাম (খ) মধুকরে (ভ্রমর) র নিকট—মাধুকরীবৃত্তি (১৩) গজের নিকট—স্পর্শসুখাসক্তিতে অনর্থ (১৪) মধুহার নিকট—অপরের সংগৃহীত দ্রব্যে জীবিকানির্ব্বাহ (১৫) হরিণের নিকট—গীতাসক্তির অনর্থত্ব (১৬) মীনের নিকট—জিহ্বাবেগের পরিণাম (১৭) পিঙ্গলার নিকট—নৈরাশ্য (১৮) কুরর পক্ষীর নিকট—বিষয়ে অনাসক্তি (১৯) বালকের নিকট—চিন্তাশূন্যতা (২০) কুমারীর নিকট—সঙ্গবর্জ্জন (২১) শরকারের নিকট—চিত্তের একাগ্রতা (২২) সর্পের নিকট—একচরত্ব, নির্দ্দিষ্টবাসস্থানশূন্যত্ব ও অলক্ষ্যগতি (২৩) ঊর্ণনাভির নিকট—সৃষ্টিপ্রলয়াদি এবং (২৪) পেশস্কৃতের নিকট—স্নেহ, দ্বেষ ও ভয়াদি নিমিত্ত বস্তুর সারূপ্য শিক্ষা করিয়াছেন। তাহা ছাড়া তিনি স্বদেহ হইতে বিরক্তি ও বিবেকশিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। মনুষ্যদেহ সুদুর্লভ কিন্তু

অনিত্য। সকল দেহের ন্যায় মনুষ্য দেহেও বিষয়ভোগের সুযোগ থাকিলেও এই দেহ ব্যতীত অন্য দেহে ভগবদ্ভজনের সুযোগ হয় না। অতএব ধীর ব্যক্তি দেহের উৎপত্তি-বিনাশশীলতা এবং ক্ষণভঙ্গুরতা লক্ষ্য করিয়া দেহের প্রতি আসক্তিশূন্য হইয়া তত্ত্বানুসন্ধান পূর্ব্বক নিত্য-মঙ্গল লাভে যত্নশীল হইবেন—(১১।৬-৯ অধ্যায়।

প্রবৃত্তিমার্গে জীবের নিরবচ্ছিন্ন সুখলাভ হয় না এবং বিষয় সমূহের ধ্যান স্বপ্নবৎ নিষ্ফল জানিয়া ভগবচ্চরণাশ্রিত ব্যক্তি পঞ্চরাত্রাদি বিধানে গুরুসেবাপরায়ণ হইবেন এবং বিষ্ণুবৈষ্ণব-সেবনধর্ম্ম-পালনে তৎপর হইয়া কামনা রহিত চিত্তে কালাতিপাত করিবেন। শ্রীগুরুদেব—শ্রীভগবানের প্রকাশ-বিগ্রহ। একমাত্র সদ্‌গুরুই—শুদ্ধ আত্মজ্ঞানদানে সমর্থ। আত্মা স্থূলসূক্ষ্ম দেহদ্বয় হইতে পৃথক্। দেহে প্রবিষ্ট আত্মা কর্ম্মানুযায়ী দেহধর্ম্ম স্বীকার করেন। উদ্ধব বদ্ধ ও মুক্ত জীবসম্বন্ধে সবিশেষ তত্ত্ব অবগত হইবার জন্য শ্রীভগবানের নিকট প্রশ্ন করেন—(১০ম অঃ)।

ভগবানের অংশরূপী জীবাত্মা অনুত্বধর্ম্ম-প্রযুক্ত অবিদ্যাবশে সত্বাদি-গুণরূপ উপাধি লাভ করিয়া অনাদি-কাল বদ্ধ এবং বিদ্যার আশ্রয়ে শুদ্ধ ভক্তিলাভ করিয়া নিত্য মুক্ত-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হয়। সুতরাং বিদ্যাই জীবের সংসার-মুক্তি ও অবিদ্যাই সংসার-বন্ধনের কারণ। বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়ই শ্রীকৃষ্ণমায়া রচিত। অবিদ্যাযুক্ত জীব অহঙ্কার-বিমূঢ় অস্মিতায় শোক-মোহ, সুখ-দুঃখাদির বশীভূত হইয়া নিজকৃত কর্ম্মফল ভোগ করে, কিন্তু বিদ্যা-যুক্ত জীব উদারদর্শনপ্রভাবে যুক্তবৈরাগ্যরূপ খড়্গদ্বারা ছিন্ন-সংশয় হইয়া শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে চিত্তসমর্পণ পূর্ব্বক পরাশান্তি লাভ করেন। জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়েই দেহে অবস্থান করেন। তবে বিভুচিৎ পরমাত্মা কর্ম্মফল ভোগ করেন না, সাক্ষিরূপে অবস্থান করেন; কিন্তু অণুচিৎ বদ্ধ-জীবাত্মা অনভিজ্ঞ হেতু কর্ম্মফল ভোগ করে। পক্ষান্তরে জীবাত্মা স্বরূপতঃ দেহগত সুখদুঃখভাগী না হইয়াও স্বপ্নদর্শী ব্যক্তির ন্যায় নিজকে দেহগত সুখদুঃখের ভোক্তা বলিয়া অভিমান করে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সৎসঙ্গে আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়া ভক্তির বিবিধ অঙ্গসমূহ যাজন-দ্বারা স্বরূপসিদ্ধি ও বস্তুসিদ্ধি লাভ করেন। দয়ালু, শম, দম, তিতিক্ষাদি প্রভৃতি ষড়বিংশতি গুণই সাধুর লক্ষণ। তন্মধ্যে কৃষ্ণৈকশরণতাই সাধুর মুখ্য লক্ষণ। শ্রীবিগ্রহ ও শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তগণের দর্শন, স্পর্শন, অর্চ্চনাদি চৌষট্টি প্রকার ভক্ত্যঙ্গের ও ভগবৎপূজার পদ্ধতি বর্ণিত হইয়াছে। সাধুসঙ্গই ভগবৎস্মৃতি। সৎসঙ্গজাত ভক্তি ব্যতীত সংসার তরণের অন্য উপায় নাই—(১১শ অঃ)।

সৎসঙ্গ যেরূপ জীবের সংসারাসক্তি বিনাশ করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণবশীকারে সামর্থ্য প্রদান করে, যোগ, সাংখ্য, ধর্ম্ম, স্বাধ্যায়, তপঃ, ত্যাগ, ইষ্টকর্ম্ম, পূর্ত্তকর্ম্ম, দক্ষিণা, ব্রত, দেবপূজা, রহস্যমন্ত্র, তীর্থ, নিয়ম, যম প্রভৃতি তদ্রূপ নহে। রজস্তমপ্রকৃতিবিশিষ্ট দৈত্যগণ, রাক্ষস, খগ, মৃগ প্রভৃতি এবং মনুষ্যমধ্যে বৈশ্য, শূদ্র, স্ত্রী, অন্ত্যজাদি বেদাধ্যয়নাদি না করিয়া কেবলমাত্র সৎসঙ্গ-প্রভাবে ভগবানের পাদপদ্মলাভে সমর্থ হইয়াছেন। ব্রজললনাগণ জারবুদ্ধিতে সেবা করিয়া ব্রহ্মাদির সুদুষ্প্রাপ্য পরব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মলাভ করিয়াছেন। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এত গাঢ় আসক্তিযুক্তা যে, রাসরজনীতে শ্রীকৃষ্ণসঙ্গে আনন্দচিত্তে সহস্রযুগপরিমিত সময়কে ক্ষণার্দ্ধ-বৎ জ্ঞান করিয়াছিলেন কিন্তু মথুরায় অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে এক একটী রাত্রি কল্পপ্রমাণ সুদীর্ঘ জ্ঞান করিতেন। কৃষ্ণবিরহকাতরা গোপীগণের কৃষ্ণসঙ্গ ব্যতীত অপর কিছুই সুখকর বলিয়া বোধ হইত না। সুতরাং গোপীপ্রেমই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ভগবান্ উদ্ধবকে ধর্ম্মাধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য তাঁহারই শরণগ্রহণের উপদেশ করেন। (১২শ অঃ)।

সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটী গুণ বুদ্ধির, আত্মার নহে। সত্বগুণদ্বারা রজস্তমোগুণদ্বয়কে বিনাশ করিয়া পরিশেষে বিশুদ্ধ সত্ত্ব বৃত্তিদ্বারা মিশ্রসত্বকে নাশ করা প্রয়োজন। আগম, জল, দেশ, কাল, পাত্র, কর্ম্ম, জন্ম, ধ্যান, মন্ত্র ও সংস্কার—এই দশটীর প্রভাবেই গুণত্রয়ের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। বিবেকহীনতাবশতঃই দেহাদিতে অহং-বুদ্ধির উদয় হয়। বিবেকী পুরুষ বিষয়ে অনাসক্ত

থাকিয়া যুক্ত-বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক কেবলা ভক্তির আশ্রয় করিয়া থাকেন।

সনকাদি মানসপুত্রগণ পিতা ব্রহ্মার নিকট চিত্ত হইতে বিষয়বাসনা ত্যাগের উপায় জিজ্ঞাসা করিলে ব্রহ্মা তদুত্তর প্রদানে অসমর্থ হইয়া শ্রীভগবানের শরণ গ্রহণ করিলে ভগবান্ হংসরূপে অবতীর্ণ হইয়া আত্মতত্ত্ব, জাগরণ, স্বপ্ন, ও সুষুপ্তি-বুদ্ধির ত্রিবিধ অবস্থা এবং সংসার-জয়ের উপায় বর্ণন করেন। মুনিগণ ভগবানের কৃপায় নিঃসংশয় হইয়া শুদ্ধ ভক্তিযোগে ভগবানেরই আরাধনা করিয়াছিলেন। (১৩শ অঃ)।

প্রলয়ে বেদবাণী অদৃশ্য হইলে ভগবান্ সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মার নিকট উহা কীর্ত্তন করেন। ব্রহ্মা মনুকে, মনু ভৃগ্বাদি ঋষিগণকে এবং তাঁহারা দেব দানব মানবাদির নিকট বেদের ধর্ম্ম প্রচার করেন। জীবের চিত্তেবাসনার বিচিত্রতা-হেতু ভিন্ন ভিন্ন মতের উদয়ে মানবগণ ভক্তিব্যতীত নিজ নিজ মতানুযায়ী নানাবিধ শ্রেয়-সাধন বর্ণন করিয়া থাকেন। কেহ ধর্ম্ম, কেহ যশ, কেহ কাম, কেহ সত্য-দম-শম, কেহ ঐশ্বর্য্য, কেহ দানভোগ, কেহ বা যজ্ঞ-তপঃ দান-ব্রত-নিয়ম-যম প্রভৃতিকে শ্রেয়ঃসাধন বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। ভক্তিই প্রকৃত শ্রেয়ঃ বা মঙ্গল উদয় করাইয়া থাকে। কেবলাভক্তিই ভগবৎপ্রাপ্তিতে সমর্থা, অন্য কোন সাধন নহে। সৎসঙ্গে যেমন ভক্তিলাভ হয়, অসৎ অর্থাৎ যোষিৎ ও তৎসঙ্গীর সঙ্গে তেমনি সংসারবন্ধন ঘটিয়া থাকে। উদ্ধবের প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্ ধ্যেয় রূপ সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন। (১৪শ অধ্যায়)।

অষ্টাঙ্গ যোগাদিতে অণিমাদি অষ্টাদশসিদ্ধি সাধকের চিত্তকে প্রলুব্ধ করিয়া বৃথা কালক্ষয় করায় এবং ভজনের বিঘ্ন উৎপাদন করে। ভক্তিযোগ ব্যতীত সিদ্ধিসমূহের কোনই মূল্য নাই। (১৫শ অঃ)।

জগতে যত তেজঃ, সৌন্দর্য্য, কীর্ত্তি, ঐশ্বর্য্য, লজ্জা, দান, মনোহরতা, ভাগ্য, বীর্য্য, তিতিক্ষা ও জ্ঞান আছে, সে সকলই ভগবানের বিভূতি। ঐ সকল বিভূতি আকাশ কুসুমবৎ মনোবিকার মাত্র, বস্তুতঃ যথার্থ নহে। সুতরাং ইহাতে অভিনিবেশ করা ভগবদ্ভক্তের কর্ত্তব্য নহে। (১৬শ অঃ)।

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই চারিযুগের মধ্যে সত্য-যুগের একমাত্র হংসবর্ণ ছিল এবং মানবগণ জন্মলাভ করিয়াই অনন্য ভক্তিপরায়ণ হইয়া কৃতকৃত্য হইতেন বলিয়া ঐ যুগের অপর নাম কৃতযুগ। ত্রেতায় যজ্ঞরূপী ভগবান্ অবতীর্ণ হন। চারিবর্ণ ও চারি আশ্রম তাহা হইতে উৎপন্ন হয়। বর্ণ ও আশ্রম চতুষ্টয়ের ধর্ম্ম এবং অন্ত্যজ-ব্যক্তিগণের স্বভাব বর্ণিত হইয়াছে, ব্রহ্মচারীর পক্ষে গুরু-সেবা, গৃহস্থের পক্ষে ভূতরক্ষা ও যজ্ঞ, বানপ্রস্থের পক্ষে তপস্যা এবং সন্ন্যাসীর পক্ষে শম ও অহিংসা প্রধান ধর্ম্ম বর্ণিত হইয়া সর্ব্বোপরি ভগবদারাধনাই নিখিল জীবের ধর্ম্ম বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। (১৭-১৮শ অঃ)।

প্রকৃত বিদ্বান, আত্মতত্ত্বজ্ঞ ও অপরোক্ষ জ্ঞানবান্ ব্যক্তি দ্বৈত প্রপঞ্চ ও তৎসাধন-জ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বপ্রভু ভগবান্ শ্রীহরির সুখ-সাধনে চেষ্টাবিশিষ্ট হন। কর্ম্মযোগ হইতে জ্ঞানযোগ শ্রেষ্ঠ এবং তদপেক্ষা শুদ্ধভক্তিই শ্রেষ্ঠা। সাধুসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ কথাশ্রবণে শ্রদ্ধা, সর্ব্বদা ভগবৎ-কীর্ত্তন, পূজা, স্তুতি, বন্দনা এবং সাধুসেবাদ্বারা ভক্তির উদয় হয়। (১৯ অঃ)।

মোক্ষপ্রাপ্তিহেতু কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ বর্ণিত হইয়াছে। অবিরক্ত কামিপুরুষগণের নিমিত্ত কর্ম্মযোগ, কর্ম্মফলবিরক্ত কর্ম্মত্যাগিপুরুষগণের নিমিত্ত জ্ঞানযোগ এবং যুক্তবৈরাগ্যাবলম্বনকারি ব্যক্তিগণের জন্য ভক্তিযোগ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যে কাল পর্য্যন্ত কর্ম্মফল-ভোগে বৈরাগ্য এবং ভগবানের কথায় শ্রদ্ধার উৎপত্তি না হয়, ততদিন কর্ম্মানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। ত্যাগী ও ভক্তের পক্ষে কর্ম্মানুষ্ঠান অনাবশ্যক। কেবলমাত্র মনুষ্যজন্মেই ভগবদ্ভক্তিলাভ হয়; তজ্জন্য দেবগণও নরদেহের কামনা করিয়া থাকেন। সুতরাং বুদ্ধিমান্‌ব্যক্তি ভবপারের তরণীতুল্য নরদেহলাভ করিয়া শুদ্ধভক্তরূপ কর্ণধারের আশ্রয়ে অনায়াসে ভবসাগর পার হইতে যত্নপরায়ণ হইবেন। ভক্তিদ্বারাই সর্ব্বসিদ্ধিলাভ হয়। ভগবৎ-সাক্ষাৎকারলাভে যাবতীয় অহঙ্কার বিনষ্ট, সর্ব্বসংশয়চ্ছিন্ন এবং কর্ম্মরাশি ক্ষীণ হইয়া থাকে। সুতরাং ভক্তের পক্ষে জ্ঞানবৈরাগ্যাদি সাধনের প্রয়োজন নাই। একান্ত

ভক্তগণের বিধি ও নিষেধোৎপন্ন পুণ্যপাপাদির সম্ভাবনা নাই। (২০শ অঃ)।

জ্ঞান ও ভক্তিতে সিদ্ধপুরুষগণের দেশ-কাল-পাত্রগত কোন দোষগুণ নাই। কর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তির চিত্তশোধক নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান গুণ, তদকরণে দোষ। দোষের প্রায়শ্চিত্তও গুণ। জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তির জ্ঞানাভ্যাস এবং ভক্তের কৃষ্ণকথাশ্রবণাদি ভক্তিই গুণ। কাম্যকর্ম্ম জীবের শ্রেয়সাধন নহে। জড়বিষয়ে ভোগপ্রবৃত্তি সংকোচ পূর্ব্বক ক্রমশঃ শ্রেয়বিষয়ে রুচি-উৎপাদনই বেদের তাৎপর্য্য। কুবুদ্ধিগণ ইহা না বুঝিতে পারিয়া বেদের কুসুমিতা ফলশ্রুতিতে বেদতাৎপর্য্য বলে। বেদ-কর্ত্তা স্বয়ং ভগবান্ ব্যতীত বেদের নিগূঢ় তাৎপর্য্য অন্য কেহই অবগত নহে। (২১শ অঃ)।

ভগন্মায়াপ্রভাবে তত্ত্বসংখ্যা নির্দ্দেশে অনেক মতভেদ দৃষ্ট হয়।

পুরুষ ও ঈশ্বরের মধ্যে বিন্দুমাত্র ভেদ নাই। অব্যক্ত পুরুষ প্রকৃতিতে ঈক্ষণ মাত্র করেন। পুরুষের অধীনা প্রকৃতি কার্য্যকারণরূপা হইয়া জগতের সৃষ্ট্যাদি সম্পাদন করেন। আপাত দৃষ্টিতে পুরুষ প্রকৃতি অভেদ-প্রতীতি হইলেও উভয়ের আত্যন্তিক ভেদ আছে। ভগবদ্বিমুখ জীবগণ তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে সংসারগতিলাভ করে। জীবগণ স্বীয় কর্ম্মদ্বারা নানাবিধ দেহ গ্রহণ ও বিসর্জ্জন করিয়া থাকে। কর্ম্মসংস্কারময় মন ইন্দ্রিয়াদির সহিত দেহ হইতে দেহান্তরে গমন করে এবং আত্মা উহার অনুগমন করে, কিন্তু বিষয়াভিনিবেশহেতু পূর্ব্বস্মৃতি থাকে না। দেহেরই জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি অবস্থা। দ্রষ্টা আত্মা দেহ হইতে পৃথক। আত্মা চেতন, সুতরাং আত্মা জড়বিষয় ভোগ করে না, ইন্দ্রিয়গণই উহা ভোগ করে। শ্রেয়স্কামী ব্যক্তি ধৈর্য্যসহকারে বিবেক অবলম্বন পূর্ব্বক বিষয়ভোগে বিরত হইয়া আত্মাকে উদ্ধার করিবেন। শ্রীভগবানের চরণাশ্রিত ব্যক্তিগণ বিষয়ে অভিভূত হন না। তাঁহারা ক্ষিপ্ত অবমানিত বা তাড়িত হইয়াও ধৈর্য্যধারণপূর্ব্বক নিজকে রক্ষা করেন।

অবন্তী দেশীয় ব্রাহ্মণই তাহার উদাহরণ। তিনি ব্রাহ্মণ হইয়াও কৃষিকার্য্যদ্বারা ধনী হন। কিন্তু অত্যন্ত কৃপণ ও কোপনস্বভাব থাকায় তাঁহার স্ত্রী পুত্র ও জ্ঞাতি-বান্ধবগণ তাঁহার অপ্রিয় হইয়াছিল। এমন কি কালক্রমে দস্যু, জ্ঞাতি ও দৈব কর্ত্তৃক তাঁহার সমস্ত ধন অপহৃত হইলে তিনি আত্মীয়স্বজনাদিদ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া বিষয়ে নির্ব্বেদলাভ করেন এবং অর্থের অনর্থত্ব বিচারপূর্ব্বক জীবনের অবশিষ্টকাল হরিভজনে কৃতসংকল্প হইয়া ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তিনি পরিব্রাজকরূপে নানাদেশ ভ্রমণকালে ও ভিক্ষার্থ নগরাদিতে গমন করিলে অসৎ ব্যক্তিগণ তাঁহাকে নানাভাবে উৎপীড়ন করিত। তিনি অচল অটলভাবে উহা সহ্য করিয়া যে গান করিয়াছিলেন তাহার মর্ম্ম এই যে—জন, দেবতা, আত্মা, গ্রহ, কর্ম্ম, কাল —ইহারা কেহই জীবের সুখদুঃখের কারণ নহে, মনই ইহার কারণ। মনই জীবকে সংসারচক্রে পরিভ্রমণ করায়। মনোনিগ্রহ সকল সাধনের তাৎপর্য্য। মুকুন্দ-ভগবানের চরণসেবাদ্বারাই দুস্পার সংসার পার হওয়া যায়। (২২-২৩ অঃ)।

পুরুষের দ্বারা ক্ষোভিতা ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি হইতে জ্ঞান ও ক্রিয়া-শক্তিযুক্ত মহত্তত্ত্বের প্রকাশ। মহত্তত্ত্ব হইতে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই ত্রিবিধ অহঙ্কার। সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে একাদশ দেবতা ও মন, রাজস অহঙ্কার হইতে দশ ইন্দ্রিয় এবং তামস অহঙ্কার হইতে পঞ্চমহাভূত ও পঞ্চ তন্মাত্রার উৎপত্তি। পুরুষের নাভি-পদ্ম হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি। তিনি চতুর্দ্দশ লোক সৃষ্টি করেন। জগতে যাহা কিছু সত্তা তৎসমস্তই পুরুষ ও প্রকৃতি সংযোগে জাত এবং অনিত্য। আত্মা নিত্য। এই সাংখ্যজ্ঞান জীবের সকল সংশয়, মোহ-নাশক। (২৪শ অঃ)।

শম-দম-তিতিক্ষাদি অবিমিশ্র সত্ত্বের, কাম, কর্ম্মচেষ্টা, মদ প্রভৃতি অমিশ্ররজোগুণের এবং ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি অমিশ্র তমোগুণের বৃত্তি। সত্ত্বপ্রকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তি—কর্ম্মনিরপেক্ষ, রজঃ প্রকৃতিযুক্ত ব্যক্তি—ফলাকাঙ্ক্ষী এবং তমঃপ্রকৃতির ব্যক্তি—হিংসাকামী, বদ্ধজীবেই ত্রিগুণ

বিদ্যমান, ভগবান ত্রিগুণাতীত। দ্রব্য, দেশ, ফল, কাল, জ্ঞান, কর্ম্ম, কর্ত্তা, শ্রদ্ধা, অবস্থা, আকৃতি ও নিষ্ঠা—এই সমস্তই ত্রিগুণাত্মক, কিন্তু ভগবৎ সম্বন্ধীয় ঐ গুলিই নির্গুণ। শুদ্ধভক্তিদ্বারাই ত্রিগুণ জয় করা যায়। অতএব বিচক্ষণ ব্যক্তি ত্রিগুণসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীহরিভজন করিবেন—(২৫শ অঃ)।

সাধু—ভগবৎপরায়ণ ও মুক্ত। অসৎ—শিশ্নোদর-পরায়ণ ও বদ্ধ। অসৎসঙ্গে জীবের অন্ধতামিস্রে গমন হইয়া থাকে। স্বর্বেশ্যা উর্ব্বশীর সঙ্গবিমুগ্ধ সম্রাট্ পুরুরবা তৎবিরহে নির্ব্বেদপ্রাপ্ত হইয়া স্ত্রীসঙ্গের ঘৃণ্যস্বরূপ ও ভয়াবহ পরিণামের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। স্ত্রীজিত ব্যক্তির বিদ্যা, তপস্যাদি সবই বিফল। স্ত্রী ও স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। বুদ্ধিমান ব্যক্তি দুঃসঙ্গ-ত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গে আকৃষ্ট হইবেন। সর্ব্বসঙ্গমুক্ত ভগবৎপরায়ণ সাধুগণই সদুপদেশদ্বারা মনের আসক্তি-ছেদনে সমর্থ—(২৬শ অঃ)।

ভগবদর্চ্চন সদ্য চিত্তের প্রসন্নতাদায়ক। বৈদিক, তান্ত্রিক ও মিশ্রভেদে অর্চ্চন ত্রিবিধ। শৈলী, দারুময়ী, লৌহী, লেপ্যা, লেখ্যা, সৈকতী, মনোময়ী ও মণিময়ী—এই অষ্টবিধা প্রতিমা। চল ও অচলভেদে প্রতিমা-দ্বিবিধা। সাধনবিধি অনুযায়ী অর্চ্চন করা কর্ত্তব্য। ভগবদুক্ত বিধিতে অর্চ্চন করিলে ভগবদ্ভক্তিলাভ হয়—(২৭শ অঃ)।

বিশ্বের যাবতীয় ভাব প্রাকৃত, ত্রিগুণজাত, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও অসৎ। সুতরাং জাগতিক ভাব বা ব্যাপারসমূহে ভাল মন্দের পার্থক্য বর্ত্তমান। জড়াভিনিবেশবশতঃ ঐ সকলের নিন্দা ও প্রশংসায় পরমার্থহানি হয়। সমগ্র বিশ্বে এক আত্মাই কার্য্যকারণরূপে বিদ্যমান এই বিচারাবলম্বনে অনাসক্তভাবে সংসারে বাস করা কর্ত্তব্য। অবাস্তব দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত সম্বন্ধথাকাকাল পর্য্যন্ত বাস্তব আত্মার সংসার-প্রতীতি জন্ম-মৃত্যু-শোক-হর্ষাদি যাবতীয় সাংসারিকভাব প্রাকৃত অহঙ্কারের—আত্মার নহে। আত্মানাত্মবিবেকই এই অহঙ্কার-বিধ্বংসক। অব্রহ্ম ব্যতিরেকভাবে সর্ব্বত্র সর্ব্বদা এক ব্রহ্মই বিদ্যমান। ব্রহ্ম স্বতঃসিদ্ধ বস্তু, জগৎ ব্রহ্মের প্রকাশ বা কার্য্য। সদ্গুরুর কৃপায় এই ব্রহ্মবিষয়ক বিবেক লাভ করতঃ দেহাদির অনাত্মত্ব উপলব্ধি করিয়া বিষয়সঙ্গবর্জ্জনে দৃঢ়ভক্তিযোগ আশ্রয় করা কর্ত্তব্য। সিদ্ধির পূর্ব্বে সাধকভক্তের দেহ-পাত হইলেও কর্ম্মবন্ধন হয় না, পরজন্মে পূর্ব্বসাধনে প্রবৃত্তি হয়। সাধনকালে রোগাদিদ্বারা দেহ পীড়িত হইলে সদুপায়ে তাহার প্রতিকার বিধেয়। যোগাদি-উপায়ে দেহের তারুণ্য অটুট রাখিবার চেষ্টা বৃথা কালক্ষয় ও দেহসিদ্ধিমাত্র। নামসঙ্কীর্ত্তনের দ্বারা কামাদি এবং সাধুসেবাদ্বারা অহঙ্কার নাশ হয়। ভগবানের চরণাশ্রয়ে ভগবৎপরায়ণসাধক বিঘ্নরহিত পরমসিদ্ধিলাভে পূর্ণানন্দের অধিকারী হন—(২৮শ অঃ)।

ভগবন্মায়াবিমোহিত অভিমানী কর্ম্মী ও যোগিগণ ভগবানের পাদপদ্ম আশ্রয় করে না, সারাসার বিবেক-পরায়ণ হংসগণই উহা আশ্রয় করেন। ভগবান্ জীবের অন্তরে চৈত্ত্যগুরুরূপে এবং বাহিরে আচার্য্যরূপে জীবের সকল অমঙ্গল বিদূরিত করিয়া নিজস্বরূপ প্রদর্শন করেন সকল কর্ম্মই ভগবানের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য ভগবানের লীলাস্থলী বা ধামাদি আশ্রয়পূর্ব্বক ভগবৎ-সেবা ও যাত্রামহোৎসবাদিও অনুষ্ঠেয়। সর্ব্বভূতে নিজের আত্মান্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণের অধিষ্ঠান জানিয়া সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি হইলে অসূয়া-অহঙ্কারাদি দোষ বিনষ্ট হয়। অনন্যভাবে ভগবানে আত্মসমর্পণ করিলে ভগবান্ বিশেষভাবে প্রীত হন।

শ্রীভগবানের আদেশে ভক্তপ্রবর উদ্ধব প্রকাশ্যরূপে দ্বারকায় এবং বদরিকাশ্রমে গমন করেন। (২৯শ অঃ)।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীমদ্ভাগবত

একাদশস্কন্ধ

(৬-২৯ অধ্যায়)

মাতৃকাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় চরণের শ্লোকসূচীপত্র

(শ্লোকাংশ, শ্লোকসংখ্যা যথাক্রমে দ্রষ্টব্য)

অ

ই

খ

গ

ঘ

চ

ছ

জ

ত

দ

ধ

সূচীপত্র

ভ

য

স

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশনের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য পরমারাধ্যতম মদীয় শ্রীগুরুদেব নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী গোস্বামী মহারাজ এই উদ্ধব-সংবাদ গ্রন্থের সম্পাদন করিয়াছেন। আমার ন্যায় অতি নগণ্য ও ক্ষুদ্রাধমের পক্ষে তাঁহার অপ্রাকৃত অলৌকিক চরিত্রের মহিমা বর্ণন করা অসম্ভব। যাঁহারা তাঁহার সাক্ষাৎ দর্শন ক্ষণকালের জন্যও পাইয়াছেন তাঁহারাই তাঁহার গুণাবলীতে আকৃষ্ট হইয়াছেন। অতি পামর ও নাস্তিক ব্যক্তিও তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিবামাত্র অবনত ভরে মস্তক নত না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। যাঁহাদের স্বল্পকালের জন্যও তাঁহার শ্রীমুখে শ্রীমদ্ভাগবতের সুললিত ব্যাখ্যা শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য লাভ হইয়াছে, তাঁহারাই তাঁহার আচারময় জীবনের চেতনময়ী বাণীর বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করিয়া শ্রীচৈতন্যবাণীর মহিমায় ক্ষণকালের জন্যও আকৃষ্ট হইয়াছেন এবং অতিশয় ভাগ্যবান ব্যক্তিগণ তাঁহার শ্রীপাদপদ্মাশ্রয়ে নিত্যকালের জন্য হরি-ভজনপর হইবারও সুসৌভাগ্য পাইয়াছেন।

তিনি অপ্রকট হইবার পূর্ব্বেই এই গ্রন্থ প্রকাশ করিবার জন্য বিশেষ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে নানা অসুবিধায় আমরা তাঁহার সে মনোভিলাষ পূর্ণ করিতে না পারিয়া অত্যন্ত দুঃখিত আছি। তাঁহার প্রকটকালে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল। প্রুফ্ দেখিবার উপযুক্ত লোক অভাবে এবং নানা ঝঞ্ঝাটের মধ্যে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ায় মুদ্রণে অনেক ভ্রম অনিবার্য্যরূপে থাকিয়া গেল এবং শুদ্ধিপত্র দিবারও সুযোগ হইল না। সে কারণ সুধী পাঠকগণের প্রতি নিবেদন, তাঁহারা নিজগুণে কৃপা করিয়া ভ্রম সংশোধন পূর্ব্বক গ্রন্থের মর্ম্ম ও সারগ্রাহী হইলে আমরা বিশেষ সুখী ও কৃতার্থ হইব।

গ্রন্থখানির বৈশিষ্ট্য পাঠকবর্গ সকলেই লক্ষ্য করিতে পারিবেন যে, পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীল মহারাজ তাঁহার নিজ ভাষ্যের মধ্যে বিভিন্ন শাস্ত্র হইতে তথ্য সংগ্রহ পূর্ব্বক প্রাঞ্জল ভাষায় শ্রীশ্রীল চক্রবর্ত্তী পাদের টীকার বিশদ ব্যাখ্যা প্রদানের দ্বারা পাঠকবর্গের কিরূপ সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। তদ্ব্যতীত পরম পূজ্যপাদ রসিকচূড়ামণি মহামহোপাধ্যায় শ্রীশ্রীল-বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের টীকার বঙ্গানুবাদ প্রদান করিয়া গ্রন্থকার শ্রীশ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের অপূর্ব্ব শাস্ত্রযুক্তিপূর্ণ পরম উপাদেয় টীকার মর্ম্ম সংস্কৃতভাষানভিজ্ঞ লোকের বুঝিবার পক্ষে কত সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। গ্রন্থের প্রতি শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ এবং সমগ্র অধ্যায়ের কথাসার এবং সূচী পত্রাদি সন্নিবেশিত হইয়া গ্রন্থের কলেবর কিছু

বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেও পাঠকবর্গের বোধসৌকর্য্যার্থে সুবিধাই হইয়াছে।

বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে কাগজের মূল্য এবং মুদ্রণের ব্যয় অত্যধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় গ্রন্থের মূল্য আশানুরূপ হ্রাস করিতে পারিলাম না বলিয়া আমরা অত্যন্ত দুঃখিত। তবে ভিক্ষাস্বরূপে গ্রন্থের মূল্য বাবদ যে অর্থ গৃহীত হইবে উহা শ্রীহরি সেবা-কার্য্যেই ব্যয়িত হইবে ইহাও ভিক্ষাদাতৃগণের আনন্দের বিষয়। অবশ্য এই গ্রন্থ মুদ্রণে বহু অর্থব্যয়ের মধ্যে আমাদের সতীর্থ মহাপ্রাণ শ্রীপাদ মহাজন দাসাধিকারী ভক্তি চতুর (শ্রীযুক্ত মাণিক লাল দাস) মহাশয় অনেকটা অর্থানুকূল্য করিয়াছেন বলিয়া এই সময়ে এই গ্রন্থ প্রকাশ করিবার সুযোগ হইল। তিনি নানাবিধভাবে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা করিয়া তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছেন —ইহাতে সন্দেহ নাই। এই গ্রন্থপ্রকাশ কার্য্যে আমাদের সতীর্থ শ্রীপাদ কালীয় দমন দাসাধিকারী ভক্তিকুশল মহাশয়ের কায়িক সেবা-প্রযত্ন বিশেষ প্রশংসনীয়। শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের এই মনোভীষ্ট সেবায় যিনি যেভাবে যতটুকু সহায়তা করিয়াছেন তজ্জন্য তিনি অবশ্যই ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি লাভ করিয়াছেন।

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম আজ প্রকট থাকিলে গ্রন্থদর্শনে কতই না আনন্দ প্রকাশ করিতেন এবং আমরাও সেই আনন্দ দর্শনে ধন্য হইতাম। যাহা হউক, এক্ষণে তাঁহার এই মনোভিলাষ পূর্ণ করিতে আমরা যে সমর্থ হইয়াছি তাহাও একমাত্র তাঁহারই শ্রীচরণ আশীর্ব্বাদে মাত্র। সর্ব্বশেষে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আমাদের একান্ত প্রার্থনা এই যে, আমরা যেন নিত্যকাল তাঁহার শ্রীচরণানুগত্যে নিষ্কপটে হরিভজনপর হইয়া অবস্থান করিতে পারি।

নিতাইর চরণ সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য,
নিতাই-পদ সদা কর আশ।

*

চক্ষু দান দিলা যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই,
দিব্যজ্ঞান হৃদে প্রকাশিল।

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-চরণসেবাপ্রার্থী
শ্রীসতীপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

অনুবাদ। আমি নিবাসস্থানসমূহের মধ্যে সুমেরু, দুর্গমস্থানসমূহের মধ্যে হিমালয়, বৃক্ষগণের মধ্যে অশ্বত্থ এবং ওষধিসমূহের মধ্যে যব ॥২১॥

বিশ্বনাথ। ধিষ্ণ্যানামাশ্রয়স্থানানাং গহনানাং দুর্গাণাম্ ॥২১॥

বঙ্গানুবাদ। ধিষ্ণ্য—আশ্রয়স্থান। গহন—দুর্গ বা দুর্গমস্থান।২১॥

অনুদর্শিনী। "মেরুঃ শিখরিণামহম্।" গীঃ ১০।২৩ "স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ"। গীঃ ১০।২৫॥২১॥

পুরোধসাং বশিষ্ঠোঽহং ব্রহ্মিষ্ঠানাং বৃহস্পতিঃ।
স্কন্দোঽহং সর্ব্বসেনান্যামগ্রণ্যাং ভগবানজঃ ॥২২॥

অন্বয়। অহং পুরোধসাং (পুরঃ অগ্রে ধীয়ন্তে ইতি পুরোধাঃ তেষাং মধ্যে) বশিষ্ঠঃ, ব্রহ্মিষ্ঠানাং (বেদার্থনিষ্ঠানাং মধ্যে) বৃহস্পতিঃ, সর্ব্বসেনান্যাং (সর্ব্বেষাং চমূপতীনাং মধ্যে) অহং স্কন্দঃ (কার্ত্তিকেয়ঃ) অগ্রণ্যাং (সন্মার্গপ্রবর্ত্তকানাং মধ্যে) ভগবান্ অজঃ (ব্রহ্মা অস্মি) ॥ ২২॥

অনুবাদ। পুরোহিতগণের মধ্যে আমি বশিষ্ঠ, বেদনিষ্ঠগণের মধ্যে আমি বৃহস্পতি, সেনাপতিগণের মধ্যে আমি কার্ত্তিকেয় এবং সন্মার্গ-প্রবর্ত্তকগণের মধ্যে আমি ব্রহ্মা ॥২২॥

বিশ্বনাথ। ব্রহ্মিষ্ঠানাং বেদনিষ্ঠানাং। সেনান্যাং চমূপতীনাং। অগ্রণ্যাং শ্রেষ্ঠানাম্ ॥২২॥

বঙ্গানুবাদ। ব্রহ্মিষ্ঠ—বেদনিষ্ঠ। সেনানী—চমূ (সেনা) পতি। অগ্রণী শ্রেষ্ঠ ॥২২॥

অনুদর্শিনী। "সেনানীনামহং স্কন্দঃ"। গীঃ ১০।২৪ অর্থাৎ সেনাপতিগণের মধ্যে আমি কার্ত্তিকেয় ॥২২॥

যজ্ঞানাং ব্রহ্মযজ্ঞোঽহং ব্রতানামবিহিংসনম্।
বায়্বগ্ন্যর্কাম্বুবাগাত্মা শুচীনামপ্যহং শুচিঃ ॥২৩॥

অন্বয়। যজ্ঞানাং (মধ্যে) অহং ব্রহ্মযজ্ঞঃ (বেদপাঠঃ) ব্রতানাং (মধ্যে) অবিহিংসনং (অহিংসা) শুচীনাম্ অপি (শোধকানামপি মার্জ্জন মোক্ষণ-ঘর্ষণাদীনাং মধ্যে) অহং বায়্বগ্ন্যর্কাম্বুবাগাত্মা (বায়ুশ্চ অগ্নিশ্চ অর্কশ্চ অম্বু চ বাক্ চ আত্মা যস্য তাদৃশঃ) শুচিঃ (শোধকোঽস্মি ॥২৩॥

অনুবাদ। যজ্ঞসমূহের মধ্যে আমি ব্রহ্মযজ্ঞ, ব্রতসমূহের মধ্যে আমি অহিংসা এবং শোধক-পদার্থের মধ্যে বায়ু, অগ্নি, সূর্য্য, জল, বাক্য-স্বরূপ ॥২৩॥

বিশ্বনাথ। ব্রহ্মযজ্ঞো বেদপাঠঃ। শুচীনাং শোধকানাং মধ্যে বায়্বাদিরূপঃ। শুচিঃ শোধকোঽহম্ ॥২৩॥

বঙ্গানুবাদ। ব্রহ্মযজ্ঞ—বেদপাঠ। শুচিগণ—শোধকগণের মধ্যে বায়ু অগ্নি-আদি রূপ। শুচি—আমি শোধক ॥২৩।

অনুদর্শিনী। "যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি"। গীতা ১০।২৫ অর্থাৎ যজ্ঞসমূহের মধ্যে আমি জপযজ্ঞ। 'ব্রহ্মযজ্ঞো নৃযজ্ঞশ্চ দেবযজ্ঞশ্চ সত্তম। পিতৃযজ্ঞো ভূতযজ্ঞঃ পঞ্চযজ্ঞাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।' পাদ্মে-দাশ্ব, ভদ্রতনুকে বলিলেন—যজ্ঞ পঞ্চবিধ—ব্রহ্মযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ ও ভূতযজ্ঞ। তন্মধ্যে বেদপাঠরূপ ব্রহ্মযজ্ঞই আমি ॥২৩॥

যোগানামাত্মসংরোধো মন্ত্রোঽস্মি বিজিগীষতাম্।
আন্বীক্ষিকী কৌশলানাং বিকল্পঃ খ্যাতিবাদিনাম্ ॥২৪॥

অন্বয়। (অহং) যোগানাং (যোগাঙ্গানাং অষ্টাঙ্গানাং মধ্যে) আত্মসংরোধঃ (সমাধিঃ), বিজিগীষতাং (বিজেতুমিচ্ছতাং) মন্ত্রঃ (নীতিঃ) অস্মি, কৌশলানাং (বিবেকাদিনৈপুণ্যানাং মধ্যে) আন্বীক্ষিকী (আত্মানাত্মবিবেকবিদ্যা) খ্যাতিবাদিনাং (অখ্যাত্যন্যথাখ্যাত্যাত্মখ্যাত্যসৎখ্যাত্যনির্ব্বচনীয়খ্যাতিবাদিনামহং) বিকল্পঃ (ইদমেব বা ইতি যো ভবন্তো বিকল্পঃ সোঽহম্) ॥২৪॥

অনুবাদ। অষ্টাঙ্গযোগমধ্যে আমি সমাধিস্বরূপ, বিজয়াভিলাষিপুরুষগণের মন্ত্রস্বরূপ, কৌশলসমূহের মধ্যে আন্বীক্ষিকী বিদ্যাস্বরূপ এবং খ্যাতিবাদিগণের বিকল্পস্বরূপ ॥২৪॥

বিশ্বনাথ। যোগানাং যোগাঙ্গানামষ্টানাং মধ্যে আত্মসংরোধঃ সমাধিরহং। মন্ত্রঃ বিগ্রহাদিপ্রযোজকঃ। কৌশলানাং বিবেকসম্বন্ধিনৈপুণ্যাণাং মধ্যে আন্বীক্ষিকী আত্মানাত্মবিবেকবিদ্যা। খ্যাতিবাদিনামিতি। "আত্মখ্যাতিরসৎখ্যাতিরখ্যাতিঃ খ্যাতিরন্যথা। তথা নির্ব্বচনখ্যাতিরিত্যেতৎ খ্যাতিপঞ্চকম্। বিজ্ঞানশূন্যমীমাংসাতর্কাদ্বৈতবিদাং মতম্"। পঞ্চানামেষাং খ্যাতিবাদিনামেবমিদমেবং বেতি যো দুরন্তো বিকল্পঃ সোঽহম্।২৪॥

বঙ্গানুবাদ। অষ্টাঙ্গযোগ মধ্যে আমি আত্মসংরোধ অর্থাৎ সমাধি। মন্ত্র—বিগ্রহাদিপ্রযোজক। কৌশল অর্থাৎ বিবেক সম্বন্ধি নৈপুণ্যগণের মধ্যে আন্বীক্ষিকী অর্থাৎ আত্মানাত্মবিবেকবিদ্যা। খ্যাতিবাদিগণ—"আত্মখ্যাতি, অসৎখ্যাতি, অখ্যাতি, অন্যথা খ্যাতি, অনির্ব্বচন খ্যাতি – এই খ্যাতি পঞ্চক। বিজ্ঞান, শূন্য, মীমাংসা, তর্ক, অদ্বৈতবিদ্‌গণের মত"। এই পঞ্চখ্যাতিবাদিগণের ইহা এইরূপ বা এইরূপ এই যে দুরন্ত বিকল্প, সে আমি ॥২৪॥

অনুদর্শিনী। খ্যাতিপঞ্চক ও তাহাদের বিবৃতি বিজ্ঞানবাদিগণের মতে—অন্তর্বৃত্তিরূপ বিজ্ঞান পরম্পরাই স্বাপ্নিক পদার্থতুল্য বাহিরে সেই সেই বিষয়াকারে প্রকাশ পায় এবং তাহারা শুক্তিঃ রজাদিতে 'আত্মখ্যাতি' মনে করেন।

ঐ খ্যাতির লক্ষণ রজতাদি বিষয়াকারে সত্য হইলেও স্বপ্নের ন্যায় অনন্ত বিশিষ্ট বলিয়া রজতাপাদকবৈশিষ্ট্যের অগ্রহণই আত্মখ্যাতি।

শূন্যবাদিগণের মতে- অবিদ্যাদ্বারা সকলই শূন্য বা অসৎ হইতে জন্মে এবং তাঁহারা শুক্তি রজতাদিতে শূন্য বা 'অসৎ খ্যাতি' মনে করেন। ঐ খ্যাতির লক্ষণ—অলীক পদার্থরূপে প্রকাশ লাভই শূন্যখ্যাতি। যেরূপ অসদাখ্য শূন্যই শুক্তিরূপে প্রকাশ পায়, তদ্রূপ অসৎই রজতরূপে প্রকাশ পায়। কিন্তু রজতাদি যেখানে ব্যবহারসম্পাদক না হয়, তথায় মিথ্যারূপেই ব্যবহার।

মীমাংসকগণের মতে—স্মরণাত্মক ও প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞানদ্বয় সত্যই, কিন্তু অভেদরূপে গ্রহণই মানসদোষ। তাঁহারা শুক্তি-রজতাদির স্থলে 'অখ্যাতি' মনে করেন। ঐ খ্যাতির লক্ষণ—শুক্ত্যাদি পরম্পরারূপ এবং রজতাদি পরম্পরারূপ বস্তু জাত হয়; কিন্তু ইহা সেই রজত এই শুক্তিতে যেমন প্রত্যক্ষ শুক্ত্যাদি গ্রহণ করা হয়, সঙ্গে সঙ্গে সেই শুক্তিতেই কিন্তু রজতকেই স্মরণ করা ইহাই অখ্যাতি।

তার্কিকগণের মতে—দুই অণুর সংযোগে তত্তৎবস্তু পৃথকই জন্মে এবং তাঁহারা শুক্তি-রজতাদিতে 'অন্যথা খ্যাতি' মনে করেন। ঐ খ্যাতির লক্ষণ রজতাদির পূর্ণধর্ম্মশূন্য শুক্ত্যাদি বস্তুতে পূর্ণতত্ত্বধর্ম্মারোপ অন্যথা খ্যাতি।

অদ্বৈতবাদিগণের মতে—সর্ব্বদ্বৈতই অনির্ব্বচনীয় এবং তাঁহারা শুক্তি রজতাদিতে 'অনির্ব্বচনীয়খ্যাতি' মনে করেন। ঐ খ্যাতির লক্ষণ—সৎ ও অসৎ ভিন্ন হইলেও সদসদগুণাত্মকই অনির্ব্বচনীয় খ্যাতি।

শ্রীভগবন্মতে—'খ্যাতিবাদিগণের মধ্যে আমি বিকল্প এই বলিয়া এবং সেই সব বিকল্প আমার শক্তিময়ই তাই আজও পরস্পর উচ্ছিন্ন হয় নাই। তার পর তৎপ্রতিপাদ্য শক্তির অচিন্ত্যত্ব বিজ্ঞাপন করিয়া তন্ময়ত্বহেতু সর্ব্বত্র অচিন্ত্যখ্যাতিত্বই প্রতিপাদন করিয়াছেন।

— ক্রমসন্দর্ভের মর্ম্মানুবাদ ॥২৪॥

স্ত্রীণান্তু শতরূপাহং পুংসাং স্বায়ম্ভুবো মনুঃ।
নারায়ণো মুনীনাঞ্চ কুমারো ব্রহ্মচারিণাম্ ॥২৫॥

অন্বয়। অহং স্ত্রীণাং (মধ্যে) তু শতরূপা (স্বায়ম্ভুবস্য মনোঃ পত্নী) পুংসাং (মধ্যে) স্বায়ম্ভুবো (স্বয়ম্ভোঃ অপত্যং পুমান্) মনুঃ, মুনীনাং (মধ্যে) নারায়ণঃ ব্রহ্মচারিণাং (মধ্যে) কুমারঃ (সনৎকুমারোঽস্মি) ॥২৫॥

অনুবাদ। আমি স্ত্রীগণের মধ্যে শতরূপা, পুরুষগণের মধ্যে স্বায়ম্ভুব মনু, মুনিগণের মধ্যে নারায়ণ এবং ব্রহ্মচারিগণের মধ্যে সনৎকুমার ॥২৫॥

ধর্ম্মাণামস্মি সন্ন্যাসঃ ক্ষেমাণামবহির্ম্মতিঃ।
গুহ্যানাং সুনৃতং মৌনং মিথুনানামজস্ত্বহম্ ॥২৬॥

অন্বয়। ধর্ম্মাণাং (মধ্যে অহং) সন্ন্যাসঃ (ভূতাভয়দানং) অস্মি, ক্ষেমাণাং (অভয়স্থানানাং মধ্যে) অবহির্মতিঃ (অন্তর্নিষ্ঠা) গুহ্যানাং (মধ্যে) সুনৃতং (প্রিয়বচনং) মৌনং চ, মিথুনানাং (দ্বন্দ্বানাং মধ্যে) অহং তু অজঃ (প্রজাপতিঃ অস্মি) ॥২৬॥

অনুবাদ। ধর্ম্মসমূহের মধ্যে আমি অভয়প্রদানস্বরূপ, অভয়স্থানসমূহের মধ্যে অন্তর্নিষ্ঠা, গুহ্যবস্তুর মধ্যে প্রিয়বচন ও মৌনস্বরূপ এবং মিথুনসমূহের মধ্যে প্রজাপতি স্বরূপ ॥২৬॥

বিশ্বনাথ। সন্ন্যাসস্ত্যাগো দানমিতি যাবৎ। অবহির্মতিরন্তর্নিষ্ঠা। গুহ্যানাং মধ্যে সুনৃতং প্রিয়বচনং মৌনঞ্চেতি তদ্দ্বয়ং নপুংসেঽভিপ্রায়জ্ঞাপকমতোঽতিগুহ্যমিত্যর্থঃ। অজঃ প্রজাপতিঃ। যস্য দেহার্দ্ধাভ্যাং মিথুনমভূৎ স এব মুখ্যং মিথুনং 'অর্দ্ধো বা এষ আত্মা যৎ পত্নী'তি শ্রুতেঃ ॥২৬॥

বঙ্গানুবাদ। সন্ন্যাস অর্থাৎ ত্যাগ বা দান। অবহির্মতি অর্থাৎ অন্তর্নিষ্ঠা। গুহ্য বা গুপ্তবস্তুসমূহের মধ্যে সুনৃত অর্থাৎ প্রিয়বচন এবং মৌন, এই দুইটি পুরুষের অভিপ্রায় জ্ঞাপক নহে, অতএব অতিগুহ্য। অজ প্রজাপতি। যাঁহার দেহের অর্দ্ধ দুইটীর মিথুন হইয়াছিল, তিনিই মুখ্য মিথুন; বেদ বলিতেছেন—এই যে পত্নী ইনি দেহের অর্দ্ধভাগ ॥২৬॥

অনুদর্শিনী। পূর্ব্বে 'আশ্রমাণামহং তুর্য্যঃ' ১৯শ শ্লোকে সন্ন্যাস শব্দ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আবার কথিত শ্লোকেও 'সন্ন্যাস' শব্দ ব্যাখ্যাত হওয়ায় পুনরুক্তি দোষ হয় নাই। কেননা এখানে সন্ন্যাস শব্দে ত্যাগ বা দান ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

'মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং।' গীতা ১০।৩৮

গুহ্যধর্ম্মের মধ্যে আমি মৌন। প্রিয়ভাষণে এবং মৌনাবলম্বনে পুরুষের অভিপ্রায় জানা যায় না সুতরাং ঐ দুইটী অতিগুহ্য। প্রজাপতি অর্থাৎ ব্রহ্মাই মুখ্য মিথুন —'স ইমমেবাত্মানং দ্বেধাপাতয়ৎ ততঃ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাম্' বৃহদারণ্যক ১ম অঃ ৪র্থ ব্রাঃ ৩। অর্থাৎ তিনি (ব্রহ্মা) স্বীয়দেহকে দুইভাগে বিভক্ত করিলেন। এইরূপে পতি ও পত্নী হইল।

'কস্য রূপমভূদ্দ্বেধা যৎ কায়মভিচক্ষতে।'
'তাভ্যাং রূপবিভাগাভ্যাং মিথুনং সমপদ্যত।'
ভাঃ ৩।১২।৫১ ৫২

শ্রীমৈত্রেয় বিদুরকে বলিলেন—ব্রহ্মার ঐ মূর্ত্তি দুই ভাগে বিভক্ত হইল। ঐ বিভক্তরূপকেই লোকে 'কায়' বলিয়া থাকে।

ঐ কায় হইতে স্ত্রী ও পুরুষ মিথুন উৎপন্ন হইল।

শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—'স্ত্রিয়ং চক্রে স্বদেহার্দ্ধং' ভাঃ ৬।১৮।৩০ স্ত্রী—পতীর অর্দ্ধাঙ্গিনী—

'আত্মনোঽর্দ্ধং পত্নী' ভাঃ ১।৭।৪৫
'যামাহুরাত্মনোঽর্দ্ধং' ভাঃ ৩।১৪।১১

পূর্ব্বে 'হিরণ্যগর্ভ বেদানাং' ১২শ শ্লোকে বেদাধ্যাপকত্বাবচ্ছেদে 'ব্রহ্মা' বিভূতিরূপে কথিত হইয়াছে, এখানে কিন্তু পুনর্বার ব্রহ্মাকে উল্লেখ করিলেও তিনি মিথুনোৎপাদকত্বহেতু পৃথগ্‌ভাবে কথিত হইয়াছেন ॥২৬॥

সংবৎসরোঽস্ম্যনিমিষামৃতূনাং মধুমাধবৌ।
মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহং নক্ষত্রাণাং তথাভিজিৎ ॥২৭॥

অন্বয়। অহম্ অনিমিষাং (অনিমিষামপ্রমত্তানাং মধ্যে) সংবৎসরঃ অস্মি, ঋতূনাং (মধ্যে) মধুমাধবৌ (বসন্তঃ); অহং মাসানাং (মধ্যে) মার্গশীর্ষঃ (অগ্রহায়ণঃ) তথা নক্ষত্রাণাং (মধ্যে) অভিজিৎ (উত্তরাষাঢ়াচতুর্থপাদঃ শ্রবণপ্রথমপাদশ্চ অস্মি) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ। কালের মধ্যে আমি সংবৎসর, ঋতুসমূহের মধ্যে আমি বসন্ত, মাসসমূহের মধ্যে অগ্রহায়ণ এবং নক্ষত্রগণের মধ্যে অভিজিৎ নক্ষত্র ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ। অনিমিষাং কালানাং মধ্যে বৎসরঃ মধুমাধবৌ বসন্ত ইত্যর্থঃ। অভিজিৎ উত্তরাষাঢ়াচতুর্থঃ

পাদঃ। তথাচ শ্রুতিঃ—"অভিজিন্নাম নক্ষত্রমুপরিষ্টাদাষাঢ়ানামধস্তাৎ শ্রোণায়াঃ" ইতি ॥ ২৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। অনিমিষ অর্থাৎ কালসমূহের মধ্যে বৎসর। মধুমাধব—বসন্ত। অভিজিৎ—উত্তরাষাঢ়ার চতুর্থপাদ। বেদ বলিতেছেন—'অভিজিৎ নামে নক্ষত্র আষাঢ়ানক্ষত্রগণের উপরিতনো ও শ্রবণার অধস্তনোভাগ ॥ ২৭ ॥

অনুদর্শিনী।

"মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহমৃতূনাং কুসুমাকরঃ।" গী ১০।৩৫

অর্থাৎ মাসগণের মধ্যে আমি অগ্রহায়ণ এবং ঋতুদিগের মধ্যে আমি বসন্ত। 'অভিজিৎ—নক্ষত্র—

"তত উপবিষ্টাৎ ···· ঈশ্বরযোজিতানি সহাভিজিতাষ্টাবিংশতিঃ।" ভাঃ ৫।২২।১১

অর্থাৎ চন্দ্রমণ্ডলের দুইলক্ষ যোজন উপরে পরমেশ্বরের ইচ্ছাক্রমে কালচক্রে কতকগুলি নক্ষত্র যোজিত আছে। উহারা সুমেরুর দক্ষিণাংশেই ভ্রমণ করে। 'অভিজিৎ' নক্ষত্র লইয়া উহাদের সংখ্যা অষ্টাবিংশতি ॥

জ্যোতির্ব্বিদগণ ও বলিয়াছেন—

উষাষাশ্চান্ত্যপাদস্থ শ্রুতেরাদ্যাব্ধিনাড়িকাঃ।
অভিজিদ্ভমিতি জ্ঞেয়া অষ্টাবিংশতিতেষু চেতি ॥২৭॥

অহং যুগানাঞ্চ কৃতং ধীরাণাং দেবলোঽসিতঃ।
দ্বৈপায়নোঽস্মি ব্যাসানাং কবীনাং কাব্য আত্মবান্ ॥২৮

অন্বয়। যুগানাং চ (মধ্যে) অহং কৃতং (কৃতযুগং), ধীরাণাং (মধ্যে) দেবলঃ অসিতঃ (চ অস্মি), ব্যাসানাং (বেদবিভাগকর্ত্তৃণাং মধ্যে) দ্বৈপায়নঃ অস্মি, কবীনাং (বিদুষাং মধ্যে) আত্মবান্ (সংযতাত্মা) কাব্যঃ (শুক্রোঽস্মি) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ। যুগমধ্যে আমি সত্যযুগ, ধীরগণ মধ্যে আমি দেবল এবং অসিত, বেদবিভাগকর্ত্তাদিগের মধ্যে আমি দ্বৈপায়ন এবং কবিগণের মধ্যে আমি সংযতাত্মা শুক্রাচার্য্য ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ। কৃতং সত্যযুগং। দেবলোঽসিতশ্চ। কাব্যঃ শুক্রঃ ॥ ২৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। কৃত—সত্যযুগ। দেবলও অসিত। কাব্য-শুক্র ॥ ২৮ ॥

অনুদর্শিনী। "কবীনামুশনাঃ কবিঃ।" গী ১০।৩৭ অর্থাৎ কবিগণের মধ্যে আমি শুক্রাচার্য্য ॥ ২৮ ॥

বাসুদেবো ভগবতাং ত্বন্তু ভাগবতেষ্বহম্।
কিম্পুরুষাণাং হনুমান্ বিদ্যাধ্রাণাং সুদর্শনঃ ॥২৯॥

অন্বয়। ভগবতাং ('উৎপত্তিং প্রলয়ঞ্চৈব ভূতানামগতিং গতিং। বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাঞ্চ স বাচ্যো ভগবানিতি' ইত্যেবং লক্ষণানাং মধ্যে) বাসুদেবঃ, ভাগবতেষু (ভগবদ্ভক্তেষু মধ্যে) তু অহং ত্বম্ (উদ্ধবোঽস্মি) কিম্পুরুষাণাং (কুৎসিতপুরুষাণাং মধ্যে) হনুমান্, বিদ্যাধ্রাণাং (বিদ্যাধরাণাং মধ্যে) সুদর্শনঃ (তন্নামা বিদ্যাধরঃ) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ। ভগবৎপদবাচ্য পুরুষগণের মধ্যে আমি বাসুদেব, ভগবদ্ভক্তগণের মধ্যে আমি উদ্ধব, কিম্পুরুষগণের মধ্যে হনুমান্ এবং বিদ্যাধরগণের মধ্যে সুদর্শন স্বরূপ ॥২৯॥

বিশ্বনাথ। বাসুদেবঃ—প্রথমব্যূহঃ ॥

বঙ্গানুবাদ। বাসুদেব—প্রথমব্যূহ ॥ ২৯ ॥

অনুদর্শিনী। বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই চতুর্ব্যূহ মধ্যে শ্রীবাসুদেব প্রথমব্যূহ। 'আমি বাসুদেব'—এই শব্দদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বাসুদেব হইতেও পরত্ব দর্শিত হইয়াছে—'মথুরা-দ্বারকায় নিজরূপ প্রকাশিয়া। নানারূপে বিলসয়ে চতুর্ব্যূহ হৈঞা ॥ বাসুদেব সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ। সর্ব্বচতুর্ব্যূহ-অংশী, তুরীয়, বিশুদ্ধ ॥' —চৈঃ চঃ আ ৫ পঃ

ভক্তগণের মধ্যে আমি উদ্ধব—'নোদ্ধবোঽণ্বপি মন্ন্যূনো' ভাঃ ৩।৪।৩১ ॥ ২৯ ॥

রত্নানাং পদ্মরাগোঽস্মি পদ্মকোশঃ সুপেশসাম্।
কুশোঽস্মি দর্ভজাতীনাং গব্যমাজ্যং হবিঃস্বহম্ ॥৩০॥

অন্বয়। অহং রত্নানাং (মধ্যে) পদ্মরাগঃ অস্মি, সুপেশসাং (সুন্দরাণাং মধ্যে) পদ্মকোষঃ; দর্ভজাতীনাং

(কাশদূর্ব্বাদীনাং মধ্যে) কুশঃ অস্মি, হবিঃষু (চরুপুরোডাশাদিষু ঘৃতেষু বা মধ্যে) অহম্ গব্যম্ আজ্যং (ঘৃতম্) অস্মি ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ। আমি রত্নসমূহ মধ্যে পদ্মরাগ, সুন্দর বস্তুসমূহের মধ্যে পদ্মকোষ, কাশাদি তৃণজাতীর মধ্যে কুশ, এবং ঘৃতের মধ্যে গব্যঘৃত ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ। সুপেশসাং সুন্দরাণাম্ ॥ ৩০ ॥

বঙ্গানুবাদ। সুপেশঃ - সুন্দর ॥ ৩০ ॥

ব্যবসায়িনামহং লক্ষ্মীঃ কিতবানাং ছলগ্রহঃ।
তিতিক্ষাস্মি তিতিক্ষূণাং সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্ ॥৩১॥

অন্বয়। অহং ব্যবসায়িনাং (মধ্যে) লক্ষ্মীঃ (ধনাদিসম্পৎ অস্মি) কিতবানাং (ধূর্ত্তানাং মধ্যে) ছলগ্রহঃ (দ্যূতং), তিতিক্ষূণাং (ক্ষমাবতাং মধ্যে) তিতিক্ষা (ক্ষমা) অস্মি, অহং সত্ত্ববতাম্ (সাত্ত্বিকানাং মধ্যে) সত্ত্বম্ (ধৈর্য্যম্) ॥ ১ ॥

অনুবাদ। আমি ব্যবসায়িগণের লক্ষ্মী, ধূর্ত্তগণমধ্যে দ্যূত, সহিষ্ণুগণের মধ্যে ক্ষমা এবং সাত্ত্বিকগণ মধ্যে ধৈর্য্য ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ। লক্ষ্মীঃ সম্পত্তিঃ সত্ত্ববতাং সাত্ত্বিকানাং সত্ত্বম্ ॥ ৩১ ।

বঙ্গানুবাদ। লক্ষ্মী—সম্পত্তি। সত্ত্ববান্ অর্থাৎ সাত্ত্বিকগণের সত্ত্ব ॥ ৩১ ॥

অনুদর্শিনী। "শ্রীর্বাক্ চ নারীণাম্।" গী ১০।৩৪ ; "সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্।" গী ১০।৩৬ ॥ ৩৬ ॥

ওজঃ সহো বলবতাং কর্ম্মাহং বিদ্ধি সাত্বতাম্।
সাত্বতাং নবমূর্ত্তীনামাদিমূর্ত্তিরহং পরা ॥ ৩২ ॥

অন্বয়। বলবতাং (মধ্যে) ওজঃ সহঃ (চাস্মি), সাত্বতাং (ভাগবতানাং) অহং কর্ম্ম (ভক্ত্যাকৃতং কর্ম্মেতি) বিদ্ধি (জানীহি), সাত্বতাং (ভাগবতানাং অর্চ্চনকর্ম্মণি) নবমূর্ত্তীনাং (নবব্যূহার্চ্চনে বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ-নারায়ণ-হয়গ্রীব-বরাহ-নৃসিংহ-ব্রহ্মাণ ইতি যা নবমূর্ত্তয়স্তাসাং মধ্যে অহং পরা (শ্রেষ্ঠা) আদিমূর্ত্তিঃ (বাসুদেবাখ্যা অস্মি) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ। আমি বলবান্দিগের ওজঃ ও সহ, সাত্বগণের ভক্তিকৃত কর্ম্ম এবং সাত্বত নবমূর্ত্তি মধ্যে বাসুদেব-স্বরূপ ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ। বলবতাং ওজশ্চ সহশ্চ সাত্বতাং বৈষ্ণবানাং কর্ম্ম শ্রবণকীর্ত্তনাদিকং। তেষামেব নবব্যূহার্চ্চনে। বাসুদেব-সঙ্কর্ষণপ্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ-নারায়ণ-হয়গ্রীব-বরাহ নৃসিংহ-ব্রহ্মাণ ইতি যা নবমূর্ত্তয়স্তাসাং মধ্যে আদিমূর্ত্তির্বাসুদেবনাম্নী। অত্র স্বায়ম্ভুবে মন্বন্তরে যথা বিষ্ণুরেবেন্দ্রো যজ্ঞসংজ্ঞোঽভূৎ তথৈব কচিন্মহাকল্পে বিষ্ণুরেব ব্রহ্মাভবদিত্যতো বাসুদেবাদীনামন্তিমো ব্রহ্মা বিষ্ণুরেব জ্ঞেয়ঃ ॥৩২॥

বঙ্গানুবাদ। বলবান্দিগের ওজঃ ও সহঃ। সাত্বতগণের অর্থাৎ বৈষ্ণবগণের শ্রবণ কীর্ত্তনাদি কর্ম্ম। তাঁহাদের নবব্যূহার্চ্চনে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ, নারায়ণ, হয়গ্রীব, বরাহ, নৃসিংহ, ব্রহ্মা - এই যে নবমূর্ত্তি, তাহাদের মধ্যে আদিমূর্ত্তি বাসুদেব নাম্নী। এ-ক্ষেত্রে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে যেমন বিষ্ণুই যজ্ঞনামা ইন্দ্র হইয়াছিলেন, সেইরূপই কোন মহাকল্পে বিষ্ণুই ব্রহ্মা হইয়াছিলেন। অতএব বাসুদেব প্রভৃতির শেষ যে ব্রহ্মা—ইহাকে বিষ্ণু বলিয়াই জানিতে হইবে ॥ ৩২ ॥

অনুদর্শিনী।

নবব্যূহ—

সাত্বতীয়ে কচিৎ তন্ত্রে নবব্যূহা প্রকীর্ত্তিতাঃ।
চত্বারো বাসুদেবাদ্যা নারায়ণ-নৃসিংহকৌ ॥
হয়গ্রীবো বরাহশ্চ ব্রহ্মা চেতি নবোদিতা ॥
তত্র ব্রহ্মা তু বিজ্ঞেয়ঃ পূর্ব্বোক্তবিধয়া হরিঃ ॥

লঘুভাগবতামৃত পূঃ খণ্ড।

কোন কোন সাত্বতশাস্ত্রে নবব্যূহের বিষয় কীর্ত্তিত হইয়াছে। তাহা বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ,নারায়ণ, নৃসিংহ, হয়গ্রীব, বরাহ ও ব্রহ্মা এই নয়জন।

পুরীর আবরণরূপে পুরীর নবদেশে।
নবব্যূহরূপে নবমূর্ত্তি পরকাশে ॥ চৈঃ চঃ ম ২০পঃ

ভবেৎ কচিন্মহাকল্পে ব্রহ্মা জীবোঽপ্যুপাসনৈঃ।
কচিদত্র মহাবিষ্ণুর্ব্রহ্মত্বং প্রতিপদ্যতে॥
'কদাচিদ্ ভগবান্ বিষ্ণু ব্রহ্মা সন্ সৃজতি স্বয়ম্॥'

লঘুঃ ভাঃ।

অর্থাৎ কোন মহাকল্পে জীব উপাসনায় ব্রহ্মা হইলেও কখনও মহাবিষ্ণু ব্রহ্মত্ব স্বীকার করেন। কদাচিৎ ভগবান্ বিষ্ণু ব্রহ্মাস্বরূপে নিজেই সৃষ্টি করেন।

পদ্মপুরাণেও লঘুভাগবতামৃতের বচনানুসারে ব্রহ্মাকে এই স্থলে ঈশ্বরকোটিত্বে জানিতে হইবে।

তাৎপর্য্য। ব্রহ্মা—দুই প্রকার জীবকোটি ও ঈশ্বরকোটি। কোন কল্পে উপযুক্ত জীবে ভগবচ্ছক্তির আবেশ হইলে সেই জীবই 'ব্রহ্মা' হইয়া কার্য্য বিধান করেন, আবার কোন কল্পে সেরূপ যোগ্য-জীব না থাকিলে এবং পূর্ব্ব-কল্পের ব্রহ্মা মুক্ত হওয়ায়, কৃষ্ণ নিজশক্তির বিভাগক্রমে রজোগুণাবতার ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেন।

জীবের ব্রহ্মত্ব—

ভক্তিমিশ্রকৃতপুণ্যে কোন জীবোত্তম।
রজোগুণে বিভাবিত করি' তাঁর মন॥
গর্ভোদকশায়ীদ্বারা শক্তি-সঞ্চারি।
ব্যষ্টি সৃষ্টি করে কৃষ্ণ ব্রহ্মারূপ ধরি'॥

কৃষ্ণের ব্রহ্মত্ব—

কোন কল্পে যদি যোগ্য জীব নাহি পায়।
আপনে ঈশ্বর তবে অংশে ব্রহ্মা হয়॥

চৈঃ চঃ ম ২০ প

এতৎ প্রসঙ্গে—'ভাস্বান্ যথাশ্মসকলেষু'- ব্রঃ সঃ ৫।৪৯ এবং 'যথাত্মমায়াযোগেন নানাশক্ত্যুপবৃংহিতম্' —ভাঃ ২।৯।২৬ শ্লোক আলোচ্য। ৩২॥

বিশ্বাবসুঃ পূর্ব্বচিত্তির্গন্ধর্ব্বাপ্সরসামহম্।
ভূধরাণামহং স্থৈর্য্যং গন্ধমাত্রমহং ভুবঃ॥ ৩৩॥

অন্বয়। গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং (গন্ধর্ব্বানাং অপ্সরসাং চ মধ্যে) অহম্ বিশ্বাবসুঃ পূর্ব্বচিত্তিঃ (চ অস্মি), অহং ভূধরাণাং (পর্ব্বতানাং মধ্যে) স্থৈর্য্যং (স্থিরতা) অহং ভুবঃ (পৃথিব্যাঃ) গন্ধমাত্রং (অস্মি)॥ ৩৩॥

অনুবাদ। আমি গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে বিশ্বাবসু, অপ্সরোগণের মধ্যে পূর্ব্বচিত্তি, ভূধরগণের মধ্যে স্থৈর্য্য এবং পৃথিবীর গন্ধতন্মাত্রস্বরূপ॥ ৩৩॥

বিশ্বনাথ। গন্ধর্ব্বাণাং বিশ্বাবসুঃ। অপ্সরসাং পূর্ব্ব-চিত্তিঃ। গন্ধমাত্রমিতি মাত্রপদোপাদানাৎ 'পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যামিতি' গীতোক্তেশ্চ দুর্গন্ধো ব্যাবৃত্তঃ॥ ৩৩॥

বঙ্গানুবাদ। গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে বিশ্বাবসু, অপ্সরো-গণের মধ্যে পূর্ব্বচিত্তি। এ-স্থলে মাত্রপদব্যবহারে গীতোক্ত (৭।৯) 'পৃথিবীর পুণ্যগন্ধ' হেতু দুর্গন্ধ ব্যাবৃত্ত অর্থাৎ নিষেধ॥ ৩৩॥

অনুদর্শিনী। 'গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথঃ'। গী ০।২৬
পূর্ব্বচিত্তি—দেবসভায় গানকারিণী এক অপ্সরা।
"সদসি গায়ন্তীং পূর্ব্বচিত্তিং নামাপ্সরসম্"—

ভাঃ ৫।২।৩॥৩৩॥

অপাং রসশ্চ পরমস্তেজিষ্ঠানাং বিভাবসুঃ।
প্রভা সূর্য্যেন্দুতারাণাং শব্দোঽহং নভসঃ পরঃ॥৩৪॥

অন্বয়। অহম্ অপাং (জলস্য) পরমঃ (মধুরঃ) রসঃ চ (ভবামি) তেজিষ্ঠানাং (তেজস্বিনাং মধ্যে) বিভাবসুঃ (সূর্য্যঃ)। সূর্য্যেন্দুতারাণাং প্রভা (কান্তিঃ) অহং নভসঃ পরঃ (পরাখ্যঃ) শব্দঃ (অস্মি)॥ ৩৪॥

অনুবাদ। আমি জলের মধুর রস, তেজস্বী পদার্থের মধ্যে সূর্য্য, আমি চন্দ্র, সূর্য্য ও নক্ষত্রগণের প্রভা এবং আকাশের শ্রেষ্ঠ শব্দ-স্বরূপ॥ ৩৪॥

বিশ্বনাথ। পরমো মধুর ইত্যত্রাপি কট্বাদিরস-ব্যাবৃত্তিঃ। পরঃ শ্রেষ্ঠঃ শব্দোঽতিমধুরঃ পরঃ পরাখ্যো বা॥ ৩৪॥

বঙ্গানুবাদ। পরম—মধুর; এ-স্থলেও কটু প্রভৃতি রস ব্যাবৃত্ত। পর—শ্রেষ্ঠশব্দ অতি মধুর অথবা পর অর্থে পরাখ্য॥ ৩৪।

অনুদর্শিনী। "রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয়"..."শব্দঃ খে"। গী ৭।৮

শব্দব্রহ্মের চতুর্বিধা স্থিতি পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী (পরে ১১।২১।৩৬ শ্লো দ্রষ্টব্য)। তন্মধ্যে আমি পরাখ্য শব্দব্রহ্ম ॥ ৩৪ ॥

ব্রহ্মণ্যানাং বলিরহং বীরাণামহমর্জ্জুনঃ।
ভূতানাং স্থিতিরুৎপত্তিরহং বৈ প্রতিসংক্রমঃ ॥৩৫॥

অন্বয়। অহং ব্রহ্মণ্যানাং (ব্রাহ্মণভক্তানাং মধ্যে) বলিঃ, বীরাণাং (মধ্যে) অহম্ অর্জ্জুনঃ (পার্থঃ) অহং ভূতানাং (প্রাণিনাং) স্থিতিঃ (জীবনং) উৎপত্তিঃ প্রতিসংক্রমঃ (প্রলয়ঃ) বৈ (অস্মি) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ। আমি ব্রাহ্মণ-ভক্তগণের মধ্যে বলি, বীরগণের মধ্যে পার্থ ভূতগণের সম্বন্ধে ও সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়স্বরূপ। ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ। প্রতিসংক্রমঃ প্রলয়ঃ ॥ ৩৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। প্রতিসংক্রম—প্রলয় ॥ ৩৫ ॥

অনুদর্শিনী। "অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা।" গী ৭।৬।
অর্থাৎ আমিই সমস্ত জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের মূল কারণ ॥ ৩৫॥

গত্যুক্ত্যুৎসর্গোপাদানমানন্দস্পর্শলক্ষণম্।
আস্বাদশ্রুত্যবঘ্রাণমহং সর্ব্বেন্দ্রিয়েন্দ্রিয়ম্ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়। অহং গত্যুক্ত্যুৎসর্গোপাদানং (গতির্গমনম্, উক্তিঃ কথনং, উৎসর্গঃ ত্যাগঃ উপাদানং গ্রহণং) আনন্দস্পর্শলক্ষণং (আনন্দঃ আহ্লাদঃ স্পর্শঃ স্পর্শনং লক্ষণং দর্শনং) আস্বাদশ্রুত্যবঘ্রাণং (আস্বাদঃ শ্রুতিঃ শ্রবণং অ ঘ্রাণং) সর্ব্বেন্দ্রিয়েন্দ্রিয়ং (সর্ব্বেন্দ্রিয়াণামিন্দ্রিয়ং চক্ষুষশ্চক্ষুরিত্যাদি শ্রুতেঃ তদর্থ গ্রহণশক্তিঃ) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ। আমি পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়ব্যাপার গতি, উক্তি, উৎসর্গ, গ্রহণ ও আনন্দস্বরূপ এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়-ব্যাপার—স্পর্শ, দর্শন, আস্বাদন, শ্রবণ ও আঘ্রাণস্বরূপ এবং আমি সর্ব্বইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয় অর্থাৎ বিষয়-গ্রহণ শক্তি ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ। গত্যাদয়ঃ পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ব্যাপারাঃ স্পর্শাদয়ো জ্ঞানেন্দ্রিয়ব্যাপারাঃ। তত্র লক্ষণং দর্শনং সর্ব্বেন্দ্রিয়াণামিন্দ্রিয়মিতি। চক্ষুষশ্চক্ষুরিত্যাদি শ্রুতেস্তত্তদর্থ গ্রহণশক্তিরহম্ ॥ ৩৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। গতি প্রভৃতি পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়ব্যাপার, স্পর্শাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ব্যাপার। তন্মধ্যে লক্ষণ অর্থাৎ দর্শন সর্ব্বেন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয়। 'চক্ষুর ও চক্ষু' ইত্যাদিকে ।১২ শ্রুতি-বচনানুসারে সেই সেই ইন্দ্রিয়ার্থ গ্রহণের শক্তি আমি ॥৩৬॥

পৃথিবী বায়ুরাকাশ আপো জ্যোতিরহং মহান্।
বিকারঃ পুরুষেঽব্যক্তং রজঃ সত্ত্বং তমঃ পরম্।
অহমেতৎপ্রসংখ্যানং জ্ঞানং তত্ত্ববিনিশ্চয়ঃ ॥৩৭॥

অন্বয়। পৃথিবী (গন্ধতন্মাত্রং) বায়ুঃ (স্পর্শ-তন্মাত্রং) আকাশং (শব্দতন্মাত্রং) আপঃ (রসতন্মাত্রং) জ্যোতিঃ (রূপতন্মাত্রং) অহম্ (অহঙ্কারঃ) মহান্ (মহত্তত্ত্বং) বিকারঃ (পঞ্চমহাভূতানি একাদশেন্দ্রিয়াণি চ ইত্যেবং ষোড়শসংখ্যাকঃ) পুরুষঃ (জীবঃ) অব্যক্তং (প্রকৃতিঃ) রজঃ সত্ত্বং তমঃ (চ) পরং (ব্রহ্ম চ) এতৎ প্রসংখ্যানং (এতেষাং পরিগণনং) জ্ঞানং তত্ত্ববিনিশ্চয়ঃ অহম্ (এব ভবামি) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ। আমি গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, রস, রূপ, অহঙ্কার, মহত্তত্ত্ব, পঞ্চমহাভূত, একাদশইন্দ্রিয়, জীব, প্রকৃতি, রজঃ, সত্ত্ব, তমঃ, পরব্রহ্ম, এই সমস্ত পদার্থের পরিসংখ্যা এবং জ্ঞান ও তাহাদের ফলভূত তত্ত্বনির্ণয়-স্বরূপ ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ। তদেবং তত্র তত্র নির্দ্ধারণেন তত্তৎ সম্বন্ধেন চ বিশেষতো বিভূতীর্নিরূপ্য ইদানীং পুনরপি সামান্যতঃ সর্ব্বা নিরূপয়তি পৃথিবীতি সার্দ্ধদ্বয়েন। পৃথিব্যাদিশব্দৈস্তন্মাত্রাণি বিবক্ষিতানি। অহং অহঙ্কারঃ মহান্ মহত্তত্ত্বং এতাঃ সপ্ত প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ। বিকারঃ পঞ্চ মহাভূতানি একাদশেন্দ্রিয়ানি চেতি ষোড়শসঙ্খ্যাকঃ। পুরুষো জীবঃ। অব্যক্তং প্রকৃতিঃ। এবং পঞ্চবিংশতি-তত্ত্বানি। তদুক্তং "মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতি-বিকৃতয়ঃ সপ্ত। ষোড়শকশ্চ বিকারো ন প্রকৃতি র্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ" ইতি। কিঞ্চ রজঃ সত্ত্বং তম ইতি প্রকৃতের্গুণাশ্চ পরং ব্রহ্ম চ তদেতৎ সর্ব্বমহমেব। এতৎ প্রসংখ্যানং

এতেষাং পরিগণনং এতেষাং লক্ষণতো জ্ঞানঞ্চ তৎফলং তত্ত্বনিশ্চয়শ্চাহমেব ॥৩৭॥

বঙ্গানুবাদ। কোথাও কোথাও নির্ধারণ (বহুর মধ্যে উৎকর্ষ প্রদর্শন) করিয়া কোনও কোনও স্থলে সম্বন্ধ (কাহার কি, যেমন ভূতগণের স্থিতি, প্রভৃতি ৩৫ শ্লোকে) প্রদর্শন করিয়া বিশেষ বিশেষ বিভূতিসমূহ নিরূপণ পূর্ব্বক এক্ষণে সার্দ্ধদ্বয় (আড়াইটা) শ্লোকে পুনরায় সাধারণভাবে সমস্তগুলি নিরূপণ করিতেছেন। পৃথিবী প্রভৃতি শব্দদ্বারা তন্মাত্রাগুলি (রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ) বলিতে চাহিতেছেন। আমি অহঙ্কার, মহান্—মহত্তত্ত্ব, এই সাতটী প্রকৃতির বিকৃতি। বিকার—পঞ্চমহাভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয় এই ষোলটী। পুরুষ—জীব, অব্যক্ত-প্রকৃতি, এই পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব। (সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীতে) এইরূপ উক্ত আছে—অবিকৃত মূল প্রকৃতি, মহৎ প্রভৃতি প্রকৃতির বিকৃতি সাতটী। ষোলটী বিকার, প্রকৃতিও নয়, বিকৃতিও সেটী পুরুষ। আর রজঃ, সত্ত্ব, তম প্রকৃতির এই গুণগুলি এবং পরব্রহ্ম এই সমস্ত আমিই। ইহাদের প্রসংখ্যান পরিগণন, লক্ষণতঃ ইহাদের জ্ঞান ও তাহার ফল তত্ত্বনিশ্চয়ও আমিই ॥৩৭॥

অনুদর্শিনী। প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার; রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ—পঞ্চতন্মাত্র, ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ব্যোম—পঞ্চমহাভূত; চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্—পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়; বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ—পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, মন ও পুরুষ—পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব। রজঃ, সত্ত্ব, তম অষ্টবিংশতি এবং পরব্রহ্ম।

"যস্য পৃথিবী শরীরং যস্যাত্মা শরীরং যস্যাব্যক্তং শরীরং যস্যাক্ষরং শরীরং সর্ব্বভূতান্তরাত্মা দিব্যো দেব একো নারায়ণ" ইত্যাদিশ্রুতিঃ

অর্থাৎ পৃথিবী, আত্মা, অব্যক্ত, অক্ষর যাঁহার শরীর তিনি সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা দিব্য দেবৈক শ্রীনারায়ণ

ত্বং বায়ুরগ্নিরবনির্বিয়দম্বুমাত্রাঃ।
প্রাণেন্দ্রিয়াণি হৃদয়ং চিদনুগ্রহশ্চ।
সর্ব্বং ত্বমেব সগুণো বিগুণশ্চ ভূমন্
নান্যং ত্বদস্ত্যপি মনোবচসা নিরুক্তম্ ॥
ভাঃ ৭।৯।৪৮

ভক্তরাজ প্রহ্লাদ ভগবানকে কহিলেন—হে ভূমন্, তুমি বায়ু, অগ্নি, পৃথিবী, আকাশ, জল, তন্মাত্র, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন, চিত্ত এবং অনুগ্রাহক এবং তুমিই স্থূল ও সূক্ষ্ম। মন ও বাক্য দ্বারা প্রকাশিত কোন বস্তুই তোমাভিন্ন নহে।

"প্রসীদতাং ব্রহ্ম মহাবিভূতিঃ" ভাঃ ৮।৫।৩

ব্রহ্ম চ মহাবিভূতির্যস্য অতো মহাবিভূতীত্যত্রাপি মহতী ব্রহ্মলক্ষণা বিভূতির্যস্য সঃ—সন্দর্ভ

এবং ব্রহ্ম যাঁহার মহাবিভূতি অতএব মহাবিভূতি অর্থে মহতী ব্রহ্মলক্ষণা বিভূতি যাঁহার তিনি।

বিভূতিপ্রসঙ্গে ভাঃ ৮।৫।৩২-৪৩ শ্লোক আলোচ্য।

কথিত শ্লোকে 'ব্রহ্মকে' ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই বিভূতি বলা হইয়াছে। বিশিষ্টতাযুক্ত আবির্ভাব হেতু শ্রীভগবানের ধর্ম্মিরূপত্ব আর অবিশিষ্টতাযুক্ত আবির্ভাবহেতু ব্রহ্মের ধর্ম্মরূপত্ব।

'শুভাশ্রয়ঃ স চিত্তস্য সর্ব্বগস্য তথাত্মনঃ।' বিষ্ণুপুরাণ।
সর্ব্বগ আত্মার অর্থাৎ পর-ব্রহ্মেরও আশ্রয় বা প্রতিষ্ঠা।
—শ্রীধর

প্রকৃতৌ পুরুষে চৈব ব্রহ্মণ্যপি চ স প্রভুঃ।
যথৈক এব পুরুষো বাসুদেবো ব্যবস্থিতঃ॥ বিষ্ণুধর্ম্মে

অর্থাৎ প্রকৃতি, পুরুষ এবং ব্রহ্মের প্রভু একমাত্র স্থিরীকৃত পুরুষই বাসুদেব।

"যথা চ্যুতত্বং পরতঃ পরস্মাৎ স ব্রহ্মভূতাৎ পরতঃ পরাত্মা।"
বিষ্ণুধর্ম্মে

'ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্'। গীতা ১৪।২৭

'আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা—প্রতিমা—আমি ঘনীভূত ব্রহ্মই, সূর্য্যমণ্ডল যেরূপ ঘনীভূত প্রকাশ তদ্বৎ'—শ্রীধর। 'সূর্য্যের তেজরূপত্বেও যেমন তেজের আশ্রয়ত্ব, এইরূপই কৃষ্ণের ব্রহ্মরূপত্বেও ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠাত্ব'—শ্রীলবিশ্বনাথ।

যদণ্ডমণ্ডান্তরগোচরঞ্চ য
দ্দশোত্তরাণ্যাবরণানি যানি চ।
গুণাঃ প্রধানং পুরুষস্য পরং পদং
পরাৎপরং ব্রহ্ম চ তে বিভূতয়ঃ॥ শ্রীযামুনাচার্য্য

অর্থাৎ হে ভগবন্, ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত বস্তু, ক্রমশঃ দশগুণ-বৃদ্ধি পৃথিব্যাদি আবরণ সকল, সত্ত্বাদি তিন গুণ, প্রকৃতি, পুরুষ, বৈকুণ্ঠ এবং পরাৎপর ব্রহ্ম ইত্যাদি সকল আপনারই বিভূতি।

এতৎ প্রসঙ্গে "মদীয় মহিমানঞ্চ পরং ব্রহ্মেতি শব্দিতম্" ভাঃ ৮।২৪।৩৮, "সা ব্রহ্মণি স্বমহিমন্যপি নাম মাভূৎ" ভাঃ ৪।৯।১০ এবং "যস্য প্রভা প্রভবতো" ব্রঃ সঃ ৫।৪ শ্লোক সমূহের বিচারসহ পূর্ব্বে ভাঃ ১১।৬।৪৭ শ্লোকের অনুদর্শিনী দ্রষ্টব্য।

অতঃ শ্রীবৈষ্ণবৈঃ সর্ব্বশ্রুতিস্মৃতিনিদর্শনৈঃ।
তদ্ব্রহ্ম শ্রীভগবতো বিভূতিরিতি কীর্ত্ত্যতে॥
ভঃ রঃ সিঃ দঃ বি ১ল

অতএব শ্রুতিস্মৃতি-নিদর্শন দ্বারা বৈষ্ণবগণ সেই ব্রহ্মকে গোবিন্দের বিভূতি বলিয়া কীর্ত্তন করেন॥৩৭॥

ময়েশ্বরেণ জীবেন গুণেন গুণিনা বিনা।
সর্ব্বাত্মনাপি সর্ব্বেণ ন ভাবো বিদ্যতে ক্বচিৎ॥৩৮॥

অন্বয়। ঈশ্বরেণ (সৃষ্ট্যাদিকর্ত্রা) জীবেন গুণেন (সত্ত্বাদিনা) গুণিনা বিনা (মহদাদিনা চ বিনা) সর্ব্বাত্মনা সর্ব্বেণ অপি (ক্ষেত্রজ্ঞ ক্ষেত্ররূপিণা চ) ময়া বিনা ক্বচিৎ ভাবঃ (সত্ত্বা) ন বিদ্যতে॥৩৮॥

অনুবাদ। আমি ঈশ্বর, জীব, গুণ, গুণী, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপ। আমি সকলের আত্মা এবং সর্ব্বস্বরূপ, আমা ব্যতীত কোন প্রকার ভাব বর্ত্তমান থাকিতে পারে না॥৩৮॥

বিশ্বনাথ। উক্তমর্থং কিঞ্চিদ্বিশিষ্য সংক্ষিপ্য চাহ ঈশ্বরেণ জীবেন চ বিনা চেতনাত্মকো ভাবো ন বিদ্যতে গুণেন সত্ত্বাদিনা গুণিনা মহদাদিনা চ বিনা জড়াত্মকো ভাবো ন। সর্ব্বেষামাত্মনা ব্যষ্টিসমষ্ট্যুপহিতেন জীবেন সর্ব্বেণ ব্যষ্টিরূপেপোধিনা চ বিনা চিজ্জড়াত্মকো ভাবো নাস্তি স সর্ব্বোঽপি ময়া বিনা নাস্তীত্যহমেব সর্ব্বমিত্যর্থঃ॥৩৮॥

বঙ্গানুবাদ। উক্ত অর্থ কিছু বিশেষ করিয়া অথচ সংক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন। ঈশ্বর ও জীব বিনা চেতনাত্মক ভাব নাই, সত্ত্বাদিগুণ ও মহৎ প্রভৃতি গুণী ব্যতিরেকে জড়াত্ম ভাব নাই। সকলের আত্মা অর্থাৎ ব্যষ্টি-সমষ্টি উপহিত জীব এবং সর্ব্ব অর্থাৎ ব্যষ্টিরূপ উপাধি-এই সব বিনা চিজ্জড়াত্মক ভাব নাই। সে সমস্তই আমা ছাড়া নয়। অতএব আমিই সব॥৩৮॥

অনুদর্শিনী। এই জগতে ঈশ্বর ও জীব—চেতন, মহত্তত্ত্বাদি—জড়। সুতরাং প্রত্যেক দেহে জীব ও জড় বর্ত্তমান থাকায়—চিজ্জড়াত্মক ভাব। ইহার মূলে পরমেশ্বর। জীব ও মায়া যাঁহার শক্তি, দ্রব্যাদি মায়ার কার্য্য; অতএব ভগবচ্ছক্তির বিভিন্ন অস্তিত্ব সমস্তই শ্রীভগবানই আকরবস্তুরূপে অবস্থিত—

দ্রব্যং কর্ম্ম চ কালশ্চ স্বভাবো জীব এব চ।
বাসুদেবাৎ পরো ব্রহ্মন্ ন চান্যোঽর্থোঽস্তি তত্ত্বতঃ॥
ভাঃ ২।৫।১৪

শ্রীব্রহ্মা নারদকে বলিলেন—দ্রব্য (মহত্তত্ত্ব হইতে উপাদানস্বরূপ পৃথিবী পর্য্যন্ত) কর্ম্ম, কাল, স্বভাব এবং জীব ইহাদের মধ্যে কোন বস্তুরই বাসুদেব হইতে ভিন্ন সত্ত্বা নাই।

'বাসুদেবঃ সর্ব্বম্'। গী ৭।১৯ "ময়া ততমিদং সর্ব্বম্" গী ৯।৪ 'সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ' গী ১১।৪০

তিনিই সর্ব্বান্তর্যামিরূপে সকলেরই প্রেরণাদাতা—

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥ গী ১৮।৬১
যদ্যপি সর্ব্বাশ্রয় তিঁহো, তাঁহাতে সংসার।
অন্তরাত্মা-রূপে তিঁহো জগৎ আধার॥
চৈঃ চঃ আ ৫ পঃ॥ ৩৮॥

সংখ্যানং পরমাণূনাং কালেন ক্রিয়তে ময়া।
ন তথা মে বিভূতীনাং সৃজতোঽণ্ডানি কোটিশঃ॥৩৯॥

অন্বয়। ময়া কালেন (মহতা কালেন) পরমাণূনাং (পৃথিব্যাদিপরমাণূনাং) সংখ্যানং ক্রিয়তে (কৃতা বস্তুং

শক্যতে) কোটিশঃ অণ্ডানি (ব্রহ্মাণ্ডানি) সৃজতঃ (স্রষ্টুঃ) মে (মম) বিভূতীনাং ন তথা (তথা সংখ্যানং কর্ত্তুং ন শক্যতে) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ। আমি যদিও দীর্ঘকালে পৃথিব্যাদি পরমাণু সকলের গণনা করিয়া বলিতে পারি, তথাপি অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড রচয়িতা আমার বিভূতি সকলের সংখ্যা করিতে পারে না ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ। ননু সামান্যতঃ কিমেবং সংক্ষিপ্য কথয়সি পূর্ব্ববন্নির্দ্ধারণসম্বন্ধাভ্যাং বিশেষতঃ সর্ব্বাঃ কথয়েতি চেত্তত্রাহ,—সংখ্যানং পৃথিব্যাদিপরমাণূনাং কালেন মহতা তদপি ময়ৈব ক্রিয়তে ইতি কৃত্বা বক্তুং শক্যত ইত্যর্থঃ। তত্রাপি মে বিভূতীনামিতি এতাবত্য এব মে বিভূতয় ইতি বিশিষ্য ময়াপি বক্তুং ন শক্যত ইত্যর্থঃ। কুত ইত্যত আহ—সৃজতোঽণ্ডানীতি। যদা ময়া সৃজ্যমানানামণ্ডানামেব তাবৎ সংখ্যা নাস্তি, তদা কুতস্তদন্তর্গতানাং বিভূতীনাং সংখ্যেত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। আচ্ছা সাধারণভাবে এরূপ সংক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন কেন? পূর্ব্বের ন্যায় নির্দ্ধারণ-সম্বন্ধ-দ্বারা বিশেষভাবে সমস্তই বলুন—যদি এই প্রবন্ধ হয়, তখন বলিতেছেন। পৃথিবী প্রভৃতির পরমাণুসমূহের সংখ্যান অর্থাৎ দীর্ঘকালে, তাও আবার কেবল আমাকর্ত্তৃক করা হয়; ইহা করিয়া বলিতেও পারা যায়। তাহা হইলেও আমার বিভূতিসমূহের এত পরিমাণ যে বিশেষ করিয়া আমিও বলিতে পারি না। কিহেতু? তাই বলিতেছেন—যেকালে আমাকর্ত্তৃক সৃষ্ট অণ্ড (ব্রহ্মাণ্ড) গণের সীমা সংখ্যা নাই, সেকালে তদ্গত বিভূতিগণের কিরূপে সংখ্যা থাকিবে? ॥ ৩৯ ॥

অনুদর্শিনী। শ্রীব্রহ্মা নারদকে বলিলেন—

বিষ্ণোর্নু বীর্য্যগণনাং কতমোঽর্হতীহ
যঃ পার্থিবান্যপি কবির্বিমমে রজাংসি। ভাঃ ২।৭।৪০

পৃথিবীর রজোসমূহ গণনা করিতে পারিলেও বিষ্ণুর বীর্য্য সকল কে গণনা করিতে পারে?

ভগবান্‌ও নিজের ঐশ্বর্য্য নিজে জানেন না—

'যৎ স্বয়মাত্মবর্ত্মাত্মা ন বেদ কিমুতাপরে।' ভাঃ ৩।৬।৩৯

যেহেতু স্বয়ং পরমেশ্বরও নিজে নিজের ঐশ্বর্য্যকে জানেন না, অপর ব্যক্তির আর কথা কি?

সৃষ্টব্রহ্মাণ্ড অসংখ্য —

কাহং তমো মহদহং খচরাগ্নিবার্ভূ—
সংবেষ্টিতাণ্ডঘটসপ্তবিতস্তিকায়ঃ।
ক্বেদৃগ্বিধাবিগণিতাণ্ডপরাণুচর্য্যা-
বাতাধ্বরোমবিবরস্য চ তে মহিত্বম্ ॥ ভাঃ ১০।১৪।১১

ব্রহ্মা কহিলেন—হে ভগবন্, প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল এবং পৃথিবী এই সকলে পরিবেষ্টিত যে অণ্ডঘট তাহাতে আত্মপরিমাণে সপ্তবিতস্তি মাত্র পরিমিত আমার শরীর কোথায়? আর যাঁহার রোমকূপরূপ গবাক্ষ পথে ঈদৃশ অগণিত ব্রহ্মাণ্ড পরমাণুর ন্যায় বিচরণ করিতেছে তাদৃশ আপনার মহিমাই বা কোথায়?

সুতরাং সৃষ্টব্রহ্মাণ্ডই যখন অসংখ্য, তখন তদ্গত বিভূতিগণেরও সংখ্যা নাই ॥ ৩৯ ॥

তেজঃ শ্রীঃ কীর্ত্তিরৈশ্বর্য্যং হ্রীস্ত্যাগঃ সৌভগং ভগঃ।
বীর্য্যং তিতিক্ষা বিজ্ঞানং যত্র যত্র স মেঽংশকঃ ॥৪০॥

অন্বয়। যত্র যত্র তেজঃ (প্রভাবঃ) শ্রীঃ (সম্পৎ) কীর্ত্তিঃ (যশঃ) ঐশ্বর্য্যং হ্রী (লজ্জা) ত্যাগঃ (দানং) সৌভগং (মনোনয়নাহ্লাদকত্বং) ভগঃ (ভাগ্যং) বীর্য্যং (বলং) তিতিক্ষা (ক্ষান্তি) বিজ্ঞানং (স্বরূপজ্ঞানঞ্চ) সঃ মে (মম) অংশকঃ (বিভূতিঃ ভবতি) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ। যে যে বস্তুতে প্রভাব, শ্রী, কীর্ত্তি, ঐশ্বর্য্য, লজ্জা, ত্যাগ, সৌন্দর্য্য, ভাগ্য, তিতিক্ষা ও বিজ্ঞান বর্ত্তমান আছে। সে সমস্তই আমার বিভূতি ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ। কিম্বেবং রীত্যা বিশেষতোঽপি সর্ব্বা বিভূতয়ো বক্তুং শক্যা ইত্যাহ। তেজঃ প্রভাবঃ। সম্পৎ। সৌভগং মনোনয়নাহ্লাদকত্বং। ভগঃ ভাগ্যং। বীর্য্যং বলং। অংশকঃ বিভূতিঃ ॥ ৪০ ॥

বঙ্গানুবাদ। কিন্তু এইরূপ রীতিতে বিশেষ ভাবেও সমস্ত বিভূতি বলা যাইতে পারে। তাই বলিতেছেন— তেজ—প্রভাব, শ্রী—সম্পৎ, সৌভগ—মন ও নয়নের আহ্লাদপ্রদ, ভগ—ভাগ্য, বীর্য্য—বল, অংশক বিভূতি ॥৪০॥

অনুদর্শিনী।

সকলই ভগবদ্বিভূতি—

যৎ কিঞ্চ লোকে ভগবন্মহস্ব
দোজঃসহস্বদ্বলবৎক্ষমাবৎ।
শ্রীহ্রীবিভূত্যাত্মবদদ্ভুতার্ণং
তত্ত্বং পরং রূপবদস্বরূপম্॥ ভাঃ ২।৬।৪৫

এবং লোকে যাহা কিছু ঐশ্বর্য্যযুক্ত, তেজোযুক্ত, ইন্দ্রিয়শক্তিযুক্ত, মনঃশক্তিযুক্ত, বলবান্, শোভাসম্পন্ন, লজ্জাযুক্ত, বিভূতি-সম্পন্ন, বুদ্ধিযুক্ত, আশ্চর্য্যবর্ণ, রূপবান্ ও অরূপ তাহা সকলই পরমপুরুষের বিভূতি।

যদ্যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবঃ॥ গী ১০।৪১

শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিলেন—ঐশ্বর্য্যযুক্ত, সম্পত্তিযুক্ত, বলপ্রভবাদির আধিক্যযুক্ত যত বস্তু আছে, সে সকলকেই আমার বিভূতি বলিয়া জানিবে। সে সমুদায়ই আমার প্রকৃতি-তেজোংশসম্ভূত।

এতাস্তে কীর্ত্তিতাঃ সর্ব্বাঃ সঙ্ক্ষেপেণ বিভূতয়ঃ।
মনোবিকারা এবৈতে যথা বাচাভিধীয়তে॥ ৪১॥

অন্বয় এতাঃ সর্ব্বাঃ বিভূতয়ঃ তে (তুভ্যং) সঙ্ক্ষেপেণ কীর্ত্তিতাঃ (কথিতাঃ) যথা বাচা (বাঙ্মাত্রেণ) অভিধীয়তে (তথা) এতে (বিভূতয়ঃ) মনোবিকারাঃ এব ॥ ৪১॥

অনুবাদ। হে উদ্ধব, তোমার নিকট সংক্ষেপে এই সকল বিভূতি কীর্ত্তিত হইল। ইহারা বাঙ্মাত্রকথিত আকাশকুসুমাদিপদার্থতুল্য মনঃকল্পনাপ্রসূত, বস্তুতঃ পদার্থ নহে, সুতরাং ইহাতে অভিনিবেশ কর্ত্তব্য নহে ॥৪১॥

বিশ্বনাথ। উপসংহরতি,—এতা ইতি। সর্ব্বাঃ সামান্যভূতা বিশেষভূতাশ্চ কীর্ত্তিতা এব, কিন্তু এতে প্রসিদ্ধা লোকেষু দৃশ্যমানা মনসো বিকারাঃ স্নেহদ্বেষাভিমানাদয়ো যথা যেন প্রকারেণ বর্ত্তন্তে তথা তেনৈব প্রকারেণাভিধীয়ন্তে তত্র তত্র লোকৈরভিধীয়ন্তে ন তু মদ্বিভূতিরূপেণেত্যর্থঃ। যথা সর্ব্ববস্তুমাত্রাণামেব সামান্যতো মদ্বিভূতিত্বেঽপি যত্র যস্য মনসঃ স্নেহময়ো বিকারস্তত্র তেনায়ং মে পুত্র ইতি অয়ং মে পিতেতি অয়ং মে পিতৃব্য ইতি অয়ং মে ভ্রাতুষ্পুত্র ইতি অয়ং মে মিত্রমিত্যেবমেবাভিধীয়তে নত্বয়ং ভগবদ্বিভূতিরিতি। তথা যত্র দ্বেষময়ো মনোবিকারস্তত্রায়ং মমাপকর্ত্তা ইতি অয়ং মমাপকার্য্য ইতি অয়ং দ্বেষ্টা ইতি অয়ং দ্বেষ্য ইতি অয়ং হন্তেতি অয়ং বধ্য ইত্যেবমভিধীয়তে নত্বয়ং ভগবদ্বিভূতিরিতি। এবমিন্দ্রো বিশেষতো মদ্বিভূতিরপি শচ্যা মস্তস্তেতি অদিত্যা মৎপুত্র ইতি জয়ন্তেন মৎপিতেতি বৃহস্পতিনা মচ্ছিষ্য ইতি অসুরৈরস্মদ্দ্বেষ্টেত্যেবমেবাভিধীয়তে নত্বয়ং ভগবদ্বিভূতিরিতি। নিষ্পরিগ্রহৈর্মুমুক্ষুভিস্তু সর্ব্বত্রৈবায়ং ভগবদ্বিভূতিরিত্যেবাভিধীয়ত ইতি। অপ্রাকৃতবিভূতিস্তু বিভূতিত্বেন পুত্রভ্রাত্রাদিত্বেন অবধায়তাং সর্ব্বথৈব কৃতার্থমেব। তত্তদবতার-তত্তৎপরিকরণাং তথা তথা দৃষ্টত্বাৎ বিভূতয় ইত্যনুস্থ মনোবিকারা ইতি বিধীয়তে ইতি ন ব্যাখ্যেয়ং বিভূতিমধ্য এব শ্রীবাসুদেবাদীনাং তথা নির্ব্বিশেষব্রহ্মণশ্চ পরিপঠিতত্বাৎ তেষামপি খপুষ্পায়মাণত্বে সতি শূন্যবাদপ্রসক্তেঃ। শ্লোকেঽপ্যত্র এত ইত্যস্য বৈয়র্থ্যাচ্চ॥ ৪১॥

বঙ্গানুবাদ। উপসংহার করিতেছেন। সর্ব্বসামান্যভূত ও বিশেষভূত (বিভূতিগণ) কীর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু এই সমস্ত প্রসিদ্ধ লোকসমূহে দৃশ্যমান মনের বিকারগুলি অর্থাৎ স্নেহ-দ্বেষ-অভিমান প্রভৃতি যে প্রকারে আছে সেই প্রকারেই অভিহিত হয়, সেই সেই লোকে লোকগণকর্ত্তৃক অভিহিত হয়, কিন্তু আমার বিভূতিরূপে নহে। যেমন সর্ব্ববস্তুমাত্রই সাধারণভাবে আমার বিভূতি হইলেও যেখানে যাহার মনের স্নেহময় বিকার, সেখানে তৎকর্ত্তৃক এই আমার পুত্র, এই আমার পিতা, এই আমার পিতৃব্য, এই আমার ভ্রাতুষ্পুত্র, এই আমার মিত্র—এই প্রকার উক্তি হয়,—কিন্তু ইনি ভগবদ্বিভূতি নয়। সেইরূপ যেখানে

যেখানে মনের বিকার, সেখানে এই আমার অপকারী, আমার ইহার অপকার করিতে হইবে, এই দ্বেষ্টা, দ্বেষের পাত্র, এই হন্তা, ইহাকে হত্যা করিতে হইবে—এই প্রকার উক্তি হয়, এটিও কিন্তু ভগবদ্বিভূতি নয়। এইরূপে ইন্দ্র বিশেষভাবে আমার বিভূতি হইলেও, শচী তাঁহাকে আমার ভর্ত্তা, অদিতি তাঁহাকে আমার পুত্র, জয়ন্ত তাঁহাকে আমার পিতা, বৃহস্পতি তাঁহাকে আমার শিষ্য, অসুরগণ তাঁহাকে আমাদের দ্বেষ্টা এই প্রকার অভিমান করেন। ইনি কিন্তু ভগবদ্বিভূতি নন। পরিগ্রহশূন্য আমার ভক্তগণের নিকট সর্ব্বত্রই ইহা ভগবদ্বিভূতি এই অভিধান। অপ্রাকৃত বিভূতিকে পুত্রভ্রাতৃ প্রভৃতি বিভূতি বলিয়া অবধান করা হউক। তাহা হইলে সর্ব্বথাই কৃতার্থ। সেই সেই অবতার, সেই সেই পরিকরসমূহ সেইভাবে দৃষ্ট হইলে বিভূতিগুলি, এই অনুবাদ করিয়া মনোবিকারগুলি এইরূপ বিধান করা হয়—এই ব্যাখ্যা করা উচিত নয়, যেহেতু বিভূতির মধ্যেই শ্রীবাসুদেব প্রভৃতি আর নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মও পরিপঠিত হওয়ায় তাঁহারাও আকাশকুসুম বলিয়া চিন্তিত হইলে শূন্যবাদ-প্রসক্তি হইয়া পড়ে এবং এই শ্লোকেও 'এতে' এই পদ ব্যর্থ হইয়া যায় ॥ ৪১ ॥

অনুদর্শিনী। অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত-ভেদে বিভূতি দুই প্রকার। প্রাকৃত বিভূতিসমূহ মনোবিকারের দৃশ্য পদার্থ। স্নেহ-দ্বেষ অভিমানে বস্তুতে অভিনিবেশ হয়। মায়িক বস্তুতে অভিনিবেশই বন্ধন আর মায়াতীত অপ্রাকৃত বস্তুতে অভিনিবেশই মোচন। অতএব "তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ।" (ভাঃ ১।৩২) অতএব যে কোন উপায়েই হউক শ্রীকৃষ্ণে মনোনিবেশ করিবে। এই বিধি-অনুসারে মায়িকবস্তুসমূহেও ভগবানের বিভূতিজ্ঞানে চিত্ত অভিনিবিষ্ট করিলে ভগবানের স্মৃতি-বৃদ্ধিহেতু মঙ্গল নতুবা ভগবানের স্মৃতি-বিরহিত অভিনিবেশ অমঙ্গলেরই কারণ।

অপ্রাকৃত চিদ্বিভূতিসমূহে স্নেহাদি জীবকে কৃতকৃতার্থই করে। কেননা, বস্তুশক্তি বুদ্ধির অপেক্ষা করে না। অজ্ঞাতভাবে অগ্নি স্পর্শ করিলেও উহা যেমন হস্তকে দগ্ধ করে, সেইরূপ। অতএব অপ্রাকৃত বিভূতিসমূহ নিত্য ও সত্য আর মায়িক বিভূতিসমূহ তাৎকালিক ও অনিত্য।

'আকাশ-কুসুম'—কুসুম সত্য এবং আকাশ হইতে পৃথক্ বস্তু। তাহাকে আকাশের সহিত সংযোগ করিতে গেলে যেমন তাহার অস্তিত্বেরই লোপ হয়, তদ্রূপ পরমাত্মা, শ্রীবাসুদেব-নারায়ণ এবং নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম—মনোবিকারস্পর্শশূন্য ও নিত্য সত্য অপ্রাকৃত বিভূতি সকলকে মনোবিকারযুক্ত বস্তুসমূহের সহিত একত্র গণনায় শূন্যবাদ প্রসঙ্গ হয়।

তাহা ছাড়া সামান্য ও বিশেষভূত বিভূতি সকল কীর্ত্তন করিবার সময় ঐ সকল পুরুষ-প্রমাণাতীত অপ্রাকৃত বিভূতিগুলিও কীর্ত্তিত হইয়াছে। তৎপরে 'এতে' পদ প্রয়োগে যখন মনোবিকারযুক্ত বিষয়গুলির কথা পৃথকই করা হইয়াছে, তখন সেই অপ্রাকৃত বিভূতিগুলিতে এই সঙ্গে সমান জ্ঞান করিলে ঐ পদের সার্থকতা থাকে না, ব্যর্থ হয়।

অতএব শ্রীবাসুদেবাদিকে স্বতন্ত্রসত্তা-বিশিষ্টই জানিতে হইবে ॥ ৪১ ॥

বাচং যচ্ছ মনো যচ্ছ প্রাণান্ যচ্ছেন্দ্রিয়াণি চ।
আত্মানমাত্মনা যচ্ছ ন ভূয়ঃ কল্পসেঽধ্বনে ॥৪২॥

অন্বয়। তস্মাৎ বাচং যচ্ছ (নিযচ্ছ) মনঃ (অন্তঃকরণবৃত্তিং) যচ্ছ আত্মনা (সত্ত্বসম্পন্নয়া বুদ্ধ্যা) আত্মানং (বুদ্ধিং) যচ্ছ (ততঃ) ভূয়ঃ অধ্বনে (সংসারমার্গায়) ন কল্পসে ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ। অতএব বাক্য, মনঃ, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়-গণকে সংযমিত কর এবং অবশেষে সত্ত্বসম্পন্না বুদ্ধিদ্বারা বুদ্ধিকে সংযত কর, তাহা হইলে পুনরায় সংসারমার্গে পতিত হইবে না ॥ ৪২ ॥

বিশ্বনাথ। যতঃ সর্ব্ব এব পদার্থা মদ্বিভূতয়স্ততঃ সর্ব্ব এব বাচা মনসা কায়েনাপি সম্মাননীয়া এব ন তু কেঽপি তিরস্করণীয়া ইত্যাহ, বাচমিতি। তথা চ পুনঃ

পুনরুক্তিঃ। "অতিবাদাংস্তিতিক্ষেত নাবমন্যেত কঞ্চন। ন চেমং দেহমাশ্রিত্য বৈরং কুর্বীত কেনচিৎ॥" ইতি। আত্মানং বুদ্ধিং আত্মনা সাত্ত্বিক্যা তয়ৈব বুদ্ধ্যা নিযচ্ছ অধ্বনে সংসারমার্গায় ॥ ৪২ ॥

বঙ্গানুবাদ। যেহেতু সমস্ত পদার্থই আমার বিভূতি, সেইজন্য সকলকেই কায়, মন ও বাক্যদ্বারা সম্মান করা উচিত। কাহাকেও তিরস্কার করা উচিত নয়। এই কথার পুনঃ পুনঃ উক্তি—"অতিবাদ অর্থাৎ দুর্ব্বাক্যসমূহ সহ্য করিবে, কাহারও অবমাননা করিবে না। এই দেহকে আশ্রয় করিয়া কাহারও সহিত শত্রুতা সাধন করিবে না।" (ভাঃ ১১।১৮।৩১) আত্মা অর্থাৎ বুদ্ধিকে আত্মা অর্থাৎ সেই সাত্ত্বিক-বুদ্ধি-দ্বারাই নিয়মিত কর। অধ্বা বা সংসারমার্গ ॥৪২ ॥

অনুদর্শিনী। কায় মন-বাক্যের দ্বারাই জীবের সংসার ভোগ। অতএব ঐ গুলিকে সংযত করতঃ প্রত্যেক বস্তুর সহিত ভগবানের সম্বন্ধ আছে জানিয়া সম্মান প্রদান করিতে পারিলে আর সংসার থাকে না। কায়, মন ও বাক্য সংযত করাই ত্রিদণ্ডগ্রহণ ॥ ৪২ ॥

যো বৈবাঙ্মনসী সম্যগসংযচ্ছন্ ধিয়া যতিঃ।
তস্য ব্রতং তপো দানং স্রবত্যামঘটাম্বুবৎ ॥৪৩॥

অন্বয়। যঃ বৈ যতিঃ ধিয়া (বুদ্ধ্যা) বাঙ্মনসী (বাক্ চ মনঃ চ) সম্যক্ অসংযচ্ছন্ (ন সংযচ্ছতি) তস্য ব্রতং (চান্দ্রায়ণাদিকং) তপঃ (মননাদিকং) দানং (চ) আমঘটাম্বুবৎ (আমঃ অপক্বঃ ঘটঃ তৎস্থং অম্বু জলং তদ্বৎ) স্রবতি (নিঃসরতি) ॥৪৩॥

অনুবাদ। যে যতি বুদ্ধিপূর্ব্বক বাক্য এবং মনকে সম্যক্‌রূপে সংযত করিতে না পারে, তাহার ব্রত, তপস্যা ও দান প্রভৃতি অনুষ্ঠান অপক্ব ঘটস্থিত জলের ন্যায় নিঃসৃত হইয়া যায় ॥৪৩॥

বিশ্বনাথ। ব্যতিরেকে দোষমাহ,—য ইতি ॥৪৩॥

বঙ্গানুবাদ। ব্যতিরেকে দোষ বলিতেছেন ॥৪৩॥

অনুদর্শিনী। কায়মনোবাক্য অসংযত থাকিলে তপোব্রতাদি সবই নিরর্থক হয় ॥৪৩॥

তস্মাদ্বচোমনঃপ্রাণান্ নিযচ্ছেন্মৎপরায়ণঃ।
মদ্ভক্তিযুক্তয়া বুদ্ধ্যা ততঃ পরিসমাপ্যতে ॥৪৪॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধব-সংবাদে মহাবিভূতিঃ ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥১৬॥

অন্বয়। তস্মাৎ মৎপরায়ণঃ (মদ্ভক্তঃ) মদ্ভক্তিযুক্তয়া বুদ্ধ্যা বচঃ মনঃ প্রাণান্ (চ) নিযচ্ছেৎ (নিয়োজয়েৎ) ততঃ (সঃ) পরিসমাপ্যতে (কৃতকৃত্যো ভবতি) ॥৪৪॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে ষোড়শাধ্যায়স্যান্বয়ঃ সমাপ্তঃ।

অনুবাদ। অতএব হে উদ্ধব, মদ্ভক্ত ভক্তিযুক্ত বুদ্ধিদ্বারা বাক্য মন ও প্রাণকে সংযত করিয়া কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন ॥৪৪॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধের ষোড়শাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ। পরিসমাপ্যতে কৃতকৃত্যো ভবতীত্যর্থঃ ॥৪৪॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
একাদশে ষোড়শোঽপি সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্।
ইতি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠকুরকৃতা শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে ষোড়শাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

বঙ্গানুবাদ। পরিসমাপ্তি অর্থাৎ কৃতকৃত্য হয় ॥৪৪॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধে ষোড়শাধ্যায়ের সাধুজনসম্মতা ভক্তানন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনীর টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

অনুদর্শিনী। স্বয়ং ভগবান্ উদ্ধবকে লক্ষ্য করিয়া এই অধ্যায়ের উপসংহারে বলিয়াছেন যে, আমার শ্রীকৃষ্ণরূপে অভিযুক্ত বুদ্ধিদ্বারা বাক্য, মন ও প্রাণ আমারই সেবাতে নিযুক্ত কর।

ভগবদাশ্রয়ই বুদ্ধির চরমগতি। ঐ বুদ্ধিদ্বারা জীব ভগবানের ভক্ত হইয়া কৃতকৃত্য হন। কেননা ভগবৎ-স্মরণবতী বুদ্ধি প্রকৃতিস্থা হইয়াও প্রকৃতিতে উদাসীন থাকায় গুণত্রয়ে যুক্ত হয় না। অতএব জ্ঞানাদিদ্বারা কোন কিছু কৃত্যই নাই, একমাত্র ভক্তিই আশ্রয়ণীয়া ॥৪৪॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধে ষোড়শাধ্যায়ের সারার্থানুদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীউদ্ধব উবাচ

যস্ত্বয়াভিহিতঃ পূর্ব্বং ধর্ম্মস্ত্বদ্ভক্তিলক্ষণঃ।
বর্ণাশ্রমাচারবতাং সর্ব্বেষাং দ্বিপদামপি ॥
যথানুষ্ঠীয়মানেন ত্বয়ি ভক্তির্নৃণাং ভবেৎ।
স্বধর্ম্মেণারবিন্দাক্ষ তন্মমাখ্যাতুমর্হসি ॥১-২॥

অন্বয়। শ্রীউদ্ধব উবাচ, ত্বয়া পূর্ব্বং বর্ণাশ্রমবতাং (বর্ণাশ্চ আশ্রমাশ্চ তেষামাচারাঃ সন্তি যেষাং তাদৃশানাং) সর্ব্বেষাম্ অপি (বর্ণাশ্রমবিহীনানামপি) দ্বিপদাং (নরাণাং সম্বন্ধে) ত্বদ্ভক্তিলক্ষণঃ (ত্বদ্ভক্তি জ্ঞাপকঃ তৎসাধনমিত্যর্থঃ) যঃ ধর্ম্মঃ অভিহিতঃ (কথিতঃ) অরবিন্দাক্ষ (হে কমল-নয়ন), যথা (যেন প্রকারেণ) অনুষ্ঠীয়মানেন (আচরিতে-ন) স্বধর্ম্মেণ ত্বয়ি (শ্রীকৃষ্ণে) নৃণাং ভক্তিঃ ভবেৎ তৎ (সর্ব্বং) মম (মাং প্রতি) আখ্যাতুং অর্হসি (যুজ্যসে) ॥১-২

অনুবাদ। শ্রীউদ্ধব বলিলেন—আপনি পূর্ব্বে বর্ণাশ্রমাচারবান্ ও তদ্বিহীন মনুষ্যগণের সম্বন্ধে আপনাতে ভক্তিলক্ষণ ধর্ম্মের কথা বর্ণন করিয়াছেন। হে কমলনয়ন, এক্ষণে যে প্রকারে স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা উক্ত ভক্তিধর্ম্ম লাভ হইতে পারে, তাহা আমার নিকট বলুন ॥১-২॥

বিশ্বনাথ।

অথ সপ্তদশে ধর্ম্মং হংসোক্তং ভক্তিমিশ্রিতম্।
পৃষ্টঃ প্রাহোদ্ধবং কৃষ্ণো ব্রহ্মচারিগৃহস্থয়োঃ ॥

জ্ঞানযোগং ভক্তিযোগমষ্টাঙ্গযোগঞ্চ শ্রুত্বা কর্ম্মযোগং জিজ্ঞাসমান উক্তানুবাদপূর্ব্বকং পৃচ্ছতি, যস্ত্বয়েতি সপ্তভিঃ। পূর্ব্বং কল্পাদৌ। যদুক্তং ত্বয়া। "কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা। ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ ॥" ইতি। স চ ভক্তিলক্ষণো ধর্ম্মস্ত্রিবিধঃ। কেবলঃ প্রধানভূতো গুণভূতশ্চ। তত্র যঃ কেবলঃ সর্ব্ব-বর্ণাশ্রমবতাং বর্ণাশ্রমহীনানামপি দ্বিপদাং নরাণাং যদৃচ্ছয়ৈব তাদৃশসাধুসঙ্গাদেব ভবতি ন তু ধর্ম্মাদিভ্যঃ। যদুক্তং ত্বয়া। "যং ন যোগেন সাংখ্যেন দানব্রততপো-ইজ্যৈঃ ব্যাখ্যাস্বাধ্যায়সন্ন্যাসৈঃ প্রাপ্নুয়াদযত্নবানপি।" ইতি। যস্মিংশ্চ বর্ণাশ্রমচারবৎসু জনেষু যদৃচ্ছয়ৈবাভিভূতে সতি তে জনা বর্ণাশ্রমাচারং পরিত্যজ্যৈব তমনুতিষ্ঠন্তি। যদুক্তং। "ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ" ইতি। প্রধানভূতগুণভূতৌ তু তৌ যথাযোগ্যং তাদৃশসৎসঙ্গাৎ স্বধর্ম্মাচ্চ ভবত এব। পরন্তু যথা যেন প্রকারে-ণানুষ্ঠীয়মানেনেতি। তৎ ত্বদন্যো ন জানাতীতি ভাবঃ। ভক্তিঃ প্রধানভূতা গুণভূতা বা ॥১-২॥

বঙ্গানুবাদ। অতঃপর সপ্তদশ অধ্যায়ে উদ্ধব-কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া কৃষ্ণ তাঁহাকে (পূর্ব্বে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ব্রহ্মার নিকট) হংসরূপে কথিত ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থের ভক্তিমিশ্র ধর্ম্ম বর্ণন করেন।

জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও অষ্টাঙ্গযোগ শ্রবণ করিয়া কর্ম্মযোগ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়া কথিত বিষয় অনুবাদ পূর্ব্বক সাতটী শ্লোকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। পূর্ব্বে কল্পের আদিতে, আপনি যেমন বলিয়াছেন (ভাঃ ১১।১৪।৩) বেদ নামে যে বাণী, যাহাতে আমার স্বরূপভূত ধর্ম্ম বা আমাতে ভক্তি বর্ণিত, তাহা কালক্রমে প্রলয়ে অপ্রকট হইলে আদিতে আমি ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলাম। সেই ভক্তিলক্ষণধর্ম্ম তিন প্রকার—কেবল, প্রধানভূত ও গুণভূত। তাহার মধ্যে যেটী কেবল, উহা সমস্ত বর্ণাশ্রমী এমন কি বর্ণাশ্রমহীন দ্বিপদ অর্থাৎ মনুষ্যগণের যদৃচ্ছাক্রমে সেইরূপ সাধুসঙ্গফলেই হয়, ধর্ম্মাদিহেতু নহে। আপনি যেমন বলিয়াছেন—(ভাঃ ১১।১২।৯), যে, আমাকে যোগ সাংখ্য দান, ব্রত, তপ, যজ্ঞ, শাস্ত্রব্যাখ্যা, বেদপাঠ বা সন্ন্যাস দ্বারা যত্নবান্ ব্যক্তিও পায় না। যাহা বর্ণাশ্রমা-চারবান্ জনগণের মধ্যে যদৃচ্ছাক্রমে আবির্ভূত হইলে সেই জনগণ বর্ণাশ্রমাচার পরিত্যাগ করিয়াই তাহার অনুষ্ঠান করে। যেমন আপনি বলিয়াছেন (ভাঃ ১১।১১।৩২) 'যিনি সকল ধর্ম্ম সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়া আমাকে ভজনা করেন, তিনিই সাধুশ্রেষ্ঠ।' কিন্তু প্রধানভূত ও গুণভূত দুইটী যথাযোগ্য ভাবে সেইরূপ সাধুসঙ্গক্রমে ও স্বধর্ম্ম-বশতঃ হইয়া থাকে। পরন্তু যে-প্রকারে অনুষ্ঠীয়মান—তাহা আপনি ভিন্ন অন্যে জানে না। ভক্তি—প্রধানভূত অথবা গুণভূতা ॥১-২॥

সারার্থানুদর্শিনী। যেরূপভাবে স্বধর্ম্মাচরণ করিলে প্রধানভূতা বা গুণভূতা ভক্তিলাভ হয়, লোক-কল্যাণকামী, ভক্তপ্রবর উদ্ধব তাহাই জানিবার জন্য শ্রীভগবানের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। কেন না তিনি ব্যতীত অপরে তদীয়া ভক্তিবার্ত্তা জানে না ॥১-২॥

পুরা কিল মহাবাহো ধর্ম্মং পরমকং প্রভো।
যৎ তেন হংসরূপেণ ব্রহ্মণেঽভ্যাত্থ মাধব ॥
স ইদানীং সুমহতা কালেনামিত্রকর্শন।
ন প্রায়ো ভবিতা মর্ত্ত্যলোকে প্রাগনুশাসিতঃ ॥
বক্তা কর্ত্তাবিতা নান্যো ধর্ম্মস্যাচ্যুত তে ভুবি।
সভায়ামপি বৈরিঞ্চ্যাং যত্র মূর্ত্তিধরাঃ কলাঃ ॥
কর্ত্রাবিত্রা প্রবক্ত্রা চ ভবতা মধুসূদন।
ত্যক্তে মহীতলে দেব বিনষ্টং কঃ প্রবক্ষ্যতি ॥
তৎ ত্বং নঃ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ ধর্ম্মস্ত্বদ্ভক্তিলক্ষণঃ।
যথা যস্য বিধীয়েত তথা বর্ণয় মে প্রভো ॥৩-৭॥

অন্বয়। (হে) মহাবাহো, প্রভো, মাধব, পুরা (পূর্ব্বকালে) কিল (নিশ্চিতং) হংসরূপেণ তেন ব্রহ্মণে (ব্রহ্মাণং প্রতি) যৎ (যং) পরমকং (পরমশ্চাসৌ কং সুখরূপশ্চ তং) ধর্ম্মং অভ্যাত্থ (কথিতবান্) (হে) অমিত্রকর্শন (শত্রুনাশক) প্রাগনুশাসিতঃ (পূর্ব্বমুপদিষ্টোঽপি) সঃ (ধর্ম্মঃ) সুমহতাকালেন ইদানীং মর্ত্ত্যলোকে (পৃথিব্যাং) ন ভবিতা (ন ভবিষ্যতি) (হে শ্রীকৃষ্ণ) ভুবি (পৃথিব্যাং) যত্র মূর্ত্তিধরাঃ কলাঃ (মূর্ত্তিমন্তঃ বেদাদ্যাঃ বর্ত্তন্তে তত্র) বৈরিঞ্চ্যাং সভায়াং (ব্রহ্মসভায়াং) অপি তে ত্বত্তঃ অন্যঃ (কোঽপি) ধর্ম্মস্য বক্তা কর্ত্তা অবিতা (পালকশ্চ) ন (নাস্তি) (হে) দেব, মধুসূদন, কর্ত্রা (বিধাত্রা) অবিত্রা (পালকেন) প্রবক্ত্রা চ (ব্যাখ্যাত্রা চ) ভবতা মহীতলে ত্যক্তে (সতি) কঃ (জনঃ) বিনষ্টং (বিলুপ্তপ্রায়মিমং ধর্ম্মং) প্রবক্ষ্যতি (বর্ণয়িষ্যতি); তৎ (তস্মাৎ অন্যবক্তৃরভাবাৎ) (হে) প্রভো, সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ নঃ (অস্মাকং মনুষ্যাণাং মধ্যে) যস্য যথা (যেন প্রকারেণ) ত্বদ্ভক্তিলক্ষণঃ (ত্বয়ি যা ভক্তিস্তল্লক্ষণঃ) ধর্ম্মঃ বিধীয়তে (ক্রিয়েত) তথা তেনৈব প্রকারেণ ত্বং মে (মহ্যং) বর্ণয় (কথয়) ॥৩-৭॥

অনুবাদ। হে মহাবাহো, প্রভো, মাধব, পূর্ব্বে আপনি হংসরূপে ব্রহ্মার নিকট পরম সুখরূপ যে ধর্ম্ম বলিয়াছিলেন, দীর্ঘকাল নিবন্ধন সম্প্রতি সেই পূর্ব্বকথিত ধর্ম্ম পৃথিবীতে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। হে অচ্যুত, পৃথিবীতে অথবা যে স্থানে মূর্ত্তিমান্ বেদাদি বিরাজমান, সেই বিরিঞ্চি সভায়ও আপনি ব্যতীত আপনার ধর্ম্মের অন্য কেহ বক্তা কর্ত্তা, এবং রক্ষক নাই। হে দেব, হে মধুসূদন, ধর্ম্মের কর্ত্তা, বক্তা ও পালকরূপী আপনি এই পৃথিবী পরিত্যাগ করিলে অন্য কেহই এই ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হইবেন না। অতএব হে প্রভো, হে সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ, মনুষ্যগণের মধ্যে আপনার ভক্তিলক্ষণ ধর্ম্ম যাহার প্রতি যেরূপ বিহিত হইয়াছে, তৎসমুদায় সেই প্রকারে আমার নিকট বর্ণনা করুন ॥৩-৭॥

বিশ্বনাথ। নন্বু কিং তথা স্বধর্ম্মো ময়া কাপি নোক্তস্তত্রাহ, পুরেতি। পরমকং মোক্ষলক্ষণং সুখং যস্মাত্তং। যৎ যং। হংসরূপেণ স্বধর্ম্মোঽপ্যুক্ত এব ন তু যোগমাত্রম্। আনীতামাগতং যজ্ঞং যুষ্মদ্ধর্ম্মবিবক্ষয়েত্যুক্তত্বাৎ। প্রাগনুশাসিতোঽপি ন ভবিষ্যতি। কলা বেদাদ্যা অষ্টাদশবিদ্যা। "ঋগ্যজুঃসামাথর্ব্বাখ্যা বেদাশ্চত্বার এব চ পুরাণন্যায়-মীমাংসা-ধর্ম্মশাস্ত্রাণি চেত্যপি। শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং জ্যোতিষং তথা। ছন্দশ্চেতি ষড়িত্যেবং প্রোক্তাশ্চতুর্দ্দশ। আয়ুর্ব্বেদার্থগান্ধর্ব্বৈশ্চ শাস্ত্রে বষ্টাদশাপি তাঃ"। বিনষ্টং ধর্ম্মম্। ত্বদ্ভক্তিং লক্ষয়তি, দর্শয়তীতি সঃ। তদ্ধেতুরিত্যর্থঃ ॥৩-৭॥

বঙ্গানুবাদ। আচ্ছা, স্বধর্ম্ম কি আমি কোথাও বলি নাই? সেই বিষয়ে বলিতেছেন। পরমক—পরমক অর্থাৎ মোক্ষলক্ষণ-সুখ। হংসরূপে স্বধর্ম্ম কথিত হইয়াছে, কেবল যোগমাত্র নহে। উক্ত আছে (ভাঃ ১১।১৩।৩৮) তোমাদিগের প্রতি ধর্ম্ম বলিবার জন্য আমি স্বয়ং বিষ্ণু এস্থানে উপস্থিত হইয়াছি, জানিবে। প্রাগনুশাসিত (পূর্ব্বে উপদিষ্ট) হইলেও আর হইবে না।

কলা - বেদাদি অষ্টাদশ বিদ্যা। ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব নামে চারিবেদ। পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা, ধর্ম্মশাস্ত্র—ইহারাও। শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ ও ছন্দ—এই ছয় (বেদাঙ্গ)। এই প্রোক্ত চতুর্দ্দশ বিদ্যা। আর আয়ু, ধনুঃ, গান ও অর্থ—এই চারিশাস্ত্র লইয়া অষ্টাদশবিদ্যা। বিনষ্ট—বিনষ্ট ধর্ম্ম। ত্বদ্ভক্তিলক্ষণ—তোমাতে যে ভক্তি তাহা যে লক্ষণ বা প্রদর্শন করিতেছে—সেই ধর্ম্ম অর্থাৎ তাহার হেতু ॥ ৩-৭ ॥

অনুদর্শিনী। উদ্ধব বলিলেন—হে মাধব, আপনি পূর্ব্বে হংসরূপে ব্রহ্মাকে পরমধর্ম্ম বলিয়াছিলেন। অতএব বেদাদি অষ্টাদশবিদ্যা বর্ত্তমান থাকিলেও যে প্রকারে আপনাতে ভক্তিধর্ম্ম বিহিত হয়, তাহা আপনিই বলুন; কেননা, তাহা অন্য কেহ বলিতে পারে না। কারণ ব্রহ্মা প্রভৃতি সমস্ত জীবগণই আপনার মায়ায় বিমোহিত। অতএব মায়াধীশ আপনা ব্যতীত এই ধর্ম্মের বক্তা অন্য কেহই নাই। (পূর্ব্বে ভাঃ ১১।৭।১৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য)

দ্বাদশ মহাজনগণের অন্যতম শ্রীযমরাজও বলিয়াছেন—

> ধর্ম্মন্তু সাক্ষাদ্ভগবৎপ্রণীতং
> ন বৈ বিদুর্ঋষয়ো নাপি দেবাঃ।
> ন সিদ্ধমুখ্যা অসুরা মনুষ্যাঃ
> কুতো নু বিদ্যাধরচারণাদয়ঃ ॥ ভাঃ ৬।৩।১৯

(অর্থ পূর্ব্বে ভাঃ ১১।৭।১৭ শ্লোকের অনুদর্শিনীতে দ্রষ্টব্য)।

স্বয়ং শ্রীভগবানই দেবর্ষি নারদকে বলিয়াছেন—

> ব্রহ্মন্ ধর্ম্মস্য বক্তাহং কর্ত্তা তদনুমোদিতা।
> ভাঃ ১০।৬৯।৪০

হে ব্রহ্মন্, ধর্ম্মের বক্তা, কর্ত্তা ও অনুমন্তা আমিই।
॥ ৩-৭ ॥

শ্রীশুক উবাচ

> ইত্থং স্বভৃত্যমুখ্যেন পৃষ্টঃ স ভগবান্ হরিঃ।
> প্রীতঃ ক্ষেমায় মর্ত্ত্যানাং ধর্ম্মানাহ সনাতনান্ ॥৮॥

অন্বয়। শ্রীশুকঃ উবাচ—সঃ ভগবান্ হরিঃ স্বভৃত্যমুখ্যেন (স্বস্য ভৃত্যানাং মধ্যে মুখ্যঃ শ্রেষ্ঠস্তেন) ইত্থম্ (এবম্প্রকারেণ) পৃষ্টঃ (জিজ্ঞাসিতঃ) প্রীতঃ (সন্) মর্ত্ত্যানাং (মনুষ্যাণাং) ক্ষেমায় (মঙ্গলায়) সনাতনান্ ধর্ম্মান্ আহ (কথিতবান্) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ। শ্রীশুকদেব বলিলেন—ভগবান্ হরি স্বীয় ভক্তশ্রেষ্ঠ উদ্ধব কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া প্রীতিসহকারে মনুষ্যদিগের মঙ্গলের নিমিত্ত সনাতন ধর্ম্ম বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৮ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

> ধর্ম্ম্য এষ তব প্রশ্নো নৈঃশ্রেয়সকরো নৃণাম্।
> বর্ণাশ্রমাচারবতাং তমুদ্ধব নিবোধ মে ॥৯॥

অন্বয়। শ্রীভগবান্ উবাচ—(হে) উদ্ধব, তব এষঃ ধর্ম্ম্যঃ (ধর্ম্মাদনপেতঃ) প্রশ্নঃ বর্ণাশ্রমাচারবতাং (বর্ণাশ্রমাচার-পরায়ণানাং) নৃণাং (নরাণাং) নৈঃশ্রেয়সকরঃ (ভক্তি-জনকঃ, অতঃ) মে (মত্তঃ) তং (ধর্ম্মং) নিবোধ (শৃণু) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ। শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে উদ্ধব, তোমার এই প্রশ্ন ধর্ম্মসঙ্গত এবং বর্ণাশ্রমাচারবান্ মনুষ্যগণের পক্ষের ভক্তিজনক, অতএব আমার নিকট হইতে তাহা শ্রবণ কর ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ। ধর্ম্ম্যো ধর্ম্মাদনপেতঃ। তং ধর্ম্মম্ ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। ধর্ম্ম্য—ধর্ম্ম হইতে অনপেত, অর্থাৎ ধর্ম্মের পক্ষে সহায়। তং (তাহাকে) ধর্ম্মকে ॥ ৯ ॥

অনুদর্শিনী। ধর্ম্ম্য—ধর্ম্মসাধন ॥ ৯ ॥

আদৌ কৃতযুগে বর্ণো নৃণাং হংস ইতি স্মৃতঃ।
কৃতকৃত্যাঃ প্রজা জাত্যা তস্মাৎ কৃতযুগং বিদুঃ ॥১০॥

অন্বয়। (তত্রাদৌ মদুপাসনলক্ষণ এব মুখ্যো ধর্ম্ম আসীৎ। আচারলক্ষণস্তু পশ্চাৎ প্রবৃত্তঃ। স চৈবমনুষ্ঠিতো ভক্তিহেতুরিতি বর্ণয়িতুমাহ) আদৌ কৃতযুগে (কল্পাদৌ যৎ কৃতযুগং তস্মিন্) নৃণাং (নরাণাং) হংস ইতি বর্ণঃ স্মৃতঃ (হংসনামকঃ এক এব বর্ণ আসীৎ, তদা) প্রজাঃ জাত্যা (জন্মনৈব) কৃতকৃত্যাঃ (অনন্যভক্তিপরত্বাৎ সার্থকজন্মানঃ আসন্) তস্মাৎ (হেতোঃ (তং যুগং) কৃতযুগং (তন্নাম্না) বিদুঃ (বিদন্তি) ॥১০॥

অনুবাদ। সত্যযুগে মানবগণের হংসনামক একটী মাত্র বর্ণ ছিল। তৎকালে মানবগণ জন্মমাত্রেই অনন্যভক্তিপরায়ণতা হেতু কৃতকৃত্য হওয়ায় সেই যুগকে লোকে কৃতযুগ বলিয়া জানে ॥১০॥

বিশ্বনাথ। এবং ত্বৎপৃষ্টো বর্ণাশ্রমাচারলক্ষণো ধর্ম্মো যত আরভ্য প্রবৃত্তস্তং সময়মপি শৃণ্বিত্যাহ আদাবিতি ॥১০॥

বঙ্গানুবাদ। তোমাকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত এই বর্ণাশ্রমাচারলক্ষণ ধর্ম্মের যখন হইতে আরম্ভ সেই সময়ও শ্রবণ কর ॥১০॥

অনুদর্শিনী। প্রথমে কেবল ভগবদুপাসনালক্ষণ ধর্ম্মই মুখ্য ছিল। আচারলক্ষণ-ধর্ম্ম পশ্চাতে প্রবৃত্ত হয়। তাহাও ভক্তিহেতু অনুষ্ঠিত হইত। অর্থাৎ কল্পের আদিতে যে সত্যযুগ তাহাতে সকলেই কেবল শ্রীহরিরই উপাসনা করিতেন, অন্য কিছুই করিতেন না; সুতরাং জন্মমাত্রেই তাঁহারা কৃতকৃত্য হইতেন। সেই জন্যই এই যুগের নাম কৃতযুগ—'এক এব পুরা বেদঃ প্রণবঃ সর্ব্ববাঙ্ময়ঃ। দেবো নারায়ণো নান্য একোঽগ্নির্বর্ণ এব চ ॥'—ভাঃ ৯।১৪।৪৮। অর্থাৎ সত্যযুগে সর্ব্ববাক্যের বীজভূত প্রণবই একমাত্র বেদ, নারায়ণই একমাত্র সেব্যদেবতা, অগ্নি এক মাত্র লৌকিক এবং বর্ণও একমাত্র হংস ছিল ॥১০॥

বেদঃ প্রণব এবাগ্রে ধর্ম্মোঽহং বৃষরূপধৃক্।
উপাসতে তপোনিষ্ঠা হংসং মাং মুক্তকিল্বিষাঃ ॥১১

অন্বয়। (বিধায়কাভাবাদপি তদানীং নাস্তৎ কর্ম্মাস্তীত্যাহ) অগ্রে (কৃতযুগে) প্রণব এব (প্রণবমাত্রমেব) বেদঃ (তথা) অহং বৃষরূপধৃক্ (চতুষ্পাৎ ন ক্রিয়াবিশেষো যজ্ঞাদিঃ) ধর্ম্মঃ (চ মনোবিষয়োঽহমেব অতঃ) তপোনিষ্ঠাঃ (মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাঞ্চ ঐকাগ্র্যং পরমন্তপঃ, তদনুরক্তাঃ) মুক্তকিল্বিষাঃ (নিষ্পাপাঃ) হংসং (শুদ্ধং) মাম্ উপাসতে (ধ্যায়ন্তীত্যর্থঃ) ॥১১॥

অনুবাদ। সত্যযুগে প্রণবাত্মক বেদশাস্ত্র বর্ত্তমান ছিল। আমি বৃষরূপধারী চতুষ্পাদ্ ধর্ম্ম ছিলাম। যজ্ঞাদি কোন ক্রিয়াবিশেষ ছিল না। তপস্যানিরত নিষ্পাপ ব্যক্তিগণ আমাকে হংসরূপে উপাসনা করিত ॥১১॥

বিশ্বনাথ। ধর্ম্মশ্চ মনোবিষয়োঽহমেব। বৃষরূপধৃক্ চতুষ্পাৎ ন ক্রিয়াবিষয়ো যজ্ঞাদিরিত্যর্থঃ ॥১১॥

বঙ্গানুবাদ। ধর্ম্ম—মনোবিষয়। আমিই বৃষরূপধৃক চতুষ্পাৎ। ক্রিয়াবিষয় যজ্ঞাদি নহে ॥১১॥

অনুদর্শিনী। মনোবিষয়ক অর্থাৎ "মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাঞ্চ ঐকাগ্র্যং পরমন্তপঃ" ইন্দ্রিয়গণ সহিত মনের সুষ্ঠু ঐকাগ্র্যই তপঃ। অতএব সত্যযুগে সকলেই তপঃ পরায়ণ ছিলেন; তখন যজ্ঞাদি কিছুই ছিল না, সকলেই একাগ্র মনে আমাকে ধ্যান করিতেন।

চতুষ্পাৎ—তপঃ, শৌচ, দয়া ও সত্য ॥১১॥

ত্রেতামুখে মহাভাগ প্রাণান্মে হৃদয়াৎ ত্রয়ী।
বিদ্যা প্রাদুরভূৎ তস্যা অহমাসং ত্রিবৃন্মখঃ ॥১২॥

অন্বয়। (হে) মহাভাগ, ত্রেতামুখে (পশ্চাৎ ত্রেতাযুগপ্রবেশে) মে (বৈরাজরূপস্য) প্রাণাৎ (নিমিত্তাৎ) হৃদয়াৎ (সকাশাৎ) ত্রয়ী (ঋগ্‌যজুঃসামাখ্যা) বিদ্যা প্রাদুরভূৎ (আবির্বভূব) তস্যাঃ (ত্রয্যাঃ সকাশাৎ) ত্রিবৃৎ (হৌত্রাধ্বর্য্যবৌদ্‌গাত্রৈস্ত্রিবৃৎ ত্রিরূপঃ) মখঃ (যজ্ঞরূপঃ) অহম্ আসম্ (অভবম্) ॥১২॥

অনুবাদ। হে মহাভাগ, ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে আমার প্রাণ এবং হৃদয় হইতে (ঋক্ যজুঃ সামাখ্যা) ত্রয়ী

বিদ্যা উৎপন্ন হয় এবং তৎপরে আমি সেই বিদ্যা হইতে হৌত্র, আধ্বর্য্যব ও ঔদ্গাত্র এই তিন যজ্ঞরূপ ধারণ করিয়াছিলাম ॥১২॥

বিশ্বনাথ। যে মম বৈরাজরূপস্য প্রাণানিমিত্তাৎ হৃদয়াৎ সকাশাৎ ত্রয়ী তস্যাস্ত্রয্যাঃ সকাশাৎ হৌত্রাধ্বর্য্যবৌদ্গাত্রৈস্ত্রিবৃৎ ত্রিরূপঃ। 'যজ্ঞো বৈ বিষ্ণু'রিতি শ্রুতেঃ ॥১২॥

বঙ্গানুবাদ। যে—বৈরাজরূপ আমার প্রাণ-নিমিত্ত হৃদয় হইতে ত্রয়ী (বেদত্রয়), সেই ত্রয়ী হইতে হৌত্র, আধ্বর্য্যব ও ঔদ্গাত্র এই ত্রিবৃৎ—ত্রিরূপ মখ (যজ্ঞ)। 'বিষ্ণুই যজ্ঞ' এই শ্রুতিবচন অনুসারে ॥১২॥

অনুদর্শিনী। শ্রীভগবানের বিরাট্ রূপ হইতে ঋক, সাম ও যজুঃ এই ত্রয়ী প্রকাশিত হইল এবং হোতা অধ্বর্য্যু ও উদ্গাতা এই অনুষ্ঠানকারিত্রয় রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। যজ্ঞকর্ত্তা ঋগ্বেদজ্ঞ হোতার কর্ম্ম হৌত্র, ঋত্বিক যজুর্ব্বেদজ্ঞ অধ্বর্য্যুর কর্ম্ম—আধ্বর্য্যব এবং সামবেদগায়ক উদ্গাতার কর্ম্ম—ঔদ্গাত্র ॥১২॥

বিপ্রক্ষত্রিয়বিট্শূদ্রা মুখবাহূরুপাদজাঃ।
বৈরাজাৎ পুরুষাজ্জাতা য আত্মাচারলক্ষণাঃ ॥১৩॥

অন্বয়। (বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ ধর্ম্মান্ বক্তুং তেষামুৎপত্তিমাহ—) যে আত্মাচারলক্ষণাঃ (আত্মাচারঃ স্বধর্ম্ম এব লক্ষণং জ্ঞাপকো যেষাম্ তাদৃশাঃ) বিপ্রক্ষত্রিয়বিট্শূদ্রাঃ (ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ঃ বৈশ্যঃ শূদ্রশ্চ তে যথাক্রমম্) মুখবাহূরুপাদজাঃ (মুখাৎ বাহোঃ উরোঃ পাদাচ্চ উৎপন্নাঃ) বৈরাজাৎ পুরুষাৎ জাতাঃ (প্রকটীবভূবুঃ) ॥১৩॥

অনুবাদ। তৎপরে বিরাট্রূপধারী মদীয় মুখ, বাহু, উরু ও পদ হইতে স্ব স্ব আচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বর্ণ উৎপন্ন হইয়াছিল ॥১৩॥

বিশ্বনাথ। জাতা প্রাক্ সৃষ্টা এব তদা প্রকটীবভূবুঃ। আত্মাচারঃ স্ব-স্বধর্ম্ম এব লক্ষণং জ্ঞাপকো যেষাং তে ॥১৩॥

বঙ্গানুবাদ। জাত—প্রথমেই সৃষ্ট, তৎপরে প্রকট বা প্রকাশিত হইয়াছিল। আত্মাচারলক্ষণ—যাহাদের আত্মাচার অর্থাৎ স্ব স্ব ধর্ম্মই লক্ষণ বা জ্ঞাপক ॥১৩॥

অনুদর্শিনী। ঋক সংহিতা ৮।৪।১৯, শুক্ল যজুর্ব্বেদ ৩৪।১১, অথর্ব্ববেদ ১৯।৬।৬—"ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহু রাজন্যঃ কৃতঃ। উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত।"

ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের উৎপত্তি—'পুরুষস্য মুখং ব্রহ্ম ক্ষত্রমেতস্য বাহবঃ। উর্ব্বোর্বৈশ্যো ভগবতঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো ব্যজায়ত ॥'—ভাঃ ২।৫।৩৭ অর্থাৎ সেই পুরুষের মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহুসমূহ হইতে ক্ষত্রিয়, উরুদেশ হইতে বৈশ্য এবং পাদদেশ হইতে শূদ্রবর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে।

এতৎপ্রসঙ্গে—'ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহু রাজন্যঃ কৃতঃ। উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত ॥'—এই শ্রুতি (পুরুষসূক্ত) বাক্য এবং 'মুখতোঽবর্ত্তত ব্রহ্ম পুরুষস্য কুরূদ্বহ।'—'তস্যাং জাতঃ পুরা শূদ্রো যদবৃত্ত্যা তুষ্যতে হরিঃ'—ভাঃ ৩।৬।৩০-৩৩, 'মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ'—ভাঃ ১১।৫।২, 'চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং' গী ৪।১৮ শ্লোকসমূহ আলোচ্য।

ব্রাহ্মণাদিবর্ণের ধর্ম্মই (শমদমাদি—১৬-১৯ শ্লোঃ) তাঁহাদের লক্ষণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ত্বাদির জ্ঞাপক, বর্ণমাত্র নহে।

'শমদমাদিদ্বারাই ব্রাহ্মণাদিব্যবহার মুখ্য, জাতিমাত্র নহে'—'যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং' ভাঃ ৭।১১।৩৫ শ্লোকের টীকায় শ্রীল শ্রীধরস্বামী ॥১৩॥

গৃহাশ্রমো জঘনতো ব্রহ্মচর্য্যং হৃদো মম।
বক্ষঃস্থলাদ্বনে বাসঃ সন্ন্যাসঃ শিরসি স্থিতঃ ॥১৪॥

অন্বয়। মম (বৈরাজরূপস্য) জঘনতঃ (নিতম্বাৎ) গৃহাশ্রমঃ (জাতঃ, তথা) হৃদঃ (বক্ষসোঽধস্তাৎ) ব্রহ্মচর্য্যং (নৈষ্ঠিকব্রহ্মচর্য্যং জাতং) বক্ষঃস্থলাৎ বনেবাসঃ (বানপ্রস্থাশ্রমো জাতঃ, তথা) সন্ন্যাসঃ (চতুর্থাশ্রমঃ) শিরসি স্থিতঃ (শীর্ষ্ণঃ জাতঃ) ॥ ১৪॥

অনুবাদ। আমার জঘনদেশ হইতে গৃহস্থাশ্রম, হৃদয় হইতে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য, বক্ষঃস্থল হইতে বানপ্রস্থাশ্রম এবং মস্তক হইতে সন্ন্যাসাশ্রম উদ্ভূত হইয়াছে।

বিশ্বনাথ। হৃদো বক্ষসোঽধঃস্থলাৎ ॥১৪॥

বঙ্গানুবাদ। হৃৎ—অর্থাৎ বক্ষের অধঃস্থল ॥১৪॥

বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ জন্মভূম্যনুসারিণীঃ।
আসন্ প্রকৃতয়ো নৃণাং নীচৈর্নীচোত্তমোত্তমাঃ ॥১৫॥

অন্বয়। (তেষামধিকারিবিশেষেণ স্বভাবানাহ—) বর্ণানাং (বিপ্রাদীনাং) আশ্রমাণাঞ্চ (গার্হস্থ্যাদীনাঞ্চ) নৃণাং চ (নরাণাং) জন্মভূম্যনুসারিণীঃ (জন্মস্থানানুসারিণ্যঃ) নীচৈর্নীচোত্তমোত্তমা (নীচৈর্মন্দাভির্জন্মভূমিভিঃ নীচাঃ মন্দাঃ তথা উত্তমাভির্জন্মভূমিভিরুত্তমাশ্চ) প্রকৃতয়ঃ (স্বভাবাঃ) আসন্ (জাতাঃ) ॥১৫॥

অনুবাদ। মানবগণের বর্ণ ও আশ্রমসমূহ উৎপত্তি-স্থানের উত্তম ও অধম ভাবানুসারে উত্তম এবং অধম স্বভাববিশিষ্ট হইয়াছে ॥ ৫॥

বিশ্বনাথ। জন্মভূম্যনুসারিণ্য এব প্রকৃতয়ঃ স্বভাবাঃ। নীচৈরিত্যব্যয়ং। নীচাভির্জন্মভূমিভির্নীচাঃ উত্তমাভিঃ উত্তমাঃ প্রকৃতয়ঃ। তেন মুখস্য শীর্ষস্য চ সর্ব্বোত্তমত্বাদ্বিপ্রস্য সন্ন্যাসস্য চ সর্ব্বোত্তমা প্রকৃতিঃ পাদস্য জঘনস্য চ নীচত্বাৎ শূদ্রস্য গৃহাশ্রমস্য চ নীচা প্রকৃতিঃ ॥১৫॥

বঙ্গানুবাদ। জন্মভূমির অনুসারিণী প্রকৃতি বা স্বভাব-সমূহ। নীচজন্মভূমিদ্বারা নীচ, উত্তম জন্মভূমিদ্বারা প্রকৃতি। এইহেতু মুখ ও মস্তক সর্ব্বোত্তম বলিয়া বিপ্রের ও সন্ন্যাসের সর্ব্বোত্তমা প্রকৃতি; পদ ও জঘনদেশের নীচতাহেতু শূদ্রের এবং গৃহাশ্রমের নীচা প্রকৃতি ॥১৫॥

অনুদর্শিনী। মুখ ও মস্তক হইতে ব্রাহ্মণবর্ণ ও সন্ন্যাস আশ্রম—উত্তমোত্তম। বাহু ও বক্ষঃস্থল হইতে ক্ষত্রিয় ও বানপ্রস্থ—উত্তম; উরু ও হৃদয় হইতে বৈশ্য ও ব্রহ্মচর্য্য—নীচোত্তম এবং পদ ও জঘন হইতে শূদ্র ও গৃহস্থ—নীচ ॥১৫॥

শমো দমস্তপঃ শৌচং সন্তোষঃ ক্ষান্তিরার্জ্জবম্।
মদ্ভক্তিশ্চ দয়া সত্যং ব্রহ্মপ্রকৃতয়স্ত্বিমাঃ ॥১৬॥

অন্বয়। শমঃ (অন্তঃকরণনিগ্রহঃ) দমঃ (বাহ্যেন্দ্রিয়-নিগ্রহঃ) তপঃ (তত্ত্বালোচনং) শৌচং (বাহ্যাভ্যন্তরশুদ্ধতা) (যথালাভেন) সন্তোষঃ ক্ষান্তিঃ (ক্ষমা) আর্জ্জবম্ (ঋজুতা) মদ্ভক্তিঃ দয়া (পরদুঃখহানেচ্ছা) সত্যং (যথার্থতা) চ ইমাঃ তু ব্রহ্মপ্রকৃতয়ঃ (ব্রাহ্মণস্বভাবা ভবন্তি) ॥১৬॥

অনুবাদ। শম, দম, তপঃ, শৌচ, সন্তোষ, ক্ষমা, সরলতা, আমাতে ভক্তি, দয়া, সত্য—এই সকল ব্রাহ্মণের স্বভাব ॥১৬॥

বিশ্বনাথ। মম ভক্তিগুর্ণভূতা। ৬।

বঙ্গানুবাদ। আমার ভক্তি গুণভূতা ॥১৬॥

অনুদর্শিনী। ব্রাহ্মণের দ্বাদশ গুণ—'ধর্ম্মশ্চ সত্যঞ্চ দমস্তপশ্চ হ্যমাৎসর্য্যং হ্রীস্তিতিক্ষানসূয়া। যজ্ঞশ্চ দানঞ্চ ধৃতিঃ শ্রুতঞ্চ ব্রতানি বৈ দ্বাদশ ব্রাহ্মণস্য ॥—মহাভারতে। অথবা "শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্ত্যার্জ্জববিরক্ততাঃ। মৌনবিজ্ঞানসন্তোষাঃ সত্যাস্তিক্যে দ্বিষড়্ গুণাঃ ॥"

ভক্তি স্বরূপতঃ নির্গুণা। কিন্তু ব্রাহ্মণাদি বর্ণসমূহ স্বাভাবিক সত্ত্বাদি-গুণোপরক্ত। অতএব তাহাদিগের স্বভাবানুযায়ী ভক্তিও গুণভূতা।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রাদির স্বভাব সম্বন্ধে ভাঃ- ৭।১১।২১-২৪ এবং গী ১৮।৪২-৪৪ শ্লোকসমূহ দ্রষ্টব্য ॥১৬।

তেজো বলং ধৃতিঃ শৌর্য্যং তিতিক্ষৌদার্য্যমুদ্যমঃ।
স্থৈর্য্যং ব্রহ্মণ্য মৈশ্বর্য্যং ক্ষত্রপ্রকৃতয়স্ত্বিমাঃ ॥১৭॥

অন্বয়। তেজঃ (প্রতাপঃ) বলং (পরাভিভব-সামর্থ্যং) ধৃতিঃ (ধৈর্য্যং) শৌর্য্যং (বীরত্বং) তিতিক্ষা (সহিষ্ণুতা) ঔদার্য্যম্ (উদারতা) উদ্যমঃ (চেষ্টা) স্থৈর্য্যং (সত্যসঙ্কল্পতা) ব্রহ্মণ্যং (ব্রাহ্মণভক্তিঃ) ঐশ্বর্য্যং (নিয়ন্তৃত্বং) ইমাঃ তু ক্ষত্রপ্রকৃতয়ঃ ॥১৭॥

অনুবাদ। তেজঃ, বল, ধৈর্য্য, প্রভাব, সহিষ্ণুতা, উদারতা, উদ্যম, স্থৈর্য্য, ব্রাহ্মণভক্তি ও ঐশ্বর্য্য এই সকল ক্ষত্রিয়প্রকৃতি ॥১৭॥

আস্তিক্যং দাননিষ্ঠা চ অদম্ভো ব্রহ্মসেবনম্।
অতুষ্টিরর্থোপচয়ৈর্বৈশ্যপ্রকৃতয়স্ত্বিমাঃ ॥১৮॥

অন্বয়। আস্তিক্যং (বেদধর্ম্মবিশ্বাসঃ) দাননিষ্ঠা অদম্ভঃ (অশাঠ্যং) ব্রহ্মসেবনং অর্থোপচয়ৈঃ (ধনবৃদ্ধৌ) অতুষ্টিঃ চ (অলংবুদ্ধিরাহিত্যং) ইমাঃ তু বৈশ্যপ্রকৃতয়ঃ ॥১৮॥

অনুবাদ। আস্তিক্য, দাননিষ্ঠা, দম্ভশূন্যতা, ব্রাহ্মণ-সেবা ও ধনবৃদ্ধিতে অসন্তোষ—এই সকল বৈশ্যপ্রকৃতি ॥১৮॥

শুশ্রূষণং দ্বিজগবাং দেবানাঞ্চাপ্যমায়য়া।
তত্র লব্ধেন সন্তোষঃ শূদ্রপ্রকৃতয়স্ত্বিমাঃ ॥১৯॥

অন্বয়। অমায়য়া অকপটেন) দ্বিজগবাং দেবানাং চ শুশ্রূষণং (পরিচর্য্যা) তত্র (গোদ্বিজদেবসেবায়াং) লব্ধেন (প্রাপ্তেন ধনাদিনা) সন্তোষঃ, ইমাঃ তু শূদ্রপ্রকৃতয়ঃ ॥১৯॥

অনুবাদ। অকপটে দেব, দ্বিজ ও গো-সেবা করা এবং উক্ত সেবায় লব্ধ ধনাদিদ্বারাই সন্তোষ লাভ—এই সকল শূদ্রগণের প্রকৃতি ॥১৯॥

অশৌচমনৃতং স্তেয়ং নাস্তিক্যং শুষ্কবিগ্রহঃ।
কামঃ ক্রোধশ্চ তর্ষশ্চ স ভাবোঽন্ত্যাবসায়িনাম্ ॥২০॥

অন্বয়। (তদ্বাহ্যানাং স্বভাবানাহ—) অশৌচম্ (অপবিত্রতা) অনৃতম্ (মিথ্যাভাষণং) স্তেয়ং (চৌর্য্যং) নাস্তিক্যং (বেদধর্ম্মাবিশ্বাসঃ) শুষ্কবিগ্রহঃ (নির্মূলকলহঃ) কামঃ (বিষয়াভিলাষঃ) ক্রোধঃ চ তর্ষঃ (তৃষ্ণা) চ স (এষঃ) অন্ত্যাবসায়িনাং (বর্ণাশ্রমহীনানাং নীচ-জনানাং) ভাবঃ (প্রকৃতিঃ) ॥২০॥

অনুবাদ। অশৌচ, অসত্য, চৌর্য্য, নাস্তিক্য, বৃথা কলহ, কাম, ক্রোধ ও তৃষ্ণা—এইগুলি বর্ণাশ্রমবিহীন নীচলোকের প্রকৃতি ॥২০॥

বিশ্বনাথ। আশ্রমস্বভাবা অনুক্তা অপ্যেবং জ্ঞেয়াঃ বর্ণবাহ্যানাং স্বভাবমাহ,—অশৌচমিতি। অন্ত্যাবসায়িনামন্ত্যজানাম্ ॥২০॥

বঙ্গানুবাদ। আশ্রমস্বভাব অনুক্ত হইলেও এই রূপই জানিতে হইবে। বর্ণবাহ্যগণের স্বভাব বলিতেছেন। অন্ত্যাবসায়ী—অন্ত্যজ ॥২০॥

অনুদর্শিনী। আশ্রমস্বভাব—বিপ্রগণের শমাদি প্রধান ব্রহ্মচর্য্যাদি, ক্ষত্রিয়গণের তেজঃ আদি প্রধান ব্রহ্মচর্য্যাদি এবং বৈশ্যগণের আস্তিক্যপ্রধান ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম স্বভাব জানিতে হইবে। শূদ্রের শুশ্রূষণাদি প্রধান একমাত্র গৃহস্থধর্ম্মই তাহার আশ্রমধর্ম্ম।

এই অধ্যায়ের ২২ শ্লোক হইতে পরবর্তী অষ্টাদশ অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত আশ্রমধর্ম্মের কথা দ্রষ্টব্য ॥২০॥

অহিংসা সত্যমস্তেয়মকামক্রোধলোভতা।
ভূতপ্রিয়হিতেহা চ ধর্ম্মোঽয়ং সার্ব্ববর্ণিকঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়। (তত্র তাবৎ সর্ব্বসাধারণং ধর্ম্মমাহ—) অহিংসা সত্যং অস্তেয়ং (অচৌর্য্যম্) অকামক্রোধলোভতা (কামক্রোধলোভশূন্যত্বমিত্যর্থঃ) ভূতপ্রিয়হিতেহা (ভূতানাং প্রাণিনাং প্রিয়ং হিতঞ্চ তত্র ঈহা চেষ্টা) চ অয়ং সার্ব্ববর্ণিকঃ (বর্ণগ্রহণমুপলক্ষণার্থং পরন্তু সর্ব্বসাধারণানামেব) ধর্ম্মঃ ॥ ২১ ॥

অনুবাদ। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, অকাম, অক্রোধ, অলোভ, সর্ব্বভূতের প্রিয় এবং হিতচেষ্টা—ইহা সর্ব্বসাধারণের ধর্ম্ম ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ। সার্ব্ববর্ণিক ইত্যুপলক্ষণং সর্ব্বৈর্বর্ণৈর্বর্ণবাহ্যৈশ্চ কর্ত্তুমর্হ ইত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

বঙ্গানুবাদ। সার্ব্ববর্ণিক—ইহা উপলক্ষণ অর্থাৎ সমস্তবর্ণ ও বর্ণবাহ্যগণের করণীয় ॥ ২১ ॥

অনুদর্শিনী। অহিংসাদি ধর্ম্ম সর্ব্ববর্ণের পালনীয়—এই কথা সর্ব্ববর্ণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেও এগুলি মনুষ্য মাত্রেরই পালনীয়; কেননা অহিংসাদি রহিত মনুষ্য পশুমধ্যে গণ্য ॥ ২১ ॥

দ্বিতীয়ং প্রাপ্যানুপূর্ব্ব্যাজ্জন্মোপনয়নং দ্বিজঃ।
বসন্ গুরুকুলে দান্তো ব্রহ্মাধীয়ীত চাহূতঃ ॥২২॥

অন্বয়। (বর্ণধর্ম্মান্ গৃহস্থ প্রকরণে বক্ষ্যতি প্রথমং তাবদাশ্রমেষু ব্রহ্মচারিণো ধর্ম্মা বর্ণ্যন্তে স চ দ্বিবিধঃ।

(উপকুর্ব্বাণো নৈষ্ঠিকশ্চ। তত্রাদ্যস্য ধর্ম্মানাহ)দ্বিজঃ ত্রৈবর্ণিকঃ আনুপূর্ব্ব্যাৎ (গর্ভাধানাদি সংস্কারক্রমেণ) দ্বিতীয়ম্ উপনয়নং (তদাখ্যং) জন্ম প্রাপ্য (আচার্য্যেণ) আহূতঃ (পাঠার্থমামন্ত্রিতঃ) দান্তঃ (সন্) গুরুকুলে বসন্ ব্রহ্ম (বেদং) চ অধীয়ীত (চকারাৎ তদর্থঞ্চ বিচারয়েৎ) ॥২২॥

অনুবাদ। দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণ আনুপূর্ব্বিক গর্ভাধানাদি সংস্কারক্রমে উপনয়নাখ্য দ্বিতীয় জন্মলাভ করিয়া আচার্য্য কর্ত্তৃক আহূত হইয়া গুরুকুলে বাস করতঃ দমগুণ সম্পন্ন হইয়া বেদাধ্যয়ন করিবেন ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ। গৃহাশ্রমধর্ম্মবিবরণ এবং বর্ণধর্ম্মাঃ স্বয়ং বিবৃতা ভবিষ্যন্তীত্যভিপ্রেত্য প্রথমং প্রথমাশ্রমধর্ম্মমাহ,—দ্বিতীয়মিতি নবভিঃ। দ্বিজঃ ত্রৈবর্ণিকঃ। আনুপূর্ব্ব্যা ইতি গর্ভাধানাদিসংস্কারক্রমেণ। প্রথমং শৌক্রং দ্বিতীয়ং সাবিত্রং উপনয়নং উপনয়নাখ্যং প্রাপ্য ব্রহ্ম বেদমধীয়ীত। আহূতঃ আচার্য্যেণাহূতঃ। চকারাত্তদর্থঞ্চ বিচারয়েৎ ॥২২॥

বঙ্গানুবাদ। গৃহস্থাশ্রমধর্ম্ম বিবরণেই বর্ণাশ্রম স্বয়ং বিবৃত হইবে এই অভিপ্রায় করিয়া প্রথমেই প্রথম আশ্রমের ধর্ম্ম নয়টী শ্লোকে বলিতেছেন। দ্বিজ—ত্রৈবর্ণিক (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য) আনুপূর্ব্বক্রমে গর্ভাধানাদি সংস্কার ক্রমে প্রথম শৌক্রজন্ম, দ্বিতীয় সাবিত্র উপনয়ন নামক জন্ম প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদ অধ্যয়ন করিবে। আহূত আচার্য্যের আহ্বানপ্রাপ্ত। 'চ' থাকার জন্য বুঝিতে হইবে 'শুধু অধ্যয়ন করিবে না, তাহার অর্থও বিচার করিবে ॥ ২২ ॥

অনুদর্শিনী। সংস্কার দশটী—গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন, সমাবর্ত্তন ও বিবাহ।

জন্ম ত্রিবিধ—শৌক্র, সাবিত্র্য ও যাজ্ঞিক। "শৌক্র-সাবিত্রযাজ্ঞিকৈঃ"—ভা: ৪।৩১।১০

> মাতুরগ্রেঽধিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জিবন্ধনে।
> তৃতীয়ং যজ্ঞদীক্ষায়াং দ্বিজস্য শ্রুতিচোদনাৎ॥
>
> ভার্গবীয় মনুসংহিতা ২।১৬৯

মাতৃকুক্ষিতে পিতার ঔরসে জীবের শৌক্রজন্ম, আচার্য্যের নিকট হইতে গায়ত্রী লাভ—সাবিত্রীজন্ম বা মৌঞ্জিবন্ধন বা দ্বিজত্ব সংস্কারলাভ। শ্রীগুরুর নিকট যজ্ঞোপদেশের দীক্ষা লাভ—দৈক্ষ্য বা যাজ্ঞিকজন্ম।

বেদাধ্যায়নে আচার্য্যের আজ্ঞাপরত্ব বুঝাইতেছে। তদর্থ অর্থাৎ বেদের অর্থ ॥ ২২ ॥

মেখলাজিনদণ্ডাক্ষব্রহ্মসূত্রকমণ্ডলূন্।
জটিলোঽধৌতদদ্বাসোঽরক্তপীঠঃ কুশান্ দধৎ ॥২৩॥

অন্বয়। জটিলঃ (অনভ্যঙ্গাদিনা জাতজটঃ) অধৌতদদ্ বাসোঽরক্তপীঠঃ (দন্তাশ্চ বাসশ্চ দদ্বাসাংসি তানি ন ধৌতানি যস্য সঃ অধৌতদদ্বাসাঃ স চ সাবরক্তপীঠশ্চ। নতু কৌতুকাদিনা রক্তং পীঠং আসনং যস্য সঃ মেখলাজিন-দণ্ডাক্ষ ব্রহ্মসূত্রকমণ্ডলূন্ (মেখলা চ অজিনশ্চ দণ্ডশ্চ অক্ষ, অক্ষমালা চ ব্রহ্মসূত্রং যজ্ঞোপবীতং চ কমণ্ডলুশ্চ তে তান্) দধৎ (ধারয়ন্) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ। তৈলাদি মর্দ্দনাভাবে মস্তকে জটাধারণ করিবেন। দন্ত ও বস্ত্র ধৌত করিবেন না, রক্তপীঠে উপবেশন করিবেন না, মেখলা, মৃগচর্ম্ম, দণ্ড, অক্ষমালা, যজ্ঞোপবীত, কমণ্ডলু এবং কুশধারণ করিবেন ॥ ২৩ ॥

স্নানভোজনহোমেষু জপোচ্চারে চ বাগ্‌যতঃ।
ন চ্ছিন্দ্যান্নখরোমাণি কক্ষোপস্থগতান্যপি ॥ ২৪ ॥

অন্বয়। স্নানভোজনহোমেষু (স্নানভোজনহোম-কালেষু) জপোচ্চারে (জপশ্চ উচ্চারো মূত্রপুরীষোৎসর্গশ্চ তস্মিন্) চ বাগযতঃ (মৌনী ভবেৎ) কক্ষোপস্থগতানি অপি নখরোমাণি (রোমাণি তথা নখাংশ্চ) ন ছিন্দ্যাৎ (ন কৃন্তেৎ) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ। স্নান, ভোজন, হোম, জপ ও মলমূত্র পরিত্যাগ কালে মৌনী হইবেন। কক্ষদেশ ও উপস্থদেশ-স্থিত লোম এবং নখ কর্ত্তন করিবেন না ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ। মেখলাদীন্ কুশাংশ্চ দধৎ। তত্রাক্ষ অক্ষমালা ব্রহ্মসূত্রমুপবীতং। ন ধৌতানি দদ্বাসাংসি

যেন ন রক্তং কৌতুকেন পীঠমাসনং যেন সচ সচ সঃ। জপশ্চ উচ্চারো মূত্রপুরীষোৎসর্গশ্চ তস্মিন্ বাগ্‌যতো মৌনী ॥২৩-২৪॥

বঙ্গানুবাদ। মেখলাদি ও কুশধারী হইবে। অক্ষ—অক্ষমালা। ব্রহ্মসূত্র—উপবীত। অধৌত দদ্‌বাস যাহার দন্ত ও বসন ধৌত হয় না। অরক্তপীঠ—যাহার পীঠ বা আসন কৌতুকবশে রক্ত বা রঞ্জিত নয়। উচ্চার—মূত্র পুরীষোৎসর্গ (মলমূত্রত্যাগ)। বাগ্‌যত—মৌনী ॥২৩-২৪॥

অনুদর্শিনী। এতৎ প্রসঙ্গে "মেখলাজিনবাসাংসি" —ভাঃ ৭।১২।৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥২৩-২৪॥

রেতো নাবকিরেজ্জাতু ব্রহ্মব্রতধরঃ স্বয়ম্।
অবকীর্ণেঽবগাহ্যাপ্সু যতাসুস্ত্রিপদাং জপেৎ ॥২৫॥

অন্বয়। ব্রহ্মব্রতধরঃ (অগৃহস্থঃ) জাতু (কদাপি) রেতঃ (শুক্রং) ন অবকিরেৎ (বুদ্ধিপূর্ব্বকং নোৎসৃজেৎ) (দৈবাৎ) স্বয়ম্ অবকীর্ণে (সতি) অপ্সু (জলে) অবগাহ্য (স্নাত্বা) যতাসুঃ (কৃতপ্রাণায়ামঃ) ত্রিপদাং (গায়ত্রীং) জপেৎ ॥২৫॥

অনুবাদ। ব্রহ্মচারী কখনও ইচ্ছাপূর্ব্বক রেতস্খলন করিবেন না, যদি স্বয়ং স্খলিত হয়, তাহা হইলে জলে অবগাহনপূর্ব্বক প্রাণায়াম করিয়া গায়ত্রী জপ করিবেন ॥২৫॥

বিশ্বনাথ। রেতো নাবকিরেৎ বুদ্ধিপূর্ব্বকং নোৎসৃজেৎ, দৈবাৎ স্বয়মবকীর্ণে সতি অবগাহ্য স্নাত্বা যতাসুঃ কৃতপ্রাণায়ামঃ। ত্রিপদাং গায়ত্রীম্ ॥২৫॥

বঙ্গানুবাদ। অবিকরণ অর্থাৎ বুদ্ধিপূর্ব্বক রেতঃ ত্যাগ করিবে না। অবকীর্ণ অর্থাৎ দৈবাৎ আপনি নিক্রান্ত হইলে অবগাহন বা স্নান করিয়া যতাসু হইয়া অর্থাৎ প্রাণায়াম করিয়া ত্রিপদা অর্থাৎ গায়ত্রী (জপ করিবে) ॥২৫॥

অনুদর্শিনী 'মরণং বিন্দুপাতেন, জীবনং বিন্দুধারণাৎ'—অতএব স্বেচ্ছায় বীর্য্য ত্যাগ নিষিদ্ধ। দৈবাৎ অর্থাৎ স্বপ্নাদি দোষে।

অগ্ন্যর্কাচার্য্যগোবিপ্রগুরুবৃদ্ধসুরান্ শুচিঃ।
সমাহিত উপাসীত সন্ধ্যে দ্বে যতবাগ্ জপন্ ॥২৬॥

অন্বয়। শুচিঃ (স্নানাদিনা পবিত্রঃ) সমাহিতঃ (একাগ্রচিত্তঃ) যতবাক্ (মৌনী সন্) দ্বে সন্ধ্যে (প্রাতঃ সায়ং সন্ধ্যাদ্বয়ম্, মধ্যাহ্নে সন্ধ্যানিমিত্তং মৌনং নাস্তীতি জ্ঞাপিতং) জপন্ অগ্ন্যর্কাচার্য্য গো-বিপ্র-গুরু-বৃদ্ধ-সুরান্ (অগ্নয়ঃ অর্কঃ আচার্য্যাঃ অধ্যাপকাঃ গাবঃ বিপ্রাঃ গুরবঃ বৃদ্ধাঃ সুরাশ্চ তান্) উপাসীত ॥২৬॥

অনুবাদ। শুচি, একাগ্রচিত্ত ও মৌনী হইয়া প্রাতঃ ও সায়ং দুই সন্ধ্যা জপ করিবে এবং অগ্নি, সূর্য্য, আচার্য্য, গো, ব্রাহ্মণ, গুরু, বৃদ্ধ ও দেবগণের পূজা করিবেন ॥২৬॥

বিশ্বনাথ। সন্ধ্যে প্রাতঃসায়ংসন্ধ্যে ব্যাপ্য জপন্ যতবাগ্ ভবেদিতি মাধ্যাহ্নিকসন্ধ্যানিমিত্তং মৌনং নাস্তীতি জ্ঞাপিতম্ ॥২৬॥

বঙ্গানুবাদ দুই সন্ধ্যা—প্রাতঃ ও স্বায়ং ব্যাপিয়া জপ করিতে করিতে যতবাক্ হইবে (বাক্যের সংযম করিবে)। মাধ্যাহ্নিক সন্ধ্যানিমিত্ত মৌন নাই ইহাই জানান হইল ॥২৬॥

অনুদর্শিনী। হোম দ্বারা অগ্নির, অর্ঘ্যাদি দ্বারা সূর্য্যের, সমিদাদি আহরণ দ্বারা আচার্য্যের, তৃণাদি দান দ্বারা গরুর, ধনাদি দান দ্বারা বিপ্রের, প্রণামাদি দ্বারা গুরুর,শুশ্রূষা দ্বারা বয়োবৃদ্ধের এবং অর্চ্চনাদি দ্বারা দেবতাগণের পূজা কর্ত্তব্য। প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যা করণীয়। ভাঃ ৭।১২।২ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥২৬॥

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ ॥২৭॥

অন্বয়। আচার্য্যং মাং (মদভিন্নং আশ্রয়বিগ্রহং মদীয়ং শ্রেষ্ঠং বা) বিজানীয়াৎ (অবগচ্ছেৎ) কর্হিচিৎ অপি (কদাচিৎ তং) ন অবমন্যেত মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যা (মনুষ্যধিয়া) ন অসূয়েত (তস্য গুণদোষারোপণং মা কুরু, যতঃ গুরুঃ (আচার্য্যঃ) সর্ব্বদেবময়ঃ (সর্ব্বদেবাত্মকঃ) ॥২৭॥

অনুবাদ। আচার্য্যকে আমার স্বরূপ কিম্বা আমার প্রিয়তম জ্ঞান করা কর্ত্তব্য। কখনও তাঁহাকে অবজ্ঞা

করা এবং মনুষ্য জ্ঞানে তাঁহার গুণে দোষারোপ করা কর্ত্তব্য নয়, যেহেতু গুরু সর্ব্বদেবময় ॥২৭॥

অনুদর্শিনী। শ্রীভগবান্ যখন উপদেশ কর্ত্তৃ পদবী গ্রহণ করিয়া জীবের নিত্য মঙ্গল বিধান করেন, তখন তিনি আচার্য্য নামে অভিহিত হন। শ্রীগুরুদেবকে অবমাননা বা মনুষ্যবুদ্ধি করিলে সকলই ব্যর্থ হয়—

যস্য সাক্ষাদ্ভগবতি জ্ঞানদীপপ্রদে গুরৌ।
মর্ত্ত্যাসদ্ধীঃ শ্রুতং তস্য সর্ব্বং কুঞ্জরশৌচবৎ॥
ভাঃ ৭।১৫।২৬

শ্রীনারদ বলিলেন—প্রত্যক্ষ ভগবান্ জ্ঞানদীপপ্রদ গুরুতে যে ব্যক্তির মর্ত্ত্যজ্ঞানরূপ দুর্বুদ্ধি থাকে, তাহার সমস্ত শাস্ত্রাধ্যয়নাদি হস্তিস্নানের ন্যায় ব্যর্থ হয়।

"সাক্ষাদ্ভগবতী"—এই শব্দে শ্রীগুরুদেবকে ভগবানের অংশ বুদ্ধিও করিতে হইবে না। অথবা উপাস্য ভগবান্ সাক্ষাৎ বিদ্যমানে মর্ত্ত্য—এই দুর্বুদ্ধি করিলে শিষ্যের শ্রুত অর্থাৎ ভগবন্মন্ত্রাদিক শ্রবণ মননও ব্যর্থ হয়"—শ্রীল বিশ্বনাথ।

'গুরুষীশ্বরভাবনঃ'—ভাঃ ৭।৪।৩২

ভক্তরাজ প্রহ্লাদ শ্রীগুরুদেবকে ঈশ্বরতুল্য পূজ্য জ্ঞান করিতেন। 'গুরুষু গৌরবেই বহুবচন, শ্রীভগবন্মন্ত্রোপদেশক গুরুতে—এই অর্থ।' শ্রীবিশ্বনাথ।

কিন্তু শ্রীভগবান্‌কে অজ্ঞ ব্যক্তিগণ যেমন নরবুদ্ধি করিয়া থাকে, দুর্ভাগ্যবিশিষ্ট ব্যক্তিগণও তদ্রূপ শ্রীগুরুদেবকে নর জ্ঞান করে—

এষ বৈ ভগবান্ সাক্ষাৎ প্রধানপুরুষেশ্বরঃ।
যোগেশ্বরৈর্বিমৃগ্যাঙ্ঘ্রির্লোকোঽয়ং মন্যতে নরম্॥
ভাঃ ৭।১৫।২৭

এই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রধান ও পুরুষের ঈশ্বর, ইহাঁরই চরণ যোগীশ্বরগণের অন্বেষণীয়, তথাপি লোকে মনুষ্য বলিয়া মনে করে, (সেইরূপ গুরুদেব সাক্ষাৎ ভগবান্)।

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন যে—"আচ্ছা, গুরুর পিতৃপুত্রাদি এবং প্রতিবেশিগণ যখন তাঁহাকে নর বলিয়াই মনে করেন, তখন কেবল শিষ্যই কেন তাঁহাকে পরমেশ্বর মনে করিবে? তদুত্তরে ভগবান্ যদুনন্দন বা রঘুনন্দন নিশ্চিতই প্রধান ও পুরুষের ঈশ্বর। তদবতার কালোৎপন্ন জন যাঁহাকে নর বলিয়া মনে করে, তাহাতে তিনি কি নর হন? না, তাহা হন না, তিনি কিন্তু পরমেশ্বরই; শ্রীগুরুও এই প্রকার (অর্থাৎ তাঁহাকে নরবুদ্ধি করিলেও তিনি নর নহেন)।

তাই শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ ৬।২৩—

যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥

যাঁহার শ্রীভগবানে পরাভক্তি বর্ত্তমান, আবার যেমন শ্রীভগবানে, তেমন শ্রীগুরুদেবেও শুদ্ধভক্তি আছে, সেই মহাত্মার সম্বন্ধে এই সকল বিষয় অর্থাৎ শ্রুতির মর্ম্মার্থ উপদিষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে।

"হংসে গুরৌ ময়ি ভক্ত্যানুবৃত্ত্যা" ভাঃ ৫।৫।১০
পরমহংস গুরুদেবে ও আমাতে ভক্তি ঐকান্তিকতা।

মীমাংসা—শ্রীগুরুদেব প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণসহ নিত্য সেব্য-সেবক ভাবরহিত হইয়া কোন অংশেই ব্রজেন্দ্রনন্দনের সহিত লীলাবৈচিত্রে ভিন্ন নহেন, এরূপ নহে। নির্ব্বিশেষবাদিগণের মতে অপ্রাকৃতানুভূতিতে স্বগতসজাতীয়-বিজাতীয় বিশেষত্ব না থাকায় তাঁহাদের দৃষ্টির অনুগমনে কোন ভক্তিমান্ বৈষ্ণবাচার্য্যই গুরু ও কৃষ্ণে কোন অংশে ভেদ নাই বলেন না, পরন্তু অচিন্ত্য ভেদাভেদতত্ত্বই উপদেশ করেন। শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু গুরুদেব সম্বন্ধে—'মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে গুরুবরং স্মর' অর্থাৎ গুরুদেবকে মুকুন্দপ্রিয়তম জানিয়া স্মরণ কর—এই রূপ বলেন। শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু ভক্তিসন্দর্ভে (২১৬ সংখ্যা) লিখিয়াছেন—"শুদ্ধভক্তাঃ শ্রীগুরোঃ শ্রীশিবস্য চ ভগবতা সহ অভেদদৃষ্টিং তৎ প্রিয়তমত্বেনৈব মন্যন্তে।" অর্থাৎ শাস্ত্রে যে যে স্থলে শ্রীগুরুদেব ও বৈষ্ণবপ্রবর শম্ভুকে ভগবানের সহিত অভিন্ন বলিয়া কথিত হইয়াছে, শুদ্ধ ভক্তগণ সেই সেই স্থলে তাহাদিগকে কৃষ্ণের প্রিয়তম বলিয়াই মনে করেন। তদনুগ শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীগুরুদেব স্তোত্রে বলিয়াছেন—"সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত

এব সদ্ভিঃ। কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥" অর্থাৎ সমস্ত শাস্ত্রেই শিষ্যের দৃষ্টিতে গুরুদেব সাক্ষাৎ 'হরি' বলিয়া কথিত হইয়াছেন এবং সাধুগণ গুরুকে তাহাই জানেন। কিন্তু যিনি সদা প্রকাশ স্বরূপ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেবের প্রিয় সেবাধিকারী, সেই গুরুদেবের চরণপদ্ম গুরুর নিত্যদাস আমি বন্দনা করি।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবমাত্রেই আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবকে 'তদীয়' জানিয়া গুরুধ্যান করেন এবং সকল প্রাচীন উপাসনা পদ্ধতিসমূহেও ও শুদ্ধ ভজনগীতিগুলিতে শ্রীগুরুদেবকে শ্রীরাধাপ্রিয়সখী বা শ্রীনিত্যানন্দস্বরূপ প্রকাশ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। শ্রীল প্রভুপাদ॥ ২৭॥

সায়ং প্রাতরুপানীয় ভৈক্ষ্যং তস্মৈ নিবেদয়েৎ।
যচ্চান্যাদপ্যনুজ্ঞাতমুপযুঞ্জীত সংযতঃ॥ ২৮॥

অন্বয়। প্রাতঃ (প্রভাতে) সায়ং (সন্ধ্যাকালে) ভৈক্ষ্যং (ভিক্ষাসমূহং) অন্যদপি যৎ (প্রাপ্তং তদপি) উপানীয় (সমীপমানীয়) তস্মৈ (আচার্য্যায়) নিবেদয়েৎ (তত্তেন) অনুজ্ঞাতম্ (অদনীয়ম্) সংযতঃ (সন্) উপযুঞ্জীত (উপভুঞ্জীত)॥ ২৮॥

অনুবাদ। প্রাতঃ ও সন্ধ্যাকালে ভিক্ষালব্ধ বস্তুসমূহ এবং অন্যান্য যাহা কিছু লাভ হয় সমস্তই গুরুকে নিবেদন করিবে এবং তাঁহার অনুজ্ঞাত বস্তু সংযত হইয়া ভোজন করিবে॥ ২৮॥

বিশ্বনাথ। ভৈক্ষ্যং ভিক্ষাসমূহং যচ্চান্যদপি প্রাপ্তং তদপি নিবেদয়েৎ। তেনানুজ্ঞাতমদনীয়ং উপযুঞ্জীত উপভুঞ্জীত॥ ২৮॥

বঙ্গানুবাদ। ভৈক্ষ্য—ভিক্ষাসমূহ। অন্যও যাহা কিছু প্রাপ্ত তাহাও নিবেদন করিবে। তাঁহার অনুজ্ঞাত অর্থাৎ অনুমতি প্রাপ্ত খাদ্য উপযোগ অর্থাৎ ভোজন করিবে॥ ২৮॥

অনুদর্শিনী। শ্রীগুরুসেবায় শ্রীভগবানের সেবা হয়। অতএব ভিক্ষালব্ধ সকল দ্রব্যই তাঁহাকে সমর্পণ করিয়া তদাজ্ঞায় তাঁহার অবশেষ গ্রহণ করাই গুরুসেবকের কর্ত্তব্য। শ্রীগুরুসেবকের বেশ গ্রহণ করিয়া ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য তাঁহাকে সমর্পণ না করা অথবা কিছু রাখিয়া কিছু সমর্পণ অধর্ম্মই। দেবর্ষি শ্রীনারদও বলিয়াছেন—'সায়ং প্রাতশ্চরেদ্ভৈক্ষ্যং গুরবে তন্নিবেদয়েৎ। ভুঞ্জীত যদ্যনুজ্ঞাতো নো চেদুপবসেৎ কচিৎ'—ভাঃ ৭।১২।৫॥ ১৮॥

শুশ্রূষমাণ আচার্য্যং সদোপাসীত নীচবৎ।
যানশয্যাসনস্থানৈর্নাতিদূরে কৃতাঞ্জলিঃ॥ ২৯॥

অন্বয়। শুশ্রূষমানঃ (সেবমানঃ ব্রহ্মচারী) যানশয্যাসনস্থানৈঃ নাতিদূরে কৃতাঞ্জলিঃ (যান্তং পৃষ্ঠতো যানেন, নিদ্রিতং অপ্রমত্ততয়া সমীপশয়নেন, বিশ্রান্তং পাদসম্বাহনাদিভিঃ সমীপমাসনেন আসীনং কৃতাঞ্জলিঃ সন্ নিয়োগ প্রতীক্ষয়া নাতিদূরেঽবস্থানেন) নীচবৎ সদা আচার্য্যম্ উপাসীত॥ ২৯॥

অনুবাদ। গুরুসেবারত ব্রহ্মচারী গুরুদেবের গমনকালে অনুগমন, নিদ্রাকালে অপ্রমত্তভাবে নিকটে শয়ন, বিশ্রামকালে পাদসম্বাহনাদি সেবায় নিকটে অবস্থান এবং উপবেশনকালে কৃতাঞ্জলি হইয়া আদেশ প্রতীক্ষায় দূরে অবস্থান করিয়া নীচের ন্যায় সর্ব্বদা গুরুদেবের উপাসনা করিবেন।২৯॥

বিশ্বনাথ। যানশয্যাসনস্থানৈরুপাসীতেতি গচ্ছন্তং গুরুমনু পৃষ্ঠতো গচ্ছেৎ। নিদ্রিতস্য তস্যানতিদূরেঽপ্রমত্ততয়া শয়ীত। আসীনস্য তস্যাগ্রতঃ কৃতাঞ্জলিঃ সন্ আজ্ঞাং প্রতীক্ষমাণস্তিষ্ঠেদিত্যর্থঃ॥২৯॥

বঙ্গানুবাদ। যান-শয্যাসনস্থানদ্বারা উপাসনা করিবে অর্থাৎ গুরু যখন যাইবেন, তখন তাঁহার অনু অর্থাৎ পশ্চাৎ গমন করিবে, নিদ্রিত গুরুর অনতিদূরে অপ্রমত্তভাবে শুইয়া থাকিবে, আসীন বা উপবিষ্ট গুরুর অগ্রে কৃতাঞ্জলি হইয়া আজ্ঞা প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবে॥২৯॥

অনুদর্শিনী। পরমার্থবিষয় ব্যতীত সকল ব্যবহারিক বিষয়েও শ্রীগুরুদেবকে সেব্য ও নিজকে সেবকজ্ঞানে নিরন্তর গুরু সেবায় অবস্থান করাই ভক্তিমান্ শিষ্যের আত্মকল্যাণলাভের একমাত্র উপায়॥ ২৯॥

এবম্বৃত্তো গুরুকুলে বসেদ্ ভোগবিবর্জ্জিতঃ।
বিদ্যা সমাপ্যতে যাবদ্বিভ্রদ্ব্রতমখণ্ডিতম্ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়। যাবৎ বিদ্যা সমাপ্যতে (তাবৎ) এবংবৃত্তঃ (এবম্ভূতং বৃত্তং যস্য সঃ) ভোগবিবর্জ্জিতঃ (বিষয়বাসনাদি-রহিতঃ) অখণ্ডিতং ব্রতং (অক্ষতব্রহ্মচর্য্যং) বিভ্রৎ (ধারয়ন্) গুরুকুলে বসেৎ ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ। বেদাধ্যয়ন সমাপ্তিকাল পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত আচারসমূহের পালন ও অক্ষত ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ধারণ পূর্ব্বক ভোগবিবর্জ্জিত হইয়া গুরুকুলে বাস করিবেন ॥ ৩০ ॥

যদ্যসৌ ছন্দসাং লোকমারোক্ষ্যন্ ব্রহ্মবিষ্টপম্।
গুরবে বিন্যসেদ্দেহং স্বাধ্যায়ার্থং বৃহদ্ব্রতঃ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়। (এবমুপকুর্ব্বাণস্য ধর্ম্মানুক্ত্বা নৈষ্ঠিকস্য বিশেষধর্ম্মানাহ—) অসৌ (ব্রহ্মচারী) যদি ছন্দসাং লোকং (মহর্লোকং ততঃ) ব্রহ্মবিষ্টপং (ব্রহ্মলোকঞ্চ) আরোক্ষ্যন্ (আরোঢ়ুমিচ্ছতি তদা) বৃহদ্ব্রতঃ (বৃহৎ নৈষ্ঠিকং ব্রতং যস্য তাদৃশঃ সন্) স্বাধ্যায়ার্থং (অধিকস্বাধ্যায়ার্থং অধীতনিষ্ক্রিয়ার্থং বা) গুরবে দেহং বিন্যসেৎ (সমর্পয়েৎ) ॥৩১॥

অনুবাদ। উক্ত ব্রহ্মচারী যদি মহর্লোক ও তথা হইতে ব্রহ্মলোকে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে নৈষ্ঠিকব্রত ধারণ করিয়া অধিক অধ্যয়নের জন্য অথবা অধ্যয়ন ঋণ হইতে মুক্ত হইবার জন্য গুরুর নিকট আত্মসমর্পণ করিবেন ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ। এবমুপকুর্ব্বাণস্য ধর্ম্মানুক্ত্বা নৈষ্ঠিকস্য বিশেষধর্ম্মানাহ,—যদীতি ষড়্ভিঃ। অসৌ ব্রহ্মচারী ছন্দসাং লোকং ব্রহ্মবিষ্টপং ব্রহ্মলোকঞ্চ আরোক্ষ্যন্ ভবেৎ তর্হি বৃহন্নৈষ্ঠিকং ব্রতং যস্য সঃ। গুরবে দেহং বিন্যসেৎ অধিক-স্বাধ্যায়ার্থমিত্যর্থঃ। বিষ্টপশব্দোঽয়ং পিষ্টপশব্দবদ্ভুবন-বাচী দৃষ্টঃ ॥৩১॥

বঙ্গানুবাদ। এই ভাবে উপকুর্ব্বাণ (অর্থাৎ বিদ্যা-শেষে সমাবর্ত্তন পূর্ব্বক গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশে ইচ্ছু) ব্রহ্মচারীর ধর্ম্ম বলিয়া নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর ধর্ম্ম ছয় শ্লোকে বলিতেছেন। যদি ঐ ব্রহ্মচারী ছন্দ অর্থাৎ বেদের লোক (বা মহর্লোক) ও ব্রহ্মবিষ্টপ—ব্রহ্মলোকে আরোহণ ইচ্ছু হন, তবে বৃহদ্ব্রত বৃহৎ অর্থাৎ নৈষ্ঠিকব্রতবিশিষ্ট হইয়া গুরুকে দেহবিন্যাস বা সমর্পণ করিবেন। স্বাধ্যায়ার্থ অর্থাৎ আরও অধিক বেদাধ্যয়নজন্য। এই 'বিষ্টপ' শব্দ 'পিষ্টপ' শব্দের ন্যায় ভুবনবাচক দৃষ্ট হয় ॥৩১॥

অনুদর্শিনী। কায়মনোবাক্যে শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত গুরুসেবাই আত্ম-মঙ্গল। ব্রহ্মলোকে—"যত্র মূর্ত্তিধরাঃ কলাঃ।" ভাঃ ১১।১৭।৫ যেখানে বেদসমূহ মূর্ত্তিমন্ত ॥৩১॥

অগ্নৌ গুর্বাবাত্মনি চ সর্ব্বভূতেষু মাং পরম্।
অপৃথগ্ধীরুপাসীত ব্রহ্মবর্চ্চস্ব্যকল্মষঃ ৩২॥

অন্বয়। ব্রহ্মবর্চ্চস্বী (ব্রহ্মবর্চ্চো বেদাভ্যাসজং তেজঃ তদ্বান্) অকল্মষঃ (নিষ্পাপঃ) অপৃথগ্ধীঃ (ভেদবুদ্ধিশূন্যঃ সন্) অগ্নৌ গুরৌ আত্মনি (স্বস্মিন্) সর্ব্বভূতেষু চ পরং (পরমাত্মানং) মাম্ উপাসীত ॥৩২॥

অনুবাদ। ব্রহ্মতেজঃ সম্পন্ন নিষ্পাপ ব্রহ্মচারী ভেদ-বুদ্ধিশূন্য হইয়া অগ্নি, গুরু, নিজ আত্মা ও সর্ব্বভূতে অবস্থিত পরমাত্মরূপী আমাকে উপাসনা করিবেন ॥৩২॥

বিশ্বনাথ। ব্রহ্মবর্চ্চঃ বেদাভ্যাসজং তেজস্তদ্বান্ ॥৩২॥

বঙ্গানুবাদ। ব্রহ্মবর্চ্চস্বী—ব্রহ্মবর্চ্চ অর্থাৎ বেদা-ভ্যাসজন্য তেজঃ ইহা যাঁহার আছে ॥৩২॥

স্ত্রীণাং নিরীক্ষণস্পর্শ-সংলাপক্ষ্বেলনাদিকম্।
প্রাণিনো মিথুনীভূতানগৃহস্থোঽগ্রতস্ত্যজেৎ ॥৩৩॥

অন্বয়। (তত্রৈব বনস্থযতিসাধারণধর্ম্মানাহ-) অগৃহস্থঃ (ব্রহ্মচারী বানপ্রস্থঃ সন্ন্যাসী চ) অগ্রতঃ (প্রথমতঃ) স্ত্রীণাং নিরীক্ষণ-স্পর্শ-সংলাপক্ষ্বেলনাদিকং (নিরীক্ষণং ভোগগর্ভং, স্পর্শঃ আলিঙ্গনং, সংলাপঃ তাভিঃ সহ গুহ্য-সম্ভাষণং, ক্ষ্বেলনং পরিহাসশ্চ আদৌ যস্য তৎ) (তথা) মিথুনীভূতান্ (মৈথুনরতান্ পশুপক্ষ্যাদীনপি) ত্যজেৎ (ন পশ্যেৎ) ॥৩৩॥

অনুবাদ। অগৃহস্থ অর্থাৎ ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী সর্ব্বাগ্রে স্ত্রীলোকের দর্শন, স্পর্শ, সম্ভাষণ ও

পরিহাস ত্যাগ করিবেন এবং মৈথুনরত প্রাণিগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন না ॥৩৩॥

বিশ্বনাথ। অগৃহস্থো ব্রহ্মচারী বানপ্রস্থঃ সন্ন্যাসী চ। অগ্রতঃ প্রথমত এব মিথুনীভূতান্ প্রাণিনঃ পক্ষিকীশাদীন্ ॥৩৩॥

বঙ্গানুবাদ। অগৃহস্থ অর্থাৎ ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী অগ্রত অর্থাৎ প্রথমতঃই মিথুনীভূত বা সঙ্গত প্রাণী—পক্ষী, বানর প্রভৃতি ॥৩৩॥

অনুদর্শিনী। ভোগবুদ্ধিবশতঃ স্ত্রীলোকের বা মিথুনীভূত প্রাণিগণের দর্শন পরিত্যাজ্য। কেননা উহা দর্শনে চিত্ত ক্ষুব্ধ হয়, তৎফলে ব্রহ্মচর্য্য নষ্ট হয়। 'বর্জ্জয়েৎ প্রমদা-গাথাম্' ভাঃ ৭।১২।৭ শ্লোক আলোচ্য ॥৩৩॥

শৌচমাচমনং স্নানং সন্ধ্যোপাস্তির্মমার্চ্চনম্।
তীর্থসেবা জপোঽস্পৃশ্যাভক্ষ্যাসম্ভাষ্যবর্জ্জনম্ ॥
সর্ব্বাশ্রমপ্রযুক্তোঽয়ং নিয়মঃ কুলনন্দন।
মদ্ভাবঃ সর্ব্বভূতেষু মনোবাক্কায়সংযমঃ ॥৩৪-৩৫॥

অন্বয়। (অথৈব সর্ব্বাশ্রমসাধারণং ধর্ম্মমাহ-) (হে) কুলনন্দন (হে উদ্ধব,) শৌচং আচমনং স্নানং সন্ধ্যোপাস্তিঃ (সন্ধ্যোপাসনা) মম অর্চ্চনং (মৎপূজনং) তীর্থসেবা (তীর্থবাসাদিঃ) জপঃ (গায়ত্র্যাদিমন্ত্রজপঃ) অস্পৃশ্যাভক্ষ্যাসম্ভাষ্যবর্জ্জনং (অস্পৃশ্যম, অভক্ষ্যম্, অসম্ভাষ্যং কুৎসিতালাপঃ তেষাং ত্যাগঃ) সর্ব্বভূতেষু (স্থাবরজঙ্গমাত্মকেষু) মদ্ভাবঃ (মচ্চিন্তনং) মনোবাক্কায়সংযমঃ (মনসঃ বাচাং কায়স্য চ সংযমঃ নিগ্রহঃ) অয়ং সর্ব্বাশ্রমপ্রযুক্তঃ (সাধারণঃ) নিয়মঃ ॥৩৪-৩৫॥

অনুবাদ। হে উদ্ধব, শৌচ, আচমন, স্নান, সন্ধ্যোপাসনা, আমার অর্চ্চন, তীর্থসেবা, জপ, অস্পৃশ্য অভক্ষ্য ও অসম্ভাষ্য বিষয় বর্জ্জন, সর্ব্বভূতে অন্তর্য্যামিরূপে আমার জ্ঞান, মন বাক্য ও কায়ের সংযম—এই সকল নিয়ম সকল আশ্রমের পক্ষেই বিহিত ॥৩৪-৩৫॥

এবং বৃহদ্ব্রতধরো ব্রাহ্মণোঽগ্নিরিব জ্বলন্।
মদ্ভক্তস্তীব্রতপসা দগ্ধকর্ম্মাশয়োঽমলঃ ॥৩৬॥

অন্বয়। (নিষ্কামনৈষ্ঠিকস্য তু মোক্ষং ফলমাহ—) এবং বৃহদ্ব্রতধরঃ (নৈষ্ঠিকব্রতধরঃ) ব্রাহ্মণঃ অমলঃ (নিষ্কামশ্চেৎ) অগ্নিঃ ইব জ্বলন্ তীব্রতপসা (তীব্রেণ অবিচ্ছিন্নেন তপসা) দগ্ধকর্ম্মাশয়ঃ (দগ্ধঃ কর্ম্মাশয়ঃ অন্তঃকরণং যস্য স তথাভূতঃ সন্) মদ্ভক্তঃ (ভবতি) ॥৩৬॥

অনুবাদ। এইরূপে নৈষ্ঠিকব্রতাবলম্বী ব্রাহ্মণ যদি নিষ্কাম হন তবে তিনি ব্রহ্মতেজে অগ্নিতুল্যপ্রদীপ্ত ও তীব্র তপস্যাদ্বারা দগ্ধকর্ম্মাশয় হইয়া আমার ভক্ত হইয়া থাকেন ॥৩৬॥

বিশ্বনাথ। নৈষ্ঠিকস্য নৈষ্কর্ম্ম্যপ্রকারমাহ,—এবমিতি ॥৩৬॥

বঙ্গানুবাদ। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর নৈষ্কর্ম্ম্যের প্রকার বলিতেছেন ॥৩৬॥

অথানন্তরমাবেক্ষ্যন্ যথা-জিজ্ঞাসিতাগমঃ।
গুরবে দক্ষিণাং দত্ত্বা স্নায়াদ্গুর্ব্বনুমোদিতঃ ॥৩৭॥

অন্বয়। (উপকুর্ব্বাণস্য সমাবর্ত্তনপ্রকারমাহ-) অথ (অনন্তরং) অনন্তরং আবেক্ষ্যন্ (দ্বিতীয়মাশ্রমং প্রবেষ্টুমিচ্ছন্) যথা-জিজ্ঞাসিতাগমঃ (যথাবদ্বিচারিতবেদার্থঃ) গুরবে দক্ষিণাং দত্ত্বা গুর্ব্বনুমোদিতঃ (গুরুণা অনুজ্ঞাতঃ সন্) স্নায়াৎ (অভ্যঙ্গাদিকং কৃত্বা সমাবর্ত্তেত ইত্যর্থঃ) ॥৩৮॥

অনুবাদ। অনন্তর ব্রহ্মচর্য্য হইতে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশাভিলাষী ব্যক্তি যথাবিধি বেদার্থ বিচারপূর্ব্বক গুরুকে দক্ষিণা প্রদান করিয়া তাঁহার অনুমতিক্রমে অভ্যঙ্গাদি করিয়া সমাবর্ত্তন করিবেন ॥৩৭॥

বিশ্বনাথ। উপকুর্ব্বাণস্য সমাবর্ত্তনপ্রকারমাহ,—অথেতি। আবেক্ষ্যন্ গৃহাশ্রমং প্রবেষ্টুমিচ্ছন্। যথাবদ্বিচারিতবেদার্থঃ। স্নায়াদভ্যঙ্গাদিকং কৃত্বা সমাবর্ত্তেতেত্যর্থঃ ॥৩৭॥

বঙ্গানুবাদ। উপকুর্ব্বাণের সমাবর্ত্তন-প্রকার বলিতেছেন। আবেক্ষ্যন্—গৃহাশ্রম প্রবেশ করিতে ইচ্ছু, যথাজিজ্ঞাসিতাগম যথাবৎ বিচারিত বেদার্থ (অর্থাৎ নিয়মিত বেদার্থ বিচার করিবার পর)। স্নান করিবেন অর্থাৎ অভ্যঙ্গাদি করিয়া সমাবর্ত্তন করিবেন ॥৩৭॥

অনুদর্শিনী। বেদার্থ বিচার করিবার পরও যদি সংসার প্রবৃত্তি থাকে তাহা হইলে ব্রহ্মচারী শ্রীগুরুর আদেশ লইয়া যথাবিধি সমাবর্ত্তন করিবেন। অভ্যঙ্গ—শিরস্নান, আদি—হোমাদি। ভাঃ ৭।১২।১৩-১৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥৩৭॥

গৃহং বনং বোপবিশেৎ প্রব্রজেদ্বা দ্বিজোত্তমঃ।
আশ্রমাদাশ্রমং গচ্ছেন্নান্যথামৎপরশ্চরেৎ ॥৩৮॥

অন্বয়। (তস্যাধিকারানুরূপমাশ্রমবিকল্পসমুচ্চযাবাহ--) (অথ স সকামশ্চেৎ) গৃহং (অন্তঃকরণশুদ্ধ্যা নিষ্কামশ্চেৎ) বনং উপবিশেৎ (প্রবিশেৎ) দ্বিজোত্তমঃ প্রব্রজেৎ বা (স চ দ্বিজোত্তমঃ ব্রাহ্মণশ্চেৎ প্রব্রজেদিত্যর্থঃ) আশ্রমাৎ আশ্রমম্ (আশ্রমান্তরং বা) গচ্ছেৎ অমৎপরঃ ন অন্যথা চরেৎ (অন্যথা অনাশ্রমী প্রতিলোমঞ্চ নাচরেদিত্যর্থঃ; স্বভক্তস্যাশ্রমনিয়মাভাবঃ) ॥৩৮॥

অনুবাদ। অনন্তর ব্রহ্মচারী সকাম হইলে গৃহাশ্রমে, নিষ্কাম হইলে বনে প্রবেশ করিবেন, নিষ্কাম ব্রাহ্মণ হইলে সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন। অথবা ক্রমানুসারে এক আশ্রম হইতে অন্য আশ্রমে গমন করিবেন। আমার অভক্ত পুরুষ অনাশ্রমী হইয়া প্রতিকূলাচরণ করিবেন না ॥৩৮॥

বিশ্বনাথ। তস্যাধিকারানুরূপমাশ্রমবিকল্পমাহ,—গৃহমিতি। সকামশ্চেৎ গৃহং অন্তঃকরণশুদ্ধ্যা নিষ্কামশ্চেদ্বনং স চ দ্বিজোত্তমো ব্রাহ্মণশ্চেৎ প্রব্রজেদিত্যর্থঃ। যদি চ কস্যচিন্মনোরথঃ স্যাত্তদা সমুচ্চয়মপি কুর্য্যাদিত্যাহ, আশ্রমাদিতি। ব্রহ্মচর্য্যানন্তরং গৃহাশ্রমং ততো বনং সন্ন্যাসমিত্যনুক্রমেণেত্যর্থঃ। নত্বন্যথা ব্যুৎক্রমেণ আশ্রমরাহিত্যেন বা ন চরেৎ, অমৎপর ইতি বা ছেদঃ। স্বভক্তস্যাশ্রমনিয়মাভাবস্ত বক্ষ্যমাণত্বাদিতি স্বামিচরণাঃ। তেন ভগবদ্ভক্তস্য ব্যুৎক্রমেণাশ্রমিতয়া অনাশ্রমিতয়া বা স্থিতৌ ন কোঽপি দোষ ইতি ভাবঃ ॥৩৮॥

বঙ্গানুবাদ। তাঁহার অধিকার অনুরূপ আশ্রম বিকল্প (কয়েকটীর মধ্যে এটী বা ঐটী) বলিতেছেন। সকাম হইলে গৃহ, অন্তঃকরণশুদ্ধিহেতু নিষ্কাম হইলে বন, তিনি (শুদ্ধান্তঃকরণ) দ্বিজোত্তম বা ব্রাহ্মণ হইলে প্রব্রজ্যা বা সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারেন। যদি কাহারও মনোরথ থাকে, তবে সমস্তগুলিই করিতে পারেন। তাই বলিতেছেন। ব্রহ্মচর্য্যের পর গৃহাশ্রম। তাহার পর বন, তাহার পর সন্ন্যাস—এই অনুক্রম অনুসারে। অন্যথা অর্থাৎ ব্যুৎক্রম বা বিপরীতভাবে অথবা আশ্রমরহিত হইয়া চলিবেন না। অথবা অমৎপর এই পাঠও হয়। সেস্থলে শ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন—'স্বভক্তের পক্ষে আশ্রম-নিয়মের অভাব বা অপ্রয়োজনীয়তা পরে বলা হইবে'। অতএব ভগবদ্ভক্তের পক্ষে ব্যুৎক্রমভাবে আশ্রমী হইয়া বা অনাশ্রমী হইয়া থাকিলে কোনও দোষ নাই ॥৩৮॥

অনুদর্শিনী। অধিকার-নির্ব্বাহই গুণ—

স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
বিপর্য্যয়স্তু দোষঃ স্যাদুভয়োরেষ নির্ণয়ঃ ॥

ভাঃ ১১।২১।২ অর্থ পরে দ্রষ্টব্য।

অতএব যিনি যে আশ্রমে থাকেন সেই আশ্রমধর্ম্ম যথাবিধি পালনের পর আশ্রমে তাহার অধিকার হয়। অধিকারের পূর্ব্বেই তিনি যেন পূর্ব্ব আশ্রম ত্যাগ করিয়া উত্তম আশ্রম গ্রহণ না করেন। কেননা—

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ। গীঃ ৩।৩৫

নিজ অধিকারোচিত বেদোক্ত ধর্ম্ম সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত না হইলে তদধিকারীর পক্ষে তাহাই ভাল। পরধর্ম্ম উত্তমরূপে আচরিত হইলেও তাহা ভীতিজনক। কেননা, স্বধর্ম্ম অর্থাৎ অধিকারোচিত ধর্ম্ম-পালন করিতে করিতে যদি পতন হয়, তবে তাহাও অমঙ্গলজনক হয় না, কিন্তু পরধর্ম্ম কোন অবস্থাতেই নির্ভয় নহে।

"সর্ব্বেষাং মদুপাসনম্" ভাঃ ১১।১৮।৪৩

ভগবানের আরাধনাই সকল বর্ণাশ্রমী নিখিল জীবের একমাত্র নিত্যধর্ম্ম। সুতরাং হৃদয়ে ভক্তিধর্ম্মের উদ্বোধনের জন্যই বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মানুষ্ঠান।

অতঃ পুংভির্দ্বিজশ্রেষ্ঠা বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ।
স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্ম্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্॥

ভাঃ। ১।২।১৩।

শ্রীসূত গোস্বামী বলিলেন—হে শৌনকাদি ঋষিগণ, বর্ণাশ্রম বিভাগ করে মানবগণের উত্তমরূপে পালিত স্বধর্ম্মের চরমফল শ্রীহরির সন্তোষ।

শ্রীভগবান অর্জ্জুনকেও বলিয়াছেন—

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥

১৮।৪৬

যাহা হইতে প্রাণিগণ উদ্ভূত হইয়াছে, যাহাকর্ত্তৃক এই জগৎ বিস্তৃত হইয়াছে, মানব নিজ কর্ম্মদ্বারা তাঁহাকেই বিশেষভাবে অর্চ্চন করিয়া সিদ্ধিলাভ করিবে।

অতএব আশ্রমসকল নিজ নিজ আশ্রমধর্ম্মপালনে ভক্তিলাভের যত্ন করিবেন, আশ্রম ত্যাগ করিবেন না বা অধিকার লঙ্ঘনে উচ্চ আশ্রম গ্রহণ করিবেন না। যাঁহাদের হৃদয়ে ভক্তির আবির্ভাব হইয়াছে অর্থাৎ যাঁহারা শ্রীভগবানের ভক্ত, তাঁহাদের পক্ষে আশ্রম গ্রহণ বা ত্যাগ দোষের নহে ॥ ৩৮ ॥

গৃহার্থী সদৃশীং ভার্য্যামুদ্বহেদজুগুপ্সিতাম্।
যবীয়সীন্তু বয়সা যাং সবর্ণামনুক্রমাৎ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়। (বিবাহ-নিয়মপূর্ব্বকং বর্ণধর্ম্মৈঃ সহ গৃহস্থ-ধর্ম্মানাহ—) গৃহার্থী সদৃশীং (সবর্ণাং) অজুগুপ্সিতাং (কুলতো লক্ষণতশ্চানিন্দিতাং) বয়সা যবীয়সীং (কনিষ্ঠাং) ভার্য্যাম্ উদ্বহেৎ তু (কামতস্তু) যাং (অন্যামুদ্বহেৎ তাং) সবর্ণাম্ অনু (তস্যা অনন্তরং) ক্রমাৎ (তত্রাপি বর্ণক্রমেণ উদ্বহেদিত্যর্থঃ) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ। গৃহার্থী ব্রাহ্মণ সবর্ণা, অনিন্দিতা, বয়সে কনিষ্ঠা ভার্য্যার পাণিগ্রহণ করিবেন। কামবশে অসবর্ণা কন্যার পাণিগ্রহণ করিলে তাহা সবর্ণা কন্যাগ্রহণের পশ্চাৎ বর্ণক্রমে বিবাহ করিবেন ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ। গৃহস্থধর্ম্মান্ বদন্নেব বর্ণধর্ম্মানপ্যাহ,—গৃহার্থীতি। যামন্যাং কামত উদ্বহেত্তামপি সবর্ণামনু। প্রথমব্যূঢায়াঃ সবর্ণায়া অনন্তরমেব। তত্রাপি ক্রমাদেব বর্ণক্রমেণৈবোদ্বহেদিত্যর্থঃ। "তিস্রো বর্ণানুপূর্ব্ব্যেণ দ্বে তথৈকা যথাক্রমম্। ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং ভার্য্যাঃ স্বাঃ শূদ্রজন্মনঃ" ইতি স্মৃতে ॥ ৩৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। গৃহস্থের ধর্ম্ম বলিতে গিয়া বর্ণধর্ম্মও বলিতেছেন। কামহেতু অন্য যাহাকে বিবাহ করিবে, তাহাকে সবর্ণার অনু বা পশ্চাৎ অর্থাৎ প্রথম বিবাহিতা সবর্ণার পরে। সে-স্থলেও বর্ণের ক্রম-অনুসারে (অর্থাৎ অনুলোম প্রণালীতে) স্মৃতি বলিতেছেন—বর্ণানুপূর্ব্ব্য অনুসারে ব্রাহ্মণের তিনটী, ক্ষত্রিয়ের দুইটী, বৈশ্যের একটী এবং শূদ্রের কেবল স্বীয়া বা সবর্ণা ॥ ৩৯ ॥

অনুদর্শিনী। কামদমনের জন্যই বিবাহের ব্যবস্থা। কিন্তু প্রথম বিবাহে কামদমন না হইলে পরিশেষে কামুক জগজ্জঞ্জাল আনয়ন করিবে বলিয়া শাস্ত্র তাহার কাম-চরিতার্থতার জন্য অসবর্ণাকেও বিবাহ করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। ব্রাহ্মণের তিনটী ভার্য্যা—ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়াণী ও বৈশ্যা। ক্ষত্রিয়ের দুইটী—ক্ষত্রিয়াণী ও বৈশ্যা; বৈশ্যের একটী, শূদ্রের শূদ্রাণীই স্ববর্ণা ॥ ৩৯ ॥

ইজ্যাধ্যয়নদানানি সর্ব্বেষাঞ্চ দ্বিজন্মনাম্।
প্রতিগ্রহোঽধ্যাপনঞ্চ ব্রাহ্মণস্যৈব যাজনম্ ॥৪০॥

অন্বয়। ইজ্যাধ্যয়নদানানি সর্ব্বেষাং চ (ইজ্যাদীনি ত্রীণি) দ্বিজন্মনাং (ত্রৈবর্ণিকানামাবশ্যকা ধর্ম্মা ভবন্তি) প্রতিগ্রহঃ (দানাদেঃ স্বীকারঃ) অধ্যাপনং যাজনং চ (বৃত্তিত্রয়ং) ব্রাহ্মণস্য এব (ভবতি) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ। যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও দান এই তিনটী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের আবশ্যকীয় ধর্ম্ম এবং প্রতিগ্রহ, অধ্যাপন ও যাজন এই তিনটী কেবল মাত্র ব্রাহ্মণেরই ধর্ম্ম ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ। ইজ্যাদীনি ত্রীণি ত্রৈবর্ণিকানামাবশ্যক-কৃত্যানি প্রতিগ্রহাদীনি ত্রীণি বৃত্তির্ব্রাহ্মণস্যৈব ॥ ৪০ ॥

বঙ্গানুবাদ। ইজ্যা বা যজ্ঞ প্রভৃতি তিনটী তিন বর্ণেরই অবশ্য কর্ত্তব্য, প্রতিগ্রহ প্রভৃতি তিনটী কেবল ব্রাহ্মণেরই বৃত্তি ॥ ৪০ ॥

অনুদর্শিনী। ব্রাহ্মণের সাহায্য ব্যতীত বেদাধ্যয়ন যজ্ঞানুষ্ঠান এবং দানের সম্ভাবনা নাই। সুতরাং ক্ষত্রিয় বৈশ্যগণ ব্রাহ্মণকে আশ্রয় করিয়া নিজ নিজ আশ্রমকৃত্য সম্পাদন করেন। তাই যজন, প্রতিগ্রহ ও অধ্যাপন—এই তিনটী কেবল ব্রাহ্মণেরই বৃত্তি ॥ ৪০ ॥

প্রতিগ্রহং মন্যমানস্তপস্তেজো যশোনুদম্।
অন্যাভ্যামেব জীবেত শিলৈর্ব্বা দোষদৃক্ তয়োঃ ॥৪১॥

অন্বয়। (তত্রাপি মুখ্যাং মুখ্যতমাঞ্চান্যাং বৃত্তিমাহ-) প্রতিগ্রহং তপস্তেজযশোনুদং (তপসঃ তেজসঃ যশসশ্চ বিঘাতকং) মন্যমানঃ (জানন্) অন্যাভ্যাম্ (যাজনাধ্যাপনাভ্যাম্ এব জীবেত, তয়োঃ (যাজনাধ্যাপনয়োরপি) দোষদৃক্ (কার্পণ্যাদিদোষং পশ্যন্) শিলৈঃ বা (স্বামিত্যক্তৈঃ ক্ষেত্রপতিতৈঃ কণিশৈর্ব্বা জীবেত) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ। যিনি প্রতিগ্রহকে তপস্যা, তেজ ও যশোনাশক মনে করেন, তিনি অন্য উপায়ে অর্থাৎ যাজন ও অধ্যাপনবৃত্তি অবলম্বনে জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন। এবং যিনি এই দুইটীতে কার্পণ্যাদি দোষ দৃষ্টি করিবেন, তিনি শিলবৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ। অন্যাভ্যাং যাজনাধ্যাপনাভ্যাং তয়োরপি দোষদৃক্। দোষঞ্চেৎ পশ্যেৎ তদা শিলৈঃ স্বামিত্যক্তৈঃ ক্ষেত্রপতিতৈঃ কণিশৈঃ ॥ ৪১ ॥

বঙ্গানুবাদ। অন্য দুই অর্থাৎ যাজন ও অধ্যাপনা। এই দুইটীতেও যদি দোষ দর্শন করেন, তবে শিল অর্থাৎ স্বামিত্যক্ত ক্ষেত্রপতিত কণিশ বা শস্যকণা দ্বারা ॥৪১॥

অনুদর্শিনী। প্রতিগ্রহবৃত্তি তপস্যার বিঘাতক—দেবগণ মহাতপা বিশ্বরূপকে পৌরোহিত্যে প্রার্থনা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন—

"বিগর্হিতং ধর্ম্মশীলৈর্ব্রহ্মবর্চ্চউপব্যয়ম্।"
অকিঞ্চনানাং হি ধনং শিলোঞ্ছনং
তেনেহ নির্ব্বর্ত্তিতসাধুসৎক্রিয়ঃ।
কথং বিগর্হ্যং নু করোম্যধীশ্বরাঃ
পৌরোধসং হৃষ্যতি যেন দুর্ম্মতিঃ ॥

ভাঃ ৬।৭।৩৫-৩৬

অর্থাৎ পৌরোহিত্য পূর্ব্বসিদ্ধ ব্রহ্মতেজের ক্ষয়কারক বলিয়া ধর্ম্মশীল মুনিগণ উহাকে নিন্দা করিয়া থাকেন।

হে অধীশ্বরগণ শীলোঞ্ছনই অকিঞ্চনগণের ধন, তদ্দ্বারাই গৃহস্থাশ্রমস্থ সাধুদিগের সৎক্রিয়াসমূহ নিষ্পাদন করিয়া থাকি। আর যে দুর্ম্মতি পৌরোহিত্য লভ্য-অর্থদ্বারা আনন্দ লাভ করে, তাদৃশ বিগর্হিত পৌরোহিত্য আমি কিরূপে সম্পাদন করিব?

ঋষি শুক্রাচার্য্যও পৌরোহিত্য কর্ম্মের নিন্দা এবং উঞ্ছবৃত্তির প্রশংসা করিয়াছেন। ভাঃ ৯।১৮।২৫

অতএব যাহারা প্রতিগ্রহ বৃত্তিকে তপস্যার বিঘাতক এবং সম্মানের হানিজনক মনে করেন, তাঁহারা শিলবৃত্তি গ্রহণ করিবেন।

শিল—ক্ষেত্রস্বামি-কর্ত্তৃক উপেক্ষিত ক্ষেত্রে পতিত শস্যের শীষ ॥৪১॥

ব্রাহ্মণস্য হি দেহোঽয়ং ক্ষুদ্রকামায় নেষ্যতে।
কৃচ্ছ্রায় তপসে চেহ প্রেত্যানন্তসুখায় চ ॥৪২॥

অন্বয়। ব্রাহ্মণস্য অয়ং দেহঃ ক্ষুদ্রকামায় (তুচ্ছবিষয়ভোগায়) ন ইষ্যতে হি (ন যোগ্যো ভবতি, কিন্তু) ইহ (লোকে) চ কৃচ্ছ্রায় তপসে প্রেত্য চ (মরণান্তরং পরলোকে চ) অনন্তসুখায় (অনন্তসুখমনুভবিতুং এব ইষ্যতে) ॥৪২॥

অনুবাদ। ব্রাহ্মণের এই দেহ তুচ্ছ বিষয়ভোগের জন্য নহে, পরন্তু ইহলোকে কষ্টকর তপঃ সাধনে এবং পরলোকে অনন্ত সুখলাভের জন্যই জানিতে হইবে ॥৪২॥

বিশ্বনাথ। ননু বিপ্রঃ কথং স্বয়মেবং ক্লিশ্যেত্তত্রাহ,—ব্রাহ্মণস্যেতি। কৃচ্ছ্রায় জীবিকাজনিতং কৃচ্ছ্রং প্রাপ্তুম্ ॥৪২॥

বঙ্গানুবাদ। আচ্ছা, বিপ্র কেন স্বয়ং এরূপ কষ্ট স্বীকার করেন? তদুত্তরে বলিতেছেন। কৃচ্ছ্র নিমিত্ত অর্থাৎ জীবিকাজনিত ক্লেশ পাইবার নিমিত্ত ॥৪২॥

অনুদর্শিনী। জীবিকাজনিত ক্লেশ-প্রাপ্তিতে শ্রীভগবানে নির্ভরতাই শিক্ষালাভ হয় বলিয়া দিব্যজ্ঞান-লাভার্থী বিপ্র ঐরূপ কষ্ট স্বেচ্ছায় স্বীকার করেন ॥৪২॥

শিলোঞ্ছবৃত্ত্যা পরিতুষ্টচিত্তো
ধর্ম্মং মহান্তং বিরজং জুষাণঃ।
ময্যর্পিতাত্মা গৃহ এব তিষ্ঠন্
নাতিপ্রসক্তঃ সমুপৈতি শান্তিম্ ॥৪৩॥

অন্বয়। শিলোঞ্ছবৃত্ত্যা (উঞ্ছবৃত্ত্যা বিপণ্যাদি-পতিত-কণোপাদানং তাং শিলবৃত্ত্যা একীকৃত্য তয়া) পরিতুষ্টচিত্তঃ মহান্তম্ (আতিথ্যাদিলক্ষণং) বিরজং (নিষ্কামং) ধর্ম্মং জুষাণঃ (জুষমাণঃ) ময়ি অর্পিতাত্মা (সমর্পিতচিত্তঃ) ন অতি প্রসক্তঃ গৃহে এব তিষ্ঠন্ শান্তিং সমুপৈতি (মোক্ষাধিকারী ভবতি) ॥৪৩॥

অনুবাদ। শিলবৃত্তি ও উঞ্ছবৃত্তিদ্বারা পরিতুষ্ট হইয়া আতিথ্যাদি নিষ্কাম ধর্ম্মসমূহের সেবাসহকারে আমার প্রতি চিত্ত সমর্পণ করিয়া অনাসক্ত পুরুষ গৃহে অবস্থান করিলেও শান্তিপ্রাপ্ত হন ॥৪৩॥

বিশ্বনাথ। উঞ্ছবৃত্তির্নাম বিপণ্যাদিপতিতস্য কণিশস্যোপাদানং মহান্তমাতিথ্যাদিলক্ষণং ধর্ম্মম্ ॥৪৩॥

বঙ্গানুবাদ। উঞ্ছবৃত্তি—বিপণি (দোকান) প্রভৃতি হইতে পতিত কণিশের উপাদান। মহান্ ধর্ম্ম অর্থাৎ আতিথ্যাদি-লক্ষণ ধর্ম্ম ॥৪৩॥

অনুদর্শিনী। "ঋতমুঞ্ছশিলং প্রোক্তম্" অর্থাৎ উঞ্ছশীল ঋতবৃত্তি।

গৃহস্থেরে মহাপ্রভু শিখায়েন ধর্ম্ম।
অতিথির সেবা গৃহস্থের মূল কর্ম্ম ॥
গৃহস্থ হইয়া অতিথি সেবা না করে।
পশুপক্ষী হইতে 'অধম' বলি তারে ॥"

কৃষ্ণে সমর্পিতাত্ম ভক্ত ভোগ ও ত্যাগে উদাসীন। তিনি কৃষ্ণসম্বন্ধে সকল বিষয় নির্ব্বন্ধ করায় যে কোন বর্ণে বা যে কোন আশ্রমে থাকিলে পরা শান্তি প্রাপ্ত হন ॥৪৩॥

সমুদ্ধরন্তি যে বিপ্রং সীদন্তং মৎপরায়ণম।
তানুদ্ধরিষ্যে ন চিরাদাপদ্ভ্যো নৌরিবার্ণবাৎ ॥৪৪॥

অন্বয়। যে (জনাঃ) মৎপরায়ণং (মদ্ভক্তং) সীদন্তং (দারিদ্র্যেণ ক্লিশ্যন্তং) বিপ্রং (বিপ্রমিত্যুপলক্ষণং মৎ-পরায়ণং কমপি) সমুদ্ধরন্তি (দারিদ্র্যাদুত্তারয়ন্তি) অর্ণবাৎ নৌ ইব (সমুদ্রপতিত নৌকা যথা জনমুত্তারয়তি তথা অহমপি) তান্ (জনান্) আপদ্ভ্যঃ ন চিরাৎ (শীঘ্রম্) উদ্ধরিষ্যে (উত্তারয়ামীত্যর্থঃ) ॥৪৪॥

অনুবাদ। যাহারা মৎপরায়ণ দরিদ্র ব্রাহ্মণ বা মদীয় ভক্ত যে কোন ব্যক্তিকে উদ্ধার করেন নৌকা যেরূপ সমুদ্রপতিত ব্যক্তিকে রক্ষা করে, আমিও সেইরূপ তাঁহাদিগকে বিপদ হইতে শীঘ্র রক্ষা করিয়া থাকি ॥৪৪॥

বিশ্বনাথ। তাদৃশং বিপ্রং ভক্ত্যা ধনবিতরণেন সেবমানানাং ফলমাহ,—সমুদ্ধরন্তীতি। বিপ্রমিত্যুপলক্ষণং। মৎপরায়ণং মদ্ভক্তং কমপি ॥৪৪॥

বঙ্গানুবাদ। সেরূপ বিপ্রকে ভক্তিসহকারে ধন বিতরণ করিয়া সেবা করিলে তাহার ফল বলিতেছে। বিপ্র—এইটী উপলক্ষণ, মৎপরায়ণ অর্থাৎ মদ্ভক্ত যে কেহ ॥৪০॥

অনুদর্শিনী। দরিদ্র ভক্ত বিপ্রকে যিনি ভক্তি-সহকারে ধনদান করেন, শ্রীভগবান্ সেই ব্যক্তিকে সংসার-সমুদ্র হইতে উদ্ধার করেন। এই বাক্যে বুঝিতে হইবে যে, ভক্তেরই সেবায় ভগবান্ ভক্তসেবকের প্রতি কৃপা করেন, বিপ্রের সেবায় নহে। ভক্ত ও বিপ্র, এই শব্দদ্বয়ের মধ্যে ভক্তেরই প্রাধান্য, বিপ্র—উপলক্ষণ মাত্র। তবে বিপ্রগণ স্বভাবতঃ হরিভক্ত হন বলিয়া এই শ্লোকে শ্রীভগবান্ মৎপরায়ণ শব্দের দ্বারা বিপ্রের বিশেষত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন।

ব্রহ্মণ্যস্য পরং দৈবং ব্রাহ্মণাঃ কিল তে প্রভো।
বিপ্রাণাং দেবদেবানাং ভগবানাত্মদৈবতম্ ॥
ভাঃ ৩।১৬।১৭

সনকাদি ঋষিগণ শ্রীনারায়ণকে বলিলেন—হে প্রভো, আপনি ব্রাহ্মণগণের হিতকারী, এই জন্যই ব্রাহ্মণগণ আপনার পরম দেবতা, ইহা লোকশিক্ষার্থ আপনি বলেন, সত্য, কিন্তু দেবপূজ্য ব্রাহ্মণগণের আপনিই মূল দেবতা এবং উপাস্য বস্তু।

অতএব ভক্ত ব্রাহ্মণ পূজ্য, কিন্তু ব্রাহ্মণ, ভক্তিরহিত হইলে তাঁহার অপূজ্যত্বই প্রকাশ পায়।

"শ্বপাকমিব নেক্ষেত লোকে বিপ্রমবৈষ্ণবম্।
বৈষ্ণবো বর্ণবাহ্যোঽপি পুনাতি ভুবনত্রয়ম্॥"

পদ্মপুরাণ, ভাঃ ৩।১৬।৮ টীকায় শ্রীবিশ্বনাথ

অর্থাৎ জগতে কুক্কুরাদি ভোজি-চণ্ডালের ন্যায় অবৈষ্ণব-বিপ্রকে দর্শন করা উচিত নহে। বৈষ্ণব যে কোন বর্ণে আবির্ভূত হউন না কেন, ত্রিভুবনকে পবিত্র করিয়া থাকেন।

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরও বলিয়াছেন—

ব্রাহ্মণ হইয়া যদি অবৈষ্ণব হয়।
তবে তার আলাপেহ পুণ্য যায় ক্ষয়॥

চৈঃ ভাঃ আ ১৬ অঃ

সুতরাং ভক্ত যে কেহই অর্থাৎ যে কুলের, যে দেশের বা যে বয়সেরই হউন না কেন তাঁহারই সেবা করিতে হইবে।

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন —

ন মেঽভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্। স্কান্দে

অর্থাৎ চতুর্ব্বেদপাঠী অভক্ত ব্রাহ্মণ আমার প্রিয় নয় কিন্তু ভক্ত চণ্ডাল হইলেও আমার প্রিয়। ভক্তই যথার্থ দানপাত্র এবং গ্রহণপাত্র; ভক্তমাত্রেই আমার ন্যায় পূজ্য।

বিপ্রাদ্দ্বিষড্গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিত-মনোবচনেহিতার্থ-
প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ॥

ভাঃ ৭।৯।১০

শ্রীপ্রহ্লাদ কহিলেন—কৃষ্ণপাদপদ্মবিমুখ দ্বাদশগুণ-বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও যাঁহার কৃষ্ণে মন, বচন, চেষ্টা, অর্থ ও প্রাণ অর্পিত, এবম্ভূত শ্বপচকেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া আমি মনে করি, কেননা তিনি (শ্বপচকুলোদ্ভূত ভক্ত) স্বীয় কুল পবিত্র করেন। আর ভূরিমানবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ তাহা করিতে পারেন না।

সকলের সকল শ্রীভগবানকে আমরা দেখিতে পাই না, কিন্তু তাঁহার কৃপায় তাঁহার ভক্তকে আমরা দেখিবার সুযোগ পাই। সর্ব্বৈশ্বর্য্যবান্ প্রভুর ভক্ত দরিদ্ররূপে আমাদের সম্মুখে আসিলে তাঁহাকে আমরা ধনহীন প্রার্থী এবং আপনাদিগকে ধনবান্ দাতা ভাবিব না; পরন্তু আমাদের ধনদাতা প্রভুর যে ধন আমাদের নিকট গচ্ছিত আছে, এবং যেধন আমরা তাঁহার সেবায় ব্যবহার না করিয়া আমাদের জড়ভোগে ব্যবহার করিতেছিলাম, আজ সেই প্রভুর কৃপায় তাঁহার প্রদত্ত ধনে তাঁহার সেবা হইবে জানিয়া দৃঢ়বিশ্বাস সহকারে তাঁহার ভক্তকে প্রদান করিতে হইবে।

জীব নিজ কর্ম্মের পাপ-পুণ্য ফলে জগতে দরিদ্র বা ধনী এবং দুঃখী বা সুখী হয়। ভক্তগণ কিন্তু কর্ম্মফল-বাধ্য জীব নহেন। তাঁহারা স্বকৃত কর্ম্ম-বিপাকে দরিদ্র হ'ন না, নিজ প্রভুর ইচ্ছায় ধনী বা দরিদ্র হ'ন। সুতরাং ভক্ত ধনী হইয়াও ধনগর্ব্বে মত্ত হন না বা দরিদ্র হইয়াও দারিদ্র্যদুঃখে ক্লিষ্ট হন না, ঐ অবস্থায় পরানন্দ-সান্দ্রে পরম তৃপ্ত থাকেন—

যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহারিক দুঃখ।
নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দ সুখ॥

চৈঃ ভাঃ ৭৯ অঃ।

এই পয়ারের টীকায় শ্রীল প্রভুপাদ বলেন—

"ভজন-পরায়ণ ভক্তের বাহিরে ঐশ্বর্য্যের পরিবর্ত্তে অভাব, স্বাস্থ্যের পরিবর্ত্তে অস্বাস্থ্য, ধনের পরিবর্ত্তে দারিদ্র্য, পাণ্ডিত্যের পরিবর্ত্তে মূর্খতা দেখিয়া, কর্ম্মফল-বাদীর ন্যায় বৈষ্ণবও নানাবিধ অভাব-পীড়িত এবং ব্যবহারিক কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠাশা-বিশিষ্ট মনে করিয়া যাঁহারা বৈষ্ণবগণকে 'দুঃখী' জ্ঞান করেন, তাঁহাদিগকে মতিভ্রষ্ট জানিতে হইবে॥৪৪॥

সর্ব্বাঃ সমুদ্ধরেদ্রাজা পিতেব ব্যসনাৎ প্রজাঃ।
আত্মানমাত্মনা ধীরো যথা গজপতির্গজান্ ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়। (রাজ্ঞাবশ্যকমেতদিত্যাহ) গজপতিঃ যথা গজান্ (যথা অন্যান্ গজান্ স্বমপি চ রক্ষতি, তথা) ধীরঃ (ধৈর্য্যযুক্তঃ) রাজা পিতা ইব ব্যসনাৎ (বিপদঃ) সর্ব্বাঃ প্রজাঃ আত্মনা (স্বেনৈব) আত্মানম (স্বমপি) সমুদ্ধরেৎ ॥ ৪৫ ।

অনুবাদ। যূথপতি হস্তী যেরূপ যূথস্থিত সমস্ত হস্তীকে ও আপনাকে রক্ষা করে, সেইরূপ ধীর নরপতিও পিতার ন্যায় বিপদ হইতে সমস্ত প্রজাকে এবং আপনাকে রক্ষা করিবেন ॥ ৪৫ ॥

বিশ্বনাথ। রাজ্ঞোঽপি ধর্ম্মমাহ,—সর্ব্বা ইতি। ধীরো ধৈর্য্যযুক্তো রাজা ॥ ৪৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। রাজারও ধর্ম্ম বলিতেছেন। ধীর—ধৈর্য্যযুক্ত রাজা ॥৪৫॥

এবংবিধো নরপতির্বিমানেনার্কবর্চ্চসা।
বিধূয়েহাশুভং কৃৎস্নমিন্দ্রেণ সহ মোদতে ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়। এবংবিধঃ নরপতিঃ ইহ (জন্মনি) কৃৎস্নং (সমগ্রং) অশুভং (প্রতিবন্ধকং পাপং) বিধূয় (নিরস্য) অর্কবর্চ্চসা (অর্কস্য ইব বর্চ্চঃ তেজঃ যস্য তেন) বিমানেন (স্বর্গং গত্বা) ইন্দ্রেণ সহ মোদতে (সুখং অনুভবতি) ॥৪৬॥

অনুবাদ। এই প্রকার রাজা এই জন্মেই সকল পাপ নাশ করিয়া সূর্য্যতুল্য তেজস্বী বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক স্বর্গলোকে গমন করিয়া ইন্দ্রের সহিত সুখ-সম্ভোগ করেন ৪৬

সীদন্ বিপ্রো বণিগ্‌বৃত্ত্যা পণ্যৈরেবাপদং তরেৎ।
খড়্গেন বাপদাক্রান্তো ন শ্ববৃত্ত্যা কথঞ্চন ॥৪৭॥

অন্বয়। (সর্ব্বেষামাপদ্বৃত্তিরাহ—) সীদন্ (বিপ্র-বৃত্ত্যা বর্ত্তিতুমসমর্থঃ দারিদ্র্যক্লিষ্টঃ) বিপ্রঃ বণিগ্‌বৃত্ত্যা পণ্যৈঃ (বিক্রয়ার্হৈঃ নতু সুরালবণাদ্যৈঃ) এব আপদং তরেৎ, (তত্রাপি) আপদাক্রান্তঃ (বিপদ্গ্রস্তঃ চেৎ) খড়্গেন বা (ক্ষত্রিয়বৃত্ত্যা বা আপদং তরেৎ) কথঞ্চন শ্ববৃত্ত্যা (নীচসেবয়া) ন (আপদং তরেৎ) ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ। নিজবৃত্তি দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহে অসমর্থ দারিদ্র্যক্লিষ্ট বিপ্র বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক পণ্যাদি ক্রয়-বিক্রয় দ্বারা আপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইবেন। বৈশ্য-বৃত্তিতেও বিপদগ্রস্ত হইলে ক্ষত্রিয়-বৃত্তি গ্রহণ করিবেন, কিন্তু কখনও শ্ববৃত্তি অর্থাৎ নীচসেবা অবলম্বন করিবেন না ॥ ৪৭ ॥

বিশ্বনাথ। সর্ব্বেষামাপদ্বৃত্তীরাহ,—সীদন্নিতি ত্রিভিঃ পণ্যৈ বিক্রয়ার্হৈরেব নতু সুরালবণাদ্যৈঃ। আপদাক্রান্তো বিপদ্গ্রস্তঃ। খড়্গেন বেতি, যদ্যপি গৌতমোঽনন্তরাং পাপীয়সীং বৃত্তিমাতিষ্ঠেদিতি স্মরন্ খড়্গাধারণং পণ্য-বিক্রয়াৎ শ্রেষ্ঠং মন্যতে তদপি হিংসাতো বণিগ্‌বৃত্তিরেব শ্রেষ্ঠেতি ভগবতো মতং। ন তু শ্ববৃত্ত্যা নীচসেবয়া ॥৪৭॥

বঙ্গানুবাদ। তিনটী শ্লোকে সকলের আপৎ-কালীন বৃত্তি বলিতেছেন। পণ্য অর্থাৎ বিক্রয়যোগ্য বস্তু, কিন্তু সুরা-লবণ প্রভৃতি নহে। আপদাক্রান্ত—বিপদ্-গ্রস্ত। অথবা খড়্গাদ্বারা—যদিও 'গৌতমের অনন্তরা বা ব্যবধানরহিতা পাপীয়সী বৃত্তি অবলম্বন করিবে' অর্থাৎ ব্রাহ্মণের পক্ষে ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে বৈশ্যের বৃত্তি)—এইমত স্মরণ করিয়া খড়্গ-ধারণ পণ্য-বিক্রয় হইতে শ্রেষ্ঠ মনে হয়, তথাপি হিংসা হইতে বণিগ্‌বৃত্তিই শ্রেষ্ঠ, ইহাই ভগবানের মত, কিন্তু শ্ববৃত্তি বা নীচ সেবা-দ্বারা নহে ॥ ৪৭

অনুদর্শিনী। 'অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ'—এই শাস্ত্রবাক্যানুসারে ব্রাহ্মণ আপৎকালে ক্ষত্রিয়বৃত্তি অবলম্বন না করিয়া বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিবেন। কিন্তু বাণিজ্যে সুরা ও লবণ বিক্রয় করিবেন না।

ব্রাহ্মণ কখনই নীচসেবা করিবেন না। কেননা, নীচসেবায় নিজের প্রবৃত্তি নীচ হইয়া যায়। দেবর্ষি শ্রীনারদও বলিয়াছেন—'ন শ্ববৃত্ত্যা কদাচন'—ভাঃ—৭।১১।১৮। 'শ্ববৃত্তির্নীচসেবনম্'—ভাঃ ৭।১১।২০ অর্থাৎ নীচসেবাকে শ্ববৃত্তি বলে। শ্রীগৌরাবতারে তদীয় পার্ষদদ্বয় শ্রীল রূপ-সনাতনও বলিয়াছেন—'ব্রাহ্মণ জাতি

তারা, নবদ্বীপে ঘর। নীচসেবা নাহি করে, নহে নীচের কূর্পর।'—চৈঃ চঃ ম ১পঃ ॥ ৪৭ ॥

— —

বৈশ্যবৃত্ত্যা তু রাজন্যো জীবেন্মৃগয়য়াপদি।
চরেদ্বা বিপ্ররূপেণ ন শ্ববৃত্ত্যা কথঞ্চন ॥ ৪৮ ॥

অন্বয়। রাজন্যঃ (ক্ষত্রিয়ঃ) আপদি তু বৈশ্যবৃত্ত্যা (কৃষ্যাদিনা) মৃগয়য়া বিপ্ররূপেণ (অধ্যাপনাদিনা) বা চরেৎ, শ্ববৃত্ত্যা (নীচসেবয়া) কথঞ্চন ন (চরেৎ)॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ। ক্ষত্রিয় বিপদ্‌গ্রস্ত হইলে বৈশ্যবৃত্তি দ্বারা, মৃগয়া দ্বারা অথবা অধ্যাপনাদি বিপ্রবৃত্তি স্বীকার করিবেন, কিন্তু কখনও নীচ সেবারত হইবেন না ॥ ৪৮ ॥

বিশ্বনাথ। বিপ্ররূপেণ অধ্যাপনাদিনা ॥৪৮॥

বঙ্গানুবাদ। বিপ্ররূপে অর্থাৎ অধ্যাপনাদি-দ্বারা ॥৪৮॥

———

শূদ্রবৃত্তিং ভজেদ্বৈশ্যঃ শূদ্রঃ কারুকটক্রিয়াম্।
কৃচ্ছ্রান্মুক্তো ন গর্হ্যেণ বৃত্তিং লিপ্সেত কর্ম্মণা ॥৪৯॥

অন্বয়। বৈশ্যঃ (আপদি) শূদ্রবৃত্তিং (তথা) শূদ্রঃ (বিপদি) কারুকটক্রিয়াং (কারবঃ প্রতিলোমজবিশেষা রজকাদয়ঃ তেষাং বৃত্তিং কটকাদি ক্রিয়াং) ভজেৎ (গৃহ্নীয়াৎ-আপদুত্তীর্ণস্তু নানুকল্পে বর্ত্তেত) কৃচ্ছ্রাৎ মুক্তঃ (সন্) গর্হ্যেণ (নিন্দ্যেন) কর্ম্মণা বৃত্তিং ন লিপ্সেত (সম্পাদয়িতুং ইচ্ছেৎ) ॥৪৯॥

অনুবাদ। বৈশ্য বিপৎকালে শূদ্রবৃত্তি অবলম্বন করিয়া এবং শূদ্র আপদ্‌গ্রস্ত হইলে কারুবৃত্তিতে কটাদি-কার্য্যদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন। কিন্তু বিপন্মুক্ত হইলে কেহই নিন্দনীয় কর্ম্মদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহে ইচ্ছা করিবে না ॥৪৯॥

বিশ্বনাথ। কৃচ্ছ্রান্মুক্তঃ সর্ব্ব এব ॥৪৯॥

বঙ্গানুবাদ। কৃচ্ছ্র হইতে মুক্ত সকলেই ॥৪৯॥

অনুদর্শিনী। বিপন্মুক্ত হইলেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সকলেই নিন্দনীয় কর্ম্ম ত্যাগ করিবেন ॥৪৯॥

বেদাধ্যায়স্বধাস্বাহাবল্যন্নাদ্যৈর্যথোদয়ম্।
দেবর্ষিপিতৃভূতানি মদ্রূপাণ্যন্বহং যজেৎ ॥৫০॥

অন্বয়। (তদেবং বৃত্তিব্যবস্থামুক্ত্বা পুনর্গৃহস্থস্যাবশ্যকান্ পঞ্চযজ্ঞানাহ) বেদাধ্যায় স্বধা স্বাহা বল্যন্নাদ্যৈঃ (বেদাধ্যয়নং ব্রহ্মযজ্ঞঃ তেন ঋষীন্, স্বধাকারেণ পিতৄন্, স্বাহাকারেণ দেবান্, বলিহরণেন ভূতানি, অন্নাদ্যৈরন্নোদকাদিভির্মনুষ্যানিতি জ্ঞাতব্যং) মদ্রূপাণি (তেষু ঈশ্বরদৃষ্টিং বিধত্তে) দেবর্ষিপিতৃভূতানি যথোদয়ং (বিভবানুসারতঃ) অন্বহং (প্রত্যহং) যজেৎ ॥৫০॥

অনুবাদ। গৃহস্থ বেদাধ্যয়ন দ্বারা ঋষিগণকে, স্বধা দ্বারা পিতৃগণকে, স্বাহা দ্বারা দেবগণকে, উপহার বস্তুদ্বারা ভূতগণকে এবং অন্ন-জলাদি দ্বারা মনুষ্যগণকে আমার স্বরূপ জ্ঞান করিয়া প্রতিদিন যথাশক্তি অর্চ্চনা করিবেন ॥৫০॥

বিশ্বনাথ। আপদ্বৃত্তিব্যবস্থামুক্ত্বা পুনর্গৃহাশ্রমধর্ম্মনাবশ্যকানাহ,—বেদাধ্যয়নেন ঋষীন্ স্বধাকারেণ পিতৄন্ স্বাহাকারেণ দেবান্ বলিহরণেন ভূতানি অন্নোদকাদ্যৈ র্মনুষ্যান্ যথোদয়ং যথাবিভূতি যজেৎ, তেষ্বপীশ্বরদৃষ্টিং বিধত্তে মদ্রূপাণীতি ॥৫০॥

বঙ্গানুবাদ। আপদ্বৃত্তির ব্যবস্থা বলিয়া পুনরায় আবশ্যক গৃহাশ্রম ধর্ম্ম বলিতেছেন। বেদাধ্যয়নদ্বারা ঋষিগণের, স্বধাকারদ্বারা পিতৃগণের, স্বাহাকারদ্বারা দেবগণের, বলিহরণ বা উপহারবস্তুদ্বারা ভূতগণের, অন্নাদিদ্বারা মনুষ্যগণের যথোদয় অর্থাৎ যথাবিভূতি বা স্বীয়বিত্ত অনুসারে যজন করিবে, তাহাদের প্রতিও ঈশ্বর দৃষ্টি রাখিবে, কেননা তাহারা মদ্রূপ ॥৫০॥

অনুদর্শিনী। গৃহস্থ প্রতিদিন পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন। এবং জীবগণের প্রতি ঈশ্বর দৃষ্টি রাখিয়া যথাসাধ্য যজন করিবেন। জীবগণ ঈশ্বর নহেন, তবে ঈশ্বর পরমাত্মরূপে প্রতি জীবদেহে বর্ত্তমান—এই বুদ্ধিতে—

মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্বহুমানয়ন্।
ঈশ্বরো জীবকলয়া প্রবিষ্টো ভগবানিতি ॥
ভাঃ ৩।২৯।৩৪

শ্রীকপিলদেব মাতা দেবহূতিকে বলিলেন—বিষ্ণু অন্তর্যামি ঈশ্বররূপে সর্ব্বজীবে অবস্থিত আছেন, ইহা নিশ্চয় করিয়া চিত্তদ্বারা এই সকল ভূতগণকে সম্মানপ্রদান পূর্ব্বক প্রণাম করিবে

'জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান।'

চৈঃ চঃ অ ২০ প ॥৫০

যদৃচ্ছয়োপপন্নেন শুক্লেনোপার্জ্জিতেন বা।
ধনেনাপীড়য়ন্ ভৃত্যান্ ন্যায়েনৈবাহরেৎ ক্রতূন্ ॥৫১॥

অন্বয়। (আবশ্যকং ধর্ম্মমুক্ত্বা শক্ত্যনুসারং ধর্ম্মমাহ—) (গৃহী) যদৃচ্ছয়া (উদ্যমং বিনা) উপপন্নেন (প্রাপ্তেন) উপার্জ্জিতেন (স্ববৃত্ত্যালব্ধেন) শুক্লেন (শুদ্ধেন) ধনেন বা ভৃত্যান্ (পোষ্যান্) অপীড়য়ন্ এব (তান্ পালয়ন্নেব) ন্যায়েন (নীত্যৈব) ক্রতূন্ (পঞ্চযজ্ঞান্) আহরেৎ (অনুতিষ্ঠেৎ) ॥৫১॥

অনুবাদ। গৃহী বিনা উদ্যোগে প্রাপ্ত অথবা স্ববৃত্তিদ্বারা উপার্জ্জিত শুদ্ধ ধনে পোষ্যগণকে প্রতিপালন করিয়া ন্যায়ানুসারে পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন ॥৫১॥

বিশ্বনাথ। অনাবশ্যকান্ ধর্ম্মানাহ,-যদৃচ্ছয়েতি॥৫১॥

বঙ্গানুবাদ। অনাবশ্যক ধর্ম্ম বলিতেছেন ॥৫১॥

অনুদর্শিনী। আবশ্যকীয় ধর্ম্মের কথা বলা হইয়াছে। এখন শক্তি-অনুসারে কৃত্য ধর্ম্মসমূহের কথা বলিতেছেন। ইহা অকরণে প্রত্যবায় দোষ নাই বলিয়া 'অনাবশ্যক-ধর্ম্ম' বলা হইল ॥৫১॥

কুটুম্বেষু ন সজ্জেত ন প্রমাদ্যেৎ কুটুম্ব্যপি।
বিপশ্চিন্নশ্বরঃ পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ ॥৫২॥

অন্বয়। (গৃহস্থস্যাপি নিবৃত্তিনিষ্ঠামেবাহ—) বিপশ্চিৎ (বিদ্বান্) কুটুম্বী অপি (গৃহী বহুস্বজনযুক্তোঽপি) কুটুম্বেষু ন সজ্জেত (ন আসক্তো ভবেৎ) ন প্রমাদ্যেৎ (ঈশ্বরনিষ্ঠায়াং প্রমত্তো ন ভবেৎ) অদৃষ্টম্ অপি (পারলৌকিকং) দৃষ্টবৎ (দৃষ্টম্ ঐহিকমিব) নশ্বরং পশ্যেৎ ॥৫২॥

অনুবাদ। বিদ্বান্ গৃহী ব্যক্তি বহুস্বজনযুক্ত হইলেও তাহাদের প্রতি আসক্ত হইবেন না, ঈশ্বরনিষ্ঠায় সর্ব্বদা সাবধান থাকিবেন এবং স্বর্গাদি পারলৌকিক ভোগকে ঐহিক ভোগের ন্যায় নশ্বর জানিবেন।৫২॥

বিশ্বনাথ। কর্ম্মস্বনাসক্তস্য জ্ঞানিগৃহস্থস্য ধর্ম্মানাহ,—কুটুম্বেষ্বিতি চতুর্ভিঃ। অনাসক্তোঽপি ভগবৎস্মরণাদৌ ন প্রমাদ্যেৎ। কুটুম্ব্যপি নশ্বরং পশ্যেৎ দৃষ্টবৎ দৃষ্টং ঐহিকং নশ্বরমিব অদৃষ্টং পারলৌকিকমপি নশ্বরং পশ্যেৎ। উভয়ত্রাপি নিস্পৃহো ভবেদিতি ভাবঃ ॥৫২॥

বঙ্গানুবাদ। কর্ম্মে অনাসক্ত জ্ঞানিগৃহস্থের ধর্ম্ম চারিটী শ্লোকে বলিতেছেন। অনাসক্তও ভগবৎস্মরণাদি-ব্যাপারে প্রমত্ত বা অনবধান হইবেন না। কুটুম্বী বা বহু স্বজনযুক্ত হইলেও নশ্বর বা বিনাশশীল দেখিবেন, দৃষ্টবৎ অর্থাৎ দৃষ্ট বা ঐহিক যেমন নশ্বর, সেইরূপ অদৃষ্ট বা পারলৌকিকও নশ্বর বলিয়া দেখিবেন। উভয়ক্ষেত্রেই নিস্পৃহ হইবেন ॥৫২।

অনুদর্শিনী। ইন্দ্রিয়ভোগপরায়ণ কর্ম্মাসক্ত ব্যক্তিগণকে ঈশ্বরসেবাপরায়ণ ও কর্ম্মে অনাসক্ত করিবার জন্য বেদ গৃহাশ্রমের ব্যবস্থা দিয়াছেন। সুতরাং অনাসক্ত জ্ঞানিগৃহস্থ অবশ্যই ভগবৎস্মরণাদিতে বিশেষভাবে আসক্ত হইবেন। ইহ জগতের ও পরজগতের সকল বস্তুই নশ্বর অর্থাৎ তাৎকালিক প্রতীতিবিশিষ্ট জানিবেন। দেহ সম্বন্ধে স্বজনাদিতে আসক্ত না হইয়া আত্মসম্বন্ধে ভক্তজনে আসক্ত হইবেন।

'অদৃষ্টং দৃষ্টবন্নষ্টং ভূতং স্বপ্নবদন্যথা।
ভূতং ভবদ্ভবিষ্যচ্চ সুপ্তং সর্ব্বরহোরহঃ॥

(পদ্যাবলীধৃত)

অদৃষ্ট অর্থাৎ স্বর্গাদি সুখও দৃষ্ট অর্থাৎ লৌকিক সুখের ন্যায় নশ্বর, সুতরাং স্বপ্নের ন্যায় অনিত্য। ইহজগতে যাহা কিছু উৎপন্ন হইয়াছিল, হইবে কিম্বা হইয়াছে সকলই স্বপ্নসদৃশ, ইহাই সর্ব্বশাস্ত্রের গূঢ় রহস্য।

এতৎ প্রসঙ্গে ভাঃ ১১।১৮।২৬ ও ১১।১৯।১৮ শ্লোকদ্বয় আলোচ্য ॥৫২॥

পুত্রদারাপ্তবন্ধূনাং সঙ্গমপান্থসঙ্গমঃ।
অনুদেহং বিয়ন্ত্যেতে স্বপ্নো নিদ্রানুগো যথা ॥৫৩॥

অন্বয়। পুত্রদারাপ্তবন্ধূনাং (পুত্রাণাং দারাণাং বন্ধূনাঞ্চ একত্র) সঙ্গমঃ (সমাগমঃ) পান্থসঙ্গমঃ (পান্থানাং প্রপায়াং সঙ্গম ইব)। নিদ্রানুগঃ (নিদ্রানুবর্ত্তী) স্বপ্নঃ (নিদ্রাপায়ে) যথা (নশ্যতি তথা) এতে (পুত্রাদয়োঽপি) অনুদেহং (প্রতিদেহং) বিয়ন্তি (নশ্যন্তি) ॥৫৩॥

অনুবাদ। পুত্র, স্ত্রী, আত্মীয় ও বন্ধুবর্গের সহ সঙ্গম, পান্থশালাস্থিত ব্যক্তিগণের সঙ্গমতুল্য। নিদ্রাকালে স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ যেমন নিদ্রাবসানে বিনষ্ট হয়, সেইরূপ দেহাবসানের সঙ্গে সঙ্গেই পুত্রাদিও নষ্ট হইয়া যায় ॥৫৩॥

বিশ্বনাথ। পান্থসঙ্গমঃ পান্থানাং প্রপায়াং সঙ্গমতুল্যঃ। অনুদেহং প্রতিদেহং বিয়ন্তি মমতাস্পদীভূতাঃ পুত্রাদয়ো নশ্যন্তি নিদ্রানুগো নিদ্রানুবর্ত্তী স্বপ্নো যথেতি নশ্বরত্বাংশে দৃষ্টান্তঃ। মমতাস্পদত্বস্য মিথ্যাত্বাম্মিথ্যাত্বে বা ॥৫৩॥

বঙ্গানুবাদ। পান্থসঙ্গম—পান্থ বা পথিকগণের প্রপা বা পানীয়শালায় সঙ্গমের তুল্য। অনুদেহ বা প্রতিদেহ। বিয়ন্তি—মমতার আস্পদ হইয়া পুত্রাদি নাশ প্রাপ্ত হয়। নিদ্রানুগ—নিদ্রানুবর্ত্তী স্বপ্ন যেমন—ইহা নশ্বরত্ব-অংশে মমতার আস্পদত্ব মিথ্যা বলিয়া ॥৫৩॥

অনুদর্শিনী।

পান্থসঙ্গম—ভূতানামিহ সংবাসঃ প্রপায়ামিব সুব্রতে।
দৈবেনৈকত্র নীতানামুন্নীতানাং স্বকর্ম্মভিঃ ॥
ভাঃ ৭।২।২১

অর্থাৎ হে সুব্রতে, পানীয়শালায় যেমন পথিকগণ একত্র মিলিত হয় ও যে যাহার গন্তব্য পথে চলিয়া যায়, তদ্রূপ এই সংসারে প্রাণিসকলের সম্বন্ধও সেই প্রকার। তাহারা প্রাক্তন কর্ম্মদ্বারা কখন সংযুক্ত, কখন বা বিযুক্ত হয়।

স্বপ্নদৃষ্টবস্তু স্বপ্নথাকাকালপর্য্যন্ত সত্য, স্বপ্নভঙ্গে যেমন উহার অস্তিত্ব থাকে না, তেমন দেহথাকাকাল পর্য্যন্ত পুত্রাদিসহ সম্বন্ধ, দেহবিনাশে সম্বন্ধনাশ ॥৫৩॥

ইত্থং পরিমৃশন্মুক্তো গৃহেষ্বতিথিবদ্বসন্।
ন গৃহৈরনুবধ্যেত নির্ম্মমো নিরহঙ্কৃতঃ ॥৫৪॥

অন্বয়। ইত্থং (দৃষ্টাদৃষ্টয়োরনিত্যতাং) পরিমৃশন্ (বিচারয়ন্) অতিথিবৎ (উদাসীনঃ) গৃহেষু বসন্ নির্ম্মমঃ (মমতাবুদ্ধিরহিতঃ) নিরহঙ্কৃতঃ (অভিমানরহিতশ্চ) মুক্তঃ (জনঃ) গৃহৈঃ ন অনুবধ্যেত (ন বদ্ধো ভবেৎ) ॥৫৪॥

অনুবাদ। এইরূপ বিচার করিয়া অনাসক্তভাবে অতিথির ন্যায় গৃহে বাস করিলে মমতাও অহঙ্কারশূন্য ব্যক্তি গৃহে আবদ্ধ হন না ॥৫৪॥

বিশ্বনাথ। মুক্তঃ অনাসক্তঃ ॥৫৪॥

বঙ্গানুবাদ। মুক্ত—অনাসক্ত ॥৫৪॥

অনুদর্শিনী। যাহার গমনাগমনের তিথি বা সময় নির্দ্দিষ্ট নাই, তিনি অতিথি। জীবেরও এই দেহপ্রাপ্তি ও তাহার নির্দ্দিষ্ট সময় নাই। অতএব দেহে, গেহে ও পুত্রাদিতে আসক্ত ব্যক্তি শ্রীভগবানে যে পরিমাণে আসক্ত হইবেন, সেই পরিমাণেই ঐ গুলিতে অনাসক্ত হইতে পারিবেন ॥৫৪॥

কর্ম্মভির্গৃহমেধীয়ৈরিষ্ট্বা মামেব ভক্তিমান্।
তিষ্ঠেদ্বনং বোপবিশেৎ প্রজাবান্ বা পরিব্রজেৎ ॥৫৫॥

অন্বয়। (অথাপ্যাশ্রমবিকল্পমাহ) ভক্তিমান্ (জনঃ) গৃহমেধীয়ৈঃ (গৃহস্থস্য বিহিতৈঃ) কর্ম্মভিঃ মাম্ এব ইষ্ট্বা (আরাধ্য) তিষ্ঠেৎ (গৃহাশ্রম এব তিষ্ঠেৎ) বনং বা উপবিশেৎ (বনস্থো ভবেৎ) প্রজাবান্ (যদি তর্হি) পরিব্রজেৎ (সন্ন্যাসী বা স্যাৎ) ॥৫৫॥

অনুবাদ। ভক্ত গৃহস্থ গৃহমেধীয় কর্ম্মসমূহদ্বারা আমার আরাধনা করিয়া গৃহে বাস করিবেন অথবা বনে প্রবেশ করিবেন কিম্বা পুত্রবান্ হইলে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিবেন ॥৫৫॥

বিশ্বনাথ। তত্রাপি জ্ঞানে স্পৃহাবত্ত্বেন ভক্ত্যবকাশপ্রাপ্তার্থং কলত্রপুত্রাদিষ্বতাবদ্ভক্তস্য বা আশ্রমবিকল্পমাহ,—কর্ম্মভিরিতি ॥৫৫॥

বঙ্গানুবাদ। সেখানেও জ্ঞানে স্পৃহাবান্ ব্যক্তির অথবা ভক্তিতে অবকাশ প্রাপ্তিনিমিত্ত পুত্রকলত্রাদিকে প্রতারণপর ভক্তজনের আশ্রম বিকল্প বা তৎপরিবর্ত্তন ॥৫৫॥

অনুদর্শিনী। গৃহস্থ প্রভাবান্ হইলে প্রায়ই বৈরাগ্য লাভ করেন, ইহা বেদান্তিগণের অভিপ্রায়। কর্ম্মঠগণের মত—

ঋণানি ত্রীণ্যপাকৃত্য মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ।
অনপাকৃত্য মোক্ষন্তু সেবমানো ব্রজত্যধঃ॥

অর্থাৎ (পুত্রজন্মে) ঋণত্রয় (দেব-ঋষি পিতৃ) শোধ করিয়া মোক্ষে মন নিবেশ করিবে। কিন্তু ঋণ পরিশোধ না করিয়া মোক্ষ সেবায় অধঃ পতিত হয়।

অতএব জ্ঞানী ঐ মত উপেক্ষা করিয়া অধিকতর জ্ঞান সংগ্রহের জন্য জ্ঞানালোচনার অন্তরায় গৃহত্যাগ করিয়া অন্য আশ্রম স্বীকার করিবেন।

আর ভগবদ্ভক্ত স্বর্গে ও মোক্ষে উদাসীন কিন্তু ভক্তিলাভে সতত উৎসুক। তিনি সপরিকরে গৃহে অবস্থান করতঃ ভক্তি যাজনে সমর্থ হইলেও অধিকতর ভক্তিলাভের অবকাশে কলত্র পুত্রাদিকে তাহাদিগের অভিলষিত, বিষয় ধনসম্পত্তি প্রদানে বঞ্চনা করিয়া গৃহত্যাগ করেন। যেমন দেখা যায় যে, সচ্ছিরোমণি মহারাজ অম্বরীষ পুত্রগণকে রাজ্য বিভাগ করিয়া দিয়া বনে প্রবেশ করিয়াছিলেন (ভাঃ ৯।৫।২৬)।

ইহার মীমাংসায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন—"মহারাজ অম্বরীষ মন-প্রভৃতিকে কৃষ্ণপাদপদ্মধ্যানাদিতে নিযুক্ত করিয়া গার্হস্থ্যেও সম্পূর্ণ ভগবন্মনাই ছিলেন সত্য। ভক্তি-অনুরাগিগণ অবশ্যই মহাধনগৃধ্নু বণিকের স্বভাব প্রাপ্ত হন। যেমন কোটিশ্বর বণিকও নিজেকে অল্পধনবান্ মনে করিয়া ধনোপার্জ্জনের জন্য সমুদ্রের শেষ পর্য্যন্তও গমন করে, তদ্রূপ ভক্তও ভক্তি-উপার্জ্জনের জন্য বনেও গমন করিয়া থাকেন॥ ৫৫ ॥ (ভাঃ ৯।৫।২৭ শ্লোকের টীকা)॥৫৫॥

যস্ত্বাসক্তমতির্গেহে পুত্রবিত্তৈষণাতুরঃ।
স্ত্রৈণঃ কৃপণধীর্মূঢ়ো মমাহমিতি বধ্যতে॥ ৫৬॥

অন্বয়। যঃ তু (গৃহস্থঃ) গেহে (গৃহোপলক্ষিতবিষয়ে) আসক্তমতিঃ (আসক্তচিত্তো ভবেৎ) পুত্রবিত্তৈষণাতুরঃ (পুত্রৈষণয়া বিত্তৈষণয়াচ আতুরঃ ব্যাকুলঃ) স্ত্রৈণঃ (স্ত্রীবশ্যঃ) কৃপণধীঃ (কৃপণা দীনা ধীর্যস্য সঃ) মূঢ়ঃ (অবিবেকী) অহম মম ইতি (ইতি অভিমানেন) বধ্যতে (বদ্ধো ভবতি) ॥৫৬॥

অনুবাদ। যে গৃহস্থ গৃহে আসক্তমতি, পুত্রবিত্তাদি অভিলাষে ব্যাকুল, স্ত্রৈণও ক্ষুদ্রবুদ্ধি, সেই মূঢ় ব্যক্তি আমি ও আমার জ্ঞানে বদ্ধ হয়॥ ৫৬ ॥

বিশ্বনাথ। গৃহাদ্যাসঙ্গে দোষমাহ,—যস্ত্বিতি ত্রিভিঃ ॥৫৬॥

বঙ্গানুবাদ। গৃহাদিতে আসক্তির দোষ তিনটী শ্লোকে দেখাইতেছেন॥ ৫৬ ॥

অহো মে পিতরৌ বৃদ্ধৌ ভার্য্যা বালাত্মজাত্মজাঃ।
অনাথা মামৃতে দীনাঃ কথং জীবন্তি দুঃখিতা॥ ৫৭ ॥

অন্বয়। অহো মে (মম) বৃদ্ধৌ পিতরৌ (মাতা চ পিতা চ তৌ) বালাত্মজা (বালা আত্মজা যস্যাঃ সা) ভার্য্যা আত্মজাঃ (পুত্রাদয়ঃ) মাং ঋতে (বিনা) অনাথাঃ (রক্ষকহীনাঃ অতএব) দীনাঃ দুঃখিতাঃ চ কথং জীবন্তি ॥৫৭॥

অনুবাদ। অহো আমার বৃদ্ধ পিতামাতা, শিশুসন্তান-যুক্তা ভার্য্যা এবং পুত্রগণ আমাবিনা অনাথ ও দুঃখিত হইয়া দীনভাবে কিরূপে জীবন-ধারণ করিবে॥ ৫৭ ॥

বিশ্বনাথ। বন্ধমেবাভিনয়েন দর্শয়তি; অহো ইতি। বাল একমাসিক আত্মজো যস্যাঃ সা। অহো মদ্বিরহিতা পাচকা-পেষণাদিবৃত্ত্যাপি জীবিতুমসমর্থেতি ভাবঃ। আত্মজা দ্বিত্রবার্ষিকাঃ প্রজাশ্চ মাং বিনা অনাথাঃ কথং জীবিষ্যন্তীতি ॥৫৭॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
একাদশে সপ্তদশঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্॥

ইতি শ্রীলবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তি ঠকুরকৃতা শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ-স্কন্ধে, সপ্তদশাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

বঙ্গানুবাদ। অভিনয় করিয়া বন্ধন দেখাইতে-ছেন। বালাত্মজা অর্থাৎ যে স্ত্রীলোকের বাল বা এক-মাসিক আত্মজ বা সন্তান। আহা আমার অবর্ত্তমানে আমার পরের পেষণাদিদাসীবৃত্তি করিয়া জীবনধারণ করিতে

অসমর্থা। আত্মজ দুই তিন বৎসর বয়স্ক সন্তান আমি বিনা অনাথ হইয়া কিরূপে বাঁচিবে? ॥৫৭॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে সপ্তদশাধ্যায়ে সাধুজন-সঙ্গতা ভক্তানন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

এবং গৃহাশয়াক্ষিপ্তহৃদয়ো মূঢ়ধীরয়ম্।
অতৃপ্তস্তাননুধ্যায়ন্ মৃতোঽন্ধং বিশতে তমঃ ॥৫৮॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধব-সংবাদে বর্ণাশ্রমবিভাগো নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥১৭॥

অন্বয়। এবং (এবং প্রকারেণ) গৃহাশয়াক্ষিপ্ত-হৃদয়ঃ (গৃহে য আশয়ো বাসনা তেন আ সর্ব্বতঃ ক্ষিপ্তং হৃদয়ং যস্য সঃ) মূঢ়ধীঃ (মন্দবুদ্ধিঃ) অয়ং অতৃপ্তঃ (অলব্ধ-তৃপ্তিঃ জনঃ) তান্ (পুত্রাদীন্) অনুধ্যায়ন্ মৃতঃ (সন্) অন্ধং তমঃ (অতিতামসীং যোনিং) বিশতে (প্রাপ্নোতি) ॥৫৭॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে সপ্তদশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ সমাপ্তঃ।

অনুবাদ। এই প্রকার গৃহাভিলাষে বিক্ষিপ্তচিত্ত, অসন্তুষ্ট ও মন্দবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তি সর্ব্বদা আত্মীয়গণের চিন্তা করিতে করিতে মৃত্যুর পরে অতিতামসী যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥৫৭॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধের সপ্তদশাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অনুদর্শিনী। গৃহব্রত ও কুটুম্বাসক্ত ব্যক্তিগণের তামসী গতিসম্বন্ধে ভাঃ ৩।৩০।২৮-৩৩ শ্লোকসমূহ আলোচ্য ॥৫৭॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে সপ্তদশাধ্যায়ের সারার্থানুদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ

বনং বিবিক্ষুঃ পুত্রেষু ভার্য্যাং ন্যস্য সহৈব বা।
বন এব বসেচ্ছান্তস্তৃতীয়ং ভাগমায়ুষঃ ॥ ॥

অন্বয়। শ্রীভগবান্ উবাচ—বনং বিবিক্ষুঃ (গৃহী) পুত্রেষু ভার্য্যাং ন্যস্য (রক্ষণার্থং সংস্থাপ্য) বা (অথবা ভার্য্যয়া) সহ এব আয়ুষঃ তৃতীয়ং ভাগং (পঞ্চসপ্ততিবর্ষ পর্য্যন্তং) শান্তঃ (জিতেন্দ্রিয়ঃ সন) বনে এব বসেৎ ॥১॥

অনুবাদ। শ্রীভগবান্ বলিলেন—বনগমনেচ্ছু ব্যক্তি ভার্য্যাকে পুত্রগণের নিকট রাখিয়া অথবা সঙ্গে লইয়া শান্তচিত্তে জীবনের তৃতীয় ভাগ বনে অবস্থান করিবেন ॥১॥

বিশ্বনাথ—

অষ্টাদশেঽব্রবীদ্ধর্ম্মং বনস্থন্যাসিনোঃ ক্রমাৎ।
ভক্তস্যানাশ্রমিত্বঞ্চ ধর্ম্মং সাধারণং তথা ॥

ক্রমপ্রাপ্তান্ বনস্থধর্ম্মানাহ,—বনমিতি। আয়ুষস্তৃতীয়ং ভাগং পঞ্চসপ্ততিবর্ষপর্য্যন্তং ততঃ পরং সন্ন্যাসেঽধিকারঃ ॥ ॥

বঙ্গানুবাদ। অষ্টাদশ অধ্যায়ে যথাক্রমে বনস্থ ও ন্যাসীর ধর্ম্ম বলিয়াছেন, তদ্ব্যতীত ভক্তের অনাশ্রমিত্ব ও সাধারণধর্ম্মও বলিয়াছেন।

ক্রমপ্রাপ্ত বনস্থধর্ম্মগুলি বলিতেছেন। আয়ুর তৃতীয় ভাগ পঞ্চসপ্ততি বৎসর পর্য্যন্ত, তাহার পর সন্ন্যাসে অধিকার ॥১॥

সারার্থানুদর্শিনী। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—দ্বিজের এই চারিটী আশ্রম-অবস্থার মধ্যে বানপ্রস্থ তৃতীয়াবস্থা। মনুষ্যের পরমায়ু ১০০ বৎসর হইলে ৫১-৭৫ বৎসর পর্য্যন্ত বনবাস বিহিত ॥১॥

কন্দমূলফলৈর্বন্যৈর্মেধ্যৈর্বৃত্তিং প্রকল্পয়েৎ।
বসীত বল্কলং বাসস্তৃণপর্ণাজিনানি বা ॥২॥

অন্বয়। বন্যৈঃ (বনসম্ভবৈঃ) মেধ্যৈঃ (পবিত্রৈঃ) কন্দমূলফলৈঃ বৃত্তিং (জীবিকাং) প্রকল্পয়েৎ (সম্পাদয়েৎ)

বল্কলং বাসং (বসনং) তৃণপর্ণাজিনানি বা (তৃণানি বা পর্ণানি বা মৃগচর্ম্ম বা) বসীত (পরিদধীত) ॥২॥

অনুবাদ। বনজাত পবিত্র কন্দ-মূল ও ফলদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিবেন এবং বল্কল, তৃণ, পত্র অথবা মৃগচর্ম্ম পরিধান করিবেন ॥২॥

বিশ্বনাথ। বসীত পরিদধীত ॥২॥

বঙ্গানুবাদ। বসীত—পরিধান করিবে ॥২॥

কেশরোমনখশ্মশ্রুমলানি বিভৃয়াদ্দতঃ।
ন ধাবেদপ্সু মজ্জেত ত্রিকালং স্থণ্ডিলেশয়ঃ ॥৩॥

অন্বয়। কেশরোমনখশ্মশ্রুমলানি বিভৃয়াৎ (ধারয়েৎ) দতঃ (দন্তান্) ন ধাবেৎ (ন শোধয়েৎ) ত্রিকালম্ অপ্সু মজ্জেত (মুষলবৎ স্নায়াৎ) স্থণ্ডিলেশয়ঃ (ভূমিশায়ী চ স্যাৎ) ॥৩॥

অনুবাদ। কেশ, রোম, নখ, শ্মশ্রু ও গাত্রমল ধারণ করিবেন, দন্তধাবন করিবেন না, ত্রিকাল স্নান করিবেন এবং ভূমিতে শয়ন করিবেন ॥৩॥

বিশ্বনাথ। দতো দন্তান্ ন ধাবেৎ। মজ্জেৎ মুষলবৎ স্নায়াৎ ॥৩॥

বঙ্গানুবাদ। দতঃ—দাঁতগুলি ধুইবেন না। মজ্জন করিবেন—মুষলবৎ স্নান করিবেন ॥৩॥

অনুদর্শিনী। 'কেশরোমনখশ্মশ্রুমলানি জটিলো দধৎ'। ভাঃ ৭।১২।২১

গ্রীষ্মে তপ্যেত পঞ্চাগ্নীন্ বর্ষাস্বাসারষড়্ জলে।
আকণ্ঠমগ্নঃ শিশির এবং বৃত্তস্তপশ্চরেৎ ॥৪॥

অন্বয়। গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নীন্ তপ্যেত (উপরি সূর্য্যেন সহ চতুর্দ্দিশং অগ্নীন্ নিধায় দেহং তাপয়েৎ) বর্ষাসু আসারষাট্ (আসারং ধারাসম্পাতং সহত ইতি তথাভ্রাবকাশং নাম ব্রতং চরেৎ) শিশিরে (শীতঋতৌ) জলে আকণ্ঠমগ্নঃ (উদকবাসং নাম ব্রতং চরেৎ) এবং বৃত্তঃ (সন্) তপশ্চরেৎ ॥৪॥

অনুবাদ। গ্রীষ্মকালে চতুর্দ্দিকে অগ্নিচতুষ্টয় এবং উর্দ্ধদেশস্থ সূর্য্যদেবকে পঞ্চম অগ্নিরূপে কল্পনা করিয়া এই পঞ্চাগ্নির উত্তাপে, বর্ষাকালে বৃষ্টিধারায় ভিজিয়া এবং শীতকালে জলে আকণ্ঠমগ্ন হইয়া তপস্যা করিবেন ॥৪॥

অগ্নিপক্বং সমশ্নীয়াৎ কালপক্বমথাপি বা।
উলূখলাশ্মকুট্টো বা দন্তোলূখল এব বা ॥৫॥

অন্বয়। অগ্নিপক্বং (কন্দমূলং) অথাপি কালপক্বং (ফলং) বা সমশ্নীয়াৎ (ভক্ষয়েৎ) উলূখলাশ্মকুট্টঃ বা (উলূখলেনাশ্মনা বা কুট্টয়তি খণ্ডয়তীতি তথা) দন্তোলূখল এব বা (দন্তা এব উলূখলং যস্য স তথা বা ভবেৎ) ॥৫॥

অনুবাদ। অগ্নিপক্ব কন্দমূলাদি অথবা কালপক্ব ফলাদি ভক্ষণ করিবেন। উলূখল বা প্রস্তরদ্বারা আহার্য্যাদি কুট্টিত করিবেন অথবা দন্তদ্বারাই উলূখলের কার্য্য করিবেন ॥৫॥

বিশ্বনাথ। উলূখলেনাশ্মনা বা কুট্টয়তি খণ্ডয়তীতি সঃ দন্তা এবোলূখলং যস্য সঃ ॥৫॥

বঙ্গানুবাদ। যিনি উলূখল অশ্মা বা প্রস্তরখণ্ড দ্বারা কুটেন বা খণ্ডিত করেন অথবা দন্তই যাঁহার উলূখল ॥৫॥

স্বয়ং সঞ্চিনুয়াৎ সর্ব্বমাত্মনো বৃত্তিকারণম্।
দেশকালবলাভিজ্ঞো নাদদীতান্যদাহৃতম্ ॥৬॥

অন্বয়। দেশকালবলাভিজ্ঞঃ (সন্) আত্মনঃ (স্বস্য) বৃত্তিকারণং (জীবিকাসাধনং) সর্ব্বং স্বয়ং সঞ্চিনুয়াৎ (আহরেৎ) অন্যদা (কালান্তরে) আহৃতং (দ্রব্যং) ন আদদীত (ন স্বীকুর্য্যাৎ) ॥৬॥

অনুবাদ। বনাশ্রমী দেশ, কাল ও বল বিচারপূর্ব্বক তদনুসারে আপনার জীবিকানির্ব্বাহের জন্য সমস্ত দ্রব্যই নিজে সংগ্রহ করিবেন, একসময়ে আহৃতদ্রব্য সময়ান্তরে গ্রহণ করিবেন না ॥৬॥

বিশ্বনাথ। বৃত্তিকারণং জীবিকাহেতুং ফলপুষ্পাদি। অন্যদা কালান্তরে আহৃতং কালান্তরে নাদদীত, কিন্তু

দেশকালবলাভিজ্ঞ ইতি কষ্টে দেশে, আপৎকালে চ অতি-দৌর্ব্বল্যে চ নায়ং নিয়মঃ ।৬॥

বঙ্গানুবাদ। বৃত্তিকারণ—জীবিকাহেতু ফলপুষ্পাদি অন্যদা বা অন্য সময়ে আহৃত কালান্তরে ভোজন করিবে না। কিন্তু দেশকালবলাভিজ্ঞ অর্থাৎ কষ্টকরদেশে, আপৎ-কালে ও অতিদৌর্ব্বল্যে এই নিয়ম নহে ॥৬॥

অনুদর্শিনী।

"লব্ধে নবে নবেঽন্নাদ্যে পুরাণন্তু পরিত্যজেৎ"।

ভাঃ ৭।১২।১৯

অর্থাৎ নূতন নূতন অন্নাদি প্রাপ্ত হইলে পুরাতন পরিত্যাগ করিবে ॥ ॥

বন্যৈশ্চরুপুরোডাশৈর্নির্ব্বপেৎ কালচোদিতান্।
ন তু শ্রৌতেন পশুনা মাং যজেত বনাশ্রমী ॥৭॥

অন্বয়। বনাশ্রমী বন্যৈঃ (বনোদ্ভবৈঃ) চরুপুরো-ডাশৈঃ (নীবারাদিভিঃ এব উৎপন্নাঃ যে চরুপুরোডাশাঃ তৈঃ) কালচোদিতান্ (আগ্রয়ণাদীন্) নির্ব্বপেৎ (কুর্য্যাৎ) শ্রৌতেন (শ্রুত্যুক্তেন) পশুনা মাং ন যজেত ॥৭॥

অনুবাদ। বনাশ্রমী ব্যক্তি বনজাত নীবারাদি শস্যনিষ্পন্ন চরুপুরোডাশাদিদ্বারা নবান্নাদি কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য বৈদিককর্ম্ম করিবেন, কিন্তু বেদোক্ত পশুমাংসদ্বারা আমার অর্চ্চনা করিবেন না ॥৭॥

বিশ্বনাথ। কালচোদিতান আগ্রয়ণাদীন্ ॥৭॥

বঙ্গানুবাদ। কালচোদিত—আগ্রয়ণ প্রভৃতি কালোক্ত ধর্ম্ম ॥৭॥

অনুদর্শিনী। 'বন্যৈশ্চরু'—এই শ্লোকের প্রথম-পাদ ভাঃ ৭।১২।১৯ শ্লোকের প্রথমপাদের অনুরূপ। আগ্রয়ণাদি—নবান্ন ভোজনার্থে বৈদিককর্ম্মসমূহ ॥৭॥

অগ্নিহোত্রঞ্চ দর্শশ্চ পৌর্ণমাসশ্চ পূর্ব্ববৎ।
চাতুর্ম্মাস্যানি চ মুনেরাম্নাতানি চ নৈগমৈঃ ॥ ॥

অন্বয়। মুনেঃ (বনস্থস্য) নৈগমৈঃ (বেদবাদিভিঃ) পূর্ব্ববৎ (গৃহস্থবৎ) অগ্নিহোত্রং চ দর্শঃ চ পৌর্ণমাসঃ চ চাতুর্ম্মাস্যানি চ আম্নাতানি (বিহিতানি) চ ॥৮॥

অনুবাদ। বনাশ্রমী ব্যক্তির পক্ষে অগ্নিহোত্র, দর্শ, পৌর্ণমাস প্রভৃতি যজ্ঞকৃত্য এবং চাতুর্ম্মাস্য ব্রতাদি কর্ম্ম গৃহস্থের ন্যায় বেদবাদিগণকর্ত্তৃক বিহিত হইয়াছে ॥৮॥

বিশ্বনাথ। মুনের্বনস্থস্য নৈগমৈর্বেদজ্ঞৈরাম্নাতানি বিহিতানি ॥৮॥

বঙ্গানুবাদ। মুনি অর্থাৎ বনস্থের (বানপ্রস্থা-বলম্বীর), নৈগম—বেদজ্ঞগণকর্ত্তৃক, আম্নাত—বিহিত ॥৮॥

অনুদর্শিনী। বিহিতব্রত—অগ্নিহোত্র—বিবাহান্তে ব্রাহ্মণ বসন্তকালে বিহিত মন্ত্রের দ্বারা অগ্নি স্থাপন করিয়া হোম করিবেন। যে দ্রব্য লইয়া যজ্ঞের সঙ্কল্প হইবে, জীবনাবধি সেই দ্রব্যদ্বারাই হোম বিধেয়। অমাবস্যার রাত্রিতে যজমান স্বয়ং যবাগু (যবমণ্ডবিশেষ) দ্বারা হোম করিবেন। অন্য দিনে অন্যথায় প্রত্যবায় নাই। শত হোমান্তে প্রাতে সূর্য্যের ও সন্ধ্যায় অগ্নির হোম কর্ত্তব্য। অগ্নির ধ্যানান্তে প্রথম পূর্ণিমায় দর্শ-পৌর্ণমাস যাগারম্ভ কর্ত্তব্য। তন্মধ্যে পৌর্ণমাসাতে তিনটী ও অমাবস্যায় তিনটী—এই ছয়টী যজ্ঞ যাবজ্জীবন কর্ত্তব্য।

দর্শ—চন্দ্র ও সূর্য্যের সঙ্গমকাল, অর্থাৎ সমরাশিতে চন্দ্র ও সূর্য্যের দর্শন হয় বলিয়া দর্শ—অমাবস্যা। মৎস্যপুরাণ—"অন্যোঽন্যং চন্দ্রসূর্য্যৌ তু দর্শনাদ্দর্শ উচ্যতে।"

পৌর্ণমাস—পৌর্ণমাসীতে বিহিত যাগবিশেষ। কাত্যায়নশ্রৌতসূত্র দ্রষ্টব্য।

চাতুর্ম্মাস্য—যজ্ঞ ও ব্রতভেদে দ্বিবিধ। যজ্ঞের বিধান কাত্যায়ন-শ্রৌতসূত্রে ৫ অঃ দ্রষ্টব্য।

চাতুর্ম্মাস্যব্রতের নিয়ম গ্রহণের কাল—'একাদশ্যান্তু গৃহ্নীয়াৎ সংক্রান্তৌ কর্কটস্য তু। আষাঢ্যাং বা নরো ভক্ত্যা চাতুর্ম্মাস্যোদিতং ব্রতম্ ॥'—সনৎকুমার অর্থাৎ মনুষ্য ভক্তি সহকারে শয়ন একাদশী অথবা কর্কট সংক্রান্তি কিম্বা আষাঢ়ী পূর্ণিমায় চাতুর্ম্মাস্য বিহিত ব্রতধারণ করিবে।

শয়ন একাদশী হইতে উত্থান একাদশী পর্য্যন্ত কিম্বা কর্কট সংক্রান্তি অর্থাৎ আষাঢ়ী শুক্লা সপ্তমী হইতে কার্ত্তিকী উত্থান একাদশী পর্য্যন্ত অথবা আষাঢ়ী পূর্ণিমা হইতে কার্ত্তিকী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত চারিমাস এই ব্রত পালনীয়।

যে ব্যক্তি নিয়ম, ব্রত কিম্বা জপ ব্যতিরেকে চাতুর্ম্মাস্য যাপন করে, সে মূর্খ, জীবন্মৃত।

'শ্রাবণে বর্জ্জয়েচ্ছাকং দধি ভাদ্রপদে তথা। দুগ্ধমাশ্বযুজে মাসি কার্ত্তিকে চামিষং ত্যজেৎ॥'—স্কান্দে। অর্থাৎ শ্রাবণে—শাক, ভাদ্রে—দধি, আশ্বিনে—দুগ্ধ এবং কার্ত্তিকে আমিষ পরিত্যাগ করিতে হইবে।

'বৈষ্ণবগণ স্বতঃই আমিষত্যাগ এবং নিবৃত্তিধর্ম্মনিরত; অতএব আমিষস্থানে মাসসমূহ অর্থাৎ মাষাদি কলাই ত্যাগ করিবে।'—শ্রীল সনাতন।

তাহা ছাড়া, সিম, বরবটী, পটোল, বেগুনাদিও ভোজন নিষিদ্ধ। বিশেষ বিচার হরিভক্তিবিলাস ১৫শ বিলাস, বরাহপুরাণ এবং মৎস্যপুরাণাদিতে দ্রষ্টব্য॥৮॥

এবং চীর্ণেন তপসা মুনির্ধমনিসন্ততঃ।
মাং তপোময়মারাধ্য ঋষিলোকাদুপৈতি মাম্॥৯॥

অন্বয়। (অস্য নিষ্কামস্য ফলমাহ—) এবং চীর্ণেন (যাবজ্জীবং কৃতেন) তপসা ধমনিসন্ততঃ (ধমনিভিঃ শিরাভিঃ সন্ততঃ ব্যাপ্তঃ শুষ্কমাংস ইত্যর্থঃ) মুনিঃ তপোময়ং (তপোরূপং) মাম্ আরাধ্য ঋষিলোকাৎ (মহর্লোকাদিক্রমেণ) মাম্ উপৈতি (প্রাপ্নোতি)॥৯॥

অনুবাদ। এইরূপে যাবজ্জীবন তপস্যার অনুষ্ঠানদ্বারা শিরাবিশিষ্ট অর্থাৎ শুষ্কদেহ হইয়া তপোময় আমার আরাধনা করিয়া মহরাদিলোক অতিক্রমপূর্ব্বক আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন॥৯॥

বিশ্বনাথ। ঋষিলোকাৎ মহর্লোকং প্রাপ্য মামুপৈতি ক্রমেণ মুচ্যত ইত্যর্থঃ॥৯॥

বঙ্গানুবাদ। ঋষিলোক মহর্লোক প্রাপ্ত হইয়া আমার সমীপগত ও ক্রমশঃ মুক্ত হয়॥৯॥

অনুদর্শিনী। শ্রীভগবান্ তপোময়—

"তপো মে হৃদয়ং সাক্ষাদাত্মাহহং তপসোহনঘ।"

ভাঃ ২।৯।২২

(হে ব্রহ্মন্), হে অনঘ, তপস্তা আমার সাক্ষাৎ হৃদয়। আমি তপস্যার আত্মা।

সুতরাং বানপ্রস্থী যদি ভগবৎতোষণপর তপস্যাদ্বারা অর্থাৎ ভক্তিদ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধ করিতে পারেন, তাহা হইলে বানপ্রস্থ অবস্থা হইতেই মুক্তিলাভ করিতে পারেন। শুদ্ধ ভক্তির অভাবে অন্তঃশুদ্ধিরও অভাব সুতরাং প্রতিবন্ধক বাহুল্যে ক্রমশঃ মুক্ত হন॥৯॥

যস্ত্বেতৎ কৃচ্ছ তশ্চীর্ণং তপো নিঃশ্রেয়সং মহৎ।
কামায়াল্পীয়সে যুঞ্জ্যাদ্বালিশঃ কোঽপরস্ততঃ॥১০॥

অন্বয়। যঃ তু কৃচ্ছ্রতঃ (ক্লেশেন) চীর্ণং (অনুষ্ঠিতং) নিঃশ্রেয়সং (মোক্ষফলং) এতৎ মহৎ (উত্তমং) তপঃ অল্পীয়সে (অতিবিভিন্নাৎ অল্পম্ এব তস্মৈ) কামায় (তুচ্ছফলায়) যুঞ্জ্যাৎ (যোজয়েৎ) ততঃ (তস্মাৎ) অপরঃ (অন্যঃ) বালিশঃ (অজ্ঞঃ) কঃ (অস্তি)॥১০॥

অনুবাদ। যে ব্যক্তি অতিকষ্টসাধ্য ভগবৎপ্রাপ্তিরূপ মুক্তিপদকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া নিকৃষ্ট ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তির জন্য চেষ্টিত হয় তাহা অপেক্ষা অধিক মূর্খ আর কেহই নাই॥১০॥

বিশ্বনাথ। সকামং তং নিন্দতি—য ইতি॥১০॥

বঙ্গানুবাদ। সকাম তাঁহাকে (মুনিকে) নিন্দা করিতেছেন। ১০।

অনুদর্শিনী। তপস্যার দ্বারা ভোগকামনা বিনষ্ট হইয়া সেবা কামনা বৃদ্ধি না হইলে ঐরূপ তপস্বী নিন্দনীয়॥১০॥

যদাসৌ নিয়মেঽকল্পো জরয়া জাতবেপথুঃ।
আত্মন্যগ্নীন্ সমারোপ্য মচ্চিত্তোঽগ্নিং সমাবিশেৎ॥১১॥

অন্বয়। যদা (যদি) অসৌ নিয়মে (স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে) অকল্পঃ (অসমর্থঃ অতএব) জরয়া জাতবেপথুঃ (জাতঃ বেপথুঃ কম্পো দেহে যস্য সঃ, তদা) মচ্চিত্তঃ (সন্) আত্মনি অগ্নীন্ সমারোপ্য অগ্নিং সমাবিশেৎ (প্রবিশেৎ)॥১১॥

অনুবাদ। যদি ঐ ব্যক্তি স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে অসমর্থ অতএব জরায় কম্পিতকলেবর হয়, তাহা হইলে আমাতে চিত্ত সমর্পণপূর্ব্বক আত্মাতে অগ্নি আরোপ করিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিবে॥১১॥

বিশ্বনাথ। অকল্পঃ অসমর্থঃ ॥১১॥

অনুদর্শিনী। বানপ্রস্থীর পরমায়ুর তৃতীয়ভাগের অবসানে মন্দবিরাগেও সন্ন্যাসে অধিকার হয়। কিন্তু যদি তাহার পর স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে অশক্ত হন তাহা হইলেও সম্যক্ বিরক্ত বা অবিরক্ত হইতে পারেন। এখন সেই বিরাগে অসমর্থ ব্যক্তির কৃত্যের কথা বলা হইতেছে ॥১১॥

যদা ধর্ম্মবিপাকেষু লোকেষু নিরয়াত্মসু।
বিরাগো জায়তে সম্যঙ্ন্যস্তাগ্নিঃ প্রব্রজেত্ততঃ ॥১২॥

অন্বয়। যদা (যদি) ধর্ম্মবিপাকেষু (ধর্ম্মপ্রাপ্যেষু) লোকেষু (ব্রহ্মলোকপর্য্যন্তেষু) নিরয়াত্মসু (দুঃখোদর্কেষু) সম্যক্ বিরাগঃ জায়তে (তদা) ন্যস্তাগ্নিঃ (অগ্নিপরিত্যাগী সন্) ততঃ (কর্ম্মণঃ বর্ণাশ্রমাদ্ বা) প্রব্রজেৎ (সন্ন্যসেদেব) ॥১২॥

অনুবাদ। যদি ধর্ম্মপরিপাকলব্ধ ব্রহ্মলোকপর্য্যন্ত যাবতীয় লোকে সম্যগ্ বিরাগ উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে অগ্নি পরিত্যাগপূর্ব্বক বানপ্রস্থ হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন ॥১২॥

বিশ্বনাথ। ধর্ম্মবিপাকেষু ধর্ম্মপ্রাপ্যেষু ॥১২॥

বঙ্গানুবাদ। ধর্ম্মবিপাক—ধর্ম্মপ্রাপ্য ॥১২॥

অনুদর্শিনী। এখন বিরক্তের কৃত্য বলিতেছেন। ধর্ম্মপ্রাপ্য অর্থাৎ ব্রহ্মলোকাদি ॥১২॥

ইষ্ট্বা যথোপদেশং মাং দত্ত্বা সর্ব্বস্বমৃত্বিজে।
অগ্নীন্ স্বপ্রাণ আবেশ্য নিরপেক্ষঃ পরিব্রজেৎ ॥১৩॥

অন্বয়। যথোপদেশং (শ্রাদ্ধাষ্টকপূর্ব্বকং প্রাজাপত্যেষ্ট্যা) মাম্ ইষ্ট্বা (সমারাধ্য) ঋত্বিজে সর্ব্বস্বং দত্ত্বা স্বপ্রাণে (আত্মনি) অগ্নীন্ আবেশ্য নিরপেক্ষঃ (সর্ব্বতো বিরক্তঃ সন্) পরিব্রজেৎ (সন্ন্যাসং গচ্ছেৎ) ॥১৩॥

অনুবাদ। যথাবিধি যজ্ঞের দ্বারা আমার আরাধনা করিয়া ঋত্বিককে সর্ব্বস্ব দানপূর্ব্বক আত্মমধ্যে অগ্নিসমূহের আরোপ করতঃ নিরপেক্ষ হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন ॥১৩॥

বিশ্বনাথ। ইষ্ট্বা যথোপদেশং শ্রাদ্ধাষ্টকপূর্ব্বকং প্রাজাপত্যেষ্ট্যা মামিষ্ট্বা ॥১৩॥

বঙ্গানুবাদ। ইষ্ট্বা বা যজ্ঞ করিয়া—যথোপদেশ শ্রাদ্ধাষ্টকপূর্ব্বক প্রাজাপত্য যজ্ঞদ্বারা আমার আরাধনা করিয়া ॥১৩॥

অনুদর্শিনী। শ্রাদ্ধাষ্টক—মার্গশীর্ষাদি মাসচতুষ্টয়ে কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমীতে কৃত্য শ্রাদ্ধ।

প্রাজাপত্য—সন্ন্যাসাশ্রম-প্রবেশের পূর্ব্বে সর্ব্বস্বদানরূপ যজ্ঞবিশেষ ॥১৩॥

বিপ্রস্য বৈ সন্ন্যসতো দেবা দারাদিরূপিণঃ।
বিঘ্নং কুর্ব্বন্ত্যয়ং হ্যস্মানাক্রম্য সমিয়াৎ পরম্ ॥১৪॥

অন্বয়। অয়ং (জনঃ) অস্মান্ আক্রম্য (অতিক্রম্য) পরং (ব্রহ্ম) সমিয়াৎ হি (নূনং প্রাপ্নুয়াৎ ইতি বিচিন্ত্য) দেবাঃ দারাদিরূপিণঃ (দারাদিষু আবিষ্টাঃ সন্তঃ) সন্ন্যসতঃ (সন্ন্যাসং গচ্ছতঃ) বিপ্রস্য বৈ (খলু) বিঘ্নান্ কুর্ব্বন্তি ॥১৪॥

অনুবাদ। 'এই ব্রাহ্মণ সন্ন্যাস অবলম্বনে আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া পরব্রহ্ম লাভ করিবে'—এইরূপ চিন্তা করিয়া দেবগণ উক্ত ব্রাহ্মণের পত্নী প্রভৃতিতে আবিষ্ট হইয়া নানা বিঘ্ন প্রদান করে ॥১৪॥

বিশ্বনাথ। তত্র বিঘ্নান্ গণয়েদিত্যাহ,—বিপ্রস্যেতি। দারাদিষ্বাবিষ্টাঃ কেনাভিপ্রায়েণ কুর্ব্বন্তীতি তত্রাহ,—অয়মিতি। আক্রম্য অতিক্রম্য। পরং পরং ব্রহ্ম ॥১৪॥

বঙ্গানুবাদ। সে বিষয়ে বিঘ্নসমূহ গণনা বা গ্রাহ্য করিবেন না। দারাদিতে আবিষ্টগণ কি অভিপ্রায়ে করেন, তাহাই বলিতেছেন। আক্রম্য—অতিক্রম করিয়া। পর—পরব্রহ্ম ॥১৪॥

অনুদর্শিনী। মানব যেরূপ পশুগুলির উপর প্রভুত্ব করে, দেবতারাও তদ্রূপ মানবগণের উপর প্রভুত্ব করেন। এইজন্য মনুষ্য যে ব্রহ্মতত্ত্ব লাভ করে, ইহা দেবগণের প্রীতিকর নহে—'তস্মাদেষাং তন্ন প্রিয়ং যদেতন্মনুষ্যা বিদুঃ।' (বৃহদারণ্যক) ১ম অঃ ৪র্থ ব্রাঃ ১০।

সন্ন্যাসে দেবগণের বিঘ্ন করিবার হেতু—

ত্বাং সেবতাং সুরকৃতা বহবোঽন্তরায়াঃ।
স্বৌকো বিলঙ্ঘ্য পরমং ব্রজতাং পদং তে॥
ভাঃ ১১।৪।১০

কন্দর্পাদি দেবগণ শ্রীনারায়ণকে বলিলেন—

যাঁহারা আপনার আরাধনায় দেবগণের পদ অতিক্রম করিয়া ভবদীয় পরমপদলাভের চেষ্টা করেন, দেবগণ তাঁহাদের উপাসনায় অনেকপ্রকার বিঘ্ন উৎপাদিত করিয়া থাকেন।

এতৎপ্রসঙ্গে ভক্ত ধ্রুবও বলিয়াছেন—

মতির্বিদূষিতা দেবৈঃ পতদ্ভিরসহিষ্ণুভিঃ।
যো নারদবচস্তথ্যং নাগ্রহীষমসত্তমঃ॥ ভাঃ ৪।৯।৩২

অর্থাৎ বোধ হয়, দেবতাগণ আমা অপেক্ষা নিম্নলোক প্রাপ্ত হইতেছিলেন; তাই তাঁহারা অসহিষ্ণু হইয়াই আমার বুদ্ধি বিকৃত করিয়া দিয়া থাকিবেন; তাহা না হইলে আমার ন্যায় অসত্তমব্যক্তি দেবর্ষি নারদের হিতকর বাক্য অগ্রাহ্য করিবে কেন?

দেবগণকর্তৃক ধ্রুবের তপস্যায় বাধা প্রদান—

ভাবিতে ভাবিতে ধ্রুবের লাগিল সমাধি।
ত্রিভঙ্গ রহিলা কৃষ্ণ-দর্শন অবধি॥
ইন্দ্র-আদি দেবগণে লাগে চমৎকার।
না জানি এ ধ্রুব কার লবে অধিকার॥
ব্রহ্মা বোলে—পাছে লয় মোর অধিকার।
ব্রহ্ম-পদ লবে ধ্রুব জানি প্রতিকার॥
কুবের বরুণ বোলে—মোর পদ লবে।
কৃষ্ণ দিবেন ইহা জানি অনুভবে॥
ইন্দ্র বোলেন—ধ্রুব মোর পদ লবে।
ততক্ষণে কৃষ্ণচন্দ্র কৃপা করি দিবে॥
ইন্দ্র বোলে—মোর পদ সভার অভিলাষ।
মোর পদ লবে ধ্রুব করিয়া উদাস॥
সর্ব্ব দেবগণে বোলে উচ্চাসনে আমি।
মোর পদ লবে ধ্রুব বড় পরিশ্রমী॥
ধ্রুবের উৎকট তপ ভঙ্গ করিবারে।
ব্রহ্মা-আদি দেবগণে নানা যুক্তি করে॥
ত্রিভঙ্গে আছেন ধ্রুব একমনচিত্তে।
ইন্দ্র-আদি লঞা ব্রহ্মা গেলা পরীক্ষিতে॥
ধ্রুবের কর্ণমূলে কেহো ডাকে উচ্চ-রোলে—।
মরিতে আইল ধ্রুব,—মরিবার তরে?॥
আর কেহো বোলে—ধ্রুব মৈল তোর বাপ।
কেহো বোলে—আরে ধ্রুব খায় কাল সাপ॥
আর কেহ বোলে—ধ্রুব মৈল তোর মা।
কেহো বোলে—ধ্রুব ঝাট পালাইয়া যা॥
আর কেহো বোলে—ধ্রুব দাবাগ্নি আইল।
কেহো বোলে—অহো! ধ্রুব মইল মইল॥
ইন্দ্র হস্তী লঞা ধ্রুবের বুকে দিল দাঁত।
শুণ্ডে বেড়াইয়া আনে ধ্রুবের আঁত॥
বায়ু অজগর হইয়া ধ্রুবেরে গিলিল।
সূর্য্য ব্যাঘ্র-রূপ ধরি' ধ্রুবের রক্ত পিল॥
নাগ পাশে বান্ধি' ধ্রুবে অনলে ফেলিল।
চন্দ্র ডুবাইল ধ্রুবে কালিন্দীর জল॥
জিহ্বায় কৃষ্ণের নাম রহিল যাহার।
কোটি-সর্প-দংশনে কি করিবে তাহার॥
ত্রিভঙ্গ-ধ্যেয়ান কেহ ভাঙ্গিতে নারিয়া।
ব্রহ্ম-আদি দেবগণ গেল পলাইয়া॥
চৈঃ মঃ মঃ খঃ॥

অতএব দেবগণ সন্ন্যাসগ্রহণেচ্ছু ব্যক্তি পত্নী পুত্রাদিতে আবিষ্ট হইয়া 'ভার্য্যার সংরক্ষণ,' 'পুত্রাদি পরিপালন-রূপ লৌকিক ধর্ম্মের দোহাই দিয়া ভার্য্যাদি দ্বারা নানাভাবে ঐ ব্যক্তিকে গৃহেই আবদ্ধ রাখিবার প্রযত্ন করেন। কিন্তু আত্মমঙ্গলকামী ভজনেচ্ছু ব্যক্তি ঐ বিঘ্নসমূহ গ্রাহ্য না করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন॥১৪॥

বিভৃয়াচ্চেন্মুনির্বাসঃ কৌপীনাচ্ছাদনং পরম্।
ত্যক্তং ন দণ্ডপাত্রাভ্যামন্যৎ কিঞ্চিদনাপদি॥১৫॥

অন্বয়। মুনিঃ চেৎ (যদি) পরং কৌপীনাৎ অন্যৎ বাসঃ যদি ধারয়িতুম্ ইচ্ছতি (তর্হি) কৌপীনাচ্ছাদনং (কৌপীনম্ আচ্ছাদ্যতে যাবতা তাবন্মাত্রং) বাসঃ বিভৃয়াৎ

(ধারয়েৎ) অনাপদি (আপৎকালং বিনা অন্যদা) দণ্ড-পাত্রাভ্যাম্ অন্যৎ ত্যক্তং কিঞ্চিৎ ন (বিভৃয়াৎ) ॥১৫॥

অনুবাদ। সন্ন্যাসী কৌপীন ব্যতীত অন্য বস্ত্র গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলে যে পরিমাণ বস্ত্রে কৌপীন মাত্র আচ্ছাদিত হয়, সেই পরিমাণ বস্ত্র ধারণ করিবেন। নিরাপদ সময়ে দণ্ড ও কমণ্ডলু ভিন্ন পূর্ব্ব-পরিত্যক্ত অন্য কোন বস্তু গ্রহণ করিবেন না ॥১৫॥

বিশ্বনাথ। তস্য ধর্ম্মানাহ,—বিভৃয়াদিতি। পরং কোপীনাদন্যদ্বাসো ধারয়িতুমিচ্ছতি। তর্হি কৌপীন-মাচ্ছাদ্যতে যাবতা তাবন্মাত্রমেব ত্যক্তং প্রৈষোচ্চারাৎ পূর্ব্বমেব দণ্ডপাত্রাভ্যামন্যৎ কিমপি ন বিভৃয়াৎ ॥১৫॥

বঙ্গানুবাদ। তাঁহার ধর্ম্মসমূহ বলিতেছেন। পর অর্থাৎ কৌপীন ভিন্ন অন্য বসন ধারণ করিতে যদি ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে যতটুকুতে কৌপীন আচ্ছাদিত হয়, সেইটুকু মাত্র। দণ্ড ও পাত্র (কমণ্ডলু) ভিন্ন 'প্রৈষ', উচ্চারণের (অর্থাৎ প্রব্রজ্যার) পূর্ব্বে পরিত্যক্ত আর কিছুই ধারণ করিবেন না ॥১৫॥

অনুদর্শিনী। সন্ন্যাস গ্রহণের বিধিতে দেখা যায় যে, শিষ্য গুরুর নিকট প্রার্থনা করিবেন "মায়াতরঙ্গে সংসারে পতিতং মাং সমুদ্ধর। কৌপীনং দেহি শুদ্ধ্যর্থং ভবতাপনিবারণম্॥ কৌপীনগ্রহণেনাহং পূতোঽস্মী-ত্যচিরাদিহ"। প্রৈষেত্যুচ্চারণাৎ পূর্ব্বং ত্যক্তং কিঞ্চিন্ন গৃহ্ণীয়াৎ ॥—সংস্কারদীপিকা।

অতএব দেখা যায় যে, 'প্রৈষ' বাক্য উচ্চারণের পূর্ব্বে পরিত্যক্ত কোন কিছুই আর গ্রহণ করিবেন না। দেবর্ষি শ্রীনারদও বলিয়াছেন—'বিভৃয়াদ্ যদ্যসৌ বাসঃ কৌপীনা-চ্ছাদনং পরম্। ত্যক্তং ন লিঙ্গাদ্দণ্ডাদেরন্যৎ কিঞ্চিদ-নাপদি' ॥--ভাঃ ৭।১৩।২ ॥১৫॥

দৃষ্টিপূতং ন্যসেৎ পাদং বস্ত্রপূতং পিবেজ্জলম্।
সত্যপূতাং বদেদ্বাচং মনঃপূতং সমাচরেৎ ॥১৬॥

অন্বয়। দৃষ্টিপূতং (দৃষ্ট্যা সম্যক্ নিরীক্ষণেন পূতে শুদ্ধে দেশে) পাদং ন্যসেৎ, বস্ত্রপূতং (বস্ত্রেণ পূতং শোধিতং) জলং পিবেৎ, সত্যপূতাং (সত্যেন পূতাং বিশুদ্ধাং) বাচং (বাক্যং) বদেৎ, মনঃপূতং সমাচরেৎ (মনসা সম্যগ্ বিচার্য্য যৎশুদ্ধং তৎ আচরেৎ) ॥১৬॥

অনুবাদ। সন্ন্যাসী বিশেষ দৃষ্টিপূর্ব্বক সর্ব্বত্র পাদ বিক্ষেপ করিবেন, বস্ত্রপূত করিয়া জলপান করিবেন, সত্যপূত বাক্য বলিবেন এবং বিশেষ বিচার করিয়া কার্য্য করিবেন ॥১৬॥

মৌনানীহানিলায়ামা দণ্ডা বাগ্দেহচেতসাম্।
ন হ্যেতে যস্য সন্ত্যঙ্গ বেণুভির্ন ভবেদ্‌যতিঃ ॥১৭॥

অন্বয়। অঙ্গ ! (হে উদ্ধব,) যস্য (সন্ন্যাসিনঃ) মৌনানীহানিলায়ামাঃ (মৌনং বাচঃ দণ্ডং, অনীহা কাম্য-কর্ম্মত্যাগো দেহস্য, অনিলায়ামঃ প্রাণায়ামঃ চেতসঃ) এতে বাগ্‌দেহচেতসাং দণ্ডাঃ (অন্তর্দণ্ডাস্ত্রয়ো দণ্ডাঃ, যস্য) ন সন্তি হি (সঃ) বেণুভিঃ (বংশজাতৈঃ দণ্ডৈঃ) যতিঃ (সন্ন্যাসী) ন ভবেৎ ॥১৭॥

অনুবাদ। হে উদ্ধব, যে ব্যক্তি মৌনাবলম্বনদ্বারা বাক্যের, কাম্যকর্ম্ম ত্যাগদ্বারা দেহের এবং প্রাণায়ামদ্বারা চিত্তের সংযম করিতে পারে না, সে ব্যক্তি কেবলমাত্র বংশজাত ত্রিদণ্ডধারণ করিয়া যতি হইতে পারে না ॥১৭॥

বিশ্বনাথ। মৌনং বাচো দণ্ডঃ। অনীহা কর্ম্ম-ত্যাগো—দেহস্য প্রাণায়ামশ্চেতসঃ। এতে অন্তস্ত্রয়ো দণ্ডা যস্য ন সন্তি। অঙ্গ হে উদ্ধব ॥১৭॥

বঙ্গানুবাদ। মৌন—বাক্যের দণ্ড অনীহা-কর্ম্মত্যাগ—দেহের দণ্ড, অনিলায়াম বা প্রাণায়াম চিত্তের দণ্ড এই তিনটী দণ্ড যাহার নাই। অঙ্গ—হে উদ্ধব ॥১৭॥

অনুদর্শিনী। বাহ্য ত্রিদণ্ডধারণে প্রকৃত ত্রিদণ্ডী হওয়া যায় না, কায়-মন ও বাক্‌দণ্ডেই প্রকৃত ত্রিদণ্ডধারণ।

বাগ্দণ্ডোঽথ মনোদণ্ডঃ কায়দণ্ডস্তথৈব চ।
যস্যৈতে নিহিতা বুদ্ধৌ ত্রিদণ্ডীতি স উচ্যতে।

মনু ১২।১০

অর্থাৎ যাঁহার বাগ্‌দণ্ড, মনোদণ্ড এবং কায়দণ্ড বুদ্ধিতে নিহিত,—তিনি ত্রিদণ্ডী বলিয়া কথিত।

ত্রিদণ্ড—

সন্ন্যাস—দ্বিবিধ, নির্ব্বিশেষ-বিচারপর এবং সবিশেষ-বিচারপর। যাঁহারা ভগবান্‌কে নির্ব্বিশেষ, নিঃশক্তিক মনে করেন, জীবকে ভগবানের শক্তি না বলিয়া ব্রহ্মেরই অজ্ঞতাবশে জীবত্ব ধারণায় নিজেকে মায়াবদ্ধ ব্রহ্ম ধারণায় মায়ামুক্ত হইবার জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তাঁহারা মায়াবাদী সন্ন্যাসী। তাঁহারা সন্ন্যাসের চিহ্ন একটী মাত্র দণ্ড ধারণ করেন, তাহারাই একদণ্ডী।

যাঁহারা ভগবান্‌কে সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন বিচিত্রবিলাস-পরায়ণ জানেন, জীবকে তাঁহারই অংশ এবং নিত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্বজ্ঞানে দেহে আত্মবুদ্ধিরূপ বিবর্ত্ত হইতে উত্তীর্ণ হইয়া আত্মস্বরূপজ্ঞান লাভের জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তাঁহারা ভক্তিমার্গের সন্ন্যাসী। তাঁহারা সন্ন্যাসের চিহ্ন-তিনটী (জীবদণ্ড সহ চারিটী), দণ্ড-ধারণ করেন, তাঁহারাই ত্রিদণ্ডী।

একবাসা দ্বিবাসাথ শিখী যজ্ঞোপবীতবান্।
কমণ্ডলুকরো বিদ্বাং স্ত্রিদণ্ডী যাতি তৎপদম্॥ পদ্মপুরাণ

একবস্ত্র বা দ্বিবস্ত্র-পরিধায়ী, শিখাযুক্ত, যজ্ঞোপবীতধৃক্ এবং হস্তে কমণ্ডলুযুক্ত বিদ্বান্ ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসী সেই শ্রেষ্ঠ-পুরুষ ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হ'ন।

অষ্টোত্তর-শতনামী বৈদিক ত্রিদণ্ডী-সন্ন্যাসীর তালিকা –

তীর্থাশ্রমবনারণ্য-গিরিপর্ব্বতসাগরাঃ॥
সরস্বতী ভারতী চ পুরী নামানি বৈ দশ॥১০
গভস্তিনেমি বারাহঃ ক্ষমিতৃপরমার্থিনৌ।
তুর্য্যাশ্রমী নিরীহশ্চ ত্রিদণ্ডী বিষ্ণুদৈবতাঃ॥৮
ভিক্ষুর্যাযাবরো বিষ্টো ন্যাসী রাভসিকো মুনিঃ।
বিষ্টলগো মহাবীরো মহত্তরো যথাগতঃ॥১০
নৈষ্কর্ম্ম্যপরমাদ্বৈতী শুদ্ধাদ্বৈতী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
তপস্বী যাচকো নগ্নো রাদ্ধান্তী ভজনোন্মুখঃ॥৯
সন্ন্যাসী-মস্করী-ক্লান্তো নিরগ্নির্নারসিংহকঃ।
উড়ুলোমী-মহাযোগী-শ্রবাকো ভবপারগঃ॥৯
শ্রমণোঽবধূতঃ শান্তো যথার্হো দণ্ডি-কেশবৌ।
ত্যক্তপরিগ্রহো ভক্তিসারোঽকামী জনার্দ্দনঃ॥১০
ঊর্দ্ধমন্থি-ত্যক্তগৃহাবূর্দ্ধরেতা যথেষ্টধৃক্।
বিরক্তোদাসীনৌ ত্যাগী সিদ্ধান্তী শ্রীধরঃ শিখী॥১০
বোধায়নো ত্রিবিক্রমো গোবিন্দো মধুসূদনঃ।
বৈখানসো যথাস্থো বৈ বামনো পরহংসকঃ॥৮
নারায়ণ-হৃষীকেশৌ পরিব্রাজক-মঙ্গলৌ।
মাধবো পদ্মনাভশ্চৌড়ুপিকো ভ্রামী বৈষ্ণবঃ॥৯
বিষ্ণুদামোদরৌ স্বামীগোস্বামী পরমোগবঃ।
ভাগবতোঽকিঞ্চনঃ সন্তো নিষ্কিঞ্চনো যতিঃ॥১০
ক্ষপণকোঽবিমক্তশ্চোদ্ধপুণ্ড্র -মুণ্ডিসজ্জনৌ।
নির্বিষয়ী হরেজনো শ্রৌতী সাধু বৃহদব্রতী॥১০
স্থবিরস্তৎপরো পর্য্যটকাচার্য্যো স্বতন্ত্রধীঃ।৫
কথ্যন্তে যতিনামানি প্রথিতানি মহীতলে।
অষ্টোত্তরশতানি তু বৈদিকাখ্যানি তানি হি॥ ১০৮
(মুক্তিকোপনিষৎ ও সাত্বত-সংহিতা)

সর্ব্বসাকুল্যে এই অষ্টোত্তরশত (১০৮) সংখ্যক সন্ন্যাস-নাম ভূমণ্ডলে প্রসিদ্ধ। শাস্ত্রে এই বৈদিক সন্ন্যাসিনাম-সমূহ কথিত হয়।

———

ভিক্ষাং চতুর্ষু বর্ণেষু বিগর্হ্যান্ বর্জ্জয়ংশ্চরেৎ।
সপ্তাগারানসংক্লিপ্তাংস্তুষ্যেল্লব্ধেন তাবতা॥১৮॥

অন্বয়। চতুর্ষু (ব্রাহ্মণাদিষু) বর্ণেষু বিগর্হ্যান্ (অভিশপ্ত-পতিতান্) বর্জ্জয়ন্ অসংক্লিপ্তান্ (অত্রায়ং লাভো ভবিষ্যতি ইতি পূর্ব্বমনুদ্দিষ্টান্) সপ্ত আগারান্ (গেহান্) ভিক্ষাং চরেৎ (তথা) তাবতা লব্ধেন তুষ্যেৎ॥১৮॥

অনুবাদ। চতুর্বর্ণ মধ্যে অভিশপ্ত পতিত প্রভৃতি বর্জ্জন পূর্ব্বক অনির্দ্দিষ্ট সপ্তগৃহে ভিক্ষা করিয়া যাহা প্রাপ্ত হইবেন তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিবেন॥১৮॥

বিশ্বনাথ। চতুর্ষ্বিতি ব্রাহ্মণেষ্বেব প্রতিগ্রহাধ্যাপন যাজনশিলোঞ্ছলক্ষণজীবিকাচাতুর্ব্বিধ্যাচ্চতুর্ব্বিধেষু বিগর্হ্যান্ অভিশপ্ত পতিতান্। অসংক্লিপ্তান্ অত্রায়ং লাভো ভবিষ্যতীতি পূর্ব্বমনুদ্দিষ্টান্॥১৮॥

বঙ্গানুবাদ। চতুর্ষু—প্রতিগ্রহ, অধ্যাপন,

যাজন ও শিলোঞ্ছলক্ষণ জীবিকা চতুর্ব্বিধ বলিয়া চতুর্ব্বিধ ব্রাহ্মণেরই গৃহে। বিগর্হ্য—অভিশপ্ত ও পতিত। অসংক্লিপ্ত —এইখানে লাভ হইবে পূর্ব্ব হইতে এইরূপ অনুদ্দিষ্ট—॥১৮॥

বহির্জলাশয়ং গত্বা তত্রোপস্পৃশ্য বাগ্‌যতঃ।
বিভজ্য পাবিতং শেষং ভুঞ্জীতাশেষমাহৃতম্ ॥১৯॥

অন্বয়। বহিঃ (গ্রামাদ্ বহিঃ) জলাশয়ং গত্বা বাগ্‌যতঃ (সন্) তত্র (অপ) উপস্পৃশ্য পাবিতং (প্রোক্ষণাদিভিঃ শোধিতং) আহৃতং (ভিক্ষিতমন্নং) বিভজ্য (বিষ্ণুব্রহ্মার্ক-ভূতেভ্যঃ বিভাগেন দত্ত্বা) শেষম্ (অবশিষ্টং) অশেষং (সর্ব্বং) ভুঞ্জীত (ভক্ষয়েৎ, অধিকাহরণং নিরস্তং) ॥১৯॥

অনুবাদ। গ্রামের বাহিরে জলাশয়ে গমনপূর্ব্বক বাগ্‌যত হইয়া স্নান ও আচমনাদি করিয়া প্রোক্ষণাদি দ্বারা আহৃত বিশুদ্ধ অন্নাদি বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও সূর্য্যের উদ্দেশ্যে যথাযথ বিভক্ত করিয়া অবশিষ্ট অন্ন নিঃশেষরূপে ভোজন করিবে ॥১৯॥

বিশ্বনাথ। বিভজ্য বিষ্ণুব্রহ্মার্কভূতেভ্যঃ, অশেষমিতি ভোজনপাত্রেঽবশিষ্টং ন রক্ষণীয়মিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। বিভাগ করিয়া—বিষ্ণু, ব্রহ্মা, অর্ক (সূর্য্য) ও ভূতগণের মধ্যে। অশেষ—ভোজন পাত্রে অবশিষ্ট রাখা উচিত নয়।১৯।

অনুদর্শিনী। শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—'সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে উচ্ছিষ্ট রাখিতে'। চৈঃ চঃ মঃ ৬পঃ।

ভিক্ষা পাঁচ প্রকার—মাধুকরমসংক্লিপ্তং প্রাক্‌প্রণীতমযাচিতম্।

তাৎকালিকোপপন্নঞ্চ ভৈক্ষ্যং পঞ্চবিধং স্মৃতম্ ॥ স্মৃতিঃ।

(১) মাধুকর ভৈক্ষ্য—কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সংগ্রহপূর্ব্বক নিজপ্রয়োজন নির্ব্বাহ।

(২) অসংক্লিপ্ত—কেহ ভিক্ষা দিবেন, কি না দিবেন,—না জানিয়া যে ভিক্ষা।

(৩) প্রাক্‌প্রণীত—পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট দাতা অবশ্যই ভিক্ষা দিবেন—এই বিচারে ভিক্ষা।

(৪) অযাচিত—বিনা যাচ্ঞায় উপস্থিত।

(৫) তাৎকালিক—অকস্মাৎ দ্রব্য লাভ।

ইহার মধ্যে মাধুকরী ভিক্ষালব্ধ অন্ন বিভাগক্রমে নিবেদনীয়, অন্য চারিপ্রকার নহে। এই স্থলে বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও সূর্য্য সম্বন্ধী নৈবেদ্য জলে এবং ভূতগণে দেয় বাহিরে প্রক্ষেপ করিতে হইবে।১৯।

একশ্চরেন্মহীমেতাং নিঃসঙ্গঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
আত্মক্রীড় আত্মরত আত্মবান্ সমদর্শনঃ ॥২০॥

অন্বয়। আত্মক্রীড়ঃ (আত্মন্যেব ক্রীড়া কৌতুকং যস্য সঃ) আত্মরতঃ (আত্মন্যেব চরতঃ সন্তুষ্টঃ) আত্মবান্ (ধীরঃ) সংযতেন্দ্রিয়ঃ নিঃসঙ্গঃ (সন্) একঃ (এব) এতাং মহীং চরেৎ।২০॥

অনুবাদ। আত্মানন্দে আনন্দিত, আত্মাতেই সন্তুষ্ট, ধীর, সংযতেন্দ্রিয় সন্ন্যাসী নিঃসঙ্গ ও একাকী হইয়া পৃথিবীতে ভ্রমণ করিবেন ॥২০॥

বিশ্বনাথ। আত্মরতঃ পরমাত্মনি অনুভবগোচরীকৃতে সতি তুষ্টঃ তেনৈবাত্মনা সহ ক্রীড়া যস্য সঃ। আত্মবান্ ধৃতিযুক্তঃ।২০॥

বঙ্গানুবাদ। আত্মরত—পরমাত্মা অনুভবগোচরীকৃত হইলে তুষ্ট। আত্মক্রীড় সেই আত্মার সহিত যাঁহার ক্রীড়া। আত্মবান্—ধৃতিযুক্ত ॥২০॥

অনুদর্শিনী। নিঃসঙ্গ সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়াও কোথাও আসক্ত নহেন—দেখাইতেছেন। শ্রীনারদ বলিয়াছেন—'এক এব চরেদ্ভিক্ষুরাত্মারামোঽনপাশ্রয়ঃ। সর্ব্বভূতসুহৃচ্ছান্তো নারায়ণপরায়ণঃ ॥'– ভাঃ ৭।১৩।৩ ॥২০॥

বিবিক্তক্ষেমশরণো মদ্ভাববিমলাশয়ঃ।
আত্মানং চিন্তয়েদেকমভেদেন ময়া মুনিঃ ॥২১॥

অন্বয়। বিবিক্তক্ষেমশরণঃ (বিবিক্তং বিজনং ক্ষেমং নির্ভয়ং শরণং স্থানং যস্য সঃ) মদ্ভাববিমলাশয়ঃ (মদ্ভাবেন বিমল আশয়ো যস্য সঃ) মুনিঃ ময়া (পরমাত্মনা

সহ) অভেদেন (চিদংশৈক্যেন) একম্ আত্মানম্ (জীবাত্মানম্) চিন্তয়েৎ ॥২১॥

অনুবাদ। বিজন ও নির্ভয়স্থান আশ্রয় করিয়া আমার ভাবনাদ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত মুনি আমার সহিত অভিন্ন ভাবে একমাত্র আত্মাকেই চিন্তা করিবে ॥২১॥

বিশ্বনাথ। আত্মানং জীবং ময়া পরমাত্মনা অভেদেনেতি সাযুজ্যার্থম্ ॥২১॥

বঙ্গানুবাদ। আত্মা—জীব। ময়া অভেদেন—আমি যে পরমাত্মা, সেই আমার সহিত অভেদরূপে—ইহা সাযুজ্য নিমিত্ত" ॥২১॥

অনুদর্শিনী। অভেদ—'তত্ত্বমসি'—এই বাক্য-কথিত চিদংশে ঐক্য ॥২১॥

অন্বীক্ষেতাত্মনো বন্ধং মোক্ষঞ্চ জ্ঞাননিষ্ঠয়া।
বন্ধ ইন্দ্রিয়বিক্ষেপো মোক্ষ এষাঞ্চ সংযমঃ ॥২২॥

অন্বয়। জ্ঞাননিষ্ঠয়া (আত্মশরণেন) আত্মনঃ (জীবস্য) বন্ধং মোক্ষং চ অন্বীক্ষেত (চিন্তয়েৎ) ইন্দ্রিয়-বিক্ষেপঃ (ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্যং) বন্ধঃ, এষাম্ (ইন্দ্রিয়াণাং) চ সংযমঃ মোক্ষঃ ॥২২॥

অনুবাদ। মুনি জ্ঞাননিষ্ঠাদ্বারা নিজের বন্ধন ও মোক্ষ বিচার করিবেন। ইন্দ্রিয়গণের বিক্ষেপই বন্ধ এবং তাহাদের সংযমের নামই মোক্ষ ॥২২॥

বিশ্বনাথ।। অন্বীক্ষেত পুনর্ব্বিচারয়েৎ ॥২২॥

বঙ্গানুবাদ। অন্বীক্ষণ অর্থাৎ পুনর্ব্বিচার করিবে ॥২২॥

তস্মান্নিয়ম্য ষড়্বর্গং মদ্ভাবেন চরেন্মুনিঃ।
বিরক্তঃ ক্ষুদ্রকামেভ্যো লব্ধ্বাত্মনি সুখং মহৎ ॥২৩॥

অন্বয়। তস্মাৎ (ইন্দ্রিয়বিক্ষেপস্য বন্ধত্বাৎ) মুনিঃ ষড়বর্গং (কাম-ক্রোধাদিরিপুষট্‌কং) নিয়ম্য (বশীকৃত্য) ক্ষুদ্রকামেভ্যঃ বিরক্তঃ (সন্) আত্মনি মহৎ সুখং (চিদানন্দং) লব্ধ্বা মদ্ভাবেন (সর্ব্বত্র মদ্ভাবনয়া) চরেৎ ॥২৩॥

অনুবাদ। অতএব মুনি ইন্দ্রিয়গণের বিক্ষেপই বন্ধনের কারণ জানিয়া কামক্রোধাদি ষট্‌বর্গের সংযম্ পূর্ব্বক ক্ষুদ্র বিষয়লালসা হইতে বিরক্ত হইয়া আত্মমধ্যে চিদানন্দের অনুভব ও সর্ব্বত্র মদ্ভাবদৃষ্টি-যুক্ত হইয়া বিচরণ করিবেন ॥২৩॥

বিশ্বনাথ। ষড়্বর্গং ষড়িন্দ্রিয়বৃন্দম্ ॥২৩॥

বঙ্গানুবাদ। ষড়বর্গ—ষড় ইন্দ্রিয়বৃন্দ' ॥২৩॥

অনুদর্শিনী। ইন্দ্রিয়বিক্ষেপই যখন বন্ধ, তখন সেইগুলির সংযমই বিধেয়। ষড়্বর্গ—কাম, ক্রোধ, লোভ মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য। ষড়েন্দ্রিয়—মনঃ, চক্ষু, কর্ণ, নাসা, জিহ্বা, ত্বক্ ॥২৩॥

পুরগ্রামব্রজান্ সার্থান্ ভিক্ষার্থং প্রবিশংশ্চরেৎ।
পুণ্যদেশসরিচ্ছৈলবনাশ্রমবতীং মহীম্ ॥২৪॥

অন্বয়। পুণ্যদেশসরিচ্ছৈলবনাশ্রমবতীং মহীং প্রবিশন্ ভিক্ষার্থং পুরগ্রামব্রজান্ (পুরাণি হট্টাদিমন্তি, গ্রামাঃ তদ্রহিতাঃ ব্রজাঃ (গোষ্ঠানি তান্) সার্থান্ (যাত্রি-কজনসমূহান্ চ তেষাং সমীপ ইত্যর্থঃ) চরেৎ (গচ্ছেৎ) ॥২৪॥

অনুবাদ। পবিত্রদেশ, নদী, পর্ব্বত ও বর্ণাশ্রমযুক্ত ভূমিতে প্রবিষ্ট হইয়া ভিক্ষার জন্য পুর, গ্রাম, গোষ্ঠ এবং যাত্রিজনেরনিকট গমন করিবেন ॥২৪॥

বানপ্রস্থাশ্রমপদেষ্বভীক্ষ্ণং ভৈক্ষ্যমাচরেৎ।
সংসিধ্যত্যাশ্বসম্মোহঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ শিলান্ধসা ॥২৫॥

অন্বয়। বানপ্রস্থাশ্রমপদেষু অভীক্ষ্ণং (নিরন্তরং) ভৈক্ষ্যম্ আচরেৎ (ভিক্ষাং কুর্য্যাৎ, যতঃ) শিলান্ধসা (শিলবৃত্ত্যা প্রাপ্তেন তদীয়েন অন্ধসা অন্নেন) শুদ্ধসত্ত্বঃ (সন্) অসম্মোহঃ (নিবৃত্তমোহঃ) আশু সংসিধ্যতি মুচ্যতে ॥২৫॥

অনুবাদ। বানপ্রস্থাশ্রমে নিরন্তর ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনই বিধেয়। কারণ শিলবৃত্তিলব্ধ অন্নভক্ষণে বিশুদ্ধচিত্ত ও মোহশূন্য হইয়া সত্বর মোক্ষলাভ করা যায় ॥২৫॥

বিশ্বনাথ। যতঃ শিলান্ধসা শিলবৃত্ত্যা প্রাপ্তেন তদীয়েনান্ধসা অন্নেন শুদ্ধসত্ত্বঃ শুদ্ধান্তঃ করণঃ ॥২৫॥

বঙ্গানুবাদ। যেহেতু শিলান্ধস্—শিলবৃত্তিদ্বারা প্রাপ্ত সেই অন্ধস্ বা অন্ন, তদ্দারা শুদ্ধসত্ত্ব—শুদ্ধান্তঃ-করণ ॥২৫॥

অনুদর্শিনী। 'ঋতমুঞ্ছশীলং প্রোক্তম্'—ভাঃ ৭।১১।১৯। অর্থাৎ উঞ্ছশীল ঋত নামে কথিত। 'ঐকৈক ধান্যাদি-গুড়কোচ্চয়নমুঞ্ছং', 'মঞ্জর্য্যাত্মানেক-ধান্যোচ্চয়নং শিলঃ। অর্থাৎ আপণাদিতে পতিত এক একটী ধান্যাদিকণা সংগ্রহ উঞ্ছ এবং অনেক ধান্যগুচ্ছ সংগ্রহ শিল বৃত্তি। ভিক্ষালব্ধ অন্ন নির্গুণ। উহা ভোজনে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয় ॥২৫॥

নৈতদ্বস্তুতয়া পশ্যেদ্দৃশ্যমানং বিনশ্যতি।
অসক্তচিত্তো বিরমেদিহামুত্র চিকীর্ষিতাৎ ॥২৬॥

অন্বয়। এতৎ দৃশ্যমানং (মিষ্টান্নাদি বস্তুতয়া) ন পশ্যেৎ (যতঃ) বিনশ্যতি ; (অতঃ) ইহ অমুত্র (চ লোকে) অসক্তচিত্তঃ (সন্) চিকীর্ষিতাৎ (তদর্থকৃত্যাকৃত্যাৎ) বিরমেৎ ॥২৬॥

অনুবাদ। বনাশ্রমী ব্যক্তি মিষ্টান্নাদি দৃশ্যমান বস্তু দর্শন করিবেন না, যেহেতু ঐ সকল বস্তুতে আসক্ত হইলে বিনষ্ট হইতে হয়। অতএব ঐহিক ও পারত্রিক বিষয়ে অনাসক্ত হইয়া ভোগ্যবস্তু লাভের চেষ্টা হইতে বিরত হইবেন ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ। নন্থ মধুরমিষ্টান্নং বিহায় কথং রুক্ষে শিলান্নে প্রবৃত্তিঃ স্যাদত আহ,—নেতি। এতৎ স্বাদ্বন্নাদি বস্তুতয়া ন পশ্যেৎ যতো বিনশ্যতি অত ইহামুত্রলোকে অসক্তচিত্তঃ সন্ চিকীর্ষিতাত্তদর্থকৃত্যাদ্বিরমেৎ ॥ ২৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। আচ্ছা, মধুর মিষ্টান্ন ত্যাগ করিয়া রুক্ষ শিলান্নে প্রবৃত্তি হইবে কেন ? তদুত্তরে বলিতেছেন—ইহা অর্থাৎ স্বাদু অন্নাদি, বস্তু-বিচারে দেখিবে না, যেহেতু, উহা বিনষ্ট হইবে। অতএব ইহলোক-পরলোক বিষয়ে অনাসক্ত চিত্ত হইয়া চিকীর্ষিত অর্থাৎ তজ্জন্য যাহা করণীয় ছিল, তাহা হইতে বিরত হইবে ॥ ২৬ ॥

অনুদর্শিনী। পূর্ব্বে ২০ শ্লোকে 'নিঃসঙ্গ' হইবার কথা আছে। তাহাই বর্ত্তমান ২ শ্লোকে বিবৃত করিতেছেন। প্রথমে বস্তুর অভাবে নিঃসঙ্গের বিবরণ—নশ্বর বস্তুতে বস্তুদৃষ্টিই অনর্থ। অতএব উহাতে অনাসক্ত হইয়া মিষ্টান্নাদি সংগ্রহের পরিশ্রম হইতে বিরত হইবেন।

ইহলোক ও পরলোকের অনিত্যতা প্রসঙ্গে ভাঃ ১১।১৭।৫২ ও ১১।১৯।১৮ শ্লোক আলোচ্য ॥ ২৬ ॥

যদেতদাত্মনি জগন্মনোবাক্‌প্রাণসংহতম্।
সর্ব্বং মায়েতি তর্কেণ স্বস্থস্ত্যক্ত্বা ন তৎ স্মরেৎ ॥২৭॥

অন্বয়। যৎ এতৎ (মমতাস্পদং) জগৎ মনোবাক্‌-প্রাণসংহতং মনোবাক্‌প্রাণৈঃ সংহতং সমাহিতং অহঙ্কারা-স্পদং শরীরঞ্চ) সর্ব্বং (তজ্জন্য সুখঞ্চ) আত্মনি মায়া (মায়ামাত্রম্) ইতি তর্কেণ (স্বপ্নাদিদৃষ্টান্তেন) ত্যক্ত্বা স্বস্থঃ (আত্মনিষ্ঠঃ সন্ পুনঃ) তৎ ন স্মরেৎ (ন চিন্তয়েৎ) ॥২৭॥

অনুবাদ। এই যে মমতাস্পদ জগৎ এবং মন, বাক্য ও প্রাণাদির সহিত বর্ত্তমান অহঙ্কারাত্মক শরীর এবং তজ্জন্য সুখদুঃখাদি সমস্তই স্বপ্নাদি দৃষ্টান্তের বিচার দ্বারা আত্মাতে মায়ামাত্র জানিয়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক আত্মনিষ্ঠ হইয়া পুনরায় তাহার চিন্তা করিবে না ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ। মায়া মায়াগুণ কার্য্যমিত্যর্থঃ। তর্কেণ কার্য্যাণাং কারণাত্মকত্বাৎ পরমাত্মৈক্যমেবৈতস্যেতি ন্যায়েন ইদং কারাস্পদং ন স্মরেৎ ॥ ২৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। মায়া অর্থাৎ মায়ার গুণকার্য্য। তর্কদ্বারা—কার্য্যসমূহ কারণাত্মক, অতএব ইহার পরমাত্মার সহিত ঐক্য, এই ন্যায় অনুসারে এই প্রকার (মমতার) আস্পদকে স্মরণ করিবে না। ২৭।

অনুদর্শিনী। এই শ্লোকে অতীতে ও বর্ত্তমানে নিঃসঙ্গত্বের কথা বলিতেছেন। মায়ার গুণকার্য্য—স্বত্ব, রজঃ ও তমের কার্য্য। দৃশ্য জগৎ সেই মায়ার কার্য্য হইলেও উহার মূল কারণ পরমাত্মা। সুতরাং অনিত্য

জগতের কোন বস্তুকে মমতার আস্পদ না দেখিয়া পরমাত্মনিষ্ঠ হইবে ॥২৭॥

জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তো বা মদ্ভক্তো বানপেক্ষকঃ।
সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ ॥২৮ ॥

অন্বয়। (এবং বহূদকাদিধর্ম্মানুক্ত্বা পরমহংসধর্ম্মানাহ) বিরক্তঃ (বহির্বিরক্তো মুমুক্ষুঃ সন্ যঃ) জ্ঞাননিষ্ঠঃ বা (পরিপক্বজ্ঞানবান্) অনপেক্ষকঃ (মোক্ষেঽপ্যনপেক্ষকঃ) মদ্ভক্তঃ বা (সঃ) সলিঙ্গান্ (ত্রিদণ্ডাদিসহিতান্) আশ্রমান্ (তদ্ধর্ম্মান্) ত্যক্ত্বা (তদাসক্তিং ত্যক্ত্বা) অবিধিগোচরঃ (বিধিনিষেধাধীনো ন ভবতি) চরেৎ (যথোচিতং ধর্ম্মং চরেদিত্যর্থঃ) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ। যিনি বাহ্য বিষয়ে বিরক্ত হইয়া মোক্ষ কামনায় কেবল মাত্র জ্ঞাননিষ্ঠ অথবা মোক্ষাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া আমার ভক্ত হন, তিনি ত্রিদণ্ডাদি সহিত সন্ন্যাস-ধর্ম্মসমূহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিধি ও নিষেধের অধীন না হইয়া যথোচিত ধর্ম্মাচরণ করিবেন ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ। পরিপক্বজ্ঞানিনো নিষ্কামস্বভক্তস্য চ বর্ণাশ্রমনিয়মাভাবমাহ,—জ্ঞাননিষ্ঠঃ পরিপক্ব-জ্ঞানবান্ অনপেক্ষকঃ প্রতিষ্ঠাপর্য্যন্তাপেক্ষারহিতঃ। অত্র সর্ব্বথা নৈরপেক্ষমজাতপ্রেম্নো ভক্তস্য ন সম্ভবেদত উৎপন্নপ্রেমৈব ভক্তঃ সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যজেৎ অনুৎপন্নপ্রেমা তু নির্লিঙ্গা-শ্রমধর্ম্মাংস্ত্যজেদিত্যর্থো লভ্যতে; স্বধর্ম্মত্যাগস্তু তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীতেতি বাক্যাৎ ভক্তানামারম্ভত এবাব-গম্যতে। তয়োঃ শুদ্ধান্তঃকরণত্বাদেব পাপে প্রবৃত্ত্যভাবাৎ দুরাচারত্বং নাশঙ্ক্যম্; তেনাবিধিগোচরঃ ॥ ১৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। পরিপক্ব জ্ঞানী ও নিষ্কাম-স্বভক্তের বর্ণাশ্রমনিয়মের অভাব বলিতেছেন। জ্ঞাননিষ্ঠ - পরিপক্ব জ্ঞানবান্। অনপেক্ষ—প্রতিষ্ঠা পর্য্যন্ত অপেক্ষারহিত। অতএব অজাতপ্রেম ভক্তের পক্ষে সর্ব্বপ্রকারে নিরপেক্ষতার সম্ভাবনা নাই। উৎপন্নপ্রেম ভক্তই লিঙ্গ (ত্রিদণ্ডাদিচিহ্ন) সহ আশ্রমসমূহ ত্যাগ করিবেন। অনুৎপন্নপ্রেম ব্যক্তি কিন্তু চিহ্নরহিত আশ্রমধর্ম্ম ত্যাগ করিবেন—এই অর্থ পাওয়া যায়। কিন্তু 'সে পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিবে' (ভাঃ ১১।২০।৯) এই বাক্যবলে ভক্তগণের পক্ষে স্বধর্ম্মত্যাগ আরম্ভ হইতেই বুঝিতে হইবে। উভয়েরই শুদ্ধান্তঃকরণ বলিয়া পাপে প্রবৃত্তির অভাবজন্য দুরাচারত্বের আশঙ্কা করিতে হইবে না। সেইজন্য অবিধিগোচর ॥২৮॥

অনুদর্শিনী। জীবের ভোগোন্মুখী অসংযত প্রবৃত্তিকে দমন করিয়া নিবৃত্তিমার্গে সংযত ও ভগবদুন্মুখী করিবার জন্যই বেদাদি শাস্ত্রসমূহ বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রথমতঃ জীব ঐ অভিপ্রায় সুষ্ঠুরূপে অবগত না হওয়া নীতি-বাধ্যতাহেতু পথ অবলম্বন করিয়া স্ব স্ব বর্ণ ও আশ্রমধর্ম্মে আসক্ত হইয়া ধর্ম্মাচরণ করেন। কিন্তু যখন ধর্ম্মাচরণের মূল উদ্দেশ্য অবগত হন, তখন আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মকৃত্যসমূহে আসক্ত না হইয়া তত্তাৎপর্য্যেই মনোযোগী হন।

জ্ঞানী, জ্ঞানের পরিপক্বাবস্থায় "শৌচমাচমনং স্নানং নতু চোদনয়া চরেৎ।" (পরে ভাঃ ১১।১৮।৩৬)—এই শাস্ত্রবাক্যের তাৎপর্য্য জানিয়া মূল উদ্দেশ্য পালনের জন্য আশ্রমধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বিচরণ করেন। ধর্ম্মানুশীলন-ফলে তাঁহার অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়। পাপে প্রবৃত্তি থাকে না। সুতরাং দৃশ্যতঃ তিনি শাস্ত্রের আদেশে না চলিলেও তাঁহার ক্রিয়ায় কোনও দুরাচার দৃষ্ট হয় না। এইজন্য তিনি অবিধিগোচর।

জ্ঞানমার্গে প্রথমে বেদশিক্ষারূপ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতে আরম্ভ করিয়া কর্ম্মময় গার্হস্থ্য ধর্ম্মপালনে জ্ঞানলাভে বান-প্রস্থধর্ম্ম এবং তদনন্তর সন্ন্যাসাশ্রম ধর্ম্ম পালনে জ্ঞানের পরিপক্ব অবস্থায় জ্ঞানীর যে স্বধর্ম্ম ত্যাগে অধিকার লাভ হয়, ভক্তিমার্গে সাধুসঙ্গে ভক্তিতে শ্রদ্ধার উদয়ে ভক্তি-ধর্ম্ম যাজনের আরম্ভ-দশায় সেই অধিকার লাভ হয়। তাই স্বয়ং ভগবান বলিয়াছেন—'যতদিন কর্ম্মফলে না বিরক্তি ঘটিবে, অথবা আমার কথা শ্রবণাদিতে যে পর্য্যন্ত শ্রদ্ধার সঞ্চার না হইবে, ততদিন কর্ম্ম করিতে হইবে।'

জাতপ্রেমভক্ত লিঙ্গসহ আশ্রম-ধর্ম্ম ত্যাগ করেন আর

অজাতপ্রেম ভক্ত আশ্রমে অবস্থান করিয়াও অন্তরে আশ্রমাভিমানশূন্য বলিয়া আশ্রমধর্ম্মত্যাগী।

জাতপ্রেম ভক্ত শাস্ত্রবিধি-নিষেধের অধীন নহেন। এই হেতু তিনি অবিধিগোচর অর্থাৎ পরমহংস। আবার তিনি বিধিনিষেধাতীত হইলেও অনাচারী বা কদাচারী নহেন। 'ধৌতাত্মা পুরুষঃ কৃষ্ণপাদমূলং ন মুঞ্চতি।' ভাঃ ২।৮।৬ শ্রীশুকোক্তি-অনুসারে তিনিই প্রকৃতপক্ষে পূতচিত্ত। সুতরাং নিষিদ্ধ-পাপাচরণে প্রবৃত্তি-রহিত। তাঁহার লক্ষণ—

"এত সব ছাড়ি' আর বর্ণাশ্রমধর্ম।
অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈক শরণ॥"

তিনি দুরাচারী নহেন—

"বিধি-ধর্ম্ম ছাড়ি' ভজে কৃষ্ণের চরণ।
নিষিদ্ধ-পাপাচারে তার কভু নহে মন॥"
চৈঃ চঃ ম ২২ প ॥২৮॥

বুধো বালকবৎ ক্রীড়েৎ কুশলো জড়বচ্চরেৎ।
বদেদুন্মত্তবদ্বিদ্বান্ গোচর্য্যাং নৈগমশ্চরেৎ ॥২৯॥

অন্বয়। (কথং চরেৎ) বুধঃ (বিবেকবানপি) বালকবৎ (মানাপমানবিবেকশূন্যঃ সন্) ক্রীড়েৎ, কুশলঃ (নিপুণোঽপি সন্) জড়বৎ (ফলানুসন্ধানাভাবেন) চরেৎ, বিদ্বান্ (পণ্ডিতোঽপি) উন্মত্তবৎ (লোকরঞ্জনাভাবেন) বদেৎ, নৈগমঃ (বেদনিষ্ঠোঽপি) গোচর্য্যাম্ (অনিয়মিতাচারমিব) চরেৎ ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ। বিবেকী হইয়াও বালকের ন্যায় মানাপমানবিবেকশূন্য হইয়া ক্রীড়া করিবেন, নিপুণ হইয়া জড়ের ন্যায় আচরণ করিবেন, পণ্ডিত হইয়াও উন্মত্তের ন্যায় বাক্যালাপ করিবেন এবং বেদজ্ঞ হইয়াও গরুর ন্যায় অনিয়তাচারী হইয়া বিচরণ করিবেন ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ। লোকপ্রতিষ্ঠোত্থবিক্ষেপভয়াৎ ক্বাপি স্বং ন প্রকাশয়েদিত্যাহ,—বুধ ইতি; নৈগমঃ বেদার্থবিজ্ঞোঽপি গোচর্য্যাং অনিয়তাচারম্ ॥ ২৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। লোকপ্রতিষ্ঠাজন্য বিক্ষেপের ভয়ে কোথাও আত্মপ্রকাশ করিতে নাই—বলিতেছেন। নৈগম—বেদার্থবিজ্ঞও গোচর্য্যারূপ অনিয়মিতাচার গ্রহণ করিবেন। ॥২৯॥

অনুদর্শিনী। প্রতিষ্ঠাসংগ্রহকারী ব্যক্তি লোকবঞ্চক হয়। যিনি জ্ঞানী ভক্ত, তাঁহার লোকবঞ্চনের প্রয়োজন নাই। অতএব তিনি আত্মগোপন করিয়া স্বেচ্ছাচারী হইবেন। যেমন ভক্ত পরমহংস ভরতঋষির আচরণ ॥২৯

বেদবাদরতো ন স্যান্ন পাষণ্ডী ন হৈতুকঃ।
শুষ্কবাদবিবাদে ন কঞ্চিৎ পক্ষং সমাশ্রয়েৎ ॥৩০॥

অন্বয়। বেদবাদরতঃ (কর্ম্মকাণ্ডব্যাখ্যানাদিনিষ্ঠঃ) ন স্যাৎ, পাষণ্ডী (শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধার্থানুষ্ঠাতা) ন (ন স্যাৎ) হৈতুকঃ (কেবলতর্কনিষ্ঠঃ) ন (ন স্যাৎ) শুষ্কবাদবিবাদে (শুষ্কবাদে নিষ্প্রয়োজনগোষ্ঠ্যাং যো বিবাদস্তস্মিন্) কঞ্চিৎ পক্ষং ন সমাশ্রয়েৎ ॥৩০॥

অনুবাদ। পরমহংস ব্যক্তি বেদের কর্ম্মকাণ্ড-ব্যাখ্যাননিষ্ঠ হইবেন না শ্রুতি ও স্মৃতিবিরুদ্ধ কার্য্য অনুষ্ঠান করিবেন না, কেবল তর্কে রত হইবে না এবং নিষ্প্রয়োজন বিবাদে কোন পক্ষও অবলম্বন করিবেন না ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ। কিন্ত্বাত্মগোপনার্থমেবন্তু তন্ন ভবেদিত্যাহ,—বেদবাদরতঃ কর্ম্মকাণ্ডাদিব্যাখ্যারতঃ। পাষণ্ডী বৌদ্ধাদিচিহ্নধারী। হৈতুকঃ কেবলতর্কনিষ্ঠঃ। শুষ্কো যো বাদো বিবর্ত্তাদিলক্ষণস্তত্র বিবাদে সতি ॥ ৩০ ॥

বঙ্গানুবাদ। কিন্তু আত্মগোপন নিমিত্ত এই প্রকার হইবেন না, বেদবাদরত—কর্ম্মকাণ্ডাদিব্যাখ্যারত; পাষণ্ডী - বৌদ্ধাদিচিহ্নধারী, হৈতুক—কেবলতর্কনিষ্ঠ। শুষ্ক-বিবর্ত্তাদি-লক্ষণযুক্ত যে বাদ, তাহাতে বিবাদ হইলে ॥৩০॥

অনুদর্শিনী। আত্মগোপন করিতে যাইয়া জ্ঞানী কুব্যাখ্যায়রত হইবেন না, পাষণ্ডের চিহ্ন ধারণ করিবেন না, তার্কিক হইবেন না এবং ভক্ত নিষ্প্রয়োজন বিবর্ত্ত-

বাদের পক্ষ গ্রহণ করিবেন না কিন্তু বৈষ্ণবমত-প্রবৃত্তির প্রয়োজন-পক্ষ গ্রহণ করিবেন। ॥ ৩০ ॥

নোদ্বিজেত জনাদ্ধীরো জনং চোদ্বেজয়েন্ন তু।
অতিবাদাংস্তিতিক্ষেত নাবমন্যেত কঞ্চন॥
দেহমুদ্দিশ্য পশুবদ্বৈরং কুর্য্যান্ন কেনচিৎ ॥৩১॥

অন্বয়। ধীরঃ (বশীকৃতান্তঃকরণঃ) জনাৎ ন উদ্বিজেত, জনং চ ন উদ্বেজয়েৎ, অতিবাদান্ (দুরুক্তানি) তিতিক্ষেত সহেত, কঞ্চন ন অবমন্যেত (নাবজানীয়াৎ) দেহম্ উদ্দিশ্য (দেহাভিমানং কৃত্বা) কেনচিৎ (সহ) পশুবৎ বৈরং (বিরুদ্ধাচরণং) ন কুর্য্যাৎ ॥৩১॥

অনুবাদ। ধীর ব্যক্তি লোকের আচরণে উদ্বিগ্ন হইবেন না, বা অপরকে উদ্বেগ দিবেন না, অপরের দুর্বাক্য সহ্য করিবেন, কাহাকেও অবজ্ঞা করিবেন না এবং দেহের জন্য কাহারও সহিত পশুর ন্যায় শত্রুতা করিবেন না ॥৩১॥

বিশ্বনাথ। অতিবাদান্ দুরুক্তানি ।৩১॥

বঙ্গানুবাদ। অতিবাদ—দুরুক্ত বা দুর্বাক্য-সমূহ ॥৩১॥

অনুদর্শিনী।

"অতিবাদাংস্তিতিক্ষেত নাবমন্যেত কঞ্চন। ন চেমং দেহমাশ্রিত্য বৈরং কুর্ব্বীত কেনচিৎ ॥" ভাঃ ১২।৬।৩৪ ॥৩১॥

এক এব পরো হ্যাত্মা ভূতেষ্বাত্মন্যবস্থিতঃ।
যথেন্দুরুদপাত্রেষু ভূতান্যেকাত্মকানি চ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়। উদপাত্রেষু (উদকপাত্রেষু) (এক এব ইন্দুঃ যথা (এক এব চন্দ্রো যথা বহুধা প্রতিবিম্বিতো বর্ত্ততে তথা) একঃ পরঃ আত্মা (পরমাত্মা) এব হি ভূতেষু (দেবমনুষ্যাদি-দেহেষু) আত্মনি (স্বস্মিন্ জীবে চ) অবস্থিতঃ (বহুরূপত্বেন অন্তর্যামিতয়া বর্ত্ততে) ভূতানি চ (শরীরাণি অপি কারণরূপেণ একাত্মকানি) ॥৩ ॥

অনুদর্শিনী। এক চন্দ্রই যেরূপ বিভিন্ন জলপাত্রে বিবিধরূপে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ এক পরমাত্মাই বিভিন্ন দেহে ও আত্মমধ্যে অন্তর্যামিসূত্রে বর্ত্তমান আছেন এবং দেহসকলও আত্মার সহিত সম্বন্ধ-যুক্ত রহিয়াছে ॥৩২॥

বিশ্বনাথ। বৈরাকরণে বিচারমাহ,—এক ইতি। পরো হ্যাত্মা পরমাত্মা ভূতেষু মানুষাদিদেহেষু আত্মনি জীবে চ যথা উদপাত্রেষু উদকপাত্রস্থপ্রতিবিম্বত্বেন প্রতীতেষু স্বকিরণেষু ইন্দুঃ। স্বকার্য্যেষু কারণস্য সত্ত্বাদিত্যাত্মদৃষ্ট্যা বৈরকারণাভাবঃ দেহদৃষ্ট্যা তু ভূতান্যেকাত্মকানীতি ক্ব বৈরং কার্য্যমিতি ভাবঃ ॥৩২॥

বঙ্গানুবাদ। বৈর বা শত্রুতা না করার বিচার বলিতেছেন। পরআত্মা—পরমাত্মা, ভূতসমূহে—মানুষাদি-দেহগুলিতে, আত্মা—জীবে। উদপাত্রে—উদক (জল) পাত্রস্থ প্রতীত স্বকিরণসমূহে ইন্দু (চন্দ্র)। নিজকার্য্যে কারণের সত্তা আছে বলিয়া আত্মদৃষ্টিহেতু বৈরের অভাব, কিন্তু দেহদৃষ্টিহেতু ভূতগণ একাত্মক, অতএব কোথায় বৈর আচরণ করা যায়?। ৩২ ॥

অনুদর্শিনী। প্রতিদেহে অবস্থিত পরমাত্মা ও জীবত্মা দৃষ্টিতে এবং এমন কি পাঞ্চভৌতিক দেহদৃষ্টিতেও কাহারও সহিত শত্রুতা করা যায় না। কেন না, ও রূপ ভেদদৃষ্টি মায়ারই ক্রিয়া।

পরমাত্মদৃষ্টিতে :—

জলপূর্ণপাত্রে পতিত চন্দ্রকিরণকে চন্দ্রের প্রতিবিম্ব বলিয়া প্রতীতি হইলেও বস্তুতঃ উহা চন্দ্রের প্রতিবিম্ব নহে, চন্দ্রের কিরণপুঞ্জেরই প্রতিবিম্ব। কিন্তু ঐ কিরণসমূহ চন্দ্র হইতে অপৃথক্ বলিয়া স্বকিরণে চন্দ্রের প্রতীতির ন্যায় কৃষ্ণসূর্য্যের কিরণকণসদৃশ জীব তাহা হইতে অভিন্ন। অতএব জীবাত্মায় অন্তর্যামিরূপে পরমাত্মার অবস্থিতি আছে জানিলে একে অপরের প্রতি বৈরাচরণে অসমর্থ।

আত্মদৃষ্টিতে—'আমি' এবং 'অপর' উভয়েই ভগবানের জীবাখ্য তটস্থ শক্তিবৃত্তিরূপ। সুতরাং নিজের প্রতি যেরূপ শত্রুতা চলে না, তদ্রূপ পরস্পরের মধ্যেও শত্রুতা হয় না।

দেহদৃষ্টিতে—সকলেরই দেহ পঞ্চভূতাত্মক বলিয়া 'স্ব'-'পর' ভেদদৃষ্টির অভাবে পরস্পর শত্রুতা চলে না।

ভেদদর্শিগণই বৈরাচরণে রত :—

দ্বিষতঃ পরকায়ে মাং মানিনো ভিন্নদর্শিনঃ।
ভূতেষু বদ্ধবৈরস্য ন মনঃ শান্তিমৃচ্ছতি॥

ভাঃ ৩।২৯।২৩

শ্রীকপিলদেব বলিলেন—পরশরীরে অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত আমাকে যে ব্যক্তি উপেক্ষা করে এইরূপ অভিমানী, ভেদদর্শী ভূতসমূহের প্রতি শত্রুতাচরণে কৃতসংকল্প ব্যক্তির চিত্ত কখনও শান্তি প্রাপ্ত হয় না॥ ৩২॥

অলব্ধ্বা ন বিষীদেত কালে কালেঽশনং ক্বচিৎ।
লব্ধ্বা ন হৃষ্যেদ্ধৃতিমানুভয়ং দৈবতন্ত্রিতম্॥৩৩॥

অন্বয়। ধৃতিমান্ ক্বচিৎ অশনং (অন্নম) অলব্ধ্বা অকালে (অলাভকালে) ন বিষীদেত (ন বিষণ্ণো ভবেৎ, তথা) লব্ধ্বা কালে (লাভকালে) ন হৃষ্যেৎ (যতঃ) উভয়ং (লাভালাভং) দৈবতন্ত্রিতং-(দৈবাধীনম্)॥৩৩॥

অনুবাদ। ধৈর্য্যশীল ব্যক্তি কোন সময়ে অন্নাদি না পাইলে অলাভকালে বিষণ্ণ হইবেন না, অথবা কোন সময়ে পাইলে হৃষ্ট হইবেন না, যেহেতু লাভ ও অলাভ উভয়ই দৈবাধীন জানিবেন॥৩৩॥

বিশ্বনাথ। অত্র জলে চন্দ্রসূর্য্যযোঃ বিম্বা এব প্রতিবিম্বত্বেন প্রতীয়ন্তে ন তু বস্তুতঃ প্রতিবিম্বাঃ, তেষাং তাপশমকত্ব-তাপকত্বযোঃ প্রত্যক্ষত এবান্তর্ভূতত্বে-নাবস্তুত্বাভাবাৎ। দৈবতন্ত্রিতং দৈবাধীনং যতঃ॥ ৩৩

বঙ্গানুবাদ। এক্ষেত্রে জলে চন্দ্রসূর্য্যের কিরণগুলির প্রতিবিম্ব বলিয়া প্রতীয়মান হয়, বস্তুতঃ প্রতিবিম্ব নহে, কেননা, তাহাদের তাপশমকত্ব ও তাপকত্ব প্রত্যক্ষতই অন্তর্ভূত বলিয়া অবস্তু নহে যেহেতু দৈবতন্ত্রিত—দৈবাধীন॥ ৩৩॥

অনুদর্শিনী জীবের স্বরূপবিচারে—জীব কৃষ্ণ সূর্য্যের কিরণকণসদৃশ। মায়োপাধিতে সেই কিরণ-কণসদৃশ জীবের প্রতিবিম্ব প্রতীত হইলেও সেই প্রতিবিম্ব শুদ্ধ জীব নহে। কারণ, কিরণধর্ম্মের প্রকাশ সেই প্রতিবিম্বে প্রত্যক্ষভাবে দৃষ্ট হয় না। সুতরাং অস্থানে বা শুদ্ধ জীবস্থানে অবস্থিত, মুনি প্রাকৃত লাভালাভে সন্তুষ্ট বা বিষণ্ণ হওয়াকে অন্তঃকরণরূপ উপাধির ধর্ম্ম জানিয়া তাহা হইতে বিরত হন।

দ্বিতীয়তঃ সুখ-দুঃখরূপ ফলপ্রাপ্তি ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে যথাকালে প্রাপ্য হয়—

"দৈবাধীনং জগৎ সর্ব্বং জন্মকর্ম্ম-শুভাশুভম্"

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত।

অপ্রার্থিতানি দুঃখানি যথৈবায়ান্তি দেহিনাম্।
সুখান্যপি তথা মন্যে দৈবমত্রাতিরিচ্যতে॥

অর্থ পূর্ব্বে ভাঃ ১১।১ শ্লোক অনুদর্শিনী দ্রষ্টব্য।

"তস্মাদিদং দৈবতন্ত্রম্" ভাঃ ১।৯।৭

শ্রীভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন—অতএব জীবের সুখ-দুঃখ ঈশ্বরাধীন।

সুতরাং ঐ সকল দৈবাধীন জানিয়া ঐ মুনি কোন প্রকারে দুঃখিত বা আনন্দিত হন না॥৩৩॥

আহারার্থং সমীহেত যুক্তং তৎ প্রাণধারণম্।
তত্ত্বং বিমৃশ্যতে তেন তদ্বিজ্ঞায় বিমুচ্যতে॥৩৪॥

অন্বয়। আহারার্থং (আহারমাত্রার্থং) সমীহেত (যত্নং কুর্য্যাৎ এব যতঃ) তৎপ্রাণধারণং (তস্য প্রাণ-ধারণং) যুক্তং (সম্যক্) তেন (প্রাণধারণেন) তত্ত্বং বিমৃশ্যতে (বিচার্য্যতে) তৎ (তত্ত্বং) বিজ্ঞায় (চ) বিমুচ্যতে (মুক্তো ভবতি)॥৩৪॥

অনুবাদ। আহারের জন্য যত্ন করিতেই হইবে, এবং প্রাণধারণ দ্বারাই তত্ত্ববিচার ও তদনন্তর তত্ত্বজ্ঞানে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে॥৩৪॥

বিশ্বনাথ। তদপি ভিক্ষায়াঃ স্বতোঽপ্রাপ্তৌ সত্যাং তদর্থং যতেতৈবেত্যাহ,—আহারার্থমিতি। যতঃ প্রাণধারণং যুক্তমুচিতং যতস্তেনেতি তৎ তত্ত্বম্॥৩৪॥

বঙ্গানুবাদ। ভিক্ষা আপনা হইতে জুটিয়া না গেলে তন্নিমিত্ত যত্ন করিতে হইবে। যেহেতু প্রাণধারণ যুক্ত বা উচিত, যেহেতু তাহাতেই তৎ অর্থাৎ তত্ত্ব॥৩৪॥

অনুদর্শিনী। প্রাণধারণের জন্যই আহার, আবার তত্ত্ব-বিচারের জন্যই প্রাণধারণ। সুতরাং লাভালাভ দেবাধীন জানিয়াও অধৈর্য্য হইলে সেইরূপ প্রাণধারণের জন্য আহার সংগ্রহ করা সঙ্গত ॥৩৪॥

যদৃচ্ছয়োপপন্নান্নমদ্যাচ্ছ্রেষ্ঠমুতাপরম্।
তথা বাসস্তথা শয্যাং প্রাপ্তং প্রাপ্তং ভজেন্মুনিঃ ॥৩৫॥

অন্বয়। (তর্হি কিং মিষ্টান্নাদিকমগ্রাহ্যমেব) মুনিঃ শ্রেষ্ঠম্ (উৎকৃষ্টম্) উত (অথবা) অপরং (নিকৃষ্টং) যদৃচ্ছয়া (অনায়াসেন) উপপন্নম্ অন্নম্ (উপস্থিতম্ অন্নম্) অদ্যাৎ (ভক্ষয়েৎ) তথা প্রাপ্তং বাসঃ তথা প্রাপ্তাং শয্যাং ভজেৎ (প্রত্যাখ্যানং বিনা স্বীকুর্য্যাৎ) ॥৩৫॥

অনুবাদ। মুনি অনায়াসপ্রাপ্ত উত্তম বা অধম অন্ন, বস্ত্র ও শয্যা স্বীকার করিবেন ॥৩৫॥

বিশ্বনাথ। অযত্নাদুপস্থিতং শ্রেষ্ঠং স্বাদু অপরং বিরসং বা। মুনিরিতি তত্র তত্র বচনেনাভিনন্দনং প্রত্যাখ্যানং বা ন কুর্য্যাদিতি ভাবঃ ॥৩৫॥

বঙ্গানুবাদ। অযত্নেই উপস্থিত শ্রেষ্ঠ স্বাদু, অপর বা বিস্বাদ। মুনি—অতএব সেই সেই বিষয়ে বাক্যদ্বারা অভিনন্দন বা প্রত্যাখ্যান করিবেন না ॥৩৫॥

অনুদর্শিনী। মুনি অর্থাৎ সর্ব্বদা অন্তরে ভগবানের চিন্তাযুক্ত ব্যক্তি। বিনা যত্নে বা চেষ্টায় আগত স্বাদু বা বিস্বাদযুক্ত দ্রব্য ভগবৎ-প্রেরিত প্রসাদ জানিয়া বাহিরে বাক্য দ্বারাও অভিনন্দন বা প্রত্যাখ্যান না করিয়া উহা গ্রহণ করিবেন ॥৩৫॥

শৌচমাচমনং স্নানং নতু চোদনয়াচরেৎ।
অন্যাংশ্চ নিয়মান্ জ্ঞানী যথাহং লীলয়েশ্বরঃ ॥৩৬॥

অন্বয়। যথা অহং ঈশ্বরঃ লীলয়া (স্বেচ্ছয়া চরামি তথা) জ্ঞানী (জ্ঞাননিষ্ঠঃ) চোদনয়া নতু (বিধি কিঙ্করত্বেন কিন্তু স্বেচ্ছয়া) শৌচম্ আচমনং স্নানম্ অন্যান্ চ নিয়মান্ চরেৎ ॥৩৬॥

অনুবাদ। আমি ঈশ্বর যেরূপ নিজ ইচ্ছায় অবতীর্ণ হইয়া কার্য্য করি, সেইরূপ জ্ঞানীও বিধি ও নিয়মের অধীন না হইলেও ইচ্ছানুসারে শৌচ, আচমন স্নান ও অন্যান্য কার্য্যসকল করিবেন ॥৩৬॥

বিশ্বনাথ। চোদনয়া নাচরেৎ বিধিকৈঙ্কর্য্যাভাবাৎ, কিন্তু পূর্ব্বাভ্যাসেন স্বেচ্ছয়ৈব ॥৩৬॥

বঙ্গানুবাদ। চোদনা অর্থাৎ শাস্ত্রকর্তৃক প্রেরণাদ্বারা আচরণ করা উচিৎ নহে. যেহেতু এক্ষেত্রে বিধির কৈঙ্কর্য্য বা অধীনতা নাই, কিন্তু পূর্ব্বাভ্যাসবশতঃ স্বেচ্ছাক্রমে ॥৩৬॥

অনুদর্শিনী।

স্নানং শৌচং তথা ভিক্ষা নিত্যমেকান্তশীলতা।
যতেশ্চত্বারি কর্ম্মাণি পঞ্চমং নোপপদ্যতে ॥

স্নান, শৌচ, ভিক্ষা, নিত্য নির্জ্জনবাস—যতির এই চারিটী কার্য্য, পঞ্চম কিছুই কৃত্য নাই।

শাস্ত্রবিধির অনুসরণক্রমে জ্ঞানী যম-নিয়মাদিতে চিত্তকে সম্পূর্ণরূপে সংযত করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার পক্ষে উক্ত বৈধ শৌচাচমনাদি বিধির অপেক্ষা নাই। কিন্তু তিনি পূর্ব্বাভ্যাসবশতঃ স্বেচ্ছাক্রমে কর্ম্মের আচরণ করেন ॥৩৬॥

ন হি তস্য বিকল্পাখ্যা যা চ মদ্বীক্ষয়া হতা।
আ দেহান্তাৎ ক্বচিৎ খ্যাতিস্ততঃ সম্পদ্যতে ময়া ॥৩৭॥

অন্বয়। তস্য (জ্ঞানিনঃ) বিকল্পাখ্যা (ভেদপ্রতীতিঃ) ন হি (নৈব বর্ত্ততে) যা চ (ব্যাবহারিকী অস্তি সা চ) মদ্বীক্ষয়া (জ্ঞানেন) হতা (বিনষ্টা ততঃ) আ দেহান্তাৎ (মরণপর্য্যন্তং) ক্বচিৎ খ্যাতিঃ (কদাচিৎ বাধিতৈব খ্যাতির্ভবতি) ততঃ (দেহান্তে) ময়া সম্পদ্যতে (সার্ষ্ট্যাখ্যাং মত্তুল্যসম্পত্তিং প্রাপ্নোতি) ॥৩৭॥

অনুবাদ। জ্ঞানী ব্যক্তির অন্তরে ভেদপ্রতীতি থাকে না। পূর্ব্বে যে ভেদপ্রতীতি ছিল, তাহাও মদ্বিষয়ক জ্ঞানের দ্বারাই বিনষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং দেহান্ত-কালপর্য্যন্ত বাধিত-খ্যাতিরই কদাচিৎ উদয় হইয়া থাকে এবং দেহান্তে মত্তুল্য সম্পত্তি লাভ করিয়া থাকেন ॥৩৭॥

বিশ্বনাথ। তস্য জ্ঞানপরিপাক এব বিধিকৈঙ্কর্য্যাভাবে কারণমিত্যাহ,—ন হীতি। বিকল্পস্য ভেদস্য আখ্যা প্রখ্যানং তস্য নাস্তি। নম্বাত্মৈবেদং সর্ব্বমিতি ব্রুবাণস্য তস্য বাচৈব নাস্তি মনসা ত্বস্ত্যেব তত্রাহ,—যা চাস্তি সাপি মদীক্ষয়া মদপরোক্ষানুভবেন হতা হতপ্রায়া। নমু ন হতপ্রায়া তত্রাহ—কচিদাদেহান্তাৎ বাধিতৈব খ্যাতির্দৃশ্যতে ॥৩৭॥

বঙ্গানুবাদ। জ্ঞানের পরিপাকই তাঁহার বিধির অনধীনতার কারণ। বিকল্প অর্থাৎ ভেদের আখ্যা অর্থাৎ প্রখ্যান তাঁহার নাই। যদি প্রশ্ন হয় যে, সমস্ত জগতই ত' আত্মা এই কথা তিনি যখন বলেন, তখন কথাতে (ভেদ-প্রখ্যান) নাই, কিন্তু মনে আছেই, তাহার উত্তর দিতেছেন। যাহাও বা আছে তাহাও মদীক্ষা অর্থাৎ আমার অপরোক্ষ অনুভবদ্বারা হত বা হতপ্রায়। হতপ্রায়ত নয়, একথা বলিলে উত্তর—কোন ও স্থানে দেহান্ত-পর্য্যন্ত খ্যাতি বাধাপ্রাপ্ত দেখা যায় ॥৩৭॥

অনুদর্শিনী। অজ্ঞানই ভেদপ্রতীতি করায়। জ্ঞানলাভে সেই অজ্ঞান দূর হয়। আবার জ্ঞানের পরিপাকে বিজ্ঞান বা অপরোক্ষ অনুভবদ্বারা উহা অন্তরে বাহিরে বিদূরিত হয়। এরূপ অবস্থাতেও যদি যতির দেহনির্ব্বাহার্থ কোন চেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে তাঁহার কোন ক্ষতি নাই, কেন না, উহা দগ্ধ-রজ্জুতুল্য স্বকার্য্য-করিতে অসমর্থেরই ন্যায় প্রতীতি হয় ॥৩৭॥

দুঃখোদর্কেষু কামেষু জাতনির্ব্বেদ আত্মবান্।
অজিজ্ঞাসিতমদ্ধর্ম্মো মুনিং গুরুমুপব্রজেৎ ॥৩৮॥

অন্বয়। দুঃখোদর্কেষু (দুঃখং এব উদর্কং উত্তরফলং যেষাং তেষু) কামেষু (বিষয়েষু) জাতনির্ব্বেদঃ (জাতঃ নির্ব্বেদঃ বৈরাগ্যং যস্য সঃ) অজিজ্ঞাসিত মদ্ধর্ম্মঃ (ন জিজ্ঞাসিতো মদ্ধর্ম্মো মৎপ্রাপ্তিসাধনং যেন সঃ) আত্মবান্ (ধীরঃ জনঃ) মুনিং (মননশীলং ব্রহ্মনিষ্ঠং) গুরুম্ উপব্রজেৎ (গচ্ছেৎ) ॥৩৮॥

অনুবাদ। যিনি পরিণামদুঃখকর কাম্য বিষয়ে বীতরাগ কিন্তু মৎপ্রাপ্তির সাধন অবগত হইতে পারেন নাই, তিনি আত্মমঙ্গলেচ্ছু হইয়া পরব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবেন ॥৩৮॥

বিশ্বনাথ সম্যগ্বিদুষঃ কৃত্যমুক্ত্বা বিবিদিষোঃ কৃত্যমাহ,—দুঃখোদর্কেম্বিতি ন বিচারিতো মদ্ধর্ম্মঃ পরমাত্মতত্ত্বং যেন সঃ ॥৩৮॥

বঙ্গানুবাদ। সম্যক্ বিদ্বান্ বা অভিজ্ঞের কৃত্য বলিয়া এক্ষণে বিবিদিষু বা জানিতে ইচ্ছুব্যক্তির কৃত্য বলিতেছেন। অজিজ্ঞাসিত মদ্ধর্ম্ম অর্থাৎ যিনি আমার ধর্ম্ম বা পরমাত্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসা বা বিচার করেন নাই ॥৩৮॥

অনুদর্শিনী। বিবিদিষু—শাস্ত্রদ্বারা জ্ঞানেচ্ছু। কেবল বিষয়বৈরাগ্যের দ্বারা জীবের পরমার্থলাভ হয় না, পরমাত্মা চিন্তাব্যতীত চিত্তকে নিয়মিত করা যায় না। অতএব পরমাত্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসা বা বিচার আবশ্যক সে-জন্য—

পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্ব্বেদমায়া-
ন্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন।
তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ
শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ॥ মু ১।২।১২

ব্রাহ্মণ কর্ম্মনিষ্পাদিত লোকসকলকে পরীক্ষাদ্বারা অনিত্য জানিয়া তাহাতে আসক্তি বিসর্জ্জন পূর্ব্বক কামনা হইতে নিবৃত্ত হইবেন এবং ব্রহ্মজ্ঞানার্থ ব্রহ্মনিষ্ঠ শ্রোত্রিয় গুরুর নিকট সমিধাদি উপহার হস্তে গমন করিবেন।

এতৎপ্রসঙ্গে গীতার ৪।৩৪ শ্লোক আলোচ্য ॥৩৮॥

তাবৎ পরিচরেদ্ভক্তঃ শ্রদ্ধাবাননসূয়কঃ।
যাবদ্ব্রহ্ম বিজানীয়ান্মামেব গুরুমাদৃতঃ ॥৩৯॥

অন্বয়। যাবৎ ব্রহ্ম বিজানীয়াৎ তাবৎ শ্রদ্ধাবান্ অনসূয়কঃ (দোষদর্শনরহিতঃ) ভক্তঃ (ভক্তিযুক্তঃ) আদৃতঃ (আদরেণ চ) মাম্ এব (মদ্দৃষ্ট্যৈব) গুরুং পরিচরেৎ (সেবেত) ॥৩৯॥

অনুবাদ। ব্রহ্মজ্ঞানলাভ পর্য্যন্ত এতাবান্ অসূয়াশূন্য, ভক্তিমান্ হইয়া আদরপূর্ব্বক আমার স্বরূপজ্ঞানে গুরুদেবের পরিচর্য্যা করিবে ॥৩৯॥

বিশ্বনাথ। মামেব গুরুং মদ্রূপম্ ॥৩৯॥

বঙ্গানুবাদ। আমাকেই বা মদ্রূপ গুরুদেবকে ॥৩৯॥

অনুদর্শিনী। "গুরুর্হরিঃ।" ভাঃ ৪।২৯।৫১ অর্থাৎ যিনি গুরু, তিনি হরি হইতে অভিন্ন।

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে ॥ চৈঃ চঃ আ ১পঃ

"শ্রীগুরুদেব ভগবানের আশ্রয় জাতীয় ব্রহ্মমূর্ত্তি। তাঁহার অদ্বিতীয়া কেবলা চেষ্টা ভগবদ্ ভজন॥ তিনি গুণজাত জগতের শিক্ষার্থি-স্থানীয় ব্যক্তির নিকট তাহাদের ন্যায় গুণাত্মক বলিয়া প্রতীত হন কিন্তু তাঁহাতে কেবলা ভক্তি পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত থাকায় তাঁহাকে ভগবদভিন্ন জানিতে হইবে।"

"ভক্তিসহকারে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া ভগবৎস্বরূপ ও আত্ম-স্বরূপবোধের জন্য সর্ব্বক্ষণ যত্ন করিবে। স্বরূপসিদ্ধি লাভ ঘটিলে একাগ্রচিত্তে ভগবদ্ভজন সম্ভব হয়; তখন স্বয়ং মুক্ত হইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের পরম মুক্তাবস্থা দর্শনে তদনুগামী হইয়া নিত্যকাল ভজনরত থাকা যায়।"

—শ্রীল প্রভুপাদ।

শুশ্রূষেৎ সহিতস্তাবদ্ যাবজ্জ্ঞানোদয়ো গুরুম্।
ভতঃ পরঞ্চ শুশ্রূষেৎ বথা তস্য প্রিয়ং ভবেৎ ॥৩৯॥

যস্ত্বসংযতষড়্বর্গঃ প্রচণ্ডেন্দ্রিয়সারথিঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যরহিতস্ত্রিদণ্ডমুপজীবতি ॥
সুরানাত্মানমাত্মস্থং নিহ্নুতে মাঞ্চ ধর্ম্মহা।
অবিপক্ককষায়োঽস্মাদমুষ্মাচ্চ বিহীয়তে ॥ ৪০-৪১ ॥

অন্বয়। (অনধিকারিণঃ সন্ন্যাসং নিন্দতি) যঃ তু অসংযতষড়বর্গঃ (ন সংযতঃ ষড়্বর্গঃ ষড়িন্দ্রিয়ঃ যেন সঃ) প্রচণ্ডেন্দ্রিয় সারথিঃ (প্রচণ্ডঃ অত্যাসক্তঃ ইন্দ্রিয়সারথি-বুদ্ধির্যস্য সঃ) জ্ঞানবৈরাগ্যরহিতঃ (সন্ কেবলম্) ত্রিদণ্ডম্ উপজীবতি (জীবিকায়াম্ এব সন্ন্যাসং পর্য্যাপয়তি সঃ) অবিপক্ককষায়ঃ (ন বিপকাঃ নিবৃত্তাঃ কষায়াঃ রাগাদয়ঃ যস্য সঃ) ধর্ম্মহা (জনঃ) সুরান্ (যষ্টব্যান্ দেবান্) আত্মানঞ্চ আত্মস্থং মাং চ নিহ্নুতে (প্রতারয়তি,) অস্মাৎ অমুষ্মাৎ (লোকাৎ) চ বিহীয়তে (ভ্রংশ্যতি) ॥৪০-৪১॥

অনুবাদ। যে ব্যক্তির মন ও ইন্দ্রিয় অসংযত, জ্ঞান-বৈরাগ্য রহিত এবং প্রবল ইন্দ্রিয়-সারথিরূপ বুদ্ধি-দ্বারা পরিচালিত হইয়া কেবল মাত্র জীবিকানির্ব্বাহের জন্য ত্রিদণ্ড গ্রহণের অভিনয় করে, সেই বিষয় বাসনাগ্রস্ত ধর্ম্মহন্তা ব্যক্তি দেবগণকে, আত্মাকে এবং আত্মস্থ আমাকে বঞ্চিত করিয়া স্বয়ংও ইহলোক ও পরলোক হইতে বঞ্চিত হয় ॥৪০-৪১॥

বিশ্বনাথ। দুরাচারং সন্ন্যাসিনং নিন্দতি দ্বাভ্যাং,—যস্ত্বিতি। প্রচণ্ডোঽশান্তঃ ইন্দ্রিয়সারথির্বুদ্ধির্যস্য সঃ। ত্রিদণ্ডমুপজীবতি জীবিকায়ামেব সন্ন্যাসং পর্য্যাপয়তীত্যর্থঃ। সুরান্ যষ্টব্যান্ দেবান্ স্বাত্মানং আত্মস্থং মাঞ্চ নিহ্নুতে প্রতারয়তি। নিহ্নবফলমাহ,—অস্মাদিতি ॥৪০-৪১॥

বঙ্গানুবাদ। এই দুইটি শ্লোকে দুরাচার সন্ন্যাসীকে নিন্দা করিতেছেন। প্রচণ্ডেন্দ্রিয়সারথি অর্থাৎ যাহার প্রচণ্ড বা অশান্ত ইন্দ্রিয়সারথি বা বুদ্ধি। ত্রিদণ্ড উপজীবী অর্থাৎ জীবিকার নিমিত্ত সন্ন্যাসের পর্য্যাপণ বা অভিনয় করেন। সুরগণ অর্থাৎ যষ্টব্য দেবগণকে, নিজ আত্মাকে, আত্মস্থ-আমাকে নিহ্নব অর্থাৎ প্রতারণা করেন। প্রতারণার ফল বলিতেছেন—ইহলোক ও পরলোক বিরহিত হন ॥৪০-৪১॥

অনুদর্শিনী। কায়-মনো-বাক্যে নিরন্তর ভগ-বানের সেবার জন্যই ত্রিদণ্ডগ্রহণের উদ্দেশ্য; তাহাও আবার বৈরাগ্যের উদয়ে গ্রহণীয়। কিন্তু যে ব্যক্তি কেবলমাত্র জীবিকানির্ব্বাহের জন্য ত্রিদণ্ড গ্রহণ করে, তাহার ত্রিদণ্ড-গ্রহণ অভিনয় এবং আত্মবঞ্চনামাত্র। বঞ্চিত ব্যক্তি নিজে বঞ্চিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে দেবগণও হৃদয়স্থিত পরমাত্মাকে বঞ্চনা করে। সুতরাং ঐ ব্যক্তির বেষগ্রহণ ভজনের অনুকূল না হইয়া কেবল 'তপোবেষোপজীবী' (—ভাঃ ১২।৩।৩৮) বলিয়া সে ব্যক্তি ইহলোকে নিন্দিত এবং

সংসার-মুক্তির অভাবে পরলোকপ্রাপ্তি হইতে বঞ্চিত হয় ॥৪০-৪১॥

ভিক্ষোর্ধর্ম্মঃ শমোঽহিংসা তপ ঈক্ষা বনৌকসঃ।
গৃহিণো ভূতরক্ষেজ্যা দ্বিজস্যাচার্য্যসেবনম্ ॥৪২॥

অন্বয়। শমঃ অহিংসা (চ) ভিক্ষোঃ (সন্ন্যাসিনঃ) ধর্ম্মঃ, (প্রধানধর্ম্মো ভবতি) তপঃ ঈক্ষা (আত্মানাত্ম-বিবেকঃ চ) বনৌকসঃ (বানপ্রস্থস্য ধর্ম্মঃ) ভূতরক্ষা ইজ্যা (পঞ্চমহাযজ্ঞাঃ চ) গৃহিণঃ (গৃহস্থস্য ধর্ম্মঃ) আচার্য্য-সেবনং দ্বিজস্য (ব্রহ্মচারিণঃ ধর্ম্মঃ) ॥৪২ ॥

অনুবাদ। শম ও অহিংসা সন্ন্যাসীর, তপস্যা ও আত্মানাত্মবিবেক বানপ্রস্থের, ভূতরক্ষা ও পঞ্চযজ্ঞানুষ্ঠান গৃহস্থের এবং গুরুসেবা ব্রহ্মচারীর প্রধান ধর্ম্ম ॥৪২॥

বিশ্বনাথ। চতুর্ণাং প্রধানধর্ম্মানাহ-ভিক্ষোরিতি ॥৪২॥

বঙ্গানুবাদ। চারি আশ্রমের প্রধান ধর্ম্মসমূহ বলিতেছেন ॥৪২॥

ব্রহ্মচর্য্যং তপঃ শৌচং সন্তোষো ভূতসৌহৃদম্।
গৃহস্থস্যাপ্যৃতৌ গন্তুঃ সর্ব্বেষাং মদুপাসনম্ ॥৪৩॥

অন্বয়। অপি (কিঞ্চ) ঋতৌ (ঋতুকালে) গন্তুঃ (গমনশীলস্য) গৃহস্থস্য ব্রহ্মচর্য্যং তপঃ (চ স্বধর্ম্মঃ) শৌচং (রাগাদিরাহিত্যং) সন্তোষঃ ভূতসৌহৃদং (কর্ত্তব্যম্)। (মদুপাসনং (তু) সর্ব্বেষাং (এব প্রাণিনাং ধর্ম্মঃ) ॥৪৩॥

অনুবাদ। ঋতুকালে ভার্য্যারত গৃহস্থের অন্য সময় ব্রহ্মচর্য্য, তপঃ, শৌচ, সন্তোষ ও সর্ব্বভূতে মৈত্রীই ধর্ম্ম; কিন্তু আমার আরাধনা সকল জীবেরই একমাত্র নিত্য-ধর্ম্ম ॥৪৩॥

বিশ্বনাথ। অন্যধর্ম্মান্ কাংশ্চিদ্গৃহস্থ্যাপ্যতিদিশতি,—ব্রহ্মচর্য্যমিতি। শৌচং রাগদ্বেষাদিরাহিত্যং তস্য ব্রহ্মচর্য্যপ্রকারমাহ—ঋতৌ গন্তুরিতি। কিঞ্চ মদুপাসনং সর্ব্বেষাং বর্ণাশ্রমধর্ম্মাণাং প্রাণপ্রদত্বাদাবশ্যকং যেন বিনা তে সর্ব্বেবিফলাঃ স্যুঃ। যদুক্তং। "মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ" ইত্যত্র "স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ" ইতি ॥ ৪৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। গৃহস্থের কয়েকটী অন্যধর্ম্মও অতি-দেশ করিতেছেন। শৌচ—রাগদ্বেষাদিরাহিত্য। তাঁহার ব্রহ্মচর্য্যের প্রকার বলিতেছেন—কেবল ঋতুকালে গমন-কারী বা স্ত্রীরত। কিন্তু আমার উপাসনা সর্ব্ববর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রাণপ্রদ বলিয়া আবশ্যক, যাহা ব্যতীত সেই সব বিফল হইবে। যেমন উক্ত হইয়াছে 'মুখবাহূরুপাদ হইতে,' 'স্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হয়'

(ভাঃ ১১।৫।২-৩) ॥৪৩॥

অনুদর্শিনী। অতিদেশ—উপদিষ্ট বিষয়ের অন্যত্র আরোপ।

প্রবৃত্তিমার্গের লোকদিগকে নিবৃত্তির পথে লওয়াই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য। সুতরাং গৃহস্থকে বিবাহবিধি-দ্বারা কামনিবৃত্তির আদেশ। কেবল ঋতুকালে স্ব-স্ত্রীগমন তাহার পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য। কিন্তু স্বস্ত্রীতে অন্যকালে বা অন্যস্ত্রীতে গমন দোষার্হ।

'এবং ব্যবায়ঃ প্রজয়া ন রত্যৈ'। ভাঃ ১১।৫।১১

এবং ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য নহে কেবলমাত্র সন্তান উৎপাদনের জন্যই স্ত্রীসঙ্গ বিহিত হইয়াছে।

ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, শৌচ, সন্তোষ, সর্ব্বভূতসৌহৃদ ও ঋতুকালাভিগমন—এ সকলও গৃহস্থের ধর্ম্ম। কিন্তু শ্রীভগবানের উপাসনাই সর্ব্ববর্ণীর এবং আশ্রমীর প্রাণপদ। প্রাণহীন দেহ যেমন বৃথা, ভক্তিহীন ব্যক্তির বর্ণাশ্রমাদিও তদ্রূপ—

ভগবদ্ভক্তিহীনস্য জাতিঃ শাস্ত্রং জপস্তপঃ।
অপ্রাণস্যেব দেহস্য মণ্ডনং লোকরঞ্জনম্ ॥

হরিভক্তিসুধোদয়ে।

ভগবদ্ভক্তিহীন ব্যক্তির সজ্জাতি, শাস্ত্রজ্ঞান, জপ ও তপঃ মৃতদেহের অলঙ্কারের ন্যায় কোন কার্য্যেরই নয় কেবল লোকরঞ্জনমাত্র।

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্ ॥
য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥

ভাঃ ১১।৫।২-৩

শ্রীচমস বলিলেন -হে রাজন্, আদি পুরুষ ভগবান্ বিষ্ণুর মুখ হইতে সত্ত্বগুণে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে সত্ত্ব ও রজোগুণে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে রজঃ ও তমোগুণে বৈশ্য এবং পদ হইতে তমোগুণে শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছিল। ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম চতুষ্টয় ও (ভাঃ ১১।১৭।১৪) তাহাদের সহিতই উদ্ভূত হইয়াছে।

এই চতুর্ব্বর্ণাশ্রমস্থিত যে সকল পুরুষ নিজের উৎপত্তির সাক্ষাৎ কারণস্বরূপ ঈশ্বরকে অজ্ঞানতঃ আরাধনা না করে, অথবা তাঁহার কথা জানিয়াও অবজ্ঞা করে, তাহারা স্থানভ্রষ্ট ও অধঃপতিত হইয়া থাকে।

চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিতে সে রৌরবে পড়ি' মজে॥
চৈঃ চঃ ম ২২ পঃ।

ইতি মাং যঃ স্বধর্ম্মেণ ভজেন্নিত্যমনন্যভাক্।
সর্ব্বভূতেষু মদ্ভাবো মদ্ভক্তিং বিন্দতে দৃঢ়াম্॥৪৪॥

অন্বয়। ইতি (এবং) অনন্যভাক্ (অনন্যপ্রয়োজনঃ সন্) যঃ স্বধর্ম্মেণ (স্বধর্ম্মম্ আচরন্) নিত্যং মাং ভজেৎ সর্ব্বভূতেষু মদ্ভাবঃ (সর্ব্বভূতেষু মম এব অন্তর্য্যামিত্বেন স্থিতত্ব ভাবঃ ভাবনা যস্য সঃ) দৃঢ়াং মদ্ভক্তিং বিন্দতে (লভতে) ।৪৪॥

অনুবাদ। এইরূপে অনন্যপ্রয়োজন হইয়া যিনি স্ব স্ব বর্ণ ও আশ্রম ধর্ম্মানুসারে সর্ব্বদা আমার সেবারত এবং সর্ব্বভূতে অন্তর্যামিরূপে আমার চিন্তা পরায়ণ, তিনি আমাতে সুদৃঢ়া ভক্তি লাভ করেন॥৪৪॥

বিশ্বনাথ। ইত্যেবং প্রকারেণ মদুপাসনস্যাবশ্যকত্বাদুৎকর্ষং নিশ্চিত্য মাদুপাসনপ্রধানেন স্বধর্ম্মেণ মাং ভজন্ অনন্যভাক্ সন্ মদ্ভক্তিং শান্তভক্তিং বিন্দতে। নন্ স্বধর্ম্মেণ দেবপিত্রাদীনাং যজনাৎ কথমনন্যভাকত্বং তত্রাহ,— সর্ব্বভূতেষু মমৈবান্তর্য্যামিত্বেন ভাবো ভাবনা যস্য সঃ॥৪৪॥

বঙ্গানুবাদ। এই প্রকারে আমার উপাসনা আবশ্যক বলিয়া উহার উৎকর্ষ বিষয়ে নিশ্চিত হইয়া আমার উপাসনা প্রধান স্বধর্ম্মদ্বারা অনন্য ভজন হইলে আমাকে ভজন করিতে করিতে আমার শান্ত-ভক্তি লাভ করেন। আচ্ছা, স্বধর্ম্মদ্বারা দেবপিত্রাদির যজন করিতে কিরূপে অনন্যভাক্ হওয়া যায়? উত্তরে বলিতেছেন— সর্ব্বভূতে মদ্ভাব অর্থাৎ আমিই অন্তর্যামী বলিয়া যিনি ভাব অর্থাৎ ভাবনা করেন॥৪৪॥

অনুদর্শিনী। ভগবদ্ভজন-প্রধান বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-পালনে শান্ত ভক্তি লাভ হয়। ভগবান্ সর্ব্বভূতে অন্তর্যামি রূপে বিরাজিত—

'ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি' গীঃ ১৮।৬১
'সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ' গীঃ ১৫।১৫
সর্ব্ব জীবের হৃদয়ে পরমাত্মরূপে আমি অবস্থিত।
সর্ব্বভূতাত্মভাবেন ভূতাবাসং হরিং ভবান্।
আরাধ্যাপ দুরারাধ্যং বিষ্ণোস্তৎ পরমং পদম্॥
ভাঃ ॥৪।১১।১১

শ্রীস্বায়ম্ভুব মনু ধ্রুবকে বলিলেন—তুমি সর্ব্বপ্রাণীতে ভগবদধিষ্ঠান জানিয়া সর্ব্বভূতের অন্তর্যামী দুরারাধ্য শ্রীহরিকে আরাধনাপূর্ব্বক পরমোৎকৃষ্ট পদ প্রাপ্ত হইয়াছ

অতএব সর্ব্বভূতে ভগবান্ আছেন জানিয়া তদধিষ্ঠান জ্ঞানে দেবপিত্রাদির পূজায় অনন্যতার ব্যাঘাত হয় না; কিন্তু পৃথক্ পৃথক্ দেবতাজ্ঞানে দেবাদি পূজাই অনন্যতা বিঘাতিনী। যেমন—'সর্ব্বভূতে আছেন শ্রীবিষ্ণু,না জানিয়া। বিষ্ণুপূজা করে অতি প্রাকৃত হইয়া চৈঃ চাঃ ম ৫ অঃ॥৪৪॥

ভক্ত্যোদ্ধবানপায়িন্যা সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্।
সর্ব্বোৎপত্ত্যপ্যয়ং ব্রহ্ম কারণং মোপযাতি সঃ॥৪৫॥

অন্বয়। (ততঃ কিমত আহ-) (হে) উদ্ধব, সঃ অনপায়িন্যা (দৃঢ়যা) ভক্ত্যা সর্ব্বোৎপত্ত্যপ্যয়ং (সর্ব্বস্য উৎপত্তি-অপ্যয়ৌ যস্মাৎ তং) সর্ব্বলোকমহেশ্বরং কারণং (জগৎকারণং) ব্রহ্ম (ব্রহ্মরূপং বৈকুণ্ঠনিবাসিনং) মা (মাং) উপয়াতি (সামীপ্যেন প্রাপ্নোতি)॥৪৫॥

অনুবাদ। হে উদ্ধব, সেই ব্যক্তি দৃঢ় ভক্তিদ্বারা সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের হেতুভূত, সর্ব্বলোকমহেশ্বর, জগৎ-কারণস্বরূপ আমাকে প্রাপ্ত হন॥৪৫॥

বিশ্বনাথ। ততশ্চ তয়া ভক্ত্যা কশ্চিৎ সর্ব্বলোক-মহেশ্বরং মাং প্রাপ্নোতি। স্বতুল্যৈশ্বর্য্যপ্রদোঽহং তস্মৈ

সার্ষ্টি লক্ষণাং মুক্তিং দদামীতি ভাবঃ। কশ্চিৎ সর্ব্বোৎপত্ত্যপ্যয়ং মাং প্রাপ্নোতি তদভিপ্রেত-যোগসিদ্ধিজ্ঞানানন্দাদ্যুৎপত্তিং সংসারাপ্যয়ং চ তস্মৈ তাবদহং দদামীতি ভাবঃ কশ্চিন্মাং ব্রহ্মেতি তস্মৈ নির্ব্বাণমুক্তিং দদামীতি ভাবঃ ॥৪৫॥

বঙ্গানুবাদ। তাহার পর সেই ভক্তি দ্বারা কেহ সর্ব্বলোক মহেশ্বর আমাকে প্রাপ্ত হন। নিজতুল্য ঐশ্বর্য্য-প্রদাতা আমি তাঁহাকে সার্ষ্টি (সমান ঐশ্বর্য্য) রূপ মুক্তি দিয়া থাকি—ইহাই ভাবার্থ। কেহ সর্ব্বোৎপত্ত্যপ্যয় আমাকে প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ তাঁহার অভিপ্রেত যোগসিদ্ধি জ্ঞানানন্দাদির উৎপত্তি ও সংসারের অপ্যয় বা ক্ষয় তাঁহাকে আমি দিয়া থাকি—ইহাই ভাব। কেহ আমাকে ব্রহ্ম ভাবে প্রাপ্ত হন অর্থাৎ তাঁহাকে নির্ব্বাণমুক্তি দিয়া থাকি ইহাই ভাব ॥৪৫॥

অনুদর্শিনী। ভক্তি দ্বারাই ভগবদ্ প্রাপ্তি হয় সত্য কিন্তু ভক্তি-উদয়ানুক্রমে ভগবজ্জ্ঞানপূর্ব্বিকা প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

প্রধানীভূতা ভক্তিতে কর্ম্মমিশ্রা, জ্ঞানমিশ্রা ও যোগমিশ্রা নামে অভিহিত হন।

কর্ম্মমিশ্রা ভক্তিযাজনকারী বৈকুণ্ঠলোকে নারায়ণের সমান ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্ত হন অর্থাৎ সার্ষ্টি নাম্নী মুক্তি পান।

যোগমিশ্রা ভক্তিভাজী সংসারনাশিনী যোগসিদ্ধ-জ্ঞানানন্দদায়িনী মুক্তি প্রাপ্ত হন।

আর জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিযাজী নির্ব্বাণমুক্তি প্রাপ্ত হন।

লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ॥
গীতা ৫।২৫

অর্থাৎ যতচিত্ত, সর্ব্বভূতহিতকার্য্যে রত, সংশয় রহিত ক্ষীণ পাপ ঋষিসকল ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করেন ॥৪৫॥

ইতি স্বধর্ম্মনির্ণিক্তসত্ত্বো নির্জ্ঞাতমদ্গতিঃ।
জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নো ন চিরাৎ সমুপৈতি মাম্ ॥৪৬

অন্বয়। (ততশ্চাসৌ মুক্ত এব) ইতি (এবমুক্তেন) স্বধর্ম্মনির্ণিক্তসত্ত্বঃ (স্বধর্ম্মেণ নির্ণিক্তং শুদ্ধং সত্ত্বং যস্য সঃ অতএব) নির্জ্ঞাতমদ্গতিঃ (নির্জ্ঞাতা মম গতিরৈশ্বর্য্যং যেন সঃ) জ্ঞানবিজ্ঞান সম্পন্নঃ (জ্ঞানং শাস্ত্রীয়ং বিজ্ঞানং স্বরূপজ্ঞানং তাভ্যাং সম্পন্নঃ) ন চিরাৎ (শীঘ্রমেব) মাং সমুপৈতি (প্রাপ্নোতি) ॥৪৬॥

অনুবাদ। এইরূপে স্বধর্ম্মাচরণদ্বারা শুদ্ধসত্ত্বভাব প্রাপ্ত আমার ঐশ্বর্য্য পরিজ্ঞাত এবং জ্ঞানবিজ্ঞানযুক্ত পুরুষ অচিরেই আমাকে লাভ করেন ॥৪৬॥

বিশ্বনাথ। উপসংহরতি ইতীতি ॥৪৬॥

বঙ্গানুবাদ। উপসংহার করিতেছেন ॥৪৬॥

বর্ণাশ্রমবতাং ধর্ম্ম এষ আচারলক্ষণঃ।
স এব মদ্ভক্তিযুতো নিঃশ্রেয়সকরঃ পরঃ ॥৪৭॥

অন্বয়। (যঃ) এষঃ আচারলক্ষণঃ (পিতৃলোক-প্রাপ্তিফলঃ) বর্ণাশ্রমবতাং ধর্ম্মঃ স এব মদ্ভক্তিযুতঃ (মদর্পণেন কৃতঃ সন্) পরঃ নিঃশ্রেয়সকরঃ (মোক্ষপ্রদঃ ভবতি) ॥৪৭॥

অনুবাদ। বর্ণাশ্রমাবলম্বী পুরুষগণের যে ধর্ম্ম পিতৃলোক প্রাপ্তির সাধনরূপে আচরিত হয়, তাহাই আমাতে ভক্তিসহকারে অনুষ্ঠিত হইলে পরম মুক্তিপ্রদ হইয়া থাকে ॥৪৭॥

বিশ্বনাথ। প্রধানীভূতাং ভক্তিমুক্ত্বা গুণীভূতাং ভক্তিমাহ, বর্ণাশ্রমবতামিতি। মদ্ভক্তিযুতঃ মদর্পণেন কৃত এব। স নিঃশ্রেয়সকরঃ নির্ব্বাণমোক্ষপ্রদ ইত্যন্বয়ঃ ॥৪৭॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
একাদশেঽষ্টাদশোঽয়ং সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥
ইতি শ্রীল-বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিকৃতা শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে অষ্টাদশাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

বঙ্গানুবাদ। প্রধানীভূত ভক্তির কথা বলিয়া গুণীভূতা ভক্তি বলিতেছেন : মদ্ভক্তিযুক্ত অর্থাৎ আমাতে অর্পণপূর্ব্বক কৃত হইলে সেই ধর্ম্ম নিঃশ্রেয়সকর অর্থাৎ নির্ব্বাণমোক্ষপ্রদ হয় ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে অষ্টাদশাধ্যায়ের সাধুজন-সম্মতা ভক্তানন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনীর বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥

অনুদর্শিনী। এই শ্লোকেও স্বধর্ম্মযাজনকারীর ফলপ্রাপ্তিতে ভক্তিরই বল বর্ণনা করিতেছেন ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে অষ্টাদশাধ্যায়ের সারার্থানুদর্শিনী টীকা সমাপ্ত ॥

এতত্তেঽভিহিতং সাধো ভবান্ পৃচ্ছতি যচ্চ মাম্।
যথা স্বধর্ম্মসংযুক্তো ভক্তো মাং সমিয়াৎ পরম্ ॥৪৮॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-মেকাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধব সংবাদে যতিধর্ম্মনির্ণয়োঽষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥১৮॥

অন্বয়। (হে) সাধো (উদ্ধব,) স্বধর্ম্মসংযুক্তঃ ভক্তঃ (সন্) যথা (যেন প্রকারেণ) পরং (পরমেশ্বরং) মাং সমীয়াৎ (প্রাপ্নুয়াৎ) যৎ চ মাং ভবান্ পৃচ্ছতি তে (তুভ্যং) ময়া এতৎ (সর্ব্বং) অভিহিতং (কথিতং) ॥৪৮॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে অষ্টাদশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ সমাপ্তঃ।

অনুবাদ। হে উদ্ধব! স্বধর্ম্মাশ্রিত ভক্ত যে প্রকারে আমাকে প্রাপ্ত হয় এ বিষয়ে তুমি আমাকে যে প্রশ্ন করিয়াছিলে তাহা আমি সমগ্র তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম ॥৪৮॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে অষ্টাদশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ সমাপ্তঃ ॥

ঊনবিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ

যো বিদ্যাশ্রুতসম্পন্নঃ আত্মবান্নানুমানিকঃ।
মায়ামাত্রমিদং জ্ঞাত্বা জ্ঞানঞ্চ ময়ি সংন্যসেৎ ॥১॥

অন্বয়। শ্রীভগবান্ উবাচ—বিদ্যাশ্রুতসম্পন্নঃ (বিদ্যা অনুভবঃ তৎপর্য্যন্তেন শ্রুতেন সম্পন্নঃ) আত্মবান্ (প্রাপ্তাত্মতত্ত্বঃ) যঃ ন অনুমানিকঃ (কেবলপরোক্ষজ্ঞানবান্ ন ভবতি সঃ) ইদং (দ্বৈতং তন্নিবৃত্তিসাধনঞ্চ) ময়ি মায়ামাত্রম্ (মায়য়া এব আত্মনি অধ্যস্তং) জ্ঞাত্বা জ্ঞানং (তৎসাধনং) চ ময়ি সংন্যসেৎ ॥১॥

অনুবাদ। শ্রীভগবান্ কহিলেন—যিনি আত্মতত্ত্বজ্ঞ এবং অনুভব পর্য্যন্ত শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, কেবলমাত্র পরোক্ষ জ্ঞানবান্ নহেন, তিনি এই দ্বৈত প্রপঞ্চ ও তাহার নিবৃত্তি-সাধনকে আত্মাতে অধ্যস্ত জানিয়া তৎসাধন জ্ঞানকেও পরিত্যাগ করিয়া থাকেন ॥১॥

বিশ্বনাথ।

জ্ঞানিনঃ সাধনত্যাগো ভক্তির্ভক্তস্য শাশ্বতী।
লক্ষণঞ্চ যমাদীনামূনবিংশে নিরূপ্যতে ॥

তদেবমনাত্মবিদ্যাদূরীকরণার্থমেব নিষ্কর্ম্মজ্ঞানযোগ বৈরাগ্যাদীনি জীবস্য কর্ত্তব্যত্বেনোক্তানি। তৈঃ সাধনৈর্দূরীভূতায়ামবিদ্যায়াং বিদ্যায়াঞ্চোৎপন্নায়াং ন তৈঃ সাধনৈঃ কোঽপ্যুপযোগঃ। যথা সর্পব্যাঘ্রভূতাদ্যাবিষ্টঃ পুরুষঃ স্বং বিস্মৃত্য সর্পোঽহং ভূতোঽহমিত্যেবং যাবদাত্মানং মন্যতে তাবদেব মণিমন্ত্রমহৌষধাদীনাং প্রয়োগ উপযুজ্যতে। তত্তদাবেশে তৈস্তৈরুপায়ৈরুপশান্তে সতি অমুকোঽহমমুকস্য পুত্র ইতি স্ব স্ব ভাবে প্রাপ্তে সতি ন পুনর্ম্মন্ত্রৌষধাদিভিঃ কৃত্যমিত্যাহ,—য ইতি বিদ্যা সাংখ্যযোগতপোবৈরাগ্যময়ং জ্ঞানমবিদ্যানিবর্ত্তকং শ্রুতানি তত্তৎপ্রতিপাদকশাস্ত্রাণি তৈঃ সম্পন্নঃ। অতএব তত্তৎসাধনবশাদাত্মবান্ প্রাপ্তাত্মতত্ত্বঃ নানুমানিকঃ কেবলপরোক্ষজ্ঞানবান্ ভবতি কিন্তুপরোক্ষানুভবসহিত এব। ইদং দেহদৈহিকসর্ব্ববস্তুষু স্বাভিমননং মায়া-

মাত্রমাবিজ্ঞকমেব জ্ঞাত্বা। যদ্বা, ইদং ইদঙ্কারাস্পদং জগন্মায়িকং মায়িকত্বাদস্থিরমেবেতি জ্ঞাত্বা জ্ঞানঞ্চ জ্ঞান-সাধনং ময়ি সন্ন্যাসেৎ মৎপ্রাপ্ত্যর্থং ত্যজেৎ অয়মেব বিদ্বৎ-সন্ন্যাসো নাম ॥১॥

বঙ্গানুবাদ। উনবিংশ অধ্যায়ে জ্ঞানীর সাধন ত্যাগ, ভক্তের শাশ্বতী (নিত্রা) ভক্তি এবং যমাদির লক্ষণ নিরূপিত হইয়াছে।

এইরূপে অনাদি অবিদ্যা দূরীকরণের জন্য নিষ্কর্ম, জ্ঞান, যোগ, বৈরাগ্য প্রভৃতি জীবের কর্ত্তব্যরূপে কথিত হইয়াছে। সেই সব সাধনকর্তৃক অবিদ্যা দূরীভূত হইয়া বিদ্যা উৎপন্ন হইলে ঐ সব সাধনের আর কি উপযোগিতা? যেমন সর্প-ব্যাঘ্রভূতাদিদ্বারা আবিষ্ট পুরুষ আপনাকে বিস্মৃত হইয়া আমি সর্প, আমি ভূত—এই প্রকার আপ-নাকে যে পর্য্যন্ত মনে করে, সেই পর্য্যন্ত মণি, মন্ত্র, মহৌ-ষধ প্রভৃতির প্রয়োগ উপযোগী। সেই সেই আবেশে সেই সেই উপায়দ্বারা শান্ত হইলে আমি অমুকের পুত্র অমুক এইরূপ নিজস্বভাব প্রাপ্ত হইলে পুনরায় সেই সব মন্ত্র ঔষধাদির প্রয়োজনীয়তা থাকে না - ইহাই বলিতে ছেন। বিদ্যা—সাংখ্য, যোগ, তপঃ ও বৈরাগ্যময়, জ্ঞান অবিদ্যা নিবর্ত্তক, শ্রুত সেই সেই বিদ্যা প্রতিপাদকশাস্ত্র, তদ্দ্বারা সম্পন্ন। অতএব সেই সেই সাধনবশে আত্মবান্ অর্থাৎ যিনি আত্মতত্ত্বলাভ করিয়াছেন, নাহুমানিক অর্থাৎ যিনি কেবল পরোক্ষজ্ঞানবান্ নহেন, কিন্তু অপরোক্ষ অনুভবসহিত। ইদং অর্থাৎ দেহ ও দৈহিক সর্ব্ববস্তুতে স্বাভিমনন বা আমি ও আমার বুদ্ধি। মায়ামাত্র অর্থাৎ অবিদ্যাপ্রসূত এইরূপ জানিয়া। অথবা ইদং অর্থাৎ ইদং-কারাস্পদ (যাহাকে সাধারণতঃ ইদং বলে) মায়িক জগৎ মায়িক বলিয়া অস্থির—ইহা জানিয়া। জ্ঞান অর্থাৎ জ্ঞান-সাধনকে আমাতে সন্ন্যস্ত অর্থাৎ আমাকে লাভের জন্য ত্যাগ করিবে। ইহাই বিদ্বৎসন্ন্যাস ॥১॥

অনুদর্শিনী। অবিদ্যা দূর করিবার জন্য 'তাবৎ প্রয়োজনার্থের' ন্যায় জ্ঞানকে স্বীকার করিয়া পরিশেষে তাহাও ত্যাগ করিতে হইবে। অতএব জ্ঞানাদি সাধন ত্যাজ্য—

> কর্ম্মাশয়ং হৃদয়গ্রন্থিবন্ধ-
> মবিদ্যয়াসাদিতমপ্রমত্তঃ।
> অনেন যোগেন যথোপদেশং
> সম্যগ্ব্যপোহ্যোপরমেত যোগাৎ ॥
>
> ভাঃ ৫।৫।১৪

ভগবান্ শ্রীঋষভদেব তৎপুত্রগণকে বলিলেন—আমি যেমন (জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিদ্বারা লিঙ্গভঙ্গের) উপদেশ করি-লাম, সেইপ্রকার সাবধান হইয়া তদুপায়ের দ্বারা অবিদ্যা-জনিত কর্ম্মবাসনারূপ হৃদয়গ্রন্থিকে সম্যক্‌রূপে ছেদন করিয়া ঐ উপায় হইতেও বিরত হইবে।

"যোগ অর্থাৎ উপায় হইতে বিরত হইবে। লিঙ্গভঙ্গের জন্য বিরত হইবে কিন্তু তৎপদার্থজ্ঞানার্থের জন্য নহে। সে জন্য কিন্তু ভক্তিই করিবে। (গীতা ১৮।৫৪-৫৫) তৎপদার্থানুভবে সিদ্ধিতেও ভক্তির সর্ব্বথাই অত্যাগ—'আত্মারাম মুনিগণও শ্রীহরিগুণাকৃষ্ট হইয়া তাঁহাতে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন'—ভাঃ ১।৭।১০। ইত্যাদি প্রমাণ হইতে ব্যাখ্যেয়। অতএব কেহ কেহ বলেন যে ভক্তি ব্যতীত অন্য উপায় ত্যাজ্য।"—শ্রীবিশ্বনাথ।

মহারাজ পৃথুর আচরণেও দেখা যায় যে—

> "ছিন্নান্যধীরধিগতাত্মগতির্নিরীহঃ
> তৎ তত্যজেঽচ্ছিনদিদং বয়ুনেন যেন।"
>
> ভাঃ ৪।২৩।১২

এইরূপে তাঁহার দেহাত্মবুদ্ধি বিদূরিত হইলে তিনি আত্মতত্ত্ব অবগত হইলেন। তাহাতে তাঁহার অণিমাদি যোগৈশ্বর্য্যপ্রাপ্তি বিষয়ে আর কোন স্পৃহা রহিল না। তখন তিনি পূর্ব্বে যে জ্ঞানদ্বারা হৃদয়গ্রন্থি ছেদন করিয়া-ছিলেন, তাহাও পরিহার করিলেন। "তাবৎ প্রয়ো-জনার্থেই জ্ঞানের অঙ্গীকার, অনন্তর সেই জ্ঞানকেই ত্যাগ করিলেন"—শ্রীবিশ্বনাথ। বিদ্বৎসন্ন্যাস—

> যঃ স্বকাৎ পরতো বেহ জাতনির্ব্বেদ আত্মবান্।
> হৃদি কৃত্বা হরিং গেহাৎ প্রব্রজেৎ স নরোত্তমঃ ॥
>
> ভাঃ ১।১৩।২৭

যে আত্মজ্ঞ ব্যক্তি স্বকীয় বিবেক বা পরকীয় উপদেশ-বশতঃ বৈরাগ্যবান্ হইয়া শ্রীহরিকে হৃদয়ে ধারণপূর্ব্বক গৃহ হইতে বহির্গত হন, তিনিই নরোত্তম।

শ্রীমদ্ভাগবতে ধীর বা বিবিৎসা এবং নরোত্তম বা বিদ্বৎ দ্বিবিধসন্ন্যাসের উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে ধীর পক্ষে স্বভাব হইতে বৈরাগ্যের উদয় হয় নাই, ঘটনাচক্রে পর-কর্ত্তৃক তাহার সেই ফললাভ হইয়াছে—(ভাঃ ১।১৩।২৬) যেমন ধৃতরাষ্ট্র।

ধীর অনাত্মবিৎ আতুর সন্ন্যাসী, আর নরোত্তম—আত্মবান্, ভক্তিবিবেকী ॥১॥

———

জ্ঞানিনস্ত্বহমেবেষ্টঃ স্বার্থো হেতুশ্চ সম্মতঃ।
স্বর্গশ্চৈবাপবর্গশ্চ নান্যোঽর্থো মদৃতে প্রিয়ঃ ॥২॥

অন্বয়। (অত্র হেতুমাহ) (যস্মাৎ) অহম্ এব জ্ঞানিনঃ ইষ্টঃ (অপেক্ষিতঃ) স্বার্থঃ (ফলং) হেতুঃ (তৎ-সাধনং) চ স্বর্গঃ (অভ্যুদয়ঃ) চ অপবর্গঃ (সংসারনিবৃত্তিঃ) চ সম্মতঃ (অতঃ তস্য) মদৃতে (মাং বিনা) প্রিয়ঃ ন অন্যঃ (কশ্চিৎ) অর্থঃ (প্রাপ্যং কৃত্যং বা নাস্তি) ॥২॥

অনুবাদ। যে হেতু আমিই জ্ঞানিগণের একমাত্র অভীষ্ট ফল, তৎসাধন, অভ্যুদয় ও সংসারনিবৃত্তিরূপে সম্মত, অতএব আমা ব্যতীত তাহাদিগের অন্য কোন প্রাপ্য প্রিয়বস্তু বা সাধন নাই ॥২॥

বিশ্বনাথ। নমু জ্ঞানমিব কিং ভক্তিমপি সন্ন্যসেত্তত্র ন হি ন হীত্যাহ,—জ্ঞানিন ইতি। অহমেবেষ্টঃ যজন-বিষয়ীভূতঃ কথং মদ্যজনং ত্যজেৎ স্বার্থঃ স্বাপেক্ষিতং ফলমহমেব হেতুস্তৎসাধনঞ্চেতি কথং মদ্ভক্তিং ত্যজেৎ সম্মত ইত্যেতৎ প্রমাণমেব। যদুক্তং ময়ৈব—"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা" ইত্যনন্তরং "ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ। ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥" ইতি বক্ষ্যতে চ। অত্রাপি ভজ মাং ভক্তিভাবিত ইতি। স্বর্গঃ সুখহেতুঃ অপবর্গঃ দুঃখাভাব-হেতুশ্চ জ্ঞানিনঃ পরমসাধন সাধ্যরূপোঽহমেব স্ফুরামীতি সন্দর্ভঃ ॥২॥

বঙ্গানুবাদ। আচ্ছা, জ্ঞানের ন্যায় কি ভক্তিকে ত্যাগ করিতে হইবে? তদুত্তরে না, না, ইহাই বলিতেছেন। আমি ইষ্ট অর্থাৎ যজনের বিষয়ীভূত, আমার যজন কিজন্য ত্যাগ করিবে? স্বার্থ—স্বাপেক্ষিত-ফল আমিই ও হেতু তৎসাধন। অতএব কিরূপে আমার ভক্তি ত্যাগ করিবে? সম্মত—ইহাই প্রমাণ। যেমন আমিই বলিয়াছি—'ব্রহ্মভূতঃপ্রসন্নাত্মা' ইহার পর 'ভক্তি-দ্বারা আমার তত্ত্ব ও আমি কে ইহা সম্যক্ জানেন। আমাকে তত্ত্বতঃ জানিয়া তাহার পরে সেই তত্ত্বে প্রবিষ্ট হন'। (গীতা ১৮।৫৪-৫৫)। আর পরে বলা হইতেছে—(ভাঃ ১১।১৯।৫) 'ভক্তিভাবে আমার ভজনা কর'। স্বর্গ অর্থাৎ সুখহেতু ও অপবর্গ অর্থাৎ দুঃখাভাবহেতু, জ্ঞানীর পরম সাধন সাধ্যরূপ আমিই স্ফূর্ত্তিলাভ করিতেছি, ক্রম-সন্দর্ভ ॥২॥

অনুদর্শিনী। ভগবদ্বিস্মৃতির নাম অজ্ঞান এবং ভগবৎস্মৃতির নাম জ্ঞান। অজ্ঞানবশতঃ জীবের দেহে আত্মবুদ্ধি এবং জ্ঞানে সেই মিথ্যাবুদ্ধির নাশ ও স্বস্বরূপে আত্মবুদ্ধি। সুতরাং নিজস্বরূপ ও পরস্বরূপ বা ভগবৎ-স্বরূপের অনুভব পর্য্যন্ত জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা। কিন্তু সেই পরমাত্মার প্রতি জীবাত্মার স্বাভাবিক অনুরাগের নামই ভক্তি। সেই ভক্তি জীবাত্মার নিত্যাবৃত্তি। অতএব উহা ত্যাগের বস্তু নহে।

শ্রীভগবানই একমাত্র ভজনীয় বস্তু। নিজ প্রয়োজন স্বর্গসুখ বা সংসারনিবৃত্তিরূপ মোক্ষ সমস্তই তাহাতে পর্য্যবসিত হয়। সুতরাং কর্ম্মজ্ঞানবিমুক্ত ভক্ত্যাশ্রিত জনগণের ভগবান্ ব্যতীত অন্য কোন প্রয়োজন নাই ॥২॥

———

জ্ঞানবিজ্ঞানসংসিদ্ধাঃ পদং শ্রেষ্ঠং বিদুর্মম।
জ্ঞানী প্রিয়তমোঽতো মে জ্ঞানেনাসৌ বিভর্ত্তি মাম্ ॥৩॥

অন্বয়। জ্ঞানবিজ্ঞানসংসিদ্ধাঃ (জ্ঞানবিজ্ঞানাভ্যাং সংসিদ্ধাঃ বিশুদ্ধান্তঃকরণাঃ) মম পদং (পাদপদ্মমেব) শ্রেষ্ঠং বিদুঃ (জানন্তি) অসৌ (জ্ঞানী) জ্ঞানেন মাং বিভর্ত্তি (পুষ্ণাতি, সুখয়তি) অতঃ জ্ঞানী মে প্রিয়তমঃ (ভবতি) ॥৩॥

অনুবাদ। জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরা আমার পাদপদ্মকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানেন। জ্ঞানী ব্যক্তি জ্ঞান-দ্বারা আমার সুখ সম্পাদন করায় তিনি আমার পরম প্রিয় ॥৩॥

বিশ্বনাথ। অত্র প্রাচাং জ্ঞানিনামনুভবং প্রমাণ-য়তি,—জ্ঞানেতি। শ্রেষ্ঠং পদং মৎস্বরূপমিত্যর্থঃ। মম পদং চরণারবিন্দমেব শ্রেষ্ঠং বিদুর্জানন্তি ন তু ব্রহ্মতত্ত্বং তস্যারবিন্দনয়নস্যেত্যাদেরিতি সন্দর্ভঃ। এতাদৃশজ্ঞানী তু মম প্রিয়তমঃ ॥৩॥

বঙ্গানুবাদ। এস্থলে পূর্ব্ব জ্ঞানিগণের অনুভব প্রমাণ করিতেছেন। শ্রেষ্ঠ পদ অর্থাৎ আমার স্বরূপ। আমার পদ বা চরণারবিন্দকেই জানেন, ব্রহ্মতত্ত্ব নহে, সেই অরবিন্দনয়নের ইত্যাদি ক্রমসন্দর্ভ। এইরূপ জ্ঞানী আমার প্রিয়তম।

অনুদর্শিনী। প্রাচীন জ্ঞানিগণ—শ্রীসনকাদি এবং শ্রীশুকদেবাদি ব্রহ্মতত্ত্ব অপেক্ষা আমার পাদপদ্মকে শ্রেষ্ঠ জানেন।

শ্রীসনকাদি—

'তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-
কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ'॥
(ভাঃ ৩।১৫।৪৩)

সেই অরবিন্দ নেত্র-ভগবানের পদকমলের কিঞ্জল্কমিশ্রিত তুলসীর গন্ধ-যুক্তবায়ু চতুঃসনের নাসিকারন্ধ্র যোগে অন্তর্গত হইয়া ব্রহ্মানন্দে মগ্ন তাঁহাদিগের চিত্ত ও তনুর ক্ষোভ উৎপন্ন করিয়াছিল।

সনকাদ্যের কৃষ্ণকৃপায় সৌরভে হরে মন।
গুণাকৃষ্ট হঞা করে নির্ম্মল ভজন ॥ চৈঃ চঃ ম. ২৪ পঃ

শ্রীশুক--

"স্বসুখনিভৃতচেতাস্তদ্ব্যুদস্তান্যভাবো
২প্যজিতরুচিরলীলাকৃষ্টসারস্তদীয়ম্।
ব্যতনুত কৃপয়া যস্তত্ত্বদীপং পুরাণং
তমখিলবৃজিনঘ্নং ব্যাসসূনুং নতোঽস্মি ॥"
ভাঃ ১২।১২।৬৯

যিনি প্রথমে ব্রহ্মসুখে নিভৃতচিত্ত ছিলেন এবং পরে সেই সুখ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৃষ্ণের মাধুর্য্যময় লীলাকৃষ্ট হইয়া কৃষ্ণসম্বন্ধী তত্ত্বদীপস্বরূপ শ্রীভাগবতপুরাণ বিস্তার করিয়াছিলেন, সেই অখিল পাপনাশী শুকদেব ব্যাসপুত্র শ্রীশুককে আমি নমস্কার করি।

এইরূপ জ্ঞানী ভগবানের প্রিয়তম—

কর্ম্মিভ্যঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তয়া ব্যক্তিং যযুর্জ্ঞানিন
স্তেভ্যো জ্ঞানবিমুক্তভক্তিপরমাঃ,' । উপদেশামৃত

সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মী হইতে চিদনুসন্ধানকারী জ্ঞানী কৃষ্ণের প্রিয়। সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানী অপেক্ষা জ্ঞানবিমুক্ত ভক্ত কৃষ্ণের প্রিয়।

শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন——

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তি র্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥
গী ৭।১৭

তাহাদের মধ্যে নিত্যযুক্ত এক ভক্তিমান জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ। আমি এইরূপ জ্ঞানীর অত্যন্ত প্রিয় বলিয়া জ্ঞানীও আমার প্রিয়।

"যদি প্রশ্ন হয় যে, জ্ঞানের বৈয়র্থ্যভয়ে সকল জ্ঞানীই আপনার ভজন করে তদুত্তরে (ভগবান্) বলিতেছেন—একা অর্থাৎ মুখ্যা বা প্রধানীভূতা ভক্তিই যাহার, কিন্তু অন্যজ্ঞানিগণের ন্যায় জ্ঞানই প্রধানীভূত নহে (যাহার) তিনি। অথবা একা ভক্তিতে আসক্তি থাকায় তিনি নাম-মাত্রই জ্ঞানী। এবম্ভূত জ্ঞানীর শ্যামসুন্দর আমি অতিশয় প্রিয়, সাধনসাধ্যদশায় পরিত্যাগে অসমর্থ। যাহারা যেরূপে আমাতে প্রপন্ন হয়—এই ন্যায়ে সে আমারও প্রিয়"। শ্রীল বিশ্বনাথ ॥৩॥

তপস্তীর্থং জপো দানং পবিত্রাণীতরাণি চ।
নালং কুর্ব্বন্তি তাং সিদ্ধিং যা জ্ঞানকলয়া কৃতা ॥৪॥

অন্বয়। (তস্ম জ্ঞানং স্তৌতি) জ্ঞানকলয়া (জ্ঞানস্য কলয়া লেশেন) যা (সিদ্ধিঃ) কৃতা তপঃ তীর্থং জপঃ (মন্ত্রাণাং) দানম্ ইতরাণি (অন্যানি) পবিত্রাণি

(পুণ্যকর্ম্মাণি চ) তাং সিদ্ধিং ন অলং কুর্ব্বন্তি (ন অত্যর্থং কুর্ব্বন্তি) ॥৪॥

অনুবাদ। ভগবজ্জ্ঞানের লেশমাত্রদ্বারা যে সিদ্ধির উদয়, তপস্যা, তীর্থসেবা, জপ, দান অথবা অন্যান্য পুণ্যকর্ম্মাদি সেরূপ সিদ্ধির উৎপাদনে তাদৃশ সমর্থ হয় না ॥৪॥

বিশ্বনাথ। জ্ঞানস্য কলয়া লবেনাপি ॥৪॥

বঙ্গানুবাদ। জ্ঞানকলা অর্থাৎ জ্ঞানলব বা বিন্দুদ্বারা ॥৪॥

অনুদর্শিনী। সেই জ্ঞানের প্রশংসা করিতেছেন ভগবজ্জ্ঞানের বিন্দুদ্বারাই জীবের পরমমঙ্গল লাভ হয় ॥৪॥

তস্মাজ্জ্ঞানেন সহিতং জ্ঞাত্বা স্বাত্মানমুদ্ধব।
জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নো ভজ মাং ভক্তিভাবতঃ ॥৫॥

অন্বয়। (হে) উদ্ধব, তস্মাৎ জ্ঞানেন সহিতং (তৎপর্য্যন্তং যথা ভবতি তথা) স্বাত্মানং জ্ঞাত্বা জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নঃ (সন্) ভক্তিভাবিতঃ (ভক্তিভাবেন) মাং (এব) ভজ (অন্যৎ সর্ব্বং ত্যজেত্যর্থঃ) ॥৫॥

অনুবাদ। হে উদ্ধব, অতএব জ্ঞানের সহিত তদবধিভূত আত্মবস্তুকে অবগত হইয়া জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নচিত্তে ভক্তিভাবে আমারই ভজনা কর ॥৫॥

বিশ্বনাথ। মামেব ভজ অন্যৎ সর্ব্বং ত্যজেতি স্বামিচরণাঃ ॥৫॥

বঙ্গানুবাদ। আমাকেই ভজনা কর, অন্য সর্ব্ব ত্যাগ কর (শ্রীধরস্বামিপাদ) ॥৫॥

অনুদর্শিনী। অন্য সর্ব্ব অর্থাৎ মোক্ষপর্য্যন্ত ত্যাগ কর ॥৫॥

জ্ঞানবিজ্ঞানযজ্ঞেন মামিষ্ট্বাত্মানমাত্মনি।
সর্ব্বযজ্ঞপতিং মাং বৈ সংসিদ্ধিং মুনয়োঽগমন্ ॥৬॥

অন্বয়। (তত্র প্রত্যয়ার্থং পূর্ব্বেষাং বৃত্তমাহ—) মুনয়ঃ জ্ঞানবিজ্ঞানযজ্ঞেন (জ্ঞানবিজ্ঞানে এব যজ্ঞঃ তেন) আত্মনি (জীবাত্মনি) সর্ব্বযজ্ঞপতিং আত্মানম্ (পরমাত্মানম্) মাং ইষ্ট্বা মাং বৈ (মামেব) সংসিদ্ধিম্ অগমন্ (প্রাপ্তাঃ) ॥৬॥

অনুবাদ। পুরাকালে মুনিগণ জ্ঞানবিজ্ঞানরূপ যজ্ঞদ্বারা আত্মাতে সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর পরমাত্মারূপ আমার পূজা করিয়া মৎস্বরূপ সংসিদ্ধিই লাভ করিয়াছেন ॥৬॥

বিশ্বনাথ। জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন এব কস্তত্রাহ,—জ্ঞানবিজ্ঞানযজ্ঞেন পরোক্ষজ্ঞানরূপযজ্ঞেন সর্ব্বযজ্ঞপতিং মামাত্মানং পরমাত্মানমাত্মন্যেবেষ্ট্বা মুনয়ঃ সংসিদ্ধিমগমন্। এবম্ভূতাঃ সংসিদ্ধিং গতাঃ প্রাচীনা মুনয় এব জ্ঞানবিজ্ঞানাভ্যাং সম্পন্না উচ্যন্তে ইত্যর্থঃ ॥৬॥

বঙ্গানুবাদ। জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন কে ? সেই বিষয়ে বলিতেছেন। জ্ঞানবিজ্ঞানযজ্ঞ অর্থাৎ পরোক্ষজ্ঞানরূপ যজ্ঞদ্বারা সর্ব্বযজ্ঞপতি আমাকে আত্মা বা পরমাত্মাকে আত্মাতে যজন করিয়া মুনিগণ সংসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। এইরূপ সংসিদ্ধিপ্রাপ্ত প্রাচীন মুনিগণই জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন ॥৬॥

অনুদর্শিনী। জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে। গীঃ ৯।১৫

অন্যে জ্ঞানরূপ যজ্ঞ যজনপূর্ব্বক আমার উপাসনা করেন।

ভগবানই যজ্ঞপতি—

শ্রিয়ঃপতির্যজ্ঞপতিঃ প্রজাপতি
র্ধিয়াং পতির্লোকপতির্ধরাপতিঃ।
পতির্গতিশ্চান্ধকবৃষ্ণিসাত্বতাং
প্রসীদতাং মে ভগবান্ সতাংপতিঃ ॥

ভাঃ ২।৪।২০

শ্রীশুকদেব কহিলেন—সেই পরমেশ্বর লক্ষ্মীপতি, তিনিই যজ্ঞপতি, সকল প্রজাবর্গের অধিপতি, বুদ্ধিসমূহের পতি, ভুবনসমূহের পতি এবং ধরাপতি। তিনি অন্ধক, বৃষ্ণি ও ভক্তগণের একমাত্র পতি ও গতি। সেই সাধু সকলের পতি শ্রীভগবান্ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥৬॥

যদ্যুদ্ধবাশ্রয়তি যস্ত্রিবিধো বিকারো
মায়ান্তরাপততি নাদ্যপবর্গয়োর্যৎ।
জন্মাদয়োঽস্য যদমী তব তস্য কিংস্যু্-
রাদ্যন্তয়োর্যদসতোঽস্তি তদেব মধ্যে ॥৭॥

অন্বয়। (তদেব জ্ঞানং সংক্ষেপত উপদিশতি) (হে) উদ্ধব, ত্রিবিধঃ (আধ্যাত্মিকাদিঃ) যঃ বিকারঃ (দেহাদিঃ) ত্বয়ি আশ্রয়তি (প্রতীয়তে সঃ) মায়া (নতু পরমার্থঃ) যৎ (যস্মাৎ) অন্তরা (মধ্য এব) আপততি (রজ্জৌ সর্পমালাদিবৎ) আদ্যপবর্গয়োঃ ন (ন তু আদাবন্তে চ অস্তি অতঃ) যৎ (যদা) অস্য (বিকারস্য) অমী (জন্মাদয়ঃ) স্যুঃ (তদা) তস্য তব (অধিষ্ঠানভূতস্য) কিং (ন কিঞ্চিদিত্যর্থঃ) অসতঃ (সর্পাদেঃ) আদ্যন্তয়োঃ যৎ অস্তি (রজ্জ্বাদি) তৎ (রজ্জ্বাদি) এব মধ্যে (অপি ন তু সর্পাদি তদ্বদয়ং বিকারো নাস্তীত্যর্থঃ) ॥৭॥

অনুবাদ। হে উদ্ধব, আধ্যাত্মিকাদি যে ত্রিবিধ বিকার তোমাকে আশ্রয় করিয়াছে, তাহা মায়ামাত্র জানিবে। যেহেতু বর্ত্তমানকালেই রজ্জুতে,সর্পাদি প্রতীতির ন্যায় (কেবল দেহধারণমাত্র সময়ে) উহার প্রতীতি হইতেছে, পরন্তু আদি ও অন্তে উহা লক্ষিত হয় না। দেহই জন্মাদিবিকারধর্ম্মা, আত্মা বিকারধর্ম্মা নয়, অতএব তৎকালে তোমার কোন ক্ষতি নাই। যেমন রজ্জুতে সর্প বুদ্ধির আদি, অন্তে ও মধ্যে রজ্জুই থাকে, সর্প থাকে না, তদ্রূপ বিকারসমূহেরও বস্তুতঃ কোন সত্তা নাই ॥৭॥

বিশ্বনাথ। এবমুক্তলক্ষণো জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নো মাং ভজন্ জ্ঞানী পরাং কাষ্ঠাং প্রাপ্তো হতিদূরে বর্ত্ততাং। ত্বন্ত তৎপদার্থং জ্ঞাত্বৈবাবিদ্যোত্তীর্ণো ভবেত্যুদ্ধবং লক্ষ্যকৃত্য সর্ব্বলোকমাহ, ত্বয়ীতি। হে উদ্ধব, ত্বয়ি জীবাত্মনি যস্ত্রিবিধস্ত্রিগুণময়ো বিকারো দেহাধ্যাস আশ্রয়তি ত্বামাশ্রিতোঽয়মধ্যাসো যো বর্ত্তত ইত্যর্থঃ। স মায়া অবিদ্যৈব অবিদ্যাকার্য্য ইত্যর্থঃ। অন্তরা মধ্যে এব আপততি প্রাপ্তো ভবতীতি নায়ং তবৌৎপত্তিকো ধর্ম্ম ইতি ভাবঃ। যতো নাদ্যাপবর্গয়োরাদাবন্তে চ স নাস্তীত্যর্থঃ। তব চিদ্রূপত্বাৎ তস্য জড়রূপত্বাদিতি ভাবঃ। যদমী দেহস্য জন্মাদয়স্তে তস্য চিদাত্মনস্তব কিং স্যুন স্যুরেব। কথং ত্বং জাতোঽহং মৃতোঽহমহং সুখী দুঃখীত্যাত্মানং মন্যসে ইতি ভাবঃ। ননু যদা মে দেহসম্বন্ধো নাসীৎ, যদা চ জ্ঞানেনাপযাস্যতি তদৈবাহং দেহাতিরিক্তো ভবিতুং শক্নুয়ামধুনা তু দেহ এবাহমিত্যত আহ,—অসতো ভ্রমপ্রতীতত্বাদসত্যস্য বস্তুনঃ আদ্যন্তয়োর্যৎ সত্যং বস্তুমধ্যেঽপি তদেব। যথা ব্যাঘ্রাবিষ্টপুরুষস্য ব্যাঘ্রত্বং প্রতীতিকালেঽপি পুরুষত্বমেব সত্যং ন তু ব্যাঘ্রত্বম্। অত্র জীবস্যাবিদ্যাসম্বন্ধসময়াজ্ঞানাদেবানাদ্যবিদ্যাসম্বন্ধ ইতি সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধিঃ অন্যথা অবিদ্যাসম্বন্ধস্য সর্ব্বথৈবানাদিত্বে সতি স্বরূপত্বপ্রসক্তৌ জ্ঞানেনাপি ন তদপগমঃ স্যাৎ। মুক্তির্নাম জীবস্য স্বরূপহানিরিতিমতঞ্চ সদ্ভির্নাদৃতম্ ॥৭॥

বঙ্গানুবাদ।- এইপ্রকার লক্ষণযুক্ত জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন আমাকে ভজন করিয়া পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত জ্ঞানী অতিদূরে থাকুন, তুমি সেই পদার্থ জানিয়া অবিদ্যা উত্তীর্ণ হও— ইহা উদ্ধবকে লক্ষ্য করিয়া সকল লোককেই বলিতেছেন। হে উদ্ধব, তোমাতে অর্থাৎ জীবাত্মাতে যে ত্রিবিধ অর্থাৎ ত্রিগুণময় বিকার অর্থাৎ দেহাধ্যাস আশ্রয় করিয়াছে, তোমাতে আশ্রয়প্রাপ্ত এই অধ্যাস যাহা আছে, তাহা মায়া বা অবিদ্যার কার্য্য। অন্তরা অর্থাৎ মধ্যে আপতিত অর্থাৎ প্রাপ্ত হয়। ইহা তোমার ঔৎপত্তিক ধর্ম্ম নহে। যেহেতু আদ্যপবর্গ অর্থাৎ আদি ও অন্তে উহা নাই। তুমি চিদ্রূপ বলিয়া ও উহা জড়রূপ বলিয়া। এই যে দেহের সব জন্মাদি, ইহারা চিদাত্মক তোমার কি থাকিবে? থাকিবে না। কেন তুমি—আমি জাত, আমি মৃত, আমি সুখী, আমি দুঃখী ইত্যাদি ভাবে নিজেকে মনে করিতেছ? যদি বল যে সময়ে আমার দেহসম্বন্ধ ছিল না, যে সময়ে উহা জ্ঞানসহযোগে দূরে যাইবে, তখনই আমি দেহাতিরিক্ত হইতে পারি, এখন কিন্তু আমি দেহই— তাহার উত্তর, অসৎ অর্থাৎ ভ্রম প্রতীত বলিয়া অসত্য বস্তুর আদি ও অন্তে যে সত্য বস্তু, মধ্যেও তাহাই। যেমন ব্যাঘ্রদ্বারা আবিষ্ট পুরুষের ব্যাঘ্রত্ব প্রতীতিকালেও পুরুষত্বই সত্য ব্যাঘ্রত্ব নহে। জীবের অবিদ্যা সম্বন্ধের সময়ে অজ্ঞান জন্যই অনাদি অবিদ্যাসম্বন্ধ ইহাই লোক-

প্রসিদ্ধি, অন্যথা অবিদ্যাসম্বন্ধের সর্ব্বথাই অনাদিত্ব থাকিলে স্বরূপত্ব প্রসক্তি হইলে জ্ঞান দ্বারা তাহার অপগম সম্ভবপর নহে। মুক্তি জীবের স্বরূপহানি—এই মত সাধুগণ কর্ত্তৃক আদৃত নহে ॥৭॥

অনুদর্শিনী। জীব—চিৎকণ, দেহ—জড়। সুতরাং দেহের ধর্ম্ম জন্মাদি জীবাত্মার ধর্ম্ম নহে। অজ্ঞান হইতেই দেহে আত্মবুদ্ধি। উহাই অধ্যাস অর্থাৎ অনিত্যে নিত্য বুদ্ধি।

জীবের অবিদ্যাসম্বন্ধে অজ্ঞানবশতঃ দেহে 'আমি' বুদ্ধি হইলেও জীবস্বরূপের অস্তিত্বের,সত্যত্বের বা নিত্যত্বের হানি হয় না। অর্থাৎ বদ্ধাবস্থার পূর্ব্বে এবং বন্ধনমুক্তির পরেও জীবের যে স্বরূপ ছিল বা থাকিবে বদ্ধাবস্থায়ও সেই নিত্য স্বরূপই বিদ্যমান। কেন না, জীবাত্মা—নিত্য, সনাতন শাশ্বত, অব্যয় ও অক্ষয়। কিন্তু জীবাত্মার বন্ধনের পূর্ব্বে ঐ অধ্যাস ছিল না বলিয়া এবং মোচনের পর উহা থাকিবে না বলিয়া ঐ অধ্যাসই আত্যন্তঃবিশিষ্ট। জীবের ঔৎপত্তিক বা নিত্যধর্ম্ম—ভগবানের সেবা। দেহধর্ম্ম তাৎকালিক এবং অনিত্য। অতএব "মুক্তি শব্দে জীবাত্মার নাশ নহে—কিন্তু শুদ্ধ জীবস্বরূপে বা কাহার কাহারও ভগবৎ পার্ষদরূপে অবস্থান।"—শ্রীবিশ্বনাথ।

"মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ।।
ভাঃ ২।১০।৬

অর্থাৎ মায়িক স্থূল সূক্ষ্মরূপদ্বয় পরিহার করিয়া শুদ্ধ জৈবস্বরূপে অবস্থানের নাম মুক্তি।

'মুক্তিং ভক্তিমৎপার্ষদত্বং' 'বিষ্ণোরনুচরত্বং হি মোক্ষমাহুর্মনীষিণঃ' পাদ্মোত্তরখণ্ডে। মুক্তি অর্থাৎ ভক্তিমৎ পার্ষদত্ব। শ্রীবিষ্ণুর অনুচরত্বকেই মনীষিগণ মোক্ষ বা মুক্তি বলিয়া থাকেন।

অতএব সাধুগণ জীবের স্বরূপহানিকে মুক্তি বলেন না বা উহার আদর করেন না।

জীবের স্বরূপ নাশরূপ মুক্তিবাদী সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুর কৃপাপ্রাপ্তির পর ভক্তিমান্ হইয়া বলিতেছেন—

যদ্যপি মুক্তি হয় এই পঞ্চপ্রকার।
সালোক্য-সামীপ্য-সারূপ্য সার্ষ্টি সাযুজ্য আর ॥
'সালোক্যাদি' চারি যদি হয় সেবা-দ্বার।
তবু কদাচিৎ ভক্ত করে অঙ্গীকার ॥
সাযুজ্য শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণা ভয়।
'নরক' বাঞ্ছয়ে তবু সাযুজ্য না লয় ॥
ব্রহ্মে ঈশ্বরে সাযুজ্য দুই ত' প্রকার।
ব্রহ্ম সাযুজ্য হৈতে ঈশ্বর সাযুজ্য ধিক্কার ॥
যদ্যপি 'মুক্তি' শব্দের হয় পঞ্চবৃত্তি।
'রূঢ়িবৃত্ত্যে' কহে তবে 'সাযুজ্যে' প্রতীতি ॥
মুক্তিশব্দ কহিতে মনে হয় ঘৃণা ত্রাস।
ভক্তিশব্দ কহিতে মনে হয় ত' উল্লাস ॥
চৈঃ চঃ ম ৬প ॥৭॥

——

শ্রীউদ্ধব উবাচ

জ্ঞানং বিশুদ্ধং বিপুলং যথৈতদ-
বৈরাগ্যবিজ্ঞানযুতং পুরাণম্।
আখ্যাহি বিশ্বেশ্বর বিশ্বমূর্ত্তে
ত্বদ্ভক্তিযোগঞ্চ মহদ্বিমৃগ্যং ॥৮॥

অন্বয়। (জ্ঞানাদের্বিশেষং জিজ্ঞাসুঃ পৃচ্ছতি) শ্রীউদ্ধবঃ উবাচ (হে) বিশ্বেশ্বর, (হে) বিশ্বমূর্ত্তে, বৈরাগ্য-বিজ্ঞানযুতং এতৎ বিশুদ্ধং জ্ঞানং যথা (যেনপ্রকারেণ) বিপুলং (নিশ্চিতং যথা ভবতি তথা) মহদ্বিমৃগ্যং (মহদ্ভি-র্ব্রহ্মাদিভির্বিমৃগ্যং) ত্বদ্ভক্তিযোগং চ (বিস্তারেণ) আখ্যাহি ।৮॥

অনুবাদ। শ্রীউদ্ধব কহিলেন—হে বিশ্বেশ্বর, হে বিশ্বমূর্ত্তে, ব্রহ্মাদি কর্ত্তৃক অন্বেষণীয় বৈরাগ্য ও বিজ্ঞানযুক্ত আপনার এই বিশুদ্ধ জ্ঞান এবং মহত্তর ভক্তিযোগ সম্যগ্‌রূপে বর্ণন করুন ॥৮।

বিশ্বনাথ। ত্বম্পদার্থজ্ঞানং শ্রুত্বা তৎপদার্থজ্ঞান-বিজ্ঞানে স বৈরাগ্যে পৃচ্ছংস্তন্মাত্রেণাপ্যপরিতোষাৎ সর্ব্ব-দুর্ল্লভং ভক্তিযোগঞ্চ পৃচ্ছতি,—জ্ঞানমিতি। বিশুদ্ধং ত্বম্পদার্থ-জ্ঞানাতীতং বিপুলং তৎপদার্থবিষয়ত্বাৎ বৃহত্তরং পুরাণং প্রাচীন-জ্ঞানিসম্মতং। তথৈব সম্বোধয়তি,—হে বিশ্বেশ্বর, বিশ্বমূর্ত্তে ইতি। বিশ্বস্য মিথ্যাত্বে তদৈশ্বর্য্যং তন্মূর্ত্তিত্বঞ্চ

বৃথৈবেতি ভাবঃ। মহদ্ভিঃ শুকসনকাদিভিরপি বিশেষতো মৃগ্যং জ্ঞানাত্তমিশ্রং শুদ্ধমিত্যর্থঃ ॥৮॥

বঙ্গানুবাদ। 'ত্বং' পদার্থ-জ্ঞান শুনিয়া সবৈরাগ্য 'তৎ' পদার্থ-জ্ঞান বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া সেই মাত্রে পরিতুষ্ট না হইয়া সর্ব্বদুর্লভ ভক্তিযোগও জিজ্ঞাসা করিতেছেন। বিশুদ্ধ 'ত্বং' পদার্থজ্ঞানের অতীত। বিপুল 'তৎ' পদার্থ বিষয়ে বৃহত্তর। পুরাণ অর্থাৎ প্রাচীন জ্ঞানিগণের সম্মত জ্ঞান। সেই ভাবেই সম্বোধন করিতেছেন—হে বিশ্বেশ্বর, বিশ্বমূর্ত্তে। বিশ্ব মিথ্যা হইলে তাহার ঈশ্বরতা, তাহার মূর্ত্তিত্ব বৃথাই। মহাপুরুষ—শুকসনকাদি-কর্তৃকও বিশেষভাবে মৃগ্য (অন্বেষণযোগ্য) জ্ঞানাদি অমিশ্র শুদ্ধ ॥ ৮ ॥

অনুদর্শিনী। সর্ব্বলোকহিতকামী ভক্তপ্রবর উদ্ধব 'ত্বং' পদার্থ অর্থাৎ জীবস্বরূপের জ্ঞান শুনিয়া 'তৎ' পদার্থ অর্থাৎ পরমেশ্বরের জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা জিজ্ঞাসা করিবার মুখে বলিতেছেন—সেই জ্ঞান জৈবজ্ঞানের অতীত বৃহত্তর এবং প্রাচীন জ্ঞানিগণসম্মত।

'তৎ' পদার্থ জ্ঞান-বিজ্ঞান—

জ্ঞানং বিশুদ্ধং পরমার্থমেক-
মনন্তরন্ত্ববহির্ব্রহ্ম সত্যম্।
প্রত্যক্ প্রশান্তং ভগবচ্ছব্দসংজ্ঞং
যদ্বাসুদেবং কবয়ো বদন্তি। (ভাঃ ৫।১২।১১)

শ্রীজড়ভরত রাজা রহূগণকে বলিলেন—সেই জ্ঞান বিশুদ্ধ, পরমার্থ, এক, সর্ব্বব্যাপক ও নির্ব্বিকল্প এবং প্রত্যক্ ও প্রশান্ত এবং সেই জ্ঞানের পূর্ণ প্রতীতির নাম ভগবান্; কবিগণ তাঁহাকেই 'বাসুদেব' বলেন।

অর্থাৎ 'অদ্বয় জ্ঞানই সত্য। সেই জ্ঞানের প্রথম প্রতীতি ব্রহ্ম—নির্ব্বিকল্প ব্রহ্মশব্দ বাচ্য, জ্ঞানিগণের উপাস্য। প্রত্যক্, প্রশান্ত, সেই জ্ঞানের দ্বিতীয় প্রতীতি পরমাত্মা শব্দবাচ্য, যোগিগণের উপাস্য এবং সেই জ্ঞানের পূর্ণ প্রতীতির নাম ভগবান্ যিনি ভক্তগণের উপাস্য। এই তিনরূপ এই বসুদেবনন্দন বাসুদেবকেই বলা হয়।'—শ্রীবিশ্বনাথ।

এই বিশুদ্ধজ্ঞানকে কেহ বিবর্ত্তবাদাদির অনুরূপ বিবেচনা না করেন সেই জন্য সুচতুর উদ্ধব শ্রীভগবান্‌কে বিশ্বেশ্বর ও বিশ্বমূর্ত্তি শব্দদ্বয়ে সম্বোধন করিয়াছেন। কেননা, বিবর্ত্তবাদে বিশ্বকে মিথ্যা এবং ভগবন্মূর্ত্তিকে মায়াময় বলে এবং তাহা ভক্তিযোগ-নাশক। অতএব এই বিজ্ঞান সেই বিবর্ত্তবাদদোষশূন্য এবং বিশেষতঃ শুকসনকাদি ভক্তিমহাজনগণ-কর্তৃক অন্বেষণীয় ॥ ৮ ॥

তিনতত্ত্ব ভিন্ন নহে, অদ্বয়—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥
ভাঃ ১।২।১১

তত্ত্ববিদ্‌গণ অদ্বয়জ্ঞানকে তত্ত্ব বলেন। সেই অদ্বয় জ্ঞানের প্রথম প্রতীতি ব্রহ্ম, দ্বিতীয় প্রতীতি পরমাত্মা এবং তৃতীয় প্রতীতি ভগবান্।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই ব্রহ্ম—

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥
ভাঃ ১০।১৪।৩২

ব্রহ্মা বলিলেন—পরমানন্দস্বরূপ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন যাহাদের মিত্র, সেই নন্দগোপপ্রমুখ ব্রজবাসিগণের কি মহাভাগ্য। কি মহাভাগ্য!

"ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্"। গী ১৪।২৭
আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়।

শ্রীকৃষ্ণই পরমাত্মা—

কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে।
প্রণতক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ ভাঃ ১০।৭৩।১৬

জরাসন্ধ-কর্তৃক অবরুদ্ধ বিংশতি সহস্র অষ্টশত সংখ্যক নৃপতি শ্রীকৃষ্ণকৃপায় মুক্ত হইয়া তাঁহার স্তব করিতেছেন—হে প্রভো! আমরা প্রণতজনদুঃখহর, গোবিন্দ, পরমাত্ম-স্বরূপ, বাসুদেব, শ্রীহরি কৃষ্ণ আপনাকে প্রণাম করিতেছি।

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥গী ১০।৪২

'হে অর্জুন, অধিক কি বলিব, আমি এক অংশে পরমাত্মরূপে অখিল জগতে প্রবিষ্ট হইয়া অবস্থিত।

শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্—

তততু ভগবান্ কৃষ্ণোবয়স্যৈর্ব্রজবালকৈঃ।
সহরামো ব্রজস্ত্রীণাং চিক্রীড়ে জনয়ন্ মুদম্॥

ভাঃ ১০।৮।২৭,

অনন্তর রাম এবং অন্যান্য বয়স্য গোপবালকগণের সহিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজনারীগণের হর্ষ উৎপাদন পূর্ব্বক ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।

"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।"

ভাঃ ১।৩।২৮

তাপত্রয়েণাভিহতস্য ঘোরে
সন্তপ্যমানস্য ভবাধ্বনীশ।
পশ্যামি নান্যচ্ছরণং তবাঙ্ঘ্রি-
দ্বন্দ্বাতপত্রাদমৃতাভিবর্ষাৎ ॥৯॥

অন্বয়। (মহদ্বিমৃগযমভিনয়েনাহ—) (হে) ঈশ, ঘোরে (ভয়ানকে) ভবাধ্বনি (সংসারমার্গে) তাপত্রয়েণ অভিহতস্য (প্রপীড়িতস্য) সন্তপ্যমানস্য (জনস্য) তব অমৃতাভিবর্ষাৎ (অমৃতম্ অভিতো বর্ষতি যত্তস্মাৎ) অঙ্ঘ্রিদ্বন্দ্বাতপত্রাৎ (অঙ্ঘ্রিদ্বন্দ্বমেবাতপত্রং তস্মাৎ) অন্যৎ শরণং (আশ্রয়ং) ন পশ্যামি ॥৯॥

অনুবাদ। হে ভগবন্, ঘোর সংসারমার্গে ত্রিতাপ-সন্তপ্ত মাদৃশ জীবের পক্ষে আপনার অমৃতবর্ষী পাদযুগলরূপ আতপত্র ব্যতীত অন্য কোন আশ্রয় দেখিতে পাইতেছি না ॥৯॥

বিশ্বনাথ। নমু জ্ঞানেনৈব কৃতার্থীভব কিং শুদ্ধ-ভক্তিযোগপ্রশ্নেনেত্যত আহ,- ত্রাপত্রয়েণেতি। অমৃতং ব্রহ্মানন্দাদপ্যধিকং সুখপ্রদং মাধুর্য্যমভিতো বর্ষতীতি তস্মাৎ। যদুক্তং। যা নির্বৃতিস্তনুভৃতাং তব পাদপদ্মধ্যানাৎ। সা ব্রহ্মণি স্বমহিমন্যপি নাথমাভূদিতি। তেন জ্ঞানং বিনাপি সংসারক্ষয়স্য জ্ঞানসাধ্যব্রহ্মানন্দাদপ্যধিকানন্দস্য চ দাতাঙ্ঘ্রিভক্তিং পৃচ্ছতে ইতি ভাবঃ ॥৯॥

বঙ্গানুবাদ। যদি বলেন জ্ঞান লইয়াই কৃতার্থ হও, শুদ্ধ ভক্তিযোগ জিজ্ঞাসা করিয়া কি হইবে? তাহাই বলিতেছেন—অমৃতাভিবর্ষ—অমৃত অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দ হইতেও অধিক সুখপ্রদ মাধুর্য্য যাহা অভিতঃ অর্থাৎ সর্ব্বতঃ বর্ষণ করে তাহা হইতে। যেমন বলা হইয়াছে—'হে নাথ, দেহধারিগণের আপনার পাদপদ্ম ধ্যান হইতে যে সুখ, তাহা স্বমহিমময় ব্রহ্মেও হয় না' ভাঃ (৪।৯।১০)। অতএব জ্ঞান বিনাও সংসারক্ষয়ের এবং জ্ঞানসাধ্য ব্রহ্মানন্দ হইতেও অধিক আনন্দের লাভহেতু ভক্তির প্রশ্ন হইতেছে।

অনুদর্শিনী। ব্রহ্মানন্দ হইতে কৃষ্ণানন্দ অধিক—

ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদবিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মাণ্যপি জগদ্গুরো॥

হরিভক্তিসুধোদয়।

প্রহ্লাদ নৃসিংহদেবকে বলিলেন—হে জগদ্গুরো, আমি আপনার সাক্ষাৎ লাভ করিয়া বিশুদ্ধ আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি, এক্ষণে আমার ব্রহ্মানন্দসুখও গোষ্পদতুল্য বোধ হইতেছে।

অতএব—ব্রহ্মানন্দো ভবেদেষ চেৎ পরার্দ্ধগুণীকৃতঃ।
নৈতি ভক্তিসুখাম্ভোধেঃ পরমাণুতুলামপি॥

ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বি ১ ল

যদি ব্রহ্মানন্দ-সুখকে দ্বিপরার্দ্ধ সংখ্যাদ্বারা গুণ করা যায়, তাহা হইলে ঐ ব্রহ্মানন্দসুখ ভক্তিসুখসাগরের পরমাণুরূপ তুল্য হইতে পারে না।

ভক্তি, সংসারক্ষয়ত কা কথা, সংসারের মূল—অবিদ্যা নাশ করে—

অথাত্মনোঽর্থভূতস্য যতোঽনর্থ-পরম্পরা।
সংসৃতিস্তদ্ব্যবচ্ছেদো ভক্ত্যা পরময়া গুরৌ॥

ভাঃ ৪।২৯।৩৬

শ্রীনারদ প্রাচীনবর্হিকে বলিলেন—যে অজ্ঞান হইতে জীবাত্মার জন্মমরণাদি দুঃখ-লক্ষণাত্মক সংসার-গতি হইয়া থাকে, একমাত্র পরম গুরু ভগবান্ বাসুদেবের প্রতি পরম ভক্তি দ্বারাই সে অজ্ঞানের সম্যক্রূপে বিনাশ হয় ॥৯॥

দষ্টং জনং সম্পতিতং বিলেঽস্মিন্
কালাহিনা ক্ষুদ্রসুখোরুতর্ষম্।
সমুদ্ধরৈনং কৃপয়াপবর্গ্যৈ
র্বচোভিরাসিঞ্চ মহানুভাব ॥১০॥

অন্বয়। (অতিকৃপামুৎপাদয়নাহ—) (হে) মহানুভাব, অস্মিন্ বিলে (সংসারকূপে) সম্পতিতং (তত্র চ) কালাহিনা (কালসর্পেণ) দষ্টং (এবমপি) ক্ষুদ্রসুখোরুতর্ষং (ক্ষুদ্রসুখেষু এব উরুস্তর্ষস্তৃষ্ণা যস্য তং) এনং জনং (মাং) কৃপয়া সমুদ্ধর, আপবর্গ্যৈঃ (অপবর্গবোধকৈঃ) বচোভিঃ (বাগমৃতৈঃ) আসিঞ্চ (অভিষিক্তং কুরু) ॥১০॥

অনুবাদ। হে মহানুভাব, এই সংসারকূপে পতিত, কালসর্প-কর্ত্তৃক দষ্ট, ক্ষুদ্রবিষয়সুখে অতি তৃষ্ণাযুক্ত মাদৃশ জীবকে উদ্ধার করিয়া অপবর্গবোধক বাক্যামৃতে অভিষিক্ত করুন ॥১০॥

বিশ্বনাথ। নন্বু তর্হি শুদ্ধভক্তিযোগেনৈব কৃতার্থীভব কিং জ্ঞানযোগপ্রশ্নেত্যত আহ,—দষ্টমিতি। অয়মর্থঃ শুদ্ধভক্তিযোগস্য যাদৃচ্ছিকমহৎকৃপৈকলভ্যত্বান্ন পুরুষপ্রযত্নমূলকত্বং জ্ঞানযোগস্তু নিষ্কামকর্ম্মজন্যজ্ঞানেন জ্ঞাতত্বৎ পদার্থৈঃ স্বতএব সুলভ ইত্যয়ং পুরুষপ্রযত্নসাধ্যাস্তস্মাদপ্রাপ্তশুদ্ধভক্তিযোগা অপ্যেবং নিস্তরেয়ুরিত্যতো জ্ঞানং পৃচ্ছ্যত ইতি। আপবর্গ্যৈরপবর্গার্হৈর্বচনামৃতৈর্বা সিঞ্চেতি ত্বন্মুখচন্দ্রোদিতং জ্ঞানামৃতমেব সম্যগপবর্গজনকং ভবতীতি ভাবঃ ॥১০॥

বঙ্গানুবাদ। আচ্ছা, তাহা হইলে শুদ্ধভক্তিযোগেই কৃতার্থ হও, জ্ঞানযোগ সম্বন্ধে প্রশ্ন লইয়া কি হইবে? তাই বলিতেছেন। এই অর্থ—শুদ্ধভক্তি যদৃচ্ছাক্রমে একমাত্র মহতের কৃপাদ্বারা লভ্য বলিয়া উহা পুরুষের প্রযত্নমূল নহে। কিন্তু জ্ঞানযোগ নিষ্কাম কর্ম্মজন্য জ্ঞানদ্বারা জ্ঞাত পদার্থ কর্ত্তৃক আপনা হইতেই সুলভ। অতএব ইহা পুরুষ-প্রযত্নসাধ্য। তজ্জন্য যাঁহারা শুদ্ধভক্তিযোগ প্রাপ্ত হন নাই, তাঁহারাও নিস্তার পাইতে পারিবেন, এই হেতু জ্ঞান পৃষ্ট হইতেছে। অথবা আপবর্গ অর্থাৎ অপবর্গযোগ্য বচনামৃত-দ্বারা সেচন করুন। আপনার মুখচন্দ্র হইতে উদিত জ্ঞানামৃতই সম্যক্ অপবর্গজনক হইয়া থাকে।

অনুদর্শিনী। পরদুঃখদুঃখী ভক্ত উদ্ধব সংসারকূপমগ্ন দীনজনগণকে উদ্ধারের জন্য একমাত্র উদ্ধারকর্ত্তা শ্রীভগবানের নিকট উদ্ধারের উপায়—শুদ্ধভক্তিযোগের কথা তাঁহারই নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

ভক্তি—যাদৃচ্ছিকী "মদ্ভক্তির্বা যদৃচ্ছয়া" ভাঃ ১১।২০।১১ যাদৃচ্ছিক সাধুসঙ্গেই সেই ভক্তিলাভ হয়—

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবে-
জ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ
পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ ॥ ভাঃ ১০।৫১।৫৩

অর্থ পূর্ব্বে ১১।৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

কোন ভাগ্যে কারো সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়।
সাধুসঙ্গে তবে, কৃষ্ণে রতি উপজয় ॥

চৈঃ চঃ ম ২২ পঃ।

শ্রীভগবানের শ্রীমুখ-কথিত জ্ঞানামৃতই সম্যক্ অপবর্গজনক অর্থাৎ ভক্তিযোগ-তাৎপর্য্যক। 'ভগবান্ বাসুদেবে অহৈতুক ভক্তিযোগই অপবর্গ (ভাঃ ৫।১৯।১৯) ॥১০॥

শ্রীভগবানুবাচ

ইত্থমেতৎ পুরা রাজা ভীষ্মং ধর্ম্মভৃতাংবরম্।
অজাতশত্রুঃ পপ্রচ্ছ সর্ব্বেষাং নোঽনুশৃণ্বতাম্ ॥১১॥

অন্বয়। শ্রীভগবান্ উবাচ—পুরা (পূর্ব্বম্) অজাতশত্রুঃ রাজা (যুধিষ্ঠিরঃ) নঃ (অস্মাকম্) সর্ব্বেষাম্ অনুশৃণ্বতাং (সতাং) ধর্ম্মভৃতাং বরঃ (ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠং) ভীষ্মম্ এতৎ (তৎপৃষ্টং প্রশ্নং) ইত্থম্ (এবং প্রকারেণ) প্রপচ্ছ (জিজ্ঞাসিতবান্) ॥১১॥

অনুবাদ। শ্রীভগবান্ বলিলেন—পূর্ব্বকালে রাজা যুধিষ্ঠির আমাদিগের সম্মুখে ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ ভীষ্মের নিকট এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন ॥১১॥

নিবৃত্তে ভারতে যুদ্ধে সুহৃন্নিধনবিহ্বলঃ।
শ্রুত্বা ধর্ম্মান্ বহূন্ পশ্চান্মোক্ষধর্ম্মানপৃচ্ছত ॥১২॥

অন্বয়। ভারতে যুদ্ধে নিবৃত্তে (সতি) সুহৃন্নিধন-বিহ্বলঃ (সুহৃদাং নিধনাৎ বিহ্বলঃ কাতরঃ স যুধিষ্ঠিরঃ) বহূন্ ধর্ম্মান্ শ্রুত্বা পশ্চাৎ মোক্ষধর্ম্মান্ অপৃচ্ছত ॥১২॥

অনুবাদ। ভারত-যুদ্ধের অবসান হইলে জ্ঞাতিবধে কাতর যুধিষ্ঠির বহুবিধ ধর্ম্ম শ্রবণের পর মোক্ষ-ধর্ম্মের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ॥১২॥

তানহং তেঽভিধাস্যামি দেবব্রতমুখাচ্ছ্রুতান্।
জ্ঞানবৈরাগ্যবিজ্ঞানশ্রদ্ধাভক্ত্যুপবৃংহিতান্ ॥১৩॥

অন্বয়। অহং দেবব্রতমুখাৎ (দেবব্রতস্য ভীষ্মস্য মুখাৎ) শ্রুতান্ জ্ঞানবৈরাগ্যবিজ্ঞানশ্রদ্ধাভক্ত্যুপবৃংহিতান্ (জ্ঞানাদিভিরুপবৃংহিতান্ সহিতান্) তান্ (ধর্ম্মান্) তে (তুভ্যং) অভিধাস্যামি (কথয়িষ্যামি) ॥১৩॥

অনুবাদ। আমি ভীষ্মের মুখ হইতে শ্রুত জ্ঞান, বৈরাগ্য, বিজ্ঞান, শ্রদ্ধা ও ভক্তিযুক্ত সেই সকল ধর্ম্মের কথা তোমার নিকট বর্ণন করিতেছি ॥১৩॥

নবৈকাদশ পঞ্চ ত্রীন্ ভাবান্ ভূতেষু যেন বৈ।
ঈক্ষেতাথৈকমপ্যেষু তজ্‌জ্ঞানং মম নিশ্চিতম্ ॥১৪॥

অন্বয়। (জ্ঞানমাহ) যেন (জ্ঞানেন) নব (প্রকৃতি পুরুষ-মহদহঙ্কার-পঞ্চতন্মাত্রাণি) একাদশ (একদশেন্দ্রিয়াণি) পঞ্চ (মহাভূতানি) ত্রীন্ (ত্রয়োগুণাঃ এতান্) ভাবান্ (অষ্টাবিংশতিতত্ত্বানি) ভূতেষু (ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষু কার্য্যেষনুগতানি) ঈক্ষেত অথ এষু (ভাবেষু) অপি একং (পরমাত্মতত্ত্বম্ অনুগতম্ ঈক্ষেত) তৎ জ্ঞানং মম নিশ্চিতম্ (সম্মতং ভবতি) ॥১৪॥

অনুবাদ। যে জ্ঞানদ্বারা ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত কার্য্যসমূহে প্রকৃতি, পুরুষ, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চমহাভূত ও গুণত্রয়—সাকল্যে অষ্টাবিংশতি তত্ত্বকে অনুগতরূপে দেখা যায় এবং ইহাদের মধ্যেও এক পরমাত্মতত্ত্বকেই অনুগতরূপে অনুভূত হয়, তাদৃশ জ্ঞানই আমার সম্মত জানিবে ॥১৪॥

বিশ্বনাথ। তত্র জ্ঞানমাহ,—নবেতি। প্রকৃতি-পুরুষমহদহঙ্কার-পঞ্চ-তন্মাত্রাণি। একাদশ ইন্দ্রিয়াণি। পঞ্চ মহাভূতানি। ত্রয়ো গুণাঃ। এতান্ ভাবান্ অষ্টাবিংশতি-তত্ত্বানি। ভূতেষু ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষু কার্য্যেষু অনুগতানি যেন জ্ঞানেনেক্ষেত অথ এষপি ভাবেষু অষ্টাবিংশতিতত্ত্বেষু একং পরমাত্মতত্ত্বং অনুগতং যেনেক্ষেত কার্য্যকারণাত্মকং জগৎ পশ্যন্ পরমকারণাত্মকমেবৈতৎ ন তু ততঃ পৃথগিতি যেন পশ্যেত্তজ্‌ জ্ঞানমিত্যর্থঃ ॥১৪॥

বঙ্গানুবাদ। তন্মধ্যে জ্ঞানের কথা বলিতেছেন। নব অর্থাৎ প্রকৃতি, পুরুষ, মহৎ, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র। একাদশ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ। পঞ্চ অর্থাৎ মহাভূতগণ। তিন অর্থাৎ গুণ। এই সমস্ত ভাব অর্থাৎ অষ্টাবিংশতি তত্ত্বগুলিকে ভূতগণে অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত কার্য্যসমূহে অনুগতভাবে যে জ্ঞানের দ্বারা দর্শন করা যায়। তাহার পর এই সকল ভাব বা অষ্টাবিংশতি তত্ত্বের মধ্যেও এক অর্থাৎ পরমাত্মতত্ত্ব অনুগতভাবে যদ্দ্বারা দেখা যায়, কার্য্যকারণাত্মক জগৎ পরমকারণাত্মকই, ইহা তাহা হইতে পৃথক্ নয়—এইরূপ যাহাদ্বারা দেখিতে পারিবে তাহাই জ্ঞান। ॥১৪॥

অনুদর্শিনী। অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব ভূতমাত্রে অবস্থিত। এবং এই কার্য্যাত্মক তত্ত্বসমূহযুক্ত জগৎ সর্ব্বকারণকারণ পরমাত্মার সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্টভাবে দর্শনই জ্ঞান। ভগবৎ-সম্বন্ধরহিত কোন বস্তুর-অস্তিত্বই নাই—

বস্তুতো জানতামত্র কৃষ্ণং স্থাস্নু চরিষ্ণু চ।
ভগবদ্রূপমখিলং নান্যদ্বস্ত্বিহ কিঞ্চন ॥ ভাঃ ১০।১৪।৫৬

যাঁহারা কৃষ্ণতত্ত্ব অবগত আছেন, তাঁহাদের মতে স্থাবর ও জঙ্গমাত্মক এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড কৃষ্ণের রূপ অর্থাৎ কৃষ্ণই সর্ব্বকারণ কারণ (কার্য্যও কারণ অভিন্ন) কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কোন বস্তু নাই।

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন "বাসুদেব সর্ব্বমিতি" গী ৭।১৯

অর্জ্জুন বলিয়াছেন "সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ" গীঃ ১১।৪০

অর্থাৎ তুমি সমস্ত জগতে ব্যপ্ত, অতএব তুমিই সর্ব্ব।

সর্ব্বেষামপি বস্তূনাং ভাবার্থো ভবতি স্থিতঃ।
তস্যাপি ভগবান্ কৃষ্ণঃ কিমতদ্বস্তু রূপ্যতাম্॥
ভাঃ ১০।১৪।৫৬-৫৭

শ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎকে বলিলেন—যাবতীয় বস্তুর কারণ, প্রধান ইহাই নির্ণীত হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই কারণের কারণস্বরূপ। অতএব কৃষ্ণ-সম্বন্ধ-রহিত কি আছে তাহা নিরূপণ করিতে পার কি? ১৪॥

এতদেব হি বিজ্ঞানং ন তথৈকেন যেন যৎ।
স্থিত্যুৎপত্ত্যপ্যয়ান্ পশ্যেদ্ভাবানাং ত্রিগুণাত্মনাম্॥১৫॥

অন্বয়। (বিজ্ঞানমাহ) যৎ (যথা) যেন একেন (অনুগতান্ একাত্মকান্ ভাবান্ পূর্ব্বমৈক্ষত তান্) তথা (পূর্ব্ববৎ) ন (নেক্ষেত কিন্তু তদেকং পরমকারণং ব্রহ্মৈব তদা) এতৎ এব বিজ্ঞানম্ (উচ্যতে) হি ত্রিগুণাত্মনাং (সাবয়বানাং) ভাবানাং (পদার্থানাং) স্থিত্যুৎপত্ত্যপ্যয়ান্ (জন্মস্থিতিভঙ্গান্) পশ্যেৎ (বিমতা ভাবা উৎপত্ত্যাদিমন্তঃ সাবয়বত্বাৎ ঘটাদিবদিতি)॥ ১৫॥

অনুবাদ। পূর্ব্বে যেমন এক পরমাত্মাকে পরম কারণরূপে নিখিল বিশ্বে অনুগত দৃষ্ট হইয়াছে, যাহাতে সেরূপ দর্শন হয় না পরন্তু কেবলমাত্র পরমাত্মারই স্ফূরণ হয়, সেই জ্ঞানকে বিজ্ঞান বলে। সাবয়ব জাগতিক পদার্থমাত্রই উৎপত্তি, স্থিতিও নাশ-ধর্ম্ম যুক্ত জানিবে॥১৫॥

বিশ্বনাথ। বিজ্ঞানমাহ,—এতদেবেত্যর্দ্ধেন। এতদেব এতজ্জ্ঞানমেব বিজ্ঞানং ভবতি কথমিত্যত আহ—ন তথেতি। যেন পরমাত্মনা একেন যদ্বিশ্বং অনুগতং যথা পূর্ব্বং ঈক্ষিতং তথা নেক্ষেত। অয়মর্থঃ জ্ঞানদশায়াং পরোক্ষীভূতেন পরমাত্মনা অনুগতাঃ সর্ব্বে পরেক্ষোঃ পরোক্ষীভূতা ভাবা দৃষ্টাঃ বিজ্ঞানদশায়ান্তু একঃ পরমাত্মৈবাপরোক্ষীভূত ঈক্ষিতো ভবতি তদনুভবানন্দাদেব তৎকার্য্যাণাং ভাবানামীক্ষণেঽবকাশো ন ভবেদিত্যদ্বিতীয়াত্মানুভবঃ। জ্ঞানদশায়াং একেন পরমাত্মনৈবানুগতানাং কার্য্যাণাং সর্ব্বেষাং পরমকারণাত্মকত্বাৎ পরমাত্মৈক্যমেব বস্তুত্বং তদুপপাদয়তি,—স্থিতীতি চার্দ্ধেন ত্রিগুণাত্মনাং ভাবানাং কার্য্যাণাং স্থিত্যুৎপত্ত্যপ্যয়ান্ পশ্যেদিত্যুৎপত্তিস্থিতিপ্রলয়বত্বাত্তেষামনিত্যত্বং পশ্যেদিত্যর্থঃ অনিত্যত্বাদেব সার্ব্বকালিকসত্যত্বাভাবাত্তেষামসত্যত্বং জ্ঞানিনো মন্যেরন্নিতি ভাবঃ॥ ১৫॥

বঙ্গানুবাদ। বিজ্ঞানের কথা বলিতেছেন। এই জ্ঞানই বিজ্ঞান কিরূপে হয়? তাই বলিতেছেন—যে একই পরমাত্মাদ্বারা যে বিশ্ব অনুগত, যেমন পূর্ব্বে দৃষ্ট হইয়াছে, সেরূপ দেখা যায় না। এই অর্থ—জ্ঞানদশায় পরোক্ষীভূত পরমাত্মের অনুগত সমস্ত পরোক্ষ পরোক্ষীভূতরূপে দৃষ্ট হয়। বিজ্ঞানদশায় কিন্তু এক পরমাত্মাই অপরোক্ষীভূত ঈক্ষিত অর্থাৎ দৃষ্ট হন, তাঁহার অনুভব-জন্য আনন্দ হইতেই তাঁহার কার্য্য ভাবগুলির দর্শনে অবকাশ হইবে না—ইহা অদ্বিতীয় আত্মানুভব। জ্ঞানদশায় এক পরমাত্মারই অনুগত সমস্ত কার্য্যের পরমকারণাত্মক বলিয়া পরমাত্মার একত্বই যাহা বলা হইয়াছে তাহা প্রমাণ করিতেছেন। ত্রিগুণাত্মক ভাব বা কার্য্যগুলির স্থিত্যুৎপত্ত্যপ্যয় দেখিবে অর্থাৎ উৎপত্তিস্থিতি-প্রলয়যুক্ত বলিয়া তাহাদের অনিত্যত্ব লক্ষ্য করিবে। অনিত্য বলিয়া তাহাদের সর্ব্বকালিক সত্যত্বের অভাব, সেজন্য তাহারা অসত্য, জ্ঞানিগণ ইহাই মনে করিবেন॥ ১৫॥

অনুদর্শিনী। জ্ঞানদশায় সকল বস্তুই আধার-আধেয়ত্বে বা কার্য্যকারণত্বে পরমাত্মার সহিত সম্বন্ধযুক্ত দৃষ্ট হয়। বিজ্ঞানদশায় সেই পরমাত্মার অনুভবানন্দে বাহ্য কার্য্যভাবগুলির দর্শন হয় না—

স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র হয় তাঁর ইষ্টদেব-স্ফূর্ত্তি॥ চৈঃ চঃ ম ৮ পঃ।

বিশ্ব সত্য; কার্য্যগুলি জন্মস্থিতিনাশযুক্ত অনিত্য অর্থাৎ তাৎকালিক। নির্ব্বিশেষ জ্ঞানিগণ ইহাকে অসত্য বলেন॥ ১৫॥

আদাবন্তে চ মধ্যে চ সৃজ্যাৎ সৃজ্যং যদন্বিয়াৎ।
পুনস্তৎপ্রতিসংক্রামে যচ্ছিষ্যেত তদেব সৎ॥১৬॥

অন্বয়। (ভতঃ) আদৌ (উৎপত্তৌ) অন্তে চ (পরিণামান্তরাপত্তৌ চ কারণত্বেন তথা) মধ্যে চ

(আশ্রয়ত্বেন) স্বজ্যাৎ (কার্য্যাৎ) স্বজ্যং (কার্য্যান্তরং প্রতি) যৎ অন্বিয়াৎ (অনুগচ্ছেৎ) তৎপ্রতিসংক্রামে (তেষাং প্রলয়ে চ) পুনঃ যৎ শিষ্যেত (অবশিষ্যেত) তৎ এব সৎ (ইতি পশ্যেৎ) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ। যে বস্তু উৎপত্তি ও প্রলয়ে কারণরূপে এবং স্থিতিকালে আশ্রয়রূপে কার্য্য হইতে কার্য্যান্তরের নিরন্তর অনুগমন করে এবং যাহা প্রলয়ান্তেও অবশিষ্ট থাকে তাহাই সৎ বলিয়া জানিবে ॥ ৬॥

বিশ্বনাথ। সত্যঃ পুনরেকঃ পরমাত্মৈবেত্যাহ,—আদৌ উৎপত্তৌ, অন্তে পরিণামান্তরাপত্তৌ চ কারণত্বেন মধ্যে চাশ্রয়ত্বেন স্বজ্যাৎ স্বজ্যং কার্য্যাৎ কার্য্যং প্রতি যদন্বিয়াৎ অনুগচ্ছেৎ। তৎপ্রতিসংক্রামে তেষাং প্রলয়ে চ যদবশিষ্যেত তদেব সৎ যথা মহদাদীনাং স্বস্ব-কার্য্যং প্রতি কারণত্বেঽপি সর্ব্বকারণত্বাভাবান্ন কারণত্বং কিন্ত্বেকঃ পরমাত্মৈব কারণং তথৈব তেষাং সত্যত্বেঽপি সর্ব্বকালিক-সত্যত্বাভাবান্নসত্যত্বং কিন্ত্বেকঃ পরমাত্মৈব সত্য ইতি জ্ঞানদশায়ামপি তত্ত্বান্বয়ত্বং পশ্যেদিতি ভাবঃ ॥১৬॥

বঙ্গানুবাদ। সত্য কেবল এক পরমাত্মাই, তাই বলিতেছেন। আদি অর্থাৎ উৎপত্তিতে, অন্তে অর্থাৎ পরিণামের অন্তরাপত্তিতে কারণরূপে মধ্যে (স্থিতিকালে) আশ্রয়রূপে স্বজ্য অর্থাৎ কার্য্য হইতে স্বজ্য, কার্য্য হইতে কার্য্য প্রতি যাহা অনুগমন করিবে। তাহাদের প্রতি-সংক্রমে অর্থাৎ প্রলয়েও যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাই সৎ। যেমন মহৎ প্রভৃতি স্ব-স্ব কার্য্য সম্বন্ধে কারণ হইলেও সর্ব্বকারণত্বের অভাবজন্য কারণত্ব সিদ্ধ নয়, কিন্তু এক পরমাত্মাই কারণ। সেইরূপই তাহারা সত্য হইলেও সার্ব্বকালিক সত্যত্ব নাই বলিয়া অসত্যই। কিন্তু এক পরমাত্মাই সত্য। এইরূপ জ্ঞানদশাতেও তাহার অন্বয়ত্ব দেখিতে হইবে ॥১৬॥

অনুদর্শিনী।

শ্রীভগবান্‌ই ত্রিকাল সত্য—

'সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং' ভাঃ ১০।২।২৬

দেবগণ বলিলেন হে ভগবন্, আপনি সত্যব্রত, সত্য-পর এবং সৃষ্টিস্থিতি ও লয় এই ত্রিকালে আপনি সমান-ভাবে থাকিয়া ত্রিসত্য।

> অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।
> অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ ॥ গী ১০।২০

হে গুড়াকেশ, আমি সমস্ত জগতের আত্মা অর্থাৎ অন্তর্যামী পুরুষ। আমি সকল ভূতের আদি, মধ্য ও অন্ত।

> অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যৎ যৎ সদসৎপরম্।
> পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্ ॥
> ভাঃ ২।৯।৩২

শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে বলিলেন—এই জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল আমি ছিলাম। সৎ অসৎ অন্য কিছুই আমা হইতে পৃথকরূপে ছিল না। সৃষ্টি হইলে পর এ সমুদয়-স্বরূপে আমিই আছি এবং সৃষ্টি লয় হইলে একমাত্র আমিই অবশিষ্ট থাকিব।

শ্রীমন্মহাপ্রভুকৃত ব্যাখ্যা—

> সৃষ্টির পূর্ব্বে ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ আমি ত' হইয়ে।
> প্রপঞ্চ প্রকৃতি, পুরুষ আমাতেই লয়ে ॥
> সৃষ্টি করি' তার মধ্যে আমি ত' বসিয়ে।
> প্রপঞ্চ যে দেখ সব, সেহ আমি হইয়ে ॥
> প্রলয়ে অবশিষ্ট আমি পূর্ণ হইয়ে।
> প্রাকৃত প্রপঞ্চ পায় আমাতেই লয়ে ॥
> চৈঃ চঃ ম ২৫ পঃ

শ্রীভগবানই সর্ব্বকারণকারণ—

> ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
> অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥
> ব্রহ্মসংহিতা ॥ ১৬ ॥

শ্রুতিঃ প্রত্যক্ষমৈতিহ্যমনুমানং চতুষ্টয়ম্।
প্রমাণেষ্বনবস্থানাদ্বিকল্পাৎ স বিরজ্যতে ॥ ১৭ ॥

অন্বয়। (বৈরাগ্যমাহ) শ্রুতিঃ (নেহ নানাস্তি কিঞ্চনেত্যাদিঃ) প্রত্যক্ষং (ঘটাদিকার্য্যং তত্ত্বাদিব্যতিরেকেণ ন দৃশ্যতে এবং চৈতন্যব্যতিরেকেণ চ ন কিঞ্চিদ্দৃশ্যত ইতি) ঐতিহ্যং (বটে বটে বক্ষঃ সতীত্যাদৌ মহাজনপ্রসিদ্ধিঃ)

অনুমানং (বিমতং বিশ্বং মিথ্যা দৃশ্যত্বাৎ শুক্তি-রজতবদিত্যাদি) চতুষ্টয়ং এবং (প্রমাণ চতুষ্টয়ং এতেষু) প্রমাণেষু অনবস্থাৎ (এতৈর্বাধিতত্বাৎ) সঃ (এবং সর্ব্বানুগতং সত্যমাত্মতত্বং পশ্যন্) বিকল্পাৎ (বিকল্পস্য মিথ্যাত্বাৎ ততঃ) বিরজ্যতে (বিরক্তো ভবতীত্যর্থঃ) ॥১৭॥

অনুবাদ। শ্রুতি, প্রত্যক্ষ, ঐতিহ্য ও অনুমান—এই প্রমাণচতুষ্টয় দ্বারা স্বর্গাদি নশ্বর বলিয়া প্রতিপন্ন হওয়ায় ঐ সকল বস্তু মিথ্যা ও তদনুগত আত্মবস্তুকে সত্য জানিয়া পুরুষ আত্মতত্ত্ব দর্শনান্তর সেই সকল হইতে বিরক্ত হইয়া থাকেন ॥১৭॥

বিশ্বনাথ। জ্ঞানবিজ্ঞানে উক্ত্বা বৈরাগ্যমাহ,—দ্বাভ্যাম্। শ্রুতিঃ—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্তি" ইতি। প্রত্যক্ষং ঘটাদীনাং মৃদ্ভূতত্বং মৃদবসানত্বঞ্চ দৃষ্টমেব। ঐতিহ্যং মহাজনপ্রসিদ্ধিঃ ন কদাচিদনীদৃশং জগদিত্যাদিকং বদতাং তু ন মহাজনত্বং জ্ঞেয়ম্। অনুমানং জগদিদমসার্ব্বকালিকমাদ্যন্তবত্ত্বাদিতি। এবং চতুর্ষু প্রমাণেষু সৎসু অনবস্থানাৎ সার্ব্বকালিকাবস্থানাভাবাদ্ধেতোর্বিকল্পাৎ স্বর্গাদিভোগময়াৎ দ্বৈত-প্রপঞ্চাদ্বিরক্তো ভবেৎ ॥১৭॥

বঙ্গানুবাদ। জ্ঞান বিজ্ঞান বিষয়ে বলিয়া বৈরাগ্য সম্বন্ধে দুইটী শ্লোকে বলিতেছেন। শ্রুতি (তৈঃ উঃ ভৃঃ ১অঃ) 'যাহা হইতে এই ভূতগণ জন্মগ্রহণ করে, জাত হইয়া যাহা দ্বারা জীবিত থাকে, যাহাতে গমন করে' প্রভৃতি। প্রত্যক্ষ—ঘটাদি মৃত্তিকা হইতে উদ্ভূত ও মৃত্তিকাতেই অবসান প্রাপ্ত, এইরূপ দৃষ্টবিষয়। ঐতিহ্য-মহাজন-প্রসিদ্ধি, কিন্তু জগৎ ঈদৃশ নয় এই প্রকার বাক্য যাঁহারা বলেন তাঁহাদের মহাজনত্ব কখনও জ্ঞেয় নহে। অনুমান—এই জগৎ অসার্ব্বকালিক, যেহেতু ইহা আদি ও অন্তযুক্ত এইরূপ। এই চারিপ্রকার প্রমাণ থাকায় অনবস্থান অর্থাৎ সার্ব্বকালিক অবস্থানের অভাবহেতু, বিকল্প অর্থাৎ স্বর্গাদিভোগময় দ্বৈত প্রপঞ্চ হইতে বিরক্ত হওয়া উচিত ॥১৭॥

অনুদর্শিনী। বিষয়ে অরুচিকে বৈরাগ্য বলে। ঐ বৈরাগ্য বর্দ্ধিত ও পরিমার্জ্জিত করিতে হইলে বিষয়াতিরিক্ত পরমাত্মজ্ঞান এবং দৃষ্ট পদার্থসমূহের অনিত্যত্ব উপলব্ধির প্রয়োজন। তজ্জন্য শ্রুতি, প্রত্যক্ষ, ঐতিহ্য ও অনুমানকে আশ্রয় করিতে হইবে।

যাহারা জগৎকে মিথ্যা বলেন, তাঁহারা মায়াবাদী তাঁহারা মহাজন নহেন।

চারি প্রকার প্রমাণদ্বারা জগৎকে অনিত্য ও পরিবর্ত্তনশীল জানিয়া ইহলোকের ন্যায় স্বর্গাদি লোকের স্পৃহা ত্যাগ করিতে হইবে ॥১৭॥

কর্ম্মণাং পরিণামিত্বাদাবিরিঞ্চ্যাদমঙ্গলম্।
বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়। বিপশ্চিৎ (পণ্ডিতঃ) কর্ম্মণাং পরিণামিত্বাৎ (কল্পিতত্বাৎ) আবিরিঞ্চ্যাৎ (ব্রহ্মলোকপর্য্যন্তং) অদৃষ্টম্ অপি (সুখম্) দৃষ্টবৎ (সংসারসুখবৎ) অমঙ্গলং (দুঃখরূপং) নশ্বরং (চ) পশ্যেৎ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ। পণ্ডিত ব্যক্তি কর্ম্মের পরিণামত্বহেতু ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত যাবতীয় অদৃষ্ট সুখকে সাংসারিক সুখের ন্যায় দুঃখরূপ ও নশ্বর দর্শন করেন ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ। নন্বু স্বর্গাদীনাং সার্ব্বকালিকসুখদত্বাভাবেঽপি কিঞ্চিৎকালিকসুখদত্বমস্ত্যেবেত্যত আহ,—কর্ম্মণামিতি। কর্ম্মণাং পরিণামিত্বাৎ কর্ম্মপরিণামত্বাৎ কর্ম্মপরিণতত্বাদিতি যাবৎ। আ বিরিঞ্চ্যাৎ ব্রহ্মলোক-পর্য্যন্তমদৃষ্টং স্বর্গাদিদৃষ্টবৎ দৃষ্টঃ রাজ্যাদিকমিব স্পর্দ্ধা-সূয়াদিমত্ত্বেন সঙ্কটত্বাদমঙ্গলং নশ্বরঞ্চ ॥ ১৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। আচ্ছা, স্বর্গাদি সার্ব্বকালিক সুখদান না করিলেও কিছুকাল সুখ দেয় ত' বটে, ইহার উত্তরে বলিতেছেন। কর্ম্মসকল পরিণামী বলিয়া অর্থাৎ সমস্তই কর্ম্মপরিণত বলিয়া আবিরিঞ্চ্য অর্থাৎ ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত অদৃষ্ট অর্থাৎ স্বর্গাদি দৃষ্টবৎ অর্থাৎ দৃষ্ট রাজ্যাদির ন্যায় স্পর্দ্ধা ও অসূয়াদিযুক্ত বলিয়া সঙ্কটজনক ও তজ্জন্য অমঙ্গল, অধিকন্তু নশ্বর ॥" ১৮ ॥

অনুদর্শিনী। কর্ম্মের দ্বারা জাগতিক ও পার-

লৌকিক উভয়বিধ ভোগই সংগৃহীত হয়। কর্ম্মের বলাবল অনুসারে ভোগেরও বলাবল অবশ্যই অনুভূত হয়। যেমনই কর্ম্ম করা হয়, তদনুরূপ ভোগই লাভ হইয়া থাকে।

কিন্তু সুখের উদ্দেশ্যে কর্ম্ম করিলেও উহা দুঃখ প্রদান করে এবং কর্ম্মভোগকালেও স্পর্দ্ধা, অসূয়াদি-দোষযুক্ত।

কর্ম্ম সকল—অগ্নিহোত্র-চাতুর্ম্মাস্য-পশুসোমাদি।

কর্ম্মপরিণত লোকসমূহ অনিত্য—'তদ্ যথেহ কর্ম্মচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামুত্র পুণ্যাচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে।' ছান্দোগ্য, এই পৃথিবীতে কর্ম্মচিত লোক যেরূপ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, পরলোকে স্বর্গাদি পুণ্যলোকও তদ্রূপ বিনষ্ট হয়।

ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত ক্ষয়িষ্ণু—'আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।' গীঃ ৮।১৬।

আলোচ্য শ্লোকের শেষপদটী পূর্ব্বে ভাঃ ১১।১৭।৫২ শ্লোকের শেষপদের অনুরূপ ॥ ১৮ ॥

ভক্তিযোগঃ পুরৈবোক্তঃ প্রীয়মাণায় তেঽনঘ।
পুনশ্চ কথয়িষ্যামি মদ্ভক্তেঃ কারণং পরম্ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়। (ভক্তিযোগং সকারণমাহ) (হে) অনঘ (নিষ্পাপ, উদ্ধব) পুরা এব (ময়া) ভক্তিযোগঃ উক্তঃ (কথিতঃ) পুনঃ চ প্রীয়মাণায় (প্রীতিং প্রাপ্নুবতে) তে (তুভ্যং) মদ্ভক্তেঃ পরং (শ্রেষ্ঠং) কারণং কথয়িষ্যামি ॥১৯॥

অনুবাদ। হে অনঘ, যদিও পূর্ব্বেই ভক্তিযোগের কথা বলা হইয়াছে, তথাপি তুমি যখন তাহাতে প্রীতিলাভ করিতেছ, তখন তোমাকে আমার ভক্তির শ্রেষ্ঠ কারণ পুনরায় বলিব ॥১৯॥

বিশ্বনাথ। যৎ পৃষ্টং ত্বদ্ভক্তিযোগঞ্চ মহদ্ভিমৃগ্যমাখ্যাহীতি তত্রাহ,—ভক্তিযোগ ইতি। পুরৈবোক্ত ইতি তদপি ত্বং শ্রুত্বাপি তত্র তৃপ্ত্যাভাবাদেব পুনঃ পৃচ্ছসীতি ভাবঃ। পুনরপি কথয়িষ্যামি যতঃ প্রীয়মাণায় তস্মিন্নেব প্রীতিং প্রাপ্নুবতে তত্রাপি হেতুঃ অনঘেতি। অপরাধে সত্যেব তত্র প্রীতির্হ্রসতি নান্যথেতি ভাবঃ। কারণং পরং শ্রেষ্ঠমঙ্গলম্ ॥ ১৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। (এই অধ্যায়ে ৮ম শ্লোকে) 'মহাজনগণেরও অনুসন্ধানযোগ্য আপনার ভক্তিযোগ বর্ণন করুন'—এই যে প্রশ্ন হইয়াছে তাহার উত্তর। পূর্ব্বেই কথিত—তাহাও শুনিয়া তাহাতে তৃপ্তির অভাবহেতু পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতেছ, ইহাই ভাব। পুনরায় বলিব যেহেতু তুমি প্রীয়মাণ অর্থাৎ তাহাতেই প্রীতিপ্রাপ্ত হও, তাহারও কারণ তুমি অনঘ অর্থাৎ নিষ্পাপ। অপরাধ থাকিলেই তবে সে বিষয়ে প্রীতি হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, নচেৎ নহে, ইহাই ভাব। পরকারণ—শ্রেষ্ঠ মঙ্গল।" ১৯।

অনুদর্শিনী। শ্রীভগবানের কথা, ভক্তির কথা ও ভক্তের কথা শ্রবণে তৃপ্তির অভাব থাকে, পুনঃ পুনঃ শ্রবণের পিপাসাবৃদ্ধি হয়—

বয়ন্তু ন বিতৃপ্যাম উত্তমঃশ্লোকবিক্রমে।
যচ্ছৃণ্বতাং রসজ্ঞানাং স্বাদু স্বাদু পদে পদে ॥
ভাঃ ১।১।১৯।

শৌনকাদি ঋষিগণ সূতগোস্বামীকে বলিলেন—যাঁহার লীলাশ্রবণ করিতে রসিকগণের আস্বাদন প্রতিপদে স্বাদু হইতেও স্বাদু হয়, সেই উত্তমঃশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের গুণলীলা-কথাদিতে (অধিক আস্বাদন পাইবার আশায়) আমরা বিশেষভাবে তৃপ্ত হইতেছি না। কেননা—

তদেব রম্যং রুচিরং নবং নবং
তদেব শশ্বন্মনসো মহোৎসবম্।
তদেব শোকার্ণবশোষণং নৃণাং
যদুত্তমঃশ্লোকযশোঽনুগীয়তে ॥
ভাঃ ১২।১২।৫০

যাহাতে উত্তমঃশ্লোক শ্রীহরির যশঃ অনুক্ষণ কীর্ত্তিত হয় তাহাই নবনবায়মানরূপে রুচিপ্রদ, রম্য, চিত্ত-মহোৎসবজনক ও শোকসমুদ্রবিনাশক হইয়া থাকে।

শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাষ্টকে ১ম শ্লোকেও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন-মাহাত্ম্যেও আছে—

'আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং"

ভগবানের কথায় ভক্তগণের প্রীতি—

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥ গী ১০।৯

অনন্ত ভক্তদিগের চরিত্র এইরূপ। তাঁহারা চিত্ত ও প্রাণকে আমাতে সমর্পণ পূর্ব্বক পরস্পর ভাববিনিময় ও হরিকথা শ্রবণ কীর্ত্তন করিয়া সতত পরমানন্দে অবস্থান করেন।

"নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাৎ" ভাঃ ১০।১।৪

বাসনাবর্জ্জিত মুক্তকুলও সতত শ্রীকৃষ্ণগুণাবলী কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

ভক্তগণ নিজেরা ত' নিষ্পাপই, পরন্ত—

সান্নিধ্যাৎ তে মহাযোগিন্ পাতকানি মহান্ত্যপি।
সদ্যো নশ্যন্তি বৈ পুংসাং বিষ্ণোরিব সুরেতরাঃ॥

ভাঃ ১।১৯।৩৪

হে মহাযোগিন্, যেরূপ বিষ্ণুর সান্নিধ্যমাত্রেই অসুরগণ নাশপ্রাপ্ত হয়, সেইরূপ আপনার দর্শনমাত্রেও জীবের মহাপাতকসমূহও তৎক্ষণাৎ নাশ প্রাপ্ত হয়।

যাঁহার নিকটে গেলে পাপ দূরে যায়।
এমন দয়াল প্রভু কেবা কোথা পায়॥—ঠাকুর নরোত্তম।

ভক্তগণ পরমপাবন—তাঁহারা শ্রীমূর্ত্তি ও তীর্থ হইতেও পরম পাবন, তীর্থসমূহের পবিত্রতাকারক এবং নিখিল জীবগণের পাপনাশক শ্রীভগবানের পরমপ্রিয় এবং নিজজন।

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থভূতাঃ স্বয়ং বিভো।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা॥ ভাঃ ১।১৩।১০

শ্রীযুধিষ্ঠির বিদুরকে বলিলেন—আপনার ন্যায় ভাগবত সকল স্বয়ং তীর্থস্বরূপ। আপনারা গদাধর শ্রীকৃষ্ণকে সতত হৃদয়ে ধারণ করেন বলিয়া পাপীগণের দ্বারা পাপমলিনতীর্থসকলকে পবিত্র করিতে সমর্থ।

তীর্থ পবিত্র করিতে করে তীর্থ ভ্রমণ।
সেই ছলে নিস্তারয়ে সাংসারিক জন॥ চৈঃ চঃ ম ১০ পঃ

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥
ভাঃ ৯।৪।৬৮ অর্থ পূর্ব্বে ভাঃ ১১।৬।১২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

ন হ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ।
তে পুনন্ত্যুরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ॥ ভাঃ ১০।৪৮।৩১
অর্থ পূর্ব্বে ভাঃ ১১।৭।৪৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

অতএব তীর্থ নহে তোমার সমান।
তীর্থেরো পরম তুমি মঙ্গল প্রধান॥ চৈঃ ভাঃ আ ৭ অঃ
গঙ্গার পরশ হৈলে পশ্চাতে পাবন।
দর্শনে পবিত্র কর, এই তোমার গুণ॥—ঠাকুর নরোত্তম

গঙ্গাদেবী ভগীরথের তপস্যায় তুষ্ট হইয়া ভগীরথকে দর্শন দিয়া বলিলেন—আমি পৃথিবীতে যাইতে ইচ্ছা করি না। কেননা মনুষ্যসকল আমাতে পাপ প্রক্ষালন করিলে সেই পাপ আমি কোথায় প্রক্ষালন করিব? তদুত্তরে ভগীরথ বলিলেন—

সাধবো ন্যাসিনঃ শান্তা ব্রহ্মিষ্ঠা লোকপাবনাঃ।
হরন্ত্যঘং তেঽঙ্গসঙ্গাৎ তেষ্বাস্তে হ্যঘভিদ্ধরিঃ। ভাঃ ৯।৯।৬

অনাসক্ত বিশুদ্ধচিত্ত বেদবিচারনিপুণ জগৎপবিত্রকারী সদাচার সম্পন্ন সাধুগণ আপনার জলে স্নান করিয়া আপনার পাপ হরণ করিবেন। সাধুদিগের হৃদয়ে পাপনাশন শ্রীহরি সর্ব্বদা বিরাজমান।

অতএব ভক্তগণ কর্ম্মফলবাধ্য সাধারণ জীব নহেন। তাঁহারা শ্রীভগবানেরই জন, লোকোদ্ধার-কল্পে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন—

জনস্য কৃষ্ণাদ্বিমুখস্য দৈবাদধর্ম্মশীলস্য সুদুঃখিতস্য।
অনুগ্রহায়েহ চরন্তি নূনং ভূতানি ভব্যানি জনার্দ্দনস্য॥

ভাঃ ৩।৫।১

বিদুর মৈত্রেয়কে বলিলেন—প্রাক্তন কর্ম্মবশতঃ কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ, অধর্ম্মনিরত, অত্যন্ত ক্লেশভোগজনগণকে অনুগ্রহ করিবার জন্য নিশ্চয়ই কৃষ্ণের মঙ্গলময় ভক্তপুরুষগণ মর্ত্ত্যলোকে পরিভ্রমণ করেন।

ভক্ত, ভক্তি ও ভগবানের চরণে অপরাধ বশতঃ ঐ তিন বস্তুতে জীবের প্রীতি হ্রাস প্রাপ্ত হয়।

ভক্তিই শ্রেষ্ঠ মঙ্গল—

এতাবানেব লোকেঽস্মিন পুংসাং নিঃশ্রেয়সোদয়ঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন মনো ময্যর্পিতং স্থিরম্॥ ভাঃ ৩।২৫।৪৪

শ্রীকপিলদেব বলিলেন—যদি দৃঢ়ভক্তিযোগদ্বারা মন আমাতে অর্পিত হইয়া স্থির হয়, তবে তাহাই ইহ সংসারে পুরুষের পরম মঙ্গলোদয় বলিয়া জানিতে হইবে ॥ ১৯ ॥

— —

শ্রদ্ধামৃতকথায়াং মে শশ্বন্মদনুকীর্ত্তনম্।
পরিনিষ্ঠা চ পূজায়াং স্তুতিভিঃ স্তবনং মম ॥
আদরঃ পরিচর্য্যায়াং সর্ব্বাঙ্গৈরভিবন্দনম্।
মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ ॥
মদর্থেষ্বঙ্গচেষ্টা চ বচসা মদ্গুণেরণম্।
ময্যর্পণঞ্চ মনসঃ সর্ব্বকামবিবর্জ্জনম্ ॥
মদর্থেঽর্থপরিত্যাগো ভোগস্য চ সুখস্য চ।
ইষ্টং দত্তং হুতং জপ্তং মদর্থং যদ্ব্রতং তপঃ ॥
এবং ধর্ম্মৈর্মনুষ্যাণামুদ্ধবাত্মনিবেদিনাম্।
ময়ি সঞ্জায়তে ভক্তিঃ
কোঽন্যোঽর্থোঽস্যাবশিষ্যতে ॥ ২০-২৪ ॥

অন্বয়। মে (মম) অমৃতকথায়াং শ্রদ্ধা (শ্রবণাদরঃ) শশ্বৎ (নিরন্তরং) অনুকীর্ত্তনং (শ্রবণান্তরং মৎকথাব্যাখ্যানং) মম পূজায়াং পরিনিষ্ঠা (আসক্তিঃ) স্তুতিভিঃ স্তবনং পরিচর্য্যায়াং (মন্দিরমার্জ্জনাদিসেবায়াং) আদরঃ (যত্নাতিশয়ঃ) সর্ব্বাঙ্গৈঃ (অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিভিঃ) অভিবন্দনং (দণ্ডবন্নতিঃ) অভ্যধিকা মদ্ভক্ত-পূজা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ (মমৈব মতিঃ মজ্জ্ঞানং) মদর্থেষু (মৎসেবাকার্য্যেষু) অঙ্গচেষ্টা (লৌকিকী ক্রিয়া) বচসা চ (লৌকিকেন বাক্যেন চ) মদ্গুণেরণং (মদ্গুণানাং ঈরণং কথনং) মনসঃ চ ময়ি (সর্ব্বম্) অর্পণং চ সর্ব্বকামবিবর্জ্জনং (মদ্ব্যতিরিক্তেচ্ছাবর্জ্জনং চ) মদর্থে (মদ্ভজনার্থং) অর্থপরিত্যাগঃ (তদ্বিরোধিনোঽর্থস্য পরিত্যাগঃ) ভোগস্য চ (তৎসাধনস্য চন্দনাদেঃ) সুখস্য চ (পুত্রোপলালনাদেঃ) মদর্থং (মৎপ্রীত্যর্থম্) ইষ্টং (যাগাদিকর্ম্ম) দত্তং (দানং) হুতং (হোমঃ) জপ্তং (মন্ত্রজপঃ) ব্রতং তপঃ (চ) যৎ (হে) উদ্ধব, এতৈঃ ধর্ম্মৈঃ আত্মনিবেদিনাম্ (আত্মনাং দেহপুত্রকলত্রাদিনাঞ্চ নিবেদিনাম্) মনুষ্যাণাং ময়ি ভক্তিঃ সঞ্জায়তে (ততশ্চ) অস্য (নিষ্কামভক্তস্য) অন্যঃ কঃ অর্থঃ (সাধনরূপঃ সাধ্যরূপো বা) অবশিষ্যতে (সর্ব্বোঽপি স্বত এব ভবতীত্যর্থঃ) ॥ ২০-২৪ ॥

অনুবাদ। নিরন্তর আমার মধুরচরিত শ্রবণে যত্ন, শ্রবণান্তর মৎকথা কীর্ত্তন, পূজাতে নিষ্ঠা, স্তুতিদ্বারা আমার স্তব, সেবাকার্য্যে আদর, সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত, আমার সন্তোষ জ্ঞানে বিশেষ যত্নে আমার ভক্তের পূজা, সকল প্রাণিতে মদ্ভাবস্ফূর্ত্তি, আমার উদ্দেশে লৌকিক-কার্য্য, বাক্যদ্বারা আমার গুণকীর্ত্তন, আমাতে সর্ব্বস্ব সমর্পণ, সমস্ত বাসনা ত্যাগ, আমার ভজনার্থে ভজন-বিরোধী অর্থত্যাগ, ভোগত্যাগ, পুত্রলালনাদি সুখত্যাগ, যজ্ঞ, দান, হোম, জপ, একাদশ্যাদি ব্রত ও তপস্যা প্রভৃতি ধর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা আত্মনিবেদিত পুরুষগণের আমা-প্রতি ভক্তি হইয়া থাকে। আমার ভক্তের সাধ্য বা সাধনরূপ কোন বিষয়েরই অভাব থাকে না, সকলই আপনা হইতে হইয়া থাকে ॥ ২০-২৪ ॥

বিশ্বনাথ। অমৃতরূপা যা কথেতি। তৎকথায়াঃ সর্ব্বস্যাঃ অমৃতত্বেঽপ্যতিমাধুর্য্যবতী রাসাদিসম্বন্ধিনীত্যর্থঃ। শ্রদ্ধা অতিশ্রদ্ধা। অভ্যধিকা মৎসন্তোষবিশেষং জ্ঞাত্বা মৎপূজাতোঽপীত্যর্থঃ। অঙ্গচেষ্টা দন্তধাবনাদিদৈহিকী ক্রিয়াপি মদর্থে মৎসেবার্থং বচসা অপভ্রংশবাক্যেনাপি গীতবন্ধেন মদ্গুণকথনম্। মদর্থে মদীয়যাত্রোৎসবাদ্যর্থে অর্থপরিত্যাগঃ শ্রীগুরুবৈষ্ণবাদিসম্প্রদানকঃ। যদ্বা। ভজনবিরোধিনোঽর্থস্যোপেক্ষা। ভোগস্য স্ত্রীসম্ভোগাদেস্ত্যাগঃ। সুখস্য পুত্রোপলালনাদেঃ। দত্তং দানং হুতং ব্রাহ্মণবৈষ্ণবমুখে ঘৃতপক্বান্নপ্রক্ষেপঃ। বিষ্ণবে স্বাহেতি সংস্কৃতবহ্নিমুখে তিলাজ্য-নিক্ষেপো বা জপ্তং সহস্রলক্ষাদি ভগবন্নামমন্ত্রজপঃ। এতত্ত্রিতয়মেব ইষ্টং ভক্তানাং যাগঃ। মদর্থং মৎপ্রাপ্ত্যর্থং ব্রতমেকাদশ্যুপবাসাদিকং যত্তদেব ভক্তানাং তপঃ। অস্য নিষ্কামভক্তস্য কোঽন্যোঽর্থোঽতোঽপরং কিং ফলং অবশিষ্টং ভবতি। কিন্তু তদেব পুনঃ পুনরনুবৃত্তকথাশ্রবণাদিকমেব ফলং তেন জ্ঞানিনো যথা-সাধ্যপ্রাপ্তৌ সত্যাং সাধনস্য ত্যাগ উক্তস্তথা ভক্তস্য

সাধ্যভক্তিপ্রাপ্তৌ সত্যাং সাধনভক্তেঃ শ্রবণকীর্ত্তনাদিকায়া নৈব ত্যাগঃ প্রত্যুত প্রেমরসরূপায়াঃ সাধ্যভক্তেরনুভাবরূপা শ্রবণকীর্ত্তনাদিভক্তিপূর্ব্বতোঽপি সহস্রগুণিতা ভবতীতি ॥ ২০-২৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। অমৃতারূপা যে কথা, আমার সমস্ত কথাই অমৃত হইলেও অতি মাধুর্য্যবতী রাসাদি-সম্বন্ধিনী কথা, তাহাতে শ্রদ্ধা—অতিশ্রদ্ধা। অভ্যধিকা—আমার বিশেষ সন্তোষ জানিয়া আমার পূজা হইতেও অধিক আমার ভক্তপূজা। মদর্থে—আমার সেবানিমিত্ত অঙ্গচেষ্টা —দন্তধাবনাদি দৈহিকক্রিয়াও। বাক্যদ্বারা অর্থাৎ অপভ্রংশবাক্যযুক্ত গীতবন্ধদ্বারাও আমার গুণকথন (ঈরণ)। মদর্থে অর্থাৎ আমার যাত্রা উৎসবাদিনিমিত্ত অর্থ পরিত্যাগ অর্থাৎ শ্রীগুরুবৈষ্ণবাদিকে সম্প্রদান। অথবা ভজনবিরোধীর অর্থকে উপেক্ষা। ভোগের—স্ত্রীসম্ভোগাদি ত্যাগ, সুখের—পুত্রপালনাদির। দত্ত—দান, হুত—ব্রাহ্মণবৈষ্ণবমুখে ঘৃতপক্বান্ন প্রক্ষেপ অথবা 'বিষ্ণবে স্বাহা' মন্ত্রযোগে সংস্কৃতবহ্নিমুখে তিলঘৃত-নিক্ষেপ। জপ্ত—সহস্রলক্ষাদি ভগবন্নামমন্ত্রজপ। এই তিন প্রকারই ইষ্ট অর্থাৎ ভক্তগণের যজ্ঞ। মদর্থ—আমাকে প্রাপ্তিনিমিত্ত, ব্রত—একাদশী উবাসাদি যাহা, তাহাই ভক্তগণের তপঃ বা তপস্যা। এই নিষ্কাম ভক্তের অন্য কি অর্থ অর্থাৎ ইহার পর কি ফল বাকি থাকে? কিন্তু তাহাই, পুনঃ পুনঃ ঐকথা শ্রবণাদিই ফল। সেই হেতু যেমন জ্ঞানীর যাহা সাধ্য, তাহার প্রাপ্তি হইলে সাধনের ত্যাগ উক্ত হইয়াছে, সেইরূপ ভক্তের সাধ্যভক্তির প্রাপ্তি হইলে শ্রবণকীর্ত্তনাদি সাধনভক্তির ত্যাগ নাই। প্রত্যুত প্রেমরসরূপা সাধ্যভক্তির অনুভাবরূপা শ্রবণকীর্ত্তনাদিভক্তি পূর্ব্ব হইতে সহস্রগুণিতা হয় ॥ ২০-২৪ ॥

অনুদর্শিনী। শ্রীভগবানের কথাই অমৃত—'তব কথামৃতং' ভাঃ ১০।৩১।৯। সমুদ্রমন্থনে উত্থিত অমৃত পান করিয়া দেবগণ কাম-ক্রোধাদির হস্ত হইতে মুক্তি পান না, মোক্ষামৃত-পান করিয়া নির্ব্বিশেষজ্ঞানিগণ প্রারব্ধ-পাপ নাশ করিতে পারেন না, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকথামৃত পানে জীব নিজস্বরূপের উপলব্ধিতে কামক্রোধাদিনির্ম্মুক্ত হইয়া সর্ব্বদা প্রেমভক্তিযোগে শ্রীবৃন্দাবনের অপ্রাকৃত নবীনমদনের নিত্য সেবায় নিযুক্ত হন এবং অতিমাধুর্য্যবতী রাসলীলাদি শ্রবণকীর্ত্তনে অতিশ্রদ্ধালু হন।

সর্ব্বলীলাচূড়ামণি রাসের শ্রবণকীর্ত্তন ফল—
'বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ' ভাঃ ১০।৩৩।৩৯

"ব্রজবধূ-সঙ্গে কৃষ্ণের রাসাদি-বিলাস।
যেই জন কহে, শুনে করিয়া বিশ্বাস ॥
হৃদ্রোগ-কাম তাঁর তৎকালে হয় ক্ষয়।
তিনগুণ ক্ষোভ নহে, মহাধীর হয় ॥
উজ্জ্বল মধুর-রস প্রেমভক্তি পায়।
আনন্দে কৃষ্ণমাধুর্য্যে বিহরে সদায় ॥"
চৈঃ চঃ অ ৫ অঃ

"মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা"—'মৎসন্তোষবিশেষ জানিয়া মৎপূজা হইতেও অধিক (-ভাবে ভক্তপূজা)।'

'অন্যের নিকট অতি গোপনীয় হইলেও তোমার নিকট পরমগুহ্য তত্ত্ব বর্ণন করিব।' ভাঃ ১১।১১।৪৯—শ্রীভগবান্ এই প্রতিশ্রুতির জন্য পরমপ্রিয় ভক্তপ্রবর উদ্ধবের নিকট প্রেমভক্তির রহস্য বর্ণন করিয়া সেই প্রেমের অঙ্গ সাধনভক্তির অঙ্গসমূহ কীর্ত্তন করিতেছেন। সাধুসঙ্গ সেই সাধনভক্তির জন্মমূল এবং সাধনভক্তিলভ্য প্রেমভক্তির মুখ্য অঙ্গ। সুতরাং "মুক্তি দিয়া যে ভক্তি রাখেন গোপ্য করি" (—"মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্ ॥" ভাঃ ৫।৬।১৮) সেই শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী অতি গোপনীয় ভক্তির কথা বলিতে যাইয়া শ্রীভগবান্ ভক্তিদাতা ভক্তসেবারই শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করিলেন।

শ্রীভগবান্ বিষয়-বিগ্রহ এবং ভোক্তা; ভক্ত সেই ভগবানের 'আশ্রয়' অর্থাৎ সেবক বা নিজজন। তাই, ভগবানের সেবাস্বরূপই ভক্ত। ভক্ত, আত্মারাম ভগবান্কে সেবাদ্বারা নিত্যই এত সন্তুষ্ট করেন যে, ভগবানের নিজস্বরূপগত আনন্দ অপেক্ষাও ভক্তস্বরূপানন্দ তাঁহার অতি

স্পৃহণীয় হয়—"নাহমাত্মানমাশাসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভির্বিনা। শ্রিয়ঞ্চাত্যন্তিকীং ব্রহ্মন্ যেষাং গতিরহং পরা॥"

ভাঃ ৯।৪।৬৪।

সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র শ্রীভগবান্‌কে বাধ্য করেন, কেবল তাঁহার ভক্তি বা সেবা। ভক্ত, সেই ভক্তির আধার বা পাত্র। সুতরাং স্বাধীন ভগবান্ যে ভক্তবাধ্য, তাহা তাঁহারই ভক্তি হইতে পাওয়া যায়—'বশে কুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা' ভাঃ ৯।৪।৬৬

করুণাময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের ভক্তগণও পরম করুণ, বরং করুণাময়ের শ্রীচরণযুগলে জীবকুলকে সমাকর্ষণ করিতে তাঁহাদের চরিত্রে উদরতাধর্ম্ম অত্যধিকভাবে প্রকাশিত দেখা যায়। নিজেরা নিরন্তর নিত্যারাধ্যের সেবায় নিযুক্ত থাকিয়াও মায়ামুগ্ধ কৃষ্ণসেবাভ্রান্ত জীবগণকে সঙ্গদানে কৃষ্ণকথা শুনাইয়া এবং নিজ-সেবাদানে কৃষ্ণ-সেবা শিখাইয়া থাকেন। জীবগণের প্রতি এরূপ অহৈতুকীকৃপাপ্রদর্শনে সেই ভক্তের প্রতি ভগবানের বিশেষ প্রীতি হওয়াই স্বাভাবিক। লৌকিক জগতেও দেখা যায় যে, যে পুত্র, নিজে পিতার সেবা করে, সে পুত্রের প্রতি পিতা সন্তুষ্ট থাকিলেও যে পুত্র, পিতার সেবা করে এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্য বিমুখ ভ্রাতৃবর্গকে সেই পিতার সেবায় নিযুক্ত করে, তাহার প্রতি পিতা বিশেষ সন্তুষ্ট হন।

নিজসেবাবিতরণকারী ভক্তের সঙ্গ, স্বানন্দ-পরিতৃপ্ত শ্রীভগবানেরই কিরূপ অভিলষণীয়, তাহা তাঁহারই শ্রীমুখবচনে পাওয়া যায়—'নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ। মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥' 'এই ভগবদুক্তিদ্বারা বুঝা যায় যে, সর্ব্বসুখদাতা ভগবানেরও সাধুসঙ্গ পরমসুখপ্রদ। অতএব এক সাধুসঙ্গই প্রার্থনীয়।' ভাঃ ৪।৩০।৩৪ শ্লোকের টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ।

শ্রীভগবানের প্রীতি-সম্পাদনই জীবস্বরূপের নিত্যধর্ম্ম। কিন্তু মায়াবদ্ধ জীব কৃষ্ণসেবাভ্রান্তিতে সেই ধর্ম্মবিমুখ। শ্রীভগবান্‌ই কৃপা-প্রকাশে ভাগ্যবানের নিকট নিজভক্ত প্রেরণ করিয়া, নিজের কথা শুনাইয়া, নিজসেবা দান করেন। বৈকুণ্ঠেতে ভক্তগণ সেই সেবাদানলীলায় বিশ্বে বিচরণ করিয়া থাকেন—'অনুগ্রহায়েহ চরন্তি নূনং ভূতানি ভব্যানি জনার্দ্দনস্ত॥' ভাঃ ৩।৫।৫ অর্থাৎ (কৃষ্ণবহির্ম্মুখ ক্লেশসন্তপ্তজনগণকে) অনুগ্রহ করিবার জন্য নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলময় ভক্তপুরুষগণ মর্ত্ত্যলোকে পরিভ্রমণ করেন। সুতরাং তাঁহাদের সঙ্গ সুদুর্লভ—'দুরাপা হ্যল্পতপসঃ সেবা বৈকুণ্ঠবর্ত্মসু।'—ভাঃ ৩।৭।২০ অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ ভগবৎ প্রাপ্তির পথস্বরূপ মহৎব্যক্তিগণের সেবা অল্পতপোবলযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে দুর্লভ। ('তপের ফলে ভক্তসঙ্গ বা সেবা লাভ হয় না, উহা ভগবানের কৃপৈকলভ্য'—শ্রীল বিশ্বনাথ)। সেই ভক্তসেবায় হরিভক্তিলাভ হয়—'যৎসেবয়া ভগবতঃ কূটস্থস্য মধুদ্বিষঃ। রতিরাসো ভবেৎ তীব্রঃ পাদয়োর্ব্যসনার্দ্দনঃ।' ভাঃ ৩।৭।১৯। অর্থাৎ ভক্তগণের সেবাদ্বারা সর্ব্বকালব্যাপী শ্রীমধুসূদনের পদযুগলে ঐকান্তিক প্রেমোৎসব উদিত হয় এবং আনুষঙ্গিক ফলে সংসার নাশ হয়।

ভক্তসেবায়, কৃষ্ণসেবা প্রাপ্ত হইয়া কোন লোক যাহাতে ভক্তসেবায় উদাসীন না হয় বরং 'ভক্তি' যেমন সাধন ও সাধ্য, কৃষ্ণভক্তিজন্মমূল—'ভক্তসঙ্গ ও সেবা' তদ্রূপ সাধন এবং সাধ্যাবস্থায়ও অবলম্বনীয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"কৃষ্ণভক্তিজন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'। কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ॥" চৈঃ চঃ মঃ ২২ পঃ। অর্থাৎ 'সাধুসঙ্গ যদিও প্রথমেই কৃষ্ণভক্তির জন্মমূল বটে, তথাপি কৃষ্ণপ্রেম জন্মিলেও সেই সাধুসঙ্গই আবার প্রেমের মুখ্য অঙ্গমধ্যে পরিগণিত।' শ্রীল ভক্তিবিনোদ।

শ্রীকৃষ্ণসেবায় কেবলমাত্র ভজনীয় বস্তুর সেবা হয়, কিন্তু ভক্তসেবায় ভক্তিদাতা ভক্তের ও ভজনীয় ভগবানের সেবা পূর্ণ হয়। ভগবান্ শ্রীঋষভদেব স্বপুত্রগণকে পারমহংস্য-ধর্ম্ম উপদেশদানকালে বলিয়াছেন—

'ইদং শরীরং মম দুর্বিভাব্যং
সত্ত্বং হি মে হৃদয়ং যত্র ধর্ম্মঃ।'
'অক্লিষ্টবুদ্ধ্যা ভরতং ভজধ্বং
শুশ্রূষণং তদ্ভরণং প্রজানাম্।'

ভাঃ ৫।৫।১৯-২০

অর্থাৎ আমার এই মনুষ্য-শরীর অবিতর্ক্য। আমার হৃদয় বিশুদ্ধ-সত্ত্বাত্মক, ইহাতে মৎপ্রাপক ভক্তিযোগ-লক্ষণ ধর্ম্ম অবস্থান করিতেছে।

তোমরা মৎসরাদি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক তোমাদের জ্যেষ্ঠ সহোদর এই ভরতকেই ভজনা কর, ভরতের সেবা করিলেই তোমাদের প্রজাপালনাদি কর্ত্তব্যকর্ম্মসমূহও কৃত হইবে

"যাঁহার ভক্তি কর্ত্তব্যা, সেই ভগবান্ কে? আর ভক্তিপ্রাপ্তির জন্য যে ভাগবত-সেবা অপেক্ষা করে, সে ভাগবত কে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—'তোমাদের অল্প প্রয়াসও নাই, যেহেতু গৃহেই ভাগবত—এই ভরত, তোমাদের ভ্রাতা বর্ত্তমান। আর আমার এই মনুষ্যাকার শরীর দুর্বিভাব্য অর্থাৎ দুর্বিতর্ক্য, যেহেতু ইহা চিদানন্দ-রূপ; অতএব আমি প্রাকৃত মনুষ্য নহি—ভগবান্। আমার ধর্ম্ম অর্থাৎ মৎপ্রাপক ভক্তিযোগ যেখানে, সে-খানেই আমার হৃদয় অর্থাৎ মন—'সাধুগণ আমার হৃদয়—ভাঃ ৯।৪।৬—এই আমার উক্তি।"

"আচ্ছা, আপনি পরমেশ্বর ও পিতা বলিয়া আমরা আপনাকে ভজনা করিব, ভক্তির জন্য নারদাদি মহতের সেবা করিব এবং রাজপুত্র বলিয়া প্রজাও পালন করিব।' তদুত্তরে বলিতেছেন—'মহৎসেবা বিমুক্তির দ্বার'—ইত্যাদি বাক্যে ভক্তির হেতু—মহতের সেবার কথা পূর্ব্বে আমি বলিয়াছি। 'ভরত আমাদের ভ্রাতা, ভ্রাতৃত্বে আমরা সকলেই সমান, সে কেন ভজনীয়'—এই ব্যবহার-দৃষ্টি করিতে হইবে না। ভরতের সেবাদ্বারাই আমার শুশ্রূষা এবং প্রজা-পালনাদি সকলই কৃত হইবে—ইহাই আমার মত।" শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মানুবাদ।

ভগবানের সেবা হইতে ভক্তসেবা বড় শুনিয়া ভগবানের সেবাকে লঘুজ্ঞান করিতে হইবে না বরং ভক্ত ও ভগবানের ভক্ত থাকিয়া যে ভক্তের সেবায় ভক্তারাধ্য ভগবানের সেবা লাভ হয়, সেই ভক্তের অধিক সেবায় ভগবানের অধিক প্রীতি হইবে জানিয়া নিরন্তর ভক্তানুগত্যে ভগবানের সেবা করিতে হইবে। যেমন ভক্ত বিদুর শ্রীমৈত্রেয়কে বলিয়াছেন—'ভক্তায় চানুরক্তায় তব চাধোক্ষজস্য চ।' ভাঃ ৪।১৭।৭ অর্থাৎ আমি আপনার এবং অধোক্ষজ ভগবানের ভক্ত এবং অনুরক্ত।

যদি প্রশ্ন হয় যে, ভগবান্ জীবের নিত্য সেব্য। কিন্তু উভয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে যদি নিত্য ভক্তসেবা উপস্থিত হয় তাহা হইলে ভগবানের নিত্য সেবা হয় কিরূপে?

তদুত্তরে বলা যায় যে,—প্রাকৃত জগতে গগনস্থ সূর্য্য ও তদ্দ্রষ্টা জীবের মাঝে যদি কাষ্ঠাদির ন্যায় অস্বচ্ছ আবরণ উপস্থিত হয়, তবে সূর্য্য দর্শনের বাধা হয়; কিন্তু যদি সেই স্থানে স্বচ্ছ কাচ থাকে, তবে নগ্নচক্ষে সূর্য্য দর্শনের সুযোগ হইতেও উহার ভিতর দিয়া যেরূপ সুখে সূর্য্য দর্শন হয়, সেইরূপ ভক্তব্যতীত কর্ম্মী-যোগী-জ্ঞানী প্রভৃতি ভক্তিরহিত অনির্ম্মলহৃদয়-জনগণ ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে থাকিয়া ভগবৎ সেবার অন্তরায় স্বরূপ হয়, কিন্তু ভক্ত্যাধার সুনির্ম্মল হৃদয় ভক্তের অবস্থিতিতে অতি সহজে এবং সম্যক্‌ভাবে ভগবৎ-প্রতীতি ও তৎসেবা হয়। ভক্তের হৃদয় ও ভগবানের হৃদয় অপৃথক্—'সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।' ভাঃ ৯।৪।৬—ঋষি দুর্ব্বাসার প্রতি এই ভগবদুক্তিই ইহার প্রমাণ। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীলচক্রবর্ত্তিপাদ বলেন—'আমার অম্বরীষকে জ্বালাইতে ইচ্ছা করিয়া তুমি আমার হৃদয়কেই জ্বালাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে। যদি বল, 'আপনার নিকট অপরাধ হওয়ায় আপনার চরণে পড়িতেছি, প্রসন্ন হউন, তদুত্তরে বলিতেছেন—সাধুর হৃদয়-প্রসাদে আমারই প্রসাদ। অতএব তুমি যাও অম্বরীষকে প্রসন্ন কর। সুতরাং ভক্তের সেবাই কৃষ্ণসেবা বা কৃষ্ণপ্রীতি—'মৎস্মৃতিঃ সাধুসেবয়া।' ভাঃ ১১।১১।৪৭ (অর্থ তথায় দ্রষ্টব্য)।

ভক্ত-পূজার শ্রেষ্ঠত্বের শাস্ত্রীয় প্রমাণ—

"তস্মাদাত্মজ্ঞং হ্যর্চ্চয়েদ্ ভূতিকামঃ"—মুণ্ডকোপনিষৎ ৩।১।১০ 'আত্মজ্ঞং ভগবত্তত্ত্বজ্ঞং ভক্তমিত্যর্থঃ, ভূতিকামো মোক্ষপর্য্যন্ত-সম্পত্তিলিপ্সুরিত্যর্থঃ'—শ্রীবলদেব। অর্থাৎ আত্যন্তিক-মঙ্গলেচ্ছু ব্যক্তি ভগবদ্ ভক্তকে সেবা করিবেন।

"তানুপাস্ব তানুপচরস্ব তেভ্যঃ শৃণু হি তে স্বামবস্তু"—পৌষায়ণ-শ্রুতি অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তগণের উপাসনা কর,

তাঁহাদিগের সেবা কর, তাঁহাদের নিকট হইতে শ্রবণ কর, তাঁহারা তোমাকে রক্ষা করিবেন।

"আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্। তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥"—পদ্মপুরাণ। অর্থ পূর্ব্বে ভাঃ ১১।১১।৪৭ অঃ দঃ দ্রষ্টব্য।

"সর্ব্বত্র বৈষ্ণবাঃ পূজ্যাঃ স্বর্গে মর্ত্ত্যে রসাতলে। দেবতানাং মনুষ্যাণাং তথৈব যক্ষরক্ষসাম্॥"—পদ্মপুরাণ। অর্থাৎ বৈষ্ণবগণ স্বর্গে, মর্ত্ত্যে ও রসাতলে সর্ব্বত্র দেবগণের, মনুষ্যগণের এবং যক্ষরক্ষোগণের পূজ্য।

"তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন বৈষ্ণবান্ পূজয়েৎ সদা। সর্ব্বং তরতি দুঃখৌঘং মহাভাগবতার্চ্চনাৎ॥" পাদ্মোত্তরখণ্ডে। অর্থাৎ সর্ব্বপ্রযত্নে সর্ব্বদা বৈষ্ণবগণকে পূজা করিবে। মহাভাগবতগণের পূজায় সর্ব্বপ্রকার দুঃখ নাশ হয়।

শাস্ত্রে আরও দেখা যায় যে,—'সিদ্ধির্ভবতি বা নেতি সংশয়োঽচ্যুত-সেবিনাম্। ন সংশয়োঽত্র তদ্ভক্ত-পরিচর্য্যারতাত্মনাম্॥" শাণ্ডিল্যস্মৃতি। অর্থাৎ ভগবৎ-সেবকগণের সিদ্ধিলাভ হয় কি না হয় এরূপ সন্দেহ থাকিতে পারে কিন্তু তদীয় ভক্তগণের পরিচর্য্যারত ব্যক্তিগণের সিদ্ধিবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

'তস্মাদ্বিষ্ণুপ্রসাদায় বৈষ্ণবান্ পরিতোষয়েৎ। প্রসাদ-সুমুখো বিষ্ণুস্তেনৈব স্যান্ন সংশয়ঃ॥' ইতিহাস-সমুচ্চয়ে। অর্থাৎ বিষ্ণুর প্রসাদহেতু বৈষ্ণবগণকে প্রসন্ন করিবে, তাহা দ্বারাই বিষ্ণুর প্রসাদ পাইবে—এ বিষয়ে সংশয় নাই।

ভক্তরাজ প্রহ্লাদও বলিয়াছেন—

'নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥'
ভাঃ ৭।৫।৩২

অর্থাৎ যে কাল পর্য্যন্ত গৃহব্রত মানবগণের মতি নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তগণের পদরজে অভিষিক্ত না হয়, সেকাল পর্য্যন্ত উহা কখনই উরুক্রম কৃষ্ণের পাদপদ্ম স্পর্শ করিতে পারে না; যেহেতু কৃষ্ণপাদপদ্মস্পর্শই—জীবের সকল অনর্থ-নাশের একমাত্র হেতু।

ভক্ত বৃত্র বলিয়াছেন—

'অহং হরে তব পাদৈকমূল-
দাসানুদাসো ভবিতাস্মি ভূয়ঃ।' ভাঃ ৬।১১।২৪

স্বয়ং শ্রীভগবান্ই ভক্ত অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—'যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে মতাঃ। মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ॥' (অর্থ পূর্ব্বে ভাঃ ১১।১১।৪৮ শ্লোঃ অঃ দঃ দ্রষ্টব্য)। 'বৈষ্ণবান্ ভজ কৌন্তেয় মা ভজস্বান্যদেবতাঃ। পুনন্তি বৈষ্ণবাঃ সর্ব্বে সর্ব্বদেবমিদং জগৎ॥' আদিপুরাণ। অর্থাৎ হে কৌন্তেয়, বৈষ্ণবগণকে ভজনা কর, অন্যদেবতার ভজন করিও না। বৈষ্ণবগণ সকলেই দেবগণকে ও দৃশ্য জগৎকে পবিত্র করেন।

শ্রীভগবান্ নিজ-ভজনকারিগণকে ভক্তাধীন করিয়া নিশ্চিন্ত নহেন, তিনি পরম স্বতন্ত্র হইয়াও স্বেচ্ছায় ভক্তাধীন ও ভক্তপরতন্ত্র—'অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।' ভাঃ ৯।৪।৬৩। আবার তিনি স্বভক্তগণকে ভক্তের ভক্ত হইবার আদেশ দিয়া স্বয়ং যে কি করেন, তাহা তিনিই ব্যক্ত করিয়াছেন তদীয় লীলাকীর্ত্তনকারী জগদ্গুরু শ্রীলশুকদেব গোস্বামীর শ্রীমুখে—'ভগবান্ ভক্তভক্তিমান্।' ভাঃ ১০।৮৬।৫৯ অর্থাৎ ভগবান্—ভক্তের ভক্ত।

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস—শ্রীলবৃন্দাবনদাস ঠাকুরও বলিয়াছেন—'যে মতে সেবকে ভজে কৃষ্ণের চরণে। কৃষ্ণ সেই মত দাসে ভজেন আপনে॥' চৈঃ ভাঃ অঃ ৩।৭৩ 'যেন করে ভক্ত, তেন করেন আপনে॥' চৈঃ ভাঃ ম ২।১৪৯, এই পয়ারের গৌড়ীয়ভাষ্যে শ্রীল প্রভুপাদ বলেন 'সেব্য-ভগবানের প্রতি সেবক ভক্তগণ যেরূপ বিশ্রম্ভ সহকারে নানাবিধ সেবা-প্রণয়চেষ্টা প্রদর্শন করেন, তদ্রূপ ভক্তৈকপ্রাণ ভগবানও স্বীয় প্রাণাধিক প্রিয় ভক্তের প্রতি নানাবিধ সেবা-প্রণয় বিধান করিয়া অতুল অসীম ভক্ত-বাৎসল্য প্রদর্শন করেন। ইহাতে কেহ যেন না বুঝেন যে, ভগবান প্রেমবশে ভক্তের সেবা করিতে গিয়া নিজ সেব্য-ভাব-রাহিত্য জ্ঞাপন করিতেছেন; পরন্তু তিনি ভক্তবাৎসল্য-প্রদর্শনকল্পে ভক্তের ভক্তরূপে স্বয়ং আচরণ

করিয়া জগতে ভগবান্ ও ভক্তের পরস্পর অত্যন্ত-ঘনিষ্ঠ বিশ্রম্ভময় সম্বন্ধ প্রচার করিলেন।'

ভক্তপ্রাণ ভগবান্ ভাগ্যবান্ জনগণকে ভক্তের ভক্ত হইবার উপদেশ দিয়াও বিরত হইলেন না—ভক্তভাবে বিভাবিত হইয়া নিজ-ভক্তি-বিতরণের জন্য নিজের ঔদার্য্যবিগ্রহ বিশ্বে প্রকট করিলেন। সেই শ্রীবিগ্রহই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব। এবার 'অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং' গী ৯।২৪, 'অহং সর্ব্বস্য প্রভবঃ' ১০।৮, 'অহমাত্মা গুড়াকেশ' ১০।২০ প্রভৃতি বাক্যদ্বারা নিজেই নিজের পরমেশ্বরত্বের পরিচয় না দিয়া বলিলেন—

'নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥' পদ্যাবলী।

অর্থাৎ আমি ব্রাহ্মণ নহি, ক্ষত্রিয় রাজা নহি, বৈশ্য বা শূদ্র নহি, অথবা ব্রহ্মচারী নহি, গৃহস্থ নহি, বানপ্রস্থ নহি, সন্ন্যাসীও নহি; কিন্তু উন্মীলিত (নিত্যস্বতঃ-প্রকাশমান) নিখিল-পরমানন্দপূর্ণ-অমৃতসমুদ্ররূপ শ্রীকৃষ্ণের পদকমলের দাস দাসানুদাস।

শুধু মুখে 'ভক্তের ভক্ত' বলিয়া বিরত হইলেন না, আচরণেও দেখাইলেন—

'নিঙাড়য়ে বস্ত্র কারো করিয়া যতনে।
ধুতি-বস্ত্র তুলি' কারো দেন ত' আপনে॥
কুশ, গঙ্গামৃত্তিকা কাহারো দেন করে।
সাজি বহি' কোন দিন চলে কারো ঘরে॥
সকল বৈষ্ণবগণ 'হায় হায়' করে।
'কি কর,' 'কি কর!' তবু করে বিশ্বম্ভরে॥
এইমত প্রতিদিন প্রভু বিশ্বম্ভর।
আপন-দাসের হয় আপনে কিঙ্কর॥'
চৈঃ ভাঃ ম ২য় অঃ

এবং স্বয়ং প্রভু হইয়াও দাসাভিমানে স্তুতিমুখে ভক্তগণের মহিমা বলিয়াছেন—

'তোমরা সে পার কৃষ্ণভজন দিবারে।
দাসেরে সেবিলে কৃষ্ণ অনুগ্রহ করে॥'
'তোমা সবা সেবিলে সে কৃষ্ণভক্তি পাই।' ঐ

আচরণের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমুখবচনেও বলিলেন—"সেবক করিয়া মোরে সবেই জানিবা।" আর সকলকে জানাইলেন—

"ভক্ত বই আমার দ্বিতীয় আর নাই।
ভক্ত মোর পিতা মাতা বন্ধু পুত্র ভাই॥
যদ্যপি স্বতন্ত্র আমি স্বতন্ত্র বিহার।
তথাপিহ ভক্তবশ-স্বভাব আমার॥" চৈঃ ভাঃ অঃ ১ অঃ
"মোর ভক্তপ্রতি প্রেমভক্তি করে যে।
নিঃসংশয় বলিলাঙ মোরে পায় সে॥" চৈঃ ভাঃ অঃ ৬ অঃ

শ্রীচৈতন্যলীলার আদি-ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর নিজ-প্রভুর হৃদয় বুঝিয়া তদীয় লীলাগ্রন্থ—শ্রীচৈতন্যভাগবত রচনায় প্রথমেই ভক্তপূজার আদর্শপ্রচারে বলিয়াছেন—"আদ্যে শ্রীচৈতন্যপ্রিয়গোষ্ঠীর চরণে। অশেষ প্রকারে মোর দণ্ডপরণামে॥ তবে বন্দো শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহেশ্বর। নবদ্বীপে অবতার নাম বিশ্বম্ভর॥ 'আমার ভক্তের পূজা আমা হৈতে বড়।' সেই প্রভু বেদে-ভাগবতে কৈল। দঢ়॥ এতেকে করিলুঁ আগে ভক্তের বন্দন। অতএব আছে কার্য্য-সিদ্ধির লক্ষণ॥ ইষ্টদেব বন্দো মোর নিত্যানন্দ-রায়। চৈতন্যের কীর্ত্তি স্ফুরে যাঁহার কৃপায়।"

তিনি আবার আচরণ-মুখে প্রচার করিয়াছেন—

"কৃষ্ণসেবা হৈতেও বৈষ্ণবসেবা বড়।
ভাগবত-আদি সব শাস্ত্রে কৈল দঢ়॥
এতেকে বৈষ্ণবসেবা পরম উপায়।
ভক্তসেবা হৈতে সে সবাই কৃষ্ণ পায়॥
সেবকের দাস্য প্রভু করে নিজানন্দে।
অজয় চৈতন্যসিংহ জিনে ভক্তবৃন্দে॥"
চৈঃ ভাঃ অঃ ৩ অঃ

"কৃষ্ণ" ভজিবার যার আছে অভিলাস।
সে ভজুক কৃষ্ণের মঙ্গল প্রিয়দাস॥
সবারে শিখায় গৌরচন্দ্র-ভগবানে।
বৈষ্ণবের সেবা প্রভু করিয়া আপনে॥
চৈঃ ভাঃ ম ২অঃ

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের লেখক শ্রীল কৃষ্ণদাস গোস্বামী প্রভুও বলিয়াছেন—

"চৈতন্যের দাস মুই, চৈতন্যের দাস।
চৈতন্যের দাস মুই, তাঁর দাসের দাস॥"

অতএব গীতায় শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে সর্ব্বগুহ্যতম উপদেশ—

"আমার ভক্ত হও।"

আর ভাগবতে শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদে সুগোপ্য পরমগুহ্য উপদেশ—

"আমার ভক্তের ভক্ত হও।"

সেবার জন্য অঙ্গচেষ্টা—"যেরূপ বিষয়িগণ প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া মূত্রপুরীষোৎসর্গ-মুখ-প্রক্ষালন-দন্তধাবন-স্নান-দর্শন শ্রবণ-কথনাদি ব্যাপারসমূহ বিষয়সুখ-ভোগেরই জন্য করে, কর্ম্মিগণ কিন্তু ঐ সকল দেবপিতৃ-পূজার জন্য করেন; তদ্রূপই ভক্তগণের দ্বারা সেই সেই কর্ম্মসমূহ ভগবানের সেবার জন্যই করা কর্ত্তব্য। ঐ সকল ক্রিয়াসমূহই ভক্তগণের পক্ষে ভক্তির অঙ্গসমূহই হইয়া থাকে।" "কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্ব্বা" ভাঃ ১১.২।৩৬ শ্লোকের টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ।

পায়ু ও উপস্থের বৃত্তি, ভক্তিসম্বন্ধে বৈধী ভক্তি—
উৎসর্গান্মলমূত্রাদেশ্চিত্তস্বাস্থ্যং যতো ভবেৎ।
অতঃ পায়ুরুপস্থশ্চ তদারাধনসাধনম্॥ বিষ্ণুরহস্যে
অর্থাৎ মল-মূত্র-উৎসর্গে চিত্তের স্বাস্থ্যলাভ হয় বলিয়া পায়ু ও উপস্থ তাঁহার আরাধনের সহায়।

অর্থ পরিত্যাগ—শ্রীগুরুবৈষ্ণবই শ্রীভগবানের সেবা-ভিজ্ঞ। সুতরাং তাঁদেরই আনুগত্যে কৃষ্ণসেবা কর্ত্তব্য। অর্থবান্ বা ধনী, নিজে অর্থের মালিক না সাজিয়া উহা গুরুবৈষ্ণবকে অর্পণ করিবেন, তাহা হইলে অর্থদ্বারা পরমার্থ বা ভগবানের সেবা হইবে।—'যদি থাকে বহুধন, নিজে হবে অকিঞ্চন, বৈষ্ণবের কর সমাদর।'

ঠাকুর শ্রীনরোত্তম।

ভজনবিরোধীর অর্থ উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য। উহা গ্রহণে সেবাবৃত্তির হ্রাস হয়।

সর্ব্বকামবর্জ্জন—'মদ্ব্যতিরিক্ত ইচ্ছা বর্জ্জন'—'মর্য্যর্পিতা-ত্মেচ্ছতি মদ্বিনান্যৎ' ভাঃ ১১।১৪।১৪ অর্থাৎ আমাতে চিত্ত-সমর্পণকারী আমাব্যতীত অন্যবস্তুর ইচ্ছা করেন না।

একাদশী—একাদশীব্রত বা হরিবাসর।
একাদশী মহাপুণ্যা সর্ব্বপাপ-বিনাশিনী।
ভক্তেশ্চ দীপনী বিষ্ণোঃ পরমার্থগতিপ্রদা॥ ভবিষ্যে
অর্থাৎ একাদশী মহাপুণ্যা, সর্ব্বপাপ বিনাশিনী, বিষ্ণু-ভক্তির উদ্দীপনী, পরমার্থ-গতিপ্রদা।

একাদশীব্রতের নিত্যত্ব—
তচ্চ কৃষ্ণপ্রীণনত্বাদ্বিধিপ্রাপ্তত্বতস্তথা।
ভোজনস্য নিষেধাচ্চাকরণে প্রত্যবায়তঃ॥

হঃ ভঃ বিঃ ১২ বিঃ

অর্থাৎ শ্রীভগবত্তোষণত্ব, বিধিপ্রাপ্তত্ব, ভোজননিষেধ এবং অকরণে প্রত্যবায়—এই চারিকারণে একাদশীব্রতের নিত্যত্ব।

(১) একাদশীর শ্রীভগবত্তোষণত্ব—'একাদশ্যাং নিরা-হারো যো ভুঙ্‌ক্তে দ্বাদশীদিনে। শুক্লে বা যদি বা কৃষ্ণে তদ্‌ব্রতং বৈষ্ণবং মহৎ॥'—মাৎস্যে ও ভবিষ্যে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি একাদশীতে নিরাহারী থাকিয়া শুক্ল ও কৃষ্ণ পক্ষের দ্বাদশী দিবসে ভোজন করেন, তাঁহার ঐ ব্রতে বিষ্ণুর অতিশয় প্রীতি হয়।

(২) বিধিপ্রাপ্তত্ব—একাদশ্যামুপবসেন্ন কদাচিদতিক্রমেৎ' —কথোক্তি। অর্থাৎ কথ বলিয়াছেন—একাদশীতে উপবাস করিবে, কখনও তাহা লঙ্ঘন করিবে না। 'উপোষ্যৈকাদশীং রাজন্ যাবদায়ু প্রবৃত্তিভিঃ।'—অগ্নিপুরাণ। অর্থাৎ যাবজ্জীবন একাদশীতে উপবাস করিবে। 'যাবদায়ুঃ প্রবৃত্তিভিঃ—যাবজ্জীবমিত্যর্থঃ'—শ্রীল সনাতন

(৩) ভোজননিষেধ—'রটন্তীহ পুরাণানি ভূয়ো ভূয়ো বরাননে। ন ভোক্তব্যং ন ভোক্তব্যং সংপ্রাপ্তে হরিবাসরে। পাদ্মোত্তরখণ্ডে। হে বরাননে। পুরাণ সকল বারম্বার বলিতেছেন যে একাদশী উপস্থিত হইলে ভোজন করিবে না, ভোজন করিবে না।

(৪) অকরণে প্রত্যবায়—'যানি কানি চ পাপানি ব্রহ্ম-হত্যাসমানি চ। অন্নমাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তি সংপ্রাপ্তে হরিবাসরে।

তানি পাপান্যবাপ্নোতি ভুঞ্জানো হরিবাসরে।'—শ্রীনারদীয়ে। অর্থাৎ ব্রহ্মহত্যাদি সকল পাপই হরিবাসরে অন্নকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত থাকে। অতএব যে ব্যক্তি একাদশীতে অন্ন ভোজন করে, সে ঐ সকল পাপ গ্রহণ করে।

একাদশীব্রত সকলেরই পালনীয়—

সপুত্রশ্চ সভার্য্যাশ্চ স্বজনৈর্ভক্তিসংযুতঃ।

একাদশ্যামুপবসেৎ পক্ষয়োরুভয়োরপি॥ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে।

পুত্রসহ, ভার্য্যাসহ এবং স্বজনগণের সহিত ভক্তিযুক্ত হইয়া শুক্ল ও কৃষ্ণ এই উভয় পক্ষের একাদশীতে উপবাস করিবে।

'ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চৈব যোষিতাং।

মোক্ষদং কুর্ব্বতাং ভক্ত্যা বিষ্ণোঃ প্রিয়তরং দ্বিজাঃ॥'

—বৃহন্নারদীয়ে।

বিষ্ণুর সন্তোষ-বিধানই বৈষ্ণবের কৃত্য। সুতরাং হরিবাসরে সর্ব্বপ্রকার ভোগ পরিহারপূর্ব্বক ভক্তসঙ্গে অহোরাত্র শ্রীভগবানের নামগুণাদি শ্রবণ-কীর্ত্তনপ্রসঙ্গে থাকিতে হইবে।

নন্দ মহারাজের একাদশীব্রত পালনের দৃষ্টান্ত—

একাদশ্যাং নিরাহারঃ সমভ্যর্চ্য জনার্দ্দনম্।

স্নাতুং নন্দস্তু কালিন্দ্যাং দ্বাদশ্যাং জলমাবিশৎ॥

ভাঃ ১০।২৮।১

শ্রীশুকদেব বলিলেন—(হে রাজন্), নন্দ মহারাজ একাদশীর উপবাস করিয়া জনার্দ্দনের সম্যক্ পূজাপূর্ব্বক দ্বাদশী তিথিতে স্নান করিবার জন্য যমুনাজলে প্রবেশ করিলেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাল্যলীলায় দেখা যায় যে, শ্রীজগন্নাথ মিশ্র প্রকট থাকিতে—

একদিন মাতার পদে করিয়া প্রণাম।

প্রভু কহে—মাতা মোরে দেহ এক দান॥

মাতা বলে—তাই দিব, যা তুমি মাগিবে।

প্রভু কহে—একাদশীতে অন্ন না খাইবে॥

শচী কহে—না খাইব, ভালই কহিলা।

সেই হৈতে একাদশী করিতে লাগিলা॥

চৈঃ চঃ আ ১৫ পঃ

সুতরাং একাদশীতে উপবাসই কর্ত্তব্য। তবে জীবের পক্ষে উপবাস, ভগবানের পক্ষে নহে। অর্থাৎ ভক্তগণ নিজেরা উপবাসী থাকিবেন কিন্তু ভগবানকে নানাবিধ নৈবেদ্য সমর্পণ করিবেন। ইহা নন্দ মহারাজের আচরণ হইতেও পাওয়া গিয়াছে।

শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুর ভক্তিসন্দর্ভে ২৯৯ সংখ্যায় দেখা যায়—

মাতৃহা পিতৃহা চৈব ভ্রাতৃহা গুরুহা তথা।

একাদশ্যান্তু যো ভুঙ্‌ক্তে বিষ্ণুলোকাচ্চ্যুতো ভবেৎ॥

স্কন্দপুরাণ।

অর্থাৎ যে একাদশীতে অন্নগ্রহণ করে, সে মাতৃঘাতী, পিতৃঘাতী, ভ্রাতৃঘাতী ও গুরুঘাতী এবং বিষ্ণুলোক হইতে চ্যুত হয়।

একাদশ্যাং ন ভোক্তব্যং তদ্‌ব্রতং বৈষ্ণবং মহৎ।

অগ্নিপুরাণ।

অর্থাৎ একাদশীতে ভোজন নিষেধ, উহা শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব ব্রত।

তাবদস্যা অবৈষ্ণবেঽপি নিত্যত্বম্। ঐ একাদশী অবৈষ্ণবপক্ষেও নিত্যত্ব।

কেহ যদি বলেন যে, একাদশীতে শ্রীভগবানের যখন ভোগ হয়, সেই প্রসাদ ভক্তগণ খাইবেন না কেন? তাহা ছাড়া শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রেও একাদশীতে অনেকেই মহাপ্রসাদ খাইয়া থাকেন। তদুত্তরে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুর বাক্যই প্রমাণ।

অত্র বৈষ্ণবানাং নিরাহারত্বং নাম মহাপ্রসাদান্নপরিত্যাগ এব, তেষামন্য-ভোজনস্য নিত্যমেবনিষিদ্ধত্বাৎ।

এস্থলে বৈষ্ণবগণের নিরাহার অর্থে মহাপ্রসাদান্ন পরিত্যাগই লক্ষিতব্য, তাঁহাদের নিত্যকালই অন্য ভোজনের নিষেধ। অর্থাৎ বৈষ্ণবগণ মহাপ্রসাদ ব্যতীত অন্য কোন দ্রব্য কোন দিন, কোন সময়েই স্বীকার করেন না। কিন্তু একাদশী দিবসে মহাপ্রসাদ-ত্যাগের নামই উপবাস।

"ব্রতানি চেরে হরিতোষণানি" ভাঃ ৩।১।১৯ এস্থলে একাদশ্যাদি বুঝিতে হইবে। অতএব ভগবন্মহাপ্রসাদৈক-ব্রত সৎশিরোমণি শ্রীমদম্বরীষের উপবাস (ভাঃ ৯।৪।৩০) আচারদর্শন করিয়া একাদশীতে উপবাস নির্ণীত হইয়াছে। অতএব গৌতম ঐ আচারদর্শনে নির্ণয় করিয়া নিজতন্ত্রশাস্ত্রে লিখিয়াছেন—বৈষ্ণবো যদি ভুঞ্জীত একাদশ্যাং প্রমাদতঃ। বিষ্ণ্বর্চনং বৃথা তস্য নরকং ঘোরমাপ্নুয়াৎ॥ অর্থাৎ বৈষ্ণব যদি ভ্রমবশতঃ একাদশী তিথিতে ভোজন করেন, তবে তাহার বিষ্ণুর অর্চ্চন বৃথা এবং ঘোর নরক প্রাপ্তি হয়। ভাঃ ১১।১২।১-২ শ্লোকের টীকায় শ্রীল জীবপাদ।

অতএব একাদশীতে দণ্ডবৎপ্রণামদ্বারা মহাপ্রসাদান্নের সম্মান করিয়া পরদিবস পারণকালে উহা গ্রহণীয়।

আচার্য্যলীলাভিনয়কারী আরাধ্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবও সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া পুরীতে অবস্থানকালে স্বয়ং একাদশীতে উপবাস করিয়া ব্রত-সম্মান-শিক্ষা দিয়াছেন। তদীয় পার্ষদভক্ত শ্রীজগদানন্দ গোস্বামীকৃত —প্রেমবিবর্ত্ত গ্রন্থে।

শ্রীহরিবাসরে প্রসাদ-সম্মান-বিচার

প্রভু বলে, "ভক্তি-অঙ্গে, একাদশী-মান-ভঙ্গে,
সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়।
প্রসাদ পূজন করি, পরদিনে পাইলে তরি,
তথি পরদিনে নাহি রয়॥
শ্রীহরিবাসর দিনে, কৃষ্ণনামরসপানে,
তৃপ্ত হয় বৈষ্ণব সুজন।
অন্য রস নাহি লয়, অন্য কথা নাহি কয়,
সর্ব্বভোগ করয়ে বর্জ্জন॥
প্রসাদ ভোজন নিত্য, শুদ্ধবৈষ্ণবের কৃত্য,
অপ্রসাদ না করে ভক্ষণ।
শুদ্ধা একাদশী যবে, নিরাহার থাকে তবে,
পারণেতে প্রসাদ-ভোজন॥
অনুকল্পস্থান মাত্র, নিরন্নপ্রসাদ-পাত্র,
বৈষ্ণবকে জানিহ নিশ্চিত।
অবৈষ্ণব জন যা'রা প্রসাদ-ছলেতে তা'রা,
ভোগে হয় দিবানিশি রত।
পাপপুরুষের সঙ্গে, অন্নাহার করে রঙ্গে,
নাহি মানে হরিবাসরব্রত॥
ভক্তি-অঙ্গ সদাচার', ভক্তির সম্মান কর,
ভক্তিদেবী কৃপা লাভ হ'বে।
অবৈষ্ণবসঙ্গ ছাড়, একাদশীব্রত ধর,
নামব্রতে একাদশী তবে॥

প্রসাদ সেবন আর শ্রীহরিবাসরে।
বিরোধ না করে কভু বুঝহ অন্তরে॥
এক অঙ্গ মানে, আর অন্য অঙ্গে দ্বেষ।
যে করে নির্ব্বোধ সেই জানহ বিশেষ॥
যে অঙ্গের যেই দেশ কাল বিধিব্রত।
তাহাতে একান্তভাবে হও ভক্তিরত॥
সর্ব্ব অঙ্গের অধিপতি ব্রজেন্দ্রনন্দন।
যাহে তেঁহ তুষ্ট তাহা করহ পালন॥
একাদশীদিনে নিদ্রাহার-বিসর্জ্জন।
অন্যদিনে প্রসাদ-নির্ম্মাল্য সুসেবন॥

একাদশীতে নিরম্বু অর্থাৎ নির্জ্জলা উপবাস করা কর্ত্তব্য। অসমর্থ-পক্ষে—

অনুকল্পো নৃণাং প্রোক্তঃ ক্ষীণানাং বরবর্ণিনি।
মূলং ফলং পয়স্তোয়মুপভোগ্যং ভবেচ্ছুভম্॥
নারদীয়ে।

অর্থাৎ হে বরবর্ণিনি, দুর্ব্বল ব্যক্তিগণের পক্ষে মূল, ফল, দুগ্ধ, জলাদি গ্রহণরূপ অনুকল্প কথিত হইয়াছে, উহাতে মঙ্গল হয়। (যব, গম, বিদলাদি সর্ব্বপ্রকার রবিশস্য গ্রহণ নিষেধ)।

দশমীবিদ্ধা একাদশীতে উপবাস নিষেধ—
নোপোষ্যা দশমীবিদ্ধা সদৈবৈকাদশী-তিথিঃ।
সমুপোষ্য নরো জহ্যাৎ পুণ্যং বর্ষশতোদ্ভবম্॥
নারদীয়ে।

দশমীবিদ্ধা কোন একাদশীতে উপবাস করিবে না, উহাতে জীবের শতবর্ষপ্রাপ্ত পুণ্যক্ষয় হয়।

কিন্তু যদি কোন দশমীবিদ্ধা একাদশী তিথি পরদিবস না থাকে, দ্বাদশী তিথি হয়, তাহা হইলে একাদশীর উপবাস কিরূপে হইবে? তদুত্তরে—

অরুণোদয়বেলায়াং দশমী মিশ্রিতা ভবেৎ।

তাং ত্যক্ত্বা দ্বাদশীং শুদ্ধামুপোষ্যেদবিচারয়ন্॥ পাদ্মে।

অর্থাৎ অরুণোদয়কালে দশমীমিশ্রিত থাকিলে তাহা ত্যাগ করিয়া অবিচারে শুদ্ধা দ্বাদশীতেই উপবাস করিবে।

অরুণোদয় কাল—

উদয়াৎ প্রাক্ চতস্রো ঘটিকা অরুণোদয়ঃ। স্কান্দে।

অর্থাৎ সূর্যোদয়ের চারিদণ্ড (এক ঘণ্টা ছত্রিশ মিনিট) পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অরুণোদয় কাল।

এই কালে যদি দশমী থাকে তাহা হইলে সেই দিন একাদশীর উপবাস হইবে না, পরদিন হইবে।

সুতরাং একাদশীর উপবাস না করিলে দোষ, আবার বিদ্ধা উপবাসেও দোষ—

এই সবে বিদ্ধাত্যাগ, অবিদ্ধাকরণ।
অকরণে দোষ, কৈলে ভক্তির লম্ভন॥

চৈঃ চঃ ম ২৪ পঃ

উপবাসাদি—

উপবাস, পূজা, ভক্তসঙ্গে ভাগবত আলোচনা, কীর্ত্তন-মুখে নিশি-জাগরণ ইত্যাদি।

জপৈঃ—সহস্রলক্ষাদি-ভগবন্নামমন্ত্রজপ।

(১) ভগবন্নামজপ—'এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ। ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নাম-গ্রহণাদিভিঃ॥'—ভাঃ ৬।৩।২২। দ্বাদশমহাজনের অন্যতম ভক্তপ্রবর শ্রীযম স্বদূতগণকে বলিয়াছেন—নামোচ্চা-রণাদিদ্বারা ভগবান্ শ্রীবাসুদেবে যে ভক্তিযোগ, তাহাই এই জগতে জীবসকলের 'পরমধর্ম্ম' বলিয়া কথিত হয়।

কলিসন্তরণোপনিষদে দেখা যায় যে,—'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥ ইতি ষোড়শকং নাম্নাং কলিকল্মষ-নাশনম্। নাতঃ পরতরোপায়ঃ সর্ব্ববেদেষু দৃশ্যতে॥' অর্থাৎ 'হরে কৃষ্ণ' ইত্যাদি ষোড়শ নাম কলিকলুষ-নাশকারী; ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ উপায় সর্ব্ববেদের মধ্যেও দৃষ্ট হয় না।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবও বলিয়াছেন—'কৃষ্ণভক্তি হউক সবার। কৃষ্ণনাম-গুণ বই না বলিহ আর। কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র শুনহ হরিষে॥ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥— কহিলাম এই মহামন্ত্র। ইহা জপ' গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ। ইহা হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার। সর্ব্বক্ষণ বল' ইথে বিধি নাহি আর॥' চৈঃ ভাঃ ম ২৩।৭৪-৭৮

'নির্ব্বন্ধ'—শব্দে বিধিমতে সংখ্যা-নাম-গ্রহণকে লক্ষ্য করে। বদ্ধজীব সাধারণতঃ সেবাবিমুখ এবং যথেচ্ছাচারী। সুতরাং তাহার পক্ষে নিয়ম ও নির্ব্বন্ধ না করিলে জীবন সংযত ও ভজনরত হয় না। 'এবং নিয়মকৃদ্রাজন্ শনৈঃ ক্ষেমায় কল্পতে।'—ভাঃ ৬।১।১২—অর্থাৎ যিনি এরূপ নিয়ম পালন করিয়া চলেন, তিনিও ক্রমে ক্রমে মঙ্গল লাভের অধিকারী হন। বিশেষতঃ উপদেশামৃতে দেখা যায়— 'স্যাৎ কৃষ্ণনামচরিতাদি-সিতাপ্যবিদ্যা পিত্তোপতপ্তরসনস্য ন রোচিকা নু। কিন্ত্বাদরাদনুদিনং খলু সৈব জুষ্টা স্বাদ্বী ক্রমাদ্ভবতি তদ্‌গদমূলহন্ত্রী॥'—অর্থাৎ অহো! যাহার রসনা অবিদ্যাদ্বারা উত্তপ্ত, তাহার নিকট শ্রীকৃষ্ণ-নামগুণ-চরিতাদি সুমিষ্ট মিশ্রিও রুচিপ্রদ হয় না; কিন্তু যদি আদরের সহিত অনুদিন সেই নামাদি সেবন করা যায় তবে ক্রমশঃ তাহার আস্বাদন বৃদ্ধি পায় এবং কৃষ্ণবিস্মৃতিরূপ ভোগব্যাধির মূল অবিদ্যার উপশম হয়।

আচার্য্যলীলাভিনয়কারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর আচ-রণে দেখা যায়—'স্বনামসংখ্যাজপসূত্রধারী চৈতন্যচন্দ্রো ভগবন্মুরারিঃ॥'—চৈঃ ভাঃ ম ৫।১

যিনি 'হরেকৃষ্ণ' ইত্যাদি নিজনামসমূহের জপসংখ্যা রক্ষার জন্য সংখ্যা নির্ণায়ক গ্রন্থিবিশিষ্ট সূত্র ধারণ করিয়াছেন, সেই চৈতন্যচন্দ্রনামক ভগবান্ মুরারি জয়যুক্ত হউন।

'যবে চলে সংখ্যা-নাম করিয়া গ্রহণ। তুলসী লইয়া অগ্রে চলে একজন॥ সংখ্যা-নাম লইতে যে স্থানে প্রভু

বৈসে। তথাই রাখেন তুলসীরে প্রভু পাশে॥ তুলসীরে দেখেন, জপেন সংখ্যা-নাম। এ ভক্তিযোগের তত্ত্ব কে বুঝিবে আন॥ পুনঃ সেই সংখ্যা-নাম সম্পূর্ণ করিয়া। চলেন ঈশ্বর সঙ্গে তুলসী লইয়া॥' চৈঃ ভাঃ অঃ ৮।১৫৭, ১৫৯-৬১। 'ঈশ্বরও করিয়া সংখ্যা-নামের গ্রহণ। মধ্যাহ্নাদি ক্রিয়া করিবারে হৈল মন॥' ঐ ৯ পঃ

শ্রীমন্মহাপ্রভু বল্লভ ভট্টকে বলিয়াছেন—"বসি' কৃষ্ণনাম মাত্র করিয়ে গ্রহণে। সংখ্যা-নাম পূর্ণ মোর নহে রাত্রি দিনে॥" চৈঃ চঃ অ ৭।৭৯।

শ্রীনামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের চরিত্রেও দেখা যায় যে,—'বিষয়-সুখেতে বিরক্তের অগ্রগণ্য। কৃষ্ণনামে পরিপূর্ণ শ্রীবদন ধন্য॥ তিন লক্ষ নাম দিনে করেন গ্রহণ। গোফা হৈল তাঁর যেন বৈকুণ্ঠ-ভবন॥' চৈঃ ভাঃ আ ১৬শ অঃ

মৎসর রামচন্দ্র খাঁ প্রেরিত বারবণিতা যখন তাঁহার সমীপে গমন করিয়া সঙ্গ প্রার্থনা করিয়াছিল তখন তিনি বলিয়াছিলেন—'তোমা করিমু অঙ্গীকার। সংখ্যা-নাম-কীর্ত্তন যাবৎ না সমাপ্ত আমার॥' চৈঃ চঃ অঃ ৩।১১৩।

পুনরায় স্বয়ং মায়াদেবী তাঁহাকে ছলনা করিবার জন্য উপস্থিত হইলে তিনি বলিয়াছিলেন—'সংখ্যা-নাম-সংকীর্ত্তন এই মহাযজ্ঞ মন্তে। তাহাতে দীক্ষিত আমি হই প্রতিদিনে॥' ঐ ২৩৮।

শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীল বাণীনাথ পট্টনায়কের চরিত্রেও দেখা যায় যে, উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র, প্রাপ্য অর্থের অনাদায়ে যখন তাঁহাকে চাঙ্গে চড়াইয়াছিলেন তখন সেই সংবাদ পাইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই সংবাদদাতাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—'বাণীনাথ কি করে, যবে বান্ধিয়া আনিল?' তদুত্তরে সেই ব্যক্তি বলিলেন—"বাণীনাথ নির্ভয়েতে লয় কৃষ্ণনাম। 'হরেকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ' কহে অবিশ্রাম॥ সংখ্যা লাগি' দুই-হাতে অঙ্গুলিতে লেখা। সহস্রাদি পূর্ণ হৈলে, অঙ্গে কাটে রেখা॥"

চৈঃ চঃ অ ৯।৫৫-৫৭।

"সংখ্যাগ্রহণে নির্ব্বন্ধ রক্ষা করিয়া 'হরেকৃষ্ণ—মহামন্ত্র (ষোলনাম বত্রিশ অক্ষর)—কীর্ত্তনের বিধি। একান্ত নামাশ্রিত প্রত্যেক সাধকেরই সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বথা পালনীয়, জানা যাইতেছে।"

শ্রীল প্রভুপাদ।

শ্রীভগবন্নামজপের সংখ্যা-নির্দ্ধারণে আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভিক্ষার্থ-নিমন্ত্রণকারী ব্যক্তিগণের প্রতি তাঁহারই আদেশে পাই—

"ভিক্ষা-নিমন্ত্রণ-ছলে প্রভু সবাস্থানে।
ব্যক্ত করি' ইহা কহিয়াছেন আপনে॥
ভিক্ষা-নিমন্ত্রণে প্রভু বলেন হাসিয়া।
'চল তুমি আগে লক্ষেশ্বর হও গিয়া॥
তথা ভিক্ষা আমার যে হয় লক্ষেশ্বর।'
শুনিয়া ব্রাহ্মণ সব চিন্তিত-অন্তর॥
বিপ্রগণ স্তুতি করি' বলেন 'গোসাঞি!
লক্ষের কি দায়, সহস্রেকো কারো নাই॥
তুমি না করিলে ভিক্ষা, গার্হস্থ্য আমার।
এখনেই পুড়িয়া হউক্ ছারখার॥'
প্রভু বলে,—"জান' 'লক্ষেশ্বর' বলি কারে।
প্রতিদিন লক্ষ নাম যে গ্রহণ করে॥
সে-জনের নাম আমি বলি 'লক্ষেশ্বর'।
তথা ভিক্ষা আমার, না যাই অন্য ঘর।"
শুনিয়া প্রভুর কৃপাবাক্য বিপ্রগণে।
চিন্তা ছাড়ি' মহানন্দ হৈলা মনে মনে॥
"লক্ষ নাম লইব প্রভু, তুমি কর ভিক্ষা।
মহাভাগ্য,—এমত করাও তুমি শিক্ষা॥"
প্রতিদিন লক্ষ নাম সর্ব্বদ্বিজগণে।
লয়েন চৈতন্যচন্দ্রের ভিক্ষার কারণে॥
হেন মতে ভক্তিযোগ লওয়ায় ঈশ্বরে।
বৈকুণ্ঠ নায়ক ভক্তিসাগরে বিহরে॥

চৈঃ ভাঃ অ ৯।১১৬-২৬।

'ভগবদ্ভক্তমাত্রেই প্রত্যহ লক্ষ নাম গ্রহণ করিবেন, নতুবা বিবিধ বিষয়ে আসক্ত হইয়া ভগবৎসেবা করিতে অসমর্থ হইবেন।'—শ্রীল প্রভুপাদ।

কোন কোন কু-তার্কিক প্রশ্ন করেন যে, কৃষ্ণনাম গ্রহণ শব্দে 'হরেকৃষ্ণ'—এই ষোল নাম বত্রিশ অক্ষরাত্মক মহা-

মন্ত্রকেই বুঝাইবে কি ? তদুত্তরে আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তিতে পাই যে—'হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥ এই শ্লোক নাম বলি' লয় মহামন্ত্র। ষোল নাম বত্রিশ-অক্ষর এই তন্ত্র।'

চৈঃ ভাঃ আ। ১৪।১৪৪-৪৬।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয়তম পার্ষদ শ্রীলরূপগোস্বামিকৃত চৈতন্যাষ্টকে পাওয়া যায়—

হরেকৃষ্ণেত্যুচ্চৈঃ স্ফুরিতরসনো নামগণনা
কৃতগ্রন্থিশ্রেণী সুভগকটিসূত্রোজ্জ্বলকরঃ।
বিশালাক্ষো দীর্ঘার্গলযুগলখেলাঞ্চিত ভুজঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥

অর্থাৎ উচ্চৈঃস্বরে 'হরেকৃষ্ণ' নামোচ্চারণ করিতে যাঁহার রসনা নৃত্য করিতে থাকে এবং উচ্চারিত নামের গণনার নিমিত্ত গ্রন্থীকৃত সুন্দর কটিসূত্রে যাঁহার উজ্জ্বল বামহস্ত শোভিত, যিনি বিশালনয়নযুক্ত ও আজানুলম্বিত-ভুজ, সেই চৈতন্যদেব কি পুনরায় আমার নয়ন-পথের পথিক হইবেন ?

বেদান্তভাষ্যকার শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু তৎকৃত 'স্তবমালা-বিভূষণে' উদ্ধৃত উক্ত শ্লোকের ভাষ্যে বলেন—'হরেকৃষ্ণেতি মন্ত্রপ্রতীকগ্রহণম্। ষোড়শনামাত্মনা দ্বাত্রিংশদক্ষরেণ মন্ত্রেণোচ্চৈরুচ্চারিতেন স্ফুরিতা কৃতনৃত্যা রসনা জিহ্বা যস্য সঃ।'

অর্থাৎ 'হরেকৃষ্ণ'—এই মন্ত্রমূর্ত্তির গ্রহণ। ষোড়শ-নামাত্মক দ্বাত্রিংশৎ অক্ষরযুক্ত মন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারিত হওয়ায় যাঁহার জিহ্বা নৃত্য করিতেছে।

তথাকথিত বৈষ্ণবনামধারী এবং তাহাদিগের আচার্য্যা-ভিমানী ধাম (?)-বাসী গোস্বামিব্রুবগণের শিক্ষায় ও আচরণে দেখা যায় যে 'হরেকৃষ্ণ'—মহামন্ত্র সংখ্যা রাখিয়া কেবলমাত্র মনে মনেই জপ্য, কীর্ত্তনীয় নহে। তৎ-প্রতিকূলে আমরা শ্রীলরূপগোস্বামিপ্রভুকৃত 'হরে-কৃষ্ণেত্যুচ্চৈঃ'—শ্লোকে নামপ্রভু (ক) শ্রীমন্মহাপ্রভুর উচ্চৈঃস্বরে শ্রীনামগ্রহণের আদর্শ দেখিতে পাই। (খ) নামাচার্য্য শ্রীলহরিদাসঠাকুরের চরিত্রে দেখি যে তিনি রামচন্দ্র খাঁ-প্রেরিত বারবণিতাকে বলিয়াছেন—

'তাবৎ তুমি বসি' শুন নাম সঙ্কীর্ত্তন।
নাম সমাপ্ত হৈলে করিমু যে তোমার মন ॥
এত শুনি' সেই বেশ্যা বসিয়া রহিলা।
কীর্ত্তন ক'রে হরিদাস প্রাতঃকাল হৈলা ॥"

চৈঃ ভাঃ অ ৩।১১৪-১৫

পুনরায় তিনি মায়াদেবীকে বলিয়াছেন—
'যাবৎ কীর্ত্তন সমাপ্ত নহে, না করি অন্য কাম।
কীর্ত্তন সমাপ্ত হৈলে, হয় দীক্ষার বিশ্রাম ॥
দ্বারে বসি' শুন তুমি নাম-সংকীর্ত্তন।
নাম সমাপ্ত হৈলে, করিমু তব প্রীতি-আচরণ ॥
এত বলি' করেন তেঁহো নাম-সংকীর্ত্তন।
সেই নারী বসি' করে শ্রীনাম-শ্রবণ ॥'

চৈঃ চঃ অ ৩।২৩৯ ২৪১।

তাহা ছাড়া তাঁহার চরিত্রে আরও দেখা যায় যে,—
"ভক্তিযোগে লোকের দেখিয়া অনাদর।
হরিদাসও দুঃখ বড় পায়েন অন্তর ॥
তথাপিহ হরিদাস উচ্চৈঃস্বর করি'।
বলেন প্রভুর সংকীর্ত্তন মুখ ভরি' ॥
ইহাতেও অত্যন্ত দুষ্কৃতি পাপীগণ।
না পারে শুনিতে উচ্চ হরিসংকীর্ত্তন ॥
হরিনদী-গ্রামে এক দুর্জ্জন ব্রাহ্মণ।
হরিদাসে দেখি' ক্রোধে বলয়ে বচন ॥
'অয়ে হরিদাস, এ কি ব্যভার তোমার।
ডাকিয়া যে নাম লহ, কি হেতু ইহার ?
মনে মনে জপিবা,— এই সে ধর্ম্ম হয়।
ডাকিয়া লৈতে নাম কোন্ শাস্ত্রে কয় ?
কার শিক্ষা—হরিনাম ডাকিয়া লইতে ?
এই ত' পণ্ডিত-সভা, বলহ ইহাতে ॥'
হরিদাস বলেন,—'ইহার যত তত্ত্ব।
তোমরা সে জান, হরিনামের মহত্ত্ব ॥
তোমরা সভার মুখে শুনিঞা সে আমি।
বলিতেছি, বলিবাও যেবা কিছু জানি ॥

উচ্চ করি' লৈলে শতগুণ পুণ্য হয়।
দোষত' না কহে শাস্ত্রে, গুণ সে বর্ণয়॥'
'উচ্চৈঃ শতগুণং ভবেৎ।'

বিপ্রবলে—'উচ্চনাম করিলে উচ্চার।
শতগুণ পুণ্য হয়, কি হেতু ইহার?'
হরিদাস বলেন,—'শুনহ মহাশয়।
যে তত্ত্ব ইহার, বেদে-ভাগবতে কয়॥'
সর্ব্বশাস্ত্র স্ফুরে হরিদাসের শ্রীমুখে।
লাগিলা করিতে ব্যাখ্যা কৃষ্ণানন্দ-সুখে॥
'শুন বিপ্র, সকৃৎ শুনিলে কৃষ্ণনাম।
পশু, পক্ষী, কীট যায় শ্রীবৈকুণ্ঠ-ধাম॥
যন্নাম গৃহ্ণন্নখিলান্ শ্রোতৄনাত্মানমেব চ।
সদ্যঃ পুনাতি কিং ভূয়স্তস্য স্পৃষ্টঃ পদা হি তে॥

ভাঃ ১০।৩৪।১৭

সর্পদেহপ্রাপ্ত সুদর্শন নামক বিদ্যাধর শ্রীভগবানের পাদস্পর্শে নিজরূপ প্রাপ্ত হইয়া বলিলেন—যাঁহার নাম কীর্ত্তন করিয়া পুরুষ সমস্ত শ্রোতা ও নিজেকে সদ্যই পবিত্র করিয়া থাকেন, সেই আপনার সাক্ষাৎ পাদস্পর্শে পবিত্র হইয়া সে ব্যক্তি যে সর্ব্বতোভাবে সকলকে শোধন করিবে, এ বিষয়ে আর বক্তব্য কি?

পশু পক্ষী কীট-আদি বলিতে না পারে।
শুনিলেই হরিনাম তারা সব তরে॥
জপিলে শ্রীকৃষ্ণনাম আপনে সে তরে।
উচ্চ-সঙ্কীর্ত্তনে পর-উপকার করে॥
অতএব উচ্চ করি' কীর্ত্তন করিলে।
শতগুণফল হয়,—সর্ব্বশাস্ত্র বলে॥
জপতো হরিনামানি, স্থানে শতগুণাধিকঃ।
আত্মানঞ্চ পুনাত্যুচ্চৈর্জপন্ শ্রোতৄন্ পুনাতি চ॥

শ্রীনারদীয়ে প্রহ্লাদবাক্যং।

অর্থাৎ যিনি হরিনাম জপ করেন, তাঁহা হইতে উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তনকারী যে শতগুণে শ্রেষ্ঠ, ইহা সঙ্গতই ঘটে; যেহেতু জপকর্ত্তা কেবলমাত্র নিজেকেই পবিত্র করেন, কিন্তু উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তনকারী ব্যক্তি নিজেকে এবং শ্রোতৃ-সাধারণকে পবিত্র করিয়া থাকেন।

শুন, বিপ্র, মন দিয়া ইহার কারণ।
জপি' আপনারে সবে করয়ে পোষণ॥
উচ্চ করি' করিলে গোবিন্দ-সঙ্কীর্ত্তন।
জন্তুমাত্র শুনিয়াই পায় বিমোচন॥
জিহ্বা পাইয়াও নর বিনা অন্য প্রাণী।
না পারে বলিতে কৃষ্ণনাম-হেন ধ্বনি॥
ব্যর্থজন্মা ইহারা নিস্তরে যাহা হৈতে।
বল দেখি,—কোন্ দোষ সে কর্ম্ম করিতে?
কেহ আপনারে মাত্র করয়ে পোষণ।
কেহ বা পোষণ করে সহস্রেক জন॥
দুইতে কে বড়, ভাবি বুঝহ আপনে।
এই অভিপ্রায় 'গুণ উচ্চসঙ্কীর্ত্তনে'॥
সেই বিপ্র শুনি' হরিদাসের কথন।
বলিতে লাগিলা ক্রোধে মহা-দুর্ব্বচন॥
... ...
প্রত্যুত্তর আর কিছু তারে না করিয়া।
চলিলেন উচ্চকরি' কীর্ত্তন গাইয়া॥

চৈঃ ভাঃ আ ১৬শ অঃ।

স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু উচ্চ-সঙ্কীর্ত্তনের মহিমা প্রকাশের জন্য নিজ প্রিয়তম ঠাকুর শ্রীহরিদাসকে প্রশ্ন করিয়াছেন—'পৃথিবীতে বহুজীব—স্থাবর-জঙ্গম। ইহা-সবার কি প্রকারে হইবে মোচন?'

হরিদাস কহে,—"প্রভু, সে কৃপা তোমার।
স্থাবর জঙ্গম আগে করিয়াছ নিস্তার॥
তুমি যে করিয়াছ এই উচ্চ-সঙ্কীর্ত্তন।
স্থাবর-জঙ্গমের সেই হয়ত' শ্রবণ॥
শুনিয়া জঙ্গমের হয় সংসার-ক্ষয়।
স্থাবরের শব্দলাগে, প্রতিধ্বনি হয়॥
'প্রতিধ্বনি' নহে, সেই করয়ে 'কীর্ত্তন'।
তোমার কৃপায় এই অকথ্য-কথন॥
সকল জগতে হয় উচ্চ-সঙ্কীর্ত্তন।
শুনিয়া প্রেমাবেশে নাচে স্থাবর-জঙ্গম॥

যৈছে কৈলা ঝারিখণ্ডে বৃন্দাবন যাইতে।
বলভদ্র ভট্টাচার্য্য কহিয়াছেন আমাতে॥
বাসুদেব জীব লাগি' কৈল নিবেদন।
তবে অঙ্গীকার কৈলা জীবের মোচন॥
জগৎ নিস্তারিতে তোমার অবতার।
ভক্তভাব আগে তাতে কৈলা অঙ্গীকার॥
উচ্চ-সঙ্কীর্ত্তন তাতে করিলা প্রচার।
স্থিরচর জীবের খণ্ডাইলা সংসার॥"

এত শুনি' প্রভুর মনে চমৎকার হৈল।
'মোর গূঢ়লীলা হরিদাস কেমনে জানিল॥
মনের সন্তোষে তাঁরে কৈলা আলিঙ্গন।

চৈঃ চঃ অ ৩পঃ

পূর্ব্বে উল্লিখিত শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীল বানীনাথপট্টনায়কেরও উচ্চৈঃস্বরে সংখ্যানাম গ্রহণে জানা যায়।

আবার গৌড়ীয়বৈষ্ণব (?)-নামধারী ব্যক্তিগণ বলেন যে, 'হরেকৃষ্ণ'—মহামন্ত্র সংখ্যা রাখিয়া জপ্য ও কীর্ত্তনীয় কিন্তু অসংখ্যাত অথবা অনেকে মিলিয়া কীর্ত্তনীয় নহে। তদুত্তরে আমরা দেখিতে পাই যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু 'হরেকৃষ্ণ'—মহামন্ত্র নির্ব্বন্ধ করিয়া জপের কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গে—'সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর।'—ইহাও বলিয়াছেন। (চৈঃ ভাঃ ম ২৩।৭৭-৭৮ দ্রষ্টব্য)। ইহার গৌড়ীয়ভাষ্যে শ্রীল প্রভুপাদ বলেন—"মহামন্ত্র উচ্চৈঃস্বরেই সর্ব্বক্ষণ কীর্ত্তনীয়; উহা আদৌ জপ্য নহেন,—এরূপ বিচার কাহারও চিত্তে উদিত না হয়, তজ্জন্য মহামন্ত্র 'জপ' করিবারও উপদেশ লিখিত হইয়াছে। 'নির্ব্বন্ধ'-শব্দে বিধিমতে সংখ্যা-নাম-গ্রহণকেই লক্ষ্য করে। মহামন্ত্র কেবলমাত্র জপ্য নহেন, আবার অজপ্যও নহেন। পাঁচ দশ জন মিলিয়া হাতে তালি দিয়া এই মহামন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিবার উপদেশ থাকায় মহামন্ত্র কেবলমাত্র জপ্য নহেন; আবার মহামন্ত্রে-সম্বোধনের সহিত চতুর্থ্যন্ত পদ প্রয়োগ করিয়া কীর্ত্তন করিবার বিধিও উপেক্ষিত হয় নাই। 'সর্ব্বক্ষণ বল'—এই পদের দ্বারা কেবলমাত্র জপ্যতার বিচার নিরাশ করা হইয়াছে।"

শ্রীল প্রভুপাদ পুনরায় ঐশ্বরও করিয়া সংখ্যা নামের গ্রহণ'—চৈঃ ভাঃ অ ৯।৩৩ পয়ারের ভাষ্যে বলেন—"সংখ্যা-নাম—নির্ব্বন্ধ করিয়া নিরূপিত সংখ্যায় শ্রীভগবন্নামোচ্চারণ, ইহার বিপরীত অসংখ্যাত নামগ্রহণ। 'গ্রহণ'—শব্দে 'কীর্ত্তন' বুঝায়।"

এতদ্ব্যতীত শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বনামপ্রচারলীলায় দেখা যায়—

'আপন গলার মালা সবাকারে দিয়া। আজ্ঞা করে প্রভু সবে—'কৃষ্ণ গাও গিয়া॥ বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, গাও কৃষ্ণনাম। কৃষ্ণ বিনু কেহ কিছু না ভাবিহ আন॥ যদি আমা প্রতি স্নেহ থাকে সবাকার। তবে কৃষ্ণ-ব্যতিরিক্ত না গাইবে আর॥ কি শয়নে, কি ভোজনে কিবা জাগরণে। অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ, বলহ বদনে॥' চৈঃ ভাঃ ম ২৮অঃ; 'ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি। কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি। তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামসংকীর্ত্তন। নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥ চৈঃ চঃ অ ৪ পঃ এবং 'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ'।

মীমাংসা—পূর্ব্বে উল্লিখিত শ্রীভগবানের ও ভক্তগণের আচরণে ও শিক্ষায়, শাস্ত্র-বাক্যে এবং বিশেষতঃ বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিস্রোত-প্রবাহের আচার্য্য শ্রীগৌরপার্ষদ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-ঠাকুরের এবং আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীগৌরনিজজন গৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকাচার্য্যবর্য্য নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদের হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত ভারতে এবং ভারতেতর দেশে প্রচার ও আচারে ইহাই সুসিদ্ধান্তিত যে—'হরেকৃষ্ণ' এই ষোলনাম-বত্রিশাক্ষর মহামন্ত্র সংখ্যা রাখিয়া জপ্য ও কীর্ত্তনীয়; অসংখ্যাত জপ্যও কীর্ত্তনীয় এবং অনেকে মিলিয়া মৃদঙ্গ-করতালাদি-সংযোগে ঘরে, বাহিরে ও নগরে সর্ব্বত্রই কীর্ত্তনীয়।

(২) ভগবন্মন্ত্র—মন্ত্রসমূহ ভগবন্নামাত্মক; মন্ত্রের বিশেষত্ব এই যে, মন্ত্র ভগবন্নামের সহিত নমঃ-শব্দাদিভূষিত অর্থাৎ নামাত্মগত্য-ভাবযুক্ত। মন্ত্রসমূহে ভগবদিচ্ছাক্রমে শ্রীনারদাদি-ঋষিগণকর্ত্তৃক শক্তিবিশেষ নিহিত

আছে। মন্ত্রসমূহ শ্রীভগবানের সহিত মন্ত্রোচ্চারণকারীর সম্বন্ধবিশেষ প্রতিপন্ন করে।

আমরা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের উক্তিতেও পাই যে,—"কৃষ্ণমন্ত্র' জপ' সদা—এই মন্ত্রসার॥ কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসার-মোচন। কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥"

অর্থাৎ কৃষ্ণমন্ত্র জপফলে বদ্ধজীবের অপ্রাকৃত অনুভূতি-লাভে অপ্রাকৃত অভিমানের অর্থাৎ ভগবদ্দাস্যের প্রবৃত্তি ও প্রাকৃত অহংকারের নিবৃত্তি হয়। তখন দেহে 'আমি' ও দেহ সম্বন্ধীয় বস্তু-ব্যক্তিতে 'আমার' বুদ্ধি থাকেনা; আত্মায় 'আমি' বুদ্ধি ও আত্মার আত্মা ভগবানে ও তদীয় বস্তুতে 'আমার' বুদ্ধি বা মমতা হয়। ভগবানের সহিত সম্বন্ধবিশেষ স্থাপিত হওয়ায় তখন তাঁহাকে সম্বোধনের যোগ্যতা অর্থাৎ নিরপরাধে নামকীর্ত্তনের অধিকার হয়। সেই কীর্ত্তনফলে প্রেমসেবা লাভ হয়।

জ্ঞানিগণের সাধ্যপ্রাপ্তিতে সাধনত্যাগ—

সন্ন্যস্য নিয়ম্য যতয়ো যদকর্ত্তহেতিং
জহুঃ স্বরাড়িব নিপানখনিত্রমিন্দ্রঃ॥ ভাঃ ২।৭।৪৮

শ্রীব্রহ্মা বলিলেন—হে নারদ, যত্নশীল যোগি-ন্যাসিগণ সহচরস্বরূপ মনকে পরমাত্মা ও ব্রহ্মস্বরূপে সংলগ্ন করিয়া অভেদের সাধনভূত জ্ঞানকে অনুপযোগী বলিয়া ত্যাগ করেন। দরিদ্র ব্যক্তি যেমন কূপ খনন করিতে করিতে ধন পাইয়া ধনী হইলে কর্ম্মকারদশায় গৃহীত কূপখননের সাধনভূত খনিত্রকে ত্যাগ করে,—তদ্রূপ।

এই শ্লোকের শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মানুবাদ—'যত্নশীল যোগী ও সন্ন্যাসিগণ পরমাত্মা ও ব্রহ্মে মনঃস্থির করিয়া অভেদ-জ্ঞানের সাধনকে অনুপযোগী বলিয়া আদর করেন না। উপযোগের অভাব সাধনে অনাদর দৃষ্টান্ত। যেমন পর্জ্জন্যরূপে বিরাজমান ইন্দ্রের জলের জন্য কূপ-খননের সাধন খনিত্রের প্রয়োজন হয় না,অথবা দরিদ্রব্যক্তি কূপখননের সাধন খনিত্র বা খন্তার দ্বারা কূপ খনন করিতে করিতে ধনপ্রাপ্তিতে সমৃদ্ধ হইয়া খননকার্য্যে গৃহীত কূপ-খননের সাধনভূত খন্তাকে ত্যাগ করে,—তদ্রূপ। কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণ সাধ্যপ্রাপ্তিতে সাধনে দ্বিগুণিত আদরবিশিষ্ট হন, এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় তাঁহাদিগকে প্রবেশ করাইতে হইবে না।'

সাধ্যপ্রাপ্তিতে ভক্তের সাধনে আগ্রহাতিশয়ের কারণ—

জীব স্বরূপে নিত্য কৃষ্ণদাস। সুতরাং কৃষ্ণদাস্যই বা ভক্তিই জীবাত্মার স্বভাব বা বৃত্তি। কৃষ্ণবিস্মৃতিতে বদ্ধ-দশায় সেই জীবের আত্ম-ভিন্ন স্থূল-লিঙ্গ-দেহদ্বয়ে আত্মবুদ্ধি এবং নিজস্বরূপবিষয়ে বিস্মৃতি ঘটিয়া থাকে। এই অবস্থায় তাহার কৃষ্ণদাস্য লুপ্ত হওয়ায় কৃষ্ণদাসাভিমানের পরিবর্ত্তে মায়ার ভোক্তাভিমান প্রবল এবং সেবাবৃত্তি ভোগবৃত্তিতে পরিণত হয়। এই অবস্থাই জীবের দুরবস্থা অর্থাৎ সংসার-দশা। তখন দেহাভিমানী জীব নানাবিধ কর্ম্মাচরণে দেবাদি-দেহলাভে স্বর্গ-নরকে গতাগতি লাভ করিতে থাকে। এইরূপে সংসার ভ্রমণ করিতে করিতে সৌভাগ্য-ক্রমে সৎপ্রসঙ্গে শাস্ত্রতাৎপর্য্যে বিশ্বাস ও ভগবন্মাধুর্য্যে লোভ জন্মে, তখন ভক্তিতে তাহার অধিকার হয়। জাত-শ্রদ্ধাজীব তখন শ্রীগুরুচরণাশ্রয়রূপ সৎসঙ্গ-প্রভাবে তত্ত্বশ্রবণ ঘটে। শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে শ্রুত-বিষয়ের কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। এই অবস্থাই জীবের সাধনদশা এবং তখন মায়া-দমনপ্রক্রিয়ারূপ জীবস্বরূপের বিক্রমই লক্ষিত হয়।

ভক্তি জীবাত্মার নিত্যবৃত্তি বলিয়া তাহা কখনও 'সাধ্য' নয় অর্থাৎ সাধনলভ্য ব্যাপার নহে। তবে ঈশ-বৈমুখ্য বশতঃ বহিরঙ্গভাবে আবিষ্ট হওয়ায় জীবের শুদ্ধ অহঙ্কারগত শুদ্ধচিত্ত অবিদ্যাদোষমলিনতাদ্বারা দূষিত হওয়ায় সেই নিত্যবৃত্তি—ভক্তির ক্রিয়া সুপ্ত থাকে। কেবলমাত্র শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিদ্বারাই সেই চিত্ত বিশোধিত হয় এবং তখনই সেবাধর্ম্মের উদয় হয়। এই নিত্যসিদ্ধভাব হৃদয়ে প্রকট করিবার জন্য যখন বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়দ্বারা শ্রবণাদি সাধিত হইতে থাকে, তখনই তাহার নাম সাধন-ভক্তি। 'ভক্ত্যা সংজাতয়া ভক্ত্যা'—ভাঃ ১১।৩।৩১ অর্থাৎ সাধনভক্তি-সঞ্জাত সাধ্যভক্তি বা প্রেমভক্তি বলে—এই ন্যায়ানুসারে শ্রদ্ধাবান্ সাধকভক্তের শ্রবণকীর্ত্তনাদি আভাস ভক্তিদ্বারা শুদ্ধাভক্তির উদয় হয়। তখন প্রেমভক্তিলাভে ভগবৎস্বরূপ, ভক্তিস্বরূপ ও স্বস্বরূপের উপলব্ধিতে ভক্তগণ

—শ্রবণকীর্ত্তনাদি শুদ্ধভাবে এবং সাগ্রহে নৈরন্তর্য্য লাভ করে। জীবাত্মার স্বধর্ম্ম—ভগবদ্দাস্যের উদয়ে তৎ-প্রবৃত্তিতে সংসারপ্রবৃত্তির নিবৃত্তি হইয়া কেবল কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তিপর জীবন লাভ হয়। অতএব জ্ঞানি-যোগিগণের সাধ্যপ্রাপ্তিতে সাধনত্যাগের ন্যায় ভক্তের সাধ্য—প্রেম-ভক্তি-লাভে সাধনভক্তির অঙ্গ—শ্রবণকীর্ত্তনাদি ত্যাগ হয় না, পরন্তু সিদ্ধাবস্থায় সাধন ভক্তি সহস্রগুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। জ্ঞানাদিমার্গে সাধ্য ও সাধন পৃথক্ কিন্তু ভক্তিমার্গে ভক্তিই সাধন ও সাধ্য, উপায় ও উপেয়। অর্থাৎ ভক্তির ফল ভক্তিই। তাই নিষ্কাম ভক্তের শ্রবণ-কীর্ত্তনের ফল অন্য কিছুই না হইয়া নিরন্তর শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ ফলই লাভ হয়।

ভক্তগণের প্রাপ্তির অবশেষ নাই—

ভগবানে আত্মসমর্পণকারী-ভক্তের ভগবানের সেবা-ব্যতীত অন্য বাঞ্ছা নাই। তিনি আত্মনিবেদনরূপ ভক্তির ফলে সাধ্যভক্তিলাভে ভগবানের নিত্যসেবা লাভ করেন। সুতরাং তাঁহার অন্য কোন অর্থ পাইতে বাকী থাকে না। কেননা, ভক্তি পুরুষার্থশিরোমণি বলিয়া সকল সুখ তাহাতেই অন্তর্ভুক্ত।

এই শ্লোকে 'ভক্তি'শব্দে 'প্রেমই' কথিত এবং 'কোঽন্য' এই শব্দ মোক্ষের নিবারকরণ জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। ভক্তি সর্ব্বফলস্বরূপা। সুতরাং ভক্তিপ্রাপ্তিতে ভক্তের কোন প্রাপ্যেরই অবশেষ থাকে না—

ভক্তিং লব্ধবতঃ সাধোঃ কিমন্যদবশিষ্যতে।
ময্যনন্তগুণে ব্রহ্মণ্যানন্দানুভবাত্মনি ॥ ভাঃ ১১।২৬।৩০
অর্থ পরে দ্রষ্টব্য ॥ ২০-২৪ ॥

যদাত্মন্যর্পিতং চিত্তং শান্তং সত্ত্বোপবৃংহিতম্।
ধর্ম্মং জ্ঞানং সবৈরাগ্যমৈশ্বর্য্যঞ্চাভিপদ্যতে ॥ ২৫ ॥

অন্বয়। যদা (যস্মিন্ কালে) সত্ত্বোপবৃংহিতং (সত্ত্বগুণবিবর্দ্ধিতং) শান্তং চিত্তং আত্মনি (ময়ি ঈশ্বরে) অর্পিতং (ভবেৎ তদা পুমান্) ধর্ম্মং জ্ঞানং সবৈরাগ্যম্ ঐশ্বর্য্যং চ অভিপদ্যতে (প্রাপ্নোতি)॥ ২৫ ॥

অনুবাদ। যেকালে পুরুষ সত্ত্বগুণসম্পন্ন শান্ত-চিত্তকে পরমাত্মরূপী আমাতে অর্পণ করে, তখন ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্যযুক্ত ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হয় ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ। কোঽন্যোঽর্থোঽস্যাবশিষ্যত ইত্যা-ক্ষেপময্যা ভগবদুক্তেরিয়মুক্তলক্ষণা কেবলা নির্গুণা ভক্তিজ্ঞানাঙ্গত্বেন ন ব্যাখ্যেয়া। জ্ঞানাঙ্গভূতা ভক্তিরি-তোঽন্যা সাত্ত্বিকী বর্ত্তত এব তয়ৈব সকামভক্তঃ স্বাপেক্ষিতং ধর্ম্মজ্ঞানাদিকং প্রাপ্নোতীত্যেবেত্যাহ,—যদিতি। যৎ শান্তং চিত্তং আত্মনি পরমাত্মনি ময়ি অর্পিতং সাত্ত্বিক্যা ভক্ত্যা মদ্বিষয়ীকৃতং ভবতি তদ্ধর্ম্মাদিযুক্তং ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। (চতুর্ব্বিংশতিতম শ্লোকের) 'আর কি অর্থ ইহার অবশিষ্ট থাকে'—এই আক্ষেপময়ী ভগবদ্ উক্তির এই উক্তলক্ষণা কেবলা নির্গুণা ভক্তিকে জ্ঞানের অঙ্গ বলিয়া ব্যাখ্যা করা উচিত নহে। জ্ঞানাদির অঙ্গ-ভূতা যে ভক্তি, তাহা ইহা হইতে ভিন্না সাত্ত্বিকীভক্তি। তৎসাহায্যেই সকামভক্ত স্বাপেক্ষিত ধর্ম্মজ্ঞানাদি প্রাপ্ত হ'ন, এই কথা এখানে বলিতেছেন। যে শান্তচিত্ত আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা আমাতে অর্পিত হইয়া সাত্ত্বিকী ভক্তিদ্বারা মদ্‌বিষয়ীকৃত হয় অর্থাৎ তদ্‌ধর্ম্মাদিযুক্ত হয়। ২৫।

অনুদর্শিনী। কেবলা ভক্তি নির্গুণা, উহা জ্ঞানাদি অঙ্গভূতা নহে। কেননা,—"জ্ঞান বৈরাগ্যাদি—ভক্তির কভু নহে 'অঙ্গ'।"—চৈঃ চঃ ম ২২।১৪১। ঐ গুলি নির্গুণা ভক্তির অনুগতা—'যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।' অর্থাৎ ভগবান্ শ্রী-বিষ্ণুতে যাঁহার নিষ্কামা সেবাপ্রবৃত্তি বর্ত্তমান, ধর্ম্মজ্ঞান-বৈরাগ্যাদি সকলগুণের সহিত দেবতাবর্গ তাঁহাতেই সম্যগ্‌রূপে অবস্থান করেন। 'অকিঞ্চনা অর্থাৎ নিষ্কামা সকল অর্থাৎ ধর্ম্ম-জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি সহ সেই স্থানেই সম্যগ্-রূপে বাস করেন; শ্রীবিষ্ণুই সর্ব্বদেবময় বলিয়া তাঁহার সেবাদ্বারাই সর্ব্বদেবসেবা—এই ভাব।'—শ্রীল বিশ্বনাথ।

সাত্ত্বিকী ভক্তির সাহায্যেই সকাম-ভক্ত ধর্ম্মজ্ঞানাদি প্রাপ্ত হ'ন।

কর্ম্মনির্হারমুদ্দিশ্য পরস্মিন্ বা তদর্পণম্।
যজেদ্ যষ্টব্যমিতি বা পৃথগ্ ভাবঃ স সাত্ত্বিকঃ।
ভাঃ ৩।২৯।১০

শ্রীকপিলদেব বলিলেন—আবার যিনি পাপক্ষয় পরমেশ্বরে কর্ম্মার্পণ অর্থাৎ ভগবদুদ্দেশে অথবা 'ভগবদর্চ্চন করা কর্ত্তব্য' এইরূপ বুদ্ধিতে ভেদদর্শী হইয়া আমার পূজা করেন, তিনি সাত্ত্বিক ভক্ত।

'সাত্ত্বিকী ভক্তি কাহার পক্ষে জ্ঞান উৎপাদন করে।'
—শ্রীল বিশ্বনাথ।

যদর্পিতং তদ্বিকল্পে ইন্দ্রিয়ৈঃ পরিধাবতি।
রজস্বলঞ্চাসন্নিষ্ঠং চিত্তং বিদ্ধি বিপর্য্যয়ম্॥ ২৬॥

অন্বয়। যৎ (যদা) চিত্তং বিকল্পে (দেহগেহাদৌ) অর্পিতং (সৎ) ইন্দ্রিয়ৈঃ (বিষয়ে) পরিধাবতি, তৎ (তদা) রজস্বলং (রজোগুণব্যাপ্তং) অসন্নিষ্ঠং (নিষিদ্ধ-বিষয়বশং) চ (ভবতি, তদা) বিপর্য্যয়ং (অধর্ম্মাদিকং) বিদ্ধি॥ ২৬॥

অনুবাদ। যেকালে মন দেহগৃহাদিতে অভিনিবিষ্ট হইয়া ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয়ে ধাবিত হয়, তখন উহা রজো-গুণাধিক্যযুক্ত ও নিষিদ্ধ বিষয়ে আসক্ত হয় বলিয়া অধর্ম্মাদি অর্থাৎ অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হয়॥ ২৬॥

বিশ্বনাথ। ব্যতিরেকং দর্শয়তি,—যচ্চিত্তং বিকল্পে দেহগেহাদৌ অর্পিতং তৎ রজস্বলং সৎ বিষয়ান্ পরিধাবতি অসন্নিষ্ঠং নিষিদ্ধবিষয়াসক্তঞ্চ ভবতি। তচ্চিত্তং বিপর্য্যয়ং প্রাপ্তং বিদ্ধি। অধর্ম্মমজ্ঞানমবৈরাগ্যমনৈশ্বর্য্যং প্রাপ্নোতী-ত্যর্থঃ॥২৬॥

বঙ্গানুবাদ। ব্যতিরেক প্রদর্শন করিতেছেন। যে চিত্ত বিকল্পে অর্থাৎ দেহগেহাদিতে অর্পিত, তাহা রজঃস্বল (অধিরজোযুক্ত) হইয়া বিষয়সমূহে পরিধাবিত হয় ও অসন্নিষ্ঠ অর্থাৎ নিষিদ্ধ বিষয়াসক্ত হয়। সেই চিত্তকে বিপর্য্যয়প্রাপ্ত বলিয়া জানিবে, অর্থাৎ অধর্ম্ম অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হয়।

অনুদর্শিনী। ভাঃ ১১।১৪।২৭ শ্লোক আলোচ্য।২৬। —ঈশ্বরে অর্পিতচিত্তব্যক্তি ধর্ম্মাদি প্রাপ্ত হন, ঈশ্বরার্পণ অভাবে বিপর্য্যয় অধর্ম্মাদি প্রাপ্তি হয়।

ধর্ম্মো মদ্ভক্তিকৃৎ প্রোক্তো জ্ঞানঞ্চৈকাত্ম্যদর্শনম্।
গুণেষ্বসঙ্গো বৈরাগ্যমৈশ্বর্য্যঞ্চাণিমাদয়ঃ॥২৭॥

অন্বয়। (স্বাভিপ্রেতান্ ধর্ম্মাদীন্ ব্যাচষ্টে) মদ্ভক্তি-কৃৎ (এব) ধর্ম্মঃ প্রোক্তঃ (প্রকৃষ্ট উক্তঃ শাস্ত্রেষু) ঐকাত্ম্য-দর্শনং (সর্ব্বত্রৈক-পরমাত্মসম্বন্ধমেব) জ্ঞানং চ (প্রোক্তং) গুণেষু (রূপাদিবিষয়েষু) অসঙ্গঃ (অনাসক্তিরেব) বৈরাগ্যং (প্রোক্তং) অণিমাদয়ঃ চ ঐশ্বর্য্যং (প্রোক্তম্)॥২৭॥

অনুবাদ। যদ্দ্বারা আমাতে ভক্তি জন্মে তাহাই ধর্ম্ম, সর্ব্বত্র এক পরমাত্মসম্বন্ধদর্শনই জ্ঞান, বিষয়ে অনা-সক্তিই বৈরাগ্য এবং অণিমাদিই ঐশ্বর্য্য বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে॥ ২৭॥

বিশ্বনাথ। ধর্ম্মাদীন্ ব্যাচষ্টে ধর্ম্ম ইতি। মদ্ভক্তিকৃৎ মদ্ভক্তেঃ কৃৎ করণং যত্র বস্তুনি ভবেৎ স ধর্ম্মঃ॥২৭॥

বঙ্গানুবাদ। ধর্ম্মাদি ব্যাখ্যা করিতেছেন। মদ্ভক্তি-কৃৎ অর্থাৎ আমাতে ভক্তির করণ যে বস্তুতে হইয়া থাকে, তাহাই ধর্ম্ম॥২৭॥

অনুদর্শিনী। যে কোন ব্যাপারে আমার ভক্তি জন্মে, তাহাই ধর্ম্ম। তাই শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ ব্যাখ্যা করিলেন—'যে বস্তুতে আমার ভক্তির করণ অর্থাৎ প্রবৃত্তি হয়, তাহা ধর্ম্ম। যেমন শ্রীঋষভদেব বলিয়াছেন—মনো-বচোদৃক্ করণেহিতস্য সাক্ষাৎকৃতং মে পরিবর্হণং হি।' অর্থাৎ আমার আরাধনাই মন, চক্ষু, বাক্য ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়ব্যাপারের সাক্ষাৎ ফল। শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ ইহার টীকায় বলিলেন—দেহব্যাপারের সাক্ষাৎকৃত অর্থাৎ সাক্ষান্মৎসম্বন্ধহেতু যে করণ বা প্রবৃত্তি, তাহাই আমার আরাধনা।'

ভগবানের সেবাই ধর্ম্ম—

মদর্থমিদং কৃতং পাপমপি ধর্ম্মায় জায়তে।
মামনাদৃত্য ধর্ম্মোঽপি পাপং স্যান্মৎপ্রভাবতঃ॥

ভগবান্ কহিলেন—আমার নিমিত্ত কৃত পাপও ধর্ম্ম হয়, আর আমাকে অনাদর করিয়া অনুষ্ঠিত ধর্ম্মও আমারই প্রভাবে পাপ হয়।

ভগবদর্পিত কর্ম্মই ধর্ম্ম—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ মদর্পণম্॥ গীঃ ৯।২৭

"এই শিক্ষায় ভক্তিপ্রকরণ পঠিত বলিয়া কর্ম্মবিষয়তা ব্যাখ্যা করিতে হইবে না। কর্ম্মিগণ যাহাতে কর্ম্মের বৈফল্য না হয় তজ্জন্য বৈদিক কর্ম্মও অর্পণ করেন। কিন্তু ভক্তগণ নিজেকে ভগবানেরই জানেন এবং স্বকর্ত্তব্য বৈদিক,লৌকিক এবং দৈহিক কর্ম্ম নিজ-প্রভু-কর্ত্তৃক প্রবর্ত্ত্য-মান হইয়া যাজন করেন জানিয়া সকলই তাঁহাতে সমর্পণ করেন—এই মহান্ ভেদ।" শ্রীবিশ্বনাথ।

কুর্ব্বাণা যত্র কর্ম্মাণি ভগবচ্ছিক্ষয়াঽসকৃৎ।
গৃণন্তি গুণনামানি কৃষ্ণস্যানুস্মরন্তি চ॥ ভাঃ ১।৫।৩৬

শ্রীনারদ বলিলেন—যে কালে মানবগণ (হে অর্জ্জুন, যাহা কিছু কর সমস্তই আমাকে অর্পণ কর ইত্যাদি) ভগবৎ শিক্ষানুসারে কর্ম্মসমূহ করিতে উদ্যত হন, সেই কালে তাঁহারা পুনঃ পুনঃ কৃষ্ণের গুণ ও নামসমূহ কীর্ত্তন করেন এবং চিন্তা করেন।

"বর্ত্তমানে ভক্তিমিশ্র নিষ্কাম কর্ম্মানুশীলনকারিগণের তাদৃশ ভক্তসঙ্গ ভাগ্যফলে কাহারও কদাচিৎ কর্ম্মমিশ্রা ভক্তিও হইতে পারে সেই জন্য বলিতেছেন—কুর্ব্বাণা। যেখানে ভক্তিমিশ্র কর্ম্মে অবস্থিত অকস্মাৎ ভক্তসঙ্গ-ভাগ্য দ্বারা ভগবৎ শিক্ষাদ্বারা কর্ম্মসকল করিতে করিতে কেহ কৃষ্ণের গুণনামসমূহ গ্রহণ করেন এবং স্মরণ করেন অর্থাৎ কীর্ত্তন-স্মরণাত্মিকা ভক্তি করেন।"—শ্রীবিশ্বনাথ।

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃস্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ॥
ভাঃ ৬।৩।২২

শ্রীযম, নিজ দূতগণকে কহিলেন নাম সংকীর্ত্তনাদি দ্বারা শ্রীভগবান্ বাসুদেবে যে ভক্তিযোগ—এই পর্য্যন্তই ইহজগতে জীব সকলের 'পরম ধর্ম্ম' বলিয়া কথিত।

শ্রীমন্মহাপ্রভু তত্ত্ববাদী আচার্য্যকে বলিলেন—

প্রভু কহে—শাস্ত্রে কহে শ্রবণ-কীর্ত্তন।
কৃষ্ণপ্রেমসেবা ফলের 'পরম সাধন'॥
শ্রবণ-কীর্ত্তন হইতে কৃষ্ণে হয় প্রেমা।
সেই পঞ্চম পুরুষার্থ—পুরুষার্থ-সীমা॥
চৈঃ চঃ মঃ ৯ পঃ।

শ্রীউদ্ধব উবাচ

যমঃ কতিবিধঃ প্রোক্তো নিয়মো বাঽরিকর্ষণ।
কঃ শমঃ কো দমঃ কৃষ্ণ কা তিতিক্ষা ধৃতিঃ প্রভো॥
কিং দানং কিং তপঃ শৌর্য্যং কিং সত্যমৃতমুচ্যতে।
কস্ত্যাগঃ কিং ধনং চেষ্টং কো যজ্ঞঃ কা চ দক্ষিণা॥
পুংসঃ কিংস্বিদ্বলং শ্রীমন্ ভগো লাভশ্চ কেশব।
কা বিদ্যা হ্রীঃ পরা কা শ্রীঃ কিং সুখং দুঃখমেব চ॥
কঃ পণ্ডিতঃ কশ্চ মূর্খঃ কঃ পন্থা উৎপথশ্চ কঃ।
কঃ স্বর্গো নরকঃ কঃ স্বিৎ কো বন্ধুরুত কিং গৃহম্॥
ক আঢ্যঃ কো দরিদ্রো বা কৃপণঃ কঃ ক ঈশ্বরঃ।
এতান প্রশ্নান্ মম ব্রূহি বিপরীতাংশ্চ সৎপতে॥২৮-৩২

অন্বয়। শ্রীউদ্ধবঃ উবাচ—(হে) অরিকর্ষণ (শত্রুনিসূদন) প্রভো, কৃষ্ণ, যমঃ নিয়মঃ বা কতিবিধঃ প্রোক্তঃ? শমঃ কঃ, দমঃ কঃ? তিতিক্ষা ধৃতিঃ (চ) কা (উচ্যতে)? দানং কিং তপঃ কিং শৌর্য্যং কিং সত্যং কিং ঋতং (চ) কিং উচ্যতে? ত্যাগঃ কঃ, কিং ধনং, ইষ্টং চ (কিম্) যজ্ঞঃ কঃ দক্ষিণা চ কা (উচ্যতে)? (হে) কেশব, শ্রীমন্, পুংসঃ বলং কিং স্বিৎ (আহো), বলং দয়া লাভঃ চ (কঃ) পরা বিদ্যা হ্রী (চ) কা, শ্রী কা সুখং কিং দুঃখম্ এব চ (কিং) পণ্ডিতঃ কঃ মূর্খঃ চ কঃ পন্থা কঃ উৎপথঃ (উন্মার্গঃ) চ কঃ, স্বর্গঃ কঃ নরকঃ কঃ বন্ধুঃ কঃ উত (অপি চ) গৃহং কিং (তথা) আঢ্যঃ কঃ দরিদ্রঃ বা কঃ কৃপণঃ কঃ ঈশ্বরঃ কঃ (হে) সৎপতে (সতাং পতে) মম এতান্ বিপরীতান্ (অশমাদীন্) চ প্রশ্নান্ (ত্বং) ব্রূহি (কথয়)॥ ২৮-৩২॥

অনুবাদ। শ্রীউদ্ধব কহিলেন—হে শক্রনিসূদন, হে প্রভো, হে কৃষ্ণ, যম ও নিয়ম কত প্রকার? শম, দম, তিতিক্ষা ও ধৃতি, দান, তপস্যা, ঐশ্বর্য্য, সত্য, ঋত, ত্যাগ, ধন, ইষ্ট, যজ্ঞ, দক্ষিণা, বল, দয়া, লাভ, পরবিদ্যা, হ্রী, শ্রী, সুখ, দুঃখ, পণ্ডিত, মূর্খ, পথ, উৎপথ, স্বর্গ, নরক, বন্ধু, গৃহ, আঢ্য, দরিদ্র, কৃপণ ও ঈশ্বর কাহাকে বলে? আমার এই সকল প্রশ্নের ও তদ্বিপরীত অশমাদি বিষয়ের যথার্থ উত্তর আমার নিকট বর্ণন করুন ॥ ২৮-৩২ ॥

বিশ্বনাথ। ধর্ম্মাদীনামন্যতো বিলক্ষণং লক্ষণং শ্রুত্বা যমাদীনামপি সংখ্যাতঃ স্বরূপতশ্চ বৈলক্ষণ্যং সম্ভাব্য পৃচ্ছতি যম ইতি পঞ্চভিঃ। ইষ্টমভ্যর্হিতং ধনঞ্চ কিম্। শ্রীর্মণ্ডনম্। প্রশ্নান্ পৃষ্টানর্থান্। বিপরীতাংশ্চেতি পৃষ্টার্থানামেতেষামুক্ত্যৈব এতদ্বিপরীতাঃ স্বত এবোক্তা ময়া জ্ঞাতাশ্চ ভবিষ্যন্তীতি ভাবঃ ॥ ২৮-৩২ ॥

বঙ্গানুবাদ। ধর্ম্মাদির অন্য হইতে বিলক্ষণ লক্ষণ শ্রবণ করিয়া যমাদিরও সংখ্যা ও স্বরূপবিষয়ে সম্ভাব্য বৈলক্ষণ্য পঞ্চশ্লোকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। ইষ্ট অভ্যর্হিত ধন কি? শ্রী অর্থাৎ মণ্ডন বা শোভা। প্রশ্ন অর্থ পৃষ্ট অর্থ। বিপরীত—এই সকল পৃষ্ট অর্থের উক্তিদ্বারাই ইহাদের বিপরীতগুলি নিজ হইতে উক্ত হইয়া আমার জ্ঞাত হইবে ॥ ২৮-৩২ ॥

অনুদর্শিনী। কৃষ্ণভক্ত সুচতুর। ভক্ত উদ্ধব স্বয়ং শ্রীভগবানের মুখে মহাজনপ্রসিদ্ধ বেদ প্রতিপাদ্য ধর্ম্মসমূহের বিলক্ষণ অর্থ ও লক্ষণ শ্রবণ করিয়া যমাদি শব্দেরও প্রকৃত অর্থ প্রভুমুখে বর্ণন করাইবার জন্য এই প্রশ্ন করিলেন। এই স্বভাব কেবলমাত্র ভক্তেই লক্ষিত হয়। তাঁহারা সর্ব্ববিষয়ে অভিজ্ঞ হইয়াও লোকহিতের জন্য এই অভিনয় করেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতনপ্রভুকে বলিয়াছেন—

প্রভু কহে—কৃষ্ণকৃপা তোমাতে পূর্ণ হয়।
সব তত্ত্ব জান, তোমার নাহি তাপত্রয় ॥
কৃষ্ণভক্তি ধর তুমি, জান তত্ত্বভাব।
জানি' দার্ঢ্য লাগি' পুছে—সাধুর স্বভাব ॥

চৈঃ চঃ ম ২০শ পঃ।

অভ্যর্হিত অর্থাৎ শ্লাঘ্য ॥ ২৮-৩২ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

অহিংসা সত্যমস্তেয়মসঙ্গো হ্রীরসঞ্চয়ঃ।
আস্তিক্যং ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ মৌনং স্থৈর্য্যং ক্ষমাভয়ম্ ॥
শৌচং জপস্তপো হোমঃ শ্রদ্ধাতিথ্যং মদর্চ্চনম্।
তীর্থাটনং পরার্থেহা তুষ্টিরাচার্য্যসেবনম্ ॥
এতে যমাঃ সনিয়মা উভয়োর্দ্বাদশ স্মৃতাঃ।
পুংসামুপাসিতাস্তাত যথাকামং দুহন্তি হি ॥ ৩৩-৩৫ ॥

অন্বয়। শ্রীভগবান্ উবাচ—অহিংসা সত্যম্ অস্তেয়ং (মনসা অপি পরস্বাগ্রহণং) অসঙ্গঃ হ্রীঃ (লজ্জা) অসঞ্চয়ঃ আস্তিক্যং (ধর্ম্মে বিশ্বাসঃ) ব্রহ্মচর্য্যং চ মৌনং স্থৈর্য্যং ক্ষমা অভয়ং এতে দ্বাদশ যমাঃ (ভবন্তি) তথা শৌচং (বাহ্যম্ আভ্যন্তরং চ ইতি দ্বয়ং) জপঃ তপঃ হোমঃ শ্রদ্ধা (ধর্ম্মাদয়ঃ) আতিথ্যং মদর্চ্চনং তীর্থাটনং (তীর্থভ্রমণং) পরার্থেহা তুষ্টিঃ আচার্য্যসেবনম্ (চ এতে দ্বাদশ নিয়মাঃ ভবন্তি) তাত, (হে উদ্ধব,) উভয়োঃ (শ্লোকয়োঃ) এতে সনিয়মাঃ দ্বাদশ যমাঃ স্মৃতাঃ (উক্তাঃ) হি যস্মাৎ (এতে যমানিয়মাশ্চ) উপাসিতাঃ (সেবিতাঃ সন্তঃ) পুংসাং (নিবৃত্তানাং প্রবৃত্তানাঞ্চ) যথাকামং (কামনানুসারেণ মোক্ষম্ অভ্যুদয়ঞ্চ) দুহন্তি (পূরয়ন্তি) ॥ ৩৩-৩৫ ॥

অনুবাদ। শ্রীভগবান্ বলিলেন—অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, অসঙ্গ, হ্রী, অসঞ্চয়, আস্তিক্য, ব্রহ্মচর্য্য, মৌন, স্থৈর্য্য, ক্ষমা ও অভয়—এই দ্বাদশটী 'যম' এবং বাহ্য ও আভ্যন্তর শৌচ, জপ, তপস্যা, হোম, শ্রদ্ধা, আতিথ্য, মদীয় অর্চ্চন, তীর্থভ্রমণ, পরহিতচেষ্টা, তুষ্টি ও গুরুসেবা—এই দ্বাদশটী 'নিয়ম' বলিয়া উক্ত হইয়াছে। হে উদ্ধব, ইহাদের অনুষ্ঠান দ্বারা কামনানুসারে মোক্ষ ও অভ্যুদয় লাভ হইয়া থাকে ॥ ৩৩-৩৫ ॥

বিশ্বনাথ। যমনিয়মানাহ,—অহিংসেতি দ্বাভ্যাম্। শৌচং বাহ্যমাভ্যন্তরঞ্চেতি দ্বয়ম্। অতো দ্বাদশ নিয়মাঃ উভয়োঃ শ্লোকয়োর্যে স্থিতা তে যমা নিয়মাশ্চ। যথা যথাবদেব কামং পূরয়ন্তীতি যম-নিয়মৌ তন্মতে অন্যমতে চ তুল্যসংখ্যাকৌ তুল্যলক্ষণৌ চ। অনয়োরপি ভগবন্মতে

বৈলক্ষণ্যং সম্ভবেদিত্যাশঙ্কানিবৃত্ত্যর্থমেবৈতৎপ্রশ্নোত্তরে জ্ঞেয়ে ॥ ৩৩-৩৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। যম নিয়মগুলি দুইটী শ্লোকে বলিতেছেন। শৌচ বাহ্য ও আভ্যন্তর ভেদে দ্বিবিধ। উভয় শ্লোকস্থিত যে দ্বাদশ নিয়ম, তাহারাই যম ও নিয়ম। যথা—যথাবৎ কাম পূরণ করে। এই যম-নিয়ম সেইমতে অন্য মতেও তুল্য সংখ্যক ও তুল্য লক্ষণ। এই দুইটীরও ভগবন্-মতে বৈলক্ষণ্য সম্ভবপর—এই শঙ্কা নিবৃত্তির উদ্দেশ্যেই এই প্রশ্ন ও উত্তর জানিতে হইবে॥ ৩৩-৩৫ ॥

অনুদর্শিনী। পতঞ্জলিসূত্রে "অহিংসা, অসত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ"—এই পাঁচটি যম এখানে অহিংসাদি দ্বাদশ প্রকার 'যম', পতঞ্জলি সূত্রে "শৌচ, সন্তোষ, তপঃ স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান"—এই পাঁচটী এখানে শৌচাদি দ্বাদশ প্রকার 'নিয়ম'।

শৌচ—বাহ্য-মৃজ্জলাদিদ্বারা কায়াদিপ্রক্ষালন। আভ্যন্তর—ধ্যান, দম্ভ ত্যাগ মৈত্র্যাদিদ্বারা চিত্তমল-প্রক্ষালন। কিন্তু বাহ্য ও আভ্যন্তর শৌচ :—

অপবিত্রো পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপিবা।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরে শুচিঃ॥

অর্থাৎ অপবিত্র-পবিত্র বা সর্ব্বাবস্থাপ্রাপ্ত যিনি পুণ্ডরীকাক্ষকে স্মরণ করেন, তিনি বাহ্যাভ্যন্তরে শুচি।

'যম' ও 'নিয়ম' অনুষ্ঠানকারীর যথাবৎ কাম পূরণ করে; অর্থাৎ নিবৃত্তিনিষ্ঠ বা মুমুক্ষু পুরুষগণ নিয়মাদি সেবাদ্বারা মোক্ষলাভ করেন এবং প্রবৃত্তিনিষ্ঠ বা সকাম জনগণ যম নিয়মাদি সেবায় অভ্যুদয় অর্থাৎ স্বর্গাদি লাভ করিয়া থাকেন। ৩৩-৩৫॥

**শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধের্দম ইন্দ্রিয়সংযমঃ।
তিতিক্ষা দুঃখসংমর্ষো জিহ্বোপস্থজয়ো ধৃতিঃ
দণ্ডন্যাসঃ পরং দানং কামত্যাগস্তপঃ স্মৃতম্।
স্বভাববিজয়ঃ শৌর্য্যং সত্যঞ্চ সমদর্শনম্॥
অন্যচ্চ সুনৃতা বাণী কবিভিঃ পরিকীর্ত্তিতা।
কর্ম্মস্বসঙ্গমঃ শৌচং ত্যাগঃ সন্ন্যাস উচ্যতে॥
ধর্ম্ম ইষ্টং ধনং নৃণাং যজ্ঞোঽহং ভগবত্তমঃ।
দক্ষিণা জ্ঞানসন্দেশঃ প্রাণায়ামঃ পরং বলম্॥৩৬-৩৯॥**

অন্বয়। বুদ্ধেঃ মন্নিষ্ঠতা শমঃ (নতু শান্তিমাত্রং) ইন্দ্রিয়সংযমঃ দমঃ (নতু চৌরাদিদমনং), দুঃখসংমর্ষঃ (দুঃখস্য সংমর্ষঃ সহনং নতু ভারাদেঃ) তিতিক্ষা, জিহ্বোপস্থজয়ঃ (জিহ্বোপস্থয়োর্জয়ো বেগধারণং নতু অন্নবেগমাত্রং) ধৃতিঃ, দণ্ডন্যাসঃ (দণ্ডো ভূতদ্রোহঃ তস্য ত্যাগঃ) পরং দানং (নতু ধনার্পণং), কামত্যাগঃ (ভোগানপেক্ষা) তপঃ (নতু কৃচ্ছ্রাদিঃ), স্বভাববিজয়ঃ (স্বভাবঃ বাসনা তস্য বিজয়ঃ প্রতিবন্ধঃ) শৌর্য্যং (ন বিক্রান্তিঃ), সমদর্শনং চ (সমং ব্রহ্ম তস্য দর্শনমালোচনং সত্যবিষয়ত্বাৎ) সত্যং (ন যথার্থভাষণমাত্রম্), অন্যৎ (ঋতং) চ কবিভিঃ সুনৃতা বাণী (সত্যা প্রিয়া চ বাক্) পরিকীর্ত্তিতা, কর্ম্মসু অসঙ্গমঃ (অনাসক্তিঃ) শৌচং, ত্যাগঃ (কলত্রপুত্রাদিমমতাত্যাগঃ) সন্ন্যাসঃ উচ্যতে, ধর্ম্মঃ (এব) নৃণাম্ ইষ্টং ধনং (ন পশ্বাদিসাধারণং), ভগবত্তমঃ (পরমেশ্বরঃ) অহম্ (এব) যজ্ঞঃ (মদ্বুদ্ধ্যা যজ্ঞোঽনুষ্ঠেয়ঃ ন ক্রিয়াবুদ্ধ্যেত্যর্থঃ) জ্ঞানসন্দেশঃ (জ্ঞানোপদেশঃ) দক্ষিণা (যজ্ঞার্থং দানং, ন হিরণ্যাদিদানং) প্রাণায়ামঃ পরং (দুর্দমদমনং) বলং (তচ্চ মনোদমনহেতুত্বাৎ)॥ ৩৬-৩৯ ॥

অনুবাদ। আমাতে বুদ্ধিবৃত্তির নিষ্ঠা অর্থাৎ নৈশ্চল্যের নাম শম, ইন্দ্রিয়সংযমই দম, দুঃখসহনই তিতিক্ষা, জিহ্বা ও উপস্থের বেগধারণই ধৃতি, ভূতগণের প্রতি বিদ্রোহাচরণ ত্যাগই দান, বিষয়ভোগের অপেক্ষাত্যাগই তপস্যা, বাসনা-ত্যাগই শৌর্য্য, ব্রহ্মবিষয়ক বিচারই সত্য বলিয়া জানিবে। পণ্ডিতগণ সত্য ও প্রিয়বাক্যকেও ঋত অর্থাৎ সত্য, কর্ম্মে অনাসক্তিই শৌচ এবং কলত্রপুত্রাদিতে মমতাত্যাগকে সন্ন্যাস বলিয়া থাকেন। ধর্ম্মই মনুষ্যের ইষ্ট ধন, পরমেশ্বর আমিই যজ্ঞ, জ্ঞানোপদেশই দক্ষিণা এবং দুর্দম মনের দমনকারক প্রাণায়ামই পরম বল॥ ৩৬-৩৯ ॥

বিশ্বনাথ। সাধকানামুপাদেয়ান্ শমাদীনাচার্য্যান্তরবৈলক্ষণ্যেন লক্ষয়তি,—শম ইত্যাদিনা যাবদধ্যায়পরি-

সমাধিঃ। বুদ্ধের্মন্নিষ্ঠতা শম ইতি মন্নিষ্ঠবুদ্ধিত্বং বিনা কেবলা শান্তির্বিগীতৈব। ইন্দ্রিয়সংযম ইতি। স্বেন্দ্রিয়দমনং বিনা স্বশিষ্যাদিদমনং হাস্যাস্পদমেব। দুঃখসংমর্ষ ইতি। পরাবমানমোত্থস্য দুঃখস্য শাস্ত্রবিহিতস্য দুঃখস্য বা সহনং তিতিক্ষা। তেন বিনা তু স্বেচ্ছয়ৈব শীতোষ্ণাদিদুঃখসহনং মৌঢ্যমেব। জিহ্বোপস্থজয়ং বিনা অন্যত্র ধীরতা ব্যর্থৈব। দণ্ডন্যাসঃ ভূতমাত্রস্যৈব দ্রোহত্যাগঃ দানং ধনার্পণমাত্রং তু ন কিমপি। ভোগোপেক্ষা একাদশী-কার্ত্তিকব্রতাদৌ যা বিহিতা সৈব তপো নতু কৃচ্ছ্রাদি। স্বভাবঃ স্বীয়পাণ্ডিত্যাদিপ্রখ্যাপনং তস্য স্বাভাবিকয়োঃ কামক্রোধয়োশ্চ রাজস-তামসয়োর্ভাবয়োশ্চ বিজয়ঃ প্রতিবন্ধঃ শৌর্য্যং নতু বিক্রমঃ। সমদর্শনং ঈর্ষ্যাসূয়াদি-বৈষম্যপরিত্যাগেন সর্বত্র স্বসমদুঃখালোচনং "আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জুন। সুখং বা যদি বা দুঃখম্" ইতি শ্রীগীতোক্তেঃ। ন তু যথার্থাচরণমাত্রম্। সুনৃতা বাণী সত্যা প্রিয়া চ বাণী সৈব ন তু যথার্থভাষণমাত্রং। তথাত্বে দোষবতাং দোষকীর্ত্তনমপি প্রসজ্যেৎ। তস্মিংশ্চ সতি নিন্দা স্যাৎ। সা চ সতাং শ্রোতৄণামপ্রিয়েতি তস্যাঃ সুনৃতবাণীত্বাভাবঃ স্যাৎ। পূর্ব্বাচার্য্যাস্তু সত্যং যথার্থাচরণং ঋতং যথার্থভাষণমিত্যনয়োর্লক্ষণং চক্রুঃ। কর্ম্মসু অনাসক্তিঃ শৌচং ন তু কেবলং শুচিত্বমেবেতি পূর্ব্বমপৃষ্টস্য ত্রেতাযুগধর্ম্মস্য শৌচস্য লক্ষণমিদম্। অনাপৃষ্টমপি ব্রূয়ুর্গুরবো দীনবৎসলা ইতি ন্যায়াৎ। এবং ভগো ম ঐশ্বরো ভাব ইত্যত্রাপি জ্ঞেয়ম্। ত্যাগঃ সন্ন্যাসঃ কলত্র-পুত্রাদি-মমতা-ত্যাগঃ ন তু ভোগত্যাগ এব ত্যাগঃ। ধর্ম্ম এব ইষ্টং ধনং ন গবাশ্বাদিঃ। অহং ভগবত্তমো বসুদেব-নন্দন এব যজ্ঞঃ মজ্জন্মযাত্রাদ্যুৎসব এব যজ্ঞবুদ্ধ্যা অনুষ্ঠেয় ইত্যর্থঃ। ন তু নশ্বরফলোঽশ্বমেধাদিঃ। জ্ঞানস্য উৎসবান্তে মৎকীর্ত্তনাদিরসানুভবস্য সন্দেশঃ স্বেষ্টমিত্রেষু জ্ঞাপনৈব দক্ষিণা ন তু ধনবস্ত্রার্পণম্। দুর্দ্দমদমনং বলং তচ্চ মনোদমনহেতুত্বাৎ প্রাণায়ামঃ॥ ৩৬-৩৯॥

বঙ্গানুবাদ। শম হইতে অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত সাধকগণের পক্ষে উপাদেয় শমাদি আচার্য্যান্তর বৈলক্ষণ্য দ্বারা লক্ষিত করিতেছেন। বুদ্ধির আমাতেই নিষ্ঠাই শম। অতএব মন্নিষ্ঠ-বুদ্ধি বিনা কেবলা-শান্তি বিগীতা। ইন্দ্রিয়দমন বিনা স্বশিষ্যাদির দমন হাস্যাস্পদ। দুঃখ-সংমর্ষ —পরের অবমাননাজাত দুঃখের বা শাস্ত্রবিহিত দুঃখের সহনই তিতিক্ষা। তাহা বিনা স্বেচ্ছায় শীতোষ্ণাদির দুঃখসহন মূঢ়তা। জিহ্বা ও উপস্থের জয় ব্যতিরেকে ধীরতা ব্যর্থই। দণ্ডন্যাস—ভূতমাত্রেরই দ্রোহত্যাগই দান, ধনার্পণ মাত্র কিছুই নয়। একাদশী কার্ত্তিকব্রতাদিতে বিহিত যে ভোগের উপেক্ষা তাহাই তপঃ, কৃচ্ছ্রাদি নহে। স্বভাববিজয়—স্বভাব অর্থাৎ স্বীয় পাণ্ডিত্যাদি প্রখ্যাপন, তাহার স্বাভাবিক কামক্রোধাদির রাজস তামস ভাবের বিজয় বা প্রতিবন্ধই শৌর্য্য, বিক্রম নহে। সমদর্শন—ঈর্ষা, অসূয়াদি বৈষম্য পরিত্যাগপূর্ব্বক নিজের সমান করিয়া অন্যের দুঃখের আলোচনা 'হে অর্জ্জুন, সুখে বা দুঃখে যে সকলকে আপনার সমান দর্শন করে' এই গীতার (৬।৩২) উক্তি অনুসারে। ইহাই সত্য, কেবল যথার্থাচরণ মাত্রই নহে। সুনৃতা বাণী—সত্য ও প্রিয়া বাণী উহাই, কেবল যথার্থভাষণমাত্র নহে,তাহাতে ত' দোষীর দোষ কীর্ত্তনেও, প্রসক্ত হইতে হয়। তাহা হইলে নিন্দা হইবে। তাহা আবার সৎশ্রোতার অপ্রিয়, অতএব তাহা সুনৃতবাণী হইবে না। কিন্তু পূর্ব্বাচার্য্যগণ সত্য—যথার্থাচরণ, ঋত—যথার্থভাষণ, এই উভয়ের লক্ষণ করিয়াছেন। কর্ম্মে অনাসক্তিই শৌচ, কেবল শুচিত্ব নহে—এই পূর্ব্ব অজিজ্ঞাসিত ত্রেতাযুগের শৌচের লক্ষণ। 'অজিজ্ঞাসিত হইয়াও দীন-বৎসল গুরু বলিবেন'—এই ন্যায় অনুসারে এইরূপ ভগ অর্থাৎ আমার ঐশ্বর-ভাব, এই প্রকার অন্যত্রও জানিতে হইবে। ত্যাগ,সন্ন্যাস—কলত্র পুত্রাদির মমতাত্যাগ,ভোগ-ত্যাগই ত্যাগ নহে। ধর্ম্মই ইষ্ট ধন, গো-অশ্ব প্রভৃতি নয়। আমি ভগবত্তম বসুদেবনন্দনই যজ্ঞ, আমার জন্মযাত্রাদি উৎসবই যজ্ঞবুদ্ধিতে অনুষ্ঠান করিতে হইবে, নশ্বর ফল অশ্বমেধাদি নহে। জ্ঞানের অর্থাৎ উৎসবান্তে আমার কীর্ত্তনাদি রসের অনুভবের সন্দেশ অর্থাৎ নিজ ইষ্ট মিত্রগণ মধ্যে জ্ঞাপনই দক্ষিণা, ধন বস্ত্রাদি অর্পণ নহে। দুর্দ্দমদমনই বল, তাহাও মনোদমনের হেতু বলিয়া, প্রাণায়াম॥ ৩৬-৩৯॥

অনুদর্শিনী

শম—শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেরিতি শ্রীভগবদ্বচঃ।
তন্নিষ্ঠা দুর্ঘটা বুদ্ধেরেতাং শান্তরতিং বিনা॥
ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ

অর্থাৎ মন্নিষ্ঠতাবুদ্ধি হইতে 'শমগুণ'—এই ভগবদ্বাক্য-ক্রমে বুঝিতে হইবে যে, শান্তরতি বিনা তন্নিষ্ঠা দুর্ঘট।

শান্তরসে—'স্বরূপবুদ্ধ্যে কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতা'।
'শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেঃ' ইতি শ্রীমুখগাথা॥
কৃষ্ণবিনা তৃষ্ণাত্যাগ—তার কার্য্য মানি।
অতএব 'শান্ত' কৃষ্ণভক্ত এক জানি॥
চৈঃ চঃ মঃ ১৯ পঃ

ধৃতি—কেবল মাত্র জিহ্বাজয়ে উপস্থ জয় হয়। এই-রূপ ধৃতি ব্যতীত অন্য ব্যর্থ, কেননা—

জিহ্বার লাগিয়া যেই ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥ চৈঃ চঃ অঃ ৬ পঃ

দণ্ডন্যাস—

নৈতাদৃশঃ পরো ধর্ম্মো নৃণাং সদ্ধর্ম্মমিচ্ছতাম্।
ন্যাসো দণ্ডস্য ভূতেষু মনোবাক্কায়জস্য যঃ॥
ভাঃ ৭।১৫।৮

শ্রীনারদ যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন—

সদ্ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষী মানবের প্রাণিগণের প্রতি কায়মনো-বাক্যে হিংসা পরিত্যাগের তুল্য পরম ধর্ম্ম আর নাই।

একাদশীব্রত—ভাঃ ১১।১৯।২০-২৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

কার্ত্তিকব্রত—কার্ত্তিকব্রত, দামোদরব্রত, উর্জ্জব্রত বা নিয়মসেবা। মাতা যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে বজ্জুদ্বারা বন্ধন করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার নাম—দামোদর।

উর্জ্জ—কার্ত্তিক মাস।

অতএব দামোদরের সন্তোষার্থ এই মাসে ব্রতাচরণ ভক্তগণের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। শ্রীহরির প্রীতির উদ্দেশ্যে জাগরণ, প্রাতঃস্নান, তুলসী সেবন, উদ্যাপন ও দীপার্চ্চন এই পাঁচটী কার্ত্তিকব্রতের অঙ্গ। আকাশপ্রদীপ প্রদানও এই ব্রতের একটী অঙ্গ।

অপরাপর মাস অপেক্ষা কার্ত্তিক মাসে নিয়ম করিয়া যথাশক্তি হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা, গুর্ব্বষ্টক, দামোদরাষ্টক পাঠ, ভাগবত-শ্রবণ-কীর্ত্তন, অর্চ্চন প্রভৃতির অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য।

বরবটী, শিম, লাউ, কলমীশাক, পটোল, বেগুন, তৈল, কাঞ্জি, মাষ, পূতিকা প্রভৃতি পর্য্যুসিত দ্রব্য ও আসবাদি পরিত্যাজ্য। ক্ষৌরকার্য্য, তৈলমর্দ্দন, শয্যা, পরান্ন, কাংস্যপাত্রে আহার প্রভৃতি পরিত্যাজ্য।

সত্য—সমদর্শন—

তিতিক্ষয়া করুণয়া মৈত্র্যা চাখিলজন্তুষু।
সমত্বেন চ সর্ব্বাত্মা ভগবান্ সম্প্রসীদতি॥
ভাঃ ৪।১১।১৩

শ্রীমনু ধ্রুবকে বলিলেন—যিনি মহৎ ব্যক্তির প্রতি তিতিক্ষা প্রদর্শন, নীচজনের প্রতি কৃপা, সমান ব্যক্তির সহিত মিত্রতা এবং সর্ব্বপ্রাণীকে সমভাবে দর্শন করেন, অন্তর্যামী শ্রীভগবান্ সেই ব্যক্তির প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন।

"সমত্বেন স্বতুল্যহর্ষশোকক্ষুৎপিপাসাদিমত্ত্বভাবনয়া"
শ্রীবিশ্বনাথ।

সমত্ব অর্থাৎ সকলকে নিজের তুল্য হর্ষশোক ক্ষুৎ-পিপাসাদিসহ ভাবনাদ্বারা। (এতৎ প্রসঙ্গে ভাঃ ৩।২৯।৩৩ শ্লোকের সারার্থদর্শিনী দ্রষ্টব্য)।

সত্যং সমদর্শনং তচ্চ সর্ব্বেষাং জীবানাং ভগবদংশত্বেন সমতয়া দর্শনং জ্ঞানং কিম্বা অন্তর্যামিতয়া সর্ব্বত্র সাম্যে ভগবতো দর্শনং যদ্বা ময়া লক্ষ্ম্যা সহ বর্ত্ততে ইতি সমো ভগবান্ তস্য দর্শনম্।

ভাঃ ১০।২।২৬ শ্লোকের টীকায় শ্রীসনাতন গোস্বামী।

অর্থাৎ সত্য—সমদর্শন। তাহা (১) সকল জীবকে ভগবানের অংশ বলিয়া সম দর্শন বা জ্ঞান—সমদর্শন।

(২) অন্তর্যামিরূপে সর্ব্বত্র একই ভগবানের দর্শন—সমদর্শন।

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥ গীঃ ৫।১৮

বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গরু, হস্তী, কুক্কুর ও চণ্ডাল সকলের প্রতি সমদর্শনপ্রযুক্ত ব্যক্তিগণই পণ্ডিত।

স্বৃষ্টেষু ব্রাহ্মণাদিষু যে পরমাত্মানং সমং পশ্যন্তি ত এব পণ্ডিতাঃ—শ্রীবলদেব।

স্থষ্ট ব্রাহ্মণাদিতে যাহারা পরমাত্মাকে সম বা এক দর্শন করেন তাঁহারাই পণ্ডিত।

স্থাবর জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র হয় তাঁর ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি॥ চৈঃ চঃ মঃ ৮পঃ

এতৎ প্রসঙ্গে ভাঃ ১১।২।৪৫ ও ১১।২৯।১৭ শ্লোকদ্বয় আলোচ্য।

(৩) ময়া অর্থাৎ লক্ষ্মীসহ বিদ্যমান বলিয়া সম অর্থাৎ ভগবান্ তাঁহার দর্শন—সমদর্শন।

"নারায়ণময়ং ধীরাঃ পশ্যন্তি পরমার্থিনঃ"।

অথবা—'নারায়ণপর ব্যক্তিগণ স্বর্গ, মুক্তি ও নরককে সমভাবে দর্শন করিয়া থাকেন'—ভাঃ ৬।১৭।২৮।

শৌচ—কায়-মনোমলত্যাগরূপ শৌচ দ্বিবিধ। কর্ম্মে অনাসক্তিই শৌচ, কেবল মলত্যাগমাত্র নহে।

ঋত ও সত্য—'ঋতসত্যনেত্রং'—ভাঃ ১০।২।২৬

দেবগণ ভগবান্‌কে বলিলেন—আপনি ঋত ও সত্যের নেত্র অর্থাৎ ঋত সুসত্যবচন এবং সত্য—সমদর্শন এই উভয়ের প্রবর্ত্তক।

শ্রীগুরুবর্গ প্রিয় শিষ্যবর্গকে অজিজ্ঞাসিত বস্তুর বিষয়ও বলিয়া থাকেন—

অনুব্রতানাং শিষ্যাণাং পুত্রাণাঞ্চ দ্বিজোত্তম।
অনাপৃষ্টমপি ব্রূয়ুর্গুরবো দীনবৎসলাঃ। ভাঃ ৩।৭।৩৬

শ্রীবিদুর মৈত্রেয়কে বলিলেন—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, পরদুঃখ-দুঃখী গুরুবর্গ জিজ্ঞাসিত না হইলেও আজ্ঞাকারী শিষ্য এবং পুত্রগণকে কর্ত্তব্যবিষয় উপদেশ দিয়া থাকেন।

ধর্ম্মই মনুষ্যের ইষ্টধন—

এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি॥

অর্থাৎ দেহনাশের সঙ্গে সঙ্গে অন্য সকল পদার্থের সহিত বিয়োগ ঘটে; কিন্তু ধর্ম্ম কখন জীবকে পরিত্যাগ করে না, সঙ্গে যায়।

এস্থলে যদি শাস্ত্রবিহিত আচরণকে ধর্ম্ম বলা হয়, তাহা হইলে পুণ্য যেমন সঙ্গে যায়, পাপও সেইরূপ সঙ্গে যায় এবং উভয়ই ভোগদ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। অতএব ভক্তিই জীবাত্মার ধর্ম্ম এবং উহাই জীবের প্রিয় বা আকাঙ্ক্ষিত ধন বা সম্পত্তি। তাই রায় রামানন্দ সংবাদে পাওয়া যায়—

সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি?
রাধাকৃষ্ণে প্রেম যাঁর, সেই বড় ধনী॥ চৈঃ চঃ মঃ ৮ পঃ

মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—

অন্ন খাদ্য নাই যা'র—দরিদ্রের অন্ত।
বিষ্ণুভক্তি থাকিলে, সেই সে ধনবন্ত॥
চৈঃ ভাঃ আঃ ৯ অঃ

কেননা "ধর্ম্ম মদ্ভক্তিকৃৎ" ভাঃ ১১।১৯।২৭

যজ্ঞঃ—"যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ"—শ্রুতিঃ।

"যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ"
গী ৩।৯

যজ্ঞ অর্থাৎ পরমেশ্বর, তাঁহার তোষণার্থ যে কর্ম্ম করা যায় তদ্ব্যতীত যত কর্ম্ম সে সমুদয়ই কর্ম্মবন্ধন বলিয়া জানিবে।

"যজ্ঞভুগ্ যজ্ঞকৃদ যজ্ঞঃ"—বিষ্ণুসহস্রনামস্তোত্রে।

সর্ব্বে বেদাঃ সর্ব্ববিদ্যাঃ সশাস্ত্রাঃ সর্ব্বে
যজ্ঞাঃ সর্ব্ব ইজ্যশ্চ কৃষ্ণঃ।
বিদুঃ কৃষ্ণং ব্রাহ্মণাস্তত্ত্বতো যে তেষাং রাজন্
সর্ব্বযজ্ঞাঃ সমাপ্তাঃ॥ মহাভারত।

হে রাজন্, কৃষ্ণ সর্ব্ববেদ, সর্ব্ববিদ্যা, সর্ব্বশাস্ত্র, সর্ব্বযজ্ঞ এবং সর্ব্বপূজ্য। যে ব্রাহ্মণগণ এই কৃষ্ণকে জানেন, তাঁহাদের সর্ব্বযজ্ঞ সমাপ্ত হয়।

তং যজ্ঞিয়ং পঞ্চবিধঞ্চ পঞ্চভিঃ
স্বিষ্টং যজুর্ভিঃ প্রণতোঽস্মি যজ্ঞম্॥ ভাঃ ৪।৭।৪১

যজ্ঞকুণ্ডস্থ অগ্নি বলিলেন—পঞ্চবিধ যজ্ঞের স্বরূপ এবং যিনি ঐ পঞ্চবিধ যজ্ঞমন্ত্রদ্বারা পূজিত হইয়া থাকেন, আমি সেই যজ্ঞকে অর্থাৎ যজ্ঞমূর্ত্তি শ্রীহরিকে প্রণাম করিতেছি।

ভগবান্ বসুদেব-নন্দন অর্থাৎ বাসুদেবই যজ্ঞ,—তাঁহার জন্মযাত্রাদি উৎসবও যজ্ঞ—এই বুদ্ধিতে ঐ সকল অনুষ্ঠান করিতে হইবে। কেননা, ভগবজ্জ্ঞানেই সর্ব্বযজ্ঞফল প্রাপ্তি হয়।

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্॥ ভাঃ ১।২।৭

ভগবান্ বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি উদয় করিবার চেষ্টারূপ ভক্তিযোগ অনুষ্ঠিত হইলে শীঘ্র বৈরাগ্য এবং মোক্ষাভিসন্ধি-রহিত শুদ্ধজ্ঞান উদয় করায়।

সুতরাং যজ্ঞ শব্দে নশ্বর ফলদায়ক অশ্বমেধাদি যজ্ঞ—যজ্ঞ নহে।

দক্ষিণা—শ্রীবাসুদেবই যে ভগবত্তম এবং তদ্ভক্তিই সর্ব্বোত্তমা—শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে এই জ্ঞান লাভ করিয়া সেই জ্ঞানানুযায়ী শ্রীকৃষ্ণসেবায় নিরত থাকাই ভগবানের জ্ঞানলাভান্তে ভক্তির অনুশীলনে কৃষ্ণকীর্ত্তনাদি-রসানুভব-সংবাদ নিজ ইষ্টমিত্রগণকে জ্ঞাপনই—শ্রীগুরু-দক্ষিণা। তদ্দ্বারাই শ্রীগুরুদেবের সন্তোষ এবং নিজের জ্ঞানপর্য্যাপ্তি।

আচার্য্যলীলাভিনয়কারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব, প্রকাশানন্দ সরস্বতীর নিকট নিজগুরু—শ্রীকেশবভারতীর নিকট প্রাপ্ত-মন্ত্রে প্রেমোন্মত্ত হইয়া গুরুসমীপে গমন করিলে, তদ্বাক্য বর্ণনে বলিয়াছেন—

"ভাল হৈল, পাইলে তুমি পরমপুরুষার্থ।
তোমার প্রেমেতে আমি হৈলাঙ কৃতার্থ॥
নাচ, গাও, ভক্তসঙ্গে কর সংকীর্ত্তন।
কৃষ্ণনাম উপদেশি' তার' সর্ব্বজন॥

চৈঃ চঃ আঃ ৭ পঃ

কিন্তু যাহারা ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে কৃষ্ণকথা শুনাইয়া কৃতার্থ (?) করেন কিন্তু শ্রোতৃবৃন্দের নিকট হইতে ধনবস্ত্রাদিরূপ দক্ষিণা-গ্রহণে জীবিকা অর্জ্জন করেন, তাহারা স্বীয় গুরুদেবকে দক্ষিণা প্রদান করেন না বা নিজেরা কৃতার্থ হন না, তাহারা ভাগবতজীবী, ভাগবত-সেবক নহেন।

শ্রীভগবদভিন্ন কলেবর ভাগবতের সেবায় কৃষ্ণ-সেবা হয়। কৃষ্ণসেবা সেবকের নিত্য ধর্ম্ম, উপজীবিকা নহে। সুতরাং ভাগবতজীবী, বিগ্রহজীবী, নামবিক্রয়ী—অবৈষ্ণব।

'ন ব্যাখ্যামুপযুঞ্জীত'—ভাঃ ৭।১৩।৮

অর্থাৎ শাস্ত্রব্যাখ্যা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে না।

'ক উত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদাৎ
পুমান্ বিরজ্যেত বিনা পশুঘ্নাৎ'॥ ভাঃ ১০।১।৪

এই শ্লোকের 'সারার্থদর্শিনী' টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলিয়াছেন—কথঞ্চিদ্ধনাদিককামনয়া যদি কর্ম্মী বক্তা-শ্রোতা বা তাভ্যাং স বিরজ্যেদেবেত্যাহ পশুঘ্নাদ্বিনা।

অর্থাৎ কথঞ্চিৎ ধনাদি কামনাবশতঃ যদি কর্ম্মী বক্তা বা শ্রোতা হয়, তাহা হইলেই সে শ্রবণ-কীর্ত্তন হইতে বিরত হইবে। অর্থাৎ ফলভোগী কর্ম্মীর ফলভোগের ব্যাঘাত হইলেই কীর্ত্তন বন্ধ হইয়া যায়। তজ্জন্য শ্রীমদ্ভাগবত 'বিনা পশুঘ্নাৎ' অর্থাৎ পশুঘাতী ব্যাধ ব্যতীত আর কে-ই বা হরিকথা শ্রবণে বিরত হইবে।

ভাগবত পণ্যদ্রব্য-বিশেষ নহেন—

মৌন-ব্রত-শ্রুত-তপোঽধ্যয়নং স্বধর্ম্ম-
ব্যাখ্যা-রহো জপ-সমাধয় আপবর্গ্যাঃ।
প্রায়ঃ পরং পুরুষ তে ত্বজিতেন্দ্রিয়াণাং
বার্ত্তা ভবন্ত্যত ন বাত্র তু দাম্ভিকানাম্॥

ভাঃ ৭।৯।৪৬

অর্থ ১১।৬।৯ শ্লোঃ দ্রষ্টব্য।

অতএব—অবৈষ্ণব মুখোদ্গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতম্।
শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ॥

পদ্মপুরাণ।

উৎকৃষ্ট দুগ্ধ সর্পের উচ্ছিষ্ট হইলে উহা সেবনে যেরূপ দুগ্ধের ক্রিয়া না হইয়া বিষের ক্রিয়া হয়, তদ্রূপ সাধুমুখে পবিত্র হরিকথামৃত পানে জীবের ভক্তিলাভ হয়, কিন্তু অবৈষ্ণবের মুখোদ্গীর্ণ হরিকথাশ্রবণে অভক্তিলাভরূপ অমঙ্গলই হইয়া থাকে। অতএব অবৈষ্ণবের মুখে হরিকথা শ্রবণ করা উচিত নহে।

'ন কাময়ে নাথ'—

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদও ভাঃ ৪।২০।২৪ শ্লোকের টীকায় বলেন—

'মধুরমপি জলং ক্ষারভূমিপ্রবিষ্টং যথা বিরসী ভবতি

তথৈবাবৈষ্ণবমুখ-নির্গতো ভগবদ্‌গুণোঽপি নাতিরোচক ইতি')—

অর্থাৎ কারভূমিপ্রবিষ্ট মধুর জলও যেমন বিরসী হয় সেইরূপ অবৈষ্ণব মুখনির্গত ভগবদ্‌গুণও অতিরোচক হয় না।

প্রাণায়ামই বল—মনই সর্ব্বাপেক্ষা দুর্দ্দমনীয়। প্রাণায়াম দ্বারাই সেই মন দমিত হয়। অতএব প্রাণায়ামই বল।

প্রাণায়ামৈঃ সন্নিরুদ্ধষড়্‌বর্গশ্ছিন্নবন্ধনঃ—ভাঃ ৪।২৩।৮

প্রাণায়ামৈর্ভগবন্মন্ত্রাবৃত্তিরেব ভক্তিমার্গবিহিতৈঃ
—শ্রীল বিশ্বনাথ

অর্থাৎ ভক্তিমার্গবিহিত ভগবন্মন্ত্রাদি-জপপ্রভাবে ষড়্‌রিপু সম্যক্‌রূপে নিগৃহীত ও সংসারবন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল। ৩৮-৩৯।

ভগো মে ঐশ্বরো ভাবো লাভো মদ্ভক্তিরুত্তমঃ।
বিদ্যাত্মনি ভিদা বাধো জুগুপ্সা হ্রীরকর্ম্মসু ॥
শ্রীর্গুণা নৈরপেক্ষ্যাদ্যাঃ সুখং দুঃখসুখাত্যয়ঃ।
দুঃখং কামসুখাপেক্ষা পণ্ডিতো বন্ধমোক্ষবিৎ ॥
মূর্খো দেহাদ্যহংবুদ্ধিঃ পন্থা মন্নিগমঃ স্মৃতঃ।
উৎপথশ্চিত্তবিক্ষেপঃ স্বর্গঃ সত্ত্বগুণোদয়ঃ।
নরকস্তম উন্নাহো বন্ধুর্গুরুরহং সখে।
গৃহং শরীরং মানুষ্যং গুণাঢ্যো হ্যাঢ্য উচ্যতে ॥
দরিদ্রো যস্ত্বসন্তুষ্টঃ কৃপণো যোঽজিতেন্দ্রিয়ঃ।
গুণেষ্বসক্তধীরীশো গুণসঙ্গো বিপর্য্যয়ঃ ॥
এত উদ্ধব তে প্রশ্নাঃ সর্ব্বে সাধু নিরূপিতাঃ।
কিং বর্ণিতেন বহুনা লক্ষণং গুণদোষয়োঃ।
গুণদোষদৃশির্দোষো গুণস্তূভয়বর্জ্জিতঃ ॥ ৪০-৪৫

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদে শ্রেয়োভেদনির্ণয়ো নাম একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়। (দয়া লোকপ্রসিদ্ধৈবাস্তীত্যাহ) মে ঐশ্বরঃ ভাবঃ (মদীয়ং ঐশ্বর্য্যাদিষাড়্‌গুণ্যং) ভগঃ (ভাগ্যং), মদ্ভক্তিঃ (এব) উত্তমঃ লাভঃ (ন পুত্রাদিঃ), আত্মনি ভিদাবাধঃ (আত্মনি প্রতীতস্য ভেদস্য বাধঃ) বিদ্যা (ন জ্ঞানমাত্রং), অকর্ম্মসু (পাপেষু) জুগুপ্সা (হেয়ত্বদর্শনং) হ্রীঃ (ন লজ্জামাত্রং) নৈরপেক্ষ্যাদ্যাঃ গুণাঃ (এব) শ্রীঃ (মণ্ডনং, ন কিরীটাদি), দুঃখসুখাত্যয়ঃ (দুঃখসুখয়োরত্যয়ঃ অতিক্রমঃ অননুসন্ধানং এব) সুখং (ন বিষয়ভোগঃ), কামসুখাপেক্ষা (বিষয়ভোগাপেক্ষা এব) দুঃখং (ন অগ্নিদাহাদি), বন্ধমোক্ষবিৎ (বন্ধমোক্ষং স্বয়ং বা যো বেত্তি সঃ) পণ্ডিতঃ (ন বিজ্ঞমাত্রম্), দেহাদ্যহংবুদ্ধিঃ (দেহগেহাদিষু অহং মম ইতি অভিমানবান্) মূর্খঃ, মন্নিগমঃ (মাং নিতরাং গময়তি প্রাপয়তি যো নিবৃত্তিমার্গঃ স তু) পন্থা (সন্মার্গঃ, ন কণ্টকাদিশূন্যঃ) স্মৃতঃ, চিত্তবিক্ষেপঃ (প্রবৃত্তিমার্গঃ) উৎপথঃ (কুমার্গঃ, নতু চৌরাদ্যাকুলঃ) সত্ত্বগুণোদয়ঃ (সত্ত্বগুণস্য উদয়ঃ উদ্রেকঃ) স্বর্গঃ (ন ইন্দ্রাদিলোকঃ), তমউন্নাহঃ (তমস উন্নাহ উদ্রেকঃ) নরকঃ (ন তামিস্রাদিঃ), সখে (হে উদ্ধব,) গুরুঃ (এব) বন্ধুঃ (ন ভ্রাতাদিঃ স চ) অহম্ (এব যথাহং জগদ্‌গুরুঃ), মানুষ্যং (মানুষরূপং) শরীরম্ (এব সসাধন ভোগায়তনং) গৃহং (ন হর্ম্ম্যাদি), গুণাঢ্যঃ (গুণৈঃ সম্পন্নঃ) হি আঢ্য উচ্যতে (ন ধনী), যঃ তু অসন্তুষ্টঃ (সঃ) দরিদ্রঃ (ন নিঃস্বঃ) যঃ অজিতেন্দ্রিয়ঃ (সঃ) কৃপণঃ (শোচ্যঃ, ন দীনঃ), গুণেষু (বিষয়েষু) অসক্তধীঃ (অনাসক্তধীর্যঃ সঃ) ঈশঃ (স্বতন্ত্রঃ ন রাজাদিঃ) গুণসঙ্গঃ (গুণেষু সঙ্গো যস্য সঃ) বিপর্য্যয়ঃ (অনীশঃ) (হে) উদ্ধব, তে (তব) এতে সর্ব্বে প্রশ্নাঃ সাধু (মোক্ষোপযোগিতয়া) নিরূপিতাঃ (নির্ণীতাঃ) বহুনা বর্ণিতেন কিং (প্রয়োজনম্), গুণদোষয়োঃ লক্ষণম্ (এতৎ এব), গুণদোষদৃশিঃ (গুণদোষয়োর্দৃশির্দর্শনং) দোষঃ (তথা) উভয়বর্জ্জিতঃ (উভয়দর্শনবিবর্জ্জিতঃ স্বভাব এব) গুণ তু (ভবতি) ॥ ৪০-৪৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে ঊনবিংশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ সমাপ্তঃ।

অনুবাদ। (দয়া নামে যাহা লোকে প্রসিদ্ধ, আমার মতেও তাহাই দয়া) আমার ঐশ্বর্য্যাদি ষড়্‌গুণের নাম ভগ, ভক্তিই উত্তম লাভ, আত্মপ্রতীতির ভেদনিরাসই

বিদ্যা, পাপকর্মে হেয়ত্বদর্শনই লজ্জা, নিরপেক্ষাদি গুণই শ্রী, দুঃখ ও সুখের অনুসন্ধান না করাই সুখ, বিষয়ভোগের আকাঙ্ক্ষাই দুঃখ, বন্ধন ও মোক্ষাভিজ্ঞ পুরুষই পণ্ডিত, দেহাদিতে অহং মম ভাবগ্রস্ত ব্যক্তিই মূর্খ, মৎপ্রাপক নিবৃত্তিপথই সৎপথ, প্রবৃত্তিমার্গই উৎপথ, সত্ত্বগুণের উদ্রেকই স্বর্গ, হে উদ্ধব, তমোগুণের উদ্রেকই নরক, জগদ্গুরু আমিই বন্ধু, মনুষ্যশরীরই গৃহ, গুণবান্ ব্যক্তিই আঢ্য, অসন্তুষ্ট ব্যক্তিই দরিদ্র, অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিই কৃপণ, বিষয়ে অনাসক্ত ব্যক্তিই স্বাধীন এবং গুণেতে আসক্ত ব্যক্তিই পরাধীন বলিয়া কথিত হয়। হে উদ্ধব, তুমি যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলে, আমি সেই সকল প্রশ্নের উত্তর মোক্ষোপযোগিরূপে নিরূপণ করিলাম। অধিক বর্ণনে কোন আবশ্যকতা নাই। গুণ ও দোষের দর্শনই দোষ এবং গুণ ও দোষ এই উভয়ভাবের প্রতি উদাসীন থাকাই গুণ বলিয়া জানিবে ॥ ৪০-৪৫॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে উনবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥

বিশ্বনাথ। দয়া লোকপ্রসিদ্ধৈবেতি ন সা লক্ষিতা মম ঐশ্বরো ভাবো মমৈব ঈশ্বরত্বং ভগঃ ন তু জীবানাং ব্রহ্মেন্দ্রাদীনাং ঈশ্বরত্বমিত্যর্থঃ। মদ্ভক্তিলাভ এব লাভো ন তু পুত্রাদিলাভঃ। আত্মনি জীবাত্মনি অবিদ্যাকৃতা ভিদা অনাত্মত্বং তস্যা বাধ এব বিদ্যা। যদুক্তং—"ত্রিগুণময়ঃ পুমান্" ইতি। ভিদা যদবোধকৃতেতি ন অধীতা ব্যাকরণাদ্যা। অকর্মসু পাপেষু জুগুপ্সা লোকনিন্দোত্থৈব তত্রাপ্রবৃত্তিহেতুর্হ্রীর্ন তু লজ্জামাত্রম্। গুণা এব শ্রীর্মণ্ডনং ন কিরীটাদি দুঃখ-সুখয়োরত্যয়ঃ অতিক্রমঃ অননুসন্ধানমেব সুখং ন বিষয়ভোগঃ। বিষয়ভোগাপেক্ষৈব দুঃখং নাগ্নিদাহাদি। বন্ধং মোক্ষঞ্চ যো বেত্তি স এব পণ্ডিতঃ ন তু শাস্ত্রব্যাখ্যাতৈব। মন্নিগমঃ মাং নিতরাং গময়তি প্রাপয়তীতি সঃ ভক্তিজ্ঞানযোগঃ। ন তু কণ্টকাদ্যশূন্যো মার্গঃ। চিত্তবিক্ষেপঃ প্রবৃত্তিমার্গঃ। সত্ত্বগুণস্য উদয়ঃ উদ্রেকঃ স্বর্গঃ নেন্দ্রাদিলোকঃ। তমস উন্নাহ উদ্রেকঃ নরকঃ। গুরুরেব বন্ধুর্ন ভ্রাত্রাদিঃ সচাহমেব। গুণসঙ্গঃ গুণসঙ্গ্যেবানীশঃ। সাধু মোক্ষোপযোগিতয়া। এতচ্চ সর্বং ময়া গুণদোষয়োর্বিবেকায়েত্যাহং পৃষ্টস্য তত্ত্বয়োঃ সংক্ষেপতো লক্ষণং ব্রবীমি পৃথিব্যাহ, কিমিতি। গুণদোষয়োর্লক্ষণমেতাবদেবেত্যাহ, গুণদোষয়োর্দৃশি-দর্শনং দোষঃ। গুণস্তু তদুভয়দর্শনরহিত স্বভাব ইতি। অন্যার্থঃ উভয়াখ্যায়াতে স্পষ্টীকরিষ্যতি। ৪০-৪৫ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
একাদশে ঊনবিংশঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীলবিশ্বনাথ চক্রবর্তিঠক্কুরকৃতা শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে ঊনবিংশাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

বঙ্গানুবাদ। লোকপ্রসিদ্ধা দয়াই দয়া, উহা লক্ষিত হয় না। আমার ঐশ্বরভাব আমারই ঈশ্বরত্ব ভগ, ব্রহ্মা ইন্দ্র প্রভৃতি জীবগণের ঈশ্বরত্ব নাই। আমাতে ভক্তি-লাভই লাভ, পুত্রাদিলাভ লাভ নহে। আত্মা অর্থাৎ জীবাত্মাতে অবিদ্যাকৃত ভেদ অনাত্মত্ব, উহার বাধ (-ব্যতিক্রম)ই বিদ্যা। অধীত ব্যাকরণাদি বিদ্যা নহে। যে হেতু কথিত হইয়াছে 'পুরুষ ত্রিগুণময়'। 'যাহা অবোধকৃত, তাহাই ভেদ'। অকর্ম অর্থাৎ পাপে জুগুপ্সা অর্থাৎ লোকনিন্দাজনিত উহাতে অপ্রবৃত্তির হেতুই হ্রী. উহা কেবল লজ্জামাত্র নহে। গুণই শ্রী বা শোভা, কিরীট প্রভৃতি নহে। দুঃখ সুখের অত্যয় অর্থাৎ অতিক্রম বা অনুসন্ধান-রাহিত্যই সুখ, বিষয়ভোগ নহে। বিষয় ভোগের অপেক্ষাই দুঃখ, অগ্নিদাহাদি নহে। যিনি বন্ধ ও মোক্ষ জানেন, তিনিই পণ্ডিত, কেবল শাস্ত্রব্যাখ্যাতা নহে। মন্নিগম অর্থাৎ আমাকে যাহা নিতরাং বা বিশেষ ভাবে গমন বা প্রাপ্তি করাইয়া দেয় সেই ভক্তিজ্ঞানযোগই পথ, কণ্টকাদিশূন্য হইলেই মার্গ হয় না। চিত্তবিক্ষেপ বা প্রবৃত্তিমার্গই বিপথ। সত্ত্বগুণের উদয় বা উদ্রেক স্বর্গ, ইন্দ্রাদিলোক নহে। তমের উদ্রেক বা উদ্রেক নরক। গুরুই বন্ধু, ভ্রাতাদি নহে আর সেও আমি, গুণসঙ্গ অর্থাৎ গুণসঙ্গীই অনীশ বা ঈশত্বের বিপরীত। সাধু অর্থাৎ মোক্ষোপযোগী বলিয়া। এই সমস্ত তুমি গুণ ও দোষের বিবেক নিমিত্ত আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছ। সেই হেতু

এই দুইটী লক্ষণ সংক্ষেপত বলিতেছি শ্রবণ কর। গুণ ও দোষের লক্ষণ এই পর্য্যন্ত অর্থাৎ গুণদোষের দর্শনই দোষ, উহাদের উভয়ের দর্শনরহিত স্বভাব গুণ। ইহার অর্থ পরবর্ত্তী অধ্যায়ের অন্তে স্পষ্ট হইবে। ॥৪০-৪৫॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে উনবিংশাধ্যায়ে সাধুজন-সম্মতা ভক্তানন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

অনুদর্শিনী। লোকপ্রসিদ্ধা দয়াই দয়া—'নির্হেতুক পরদুঃখ নাশেচ্ছাই লোকপ্রসিদ্ধা দয়া। কিন্তু ত্রিগুণময় সংসারে সকলেই অপস্বার্থপর বলিয়া হেতুশূন্য দয়ার উদাহরণ দৃষ্ট হয় না।

ভগ—'ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ। জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষন্নাং ভগ ইতীঙ্গনা।'—বিষ্ণুপুরাণ। 'ঐশ্বর্য্যবৈরাগ্যযশোঽববোধ-বীর্য্যশ্রিয়াং পূর্ত্তমহং প্রপদ্যে' ॥ —ভাঃ ৩।২৪।৩২। শ্রীকর্দম ঋষি ভগবানকে বলিলেন— —ঐশ্বর্য্য, বৈরাগ্য, যশঃ, জ্ঞান, বীর্য্য এবং শ্রী—এই ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ আপনাতে আমি প্রপন্ন হইলাম। 'ধর্ম, জ্ঞান, পুণ্যকীর্ত্তি, ঐশ্বর্য্য, বিরক্তি। আত্মশ্রেষ্ঠ, মধ্যম, যাহার যত শক্তি। সকল কৃষ্ণের ইহা জানিহ নিশ্চয়।' 'ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ কৃষ্ণ'। চৈঃ ভাঃ আঃ ৯ ও ৫ অঃ। শ্রীভগবানই বলিয়াছেন—"এই ছয়টী ভগ, ভগবৎশব্দিত আমারই ঐশ্বর্য্য অন্যের নহে।—ভাঃ ১১।১৫।১৬।

লাভ—ভগবদ্ভক্তিলাভই পরমলাভ। ভক্ত সঙ্গলাভেই ভক্তিলাভ এবং ভক্তিফলে ভগবানের দর্শনলাভ হয়। অতএব—

অয়ং হি পরমো লাভো নৃণাং সাধুসমাগমঃ ॥
ভাঃ ১২।১০।৭

অর্থাৎ সাধুসমাগমই জীবগণের পরম লাভজনক হইয়া থাকে।

কেননা—কৃষ্ণভক্তিজন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ। চৈঃ চঃ মঃ ২২ পঃ

আর—অয়ং হি পরমোলাভ উত্তমঃশ্লোকদর্শনম্।
ভাঃ ১০।৮০।১২

শ্রীকৃষ্ণদর্শনই পরম লাভস্বরূপ।

বিদ্যা—'আমি মানব', 'আমি দেবতা', 'আমি বালক', 'আমি যুবক'—ইত্যাদি অনাত্মস্থ অর্থাৎ অনাত্মাদেহে আত্ম-বুদ্ধি। অবিদ্যা দ্বারাই ঐরূপ বুদ্ধি হয়। উহার বাধ অর্থাৎ অনাত্মস্থ নিরাশ করে যে বুদ্ধি তাহাই বিদ্যা।

"নাহং দেহশ্চিদাত্মেতি বুদ্ধির্বিদ্যেতি ভণ্যতে।" বোধঃ অর্থাৎ আমি দেহ নহি, চিদাত্মা—এই বুদ্ধিই বিদ্যা। "যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে সা এব বিদ্যা"—মুণ্ডক ।১।৫ যাহা দ্বারা আত্মা ও পরমাত্মাকে জানা যায়, তাহাই বিদ্যা।

"সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া"—ভাঃ ৪।২৯।৫০।
বিদ্যাকৈব মদাশ্রয়াম্—ভাঃ ৩।৯।৩০।

অর্থাৎ ভগবদুপাসনাই বিদ্যা। যাহা দ্বারা শ্রীহরির প্রতি মতি হয়, তাহাই বিদ্যা।

"তাহারে সে বলি বিদ্যা মন্ত্র অধ্যয়ন।
কৃষ্ণপাদপদ্মে যে করয়ে স্থির মন।
সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়।
কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্তবৃত্তি রয় ॥"—চৈঃ ভাঃ
"প্রভু কহে 'কোন্ বিদ্যা বিদ্যামধ্যে সার?'
রায় কহে—কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর ॥"
চৈঃ চঃ মঃ ৮ পঃ

ধনী ও দরিদ্র—

"ভাগ্যপ্রাপ্তস্বীয়বহুধনো বণিগিব বিদ্যালব্ধজ্ঞানা-নন্দো মুক্তঃ সম্পন্নত্বেন নিরূপ্যতে, তথা অভাগ্যানধিকৃত-স্বীয়ধনো বণিগিবাবিদ্যাবৃতজ্ঞানানন্দো বদ্ধজীবো দরিদ্র-ত্বেনেতি জ্ঞেয়ম্।" 'ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত'—ভাঃ ২।৯।৩৩ শ্লোকের টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ।

অর্থাৎ ভাগ্যফলে স্বীয় বহুধনপ্রাপ্ত বণিকের ন্যায় বিদ্যাবলে লব্ধ জ্ঞানানন্দ মুক্ত পুরুষ ধনবান্ বলিয়া নিরূপিত হন, আর ভাগ্যহীনতাবশতঃ অপ্রাপ্ত ধন বণিকের ন্যায় অবিদ্যাদ্বারা আবৃত জ্ঞানানন্দ বদ্ধজীবকে দরিদ্র বলিয়া জানিতে হইবে।

"রাধাকৃষ্ণে প্রেম যাঁর, সেই বড় 'ধনী'। প্রেমধন বিনা ব্যর্থ 'দরিদ্র' জীবন।" চৈঃ চঃ মঃ ৮, অঃ ২০ পঃ

"অত খাদ্য নাহি যার দরিদ্রের অন্ত।
বিষ্ণুভক্তি থাকিলে,—সেই সে 'ধনবন্ত'।"
চৈঃ ভাঃ ৯ অঃ।

বন্ধু—

এক এব পরো বন্ধুর্বিষমে সমুপস্থিতে।
গুরুঃ সকলধর্ম্মাত্মা যত্রাকিঞ্চনগো হরিঃ॥ শ্রীধর

সঙ্কটকাল সমুপস্থিত হইলে সর্ব্বধর্ম্মোপদেষ্টা সেই গুরুই পরম বন্ধু। যিনি সন্তুষ্ট হইলে অকিঞ্চনলভ্য শ্রীহরিকে লাভ করা যায়।

সেই সে পরম বন্ধু, সেই মাতা, পিতা।
শ্রীকৃষ্ণচরণে যেই প্রেমভক্তিদাতা॥ চৈঃ মঃ

ভগবানই গুরু—

প্রদর্শ্য স্বীয়মপাস্তসাধ্বসং
পদং গুরো মার্গগুরুস্তমোজুষাম্॥ ভাঃ ৪।২৪।৫২

শ্রীরুদ্র বলিলেন—হে প্রভো, আপনি অজ্ঞানসেবি-জীবের প্রকৃত মার্গপ্রদর্শক শ্রীগুরুদেব, আপনি আমা-দিগকে আপনার ঐ রূপ প্রদর্শন করান।

কৃপণ—

"যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ"—বৃহদারণ্যক ৩।৮।১০

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—হে গার্গি, এই অক্ষর পুরুষকে না জানিয়াই যে এই লোক হইতে চলিয়া যায় সে কৃপণ।

"কৃপণাঃ ফলহেতবঃ"। গীঃ ২।৪৯

কৃপণগণ ফলকামী অর্থাৎ জন্মকর্ম্মপ্রবাহপরবশ।

'ন বেদ কৃপণঃ শ্রেয় আত্মনো গুণবস্তুদৃক্। ভাঃ ৬।৯।৪৮

শ্রীভগবান্ দেবগণকে বলিলেন—গুণজাত বিষয়কেই যাহারা তত্ত্ব বলিয়া জানে, তাহারা কৃপণ, তাহারা আত্মার শ্রেয়ঃ কি তাহা জানে না॥ ৪০-৪৫॥

"বিষয়ে দোষবুদ্ধিঃ সন্নিন্দ্রিয়াণাং বশে স্থিতঃ।
কৃপণঃ স তু সংপ্রোক্তা গুণবুদ্ধির্বিপর্য্যয়ঃ॥ বিবেকে।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে ঊনবিংশ অধ্যায়ের
সারার্থানুদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

বিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীউদ্ধব উবাচ

বিধিশ্চ প্রতিষেধশ্চ নিগমো হীশ্বরস্য তে।
অবেক্ষতেঽরবিন্দাক্ষ গুণং দোষঞ্চ কর্ম্মণাম্॥১॥

অন্বয়। শ্রীউদ্ধবঃ উবাচ—(হে) অরবিন্দাক্ষ বিধিঃ চ প্রতিষেধঃ চ ঈশ্বরস্য তে (তব) নিগমঃ (আজ্ঞারূপো বেদঃ স চ) কর্ম্মণাং (বিধেয়ানাং প্রতিষেধ্যানাঞ্চ) গুণং দোষং চ (পুণ্যপাপফলরূপম্) অবেক্ষতে (প্রতি-পাদয়তি)॥ ১॥

অনুবাদ। শ্রীউদ্ধব বলিলেন—হে কমললোচন, সাক্ষাৎ পরমেশ্বর আপনার আজ্ঞাই বিধিনিষেধরূপ বেদ এবং এই বেদই কর্ম্মসমূহের গুণ ও দোষ অর্থাৎ পুণ্য ও পাপের ফল প্রতিপাদন করিয়া থাকেন॥ ১॥

বর্ণাশ্রমবিকল্পঞ্চ প্রতিলোমানুলোমজম্।
দ্রব্যদেশবয়ঃকালান্ স্বর্গং নরকমেব চ॥২॥

অন্বয়। বর্ণাশ্রমবিকল্পং চ (উত্তমাধমভাবেন ভদধি-কারিণাং বর্ণানামাশ্রমানাঞ্চ বিকল্পং ভেদঞ্চ গুণদোষরূপ-মবেক্ষতে) প্রতিলোমানুলোমজং (প্রতিলোমজা উত্তম-বর্ণাসু স্ত্রীষু হীনবর্ণেভ্যঃ পুরুষেভ্যো জাতাঃ সূত-বৈদেহকাদয়ঃ। অনুলোমজাস্ত উত্তমবর্ণেভ্যঃ পুরুষেভ্যো হীনবর্ণাসু স্ত্রীষু জাতাঃ মূর্দ্ধাভিষিক্তাম্বষ্ঠাদয়ঃ, তেষাঞ্চ অসৎসত্ত্বশ্চ বিজ্ঞেয়াঃ প্রতিলোমজানুলোমজা ইতি গুণ-দোষৌ দ্রব্যদেশবয়ঃ কালান্ (দ্রব্যাদীন্ কর্ম্মার্হতা-নর্হতাভ্যাং) স্বর্গং নরকং এব চ তৎফলত্বয়া গুণদোষরূপ-মেবাবেক্ষতে)॥ ২॥

অনুবাদ। আর সেই বেদশাস্ত্রেই বর্ণাশ্রমভেদ, প্রতিলোমজ ও অনুলোমজ গুণদোষ, দ্রব্য, দেশ, বয়স ও কালগত গুণদোষ এবং তৎফল যে স্বর্গ ও নরক—এই সকল প্রতিপাদিত হয়॥ ২॥

বিশ্বনাথ।—

জ্ঞানং কর্ম্ম চ ভক্তিশ্চ বিংশে সাধু নিরূপ্যতে।
তত্র তত্রাধিকারী চ গুণদোষব্যবস্থয়া॥

"গুণদোষদৃশির্দোষো গুণস্তূভয়বর্জিতঃ" ইতি যদুক্তং তত্র ভগবদভিপ্রেতমর্থং সহসা জানন্নপি তন্মুখেনৈব তত্র বিবরণং নানার্থ-বিশেষণাঢ্যং শ্রোতুকামস্তত্র বিপ্রতিপদ্যমান ইবাহ,—বিধিরেতি পঞ্চভিঃ। বিধিশ্চ প্রতিষেধশ্চ ঈশ্বরস্য মম নিগমঃ আজ্ঞারূপো বেদ এব স্তুত্র বিধি-বিধেয়ানাং কর্মণাং গুণং অবেক্ষতে। প্রতিষেধঃ প্রতিষেধ্যানাং কর্মণাং দোষং অবেক্ষতে প্রতিপাদয়ন্তীত্যর্থঃ। বিধি-নিষেধাভ্যামেব গুণ-দোষৌ পুণ্যপাপে স্বর্গ-নরকৌ ভবত ইতি যাবৎ। তথা বর্ণানাং আশ্রমাণাঞ্চ বিকল্পং ভেদঞ্চ তদ্গতং গুণং দোষঞ্চাবেক্ষতে। প্রতিলোমানুলোমজং তদ্গতঞ্চ গুণদোষং প্রতিলোমজা উত্তমবর্ণাস্ত্রীষু হীনবর্ণেভ্যঃ পুরুষেভ্যো জাতাঃ সূতবৈদেহকাদয়ঃ। অনুলোমজাস্তু উত্তমবর্ণেভ্যো হীনবর্ণাসু জাতাঃ অম্বষ্ঠ-করণাদয়ঃ। দ্রব্যাদিগতঞ্চ গুণদোষান্ স্বর্গনরকরূপং দোষঞ্চ ॥ ১-২ ॥

বঙ্গানুবাদ। এই অধ্যায়ে জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি এবং তত্তদ্বিষয়ে অধিকারী গুণদোষব্যবস্থা সহিত সুষ্ঠু নিরূপিত হইয়াছে।

ঊনবিংশ অধ্যায়ের ৪৫শ শ্লোকে 'গুণদোষ-দর্শন-দোষ ও গুণ তদুভয়-বর্জিত' এই যে উক্তি, তাহার ভগবদ্ অভিপ্রেত অর্থ তৎক্ষণেই জানিয়াও তাঁহার মুখ হইতেই তাহার নানা অর্থবিশেষ সহিত বিবরণ শ্রবণেচ্ছু হইয়া সে বিষয়ে যেন বিপ্রতিপদ্যমান (সন্দেহযুক্ত) হইয়াছেন এই ভাবে পাঁচটী শ্লোকে বলিতেছেন। বিধি ও প্রতিষেধ ঈশ্বর আপনার নিগম অর্থাৎ আজ্ঞারূপ বেদই। তন্মধ্যে বিধি বিধেয় (করণীয়) কর্মের গুণ বর্ণন করে, আর প্রতিষেধ নিষিদ্ধ কর্মের দোষদর্শন বা প্রতিপাদন করে। বিধিনিষেধদ্বারাই গুণদোষ বা পুণ্যপাপ বা স্বর্গ নরক হইয়া থাকে। সেইরূপ বর্ণ ও আশ্রমসমূহের বিকল্প অর্থাৎ ভেদও তদ্গত গুণ ও দোষ বর্ণন করে। প্রতিলোমানুলোমজ তদ্গত গুণ, দোষও দর্শন করে। প্রতিলোমজ অর্থাৎ উত্তমবর্ণা স্ত্রীতে হীনবর্ণ পুরুষ হইতে জাত সূতবৈদেহক প্রভৃতি। অনুলোমজ অর্থাৎ উত্তমবর্ণ পুরুষ হইতে হীনবর্ণা স্ত্রীতে জাত অম্বষ্ঠকরণ প্রভৃতি। দ্রব্যাদিগত গুণদোষসমূহ এবং স্বর্গনরকরূপদোষও দর্শন করে ॥ ১-২ ॥

সারার্থানুদর্শিনী। ভক্তপ্রবর উদ্ধব লোকগণের সন্দেহ নিরসনার্থ নিজে সংশয়াপন্নের অভিনয় করিয়া বর্ণাশ্রমবিভাগ ও তাহাতে অবস্থিত বৈধ ও অবৈধ মিশ্র-বর্ণসমূহ, দ্রব্যবিশেষ, দেশবিশেষ ও কালবিশেষক্রমে স্বর্গ-নরকাদির গুণদোষ ভগবানের আজ্ঞারূপ বেদকৃত—ইহা বলিলেন। বিধেয় কর্ম—অগ্নিহোত্রাদি, নিষিদ্ধকর্ম—কলঞ্জভক্ষণাদি।

প্রতিলোমজ—সূত-বৈদেহক। সূত—ব্রাহ্মণকন্যার গর্ভে ক্ষত্রিয়োৎপন্ন জাতি। বৈদেহ—ব্রাহ্মণীর গর্ভে বৈশ্যজাত জাতি।

অনুলোমজ—অম্বষ্ঠকরণ। অম্বষ্ঠ—ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যাগর্ভজাত বর্ণ। করণ—শূদ্রাগর্ভজাত বৈশ্যপুত্র ॥১-২॥

গুণদোষভিদাদৃষ্টিমন্তরেণ বচস্তব।

নিঃশ্রেয়সং কথং নৃণাং নিষেধবিধিলক্ষণম্ ॥৩॥

অন্বয়। গুণদোষভিদাদৃষ্টিং (অয়ং বিহিতত্বাৎ গুণঃ অয়ং নিষিদ্ধত্বাৎ দোষঃ ইতি যা ভিদাদৃষ্টিঃ ভেদদৃষ্টিঃ তাম্) অন্তরেণ (বিনা) নিষেধবিধিলক্ষণং (বিধিনিষেধাত্মকং) তব বচঃ (বেদরূপং বাক্যং) কথং নৃণাং নিঃশ্রেয়সং (মুক্তিদায়কং স্যাৎ) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ। গুণ ও দোষের ভেদদর্শন ব্যতীত বিধি-নিষেধাত্মক আপনার বেদরূপ বাক্য মানবগণের কিরূপে মোক্ষদায়ক হইতে পারে? ৩ ॥

বিশ্বনাথ। তথাপি প্রষ্টুং কিমায়াতমত আহ,—গুণেতি। নিষেধবিধিলক্ষণং বচস্তব বেদরূপং বাক্যং গুণদোষভিদাদৃষ্টিমন্তরেণ অয়ং বিহিতত্বাদ্ গুণঃ অয়ং নিষিদ্ধত্বাদ্দোষ ইতি যা ভেদদৃষ্টিস্তাং বিনা কথং নিঃশ্রেয়সং নিঃশ্রেয়সকরং স্যাৎ ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। এইরূপ প্রশ্নাবেই বা কি আসিল? এই প্রশ্নের উত্তর বলিতেছেন নিষেধবিধি ইত্যাদি।

আপনার বেদস্বরূপবাক্য গুণদোষভেদদৃষ্টি বিনা অর্থাৎ এইটী বিহিত বলিয়া গুণ, এইটী নিষিদ্ধ বলিয়া দোষ, এই যে ভেদদৃষ্টি, ইহা ছাড়া কিরূপে নিঃশ্রেয়স বা নিঃশ্রেয়ঃকর অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠকল্যাণপ্রদ হইবে ॥ ৩ ॥

অনুদর্শিনী। উদ্ধব বলিলেন—প্রভো, বেদস্বরূপ আপনার বাক্যানুযায়ী গুণদোষ বিচার করিয়া গুণগুলি পালন এবং দোষগুলি পরিহার না করিলে কিরূপে মঙ্গললাভ হইবে? কেননা, গুণদর্শন ব্যতীত বিধিতে প্রবৃত্তি এবং দোষদর্শনব্যতীত নিষেধে নিবৃত্তি অসম্ভব ॥ ৩ ॥

—

পিতৃদেবমনুষ্যাণাং বেদশ্চক্ষুস্তবেশ্বর।
শ্রেয়স্ত্বনুপলব্ধেঽর্থে সাধ্যসাধনয়োরপি ॥৪॥

অন্বয়। (হে) ঈশ্বর, অনুপলব্ধে (অনবগতে) অর্থে (মোক্ষে স্বর্গাদৌ চ, তথা) সাধ্যসাধনয়োঃ অপি (ইদমস্য সাধ্যঃ ইদমস্যসাধনমিত্যত্রাপি) তব (তদ্বাক্যরূপঃ) বেদ (এব) পিতৃদেবমনুষ্যাণাং শ্রেয়ঃ (শ্রেষ্ঠং) চক্ষুঃ (প্রমাপকম্) তু ॥ ৪ ॥

অনুবাদ। হে সর্বেশ্বর, প্রত্যক্ষাদির প্রমাণের অগোচর মোক্ষ ও স্বর্গাদি বিষয়ে এবং সাধ্য ও সাধন-জ্ঞানে আপনার আদেশরূপ বেদশাস্ত্রই পিতৃলোক, দেবলোক ও মনুষ্যলোক সকলের শ্রেষ্ঠ প্রমাণস্বরূপ ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ। ন কেবলং মনুষ্যাণামেব বেদো নিঃশ্রেয়সকরোঽপি তু দেবপিত্রাদীনামপীত্যাহ,—পিতৃদেবেতি। তব বেদ এব শ্রেয়ঃ শ্রেষ্ঠং চক্ষুর্জ্ঞানহেতুঃ ক অনুপলব্ধেঽর্থে মোক্ষে স্বর্গাদৌ চ তথা সাধ্য-সাধনয়োঃ ইদমস্য সাধ্যং ইদমস্য সাধনমিত্যত্রাপি ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। কেবল মনুষ্যের পক্ষেই যে বেদ নিঃশ্রেয়সকর তাহা নহে, দেব, পিতৃপ্রভৃতিগণের পক্ষেও বটে। আপনার বেদই শ্রেয়ঃ বা শ্রেষ্ঠ চক্ষু বা জ্ঞানহেতু। কোন্ বিষয়ে? না,—অনুপলব্ধ অর্থাৎ মোক্ষস্বর্গাদি বিষয়ে এবং এটী ইহার সাধ্য, এটী ইহার সাধন, এই বিষয়েও ॥ ৪ ॥

অনুদর্শিনী। অল্পদর্শী মানবের কথা দূরে থাকুক, সর্বজ্ঞ ও সর্বদর্শী দেবকুল ও পিতৃলোকগণ এই বেদ-প্রসাদেই সমস্ত অবগত হন। মোক্ষ স্বর্গাদি অনুপলব্ধ প্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তি যে যে উপায়ের দ্বারা, তাহা সকলেই বেদবাক্যের দ্বারা প্রতিবোধিত হন। বেদই তাঁহাদের চক্ষুস্থানীয় ॥

বেদ দেবগণের জ্ঞানের হেতু—

রূপং বিচিত্রমিদমস্য বিবৃণ্বতো মে
মা রীরিষীষ্ট নিগমস্য গিরাং বিসর্গঃ ॥ ভাঃ ৩।৯।২৪

সৃষ্টিশক্তি-প্রার্থী ব্রহ্মা বলিলেন—'হে ভগবন্! যে বেদাভ্যাস-প্রসাদ হইতেই আপনার ঐশ্বর্যসিন্ধুর কণামাত্রে আমার প্রবেশ, সম্প্রতি এতাদৃশ বিচিত্ররূপ বিশ্বের বিস্তারকালে যেন আমার সেই বেদের বিস্মৃতি না হয়।'

—শ্রীল বিশ্বনাথ ॥ ৪ ॥

—

গুণদোষভিদাদৃষ্টির্নিগমাৎ তে ন হি স্বতঃ।
নিগমেনাপবাদশ্চ ভিদায়া ইতি হ ভ্রমঃ ॥৫॥

অন্বয়। গুণদোষভিদাদৃষ্টিঃ তে (তব) নিগমাৎ (তদাজ্ঞারূপবেদাৎ প্রবর্ততে) স্বতঃ ন হি (প্রবর্ততে) নিগমেন (তদাজ্ঞয়া) ভিদায়াঃ (গুণদোষভেদদৃষ্টেঃ) অপবাদঃ (নিষেধশ্চ) ইতি (মম) হ (স্ফুটং) ভ্রমঃ (ভবতি তন্নিবর্তয়েতি ভাবঃ) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ। আপনার আজ্ঞারূপ বেদবাক্য হইতেই গুণ ও দোষের ভেদদৃষ্টি হয়, স্বয়ং কখনই হইতে পারে না; অথচ বেদকর্তৃক ভেদদৃষ্টির নাশ হয়, এই বাক্যশ্রবণে আমার ভ্রম উপস্থিত হইয়াছে, অতএব আপনি তাহা দূর করুন ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ। পরন্ত্বিদানীমুভয়সঙ্কটমুপস্থিতমিত্যাহ গুণেতি। নিগমাত্ত্বদাজ্ঞারূপাদ্বেদাদেব বিধিনিষেধাত্মকাদ্‌-গুণদোষভেদদৃষ্টির্বিহিতাভূৎ। নিগমেনাপ্যত্বদাজ্ঞয়া ভিদায়া গুণদোষভেদদৃষ্টেরপবাদশ্চেত্যুভয়ত্রৈবাভিপ্রায়নিশ্চয়াসামর্থ্যান্মে ভ্রমোঽভূত্তং ত্বমেব নিবর্তয়েতি ভাবঃ ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। কিন্তু এক্ষণে উভয়সঙ্কট উপস্থিত। নিগম অর্থাৎ বিধিনিষেধাত্মক আজ্ঞারূপ বেদ হইতেই গুণদোষ-ভেদদৃষ্টি বিহিত হইয়াছে। নিগম অর্থাৎ আত্তনী আপনার আজ্ঞানুসারে ভিদা অর্থাৎ গুণদোষ-

ভেদদৃষ্টির অপবাদ বা নিষেধ, এই অস্পষ্ট অভিপ্রায় নিশ্চয়ে অসামর্থ্যহেতু আমার ভ্রম হইয়াছে। আপনি উহা নিবৃত্ত করুন—এই ভাব ॥৫॥

অনুদর্শিনী। বেদের আজ্ঞা ও শ্রীমুখের আজ্ঞার সামঞ্জস্য প্রকাশ করিবার জন্যই সুচতুর ভক্ত উদ্ধবের এই অভিনয় ॥ ৫ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া।
জ্ঞানং কর্ম্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি কুত্রচিৎ ॥৬॥

অন্বয়। শ্রীভগবান্ উবাচ—নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া (মোক্ষসাধনেচ্ছয়া) জ্ঞানং, কর্ম্ম চ ভক্তিঃ চ (ইতি) ত্রয়ঃ যোগাঃ (উপায়াঃ) ময়া প্রোক্তাঃ (ব্রহ্ম-কর্ম্ম-দেবতা-কাণ্ডৈঃ প্রকৃষ্টরূপেণ উক্তাঃ) কুত্রচিৎ অন্যঃ উপায়ঃ ন অস্তি ॥ ৬ ॥

অনুবাদ। শ্রীভগবান্ কহিলেন—মনুষ্যগণের মঙ্গল-বিধানের অভিলাষে আমি জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি—এই তিনটী যোগের নির্দ্দেশ করিয়াছি। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন উপায় কোন স্থলে উক্ত হয় নাই ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ। অধিকারিভেদেনাবস্থাভেদেন চ গুণ-দোষভেদদৃষ্টৈর্বিহিতত্বং নিষিদ্ধত্বঞ্চ যথাযোগং ভবেদিতি। তজ্ জ্ঞাপয়িতুমাহ,—যোগা উপায়াঃ ব্রহ্ম-কর্ম্ম-দেবতা-কাণ্ডৈঃ প্রোক্তাঃ। শ্রেয়াংসি মোক্ষত্রিবর্গপ্রেমাণি তেষাং। বিধিৎসয়েতি মে সর্ব্বত্র কৃপৈবেতি ভাবঃ। নান্যঃ এতত্ত্রিতয়ং বিনা অন্যস্তপোযোগাদিকঃ তপোঽষ্টাঙ্গ যোগাদের্যথাসম্ভবং জ্ঞানভক্ত্যোরেবান্তর্ভাবদর্শনাদিতি ভাবঃ। ত্রয় ইত্যনেন কর্ম্মিভিঃ কর্ম্মণ এব জ্ঞানিভির্জ্ঞান-স্যৈবোচ্যমানং শুদ্ধভক্তিত্বং পরাহতম্ ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। অধিকারী ও অবস্থাভেদে গুণ-দোষ ভেদদৃষ্ট যথাযোগ্যভাবে বিহিত ও নিষিদ্ধ হয়। সেই কথা জানাইতে বলিতেছেন। যোগ অর্থ উপায়ত্রয় ব্রহ্ম-কর্ম্ম-দেবতা কাণ্ডে কথিত হইয়াছে। শ্রেয়োবিধিৎসা—শ্রেয়ঃ অর্থাৎ মোক্ষ, ত্রিবর্গ ও প্রেম—ইহাদের বিধিৎসা বা বিধান করিবার ইচ্ছা করিয়া অর্থাৎ সর্ব্বত্রই আমার কৃপা—এই ভাবার্থ। এই তিনটী ছাড়া অন্য অর্থাৎ তপঃ, যোগ প্রভৃতি উপায় নাই। তপঃ—অষ্টাঙ্গযোগ প্রভৃতি যথাসম্ভব জ্ঞান ও ভক্তির অন্তর্ভূত দেখা যায়—এই হেতু। তিনটী—এই কথা বলায় কর্ম্মিগণকর্তৃক কথিত কর্ম্মই শুদ্ধভক্তি ও জ্ঞানিগণকর্তৃক কথিত জ্ঞানই শুদ্ধভক্তি—এই মত নিরস্ত হইল।

অনুদর্শিনী। বেদে গুণদোষ দর্শনের আদেশ এবং ভগবানের নিষেধ—আপাত-দৃষ্টিতে বিপরীত প্রয়োগ বলিয়া বোধ হইলেও উহার মীমাংসা স্বয়ং ভগবানই করিতেছেন। অধিকারী ও অবস্থাভেদে গুণদোষ-দর্শন—গুণ এবং দোষ।

বেদে—ব্রহ্মকাণ্ডে জ্ঞান ও তৎফল মোক্ষ; কর্ম্মকাণ্ডে—কর্ম্ম ও তৎফল ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এবং দেবতাকাণ্ডে ভক্তি-মার্গ ও তৎফল প্রেমের কথা বলিয়াছেন।

জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তিকে সাধন বলিলেও ভক্তির পার্থক্য এবং বিশেষত্ব বর্ণিত হইয়াছে ॥৬॥

নির্ব্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্ম্মসু।
তেষ্বনির্ব্বিণ্ণচিত্তানাং কর্ম্মযোগস্তু কামিনাম্ ॥৭॥

অন্বয়। (তেষ্বধিকারভেদমাহ—) ইহ (এষাং মধ্যে) কর্ম্মসু নির্ব্বিণ্ণানাং (দুঃখবুদ্ধ্যা তৎফলেষু বিরক্তানাং অতএব) ন্যাসিনাং (তৎসাধনভূতকর্ম্মন্যাসিনাং) জ্ঞান-যোগঃ (সিদ্ধিদঃ) তেষু (তৎসাধনভূতকর্ম্মসু) অনির্ব্বিণ্ণ-চিত্তানাং (দুঃখবুদ্ধিশূন্যানাং অতঃ) কামিনাং (তৎফলেষু বিরক্তানাং) তু কর্ম্মযোগঃ (সিদ্ধিদো ভবতি) ॥৭॥

অনুবাদ। এই যোগত্রয়ের মধ্যে কর্ম্মফলে বিরক্ত কর্ম্মত্যাগি ব্যক্তিগণের পক্ষে জ্ঞানযোগ এবং কর্ম্মে দুঃখ-বুদ্ধিশূন্য তৎফলে বিরাগশূন্য ব্যক্তিগণের পক্ষে কর্ম্ম-যোগই সিদ্ধিপ্রদ হইয়া থাকে ॥৭॥

বিশ্বনাথ। তত্র কে কুত্রাধিকারিণ ইত্যপেক্ষায়া-মাহ,—নির্ব্বিণ্ণানামিতি ষাভ্যাম্। ইহ এষাং মধ্যে নির্ব্বি-ণ্ণানাং বিরক্তানাং গৃহকুটুম্বাদিষ্বনাসক্তানামিত্যর্থঃ। অতএব

কর্ম্মসু গৃহাশ্রমপ্রাপ্তেষু ন্যাসিনাং ত্যাগবতাং জ্ঞানযোগো ভবেৎ। তেষু গৃহাশ্রমকর্ম্মসু অনির্ব্বিণ্ণচিত্তানাং যতঃ কামিনাং কামো বিষয়াসক্তিস্তদতিশয়বতাং। ভূমি মত্বর্থীয়ঃ। দেহগেহকলত্রাদিষ্বত্যাসক্তিমতামিত্যর্থঃ ॥৭॥

বঙ্গানুবাদ। তন্মধ্যে কে কে কোন্ কোন্ বিষয়ে অধিকারী? দুইটী শ্লোকে এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন। ইহাদের মধ্যে নির্ব্বিণ্ণ বিরক্তগণের অর্থাৎ গৃহকুটুম্ব প্রভৃতিতে অনাসক্তগণের। অতএব গৃহাশ্রমপ্রাপ্ত কর্ম্মসমূহের ন্যাসী বা ত্যাগপর ব্যক্তিগণের জ্ঞানযোগ হয়। সেই গৃহাশ্রম কর্ম্মগুলিতে অনির্ব্বিণ্ণচিত্ত বা আসক্তচিত্ত ব্যক্তিগণের। যেহেতু কামিগণের কাম বা বিষয়াসক্তি, তাহার আধিক্যযুক্তগণের অর্থাৎ দেহ গেহ কলত্রাদিতে অত্যাসক্তিবিশিষ্টগণের—এই অর্থ ॥৭॥

অনুদর্শিনী। বিষয়ভোগবিরক্তজনগণের পক্ষে জ্ঞানযোগ আর বিষয়াসক্ত জনগণের পক্ষে কর্ম্মযোগ ॥৭॥

যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ ॥৮॥

অন্বয়। যঃ তু পুমান্ যদৃচ্ছয়া (কেনাপি ভাগ্যোদয়েন) মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধঃ (উৎপন্নাদরঃ) ন নির্ব্বিণ্ণঃ (ন বিরক্তঃ) ন অতিসক্তঃ (তস্য) অস্য ভক্তিযোগঃ সিদ্ধিদঃ (ভবতি) ॥৮॥

অনুবাদ। যে ব্যক্তি কোন ভাগ্যক্রমে আমার কথায় আদরযুক্ত হইয়াছেন এবং বিষয়ে বৈরাগ্য বা অত্যাসক্তি নাই তাহার পক্ষে ভক্তিযোগই সিদ্ধিদায়ক হইয়া থাকে ॥৮॥

বিশ্বনাথ। যদৃচ্ছয়া প্রথমস্কন্ধব্যাখ্যাতযুক্ত্যা যাদৃচ্ছিকমহৎসঙ্গেন সৎসঙ্গেন মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধ ইতি। অতএব শ্রদ্ধামৃতকথায়াং মে ইতি শ্রদ্ধালুর্মৎকথাঃ শৃণ্বন্নিতি তত্র তত্র ভক্তিযোগে কথাশ্রদ্ধালুরেবাধিকারী দর্শিতঃ। অত্র তু ভিন্নোপক্রম ইত্যস্য জ্ঞানিভ্যঃ কর্ম্মিভ্যশ্চ বৈশিষ্ট্যং একবচনেন বিরলপ্রচারত্বঞ্চ ধ্বনিতং নাতিসক্তঃ দেহগেহকলত্রাদিষু অত্যাসক্তিরহিতঃ। অত্র ন নির্ব্বিণ্ণ ইতি হেতু নির্ব্বিণ্ণত্বে জ্ঞানেঽধিকারঃ অত্যাসক্তত্বে কর্ম্মণ্যধিকারঃ। অত্যাসক্তিরাহিত্যে ভক্তাবধিকার ইত্যধিকারত্রয়বিবেকঃ নির্ব্বেদস্য কারণং নিষ্কামকর্ম্মহেতুকান্তঃকরণশুদ্ধিরেব। অত্যাসক্তেঃ কারণমনাদ্যবিদ্যৈব। অত্যাসক্তিরাহিত্যস্য কারণং যাদৃচ্ছিকমহৎসঙ্গ এবেতি তত্র তত্র কারণং দৃষ্টম্। কিঞ্চৈতদুৎকৃষ্টাধিকারিণ এব লক্ষণং। কিন্তু "কো নু রাজন্নিন্দ্রিয়বান্মুকুন্দচরণাম্বুজং। ন ভজেৎ সর্ব্বতো মৃত্যুঃ" ইত্যুক্তের্যাদৃচ্ছিকভক্তসঙ্গে সতীন্দ্রিয়বানেব ভক্ত্যধিকারী জ্ঞেয়ঃ ॥৮॥

বঙ্গানুবাদ। যদৃচ্ছাক্রমে প্রথমস্কন্ধে ব্যাখ্যাত যুক্তি অনুসারে যাদৃচ্ছিক মহৎসঙ্গে বা সৎসঙ্গ-প্রভাবে আমার কথাদিতে জাতশ্রদ্ধ অতএব 'আমার কথামৃতে শ্রদ্ধা' (ভাঃ ১১।১১।২০) ও 'শ্রদ্ধালু আমার কথা শুনিতে শুনিতে' (ভাঃ ১১।১১।২৩)—এই সকল উক্তি অনুসারে সেই সেই ভক্তিযোগে কথাশ্রদ্ধালুই অধিকারী—ইহাই দর্শিত হইতেছে। 'এস্থলে কিন্তু ভিন্ন উপক্রম'—এতদনুসারে জ্ঞানী ও কর্ম্মী হইতে ইহার বৈশিষ্ট্য। একবচন দ্বারা 'ইহার বিরল প্রচার' এই কথা ধ্বনিত হইতেছে। নাতিসক্ত অর্থাৎ দেহ গেহ কলত্র প্রভৃতিতে অত্যাসক্তি রহিত। এস্থলে নির্ব্বিণ্ণ নয় অর্থাৎ ঐগুলিতে নির্ব্বিণ্ণ বা নির্ব্বেদযুক্ত হইলে জ্ঞানে অধিকার ও অত্যাসক্ত হইলে কর্ম্মে অধিকার। অত্যাসক্তি-রাহিত্যে ভক্তিতে অধিকার। এই অধিকারত্রয় বিবেক। নির্ব্বেদের কারণ নিষ্কাম কর্ম্ম হেতু অন্তঃকরণশুদ্ধিই। অত্যাসক্তির কারণ কেবল অনাদি অবিদ্যাই। অত্যাসক্তিরাহিত্যের কারণ কেবল যাদৃচ্ছিক মহৎসঙ্গই। এই ভাবে তৎতদ্‌বিষয়ে কারণ দেখা যায়। আর ইহাই উৎকৃষ্ট অধিকারীর লক্ষণ। কিন্তু "হে রাজন্, সর্ব্বতোভাবে মৃত্যুর অধীন কোন্ ইন্দ্রিয়বান্ অর্থাৎ প্রাণী (অমরগণের উপাস্য) মুকুন্দচরণকমলের সেবা না করে?" (ভাঃ ১১।২।২) এই উক্তি অনুসারে যাদৃচ্ছিক ভক্তসঙ্গ হইলে ইন্দ্রিয়বান্‌কে ভক্তিতে অধিকারী বলিয়াই জানিতে হইবে ॥৮॥

অনুদর্শিনী। এই শ্লোকে ভক্তিতে অধিকারী ব্যক্তির বিষয় বর্ণনা করিতেছেন। যাদৃচ্ছিক ভক্তসঙ্গেই ভক্তিলাভ—

শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য বাসুদেবকথারুচিঃ।
স্যান্মহৎসেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থনিষেবণাৎ॥

ভাঃ ১।২।১৬

অর্থাৎ বিষ্ণুতীর্থ পরিক্রমা অথবা সদ্‌গুরুর সেবা ফলে এবং সজ্জন কৃষ্ণভক্ত-সেবাদ্বারাই সাধুগুরুশাস্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধালু এবং ভগবৎকথা শ্রবণাভিলাষিজনের শ্রীহরিকথায় আসক্তির উদয় হয়।

"কথায় প্রীতিরই আবির্ভাব-প্রকার শ্রবণ কর—মহৎ-সেবা অর্থাৎ যাদৃচ্ছিক মহৎকৃপাজনিত মহৎগণের সেবাদ্বারা শ্রদ্দধান অর্থাৎ জাতশ্রদ্ধ পুরুষের পুণ্যতীর্থ অর্থাৎ সদ্‌গুরু, তাঁহার নিষেবণ অর্থাৎ চরণাশ্রয় হয় এবং সেই গুরুসেবা হইতে শুশ্রূষু ব্যক্তির বাসুদেবের কথায় রুচি হয়।"—শ্রীবিশ্বনাথ।

যঃ কেনাপ্যতিভাগ্যেন জাতশ্রদ্ধোঽস্য সেবনে।
নাতিসক্তো ন বৈরাগ্যভাগস্যামধিকার্য্যসৌ॥

ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ২লঃ

অর্থাৎ মহৎসঙ্গাদিজনিত সংস্কারবিশেষদ্বারা যাঁহার শ্রীকৃষ্ণসেবায় শ্রদ্ধা জন্মে, এবং যিনি কর্ম্মে অতিশয় আসক্ত বা বৈরাগ্যবান্ হন নাই, তিনিই ভক্তিবিষয়ে অধিকারী।

ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন পরিজায়তে।
সৎসঙ্গঃ প্রাপ্যতে পুংভিঃ সুকৃতৈঃ পূর্ব্বসঞ্চিতৈঃ॥

বৃঃ নারদীয়ে

ভক্তের শ্রদ্ধা বিরলা এবং কর্ম্মিজ্ঞানী হইতে বৈশিষ্ট্য—

কর্ম্মী ও জ্ঞানী নিজ নিজ প্রয়োজন—স্বর্গ এবং মোক্ষলাভে ভগবানের কথায় যে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন উহা ঔপাধিক এবং তাৎকালিক কিন্তু কথিত শ্লোকে ভক্তের যে শ্রদ্ধা বর্ণিত হইয়াছে তাহা স্বাভাবিকী এবং নিত্যা। কেননা আরাধ্য ভগবানের সেবাই ভক্তের জীবাতু। সেবা ব্যতীত তাঁহার ব্যক্তিগত প্রাপ্তির প্রবৃত্তি কিছুই নাই। সম্পদে, বিপদে, সুখে, দুঃখে সেই শ্রদ্ধা হ্রাস না হইয়া বর্দ্ধনশীলা।

জীবমাত্রেই ভক্তিতে অধিকারী—

অন্ত্যজা অপি তদ্রাষ্ট্রে শঙ্খচক্রাঙ্কধারিণঃ।
সম্প্রাপ্য বৈষ্ণবীং দীক্ষাং দীক্ষিতা ইব সংবভুঃ॥

কাশীখণ্ডে।

অমিত্রজিৎ কহিলেন—ময়ূরধ্বজ প্রদেশে অন্ত্যজ জাতিও বৈষ্ণবী দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া শঙ্খচক্রাদি চিহ্ন ধারণ করতঃ যাজ্ঞিকের ন্যায় শোভা পাইয়া থাকেন।

"শাস্ত্রতঃ শ্রূয়তে ভক্তৌ নৃমাত্রস্যাধিকারিতা।"

ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ২লঃ

ভক্তিতে নরমাত্রেরই অধিকার আছে, ইহা শাস্ত্রে স্পষ্টরূপে শুনিতে পাওয়া যায়।

ভক্ত্যধিকারে কর্ম্মাদির ন্যায় জাত্যাদিকৃত নিয়মের ব্যতিক্রমে কেবল শ্রদ্ধামাত্রই কারণ—"তে বৈ বিদন্ত্যতি-তরন্তি চ দেবমায়াং, স্ত্রীশূদ্রহূনশবরা অপি পাপজীবা—"

ভাঃ ২।৭।৪৬

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব বলিয়াছেন—

নীচ জাতি নহে কৃষ্ণভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥
যেই ভজে, সেই বড়, অভক্ত—হীন, ছার।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি-কুলাদি-বিচার॥

চৈঃ চঃ অঃ ৮পঃ॥ ৮॥

**তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥ ৯॥**

অন্বয়। যাবতা (যাবৎ) ন নির্ব্বিদ্যেত (নির্ব্বেদো ন জায়তে) মৎকথাশ্রবণাদৌ শ্রদ্ধা যাবৎ ন জায়তে তাবৎ কর্ম্মাণি (নিত্যনৈমিত্তিকানি) কুর্ব্বীত॥ ৯॥

অনুবাদ। যতদিন পর্য্যন্ত না বিষয়ে নির্ব্বেদ জন্মে বা আমার কথায় শ্রদ্ধা উৎপন্ন না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মসমূহের আচরণ করিবেন॥ ৯॥

বিশ্বনাথ। তদেবং জাত্যৈবাত্যাসক্তস্য জীবস্য কর্ম্মাধিকারঃ স্বাভাবিক এব স চ কিং পর্য্যন্তস্তথা জ্ঞানাধি-

কারো ভক্ত্যধিকারশ্চ কদা স্যাদিত্যপেক্ষায়ামাহ,—তাবদিতি। কর্ম্মাণি নিত্যনৈমিত্তিকানি। যাবতা যাবৎ ন নির্ব্বিদ্যেত কর্ম্মণৈবান্তঃকরণশুদ্ধৌ সত্যাং যাবন্নির্ব্বেদো ন জায়ত ইত্যর্থঃ। নির্ব্বেদে তু জাতে নির্ব্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগ ইতি মদুক্তের্জ্ঞান এবাধিকারো ন কর্ম্মণীতি ভাবঃ। তথা আকস্মিক-মহৎকৃপাজনিতা শ্রদ্ধা বা যাবদিতি শ্রদ্ধাতঃ পূর্ব্বমেব কর্ম্মাধিকারঃ, শ্রদ্ধায়াং জাতায়ান্তু জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্ ইতি মদুক্তের্ভক্তাবেব কেবলায়ামধিকার ন কর্ম্মণীতি ভাবঃ। শ্রদ্ধা চেয়মাত্যন্তিক্যেব জ্ঞেয়া সা চ ভগবৎকথাশ্রবণাদিভিরেব কৃতার্থী ভবিষ্যামীতি ন তু কর্ম্মজ্ঞানাদিভিরিতি দৃঢ়ৈবাস্তিক্যলক্ষণৈব তাদৃশশুদ্ধভক্তসঙ্গোত্থৈব জ্ঞেয়া। অতএব— "শ্রুতিস্মৃতী মমৈবাজ্ঞে যস্তে উল্লঙ্ঘ্য বর্ত্ততে। আজ্ঞাচ্ছেদী মম দ্বেষী মদ্ভক্তোঽপি ন বৈষ্ণবঃ" ইত্যুক্তদোষোঽপ্যত্র নাস্তি। আজ্ঞাকরণাৎ প্রত্যুত জাতায়াং শ্রদ্ধায়াং তৎকরণে আজ্ঞাভঙ্গঃ প্রসজ্জেদিতি। কিন্ত্বপ্রাপ্তমহৎকৃপত্বাদজাততাদৃশশ্রদ্ধমপি বৈষ্ণবান্তরোৎকর্ষং দৃষ্ট্বৈব তদ্বদেব কর্ম্ম ত্যক্ত্বা ভগবদ্ ভজনমেব তদ্বচনবিষয়ীকরোতীতি কেচিদাহুরন্যে তু শ্রুতিস্মৃতী ভক্তিপ্রতিপাদিকে এব ন তু বর্ণাশ্রমধর্ম্মপ্রতিপাদিকে। "ময়াদিষ্টানপি স্বকান্ ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ" ইতি ভগবদুক্তিবিরোধাৎ। অনন্যভক্তানামস্মাকং শ্রুতিস্মৃত্যুক্তবিধিনিষেধাভ্যাং ন কিমপি প্রয়োজনমিতি মত্বা যদেকাদশ্যাদিব্রতানামাচরণং তাম্রপাত্রস্থদধিদুগ্ধাদেঃ কাংস্যপাত্রস্থনারিকেলোদকস্য চ ভগবতেঽর্পণং তস্য চ ভগবদর্পিতস্য মদ্ভক্ষণমিতি নিষিদ্ধাচরণঞ্চ তদৈব চ শ্রুতিস্মৃতী মমৈবাজ্ঞে ইতি ভগবদুক্তিবিষয়ীকরোতীত্যাচক্ষতে। ন চলতি নিজবর্ণধর্ম্মত ইতি। ন চলতি ন কম্পতে ইতি তত্রার্থঃ। অত্র প্রাচ্যাদিভক্তানামনন্যামপি কর্ম্মিকুলসংঘট্টগতত্বেনৈব তদদুয়োধবশাৎ যদীষৎ কর্ম্মকরণং তৎকর্ম্মাকরণমেব তত্র শ্রদ্ধারাহিত্যাৎ "অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ। অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নৈহ চ" ইতি ভগবদুক্তেঃ ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। অতএব এইভাবে জন্মমাত্রেই অত্যাসক্ত জীবের কর্ম্মাধিকারই স্বাভাবিক। সেই বা কি পর্য্যন্ত, সেইরূপ জ্ঞানাধিকার বা ভক্ত্যধিকার কবে হইবে? এই প্রশ্নের উত্তর বলিতেছেন। কর্ম্ম নিত্য-নৈমিত্তিক। যে পর্য্যন্ত না নির্ব্বিণ্ণ হয় অর্থাৎ কর্ম্মের দ্বারাই অন্তঃকরণ শুদ্ধি হইলে যে পর্য্যন্ত না নির্ব্বেদ সঞ্জাত হয়। কিন্তু নির্ব্বেদ সঞ্জাত হইলে 'নির্ব্বিণ্ণগণের জ্ঞানযোগ' আমার এই উক্তি অনুসারে (ভাঃ ১১।২০।৭) জ্ঞানেই অধিকার হয়, কর্ম্মে নহে। আর আকস্মিক মহৎকৃপাজনিত শ্রদ্ধা যে পর্য্যন্ত—ইহাতে শ্রদ্ধার পূর্ব্বেই কর্ম্মাধিকার, কিন্তু শ্রদ্ধা জন্মিলে 'জাতশ্রদ্ধ যে পুরুষ'—আমার এই উক্তি অনুসারে (ভাঃ ১১।২০।৮) কেবলা-ভক্তিতে অধিকার হয়, কর্ম্মে নহে—এই ভাবার্থ আর এই শ্রদ্ধাকে আত্যন্তিকী বলিয়াই জানিতে হইবে। আর ইহা ভগবৎ-কথাশ্রবণাদি-দ্বারাই কৃতার্থীভূত হয়, কর্ম্মজ্ঞানাদিদ্বারা নহে। ইহাকে দৃঢ়া, আস্তিক্যলক্ষণা, সেইরূপ শুদ্ধ-ভক্ত-সঙ্গ-সঞ্জাত বলিয়াই জানিতে হইবে। অতএব 'শ্রুতি ও স্মৃতি আমারই আজ্ঞা। যে এই দুইটীকে উল্লঙ্ঘন করিয়া থাকে, সে আমার আজ্ঞাচ্ছেদী, আমার দ্বেষী, আমার ভক্ত হইলেও সে বৈষ্ণব নয়।' এই কথিত দোষও এক্ষেত্রে নাই। আজ্ঞার অকরণের পর প্রত্যুত শ্রদ্ধা জাত হইলে তাহার করণে আজ্ঞাভঙ্গপ্রসক্ত হয়। কিন্তু মহৎ কৃপা না পাইলে যাহার তাদৃশ শ্রদ্ধা জাত হয় নাই, এরূপ অন্য বৈষ্ণবের উৎকর্ষ দেখিয়াই তাঁহারই ন্যায় কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ভগবদ্ভজনকেই তাহার বচনের বিষয় করেন—এইরূপ কেহ কেহ বলেন। কিন্তু অন্য কেহ কেহ বলেন শ্রুতি ও স্মৃতি ভক্তিই প্রতিপাদন করে, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রতিপাদন করে না। যেহেতু 'মদীয় বেদশাস্ত্রাদিষ্ট স্বধর্ম্মসমূহ সম্যক্ ত্যাগ করিয়া যিনি আমার ভজন করেন, তিনিই সাধুত্তম' —(ভাঃ ১১।১১।৩২) এই ভগবদ্ বাক্যের সহিত বিরোধ হয়। অনন্যভক্ত আমাদের শ্রুতি-স্মৃতি-কথিত বিধি-নিষেধ লইয়া কোনও প্রয়োজন নাই—এই মনে করিয়া যে একাদশী প্রভৃতি ব্রতের অনাচরণ, তাম্রপাত্রস্থ দধিদুগ্ধ-প্রভৃতি ও কাংস্যপাত্রস্থ নারিকেল-উদক ভগবানে অর্পণ

ও ভগবদর্পিত সেই বস্তুর যে ভক্ষণ,এই নিষিদ্ধাচরণ তখনই শ্রুতি ও স্মৃতি আমারই আজ্ঞা' এই ভগবদ্ বাক্যের বিষয়ান্তর্গত করে—এই কথা বলেন। 'নিজ বর্ণধর্ম্ম হইতে চলে না' (ভাঃ ১১।২।৫৭)—এ স্থলে 'চলে না' অর্থে 'কম্পিত হয় না'। এ ক্ষেত্রে পুরাকালীন অনন্ত আদিভক্তগণের কর্ম্মিকুলের সহিত সংঘট্টপ্রাপ্তিজন্য তদ্ অনুরোধবশে যে ঈষৎ কর্ম্ম করা হয়, তাহা কর্ম্ম না করাই, যেহেতু তাহাতে শ্রদ্ধা নাই। ভগবান্ বলিয়াছেন (গীঃ ১৭।২৮)—'অশ্রদ্ধার সহিত যে হোম, দান, তপঃ করা যায়, তাহাকে অসৎ বলা হয়, তাহা ইহলোক ও পরলোকে নিষ্ফল' ॥৭॥

অনুদর্শিনী। বিষয়াসক্ত জীবের স্বভাবতঃ কর্ম্মেই অধিকার। নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠানে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়া জ্ঞানে অধিকার লাভ হয়। এই ক্রমোন্নতি প্রত্যক্ষসিদ্ধ; কিন্তু ভক্তিযোগে অধিকার প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে; আকস্মিক মহৎকৃপালাভ। মহতের কৃপায় ভগবানের সেবায় শ্রদ্ধা লাভ হয়, অর্থাৎ কৃষ্ণভজনে দৃঢ় ও আস্তিক্যলক্ষণ বিশ্বাসের উদয় হয়—

'শ্রদ্ধা'—শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয় ॥

চৈঃ চঃ মঃ ২২পঃ

ভগবৎ কথা শ্রবণাদি দ্বারাই এই শ্রদ্ধা সুদৃঢ়া এবং বর্দ্ধিতা হয়। এতাদৃশী ভক্তির উদয় হইলে ভক্তের আর নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মে স্পৃহাই থাকে না।

শাস্ত্রার্থে বিশ্বাসই শ্রদ্ধা। শাস্ত্র ভগবদশরণেরই ভয়, তচ্ছরণাগতেরই অভয় বলেন। সুতরাং শাস্ত্রবাক্যে জাতশ্রদ্ধার শরণাগতিই লক্ষণ।— শ্রীজীব।

প্রকৃত শ্রদ্ধাবান্-ভক্তের পক্ষে ভগবানের শ্রুতিস্মৃতি-রূপ আদেশ লঙ্ঘনেও দোষ স্পর্শ করে না। তাঁহার পক্ষে বিহিত কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকাই বরং আজ্ঞাভঙ্গের লক্ষণ।

বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যেমন ভগবানের আদেশ, সর্ব্বধর্ম্ম ছাড়িয়া তাঁহার ভজন করাও তাঁহারই আদেশ। কর্ম্মী নিজের স্বভাবে ভগবানের পূর্ব্বাদেশ পালনে রত আর ভক্ত সাধুকৃপায় ভগবানের পরবর্ত্তী আদেশ পালনে শ্রদ্ধালু—

পূর্ব্ব আজ্ঞা— বেদ-ধর্ম্ম, কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান।
সব সাধি' অবশেষ আজ্ঞা-বলবান্ ॥
এই আজ্ঞাবলে ভক্তের 'শ্রদ্ধা' যদি হয়।
সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করি' সে কৃষ্ণেরে ভজয় ॥

চৈঃ চঃ মঃ ২২পঃ

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৄণাং. ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং, গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্॥

ভাঃ ১১।৫।৪১

হে রাজন্! যিনি অহংভাব অথবা সকল কর্ত্তব্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে পরম-শরণীয় শ্রীহরির শরণাগত হন, তিনি সাধারণ মানবের ন্যায় দেবতা, ঋষি, ভূতগণ, স্বজন বা পিতৃলোকের কিঙ্কর হন না।

অতএব মহৎ-কৃপাপ্রাপ্ত শ্রদ্ধালু ভক্তের ভগবদাজ্ঞাভঙ্গ না হওয়ায় অজ্ঞাভঙ্গ দোষ স্পর্শ করে না বরং তিনিই ভগবানের অতি প্রিয়। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে যিনি মহতের কৃপালাভ না করিয়া ভজনে জাতশ্রদ্ধ হন নাই অথচ অপর জাতশ্রদ্ধ ভক্তের আচরণের অনুকরণে স্বয়ং কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভগবানের ভজনকে বচনের বিষয় করিয়াছেন অর্থাৎ মৌখিক ভজনের অভিনয় করেন, আন্তরিক ভজনে শ্রদ্ধাহীন, তিনিই অজ্ঞাভঙ্গের অপরাধে পতিত হন, সন্দেহ নাই।

প্রকৃত শ্রদ্ধাবানের ভক্তি, ভগবানের প্রীতি সম্পাদন করে, আর শ্রদ্ধাহীন, কপট, অনুকরণকারীর লোকদেখান ভক্তি যাজনকারীরই উৎপাতের কারণ হয়, তাহাদের পক্ষে—

শ্রুতিস্মৃতি-পুরাণাদিপঞ্চরাত্রবিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে॥

ব্রহ্মযামলে

অর্থাৎ শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও পঞ্চরাত্রবিধি ব্যতীত ঐকান্তিকী হরিভক্তি উৎপাতের নিমিত্তই হইয়া থাকে।

এইরূপ অনুকরণকারীর চরিত্র চিত্রিত করিয়া শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বলিয়াছেন—

'বড় লোক করি' লোক জানুক আমারে।
আপনারে প্রকটাই ধর্ম্ম-কর্ম্ম করে॥
এ সকল দাম্ভিকের কৃষ্ণে প্রীতি নাই।
অকৈতব হইলে সে কৃষ্ণভক্তি পাই॥

চৈঃ ভাঃ আঃ ১৬অঃ

অনন্ত ভক্তগণের লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্মাচরণের দৃষ্টান্ত ও তাৎপর্য্য—

কর্ম্মাণি চ যথাকালং যথাদেশং যথাবলং।
যথোচিতং যথাবিত্তমকরোদ্ব্রহ্মসাৎকৃতম্॥

ভাঃ ৪।২২।৫০

(১) আদিরাজ পৃথু—বিত্ত, দেশ, কাল ও পাত্রানুসারে যথোচিত কর্ম্ম ভগবানে সমর্পণ পূর্ব্বক অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

সাম্প্রদায়িকগণ বলেন যে গৃহস্থিত শুদ্ধ-ভক্তগণের কর্ম্মসমূহে অধিকার না থাকিলেও লোক-সংগ্রহার্থে বা যাহাতে বর্ণাশ্রমমর্য্যাদা লোপ না হয় তজ্জন্য বা ভক্তিমার্গের অনিন্দা হেতু বা শুদ্ধভক্তির রহস্য গোপনার্থে স্বয়ং বা প্রতিনিধিদ্বারা পূর্ব্বাচারে অনাসক্ত থাকিয়া কিঞ্চিৎ কর্ম্মকরণ দোষাবহ নহে। আরও তাঁহাদের কর্ম্মে শ্রদ্ধা না থাকায় শুদ্ধভক্তগণকর্ত্তৃক অশ্রদ্ধায় কৃত কর্ম্ম অকৃতই; তাহাতে শুদ্ধ-ভক্তের কোন ক্ষতি নাই। যথাকাল, যথাদেশ ও যথাবল শব্দ সমূহদ্বারা কালদেশ-পাত্রানুসারেই কর্ম্মকরণে সম্পূর্ণভাবে কর্ম্ম করণ হয় না। তথাপি যথোচিত শব্দে শুদ্ধ-ভক্তগণের কর্ম্মাচরণ অনুচিত হইলেও লোকপ্রদর্শনার্থই কর্ম্ম-করণ বস্তুতঃ কর্ম্মের অকরণই হয়। 'ব্রহ্মসাৎকৃতং' শব্দে তাঁহার কর্ম্মব্যাপারসমূহ ব্রাহ্মণগণই করিতেন, অতএব তাঁহার কর্ম্মবিক্ষেপের অভাব কথিত হইয়াছে।—শ্রীল বিশ্বনাথ।

মহারাজ আদিভরতের চরিত্র-প্রসঙ্গে বৈদিক কর্ম্মাচরণের প্রমাণস্বরূপ।

(২) 'সম্প্রচরৎসু নানা যাগেষু' ভাঃ ৫।৭।৬ শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের মর্ম্মানুবাদ—

শুদ্ধ-ভক্তগণের ভগবানের সেবাতেই শ্রদ্ধা, কর্ম্মে নহে। তবুও যে প্রতিনিধিদ্বারা তাঁহাদের কর্ম্মাচরণ দৃষ্ট হয় উহা লোকশিক্ষার জন্য। ঐসকল কর্ম্মফলে তাঁহাদের আসক্তি নাই বা কর্ম্মের কর্ত্তৃত্বাদি অভিমান নাই, উহা কেবল ভগবান্ বাসুদেবের প্রীতির নিমিত্ত বাসুদেবেই সমর্পিত। সুতরাং ভক্তগণের লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠানে শ্রদ্ধারাহিত্যহেতু কর্ম্মাচরণ সত্ত্বেও কর্ম্মের অকরণ জানিতে হইবে।

(৩) পুরাকালীয় অম্বরীষাদি শুদ্ধ-ভক্তগণ ভগবানের সেবাতেই অষ্টকাল যাপন করিতেন, অথচ পিতৃপিতামহগণ যে সকল সদাচার পালন ও যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিতেন সেই যজ্ঞাদি কর্ম্ম তাঁহারা প্রতিনিধিদ্বারাই করাইতেন, এরূপ শুনা যায়। পরবর্ত্তী পূর্ব্বদেশীয় সুপ্রতিষ্ঠিত গৃহস্থ মহাভাগবতগণের সর্ব্বথা বর্ণধর্ম্মাভাবেও সাঙ্কর্য্য দোষভয়ে প্রতিনিধিদ্বারা লৌকিক বিবাহ উপনয়নাদি কর্ম্মাচরণ দেখা যায়। অতএব শুদ্ধসত্ত্বভক্তগণের প্রতিনিধিদ্বারা কর্ম্মসম্পাদনও দূষণীয় নহে।

ভক্ত অম্বরীষের আচরণ—

ঈজেঽশ্বমেধৈরধিযজ্ঞমীশ্বরং
মহাবিভূত্যোপচিতাঙ্গদক্ষিণৈঃ।
ততৈর্বশিষ্ঠাসিতগোতমাদিভি-
র্ধন্বন্যভিস্রোতমসৌ সরস্বতীম্॥ ভাঃ ৯।৪।২২

শ্রীশুকদেব বলিলেন, মহারাজ অম্বরীষ মরুপ্রদেশে সরস্বতী প্রবাহযুক্ত প্রদেশে অশ্বমেধ যজ্ঞদ্বারা যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরির আরাধনা করিতেন। ঐ যজ্ঞের অঙ্গ ও দক্ষিণা মহৎ ঐশ্বর্য্যের দ্বারা রচিত হইত। বশিষ্ঠ, অসিত, গোতম প্রভৃতি প্রতিনিধিগণ ঐ যজ্ঞের বিস্তার করিতেন।

'আদিভরততুল্য নিরভিমান অম্বরীষের রাজ্যাধিকারোচিত অশ্বমেধাদি যজ্ঞকরণও প্রতিনিধিদ্বারাই বলিতেছেন—স্বয়ং কিন্তু (যজ্ঞস্থল হইতে) অতি দূরে নিজ রাজধানীতে বিক্ষেপরহিত ভগবৎ পরিচর্য্যাতেই নিযুক্ত থাকিতেন—জানা যায়।'—শ্রীল বিশ্বনাথ।

(৪) রাজব্যবহার সিদ্ধির অনুরোধে স্বপ্রতিমূর্ত্তি দ্বারাই ধ্রুবের যজ্ঞাদি কর্ম্মকরণ। বস্তুতঃ তাঁহার শ্রদ্ধা

"ঐকান্তিক ভক্তের (ভগবৎসেবাব্যতীত) অন্য কর্মাচরণের অবকাশ নাই। আর তাঁহার গার্হস্থ্যে যে কর্মযোগ তাহা কেবল লোকসংগ্রহার্থকই। ভাঃ ৪।১২।১৭।১৮ শ্লোকের টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ।

বিষয়ে অত্যাসক্ত ব্যক্তির কর্মে অধিকার স্বাভাবিক হইলেও শ্রীভগবানের সেবাসক্ত গৃহস্থগণ কর্মজ্ঞানপ্রকরণে পতিত হইলেও তাঁহাদের কর্মাধিকার নাই। তবে তাঁহারা কিন্তু ভরত-অম্বরীষাদি সুপ্রতিষ্ঠিত ভক্তগণের অনুসরণে ব্যবহার রক্ষার জন্য স্বপ্রতিনিধিদ্বারা কর্ম করান। তাহাতে কর্মে শ্রদ্ধাশূন্য বলিয়া কর্মসমূহের আচরণও অকরণেই পর্যবসিত হয় বরং ভক্তিমার্গের নিন্দাবাদাদি অনুত্থানার্থেই কৃত হয়।

আবার মোক্ষার্থিগণের যেরূপ জ্ঞানিপূজাই মুখ্যা তদভাবে পুরুষান্তর পূজার আদেশ, প্রেমভক্ত্যার্থিগণের কিন্তু ঐকান্তিক ভক্তপূজাই মুখ্যা বলিয়া জ্ঞাপিত হইয়াছে। কেননা জ্ঞানিগণ হইতেও ভক্তগণের উৎকর্ষ। স্বয়ং ভগবানই বলিয়াছেন—'ন মেঽভক্তশ্চতুর্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ। তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্॥

আবার জ্ঞানিগণের যে অর্চায় পূজা দেখা যায় তাহা 'দৃষ্ট্বা তেষাং মিথো নৃণাম্' ভাঃ ৭।১৪।৩৯ এবং 'প্রতিমা স্বল্পবুদ্ধীনাম্'—এই ন্যায়ে জ্ঞানিগণই পরম অল্পবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যাখ্যাত হইবে কিন্তু ভক্তগণ নহেন। কেননা, ভক্তগণের উত্তমাধিকারিগণেরও অর্চায় পূজাদি মুখ্য তত্ত্ব। তাই ভগবদাদেশ—'মল্লিঙ্গমদ্ভক্তজনদর্শন-স্পর্শনার্চনম্।' ভাঃ ১১।১১।৩৪

অতএব ভগবানের সেবায় দৃঢ় শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তি যে কোন বর্ণে বা আশ্রমে থাকুন না কেন, সেই ব্যক্তি বর্ণাশ্রমাতীত ভগবৎসেবাপরায়ণ ॥৯॥

স্বধর্মস্থো যজন্ যজ্ঞৈরনাশীঃকাম উদ্ধব।
ন যাতি স্বর্গনরকৌ যদ্যন্যন্ন সমাচরেৎ ॥১০॥

অন্বয়। (কর্মযোগিনো জ্ঞানভক্তিভূমিকারোহপ্রকারমাহ) (হে) উদ্ধব, অনাশীঃকামঃ (অফলকামঃ) স্বধর্মস্থ (জনঃ) যজ্ঞৈঃ যজন্ যদি অন্যৎ (নিষিদ্ধং কাম্যঞ্চ) ন সমাচরেৎ (তদা) স্বর্গনরকৌ ন যাতি ॥১০॥

অনুবাদ। হে উদ্ধব! অফলকামী স্বধর্মপরায়ণ ব্যক্তি যজ্ঞদ্বারা দেবগণের যজন করিয়া যদি নিষিদ্ধ বা কাম্য কর্মের আচরণ না করেন, তাঁহা হইলে নরক বা স্বর্গ প্রাপ্ত হন না ॥১০॥

বিশ্বনাথ। অত্যাসক্তস্য কর্মিণঃ স্বর্গনরকগামিনঃ কদাচিৎ সম্ভবিনং নিষ্কামকর্মযোগমাহ, স্বধর্মস্থ ইতি। অনাশীঃকামঃ ফলকামনারহিতঃ। অন্যৎ নিষিদ্ধং। অতোঽয়ং স্বধর্মস্থত্বেন বিহিতানতিক্রমাৎ নিষিদ্ধ বর্জনাচ্চ নরকং ন যাতি। ফলকামনারাহিত্যাৎ স্বর্গমপীত্যর্থঃ ॥১০॥

বঙ্গানুবাদ। অত্যাসক্ত স্বর্গনরকগামী কর্মীর কখনও বা নিষ্কাম কর্মযোগ সম্ভবপর তাহাই বলিতেছেন। অনাশীঃ কাম—ফলকামনারহিত। অন্য—নিষিদ্ধ। অতএব এই ব্যক্তি স্বধর্মস্থ থাকায়, বিহিত আচরণ অতিক্রম না করায় ও নিষিদ্ধ আচরণ বর্জন করায় নরকে যা'ন না, আর ফলকামনা-রহিত বলিয়া স্বর্গেও যা'ন না ॥১০॥

অনুদর্শিনী। কর্মযোগীর জ্ঞানভূমিকারোহপ্রকার বলিতেছেন। নরকযান দুই প্রকার—বিহিত অতিক্রম ও নিষিদ্ধাচরণ ॥১০॥

অস্মিন্ লোকে বর্তমানঃ স্বধর্মস্থোঽনঘঃ শুচিঃ।
জ্ঞানং বিশুদ্ধমাপ্নোতি মদ্ভক্তিং বা যদৃচ্ছয়া ॥১১॥

অন্বয়। অস্মিন্ লোকে (অস্মিন্নেব দেহে) বর্তমানঃ (এব) স্বধর্মস্থঃ অনঘঃ (নিষিদ্ধত্যাগী অতঃ) শুচিঃ (নিবৃত্তরাগাদিমলঃ সন্ পুমান্) বিশুদ্ধং (কেবলং) জ্ঞানং যদৃচ্ছয়া (কেনাপি ভাগ্যোদয়েন) মদ্ভক্তিং বা আপ্নোতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ। নিষিদ্ধকর্মত্যাগী শুদ্ধচিত্ত স্বধর্মপরায়ণ ব্যক্তি ইহলোকে বর্তমান থাকিয়াই কেবল জ্ঞান বা ভাগ্যক্রমে মদ্ভক্তি প্রাপ্ত হন ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ। তদয়ং কর্মী কিং প্রাপ্নোত্যত আহ,—অস্মিন্নেব মর্ত্যলোকে স্থিতঃ। স্বধর্মস্থ ইতি নিষ্কামকর্ম-

করণাৎ। অনঘ ইতি নিষ্পাপত্বাচ্চ। শুচিঃ শুদ্ধান্তঃকরণঃ সন্ বিশুদ্ধং জ্ঞানমাপ্নোতি. জ্ঞানান্মোক্ষঞ্চ। যদৃচ্ছয়েতি। যদি চ যাদৃচ্ছিকশুদ্ধভক্তসঙ্গলাভস্তদা মদ্ভক্তিং চ কেবলাং তয়া চ প্রেমাণং প্রাপ্নোতি, যদি চ কর্ম্মমিশ্র-জ্ঞানমিশ্র-ভক্তিমৎসাধুসঙ্গলাভস্তদা ততঃ প্রাপ্তয়া কর্ম্মমিশ্রয়া জ্ঞানমিশ্রয়া চ প্রধানীভূতয়া ভক্ত্যা অন্ততঃ শান্তিরতিং প্রাপ্নোতি॥১১॥

বঙ্গানুবাদ। তাহা হইলে এই কর্ম্মী কি প্রাপ্ত হ'ন ?—ইহার উত্তর বলিতেছেন। এই মর্ত্ত্যলোকেই স্থিত। স্বধর্ম্মস্থ—নিষ্কামকর্ম্মকরণজন্য, অনঘ—নিষ্পাপ বলিয়া। শুচি—শুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া বিশুদ্ধ জ্ঞান প্রাপ্ত হয়, জ্ঞান হইতে মোক্ষও। যদি যদৃচ্ছাক্রমে শুদ্ধভক্তসঙ্গলাভ হয়, তাহা হইলে আমার কেবলা-ভক্তি ও তাহা দ্বারা প্রেমও প্রাপ্ত হয়। যদি কর্ম্মমিশ্র বা জ্ঞানমিশ্র ভক্তিমান্ সাধুর সঙ্গলাভ হয়, তাহা হইলে তাঁহা হইতে প্রাপ্ত কর্ম্ম-মিশ্রা ও জ্ঞানমিশ্রা প্রধানীভূতা ভক্তিদ্বারা অন্ততঃ শান্তি-রতি প্রাপ্ত হন॥ ১১॥

অনুদর্শিনী। নিষ্কাম কর্ম্মযোগ জ্ঞানজনক এবং জ্ঞান মোক্ষপ্রদ কিন্তু সাক্ষাৎ ভক্তিজনক নহে। কেননা, ভক্তি যাদৃচ্ছিকী। ভক্তি-দেবী স্বতন্ত্রা ও নিরপেক্ষা। তিনি কৃপাপূর্ব্বক দৈবাৎ যদি কোন ভাগ্য-বানের হৃদয়ে প্রবেশ করেন, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি ঐ ভক্তিদেবীকে লাভ করেন। কথিত শ্লোকে 'যদৃচ্ছা' পদটী তাহার প্রমাণ। ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং ভাঃ ১।২।৮ শ্লোকের টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ।

শ্রীচৈতন্যদেবও সনাতন প্রভুকে বলিয়াছেন—

ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল। চৈঃ চঃ মঃ ২৪ পঃ

অতএব নিষ্কামকর্ম্মযোগ বা কেবলজ্ঞানভক্তির হেতু নয়,—যদৃচ্ছা ভক্তিমানের সঙ্গলাভই ভক্তির হেতু। কেননা—

> এতাবানেব যজতামিহ নিঃশ্রেয়সোদয়ঃ।
> ভগবত্যচলো ভাবো যদ্ভাগবতসঙ্গতঃ॥
>
> ভাঃ ২।৩।১১

অর্থাৎ নানাদেহোপাসকগণের এই পৃথিবীতে ভাগবত সঙ্গক্রমে যে ভগবান্ [illegible] তাহাতেই সকল কল্যাণ লাভ হয়।

অতএব কেবলা ভক্তিই হউক আর কর্ম্মমিশ্রা জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি হউক, সাধুসঙ্গ ব্যতীত ভক্তি লাভ হয় না। তবে কর্ম্মমিশ্রা বা জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিমান্ সাধুসঙ্গে শান্তরতিমাত্র আর শুদ্ধভক্ত সঙ্গে প্রেম লাভ হয়॥ ১১॥

> স্বর্গিণোঽপ্যেতমিচ্ছন্তি লোকং নিরয়িণস্তথা।
> সাধকং জ্ঞানভক্তিভ্যামুভয়ং তদসাধকম্॥ ১২॥

অন্বয়। (অনেন প্রকারেণ জ্ঞানভক্তিসাধনত্বাৎ নরদেহং স্তৌতি) স্বর্গিণঃ তথা নিরয়িণঃ অপি (নারকিণঃ অপি) জ্ঞানভক্তিভ্যাং (জ্ঞানভক্ত্যোঃ) এতং লোকং (মর্ত্ত্যলোকং) ইচ্ছন্তি যতঃ উভয়ং (স্বর্গিনারকিশরীরম্) তৎ অসাধকং (জ্ঞানভক্তিসাধনযোগ্যং ন ভবতি)॥১২॥

অনুবাদ। স্বর্গবাসী দেবগণ এবং নরকস্থ ব্যক্তিগণ জ্ঞান ও ভক্তির সাধক মনুষ্যদেহের প্রার্থনা করিয়া থাকে, যেহেতু উক্ত উভয়বিধ দেহই জ্ঞান ও ভক্তি-সাধনের অযোগ্য॥১২॥

বিশ্বনাথ। অতো মুক্তিপ্রেমভক্তিসাধকং নরদেহং স্তৌতি,—স্বর্গিণ ইতি দ্বাভ্যাং। জ্ঞানভক্তিভ্যাং জ্ঞান-ভক্ত্যোঃ। উভয়ং স্বর্গিনারকিশরীরম্॥১২॥

বঙ্গানুবাদ। ইহার পর দুইটী শ্লোকে মুক্তি ও প্রেম-ভক্তির সাধক নরদেহের প্রশংসা করিতেছেন। জ্ঞানভক্তিদ্বারা—জ্ঞানভক্তির। সেই উভয়স্বর্গী (দের) ও নারকীর শরীর॥১২॥

অনুদর্শিনী। স্বর্গিগণ স্বর্গে দেবদেহে মহাবিষয়া-বেশে এবং নারকিগণ নরকে যাতনাদেহে মহাপীড়াবেশে জ্ঞান ও ভক্তির সাধন করিতে পারে না বলিয়া জ্ঞানভক্তি-সাধক নরদেহেরই প্রার্থনা করে। দেবগণের প্রার্থনা—

> অহো বতৈষাং কিমকারিশোভনং
> প্রসন্ন এষাং স্বিদুত স্বয়ং হরিঃ।

যৈর্জন্ম লব্ধং নৃষু ভারতাজিরে
মুকুন্দসেবৌপয়িকং স্পৃহা হি নঃ ॥ ভাঃ ৫।১৯।২৫
অর্থ ভাঃ ১১।৭।২১ শ্লোঃ দ্রষ্টব্য ॥১২॥

ন নরঃ স্বর্গতিং কাঙ্ক্ষেন্নারকীং বা বিচক্ষণঃ।
নেমং লোকঞ্চ কাঙ্ক্ষেত দেহাবেশাৎ প্রমাদ্যতি ॥১৩॥

অন্বয়। বিচক্ষণঃ (বিবেকী) নরঃ স্বর্গতিং (স্বর্গং) নারকীং (নরকগতিং) বা ন কাঙ্ক্ষেৎ (স্বর্গনরকসাধক-কর্ম্মাণি ন কুর্য্যাৎ) ইমং লোকং চ (নৃগতিম্ অপি) ন কাঙ্ক্ষেত (যতঃ) দেহাবেশাৎ (দেহাসক্ত্যা) প্রমাদ্যতি (স্বার্থে অবধানশূন্যো ভবতি) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি স্বর্গ বা নরক এবং মনুষ্যলোকেরও কামনা করেন না; যেহেতু দেহাসক্তি-বশতঃ জ্ঞান ও ভক্তি বিস্মৃত হইতে হয় ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ। তস্মাদুৎকৃষ্টাং নরগতিং প্রাপ্য ততো নিকৃষ্টাং স্বর্গতিং নরকগতিঞ্চ কৃতাভ্যাং পুণ্যপাপাভ্যাং ন কাময়েতেত্যাহ,—নেতি। পাপরহিতাং নৃগতিমপি সুখেন তিষ্ঠেয়মিতি বুদ্ধ্যা ন কাময়েতেত্যাহ,—নেমমিতি। ইমং নরলোকং যতো দেহাবেশাৎ দেহাসক্ত্যা স্বার্থে জ্ঞানে ভক্তৌ বা প্রমাদ্যতি ॥ ১৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। অতএব উৎকৃষ্ট নরগতি প্রাপ্ত হইয়া তাহা হইতে নিকৃষ্ট স্বর্গতি ও নরকগতি কৃত পুণ্যপাপ দ্বারা কামনা করিবে না। পাপরহিত নৃগতি ও সুখে থাকিব এই বুদ্ধিতে কামনা করিবে না। এই লোক অর্থাৎ নরলোক, যেহেতু দেহাবেশ বা দেহাসক্তিজন্য নিজ প্রয়োজন জ্ঞান বা ভক্তিতে প্রমাদগ্রস্ত বা অবধান শূন্য হয় ॥১৩॥

অনুদর্শিনী

"নরতনু ভজনের মূল।" ঠাকুর নরোত্তম।

অতএব উৎকৃষ্ট নরদেহ লাভ করিয়া সেই দেহে পুণ্য-কর্ম্মে স্বর্গসুখ এবং পাপকর্ম্মে নরকদুঃখ ভোগকামনাও করা উচিতই নহে, এমন কি পৃথিবীতে সুখভোগের জন্য নরদেহ কামনা অন্যায়। কেন না পশু পক্ষী প্রভৃতি সর্ব্বদেহেই বিষয়ভোগ করা যায়। কিন্তু নরদেহ ব্যতীত অন্য দেহে ভগবদ্ভজনের সুযোগ হয় না। বিশেষতঃ দেহ ক্ষণভঙ্গুর। পদ্মপত্রস্থিত বারিবিন্দুর ন্যায় অস্থির। তাহার সহিত জীবাত্মার সম্বন্ধও অল্পক্ষণের জন্য। সুতরাং দেহসুখে প্রমত্ত হইলে আত্মপ্রয়োজন জ্ঞান বা ভক্তিলাভ হইবে না। তাই নরদেহ লাভ করিয়া স্বর্গ, নরক এবং মনুষ্যদেহ প্রাপ্তিযোগ্য কর্ম্মাচরণ না করিয়া জ্ঞান ও ভক্তির সাধন করাই কর্ত্তব্য। অতএব—

যাবৎ আছয়ে প্রাণ দেহে আছে শক্তি।
তাবৎ করহ কৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তি ॥
চৈঃ ভাঃ ম ১ অঃ

জীবন অনিত্য জানহ সার,
তাহে নানাবিধ বিপদভার,
(কৃষ্ণ) নামাশ্রয় করি যতনে তুমি
থাকহ আপন কাজে ॥—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

এতৎ প্রসঙ্গে ভাঃ ১১।৯।২৯ শ্লোক আলোচ্য ॥১৩॥

এতদ্বিদ্বান্ পুরা মৃত্যোরভবায় ঘটেত সঃ।
অপ্রমত্ত ইদং জ্ঞাত্বা মর্ত্ত্যমপ্যর্থসিদ্ধিদম্ ॥১৪॥

অন্বয়। (অপিতু) এতৎ (দেহম্ সাধকমিতি) বিদ্বান্ (জানন্ তাচ্চ) অর্থসিদ্ধিদম্ অপি (জ্ঞানভক্তি-রূপার্থদমপি) মর্ত্ত্যম্ (মরণধর্ম্মকম্) ইদং জ্ঞাত্বা সঃ অপ্রমত্তঃ (অনাসক্তঃ সন্) মৃত্যোঃ পুরা (পূর্ব্বমেব) অভবায় (মোক্ষায়) ঘটেত (যত্নং কুর্য্যাৎ) ॥১৪॥

অনুবাদ। এই মর্ত্ত্যদেহই জ্ঞানভক্তিরূপ পুরুষার্থপ্রদ হইলেও ইহা বিনাশশীল জানিয়া অপ্রমত্ত হইয়া মৃত্যুর পূর্ব্বেই মোক্ষের জন্য যত্ন করিবেন ॥১৪॥

বিশ্বনাথ। পরন্তু এতন্মর্ত্ত্যশরীরং সাধকমিতি বিদ্বান্ জানন্ মৃত্যোঃ পূর্ব্বমেব অভবায় ভবনিবৃত্তয়ে যতেত অপ্রমত্তঃ অনলসঃ সন্ অর্থসিদ্ধিদমপ্যেতৎ শরীরং মর্ত্ত্যং মরণধর্ম্মকং জ্ঞাত্বা ॥১৪॥

বঙ্গানুবাদ। পরন্তু এই মর্ত্ত্যশরীর সাধক বা উপায় মাত্র—ইহা জানিয়া মৃত্যুর পূর্ব্বেই অভব অর্থাৎ ভবনিবৃত্তিনিমিত্ত যত্ন করিবে। অপ্রমত্ত বা অনলস হইয়া

অর্থ-সিদ্ধিদ (জ্ঞানভক্তিরূপ অর্থপ্রদও) ইহ শরীরকে মর্ত্ত্য অর্থাৎ মরণধর্ম্মবিশিষ্ট জানিয়া ॥১৪॥

অনুদর্শিনী।

যাবৎ মরণ নাহি উপসন্ন হয় ॥
তাবৎ সেবহ কৃষ্ণ করিয়া নিশ্চয় ॥
চৈঃ ভাঃ আ ১৩ অঃ ॥ ৪॥

ছিদ্যমানং যমৈরেতৈঃ কৃতনীড়ং বনস্পতিম্।
খগঃ স্বকেতমুৎসৃজ্য ক্ষেমং যাতি হ্যলম্পটঃ ॥১৫॥

অন্বয়। (অপ্রমত্তঃ মুক্তসঙ্গঃ সুখং প্রাপ্নোতীত্যত্র দৃষ্টান্তঃ) যমৈঃ (যমবন্নির্দ্দয়ৈঃ) এতৈঃ (পুরুষৈঃ) ছিদ্যমানং কৃতনীড়ং (কৃতং নীড়ং যস্মিন্ তং) স্বকেতং (স্বস্যাশ্রয়ং) বনস্পতিং (বৃক্ষং) ত্যক্ত্বা অলম্পটঃ (অনাসক্তঃ) খগঃ (পক্ষী) ক্ষেমং (কল্যাণং) যাতি হি (প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ) ॥১৫॥

অনুবাদ। অনাসক্ত পক্ষী যেমন যমসদৃশ নির্দ্দয় পুরুষগণ কর্ত্তৃক স্বীয় নীড়যুক্ত আশ্রয়স্বরূপ বৃক্ষকে ছিন্ন হইতে দেখিয়া তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক মঙ্গললাভ করিয়া থাকে ॥১৫॥

বিশ্বনাথ। দেহাবেশত্যাগে দৃষ্টান্তমাহ,—যমৈর্যমবন্নির্দ্দয়ৈরেতৈঃ পুরুষৈশ্ছিদ্যমানং কৃতং নীড়ং যস্মিংস্তৎ স্বকেতং স্বস্যাশ্রয়ং উৎসৃজ্য ত্যক্ত্বা অলম্পটঃ অনাসক্ত খগশ্চতুরঃ পক্ষী যথা যাতি ॥১৫॥

বঙ্গানুবাদ। দেহাবেশত্যাগে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন। যম অর্থাৎ যমের ন্যায় নির্দ্দয় এই সকল পুরুষগণ কর্ত্তৃক কৃতনীড় অর্থাৎ যাহাতে নীড় কৃত বা নির্ম্মিত হইয়াছে এমন স্বকেত বা নিজ আশ্রয় উৎসর্গ বা ত্যাগ করিয়া অলম্পট অর্থাৎ অনাসক্ত খগ অর্থাৎ চতুর পক্ষী যেমন ক্ষেম বা মঙ্গল প্রাপ্ত হয়। ৫॥

অনুদর্শিনী। চতুর পক্ষী যেমন নিজ বাসা নষ্ট হইতেছে দেখিয়া সেই বাসাসহ বৃক্ষকে ত্যাগ করে, তদ্রূপ বুদ্ধিমান ব্যক্তি প্রতিমুহূর্ত্তে দেহত্যাগের সম্ভাবনা জানিয়া দেহে আসক্তি ত্যাগ করেন ॥১৫॥

অহোরাত্রৈশ্ছিদ্যমানং বুদ্ধ্বায়ুর্ভয়বেপথুঃ।
মুক্তসঙ্গঃ পরং বুদ্ধ্বা নিরীহ উপশাম্যতি ॥১৬॥

অন্বয়। (দার্ষ্টান্তিকমাহ) অহোরাত্রৈঃ ছিদ্যমানং (অপক্ষীয়মাণম্) আয়ুঃ বুদ্ধ্বা (জ্ঞাত্বা) ভয়বেপথুঃ (ভয়েন বেপথু কম্পো যস্য সঃ) মুক্তসঙ্গঃ (মুক্তঃ বিষয়সঙ্গঃ যেন সঃ) পরং (পরমেশ্বরং) বুদ্ধ্বা নিরীহঃ (নিশ্চেষ্টঃ সন্) উপশাম্যতি (উপশান্তিং প্রাপ্নোতি) ॥১৬॥

অনুবাদ। তদ্রূপ বিচক্ষণ ব্যক্তি দিবারাত্রি আয়ু ক্ষয় হইতেছে জানিয়া ভয়কম্পিত কলেবরে বিষয়সঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক পরমেশ্বরকে অবগত ও নিশ্চেষ্ট হইয়া শান্তিলাভ করেন ॥১৬॥

বিশ্বনাথ। তথৈবাহোরাত্রৈশ্ছিদ্যমানমায়ুর্বুদ্ধ্বা নিরীহ উপশান্তিং প্রাপ্নোতি ॥১৬॥

বঙ্গানুবাদ। সেইরূপ অহোরাত্র ছিদ্যমান (ক্ষয়শীল) আয়ু জানিয়া নিরীহ (নিষ্কাম হইয়া) উপশান্তি প্রাপ্ত হয় ॥১৬॥

অনুদর্শিনী। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অহোরাত্র আয়ুঃক্ষয় হইতেছে জানিয়া পৃথিবীতে ও দেহে আমাদের চিরবাসস্থান নাই জানিয়া শ্রীভগবানের ভজন করিবেন ॥১৬॥

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা ॥১৭॥

অন্বয়। (এবমপ্রযতমানং প্রমত্তং নিন্দতি) (যঃ) পুমান্ আদ্যং (সর্ব্বফলানাং মূলং) সুদুর্লভম্ (উত্তমকোটিভিরপি প্রাপ্তুমশক্যম্ তথাপি) সুলভং (যদৃচ্ছয়াপি লব্ধত্বাৎ ইত্যর্থঃ) সুকল্পং (পটুতরং) গুরুকর্ণধারং (গুরুঃ সংশ্রিতমাত্র এব কর্ণধারো নেতা যস্য তং) ময়া অনুকূলেন নভস্বতা (স্মৃতমাত্রেণানুকূলমারুতেন) ঈরিতং (প্রেরিতং) প্লবং (নাবং) নৃদেহং (প্রাপ্য) ভবাব্ধিং (সংসারসমুদ্রং) ন তরেৎ সঃ আত্মহা (আত্মঘাতীত্যর্থঃ) ॥১৭॥

অনুবাদ। যিনি সর্ব্ববাঞ্ছিত ফলের মূলস্বরূপ, সুদুর্লভ, পটুতর, গুরুরূপ কর্ণধারযুক্ত, মৎকর্ত্তৃক অনুকূল বায়ুদ্বারা চালিত এই মনুষ্য দেহরূপ নৌকা ভাগ্যক্রমে সুলভে প্রাপ্ত হইয়াও সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে চেষ্টা করেন না, তিনি প্রকৃত আত্মঘাতী ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ। অহো দরিদ্রশ্চিন্তামণিমকস্মাৎ প্রাপ্য পঙ্কে ক্ষিপতীত্যাহ। নৃদেহং আদ্যং সর্ব্ববাঞ্ছিতফলানাং মূলং উদ্যমকোটিভিরপি প্রাপ্তুমশক্যত্বাৎ সুদুর্লভমপি কেনাপি ভাগ্যেন প্রাপ্তত্বাৎ সুলভং, প্লবং, নাবং প্রাপ্যেতি শেষঃ। তত্রাপ্যতিভাগ্যবশাৎ সুকল্পং পটুতরম্। গুরুঃ সংশ্রিতমাত্র এব কর্ণধারো নাবিকঃ পারং নেতা যত্র তম্। ময়া চ সেব্যমানেনানুকূলমারুতেন প্রেরিতম্। বাক্যমিদং জ্ঞানিপ্রকরণপরিতত্বাৎ তেষাং চ ভবাব্ধিতরণস্যানুপহিত-ফলত্বাৎ অযুক্তমিতি। কেচিৎ শুদ্ধভক্তানামপি ভবাব্ধি-তরণস্যানুসংহিতফলত্বাভাবেঽপি ভবাব্ধিতরণং ভবেদিতি বিহিতাকরণলক্ষণঃ প্রত্যবায়ো ন স্যাদিত্যন্বয়ঃ॥১৭॥

বঙ্গানুবাদ। অহো দরিদ্র অকস্মাৎ চিন্তামনি প্রাপ্ত হইয়া পঙ্কে নিক্ষেপ করে, তাই বলিতেছেন। নৃদেহ আদ্য— সর্ব্ববাঞ্ছিত ফলের মূল, কোটি উদ্যম সত্ত্বেও পাওয়া দুষ্কর বলিয়া সুদুর্লভ হইলেও কোন ভাগ্যবশতঃ প্রাপ্ত হওয়া যায়, এইজন্য সুলভ প্লব বা নৌকা প্রাপ্ত হইয়া। সেস্থলেও অতিভাগ্যবশে সুকল্প অর্থাৎ পটুতর। গুরু কর্ণধার যাহাতে গুরু আশ্রিতমাত্র হইয়াই কর্ণধার অর্থাৎ পারে নেতা নাবিক। অনুকূল মারুতরূপ সেব্যমান আমাকর্ত্তৃক প্রেরিত। জ্ঞানিপ্রকরণ পরিত বলিয়াও তাঁহাদের ভবাব্ধিতরণ অনুপহিত ফল বলিয়া এই বাক্য অযুক্ত। কাহারও কাহারও মতে শুদ্ধভক্তগণের পক্ষেও ভবাব্ধিতরণ অনুসংহিত ফল না হইলেও ভবাব্ধিতরণ হইবে। অতএব বিহিত করণীয়ের অকরণ লক্ষণ যে প্রত্যবায়, তাহা হইবে না—এই অন্বয় ॥১৭॥

অনুদর্শিনী। নরতনু সর্ব্বফলপ্রদ—

> যদৃচ্ছয়া লোকমিমং প্রাপিতঃ কর্ম্মভির্ভ্রমন্।
> স্বর্গাপবর্গয়োর্দ্বারং তিরশ্চাং পুনরস্য চ ॥
>
> ভাঃ ৭।১৩।২৫

অবধূত মহাশয় ভক্ত প্রহ্লাদকে বলিলেন—হে রাজন্, এই দেহ পুণ্যদ্বারা স্বর্গের সাধন, জ্ঞানভক্তিদ্বারা অপবর্গের সাধন, পাপের দ্বারা কুক্কুর-শূকরাদি তির্য্যক্ যোনির দ্বার এবং পুণ্যপাপদ্বারা তত্তৎভোগান্তে পুনরায় মনুষ্যত্বের দ্বার।

নরদেহ সুদুর্লভ হইয়াও সুলভ—

> লব্ধ্বা জনো দুর্লভমত্র মানুষং
> কথঞ্চিদব্যঙ্গমযত্নতোঽনঘ।
> পাদারবিন্দং ন ভজত্যসন্মতি-
> গৃহান্ধকূপে পতিতো যথা পশুঃ ॥ ভাঃ ১০।৫১।৪৬

মুচুকুন্দ কহিলেন,—হে অনঘ, মানুষ এই কর্ম্মভূমিতে ভাগ্যক্রমে অযত্নবশতঃ দুর্লভ এবং অবিকলাঙ্গ মনুষ্যদেহ লাভ করিয়াও আপনার পাদপদ্মযুগলের সেবা করে না, পরন্তু পশুর ন্যায় বিষয়সুখবাসনায় গৃহরূপ অন্ধকূপে পতিত হইয়া থাকে।

মনুষ্যদেহ সুদুর্লভ—

> জলজা নবলক্ষাণি স্থাবরা লক্ষবিংশতিঃ।
> কৃময়ো রুদ্রসংখ্যকাঃ পক্ষিণাং দশলক্ষকম্।
> ত্রিংশল্লক্ষাণি পশবঃ চতুর্লক্ষাণি মানুষাঃ ॥
>
> বিষ্ণুপুরাণ

অর্থাৎ জলজন্ম নয় লক্ষ, স্থাবর জন্ম বিংশ লক্ষ, কৃমিজন্ম একাদশ লক্ষ, পক্ষিজন্ম দশলক্ষ, পশুজন্ম ত্রিশ লক্ষ এবং মনুষ্যজন্ম চারিলক্ষ। এই চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতে করিতে কখন যে মনুষ্যজন্ম লাভ হইবে তাহার স্থিরতা নাই। অতএব মনুষ্যজন্ম দুর্লভ। শ্রীভগবানের অপার করুণায় উহা লাভ হয়।

হরিভজনহীন আত্মঘাতী—যেমন পটুতর নৌকা, উত্তম মাঝি ও অনুকূল বায়ু হইলে আরোহী অনায়াসে নদীর পরপারে গমন করিতে পারে, তেমন মায়াধাম ছাড়িয়া বৈকুণ্ঠে যাইবার উত্তম নৌকা—নরদেহ, মাঝি বা কর্ণধার—গুরুরূপী হরি এবং অনুকূল বায়ু - ভগবদ্ স্বরূপ অর্থাৎ ভগবানের স্মরণমাত্রই ভজনবাধা অপসারিত হয়। এই সকল পাইয়াও যিনি ভজনে উদাসীন, তিনি আত্মঘাতী।

স বঞ্চিতো বতাত্মধ্রুক্ কৃচ্ছ্রেণ মহতা ভুবি।
লব্ধ্বাপবর্গ্যং মানুষ্যং বিষয়েষু বিসজ্জতে ॥
ভাঃ ৪।২৩।২৮

দেবপত্নীগণ বলিলেন—কৃচ্ছ্রসাধন ফলে এই পৃথিবীতে অপবর্গের দ্বারস্বরূপ মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়াও যে ব্যক্তি বিষয়ে আসক্ত সে নিশ্চিত আত্মঘাতী অতএব বঞ্চিত—শুধু বঞ্চিত নহে, সে আত্মবঞ্চক—

দেবদত্তমিমং লব্ধ্বা নৃলোকমজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যো নাদ্রিয়তে ত্বৎপাদৌ স শোচ্যো হ্যাত্মবঞ্চকঃ ॥
ভাঃ ১০।৬৩।৪১

শ্রীরুদ্র বলিলেন—যে জীব ইন্দ্রিয় বশীভূত হইয়া আপনার প্রদত্ত ভজনযোগ্য এই নরদেহ লাভ করিয়াও আপনার পাদপদ্ম সেবায় বিমুখ, সে বস্তুতঃই শোচনীয়; যেহেতু, সে আত্মবঞ্চনা করিতেছে।

জ্ঞানিগণের পক্ষে ভবাব্ধি-তরণ চেষ্টা অযুক্ত, কেননা, তাঁহারা মুক্তাভিমানী। আর শুদ্ধভক্তগণের পক্ষেও ভজনের ফল—প্রেম, ভবাব্ধি-তরণ নহে। এমন কি, তাঁহারা ভবাব্ধি-তরণ না চাহিলেও ভজনের আনুষঙ্গিক ফলরূপে উহা হইয়া যায়। অতএব তাঁহাদের পক্ষেও ভবতরণের পৃথক চেষ্টা না করায় ভগবানের সংসার পার হইবার আদেশ অপালনে দোষ হয় না।

ভক্তের ভজন—

তৈছে ভক্তিফলে কৃষ্ণে প্রেম উপজয়।
প্রেমে কৃষ্ণাস্বাদ হইলে ভবনাশ পায় ॥
দারিদ্র্যনাশ, ভবক্ষয়—প্রেমের ফল নয়।
প্রেমসুখভোগ—মুখ্য প্রয়োজন হয় ॥
চৈঃ চঃ মঃ ২০ পঃ

কিন্তু দেহাসক্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে আসক্তি ত্যাগ করিয়া সংসার পার হইবার প্রচেষ্টা কর্ত্তব্য ॥ ১৭ ॥

যদারম্ভেষু নির্ব্বিণ্ণো বিরক্তঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
অভ্যাসেনাত্মনো যোগী ধারয়েদচলং মনঃ ॥১৮॥

অন্বয়। যদা আরম্ভেষু (কর্ম্মসু) নির্ব্বিণ্ণঃ (দুঃখদর্শনেন উদ্বিগ্নঃ) বিরক্তঃ (তৎফলেষু বিরাগযুক্তশ্চ তদা) যোগী সংযতেন্দ্রিয়ঃ (সন্) আত্মনঃ অভ্যাসেন (আত্মবিষয়বৃত্তিসন্তত্যা) অচলং (যথা ভবতি তথা) মনঃ ধারয়েৎ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ। যখন আরব্ধকর্ম্মে দুঃখদর্শনে উদ্বেগ এবং তৎ ফলে বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, তখন যোগী ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া অভ্যাসদ্বারা মনকে নিশ্চলভাবে আমাতে ধারণ করিবেন ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ। জ্ঞানভক্ত্যধিকারিণোঃ সাধারণ্যেনৈব স্বার্থসাধকনবদেহং স্তুত্বা জ্ঞানাধিকারিণঃ আবশ্যকং কৃত্যং বদন্নেব তস্য প্রাথমিকং স্বভাবং দর্শয়তি,—যদেতি সার্দ্ধৈর্নবভিঃ। গৃহাদ্যারম্ভেষু নির্ব্বিণ্ণঃ দুঃখদর্শনেনোদ্বিগ্নঃ তদধিকারপ্রাপ্তকর্ম্মফলেষু চ বিরক্তঃ। তদা যোগী যমনিয়মাদিযোগযুক্তঃ। আত্মনঃ স্বস্য মনঃ অচলং যথা স্যাত্তথা ধারয়েৎ ॥ ১৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। জ্ঞানাধিকারী ও ভক্ত্যধিকারী এই উভয়ের সাধারণভাবে স্বার্থ-সাধক নরদেহের প্রশংসা করিয়া জ্ঞানাধিকারীর আবশ্যক কৃত্য বলিতে গিয়া সার্দ্ধ নয়টী শ্লোকে তাঁহার প্রাথমিক স্বভাব প্রদর্শন করিতেছেন। গৃহাদির আরম্ভ (অর্থাৎ কর্ম্মে) নির্ব্বিণ্ণ—দুঃখদর্শনজন্য উদ্বিগ্ন, বিরক্ত—তাহার অধিকারপ্রাপ্ত কর্ম্মফলে বিরাগযুক্ত। তখন যোগী যমনিয়মাদিযোগযুক্ত আত্মার বা নিজের মনকে অচলভাবে ধারণ করিবেন ॥১৮॥

অনুদর্শিনী। কর্ম্মাচরণে দুঃখ দেখিয়া এবং কর্ম্মফলে বিরক্ত হইয়া জ্ঞানী মনকে অচলভাবে ধারণ করিবেন ॥১৮॥

———

ধার্য্যমাণং মনো যর্হি ভ্রাম্যদাশ্বনবস্থিতম্।
অতন্দ্রিতোঽনুরোধেন মার্গেণাত্মবশং নয়েৎ ॥১৯॥

অন্বয়। যর্হি (যদা) ধার্য্যমাণং মনঃ আশু (প্রথমং) ভ্রাম্যৎ (পরিভ্রমৎ) অনবস্থিতং (চঞ্চলং ভবেৎ, তদা) অতন্দ্রিতঃ (অনলসঃ সন্) অনুরোধেন মার্গেণ (কিঞ্চিদপেক্ষাপূরণদ্বারেণ) আত্মবশং নয়েৎ ॥১৯॥

অনুবাদ। যখন যত্নপূর্ব্বক ধারণ করিলেও মন প্রথম অবস্থায় চঞ্চল হয়, তখন আলস্য ত্যাগ করিয়া

তাহার কিঞ্চিৎ অপেক্ষাপূরণদ্বারা আত্মবশে আনয়ন করিবে ॥১৯॥

বিশ্বনাথ। যর্হি তু যত্নেন ধার্য্যমাণমপ্যতিবলবত্তয়া আশু প্রথমং অনবস্থিতং দ্বিগুণিতং চিত্তচাঞ্চল্যং ভবেৎ। বলবতঃ কামাদিবেগস্যাত্যন্তধারণেন বেগো দ্বিগুণিতো ভবেদেবেতি ভাবঃ। তদা অনুরোধেন কিঞ্চিত্তদপেক্ষা-পূরণদ্বারেণ ॥১৯॥

বঙ্গানুবাদ। যখন কিন্তু যত্নে ধার্য্যমান বা ধৃত হইয়াও অতি বলসহযোগে আশু অর্থাৎ প্রথমেই অনবস্থিত অর্থাৎ দ্বিগুণিত চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হইবে। বলবান্ কামাদিবেগ অত্যন্ত ধারণ করিলে বেগ দ্বিগুণিত হয়—এইভাব। তখন অনুরোধ অর্থাৎ কিঞ্চিৎ তাহার অপেক্ষা পূরণদ্বারে ॥ ১৯ ॥

অনুদর্শিনী। মন স্বভাবতঃ চঞ্চল। তাহার নিগ্রহ নিতান্তই দুরূহ—

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্॥ গীঃ ৬।৩৪

অর্জ্জুন কহিলেন—হে কৃষ্ণ, মন চঞ্চলই, বুদ্ধির মথনকারী বলবান্ এবং দৃঢ়; তাহার নিগ্রহ বায়ুর ন্যায় অত্যন্ত দুষ্কর বোধ হইতেছে।

চঞ্চল মনের গতি সর্ব্বদাই বিষয়োন্মুখিনী। সুতরাং তাহাকে বিষয়ভোগ হইতে সংযত করিবার চেষ্টা করিলে সে প্রথমে বেশী চঞ্চল হইবে। কিন্তু নিজমঙ্গলপ্রার্থী জীব, তাহাতে হতাশ না হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের পাদপদ্মই আশ্রয় করিয়া ভজনের অনুকূল যাবৎ পরিমাণে স্বনির্ব্বাহ হয়, তাবৎ পরিমাণে বিষয় যুক্তবৈরাগ্যের সহিত স্বীকার করিয়া অন্তরে ভগবন্নিষ্ঠ হইবার জন্য নিরলসভাবে প্রযত্ন করিবেন। তাহা হইলে—

'যথাযোগ্য বিষয়ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা॥
অন্তরে নিষ্ঠা কর, বাহে লোকব্যবহার।
অচিরাৎ কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার॥'
চৈঃ চঃ মঃ ১৬পঃ ॥ ১৯ ॥

মনোগতিং ন বিসৃজেজ্জিতপ্রাণো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সত্ত্বসম্পন্নয়া বুদ্ধ্যা মন আত্মবশং নয়েৎ ॥ ২০ ॥

অন্বয়। মনোগতিং ন বিসৃজেৎ (নোপেক্ষেত কিন্তু) জিতপ্রাণঃ জিতেন্দ্রিয়ঃ (চ সন্) সত্ত্বসম্পন্নয়া (সত্ত্বযুক্তয়া) বুদ্ধ্যা মনঃ আত্মবশং নয়েৎ (আত্মানং লক্ষয়েৎ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ। মনের গতিকে উপেক্ষা করিবে না, পরন্তু জিতপ্রাণ ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া সাত্ত্বিকী বুদ্ধিদ্বারা তাহাকে আমাতে ধারণ করিবে ॥২০॥

বিশ্বনাথ। ননু তর্হি যথা পূর্ব্বমেব স্যাত্তত্রাহ,—মনসো গতিং ন বিসৃজেৎ কিন্তু স্তম্ভয়েদেবেত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

বঙ্গানুবাদ। আচ্ছা, তাহা হইলে পূর্ব্বের মতই হইবে, সেই বিষয়ে বলিতেছেন। মনের গতিকে বিসর্জ্জন বা উপেক্ষা করা উচিৎ নহে, কিন্তু স্তম্ভন করা প্রয়োজন ॥ ২০ ॥

অনুদর্শিনী। মনকে উপেক্ষা করা উচিত নহে—

ভ্রাতৃব্যমেতং তদদভ্রবীর্য্য-
মুপেক্ষয়াধ্যেধিতমপ্রমত্তঃ। ভাঃ ৫। ১।১৭

ভরতমুনি রাজা রহূগণকে বলিলেন—এই শত্রু অত্যন্ত প্রবল, ইহাকে উপেক্ষা করিলে ইহার পরাক্রম বাড়িয়া উঠে।

মনের গতিকে যেরূপ উপেক্ষা করিতে নাই, তদ্রূপ মনকে বিশ্বাসও করিতে নাই। কেননা—

"সত্যমুক্তং কিন্ত্বিহ বা একে ন মনসোঽদ্ধা বিশ্রম্ভমনবস্থানস্য শঠকিরাত ইব সঙ্গচ্ছন্তে॥" ভাঃ ৫।৬।২

শ্রীশুকদেব বলিলেন—হে রাজন্, আপনি যথার্থই বলিয়াছেন; কিন্তু ধূর্ত্ত ব্যাধ যেমন মৃগ সকলকে ধরিয়াও (পাছে চলিয়া যায়, এই ভয়ে) তাহাদের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে না, সেইরূপ ইহলোকে মহাত্মগণও চঞ্চল মনের প্রতি সম্যক্ আস্থা স্থাপন করিতে পারেন না।

মীমাংসা —"ধূর্ত্ত যেরূপ সৌহার্দ্দ প্রদর্শন করিয়া লুণ্ঠিত বিশ্বাসকারীকেই হত্যা করে, সেইরূপ মনও নিশ্চিন্ত কাম-ক্রোধাদি দ্বারা অনভিভবরূপ-নিজশুদ্ধি প্রদর্শন করিয়া

স্বনিরোধে শিথিল-প্রযত্ন সাধককে একদিনেই আকস্মিক কামাদিদ্বারা অধঃপাতিত করায়, এবং যেরূপ নীচজাতি মুহুর্মুহু ধর্ম্ম অধ্যাপিত হইয়াও সাধুতা দেখাইলেও গৃহ-কোষাদিতে বিশ্বস্ত হইয়া সময়ে নিজ দুস্ত্যজ-স্বভাবপ্রাপ্ত চৌর্য্যবৃত্তিই করে, তদ্রূপ মনও শমদমাদিদ্বারা শোধিত হইয়াও ধর্ম্মকথা শ্রবণমননাদিতে স্থৈর্য্য দেখাইলেও বিশ্বাসী হইয়া অনিরুদ্ধ মনকে কোন লক্ষণে দুর্ব্বিষয় সমূহেও নিমজ্জন করিয়া বিবেকজ্ঞানাদি অপহরণ করে।"

—শ্রীবিশ্বনাথ।

'অতএব শনৈশ্চিত্তং প্রসক্তমসতাং পথি।
ভক্তিযোগেনতীব্রেণ বিরক্ত্যা চ নয়েদ্বশম্ ॥'
—ভাঃ ৩।২৭।৫

অতএব চিত্ত বিষয়পথে ধাবিত হইলে সুদৃঢ় ভক্তিযোগ ও বৈরাগ্যদ্বারা ক্রমশঃ তাহাকে বশীভূত করা উচিত। 'ভক্তিশ্চ যোগশ্চ তয়োর্দ্বন্দ্বৈকাং তেন তীব্রেণ বলিষ্ঠেন।'
—শ্রীবিশ্বনাথ ॥২০॥

এষ বৈ পরমো যোগো মনসঃ সংগ্রহঃ স্মৃতঃ।
হৃদয়জ্ঞত্বমন্বিচ্ছন্ দম্যস্যেবার্ব্বতো মুহুঃ ॥২১॥

অন্বয়। দম্যস্য অর্ব্বতঃ হৃদয়জ্ঞত্বম্ অন্বিচ্ছন্ মুহুঃ ইব (যথা অদান্তস্য দমনীয়স্য অশ্বস্য হৃদয়জ্ঞত্বং স্বাভিপ্রায়েণ গতিমন্বিচ্ছন্ অপেক্ষমাণঃ অশ্বধারকঃ প্রথমং কিঞ্চিৎ তৎ-গতিম্ অনুবর্ত্ততে তদা চ রশ্মিনা তং ধৃত্বৈব গচ্ছতি ন তু উপেক্ষতে তদ্বৎ) এষঃ (অনুবৃত্তিমার্গেণ) বৈ মনসঃ সংগ্রহঃ (স্ববশীকারঃ) পরমঃ যোগঃ স্মৃতঃ (বুধৈঃ উক্তঃ) ॥২১॥

অনুবাদ। অশ্বারোহী পুরুষ যদ্রূপ দুর্দ্দান্ত দমনীয় অশ্বকে নিজের অভীষ্ট পথে পরিচালিত করিতে ইচ্ছুক হইয়া প্রথমে কিছুক্ষণ তাহার ইচ্ছানুরূপ গতিরই অনুবর্ত্তন করেন, কিন্তু তৎকালে তাহার রশ্মি ধারণ করিয়া থাকেন, সম্পূর্ণভাবে তাহাকে পরিত্যাগ করেন না, তদ্রূপ অনুবৃত্তি-মার্গে ক্রমশঃ চিত্তকে নিজের বশীকারকেই পণ্ডিতগণ উত্তম যোগ বলিয়া থাকেন ॥২১॥

বিশ্বনাথ। অনুরোধমার্গং সদৃষ্টান্তং স্তৌতি এষ কিঞ্চিদেতদপেক্ষাপূরণমার্গেণ মনসঃ সংগ্রহঃ স্ববশীকারঃ পরমো যোগঃ। যথা দম্যস্য দময়িতুমীপ্সিতস্য অর্ব্বতোঽশ্বস্য হৃদয়জ্ঞত্বং অর্থাৎ স্বহৃদয়াভিপ্রায়বিজ্ঞত্বং অন্বিচ্ছন্ মম হৃদয়াভিপ্রায়মসাবশ্বো জানাত্বিতীচ্ছন্নশ্বধারকঃ সহসা তদ্বশী-কারাসম্ভবাৎ প্রথমং কিঞ্চিত্তদ্‌গতিমেবানুবর্ত্তত ইতি শেষঃ। তদ্বদিত্যর্থঃ তদাপি রশ্মিনা তং ধৃত্বৈব গচ্ছতি ন তূপেক্ষতে ॥২১॥

বঙ্গানুবাদ। দৃষ্টান্তসহ অনুরোধমার্গের প্রশংসা করিতেছেন। এই অর্থাৎ কিঞ্চিৎ ইহার অপেক্ষা পূরণ-মার্গে মনের সংগ্রহ বা স্ববশীকার পরম যোগ। যেমন দম্য অর্থাৎ যাহার দমন ঈপ্সিত এমন অর্ব্ব বা অশ্বের হৃদয়জ্ঞত্ব অর্থাৎ স্বহৃদয়াভিপ্রায়বিজ্ঞত্ব অন্বেষণ অর্থাৎ আমার হৃদয়ের অভিপ্রায় অশ্ব জানুক এই ইচ্ছা করিয়া অশ্বধারক সহসা তাহার বশীকরণ অসম্ভব বলিয়া প্রথমে কিছু তাহার গতির অনুবর্ত্তন করে, সেইরূপ। তখনও তাহাকে রশ্মিদ্বারা ধরিয়াই যায়, উপেক্ষা করে না ॥২১॥

অনুদর্শিনী। অনুরোধমার্গ—অনুকূলভাবে মনো-নিরোধমার্গে মনকে নিগ্রহ করাই উত্তম যোগ। কিন্তু উহা কি ভাবে করিতে হইবে—অপেক্ষা না উপেক্ষা দ্বারা—তাহাই বিবেচনীয়। যদি মনের উদ্দিষ্ট বিষয়-প্রদানরূপ অপেক্ষা পন্থা গ্রহণ করা যায়, তবে মনের স্বাভাবিকী ভোগবৃত্তি বিষয়প্রাপ্তিতে বৃদ্ধিই প্রাপ্ত হয়। সুতরাং অপেক্ষামার্গদ্বারা মনকে অনুগ্রহ করিতে যাইয়া নিজেরই তদ্দ্বারা নিগৃহীত হইতে হয়। অতএব উপেক্ষা দ্বারাই মনকে নিগ্রহ করিতে হইবে; কেননা, মনের উপেক্ষাই—মনের বধ। রাজর্ষি ভরত বলিয়াছেন—'ভ্রাতৃব্যমেতং তদদভ্রবীর্য্যমুপেক্ষয়াধ্যেধিতমপ্রমত্তঃ।' ভাঃ ৫।১১।১৭। অর্থাৎ এই শত্রু অত্যন্ত প্রবল; ইহার সংযমে উপেক্ষা করিলে ইহার পরাক্রম বাড়িয়া উঠে। অতএব হে রাজন্ অতি সাবধানে এই ভীষণ শত্রুকে বিনাশ করুন।

আলোচ্য শ্লোকে সেই দুর্দ্দান্ত মনকে দমন করিবার জন্য দৃষ্টান্তসহ অনুরোধ-মার্গের কথা বলিলেও উহা কিছু উপরি-কথিত পন্থার বিরুদ্ধে নহে; বরং ভক্ত-নির্দ্ধারিত পন্থারই অনুরূপ ভগবৎ প্রদর্শিত পন্থা। বাসনাগার মন

বিষয়চিন্তাপ্রবণ। সুতরাং স্বাভাবিকী গতিতে সে বিষয়-চিন্তায় প্রবৃত্ত হয়। মনোনিগ্রহকারী কিন্তু মনের সেই বৃত্তির উপেক্ষার সঙ্কল্পে প্রথমতঃ বিষয় চিন্তারত চঞ্চল মনকে সহসা বাধা না দিয়া চিন্তাস্রোতকে ক্রমে ক্রমে ভক্ত ভগবানের চিন্তায় নিযুক্ত করিবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ভক্ত ভগবানের অনুগ্রহ প্রার্থী হইলে তাঁহাদের কৃপা-সাহায্যে দুর্নিগ্রহ মন দমিত হইয়া বশীভূত হইবে ॥২১॥

সাংখ্যেন সর্ব্বভাবানাং প্রতিলোমানুলোমতঃ।
ভবাপ্যয়াবনুধ্যায়েন্মনো যাবৎ প্রসীদতি ।২২॥

অন্বয়। (এবমীষদ্বশীকৃতস্য মনসোঽত্যন্তনৈশ্চল্যো-পায়মাহ—) যাবৎ মনঃ প্রসীদতি (নিশ্চলং ভবতি তাবৎ) সাংখ্যেন (তত্ত্ববিবেকেন) সর্ব্বভাবানাং (মহদাদিদেহান্তানাং) প্রতিলোমানুলোমতঃ ভবাপ্যয়ৌ (অনুলোমতঃ প্রকৃত্যাদিক্রমেণ ভবমুৎপত্তিং প্রতিলোমতঃ পৃথিব্যাদিক্রমেণাপ্যয়ঞ্চ বিনাশং চ) অনুধ্যায়েৎ (প্রতিক্ষণং চিন্তয়েৎ) ॥২২॥

অনুবাদ। যতদিন পর্য্যন্ত মন স্থির না হয়, ততদিন তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা মহত্তত্ত্ব হইতে স্থূলদেহ পর্য্যন্ত সর্ব্ব-পদার্থের অনুলোমক্রমে উৎপত্তি এবং প্রতিলোমে পৃথিব্যাদিক্রমে বিনাশ চিন্তা করিবে ॥২২॥

বিশ্বনাথ। এবমীষদ্বশীকৃতস্য মনসোঽত্যন্তনৈশ্চল্যো-পায়মাহ—সাংখ্যেনেতি ত্রিভিঃ। সাংখ্যেন তত্ত্ববিবেকেন সর্ব্বভাবানাং মহদাদিপৃথিব্যন্তানাং অনুলোমতঃ প্রকৃত্যাদি-ক্রমেণ ভবং প্রতিলোমতঃ পৃথিব্যাদিক্রমেণাপ্যয়ঞ্চ ॥২২॥

বঙ্গানুবাদ। এইরূপে ঈষৎ বশীকৃত মনকে অত্যন্ত নিশ্চল করিবার উপায় তিনটী শ্লোকে বলিতেছেন। সাংখ্য অর্থাৎ তত্ত্ববিবেকদ্বারা সর্ব্বভাব অর্থাৎ মহৎ হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত অনুলোম অনুসারে প্রকৃতি প্রভৃতিক্রমে ভব (বা সৃষ্টি) ও প্রতিলোম অনুসারে পৃথিবী প্রভৃতি-ক্রমে অপ্যয় (বা বিনাশ) ॥ ২২ ॥

অনুদর্শিনী। অনুলোমক্রমে সৃষ্টি—প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার তত্ত্ব, অহঙ্কার তত্ত্ব হইতে মন, দশবিধ ইন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র এবং পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চ মহাভূত।

প্রতিলোমক্রমে বিনাশ—ক্ষিতি জলে, জল তেজে, তেজ বায়ুতে, বায়ু আকাশে, আকাশ অহঙ্কারে, অহঙ্কার মহানে এবং মহান্ প্রকৃতিতে। এই চিন্তায় ভাবসমূহের নশ্বরত্ব জ্ঞান হয় এবং সেই জ্ঞানে বিরক্তি দ্বারা মনের নিশ্চলতা সাধিত হয় ॥২২॥

নির্ব্বিণ্ণস্য বিরক্তস্য পুরুষস্যোক্তবেদিনঃ।
মনস্ত্যজতি দৌরাত্ম্যং চিন্তিতস্যানুচিন্তয়া ॥২৩॥

অন্বয়। নির্ব্বিণ্ণস্য (আগমপায়িষু ভূতেষ্বধিভূতাত্ম দর্শনাৎ তদবিবেকোৎপন্নসংসারে নির্ব্বেদযুক্তস্য ততশ্চ) বিরক্তস্য উক্তবেদিনঃ (গুরূপদিষ্টার্থালোচকস্য) চিন্তিতস্য অনুচিন্তয়া (পুনঃ পুনশ্চিন্তয়া) পুরুষস্য মনঃ দৌরাত্ম্যং (দেহাত্মভিমানং) ত্যজতি ॥২৩॥

অনুবাদ। নির্ব্বেদ ও বৈরাগ্যযুক্ত পুরুষের মন গুরূপদিষ্ট বিষয়ের আলোচনা এবং চিন্তিত বস্তুর পুনঃ পুনঃ চিন্তাদ্বারা দেহাদিতে আত্মাভিমান পরিত্যাগ করে ॥২৩॥

বিশ্বনাথ। উক্তবেদিনঃ উক্তার্থপর্য্যালোচকস্য ॥২৩॥

বঙ্গানুবাদ। উক্তবেদী—উক্তার্থপর্য্যালোচক বা গুরূপদিষ্ট অর্থের আলোচক ॥২৩॥

অনুদর্শিনী। মনই জীবের বন্ধন ও মুক্তির হেতু - 'তস্মান্মনো লিঙ্গমদো বদন্তি, গুণাগুণত্বস্য পরাবরস্য'। ভাঃ ৫।১১।৭। শ্রীভরত বলিলেন—তজ্জন্য পণ্ডিতগণ উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট যোনিতে জন্মলাভ, তথা বন্ধ ও মোক্ষ প্রাপ্তির হেতুরূপে একমাত্র মনকেই নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। আবার মনই জীবের শত্রু ও মিত্র। 'আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ' গীঃ ৬।৫। অর্থাৎ বিষয়া-বিষ্ট মনই শত্রু এবং কৃষ্ণচিন্তারত মনই মিত্র। সংসারে জীবের শত্রু-মিত্র না থাকিলেও মনই অপরকে শত্রু বা মিত্র প্রতিপন্ন করাইয়া বদ্ধজীবকে অপরের সহিত তদনু-যায়ী ব্যবহার করায়। অতএব মনের ন্যায় মহাবলবান্ শত্রু দ্বিতীয় নাই। আবার ইহার ন্যায় মহাচোর আর

নাই। কেননা মন, নিজবৃত্তির সন্দর্শনে জীবাত্মাকে সংমুগ্ধ করিয়া তাহার নিত্যারাধ্য পরমাত্মা-রূপ সর্ব্বস্ব অপহরণ করে। সুতরাং শ্রীগুরূপদিষ্ট বিষয়ের পুনঃ পুনঃ আলোচনা দ্বারা পরমাত্ম-চিন্তায় নিযুক্ত হইলে বিষয়াভিনিবেশ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। কিন্তু কেবলমাত্র আলোচনায় সুফল উদয় হইবে না। কেননা আলোচক হইলেই যে তাহাদের জীবন শাসিত হয় অর্থাৎ উপদিষ্ট অর্থানুযায়ী চরিত্র গঠিত হয়, তাহা নহে। শ্রীগুরুসেবা-দ্বারাই গুরূপদিষ্ট বিষয় আচরণে প্রতিফলিত হয়, অন্য উপায়ে হয় না।

'যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥'
শ্বেতাশ্বঃ।

অর্থাৎ যাঁহার শ্রীভগবানে পরাভক্তি বর্ত্তমান্ আবার যেমন শ্রীভগবানে, তেমন শ্রীগুরুদেবেও শুদ্ধভক্তি আছে, সেই মহাত্মার সম্বন্ধে এই সকল বিষয় অর্থাৎ শ্রুতির মর্ম্মার্থ উপদিষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে। তাই ভক্তপ্রবর ভরত রাজা রহূগণকে বলিয়াছেন—

'গুরোর্হরেশ্চরণোপাসনাস্ত্রো
জহি ব্যলীকং স্বয়মাত্মমোষম্॥' ভাঃ ৫।১১।১৭

অর্থাৎ (হে রাজন্!) হরিগুরুচরণোপাসনারূপ অস্ত্রদ্বারা সতর্কতার সহিত কপটাচরণে জীবস্বরূপ আচ্ছাদনকারী মনকে আপনি স্বয়ং বিনাশ করুন।

'যদি প্রশ্ন হয়, দুর্ব্বল আমি, বলবান্ মনকে কিরূপে নিগ্রহ করিব? তদুত্তরে বলিতেছেন—গুরুর নিকট হইতে প্রাপ্ত মন্ত্ররূপ হরিচরণদ্বয়ের উপাসনা অর্থাৎ শ্রবণাদি নববিধা ভক্তিই যাহার অস্ত্র, সে। অথবা গুরুই হরি, তাঁহার চরণোপাসনাই অস্ত্র যাহার, সে।' শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদকৃত টীকার মর্ম্মার্থ। ইহার পরে তিনি স্বরচিত শ্লোকদ্বয়ে বলিয়াছেন—'ভক্ত্যস্ত্রেণ ত্যাজয়িত্বা বিষয়ান্ স্বমনো যতিঃ। ধ্বস্তাবিদ্যোঽবধত্তে যঃ কৃষ্ণং মুক্তঃ স উচ্যতে॥ ভক্ত্যভাবান্মনোবৃত্তিরাশ্রয়দ্বাসনাময়ম্। অবিদ্যাং যস্তু পুষ্ণাতি স পুমান্ বদ্ধ উচ্যতে॥' অর্থাৎ যে যতি ভক্তি-অস্ত্রদ্বারা বিষয়সমূহ ত্যাগ করিয়া মনের অবিদ্যা নাশপূর্ব্বক কৃষ্ণকে আশ্রয় করেন, তিনি মুক্ত। আর ভক্তি অভাবে যিনি বাসনাময় মনের বৃত্তিসমূহ আশ্রয় করিয়া অবিদ্যা পোষণ করেন, সেই পুরুষ বদ্ধ।

গীতায় ভক্ত অর্জ্জুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকট চঞ্চল মনকে নিগ্রহ করিবার উপায় ('চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ' ৬।৩৪) জিজ্ঞাসা করায় ভগবান্ বলিয়াছেন—

'অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥
অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ॥'
৬।৩৫-৩৬

অর্থাৎ হে মহাবাহো, তুমি যাহা বলিলে, তাহা সত্য বটে; কিন্তু যোগশাস্ত্রে ইহাই বিশেষরূপে উপদেশ করেন যে, দুর্নিগ্রহ চঞ্চল মনকে ক্রমশঃ অভ্যাস ও বৈরাগ্যদ্বারা বশীভূত করা যায়।

আমার উপদেশ এই যে, যিনি মনকে বৈরাগ্য ও অভ্যাসদ্বারা সংযত করিতে চেষ্টা না করেন, তাহার পক্ষে পূর্ব্বোক্ত যোগ কখনই সাধ্য হয় না; কিন্তু যিনি যথার্থ উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক মনকে বশ করিতে যত্ন করেন, তিনি অবশ্যই যোগসিদ্ধ হইয়া থাকেন।

শ্রীলচক্রবর্ত্তিপাদকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকার মর্ম্মানুবাদ—'তুমি যাহা বলিলে, তাহা সত্যই; কিন্তু বলবান্ রোগও যেরূপ সদ্বৈদ্য-প্রযুক্তপ্রকারদ্বারা সতত অভ্যাসযোগে তৎ-প্রশমক ঔষধসেবায় বিলম্বে নিরাময় হয়; তদ্রূপ দুর্নিগ্রহ মনও সদ্গুরূপদিষ্ট পরমেশ্বর ধ্যানযোগের নিরন্তর অনুশীলনে অভ্যাস ও বিষয়ে অনাসক্তি অর্থাৎ বৈরাগ্যদ্বারা বশীভূত করা যায়। পাতঞ্জলসূত্রে পাওয়া যায়—'অভ্যাস বৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ।' হে মহাবাহো! সংগ্রামে তুমি মহাবীরসকলও জয় করিয়াছ; এমন কি পিণাকপাণিকেও বশ করিয়াছ, কিন্তু তাহাতে কি হইবে? যদি মহাবীরশিরোমনি মনোনামা প্রাধানিক ভটকে মহাযোগাস্ত্রপ্রয়োগে জয় করিতে পার, তখনই না মহাবাহু। হে কৌন্তেয়, তবে তুমি এ বিষয়ে ভয় করিও না,—আমার

পিতার ভগ্নী কুন্তীর পুত্র তুমি, তোমাকে আমার সাহায্য করাই বিধেয়।'

যথার্থ উপায়—'যিনি ভগবদর্পিত নিষ্কাম কর্ম্মযোগদ্বারা এবং তদঙ্গীভূত আমার ধ্যানাদিদ্বারা নিয়ত চিত্তকে একাগ্র করিতে অভ্যাস করেন এবং যুগপৎ দেহযাত্রানির্ব্বাহের জন্য বৈরাগ্যসহকারে বিষয় স্বীকার করেন,তিনি ক্রমশঃ যোগসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন।' শ্রীল ভক্তিবিনোদ।

'শ্রীহরিই বাহিরে গুরুরূপে ভাগ্যবান্ জীবকে স্বমন্ত্র ও স্বভক্তির উপদেশদানে এবং অন্তরে অন্তর্যামিরূপে—'দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে' গীঃ ।১০।১০ স্বপ্রাপকবুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ করিয়া স্বভজন করাইয়া স্বগতি প্রদান করেন'—(ভাঃ ১১।২৯।৬ শ্লোকের টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ)। অতএব মনকে জয় করিতে হইলে হরি-গুরুকে ভক্তি করাই আবশ্যক। তাঁহাদের কৃপা ব্যতীত সংসারের কারণ মনোজয়ের অন্য উপায় নাই।

এতৎপ্রসঙ্গে পূর্ব্বের ভাঃ ১১।১০।৫ শ্লোকের অঃ দঃ দ্রষ্টব্য ॥ ২৩॥

— —

যমাদিভির্যোগপথৈরান্বীক্ষিক্যা চ বিদ্যয়া।
মমার্চ্চোপাসনাভির্বা নান্যৈর্যোগ্যং স্মরেন্মনঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়। (কিঞ্চ) যমাদিভিঃ যোগপথৈঃ (যোগমার্গৈঃ) আন্বীক্ষিক্যা (পদার্থত্বয়শোধনেন) বিদ্যয়া (জ্ঞানেন) চ মম উপাসনাভিঃ (মমার্চ্চনধ্যানাদিভিঃ) বা মনঃ যোগ্যং (পরমাত্মানং) স্মরেৎ অন্যৈঃ ন (অতোহন্যৎ ন কুর্য্যাদিত্যর্থঃ) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ। যমাদি যোগপথ, তত্ত্ববিচারাত্মক জ্ঞান অথবা আমার অর্চ্চন ধ্যানাদিদ্বারা মন পরমাত্মার স্মরণ করিয়া থাকে, এতদ্ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ। আন্বীক্ষিক্যা তত্ত্ববিচারেণ মমার্চ্চেতি বাশব্দেনাস্য পক্ষস্য স্বাতন্ত্র্যং দর্শয়তীতি স্বামিচরণাঃ। বা শব্দশ্চার্থ ইত্যন্যে। এতৈরেব যোগ্যং পরমাত্মানং স্মরেন্নান্যৈঃ ॥ ২৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। আন্বীক্ষিকী—তত্ত্ববিচারদ্বারা আমার অর্চ্চা। 'বা' শব্দেরদ্বারা এই পক্ষের স্বাতন্ত্র্য দেখাইতেছেন (শ্রীধরস্বামিপাদ)। কাহারও কাহারও মতে 'বা' শব্দ'অর্থ' এই সমস্ত দ্বারা যোগ্য অর্থাৎ পরমাত্মাকে স্মরণ করিবে, অন্যকিছুদ্বারা নহে ॥২৪॥

অনুদর্শিনী। শ্রীকপিলদেব বলিয়াছেন—'যমাদিভির্যোগপথৈরভ্যসন্—ভাঃ ৩।২৭।৬—অর্থাৎ যমাদি যোগমার্গের নিরন্তর অভ্যাসে চিত্তকে একাগ্র করিয়া যমাদিদ্বারা ইন্দ্রিয় সংযমে ভোগ-পিপাসা ত্যাগ করিবে, তত্ত্ববিচার দ্বারা ভোক্তার অভিমান ত্যাগ করিবে এবং ভগবদর্চ্চার উপাসনার দ্বারা ভগবৎস্মরণে চিত্ত স্থির করিবে।

তত্ত্ববিচার দ্বারা—এই পক্ষের পরাপেক্ষত্ব আশঙ্কা করিয়া শ্রীভগবান্ বলিলেন—অথবা আমার অর্চ্চার উপাসনাদ্বারা। তাহাতে যমাদির প্রয়োজন নাই। কর্ম্মিগণের অন্য কর্ম্মাদির প্রয়োজন নাই।

নির্ব্বিশেষ জ্ঞানিগণ ভগবৎস্মরণকে চিত্তস্থৈর্য্যের একমাত্র উপায় না স্বীকার করিলেও উহা ব্যতীত অন্য উপায় নাই—

দেবর্ষি নারদ শ্রীব্যাসকে বলিয়াছেন—

যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বত্তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি ॥ ভাঃ ১।৬।৩৬

অর্থ—ভাঃ ১১।১৫।৩৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

কেননা,

যুঞ্জানানামভক্তানাং প্রাণায়ামাদিভির্মনঃ।
অক্ষীণবাসনং রাজন্ দৃশ্যতে পুনরুত্থিতম্ ॥

ভাঃ ১০।৫১।৬০

শ্রীভগবান্ মুচুকুন্দকে বলিলেন—হে রাজন্, অভক্ত যোগী এবং জ্ঞানিগণের মন প্রাণায়ামাদির অনুষ্ঠানেও বাসনাশূন্য না হইয়া কদাচিৎ পুনরায় বিষয়াভিমুখী হইতে দেখা যায়।

অন্যউপাসকগণের প্রমাদ হয়,—দেখাইতে এই শ্লোক। অভক্তগণের অর্থাৎ আমার ভক্তগণ ভিন্ন যোগী ও জ্ঞানিগণের—শ্রীবিশ্বনাথ ॥ ২৪ ॥

যদি কুর্য্যাৎ প্রমাদেন যোগী কর্ম্ম বিগর্হিতম্।
যোগেনৈব দহেদংহো নান্যৎ তত্র কদাচন ॥২৫॥

অন্বয়। (নন্ন পাপোৎপত্তৌ প্রায়শ্চিত্তং কার্য্যমেব তত্রাহ —) যোগী যদি প্রমাদেন (অনবধানতয়া) বিগর্হিতং (নিষিদ্ধং কিঞ্চিৎ) কর্ম্ম কুর্য্যাৎ (তদা) যোগেন এব (জ্ঞানাভ্যাসেনৈব) অংহঃ (পাপং) দহেৎ, তত্র কদাচন (অন্যৎ কৃচ্ছ্রাদি) ন (কুর্য্যাৎ) ॥২৫॥

অনুবাদ। যোগী পুরুষ যদি প্রমাদ বশতঃ কোন নিষিদ্ধ কর্ম্ম করেন, তাহা হইলে যোগ দ্বারাই তজ্জনিত পাপ নষ্ট করিবেন, অন্য কোন কৃচ্ছ্রাদি উপায়ের অনুষ্ঠান করিবেন না ॥২৫॥

বিশ্বনাথ। নন্থ যস্য নির্ব্বিণ্ণস্য কর্ম্মণি নাধিকারস্তদা পাপে দৈবাৎ কৃতে সতি প্রায়শ্চিত্তং বিনা কথং তদুপশমস্তত্রাহ,—যদীতি। যোগেন জ্ঞানাভ্যাসেনৈব। এতচ্চ ভক্তস্যাপি নামকীর্ত্তনাদ্যুপলক্ষণার্থমিতি স্বামিচরণাঃ। যদুক্তং "কেচিৎ কেবলয়া ভক্ত্যা বাসুদেবপরায়ণাঃ। অঘং ধুন্বন্তি কার্ৎস্ন্যেন নীহারমিব ভাস্করঃ" ইতি। "স্বপাদমূলং ভজতঃ" ইত্যত্র "বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিদ্ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ" ইতি চ। যোগীতি জ্ঞানযোগভক্তিযোগবন্তো ব্যাখ্যেয়াঃ। যোগেনেত্যত্রাপি জ্ঞানেন ভক্ত্যা চেত্যন্যে। নন্থ নান্যদিতি কথং ব্রবীষি তদপ্যস্তু কস্তত্র দোষস্তত্রাহ স্বে স্বে ইতি বীপ্সয়া জ্ঞানিনো ভক্তস্য চ প্রাপ্তির্গম্যতে। অয়ং ভাবঃ জ্ঞানিনো জ্ঞানেন ভক্তস্য ভক্ত্যা চ যদি পাপং ন নশ্যেত্তদা তেন তেন পাপনাশার্থং কৃচ্ছ্রাদিকমনুষ্ঠীয়েত, জ্ঞান-ভক্ত্যোঃ পাপনাশকত্বস্তু বহুশঃ শ্রুতত্বাৎ পাপনাশে সিদ্ধে কথং পরাধিকারগতং তেন তেন কৃচ্ছ্রাদিকমনুষ্ঠেয়ম্। তদনুষ্ঠিতে সতি স্বধর্ম্মনিষ্ঠাত্যাগঃ পরধর্ম্মপ্রসক্তিশ্চেতি দোষদ্বয়ং স্যাৎ। বস্তুতস্তু জ্ঞানিভক্তয়োঃ পাপপ্রবৃত্তিরেব ন স্যাৎ যদি দৈবাৎ স্যাত্তদপি জ্ঞানভক্তিযোগয়োর্জাত্যৈব শোধকত্বাত্তাভ্যামেব স্বত এব পাপক্ষয় ইত্যতো গুণদোষময়বিধিপ্রতিষেধাধিকারমধ্যাপাতিত্বং জ্ঞানিভক্তয়োঃ প্রায়েণোক্তং বেদেন, কিন্তু তয়োরপি মধ্যে ভক্তে এব পাপপ্রবৃত্তেঽপি দোষদর্শনং সর্ব্বত্র নিষিদ্ধং প্রাকৃতগুণদর্শনঞ্চ তত্র নিগুণত্বেন ব্যাখ্যাস্যমানত্বাৎ জ্ঞানিনস্তু সাত্ত্বিকত্বাত্তস্মিন্ শমদমাদিগুণদর্শনস্য "অসংযতষড়্‌বর্গঃ প্রচণ্ডেন্দ্রিয়সারথিঃ" ইত্যাদৌ দোষদর্শনস্য চ ব্যক্তত্বাত্তেষু গুণদোষদৃশির্দোষ ইতি ন শক্যতে বক্তুম্ ॥২৫॥

বঙ্গানুবাদ। আচ্ছা, যদি এই নির্ব্বিণ্ণ ব্যক্তির কর্ম্মে অধিকার নাই, তাহা হইলে দৈবাৎ পাপ করিলে প্রায়শ্চিত্ত বিনা কিসে তাহার উপশম? তাই বলিতেছেন। যোগ অর্থাৎ জ্ঞানাভ্যাসদ্বারা। ইহাও ভক্তের পক্ষে নামকীর্ত্তন প্রভৃতি উপলক্ষণ নিমিত্ত (শ্রীধরস্বামিপাদ)। যেমন কথিত আছে—'কোনও কোনও বাসুদেবপরায়ণ কেবল ভক্তিসহযোগে নিঃশেষে পাপ সংহার করেন, যেমন সূর্য্য শিশির নষ্ট করে'—(ভাঃ ৬।১।১৫)। 'স্বপাদমূলভজনকারীর'—এস্থলে 'যে কিছু বিকর্ম্ম উপস্থিত হয়, হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট হইয়া (হরি) তাহা সমস্তই বিনষ্ট করেন' (ভাঃ ১১।৫।৪২)। যোগী—জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগবান্ বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে। যোগদ্বারা —এখানেও কাহারও কাহারও মতে জ্ঞান ও ভক্তিসহযোগে। যদি প্রশ্ন হয় 'অন্য কিছু (করিবে না)'—ইহা কেন বলিতেছেন? তাহাও হউক, তাহাতে কি দোষ? তাই বলিতেছেন। (পরবর্ত্তী শ্লোকে) 'স্বে স্বে' এই দ্বিরুক্তিদ্বারা জ্ঞানী ও ভক্তের (সিদ্ধি) প্রাপ্তি বুঝাইতেছে। এই ভাব—জ্ঞানীর জ্ঞানদ্বারা ও ভক্তের ভক্তিদ্বারা যদি পাপনাশ না হয়, তবে পাপনাশনিমিত্ত কৃচ্ছ্রাদি অনুষ্ঠান বিধেয়, কিন্তু জ্ঞান ও ভক্তি পাপনাশক, ইহা বহুস্থলে শ্রুত। পাপনাশ সিদ্ধ হইলে কিজন্য পরাধিকারগত কৃচ্ছ্রাদি জ্ঞানী ও ভক্ত অনুষ্ঠান করিবেন? তাহার অনুষ্ঠানে স্বধর্ম্মনিষ্ঠাত্যাগ ও পরধর্ম্মে প্রসক্তি—এই দুইটী দোষ হইবে। বস্তুতঃ জ্ঞানী ও ভক্তের পাপপ্রবৃত্তি হয়ই না, যদি দৈবাৎ হইয়া পড়ে, তাহাও জ্ঞান ও ভক্তিযোগের প্রকৃতিতঃ শোধকত্ব থাকায় ইহারা নিজেরাই পাপ ক্ষয় করে। অতএব গুণদোষময় বিধিপ্রতিষেধাধিকার মধ্যপাতী বলিয়া বেদে প্রায়ই জ্ঞানী ও ভক্ত

কথিত হইয়াছেন। কিন্তু জ্ঞানী ও ভক্তের মধ্যে ভক্ত পাপপ্রবৃত্ত হইলেও দোষদর্শন সর্ব্বত্র নিষিদ্ধ, প্রাকৃতগুণ-দর্শনও নিষিদ্ধ, যেহেতু পরবর্ত্তী ব্যাখ্যা অনুসারে তিনি নির্গুণ। কিন্তু জ্ঞানী সাত্ত্বিক বলিয়া তাঁহাতে শমদমাদি-গুণদর্শন ও 'যিনি কিন্তু অসংযত ষড়্বর্গ প্রচণ্ড-ইন্দ্রিয়-সারথি' (ভাঃ ১১।১৮।৪০) ইত্যাদি দোষদর্শন ব্যক্ত বলিয়া জ্ঞানীর গুণদোষ-দর্শন দোষ—একথা বলিতে পারা যায় না ॥ ২৫ ॥

অনুদর্শিনী। জ্ঞানীর দৈবাৎ পাপাচরণে জ্ঞান-যোগ ব্যতীত অন্য প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠেয় নাই—

তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শমেন চ দমেন চ।
ত্যাগেন সত্যশৌচাভ্যাং যমেন নিয়মেন বা ॥
দেহবাগ্‌বুদ্ধিজং ধীরাঃ ধর্ম্মজ্ঞাঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
ক্ষিপন্ত্যঘং মহদপি বেণুগুল্মমিবানলঃ ॥ ভাঃ ৬।১।১৩-১৪

শ্রীশুকদেব কহিলেন—তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, শম, দম, ত্যাগ, সত্য, শৌচ, যম এবং নিয়মের প্রভাবে ধর্ম্মজ্ঞ শ্রদ্ধাবান্ জ্ঞানিগণ কায়-বাক্য-বুদ্ধিকৃত সুমহৎ পাপকেও অগ্নিদ্বারা বেণুগুল্ম (বাঁশের ঝাড়) বিনাশের ন্যায় দূরীকৃত করিয়া থাকেন।

এস্থলে অগ্নি, বাঁশের ঝাড়কে উপরে দগ্ধ করিলেও উহার মূলগুলি দগ্ধ করিতে না পারায় পুনরায় যেমন বাঁশের উদ্গম হয়, তদ্রূপ জ্ঞানিগণ নিজ অনুষ্ঠিত পাপকে জ্ঞানাগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিলেও পাপমূল—অবিদ্যা ধ্বংস না হওয়ায় পুনঃ পুনঃ পাপাচরণের সম্ভাবনা থাকে।

কিন্তু ভক্তের পাপাচরণে প্রবৃত্তি নাই, সুতরাং তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত নাই—

কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিপদ্মমধুলিড়্ ন পুনর্বিসৃষ্ট-
মায়াগুণেষু রমতে বৃজিনাবহেষু।
অন্যস্তু কামহত আত্মরজঃ প্রমার্ষ্টু-
মীহেত কর্ম্ম যত এব রজঃ পুনঃ স্যাৎ॥

ভাঃ ৬।৩।৩৩

অর্থাৎ যিনি কৃষ্ণপাদপদ্মের মধু আস্বাদন করেন, তিনি যে পাপজনক বিষয়কে তুচ্ছ বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন, পুনর্ব্বার তাহাতে রত হন না। কিন্তু যে ব্যক্তি তাহা আস্বাদন করে নাই, তাহার চিত্ত কামাভিহত। সে পাপধূলি মার্জ্জনা করিবার নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্তরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে; কিন্তু তাহার অবস্থা হস্তিস্নানের ন্যায় হয় অর্থাৎ কর্ম্ম হইতেই পুনর্ব্বার পাপের উৎপত্তি হইয়া থাকে। মীমাংসা—সাপরাধী বা নিরপরাধী ভক্তসকল ভক্তিই করিবেন, কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত নহে। ভক্তিতে অবিশ্বাসী অর্থ-বাদাদীকুতর্ক কর্কশ মতিবিশিষ্ট স্মার্ত্তসকল প্রায়শ্চিত্তই করিবেন, কিন্তু নামকীর্ত্তন নহে। এইজন্য প্রায়শ্চিত্তশাস্ত্রও সার্থক। ভ্রমর যেমন ক্ষুধায় ম্রিয়মাণ হইলেও গো-মনুষ্যা-দির ভক্ষ্য ঘাসান্নাদিতে আসক্ত হয় না, তদ্রূপ কৃষ্ণপাদ-পদ্মের মধুপানকারী ভক্ত-ভ্রমরও পূর্ব্বদশায় দুর্ব্বিষয়ে রত হইলেও ভক্তত্বহেতু পাপে রত হন না। যদিও কনিষ্ঠ ভক্ত সেই বিষয়সমূহের সেবা করেন, তাহাও সেই সকল বিষয়কে পরিণামে দুঃখদ ও গর্হণীয় জ্ঞানে অপ্রীতির সহিত সেবা করেন, কিন্তু প্রীতির সহিত রত হন না। —

শ্রীবিশ্বনাথ।

শ্রীগৌরকৃষ্ণও বলিয়াছেন—

"বিধিধর্ম্ম ছাড়ি' ভজে কৃষ্ণের চরণ।
নিষিদ্ধ পাপাচারে তার কভু নহে মন" ॥

চৈঃ চঃ মঃ ২২পঃ

দৈবাৎ পাপাচরণেও ভক্তি ব্যতীত অন্য প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠেয় নহে—

"তে মে ন দণ্ডমর্হন্ত্যথ যদ্যমীষাং
স্যাৎ পাতকং তদপি হন্ত্যুরুগায়বাদঃ ॥"

ভাঃ ৬।৩।২৬

শ্রীযম স্বকিঙ্করগণকে বলিলেন—তাঁহারা আমার দণ্ডার্হ নহেন, তাঁহাদের পাপই হইতে পারে না; যদি প্রমাদবশতঃ কখনও তাহা হয়, তবে শ্রীভগবানের নাম-সংকীর্ত্তন প্রভাবেই তাহা ধ্বংস হইয়া যায়।

শ্রীচৈতন্যদেবও বলিয়াছেন—

"অজ্ঞানে বা হয় যদি পাপ উপস্থিত।
কৃষ্ণ তাঁরে শুদ্ধ করে, না করায় প্রায়শ্চিত্ত ॥

চৈঃ চঃ মঃ। ২২পঃ

নিষিদ্ধাচারতো দৈবাৎ প্রায়শ্চিত্তন্তু নোচিতম্।
ইতি বৈষ্ণবশাস্ত্রাণাং রহস্যং তদ্বিদাং মতম্॥

ভঃ রঃ সিঃ

অর্থাৎ যদি কখন দৈববশতঃ নিষিদ্ধ-কর্ম্ম আচরিত হয়, তাহা হইলেও হরিভক্তিপরায়ণগণের প্রায়শ্চিত্ত করা বিধেয় নহে—বৈষ্ণবশাস্ত্রের রহস্যবেত্তা পণ্ডিতগণের এই মত।

ভক্তের পাপ দর্শনও নিষেধ—

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥

গী ৯।৩০

অর্থ ও মীমাংসা ভাঃ ১১।১৪।১৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—

গর্হিতো করয়ে যদি মহা-অধিকারী।
নিন্দায় কি দায়, তাঁরে হাসিলেই মরি॥

চৈঃ ভাঃ অঃ ৬ঃ অঃ

ভক্তকে প্রাকৃত দৃষ্টিতে দর্শন নিষিদ্ধ—

দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈর্বপুষশ্চ দোষৈঃ
ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ।
গঙ্গাম্ভসাং ন খলু বুদ্বুদফেণপঙ্কৈ-
র্ব্রহ্মদ্রবত্বমপগচ্ছতি নীরধর্ম্মৈঃ॥

শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভুকৃত উপদেশামৃত।

অর্থাৎ এই প্রপঞ্চে অবস্থিত ভগবদ্ভক্তের স্বভাবজনিত (নীচবর্ণ, কর্কশতা) ও আলস্যাদি দোষ এবং বপু (কদর্য্য-বর্ণ, কুগঠন, পীড়া জড়াদিজনিত কুদর্শন) দোষদ্বারা প্রাকৃত দৃষ্টিতে দেখিতে নাই। যেরূপ নীরধর্ম্ম বুদবুদ, ফেন ও ও পঙ্কদ্বারা গঙ্গাজল ব্রহ্মদ্রবধর্ম্ম অর্থাৎ অপ্রাকৃতত্ব কদাপি পরিত্যাগ করে না। অর্থাৎ আত্মস্বরূপলব্ধ ভক্তের প্রাকৃত দোষ দেখিতে নাই।

কেননা, ভক্ত নিগুণ—

'নির্গুণো মদপাশ্রয়ঃ'—ভাঃ ১১।২৫।২৬
আমার আশ্রিত কর্ত্তা নির্গুণ।
এতৎপ্রসঙ্গে ভাঃ ১১।২৫।৩২ শ্লোক আলোচ্য।

শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—

প্রভু কহে—বৈষ্ণবদেহ 'প্রাকৃত' কভু নয়।
'অপ্রাকৃত' দেহ ভক্তের 'চিদানন্দময়'॥

চৈঃ চঃ অঃ ৪পঃ

ভক্তি নির্গুণা (লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্ —ভাঃ ৩।২৯।১২)। সুতরাং ভক্তির আধার ভক্তও নির্গুণ, এহেন ভক্ত প্রাকৃত দোষ-গুণাতীত। যাহারা ভাগ্যদোষে ভক্তে দোষ ও গুণ দর্শন করে, তাহারা অপরাধী। আর প্রাকৃত সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞানের উৎপত্তি ('সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানম্'—গীঃ ১৪।১৭)। সুতরাং জ্ঞানিগণ সাত্ত্বিক। তাই, তাঁহারা প্রাকৃত গুণাধীন হওয়ায় সদোষ জ্ঞানীর দোষ এবং সগুণ জ্ঞানীর গুণ দর্শনে দোষ নাই॥২৫॥

স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
কর্ম্মণাং জাত্যশুদ্ধানামনেন নিয়মঃ কৃতঃ।
গুণদোষবিধানেন সঙ্গানাং ত্যাজনেচ্ছয়া॥২৬॥

অন্বয়। স্বে স্বে অধিকারে যা নিষ্ঠা (নিতরাং স্থিতিঃ) স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ (নেতরঃ যস্মাদ্বিধিপ্রতিষেধাভ্যাম্) অনেন গুণদোষবিধানেন সঙ্গানাং (বিষয়াসক্তীনাং) ত্যাজনেচ্ছয়া জাত্যশুদ্ধানাং (জাত্যা উৎপত্ত্যৈবাশুদ্ধানাং) কর্ম্মণাং নিয়মঃ (সঙ্কোচঃ) কৃতঃ॥২৬॥

অনুবাদ। নিজ নিজ অধিকার বিষয়ে নিষ্ঠাই 'গুণ' বলিয়া কথিত। এই গুণদোষবিধান দ্বারা বিষয়াসক্তিবর্জ্জনেচ্ছায় স্বভাবতঃ অশুদ্ধ কর্ম্মসমূহের সঙ্কোচ করা হইয়াছে॥২৬॥

বিশ্বনাথ। কর্ম্মিণাস্তু স্বাভাবিকাবেব গুণদোষাবিত্যাহ,—কর্ম্মণাং জাত্যৈবাশুদ্ধানাং অনেন বিধিপ্রতিষেধরূপগুণদোষবিধানেন নিয়মঃ দেহগেহাসক্তানাং কর্ম্মিণামুৎপত্ত্যৈব পাপরতানাং স্বাভাবিকপ্রবৃত্তি সঙ্কোচঃ কৃত এবাভীক্ষ্ণশো বেদেন কিমর্থং সঙ্গানাং বিষয়াসক্তীনাং ত্যাজনেচ্ছয়া। অয়ং ভাবঃ। পুরুষস্যাশুদ্ধির্ণাম ন প্রবৃত্তিতোঽস্ত্যাপি ন চ সহসা সর্ব্বতো নিবৃত্তিঃ কর্ত্তুং শক্যতে। অত ইদং কর্ত্তব্যমিদং ন কর্ত্তব্যমিতি বিধি-

নিষেধাভ্যাং স্বাভাবিকপ্রবৃত্তিসঙ্কোচদ্বারেণ নিবৃত্তিরেব ক্রিয়তে। যথা চ ন প্রবৃত্তিপরো বেদস্তথা উত্তরাধ্যায়ে বক্ষ্যামঃ। উৎপত্ত্যৈব হি কামেষিত্যাদিনা ॥২৬॥

বঙ্গানুবাদ। কিন্তু কর্ম্মীদের গুণদোষ স্বাভাবিক, ইহাই বলিতেছেন। জাতি বা উৎপত্তি হইতেই অশুদ্ধ কর্ম্মসমূহের এই বিধি প্রতিষেধরূপ গুণদোষ বিধানদ্বারা নিয়ম অর্থাৎ দেহগেহাসক্ত স্বভাবতঃ পাপরত কর্ম্মিদিগের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি-সঙ্কোচ বেদকর্ত্তৃক বিপুলভাবে করা হইয়াছে। কি নিমিত্ত? না, সঙ্গ বা বিষয়াসক্তি-সমূহের ত্যজনেচ্ছা বা ত্যাগ করিবার ইচ্ছায়। এই ভাব—পুরুষের অশুদ্ধি প্রবৃত্তি হইতে ভিন্না নয়, তাই সহসা সর্ব্বতঃ নিবৃত্তি করা দুষ্কর। অতএব এই কর্ত্তব্য এই অকর্ত্তব্য—এই বিধিনিষেধদ্বারা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি-সঙ্কোচ-দ্বারেই নিবৃত্তি করা হয়। যেমন বেদ প্রবৃত্তিপর নয়, সেইরূপ 'উৎপত্তিদ্বারাই কাম্যবিষয়গুলিতে' ইত্যাদি পরবর্ত্তী অধ্যায়ে (ভাঃ ১১।২১।২৪) বলা হইবে ॥২৬॥

অনুদর্শিনী। স্বভাবতঃ দেহগেহাসক্ত পাপরত ব্যক্তিগণকে পাপ হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্যই করুণাময় বেদের বিধি ও নিষেধের ব্যবস্থা।

> পরোক্ষবাদো বেদোঽয়ং বালানামনুশাসনম্।
> কর্ম্মমোক্ষায় কর্ম্মাণি বিধত্তে হ্যগদং যথা ॥
>
> ভাঃ ১১।৩।৪৪ অর্থ ভাঃ ১১।৭।৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য
>
> লোকে ব্যবায়ামিষমদ্যসেবা
> নিত্যা হি জন্তোর্ন হি তত্র চোদনা।
> ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহযজ্ঞ
> সুরাগ্রহৈরাসু নিবৃত্তিরিষ্টা ॥ ভাঃ ১১।৫।১১

জগতে স্ত্রীসঙ্গ, আমিষভক্ষণ এবং মদ্যপান প্রাণিমাত্রের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বলিয়া এ বিষয়ে প্রবৃত্ত করিতে শাস্ত্রবিধানের আবশ্যকতা নাই, পরন্তু এ সমস্ত বিষয় হইতে সর্ব্বতোভাবে নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে বেদ—বিবাহের দ্বারা স্ত্রীসঙ্গ, যজ্ঞদ্বারা আমিষভক্ষণ এবং সৌত্রামণী নামক যজ্ঞের দ্বারাই মদ্যপানের-ব্যবস্থা করিয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—

> বেদেও বুঝায় 'স্বর্গ' বলে জনা জনা।
> মূর্খ প্রতি কেবল সে বেদের করুণা ॥
> বিষয়-সুখেতে বড় লোকের সন্তোষ।
> চিত্ত বুঝি' কহে বেদ, বেদের কি দোষ ॥
> 'ধন পুত্র পাই গঙ্গাস্নান হরিনামে'।
> শুনিয়া চলয়ে লোক বেদের কারণে ॥
> যেতে-মতে গঙ্গাস্নান হরিনাম কৈলে।
> দ্রব্যের প্রভাবে 'ভক্তি' হইবেক হেলে ॥
> এই বেদ-অভিপ্রায় মূর্খ নাহি বুঝে।
> কৃষ্ণভক্তি ছাড়িয়া বিষয়-সুখে মজে ॥
>
> চৈঃ ভাঃ মঃ ১৯ অঃ ॥২৬॥

জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্ব্বিণ্ণঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ ॥
ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্ ॥২৭-২৮॥

অন্বয়। (ভক্ত্যাধিকারিণো ভক্তিযোগমাহ—) মৎকথাসু জাতশ্রদ্ধঃ (অতএব) সর্ব্বকর্ম্মসু (অন্যেষু কর্ম্মসু) নির্ব্বিণ্ণঃ (উদ্বিগ্নঃ) কামান্ দুঃখাত্মকান্ বেদ অপি (জানাতি তথাপি) পরিত্যাগে অনীশ্বরঃ (অশক্তঃ এবম্ভূতঃ যঃ) শ্রদ্ধালুঃ (ভক্ত্যৈব সর্ব্বং ভবিষ্যতীতি) দৃঢ়নিশ্চয়ঃ (সন্) ততঃ দুঃখোদর্কান্ (দুঃখং উদর্কং উত্তরফলং যেষাং তান্) তান্ কামান্ (বিষয়ান্) জুষমাণঃ চ (সেবমানোঽপি) গর্হয়ন্ চ (নিন্দন্ চ) প্রীতঃ মাং ভজেত (প্রীত্যা মাং সেবেত) ॥২৭-২৮॥

অনুবাদ। আমার কথায় শ্রদ্ধাবিশিষ্ট এবং কর্ম্মসমূহ দুঃখপ্রদ বিবেচনায় সেই সকলে উদ্বিগ্ন ব্যক্তি বিষয়সকল কেবল দুঃখাত্মক জানিয়াও তৎপরিত্যাগে অসমর্থ হইলে "ভগবদ্ভক্তিদ্বারাই সকল সিদ্ধ হইবে"—এইরূপ দৃঢ়নিশ্চয়সহকারে পরিণামদুঃখকর বিষয়সমূহ নিন্দার সহিত ভোগ করিতে করিতে প্রীতির সহিত আমার ভজনে রত হইবেন ॥২৭-২৮॥

বিশ্বনাথ। অথ ভক্ত্যধিকারিণঃ প্রাথমিকং স্বভাবং দর্শয়ন্ ভক্তিমাহ,—জাতশ্রদ্ধ ইতি দ্বাভ্যাম্। সর্ব্বকর্ম্মসু লৌকিকবৈদিকেষু কর্ম্মসু তৎফলেষু নির্ব্বিণ্ণঃ দুঃখবুদ্ধ্যা উদ্বিগ্নঃ নাতিসক্ত ইতি যদুক্তং তদ্বিবৃণোতি। কামান্ স্ত্রীপুত্রাদিসঙ্গোত্থান্ কামান্ দুঃখাত্মকান্ বেদ অথচ তৎপরিত্যাগেঽপ্যসমর্থঃ ততস্তামবস্থামারভ্যৈব দৃঢ়নিশ্চয় ইতি গৃহাদ্যাসক্তির্মে নশ্যতু বর্দ্ধতাং বা। ভজনেঽপি যে বিঘ্নকোটির্ভবতু নশ্যতু বা অপরাধে নরকং চেদ্ভবতু কামমঙ্গী কুর্ব্বে তদপি ভক্তিং ন জিহাসামি জ্ঞানকর্ম্মাদিকং নৈব জিঘৃক্ষামি যদি স্বয়ং ব্রহ্মাপ্যাগত্য বদেদিত্যেবং দৃঢ়োনিশ্চয়ো যস্য সঃ। আরব্ধভজনস্য তস্য ভক্তৌ যথা নিশ্চয়দার্ঢ্যং ন তথা তৎপ্রতিকূলবস্তুনীত্যাহ,—জুষমাণশ্চেতি। দুঃখোদর্কান্ কলত্রপুত্রাদিসঙ্গোত্থান্ কামান্ গর্হয়ন্নেব জুষমাণঃ। অহো অমী বিষয়ভোগা এব মমানর্থকারিণো ভগবৎপদপ্রাপ্তিপ্রতিকূলা যদেতে বহুশো নামগ্রাহমপি সশপথমপি ত্যক্তা অপি সময়ে ভোক্তব্যা এব ভবন্তীতি নিন্দামি চ পিবামি চেতি ন্যায়েন ভুঞ্জানঃ ॥২৭-২৮॥

বঙ্গানুবাদ। অনন্তর ভক্তি-অধিকারীর প্রাথমিক স্বভাব দেখাইতে গিয়া ভক্তির বিষয় দুইটী শ্লোকে বলিতেছেন। লৌকিক বৈদিক সমস্ত কর্ম্মেও তাহাদের ফলে 'নির্ব্বিণ্ণ অর্থাৎ দুঃখবুদ্ধিতে উদ্বিগ্ন ন অতিসক্ত' এই যাহা বলা হইয়াছে (ভাঃ ১১।২০।৮) তাহা বর্ণনা করিতেছেন। স্ত্রীপুত্রাদিসঙ্গজাত কামসমূহ দুঃখাত্মক জানেন অথচ তাহাদের পরিত্যাগেও অসমর্থ। তদনন্তর অর্থাৎ সেই অবস্থায় আরম্ভ করিয়া। দৃঢ়নিশ্চয়—গৃহাদিতে আমার আসক্তি নাশ বা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় হউক, ভজনে আমার কোটিবিঘ্ন হউক বা নষ্ট হউক, অপরাধে যদি নরক হয় হউক, কামও যদি অঙ্গীকার করি, তথাপি ভক্তি ত্যাগ করিব না, জ্ঞানকর্ম্মাদি গ্রহণ করিতে ইচ্ছাই করিব না, যদি স্বয়ং ব্রহ্মাও আসিয়া বলেন—এই প্রকার যাহার নিশ্চয় দৃঢ়। আরব্ধ-ভজন তাঁহার ভক্তিতে যেরূপ নিশ্চয়ে দৃঢ়তা সেরূপ তাহার প্রতিকূল বস্তুতে নহে। তাহাই বলিতেছেন। দুঃখোদর্ক (পরিণামে দুঃখপ্রদ) কলত্রপুত্রাদিসঙ্গজাত কামসমূহকে গর্হণ (ঘৃণা) করিতে করিতে জুষমাণ (তৎসেবনপর)—অহো এই সকল বিষয়ভোগই আমার অনর্থকারী, ভগবৎপদপ্রাপ্তিপক্ষে প্রতিকূল, যেহেতু বহুবার নামগ্রহণপূর্ব্বক সশপথও পরিত্যাগ করিলে সময়ে ভোক্তব্য হইয়া পড়ে; নিন্দা করি, পানও করি এই ন্যায়মত ভোগপর ॥২৭-২৮॥

অনুদর্শিনী।

শ্রদ্ধামাত্রস্য তদ্ভক্তাবধিকারিত্বহেতুতা।
অঙ্গত্বমস্য বিশ্বাসবিশেষস্য তু কেশবে॥

ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২ লঃ

ভগবদ্ভক্তিতে শ্রদ্ধামাত্রের অধিকারিত্ব আছে, ঐ শ্রদ্ধাকে কেশবসম্বন্ধীয় বিশ্বাস বিশেষের অঙ্গ বলা যায়।

শ্রদ্ধাই একমাত্র ভক্ত্যধিকারের হেতু। সরল হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রতি যে বিশ্বাস ও তদর্থে যে সহজ চেষ্টা জন্মে, তাহার নাম শ্রদ্ধা।

সাধুসঙ্গে ভগবানের কথা শুনিতে শুনিতে যখন এরূপ চিত্তের ভাব হয় যে কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদিতে জীবের নিত্য-মঙ্গল লাভের সম্ভাবনা নাই, কেবল অনন্যভাবে হরিচরণাশ্রয় ব্যতীত জীবের গত্যন্তর নাই; তখনই বেদ ও গুরুবাক্যে বিশ্বাসরূপ শ্রদ্ধা উদিত হইয়াছে জানিতে হইবে।

শ্রদ্ধালু দৃঢ়বিশ্বাসের সহিত ভগবানের ভজন করিতে থাকেন এবং যে বিষয়ে মন্দস্বভাব ত্যাগ করিতে পারেন না তাহা মন্দ জানিয়া নিন্দা করিতে করিতে দুঃখের সহিত ভোগ করিতে থাকেন। এতৎ প্রসঙ্গে 'ঈদৃশং লোকং—ভজত্যনন্যয়া ভক্ত্যা'—ভাঃ ৩।২৫।৪০ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

'কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি'—আলোচ্য শ্লোকের অনুরূপ শ্লোক—'হৃতভ্রমেহোদ্ভবানি'—ভাঃ ১।২।১৭, 'ধুনোতি শমলং কৃষ্ণঃ'—ভাঃ ২।৮।৫ এবং 'হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোতি'—ভাঃ ১০।৩৩।৩৯ শ্লোকসমূহ আলোচ্য।

প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো মাসকৃন্মুনেঃ।
কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্ব্বে ময়ি হৃদি স্থিতে ॥২৯॥

অন্বয়। (কথং ভজেত কিম্বা ততো ভবতি তদাহ) (ময়া) প্রোক্তেন (শ্রদ্ধামৃতকথায়াং মে শশ্বন্মদনুকীর্ত্তন-মিত্যাদিনা তত্র তত্রোক্তেন) ভক্তিযোগেন অসকৃৎ (নিত্যং) মা (মাং) ভজতঃ মুনেঃ হৃদি ময়ি স্থিতে (সতি) হৃদয্যাঃ (হৃদ্গতাঃ) সর্ব্বে কামাঃ নশ্যন্তি ॥২৯॥

অনুবাদ। আমাকর্ত্তৃক কথিত ভক্তিযোগে নিরন্তর আমার ভজনশীল মুনির হৃদয়ে আমি অবস্থান করায় তাহার হৃদয়স্থিত সমস্ত বাসনা বিনষ্ট হইয়া যায় ॥২৯॥

বিশ্বনাথ। নমু কিং মদ্ভক্তে এবং বিষয়ধাবিত এব চিত্তেত্তত্র নহি নহীত্যাহ, প্রোক্তেনেতি দ্বাভ্যাম্। শ্রদ্ধামৃত কথায়াং মে শশ্বন্মদনুকীর্ত্তনমিত্যাদিনা ময়া প্রোক্তেন অসকৃৎ নিত্যং পুনঃ পুনর্মা মাং ভজতঃ হৃদয্যাঃ হৃদ্গতাঃ ময়ি হৃদিস্থিতে ইতি নহ্যেকস্মিন্নেব হৃদি মম স্থিতিস্তেষাং চ স্থিতিঃ সম্ভবেৎ, ন হি সূর্য্যান্ধকারয়োরৈকাধিকরণ্যং ঘটেতেতি ভাবঃ ॥২৯॥

বঙ্গানুবাদ। তবে কি আপনার ভক্ত এইরূপ বিষয়-বাধিতই থাকিবে? না, না, এই কথা দুইটী শ্লোকে বলিতেছেন। 'আমার মধুর কথা শ্রবণে শ্রদ্ধা, সর্ব্বদা তদনুবর্ত্তী হইয়া আমার কীর্ত্তন'—ইত্যাদি আমার কথিত (ভাঃ ১১।১৯।২০) বাক্যানুসারে অসকৃৎ—নিত্য, পুনঃ পুনঃ আমার ভজনকারীর হৃদয্য অর্থাৎ হৃদ্গত। আমি হৃদয়ে স্থিত হইলে—একই হৃদয়ে আমার স্থিতি ও তাহাদেরও (বিষয়বাসনাসমূহের) স্থিতির সম্ভাবনা নাই, সূর্য্য ও অন্ধকারের একই অধিকরণে স্থিতি ঘটিতে পারে না—ইহাই ভাব ॥২৯॥

অনুদর্শিনী। ভক্তিই ভক্তকে উদ্ধার করেন—

'সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম ॥' স্কন্দপুরাণ।

অর্থাৎ হে ভার্গবশ্রেষ্ঠ, শ্রদ্ধায় কিম্বা হেলায় হউক, মানব যদি কৃষ্ণনাম একবারও প্রকৃষ্টরূপে অর্থাৎ নিরপরাধে কীর্ত্তন করেন, তাহা হইলে সেই নাম তৎক্ষণাৎ নরমাত্রকে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন।

সেই শ্রবণ-কীর্ত্তনাখ্য ভক্তিই সমস্ত কাম দগ্ধ করে।

প্রবিষ্টঃ কর্ণরন্ধ্রেণ স্বানাং ভাবসরোরুহম্।
ধুনোতি শমলং কৃষ্ণঃ সলিলস্য যথা শরৎ ॥
ভাঃ ২।৮।৫

মহারাজ পরীক্ষিৎ বলিলেন—শ্রীকৃষ্ণ ভক্তগণের ভাবরূপ কমলাসনে কথারূপে কর্ণরন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়া কাম-ক্রোধাদি মলিনতাকে বিদূরিত করিয়া থাকেন, যেমন শরৎ ঋতুর আগমনে যাবতীয় নদী তড়াগাদির জলের মলিনতা সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হইয়া যায়।

শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকেও বলিয়াছেন—

"ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা।" গীঃ ৯।৩১

এই বাক্যের তাৎপর্য্য এই—শ্রদ্ধাসহকারে যিনি ভক্তি অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহার স্বভাব ও চরিত্রদোষ শীঘ্রই দূর হয়। যেখানে ভক্তি সেখানে ধর্ম্ম অনুগত হন। সমস্ত ধর্ম্মের মূল ভগবান্। ভগবান্ সহজেই ভক্তির অধীন। ভগবান্ হৃদয়ে বসিলে জীবের বন্ধনকারী মায়া তৎক্ষণাৎ দূর হয়।

যেখানে কৃষ্ণ, সেখানে মায়া নাই—

কৃষ্ণ— সূর্য্যসম, মায়া হয় অন্ধকার।
যাহাঁ কৃষ্ণ, তাহাঁ নাহি মায়ার অধিকার ॥
চৈঃ চঃ মঃ ২২ পঃ ।২১॥

———

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি ময়ি দৃষ্টেঽখিলাত্মনি ॥৩০॥

অন্বয়। অখিলাত্মনি (সর্ব্বান্তর্যামিনি) ময়ি দৃষ্টে (সতি) অস্য (ভজনশীলস্য জনস্য) হৃদয়গ্রন্থিঃ (হৃদয়মেব গ্রন্থিঃ অহঙ্কারঃ) ভিদ্যতে, সর্ব্বসংশয়াঃ (সর্ব্বে সংশয়াঃ অসম্ভাবনাদয়ঃ) ছিদ্যন্তে (তথা) কর্ম্মাণি (অনারব্ধফলানি সংসারহেতুভূতানি) ক্ষীয়ন্তে চ (নশ্যন্তি) ॥৩০॥

অনুবাদ। সর্ব্বভূতান্তর্যামী পরমাত্মরূপী আমার দর্শনকারী ব্যক্তির অহঙ্কার বিনষ্ট হয়, সকল সংশয় ছিন্ন হয় এবং কর্ম্মসমূহ ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ॥৩০॥

বিশ্বনাথ। ততশ্চ নিষ্ঠারুচ্যাদিভূমিকারূঢ়স্য ভক্তস্য হৃদয়গ্রন্থিরহঙ্কারো ভিদ্যতে স্বয়মেবেতি ন তত্র ভক্তস্যেচ্ছা-প্রযত্নাবিতি ভাবঃ। যদুক্তং—"জরয়ত্যাশু যা কোষং নিগীর্ণমনলো যথা" ইতি। সংশয়া অসম্ভাবনাদয়ঃ কর্মাণি প্রারব্ধপর্য্যন্তানি। তথা চ শ্রুতির্গোপালতাপনী-ভক্তি-রস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধি-নৈরাস্যেনামুষ্মিন্মনঃকল্পন-মেতদেব নৈষ্কর্ম্যং নৈষ্কর্ম্যকরমিতি তদর্থঃ॥ ৩০॥

বঙ্গানুবাদ। তাহার পর নিষ্ঠারুচি প্রভৃতি ভূমিকারূঢ় ভক্তের হৃদয়গ্রন্থি অর্থাৎ অহঙ্কার ভিন্ন বা নষ্ট হয়, আপনা আপনি, ভক্তের তাহাতে ইচ্ছা ও প্রযত্ন নাই —এই ভাব। যেরূপ কথিত হইয়াছে—'(পুরুষের স্বযত্ন ব্যতিরেকেও) জঠরাগ্নি যেরূপ (তাহার অজ্ঞাতসারেই) ভুক্তদ্রব্যাদি জীর্ণ করিয়া দেয়, ঐ ভক্তিও তদ্রূপ বাসনাময় লিঙ্গদেহকে অনায়াসে ক্ষয় করিয়া ফেলে'—(৩।২৫।৩৩)। সংশয়—অসম্ভাবনাদি, কর্ম—প্রারব্ধ পর্য্যন্ত। সেইরূপই গোপালতাপনী শ্রুতিতে (পূঃ বিঃ ১৫ শ্লোঃ)—'ভক্তিই ইহাঁর ভজন, ইহলোক ও পরলোকসম্বন্ধীয় কাম নিরাস-পূর্ব্বক এই কৃষ্ণাখ্য পরম ব্রহ্মে মনের যে অর্পণ এবং এইটীই নৈষ্কর্ম্য অর্থাৎ জ্ঞান'—এই তাহার অর্থ॥ ৩০॥

অনুদর্শিনী। এই শ্লোকের অনুরূপ শ্লোক—মুণ্ডকে ২।২৮ শ্লোক। তবে সেখানে 'ময়ি দৃষ্টেঽখিলাত্মনি' স্থলে "তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে" মন্ত্রাংশ দৃষ্ট হয়।

আবার ভাগবতের ১।২।২১ শ্লোকও এই শ্লোকের অনুরূপ। তবে সেখানেও শেষাংশে "দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে" —এই পাঠ দৃষ্ট হয়।

সেই স্থলে টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন—"হৃদয়গ্রন্থি অর্থাৎ অবিদ্যা নাশ হয়। অবিদ্যাধ্বংস ভক্তগণের অনমু-সংহিত অর্থাৎ গৌণ বা আনুষঙ্গিক ফল।...... মনেই দৃষ্ট পুনরায় সাক্ষাৎ দৃষ্টির কা কথা! দর্শন হইলে অর্থাৎ (ভিতরে ও বাহিরে) স্ফূর্ত্তি ও সাক্ষাৎকার।

১। সাধুকৃপা, ২। মহৎসেবা, ৩। শ্রদ্ধা, ৪। গুরু-পদাশ্রয়, ৫। ভজনে স্পৃহা, ৬। ভক্তি, ৭। অনর্থা-পগম, ৮। নিষ্ঠা, ৯। রুচি, ১০। আসক্তি, ১১। রতি, ১২। প্রেম, ১৩। দর্শন, ১৪। মাধু-র্য্যানুভব—এই চতুর্দ্দশ ভূমিকা।"

"জরয়ত্যাশু যা কোষং"—এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন—যেমন পুরুষের স্বপ্রযত্ন ব্যতীতই জঠরাগ্নি ভুক্ত অন্নাদিকে জীর্ণ করে; কি প্রকারে জীর্ণ করে, সে প্রকার যেমন ঐ পুরুষ জানে না। তদ্রূপ মোক্ষার্থে কিছুমাত্র যত্নশূন্য নিত্য শ্রবণকীর্ত্তনাদিই অনুষ্ঠান-পর এবং তন্মাধুর্য্যাস্বাদবান্ ভক্তজনকে ভক্তি সংসার হইতে মোচন করেন। কবে, কি প্রকারে আমার মুক্তি হইবে—ভক্ত কিন্তু সে বিষয়ের অনুসন্ধান রাখেন না।

অসম্ভবাদি—তদ্দর্শনে সন্দেহ। কর্ম ক্ষয়—

"তদধিগমে উত্তর-পূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশা-দিতি"। পারমর্ষসূত্র।

অর্থাৎ "ব্যপদেশ"—(প্রসঙ্গে গৌণভাবে) ন্যায়ানুসারে ভগবদ্দর্শনে উত্তর পাপের অযোগ এবং পূর্ব্ব পাপের বিনাশ হয়। ॥ ৩০॥

তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ।
ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ॥৩১॥

অন্বয়। (তদেবং ব্যবস্থয়া অধিকারত্রয়মুক্তং তত্র চ ভক্তেরন্যনিরপেক্ষত্বাদন্যস্য চ তৎসাপেক্ষত্বাদ্ভক্তিযোগ এব শ্রেষ্ঠ ইত্যুপসংহরতি—) তস্মাৎ (ভক্তেঃ সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্বাৎ) বৈ (নিশ্চিতং) মদ্ভক্তিযুক্তস্য মদাত্মনঃ (ময়ি আত্মা চিত্তং যস্য তস্য) যোগিনঃ (ভক্তিযোগবিশিষ্টস্য) ইহ (সংসারে) ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ঃ (শ্রেয়ঃ সাধনং) ভবেৎ॥৩১॥

অনুবাদ। অতএব আমাতে ভক্তিযুক্ত মদগতচিত্ত ভক্তিযোগি পুরুষের পক্ষে (ভক্তিযোগব্যতীত) ইহসংসারে জ্ঞান বা বৈরাগ্য শ্রেয়ঃসাধনরূপে গণ্য হয় না॥৩১॥

বিশ্বনাথ। যতো হেত্বন্তরনিরপেক্ষয়া ভক্ত্যৈব হৃদয়গ্রন্থিভেদাদ্যাঃ স্বত এব স্যুস্তস্মাত্তদর্থং বা হৃদয়গ্রন্থি-ভেদার্থং বা মদ্ভক্তেন জ্ঞানবৈরাগ্যে নৈবোপাদেয়ে, অপিতু তয়োঃ শ্রেয়স্করত্বাদর্শনাদিত্যাহ তস্মাদিতি। মদাত্মনঃ

ময্যি আত্মা মনো যস্য তস্য। দেহাদ্যতিরিক্তবস্ত্বনুসন্ধানলক্ষণং জ্ঞানং বিষয়াগ্রহণলক্ষণং বৈরাগ্যঞ্চ ন শ্রেয়ঃ তয়োঃ সাত্ত্বিকত্বাত্তস্যাস্তু গুণাতীতত্বাত্তস্যাং সত্যাং তয়োঃ স্বস্মিন্ আনিনীষৈব দোষ ইতি ভাবঃ। প্রত্যুত অবিদ্যাবৃত্তীনাং রাগদ্বেষাদীনামিব বিদ্যাবৃত্তিরূপয়োরপিজ্ঞানবৈরাগ্যয়োর্ভক্তে স্বত এব বর্ত্তমানয়োরপি ভক্ত্যৈব নির্জয় এবাগ্রে পঞ্চবিংশতিতমাধ্যায়ে বক্ষ্যতে। কিঞ্চ। ভগবদনুভবরূপং জ্ঞানং বিষয়ারোচকত্বলক্ষণং বৈরাগ্যঞ্চ ভক্ত্যুত্থত্বাদ্ গুণাতীতং তস্য স্বত এব স্যাৎ। যদুক্তং—"ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ। প্রপদ্যমানস্য" ইতি। প্রায়গ্রহণেন কচিচ্ছান্তভক্তেঃ প্রথমদশায়াং তয়োর্গ্রহোঽপি নাশ্রেয়স্করঃ। মুক্তির্ভক্ত্যৈব নির্ব্বিঘ্নেত্যাত্তযুক্তবিরক্ততা, ইতি তন্মত মুক্তং ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ ॥৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। যেহেতু অন্যহেতু নিরপেক্ষা ভক্তিদ্বারাই হৃদয়গ্রন্থিভেদ-প্রভৃতি নিজেই হইয়া থাকে, সেইহেতু ভক্তির নিমিত্ত বা হৃদয়গ্রন্থিভেদাদিনিমিত্ত জ্ঞানবৈরাগ্য উপাদেয় নয়। আপনাতে জ্ঞানবৈরাগ্যের শ্রেয়স্করত্ব দেখা যায় না বলিয়া, ইহাই বলিতেছেন। মদাত্মা আমাতে আত্মা বা মন যাহার; দেহ প্রভৃতির অতিরিক্ত ব্যাপারের অনুসন্ধান—লক্ষণজ্ঞান ও বিষয়ের অগ্রহণ-লক্ষণ বৈরাগ্য শ্রেয়ঃ নহে, যেহেতু উহারা সাত্ত্বিক, কিন্তু ভক্তি গুণাতীত। ভক্তি থাকিলে আপনাতে জ্ঞানবৈরাগ্য আনিবার ইচ্ছাই দোষ, এই ভাব। প্রত্যুত অবিদ্যাবৃত্তি রাগদ্বেষাদির ন্যায় বিদ্যাবৃত্তিরূপ জ্ঞানবৈরাগ্য ভক্তে আপনা হইতে বর্ত্তমান থাকিলেও ভক্তিদ্বারাই নির্জয়—ইহা পরে পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়ে বলা হইবে। আর ভগবদনুভবরূপ জ্ঞান ও বিষয়ে অরুচিলক্ষণ বৈরাগ্য ভক্তি হইতে সঞ্জাত বলিয়া আপনা হইতেই তাহার গুণাতীতত্বই হইবে। যেমন উক্ত হইয়াছে (শরণাগত পুরুষের ভজনকালে একসঙ্গেই ভক্তি, ভগবজ্জ্ঞান ও অন্যবিষয়ে বিরক্তি) (ভাঃ ১১।২।৪২)। 'প্রায়' এই পদ গ্রহণ করায় বুঝাইতেছে যে, কোনও ক্ষেত্রে শান্তভক্তির প্রথম দশায় জ্ঞানবৈরাগ্যে আগ্রহ অশ্রেয়স্কর নয়। মুক্তি ভক্তি দ্বারাই নির্বিঘ্না—এইজন্য যুক্তবৈরাগ্য স্বীকৃত। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে সেই মত উক্ত হইয়াছে ॥৩॥

অনুদর্শিনী। ভক্তিদ্বারাই হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয়—

> তস্যানয়া ভগবতঃ পরিকর্ম্মশুদ্ধ-
> সত্ত্বাত্মনস্তদনুসংস্মরণানুপূর্ত্ত্যা।
> জ্ঞানং বিরক্তিমদভূন্নিশিতেন যেন
> চিচ্ছেদ সংশয়পদং নিজজীবকোষম্ ॥ ভাঃ ৪।২৩।১১

শ্রীভগবানের পরিচর্য্যায় পৃথুর হৃদয় নির্ম্মল হইয়াছিল, এবং তিনি অনুক্ষণ ভগবচ্চরণাগতিদ্বারা ভক্তিরসাস্বাদনে পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। এই প্রকার তীব্র ভক্তিযোগ-প্রভাবে তাঁহার সংশয়মূল হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হইলে তিনি বৈরাগ্যযুক্ত ভগবজ্জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন।

ভক্তি গুণাতীতা ও নিরপেক্ষা। সুতরাং জ্ঞান ও বৈরাগ্য ভক্তির অনুগমনকারী। উহার জন্য ভক্তের পৃথক যত্ন করিতে হয় না—

> বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
> জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্ ॥
> ভাঃ ১।২।৭

ভগবান্ বাসুদেবে ভক্তি উদয় করিবার চেষ্টারূপ ভক্তিযোগ অনুষ্ঠিত হইলে শীঘ্র বিষয়ভোগত্যাগ বা বৈরাগ্য এবং মোক্ষাভিসন্ধিরহিত শুদ্ধ অদ্বয়জ্ঞান উদয় করায়।

"জ্ঞান-বৈরাগ্যার্থং পৃথক্ যত্নো ভক্তেন ন কর্ত্তব্য ইতি ভাবঃ"—শ্রীল বিশ্বনাথ।

শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—

> জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি ভক্তির কভু নহে অঙ্গ।
> অহিংসা-যম-নিয়মাদি বুলে কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ ॥
> চৈঃ চঃ মঃ ২২ পঃ

শান্তভক্তির প্রথম দশায় ভক্তের হৃদয়ে জ্ঞানবৈরাগ্যে আগ্রহ অমঙ্গলজনক নহে মঙ্গলময় ভগবানের কৃপায় ঐ আগ্রহ বিদূরিত হয়।

মুক্তির্ভক্ত্যৈব নির্ব্বিয়েত্যাত্তযুক্তবিরক্ততাঃ।
অত্যক্ত্ৰিত মুমুক্ষা যে ভজন্তে তে তু তাপসাঃ॥
যথা—কদা শৈলদ্রোণ্যাং পৃথুলবিটপীক্রোড়বসতি-
র্বসানঃ কৌপীনং রচিতফলকন্দাশনরুচিঃ।
হৃদি ধ্যায়ং ধ্যায়ং মুহুরিহ মুকুন্দাভিধমহং
চিদানন্দং জ্যোতিঃ ক্ষণমিব বিনেষ্যামি রজনীঃ॥
ভক্তাত্মরাম-করুণা-প্রপঞ্চেনৈব তাপসাঃ।
শাস্ত্রাখ্য-ভাবচন্দ্রস্য হৃদাকাশে কলাং শ্রিতাঃ॥৬॥
ভাঃ রঃ সিঃ পঃ বিঃ ১ম লঃ

অর্থাৎ ভক্তিদ্বারাই মুক্তি নির্ব্বিয়া হয়, এইজন্য যাঁহারা যুক্তবৈরাগ্য স্বীকার করেন অথচ যাঁহাদের মুমুক্ষা সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয় নাই এরূপ ভজনশীল জনগণকে তাপস বলে।

যথা—কবে আমি পর্ব্বতমধ্যবর্ত্তী উপত্যকায় অথবা বিশাল বৃক্ষের ক্রোড়দেশে বসতি বিধান করিব, কবেই বা আমি কৌপীন ধারণ করিব, কবেই বা আমার ফল, কন্দ, মূলাদি ভোজনে রুচি হইবে, কবেই বা আমি হৃদয়ে মুহুর্মুহু মুকুন্দনামক চিদানন্দজ্যোতিঃ ধ্যান করিতে করিতে রজনী-সমূহ ক্ষণতুল্য যাপন করিব। ভক্ত আত্মারাম ও করুণা বিস্তার কারিকে তাপস বলে, এই তাপসেরা হৃদয়াকাশে শাস্ত্র নামক ভাবচন্দ্রের কলাকে আশ্রয় করেন ॥৩১॥

যৎ কর্ম্মভির্যৎ তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ।
যোগেন দানধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি ॥
সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা।
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্ যদি বাঞ্ছতি ॥৩২-৩৩॥

অন্বয়। কর্ম্মভিঃ যৎ (লভ্যতে), তপসা যৎ (লভ্যতে) জ্ঞানবৈরাগ্যতঃ চ (জ্ঞানেন বৈরাগ্যেন চ) যৎ (লভ্যতে) যোগেন দানধর্ম্মেণ ইতরৈঃ (তীর্থযাত্রাব্রতাদিভিঃ) শ্রেয়োভিঃ (শ্রেয়ঃ সাধনৈঃ) অপি (যৎ লভ্যতে) মদ্ভক্তঃ মদ্ভক্তিযোগেন অঞ্জসা (অনায়াসেন এব) সর্ব্বং লভতে (কিঞ্চ) কথঞ্চিৎ (কদাচিৎ) যদি বাঞ্ছতি (তর্হি) স্বর্গাপবর্গং (স্বর্গং মোক্ষং চ) মদ্ধাম (বৈকুণ্ঠঞ্চ লভত এব) ॥৩২-৩৩॥

অনুবাদ। কর্ম্ম, তপস্যা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, যোগ, দানধর্ম্ম বা অন্য তীর্থযাত্রা ব্রতাদিদ্বারা যাহা কিছু লাভ হয়, আমার ভক্ত ভক্তিযোগদ্বারা অনায়াসেই সেইসকল লাভ করিয়া থাকেন; এবং যদিও তাহার কোন বাঞ্ছা থাকে না তথাপি যদি কখনও প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে, স্বর্গ, মোক্ষ এবং এমন কি বৈকুণ্ঠলোকও লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৩২-৩৩ ॥

বিশ্বনাথ। নন্থ যদি কশ্চিত্ত্বৎকথাদাবেব শ্রদ্ধালুর্ন তু কর্ম্মজ্ঞানাদিষু তদরোচকত্বাদথ চ তৎফলেষু স্বর্গাপবর্গাদিষু স্পৃহাবাংশ্চ স্যাত্তদা কিং ভবেদত আহ,—যদিতি দ্বাভ্যাম্। ইতরৈরপি শ্রেয়ঃসাধনৈস্তীর্থযাত্রাব্রতাদিভির্মদ্ধাম সালোক্যম্। ইতরৈস্তীর্থযাত্রাদিভিরপি যল্লভ্যং তৎ সর্ব্বং ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতে তত্রাপ্যঞ্জসা অনায়াসেনৈব। কিন্তৎ সর্ব্বং তদাহ স্বর্গাপবর্গমিতি। স্বর্গঃ প্রাপঞ্চিকসুখং সত্ত্বশুদ্ধ্যাদিক্রমেণাপবর্গো মোক্ষসুখঞ্চ ॥৩২-৩৩॥

বঙ্গানুবাদ। আচ্ছা, যদি কেহ আপনার কথা-দিতে শ্রদ্ধালু, কর্ম্মজ্ঞানাদিতে নয়, তাহা অরুচিকর বলিয়া, কিন্তু তাহাদের ফলে স্বর্গ মোক্ষাদিতে স্পৃহাবান্ হ'ন, তাহা হইলে কি হইবে? দুই শ্লোকে তাই বলিতেছেন। অন্য শ্রেয়ঃসাধন তীর্থযাত্রাব্রতাদিদ্বারা আমার ধাম অর্থাৎ সালোক্য। অন্য অর্থাৎ তীর্থযাত্রাদি-দ্বারা যাহা সম্ভব, তাহা সমস্ত ভক্তিযোগে আমার ভক্ত লাভ করেন, তাহাও অঞ্জসা বা অনায়াসেই। কি সে সব? তাই বলিতেছেন—স্বর্গ মোক্ষ। স্বর্গ প্রাপঞ্চিকসুখ সত্ত্বশুদ্ধি প্রভৃতিক্রমে অপবর্গ অর্থাৎ মোক্ষসুখ।৩২-৩৩॥

অনুদর্শিনী কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপস্যা, বৈরাগ্যাদি ভক্তির সহযোগেই স্বর্গ-মোক্ষদানে সমর্থ হয়। অতএব তাহাদের ভক্তি সাপেক্ষত্বই দৃষ্ট হয়। কেননা, ভক্তিশূন্য অবস্থায় তাহারা 'শ্রেয়ঃস্মৃতিং ভক্তিমুদস্য'—ভাঃ ১০।১৪।৪ শ্লোক-কথিত ন্যায় কেবল ক্লেশেরই কারণ হয়। আর ভক্তি অন্যের অপেক্ষা করেন না বলিয়া নিজেই সাক্ষাদ্ভাবে সর্ব্বফলপ্রদা—'ভক্তিমুখ নিরীক্ষক কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞান॥ এই সব সাধনের অতি তুচ্ছ বল। কৃষ্ণভক্তি বিনা তাহা দিতে নারে ফল॥ কেবল-জ্ঞান 'মুক্তি' দিতে নারে ভক্তি বিনা। কৃষ্ণোন্মুখে সেই মুক্তি হয় জ্ঞান বিনা॥'—চৈঃ চঃ মঃ ২২পঃ

ভক্ত নিষ্কাম। তিনি আমার সেবা করিয়া সেবাব্যতীত অন্য কিছুই প্রার্থনা করেন না। তবে যদি কোন ভক্ত স্বর্গাদি প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে আমি তাহাকে তাহা দান করি। ভক্তিযোগে কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি সকল ফলই অনায়াসে লাভ হয়। ভক্ত বৈকুণ্ঠে বাস করিয়া সকল সুখই অনুভব করেন।

অথো বিভূতিং মম মায়য়া চিতা-
মৈশ্বর্য্যমষ্টাঙ্গমনুপ্রবৃত্তম্।
শ্রিয়ং ভাগবতীং বাঽস্পৃহয়ন্তি ভদ্রাং
পরস্য মে তেঽশ্নুবতে তু লোকে ॥ ভাঃ ৩।২৫।৩৭

শ্রীকপিলদেব বলিলেন—অবিদ্যানিবৃত্তির পর সেই মুক্তপুরুষগণ যদিও উর্দ্ধলোকগত ভোগসম্পত্তি, এমন কি, ভক্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রাপ্য অষ্টৈশ্বর্য্য অথবা মায়াধীশ আমার বৈকুণ্ঠস্থ যে সব ঐশ্বর্য্যাদি সেই সব কিছুই বাঞ্ছা করেন না, তথাপি তাঁহারা আমার বৈকুণ্ঠলোকে গমন করিয়া আমার ভাগবতী সম্পত্তি ভোগ করিতে থাকেন। কেননা—'ভক্তাবেব মোক্ষাদিসর্ব্বসুখান্তর্ভাবাৎ গুণানাং সর্ব্ব-পুরুষার্থানাং সংগ্রহঃ স্বস্মিন্ সমাহারঃ তদিচ্ছয়া ইতি স্বামি-চরণাঃ'—'কথং গুণজ্ঞো বিরমেৎ'—ভাঃ ৪।২০।২৬ শ্লোকের টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ।

অর্থাৎ মোক্ষাদি সকল সুখই এক ভক্তিরই অন্তর্গত। তাঁহারই (ভক্তির) ইচ্ছায় ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষাদি ও প্রেম সকল পুরুষার্থসমূহের নিজেতে সমাহার জানিতে হইবে।

শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু ভক্তিরসামৃত গ্রন্থে বলিয়াছেন—

যে ভক্তি—সুখদা—

'সুখং বৈষয়িকং ব্রাহ্মমৈশ্বরঞ্চেতি তত্ত্রিধা।'

অর্থাৎ সুখ তিনপ্রকার—বৈষয়িক, ব্রাহ্ম এবং ঐশ্বরিক।

সিদ্ধয়ঃ পরমাশ্চর্য্যা ভুক্তিমুক্তিশ্চ শাশ্বতী।
নিত্যঞ্চ পরমানন্দং ভবেদ্গোবিন্দভক্তিতঃ॥—তন্ত্রে।

মহাদেব কহিলেন—প্রিয়ে, যে ব্যক্তির গোবিন্দচরণে ভক্তি উৎপন্ন হইয়াছে, ঐ ভক্তিযোগে তাহাকে অনিমাদি অষ্টসিদ্ধি, ভুক্তি—বিষয়ময়সুখ, মুক্তি—ব্রহ্মসুখ ও নিত্য পরমানন্দময় ঐশ্বরিক সুখ অনুভব করাইয়া থাকেন।

অতএব ভক্তিতে স্বর্গসুখ, মোক্ষসুখ এবং তদতিক্রম-সুখ অর্থাৎ আমার ধাম বৈকুণ্ঠলোক লাভ হয়।

চিত্রকেতু তুল্য কোন কোন ভক্ত কথঞ্চিৎ ভক্তি উপ-করণত্বে স্বর্গলোকের বাঞ্ছা করেন।

"রেমে বিদ্যাধরস্ত্রীভির্গাপয়ন্ হরিমীশ্বরম্।"
ভাঃ ৬।১৭।৩

অর্থাৎ মহাযোগী চিত্রকেতু বিদ্যাধর স্ত্রীগণদ্বারা হরিনাম কীর্ত্তন করাইয়া আনন্দানুভব করিতে লাগিলেন।

আবার শ্রীশুকাদিরও পূর্ব্বজীবনে অপবর্গ-বাঞ্ছা দেখা যায়। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে জানা যায় যে, তিনি মুক্তিকামনায় মাতৃগর্ভ হইতে বহির্গত হন নাই। পিতার অনুরোধেও বাহির হন নাই। পরে তাঁহার প্রার্থনায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তথায় আগমন করিয়া মায়াকে দূর করিলে তিনি মাতৃগর্ভ হইতে বহির্গত হন।

কোন কোন ভক্তের কথঞ্চিৎ ভক্তি-উপকরণে ভগবৎ-দর্শনলাভের ইচ্ছার মধ্যেও যেরূপ স্বর্গ ও অপবর্গ বাঞ্ছা হয়, তদ্রূপ ভগবৎপদ ও তদীয় সেবকবর্গভূষিত বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তির ইচ্ছাও কোন কোন ভক্তের হইয়া থাকে।

কেবল মাত্র ভক্তি দ্বারাই ভক্তি-জ্ঞান-যোগফল সিদ্ধ হয়।

জ্ঞানমাত্রং পরং ব্রহ্ম পরমাত্মেশ্বরঃ পুমান্।
দৃশ্যাদিভিঃ পৃথক্‌ভাবৈর্ভগবানেক ঈয়তে॥
ভাঃ ৩।৩২।২৬

শ্রীকপিলদেব বলিলেন—অদ্বয়জ্ঞানস্বরূপ সচ্চিদ্বিগ্রহ ভগবান্ দৃশ্য, দ্রষ্টা ও করণভেদে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও পুরুষ ইত্যাদি বহুবিধ নামে কথিত হইয়া থাকেন অর্থাৎ জ্ঞান-যোগ দ্বারা ব্রহ্মরূপ, অষ্টাঙ্গযোগদ্বারা পরমাত্মরূপ এবং শুদ্ধ ভক্তিদ্বারা স্বয়ং ভগবদ্রূপ পুরুষরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকেন।

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন—'যৎ কর্ম্মভির্যত্তপসা ইত্যাদৌ সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্যদি বাঞ্ছতি'—ভাঃ ১১।২০।৩২-৩৩। এ বিষয়ে কি যুক্তি? তদুত্তরে বলিতেছেন—এক ভগবান্ অর্থাৎ ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ বৈকুণ্ঠনাথই

দৃশ্যাদি অর্থাৎ দৃশি—জ্ঞান তদাদিসাধনদ্বারা পৃথক্ ভাবনাবন্ত উপাসকগণদ্বারা ব্রহ্মাদিরূপে প্রতীত হন। অথবা দৃশ্য, অদৃশ্য বা দৃশ্যাদৃশ্য স্বরূপদ্বারা। পরব্রহ্মের লক্ষণ—জ্ঞান, পরমাত্মার লক্ষণ—ঈশ্বর, পুমান্। সেই লক্ষণদ্বারা ভগবানেরই ব্রহ্মত্ব ও পরমাত্মত্ব বলিয়া ভগবৎসাধনভূতা ভক্তিদ্বারাই স্বসাধ্য প্রেমবৎ পার্ষদত্ব এবং জ্ঞানযোগসাধ্য সাযুজ্য সিদ্ধ হয়। কিন্তু ব্রহ্ম-সাধন জ্ঞানদ্বারা অথবা পরমাত্ম-সাধন যোগদ্বারা সেরূপ প্রেমবৎ পার্ষদত্ব সিদ্ধ হয় না বা এরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ব্রহ্ম নিরাকার বলিয়া অদৃশ্য। পরমাত্মার স্বরূপও নিরাকার বলিয়া অদৃশ্য। 'কোন কোন যোগীপুরুষ স্ব স্ব দেহের অভ্যন্তরস্থ হৃদয়গহ্বরে বিরাজিত চতুর্ভুজ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধৃক্ প্রাদেশমাত্র পুরুষকে ধারণার দ্বারা স্মরণ করিয়া থাকেন'—ভাঃ ২।২।৮ শ্লোকাদি এবং 'সহস্রশীর্ষা পুরুষ'—ইত্যাদি শ্রুতি (শ্বেঃ ৩।১৪) বাক্যদ্বারা কাহার কাহারও মতে সাকার বলিয়া দৃশ্য। ভগবানের কিন্তু ব্রহ্মত্ব ও পরমাত্ব বলিয়া অদৃশ্য, ভগবদবতারকালে দৃশ্য এবং অন্য সময়ে দৃশ্যাদৃশ্য। বিষ্ণুপুরাণের প্রথমাংশে কথিত হইয়াছে—'প্রাকৃতং ব্রহ্মরূপস্য বিষ্ণোঃ স্থানমনুত্তমম্। তত্রাব্যক্তস্বরূপোঽসৌ ব্যক্তরূপো জগৎপতিঃ। বিষ্ণুর্ব্রহ্মস্বরূপেণ স্বয়মেব ব্যবস্থিতঃ।' ইহার অর্থ—অনুত্তম অর্থাৎ নিকৃষ্ট, তথায় অর্থাৎ প্রাকৃতে অব্যক্তস্বরূপ আর অপ্রাকৃতে অর্থাৎ উত্তমস্থানে ব্যক্তরূপ।

অর্থাৎ প্রাকৃত লোক ব্রহ্মরূপ বিষ্ণুর নিকৃষ্টস্থান। প্রাকৃত জগতে তিনি অব্যক্তস্বরূপ এবং অপ্রাকৃতস্থানে তিনি ব্যক্তরূপ জগৎপতি। বিষ্ণু স্বয়ংই ব্রহ্মস্বরূপে বিশেষরূপে অবস্থিত।'

বিশেষ দ্রষ্টব্য—কর্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তির মধ্যে ভক্তিই অন্বয়-ব্যতিরেকে জীবের কৃষ্ণপ্রেমরূপ পরমপ্রয়োজনলাভের একমাত্র শ্রেয়ঃসাধন বা উপায়স্বরূপ। ভক্তিরহিত কেবল কর্ম-জ্ঞান ও যোগাদিদ্বারা স্বর্গ ও অপবর্গাদি সিদ্ধ হয় না, কিন্তু ভক্তিযোগদ্বারা সে সমস্তই অনায়াসে লাভ করা যায়। আলোচ্য শ্লোকদ্বয় ভগবৎ-কথিত চতুঃশ্লোকের অন্যতম 'এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ। অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা॥' ভাঃ ২।৯।৩৫ শ্লোকের অন্বয়মুখে ভক্তির সাধনত্বের উদাহরণ।

কর্ম্ম-জ্ঞানযোগাদি অন্বয় ব্যতিরেকভাবে কখনই সাধন হইতে পারে না।

'কর্ম্ম'- 'হরিভজন পরিত্যাগ করিয়া স্বধর্ম্ম পালন করিলেই বা কি প্রয়োজন সিদ্ধ হয়?' ভাঃ ১।৫।১৭

'জ্ঞান'—'যাঁহারা নিজ মঙ্গললাভের পথস্বরূপ ভগবদ্ভক্তি পরিত্যাগ করিয়া কেবল বোধ (জ্ঞান) লাভের জন্য কৃচ্ছ্রসাধন করেন, তাঁহাদের চেষ্টা স্থূলতুষাবঘাতির ন্যায় ক্লেশ বা বৃথাশ্রমে পর্য্যবসিত হয়।' ভাঃ ১০।১৪।৪

'যোগ'—'পূর্ব্বকালে জগতে বহু যোগী যোগদ্বারা তোমার জ্ঞানপ্রাপ্ত না হওয়ায় তাঁহারা তোমার প্রতি সমস্ত কর্ম্মার্পণপূর্ব্বক তোমার কথা-শ্রবণজনিত ভক্তিবলে ক্রমশঃ তোমার তত্ত্ব জানিয়া পরম-গতি লাভ করিয়াছিলেন।' ভাঃ ১০।১৪।৫

'ভক্তি'—'যৎকর্ম্মভির্যত্তপসা'—'সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতে অঞ্জসা···কথঞ্চিদ্ যদি বাঞ্ছতি॥' আলোচ্য শ্লোকদ্বয়। অথবা 'যা বৈ সাধনসম্পত্তি পুরুষার্থ চতুষ্টয়ে। তয়া বিনা তদাপ্নোতি নরো নারায়ণাশ্রয়ঃ॥' মহাভারত মোক্ষধর্ম্মীয়বাক্য। অর্থাৎ পুরুষার্থচতুষ্টয়ের যাহা সাধন-সম্পত্তি, নারায়ণাশ্রিত হইলে মানব সেই সাধন ব্যতীতও সেই পুরুষার্থ প্রাপ্ত হইতে পারেন।

কেবলা ভক্তিদ্বারাই সকল মঙ্গল লাভ হয়, কিন্তু সেই ভক্তিব্যতীত কিছুই পাওয়া যায় না; অতএব অন্বয়-ব্যতিরেকভাবে ভক্তিই সকল শ্রেয়ঃসাধনরূপে স্থিরীকৃত হইল।" শ্রীল বিশ্বনাথ।

অনন্য ভক্তিমানের নিকট অনাকাঙ্ক্ষিত স্বয়ং ব্রহ্মবিদ্যাও অণিমাদি অষ্টসিদ্ধিসমূহ মূর্ত্তিধারণে সমাগত হয়—

হরিভক্তিমহাদেব্যাঃ সর্ব্বা মুক্ত্যাদিসিদ্ধয়ঃ।
ভুক্তয়শ্চাদ্ভুতাস্তস্যাশ্চেটিকাবদনুব্রতাঃ॥ নাঃ পঃ রাঃ

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বপ্রিয়তমভক্ত উদ্ধবের নিকট 'আমার ভক্ত আমাতে ভক্তিযোগ দ্বারা অনায়াসেই সমুদয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন'—এই সুগুপ্ত কথা প্রকাশ করিয়া ভক্তিই একমাত্র শ্রেয়ঃসাধন জানাইয়াছেন।

"হরিভজন পরিত্যাগ করিয়া স্বধর্ম্ম পালন করিলেই বা কি প্রয়োজন সিদ্ধ হয় ?'—('কো বার্থ আপ্তো ভজতাং স্বধর্ম্মতঃ।'—ভাঃ ১।৫।১৭)—এইবাক্যদ্বারা কর্ম্ম ; 'যাঁহারা কেবল বোধ (জ্ঞান) লাভের জন্য কৃচ্ছ্র সাধন করেন,তাঁহাদের চেষ্টা স্থূলতুষাবঘাতের ন্যায় বৃথাশ্রমে পর্য্যবসিত'—('ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে'—ভাঃ ১০।১৪।৪)' —বাক্যদ্বারা জ্ঞান ; 'পূর্ব্বকালে জগতে বহু যোগী যোগদ্বারা তোমার জ্ঞান প্রাপ্ত না হওয়ায়'—('পুরেহ ভূমন্ বহবোঽপি যোগিনঃ'—ভাঃ ১০।১৪।৫)—বাক্যদ্বারা যোগ এবং 'কর্ম্ম, তপস্যা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, যোগ প্রভৃতি দ্বারা যাহা কিছু লাভ করা' ইত্যাদি আলোচ্য-শ্লোকোক্ত কর্ম্মাদিব্যতীতও তাহা সমস্তই আমার ভক্তিযোগদ্বারাই আমার ভক্ত অনায়াসে লাভ করেন এবং 'পুরুষার্থচতুষ্টয়ের যাহা সাধন-সম্পত্তি, নারায়ণাশ্রিত হইলে মানব সেই সাধনব্যতীতও সেই পুরুষার্থ প্রাপ্ত হইতে পারেন—('যা বৈ সাধনসম্পত্তিঃ পুরুষার্থচতুষ্টয়ে। তয়া বিনা তদাপ্নোতি নরো নারায়ণাশ্রয়ঃ ॥') - মহাভারতীয় মোক্ষধর্ম্মবচন হইতে জানা যায় যে, কর্ম্মজ্ঞানযোগাদি অন্বয়-ব্যতিরেকভাবে কখনই শ্রেয়ঃসাধন হইতে পারে না,'কিন্তু কেবলমাত্র ভক্তিদ্বারাই সর্ব্বশ্রেয়ঃ সিদ্ধ হয়। ভক্তিব্যতীত কিন্তু অন্য সাধন সিদ্ধপ্রদ হয় না। অতএব অন্বয়ব্যতিরেকে ভক্তিই সর্ব্বশ্রেয়ঃসাধনরূপে স্থিরীকৃত হইয়াছে।

(১) অন্বয়—অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে ভক্তির শ্রেয়ঃসাধনত্ব—'নিষ্কাম হইয়া বা সকল কামনাপর হইয়া বা মোক্ষকামী হইয়াও উদারবুদ্ধি ব্যক্তি তীব্রভক্তিযোগে পরমপুরুষ বিষ্ণুর উপাসনা করিবেন।'--(অকামঃ সর্ব্বকামো বা'- ভাঃ ২।৩।১০)। 'যৎ কর্ম্মভির্যত্তপসা'—আলোচ্য শ্লোক। 'সেই ভক্তিযোগ সর্ব্ববেদসিদ্ধ ভগবান্ ব্রহ্মা একাগ্রচিত্তে সমগ্র বেদশাস্ত্র তিনবার বিচার করিয়া কি প্রকারে পরমাত্মা হরিতে রতি হইতে পারে, তাহা বুদ্ধিদ্বারা নিশ্চয় করিয়াছিলেন'—'ভগবান্ ব্রহ্ম কার্ৎস্ন্যেন' - ভাঃ ২।২।৩৪ ; 'এই সংসারে ভগবান্ শ্রীগোবিন্দে ঐকান্তিকী ভক্তি ও তৎফলে সর্ব্বভূতে গোবিন্দসম্বন্ধে যে সেবাবুদ্ধি, তৎপর্য্যন্তই মানবের পরম-পুরুষার্থ বলিয়া সর্ব্বশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে'-' 'এতাবানেব লোকেঽস্মিন্— একান্ত ভক্তির্গোবিন্দে যৎ সর্ব্বত্র তদীক্ষণম্। ভাঃ ৭।৭।৫৫ ; 'হে অর্জ্জুন ! সকল প্রাণীর হৃদয়ে আমি ঈশ্বর বা পরমাত্মা, অন্তর্যামিরূপে অবস্থান করি'—ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং'— গীঃ ১৮।৬১ এবং 'আমাতে চিত্ত সমর্পণ কর, আমার ভগবৎস্বরূপের যজন কর, আমাকে নমস্কার কর'—'মন্মনা ভব' গীঃ ১৮।৬৫

(২) ব্যতিরেক—'বিরাট্ পুরুষের মুখ, বাহু,উরু ও পাদযুগল হইতে আশ্রমের সহিত বিপ্রাদি চতুর্ব্বর্ণ গুণানুসারে পৃথক্ পৃথক্ উৎপন্ন হইয়াছিল ; ইহাদিগের মধ্যে যাহারা আত্মার সাক্ষাৎ প্রভু ঈশ্বর বিষ্ণুকে ভজন করে না বা অবজ্ঞা করে, তাহারা স্বস্থানভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হয়'— 'মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ' ভাঃ—১১।৫।৭।২। তপস্বী, দানশীল, যশস্বী, মনস্বী, মন্ত্রবিৎ ও সদাচারী পুরুষগণ যাঁহাকে নিজকর্ম্মাদি অর্পণ না করিয়া মঙ্গললাভ করিতে পারেন না সেই সুমঙ্গলযশা হরিকে বার বার প্রণাম করি।'--'তপস্বিনো দানপরা'—ভাঃ ২।৪।১৭ ; (হে দেব, ঋষিগণও) ভবদীয় শ্রবণকীর্ত্তনরূপ প্রসঙ্গ হইতে বিমুখ হইলে এই সংসারে গমনাগমন করিয়া থাকেন'—'যুষ্মৎপ্রসঙ্গ-বিমুখা ইহ সংসরন্তি ॥'—ভাঃ ৩।৯।১০ ও 'শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ' ভাঃ ১১।১১।১৮ ; ইত্যাদি।' শ্রীবিশ্বনাথ' ॥ ৩২-৩৩ ॥

ন কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরা ভক্তা হ্যেকান্তিনো মম।
বাঞ্ছন্ত্যপি ময়া দত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবম্ ॥৩৪॥

অন্বয়। ধীরাঃ (ধীমন্তঃ যতঃ) মম একান্তিনঃ (ময্যেব প্রীতিযুক্তাঃ) সাধবঃ ভক্তাঃ হি (নূনং) ময়া দত্তম্ অপি অপুনর্ভবং (আত্যন্তিকমপি) কৈবল্যং কিঞ্চিৎ (কথমপি) ন বাঞ্ছন্তি (ন গৃহ্ণন্তি) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ। আমাতে প্রীতিযুক্ত অতএব ধীর ও সাধু ভক্তসকল মৎপ্রদত্ত আত্যন্তিক মোক্ষও গ্রহণ করেন না ॥৩৪॥

বিশ্বনাথ। (পূর্ব্বশ্লোকস্তং) কথঞ্চিদিত্যেতদ্বিবৃণোতি, নেতি ॥ ৩৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। (পূর্ব্বশ্লোক-কথিত) কথঞ্চিৎ—এই পদটীর বিশেষ বর্ণনা করিতেছেন ॥ ৩৪ ॥

অনুদর্শিনী। শুদ্ধভক্ত ভগবানের নিকট কিছুই প্রার্থনা করেন না। কেননা—

মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎ কালবিপ্লুতম্ ॥

ভাঃ ৯।৪।৬৭

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দুর্ব্বাসাকে বলিলেন—আমার ভক্তগণ আমার সেবাতেই পরিতৃপ্ত, সালোক্যাদি মুক্তিচতুষ্টয় স্বয়ং উপস্থিত হইলেও তাঁহারা তাহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন না, কালক্ষোভ্য স্বর্গাদির কথা কি ?

আর শুদ্ধভক্ত কৃষ্ণপ্রেম-সেবা বিনে।
স্বসুখার্থ সালোক্যাদি না করে গ্রহণে ॥

চৈঃ চঃ আঃ ৪পঃ

যেহেতু—কৃষ্ণভক্ত—দুঃখহীন, বাঞ্ছান্তরহীন।
কৃষ্ণপ্রেম-সেবা-পূর্ণানন্দ-প্রবীণ ॥ ঐ মঃ ২৪পঃ

তাই শ্রীরুদ্র, দেবীকে বলিয়াছেন—

নৈবেচ্ছত্যাশিষঃ ক্বাপি ব্রহ্মর্ষির্মোক্ষমপ্যুত।
ভক্তিং পরাং ভগবতি লব্ধবান্ পুরুষেঽব্যয়ে ॥

ভাঃ ১২।১০।৬

হে দেবি, এই ব্রহ্মর্ষি অব্যয় পুরুষ ভগবান্ শ্রীহরির প্রতি পরম ভক্তিলাভ করিয়াছেন, অতএব স্বর্গাদিলোক-বিষয়ক অভ্যুদয় কিম্বা মোক্ষ পর্য্যন্ত ইনি কামনা করেন না।

এমন কি, স্বয়ং ভগবান্ ভক্তকে মুক্তি দিতে চাহিলেও ভক্ত তাহা গ্রহণ করেন না—

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥

ভাঃ ৩।২৯।১৩

শ্রীকপিলদেব বলিলেন—আমার ভক্তগণকে সালোক্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য, সামীপ্য এবং একত্ব অর্থাৎ সাযুজ্য—এই পঞ্চবিধ মুক্তি প্রদত্ত হইলেও তাঁহারা তাহা গ্রহণ করেন না। যেহেতু আমার সেবাব্যতীত তাঁহাদের অন্য কিছুই প্রার্থনীয় নাই।

ঠাকুর হরিদাস বলিয়াছেন—

'মুক্তি' তুচ্ছফল হয় নামাভাস হইতে।
যে মুক্তি ভক্ত না লয়, সে কৃষ্ণ চাহে দিতে ॥

চৈঃ চঃ অঃ ৩পঃ

অতএব—পুনঃ পুনর্বরান্ দিৎসুর্বিষ্ণুর্মুক্তিং ন যাচিতঃ।
ভক্তিরেব বৃতা যেন প্রহ্লাদং তং নমাম্যহম্ ॥

হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্র।

বিষ্ণু পুনঃ পুনঃ বর দিতে চাহিলেও যিনি মুক্তি চাহেন নাই, ভক্তিই চাহিয়াছিলেন, সেই প্রহ্লাদকে আমি নমস্কার করি ॥ ৩৪ ॥

নৈরপেক্ষ্যং পরং প্রাহুর্নিঃশ্রেয়সমনল্পকম্।
তস্মান্নিরাশিষো ভক্তির্নিরপেক্ষস্য মে ভবেৎ ॥ ৩৫॥

অন্বয়। নৈরপেক্ষম্ (এব) পরম্ (উৎকৃষ্টম্) অনল্পকং (মহৎ) নিঃশ্রেয়সং (ফলং তৎসাধনঞ্চ) প্রাহুঃ (মণীষিণঃ বদন্তি) তস্মাৎ নিরাশিষঃ (প্রার্থনাশূন্যস্য) নিরপেক্ষস্য (প্রার্থনাকারণভূতাপেক্ষারহিতস্য পুংসঃ) মে (মম) ভক্তিঃ ভবেৎ ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ। নিরপেক্ষতাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৎ ফল ও তৎসাধন উক্ত হইয়াছে। অতএব সর্ব্বাপেক্ষারহিত নিষ্কাম পুরুষেরই আমার ভক্তি লাভ হয় ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ। নৈরপেক্ষ্যং সাধনান্তরফলান্তরাপেক্ষা-রাহিত্যং হি পরং জাত্যা শ্রেষ্ঠং অনল্পকং প্রমাণেনাপ্যধিকং নিঃশ্রেয়সং ভবতি। নিরাশিষঃ ফলান্তরকামনাশূন্যস্য নিরপেক্ষস্য জ্ঞানবৈরাগ্যাদ্যপেক্ষাশূন্যস্য ॥ ৩৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। নৈরপেক্ষ্য—অন্যসাধনে ও অন্য-ফলের অপেক্ষারাহিত্যই পর অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ। অনল্পক—পরিমাণেও অধিক নিঃশ্রেয়স বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গল হইতেছে। নিরাশীঃ-ফলান্তরকামনাশূন্য, নিরপেক্ষ জ্ঞানবৈরাগ্যাদি অপেক্ষাশূন্য ব্যক্তিরই আমাতে ভক্তি হয় ॥ ৩৫ ॥

অনুদর্শিনী। ভক্তি নিরপেক্ষ গুণাতীত এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অত্যধিক মঙ্গলদায়িনী। কামনারহিত জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি অপেক্ষাশূন্য ব্যক্তি ঐ ভক্তি লাভ করেন ॥৩৫॥

— —

ন ময্যেকান্তভক্তানাং গুণদোষোদ্ভবা গুণাঃ।
সাধূনাং সমচিত্তানাং বুদ্ধেঃ পরমুপেয়ুষাম্ ॥৩৬॥

অন্বয়। ময়ি একান্তভক্তানাং সাধূনাং (নিরস্ত-রাগাদীনাং অতঃ) সমচিত্তানাং (অতএব) বুদ্ধেঃ (প্রকৃতেঃ) পরং (ঈশ্বরং) উপেয়ুষাং (প্রাপ্তানাং) গুণ-দোষোদ্ভবা (গুণদোষৈর্বিহিত প্রতিষিদ্ধৈরুদ্ভবো যেষাং তে) গুণাঃ (পুণ্যপাপাদয়ঃ) ন (সম্ভবন্তি) ॥৩৬॥

অনুবাদ। রাগাদিরহিত, সর্ব্বত্র সমবুদ্ধিবিশিষ্ট, আমাতে একান্ত ভক্তিযুক্ত ও মায়াতীত ভগবদ্বস্তপ্রাপ্ত ভক্তগণের বিহিত বা নিষিদ্ধ কর্ম্মের জন্য পুণ্য বা পাপের সম্ভব হয় না ॥৩৬॥

বিশ্বনাথ। যন্ময়োক্তং 'গুণদোষদৃশির্দোষো গুণস্তূভয়বর্জ্জিতঃ' ইতি তদেতাদৃশেষু ভক্তেষ্বিত্যাহ, নেতি। গুণদোষয়োরুদ্ভবো যেভ্যঃ সত্ত্বরজস্তমো ভ্যস্তে গুণা একান্তভক্তানাং ন সন্তি কিন্ত্বপ্রাকৃতা এব গুণাঃ, যতো বুদ্ধেঃ প্রকৃতেঃ পরং সচ্চিদানন্দমেব বস্তু উপেয়ুষাং ন তু গুণময়ং কিঞ্চিদপি মন ইন্দ্রিয়াদিকং নির্গুণো মদপাশ্রয় ইত্যগ্রিমোক্তেঃ। যদ্বা গুণদোষদ্ভবা বিধিপ্রতিষেধ-নিবন্ধনা গুণা ন ভবন্তীতি নৈষাং শিষ্টাচারেণ কোঽপি গুণো ভবতি নাপি নিষিদ্ধাচারেণ কোঽপি দোষ ইত্যর্থঃ। সমচিত্তানামিতি ভক্তানাং সমচিত্তত্বমুক্তং চিত্রকেতূ-পাখ্যানে শম্ভুনা। যথা। "নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি। স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ" ইতি। বুদ্ধেঃ প্রকৃতেঃ পরং ভগবন্তমুপেয়ুষাং ভক্ত্যা সিদ্ধেষেতেষু দোষদৃষ্টিন কর্ত্তব্যেতি কিং বক্তব্যং সাধকেষু দুরাচারেষ্বপি ন কার্য্যেতি ভগবতা গীতং; যথা। "অপি চেৎ সুদুরা-চারো ভজতে মামনন্যভাক্। সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্য-বসিতো হি সঃ" ইতি ॥৩৬॥

বঙ্গানুবাদ। আমি যে বলিয়াছি (ভাঃ ১১৷১৯৷৪৫) 'গুণদোষ-দর্শনদোষ ও গুণ তদুভয়-বর্জ্জিত', তাহা এই ভক্তসম্বন্ধেই। তাই বলিতেছেন। গুণদোষের উদ্ভব যে সত্ত্বরজঃ তমঃ হইতে সেই গুণগুলি একান্ত ভক্তগণের নাই, কিন্তু তাঁহাদের গুণগুলি অপ্রাকৃত যেহেতু বুদ্ধি বা প্রকৃতির পর সচ্চিদানন্দ বস্তুই উপেয়ুঃ অর্থাৎ প্রাপ্ত সাধু-গণের, কিন্তু মন ইন্দ্রিয়াদিক কিছুই গুণময় নয়, পরে উক্ত (ভাঃ ১১৷২৫৷২৬) 'আমার আশ্রিত কর্ত্তা নির্গুণ'—এতদনুসারে, অথবা গুণদোষোদ্ভব বিধিপ্রতিষেধনিবন্ধন গুণ হয় না, শিষ্টাচারে ইহাদের কোনও গুণ হয় না, অথচ নিষিদ্ধাচারে কোনও দোষ হয় না—এই অর্থ। সমচিত্ত-ভক্ত; চিত্রকেতু উপাখ্যানে শম্ভু সমচিত্তত্ব কথা বলিয়াছেন, যেমন—'সমস্ত নারায়ণপর ভক্তগণ কিছুতেই ভয় পান না, তাঁহারা স্বর্গ, অপবর্গ ও নরকে তুল্যদর্শী'। বুদ্ধি বা প্রকৃতির পর ভগবানকে প্রাপ্ত সাধুগণের ভক্তিদ্বারা ইহাঁরা সিদ্ধ হইলে দোষদৃষ্টি কর্ত্তব্য নয়, একথা আর কি বলা হইবে, এমন কি সাধক দুরাচার হইলেও দোষদৃষ্টি করা উচিত নয়, যেরূপ ভগবান্ গান করিয়াছেন,—'যদি সুদুরাচার ব্যক্তিও অনন্যভাবে আমার ভজন করে, তাঁহাকে সাধু বলিয়াই মনে করিতে হই-যেহেতু তিনি সম্যক্ ব্যবসিত'। (গীঃ ৯৷৩০) ॥৩৬॥

অনুদর্শিনী। শ্রীভগবান্, ভক্তি ও ভক্ত প্রকৃতির অতীত অর্থাৎ গুণাতীত। সুতরাং তাঁহারা প্রকৃতির অন্তর্গত গুণদোষ বা বিধি-নিষেধেরও অতীত।

ভক্ত গুণদোষের অতীত।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

শুন বিপ্র, মহা অধিকারী যেবা হয়।
তবে তার দোষগুণ কিছু না জন্মায় ॥
চৈঃ ভাঃ অঃ ৬ অঃ ॥৩৬॥

শ্রীকৃষ্ণসেবানন্দীভক্তগণ স্বর্গ, নরক ও মুক্তিতে সমদর্শী — পূর্ব্বে ভাঃ ১১৷১৪৷১৩ শ্লোকের অনুদর্শিনী দ্রষ্টব্য ॥৩৬॥

এবমেতান্ ময়া দিষ্টাননুতিষ্ঠন্তি মে পথঃ।
ক্ষেমং বিন্দন্তি মৎস্থানং যদ্ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ ॥৩৭॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদে বিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

অন্বয়। (কাম্যকর্ম্মনিষ্ঠানাং নিন্দিষ্যন্ এতান্ মুক্তিমার্গান্ উপসংহরতি) ময়া এবং (পূর্ব্বোক্ত প্রকারেণ) আদিষ্টান্ এতান্ মে পথঃ (মৎপ্রাপ্ত্যুপায়ান্ যে) অনুতিষ্ঠন্তি (তে) ক্ষেমং (কালমায়াদিরহিতং) মৎস্থানং (মম লোকং) বিন্দন্তি যৎ পরং ব্রহ্ম (তচ্চ) বিদুঃ (লভন্তে) ॥ ৩৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে বিংশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ সমাপ্তঃ।

অনুবাদ। যাঁহারা আমার উপদিষ্ট এই সকল ভক্তিপথের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা কালমায়াদিরহিত আমার বৈকুণ্ঠলোক এবং পরমব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৩৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে
বিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ। শ্রেয়োমার্গানুপসংহরতি,—এবমিতি। যেঽনুতিষ্ঠন্তি তে যথাযোগং নিষ্কামকর্ম্মিণঃ ক্ষেমং বিন্দন্তি, ভক্তা মৎস্থানং বৈকুণ্ঠং বিন্দন্তি, জ্ঞানিনো ব্রহ্ম বিদুরিতি ॥৩৭॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
একাদশে স্বয়ং বিংশঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীলবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিঠক্কুরকৃতা শ্রীমদ্ভাগবতে
একাদশস্কন্ধে বিংশাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী
টীকা সমাপ্তা।

বঙ্গানুবাদ। শ্রেয়ঃ পন্থাগুলির উপসংহার করিতেছেন। যাঁহারা অনুষ্ঠান করেন তাঁহারা যথাযোগ্য —নিষ্কামকর্ম্মী মঙ্গল লাভ করেন। ভক্তগণ আমার স্থান বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হ'ন, জ্ঞানিগণ ব্রহ্ম জানিতে পারেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে বিংশাধ্যায়ে
সাধুজনসম্মতা ভক্তানন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী
টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

অনুদর্শিনী। শ্রেয়ঃ পন্থাগুলি—নিষ্কাম-কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে বিংশাধ্যায়ের
সারার্থানুদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

একবিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ

য এতান্ মৎপথো হিত্বা ভক্তিজ্ঞানক্রিয়াত্মকান্।
ক্ষুদ্রান্ কামাংশ্চলৈঃ প্রাণৈর্জুষন্তঃ সংসরন্তি তে ॥১॥

অন্বয়। শ্রীভগবান্ উবাচ—যে এতান্ ভক্তিজ্ঞানক্রিয়াত্মকান্ মৎপথঃ (মদুক্তমার্গান্) হিত্বা (পরিত্যজ্য) চলৈঃ (অস্থিরৈঃ) প্রাণৈঃ (দেহবায়ুভিরিন্দ্রিয়ৈর্ব্বা) ক্ষুদ্রান্ (তুচ্ছান্) কামান্ জুষন্তঃ (সেবমানা ভবন্তি) তে সংসরন্তি (নিখিলগুণদোষ-ভাক্ত্বেন নানাযোনীঃ প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ) ॥১॥

অনুবাদ। শ্রীভগবান্ কহিলেন—যাহারা আমা-কর্ত্তৃক উক্ত এই ভক্তি-জ্ঞান-কর্ম্মাত্মক পথ পরিত্যাগ করিয়া চঞ্চল ইন্দ্রিয়সকলদ্বারা তুচ্ছ বিষয়সমূহের সেবা করে, তাহারা নিখিল গুণদোষের ভাগী হইয়া নানা যোনি ভ্রমণ করিয়া থাকে ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ।

গুণদোষদৃশির্ভূম্না প্রোক্তা কর্ম্মাধিকারিষু।
একবিংশে তৎপ্রপঞ্চঃ শ্রুত্যর্থশ্চ বিনিশ্চিতঃ ॥

সকামকর্ম্মিণো নিন্দতি য এতানিতি। মৎপথঃ সমাসান্তাভাব আর্ষঃ, মৎপ্রাপকমার্গান্ ভক্তিঃ সাক্ষান্মৎপ্রাপিকা। জ্ঞানং মম নির্ব্বিশেষস্বরূপপ্রাপকং। ক্রিয়া নিষ্কামকর্ম্মপরম্পরয়া তৎপ্রাপকং ক্ষুদ্রান্ স্বর্গরাজ্যাদীন্ ॥১॥

বঙ্গানুবাদ। কর্ম্মাধিকারিগণমধ্যে গুণদোষদর্শন কথা বহুলপরিমাণে বলা হইয়াছে। এই অধ্যায়ে তাহার বিস্তার এবং শ্রুতির অর্থ নিরূপিত হইতেছে।

সকাম কর্ম্মিগণের নিন্দা করিতেছেন। মৎপথ (—এখানে সমাসান্তের অভাব আর্ষপ্রয়োগ)—আমার প্রাপকমার্গ ভক্তিজ্ঞানক্রিয়াত্মক অর্থাৎ ভক্তি সাক্ষাৎ মৎপ্রাপিকা। জ্ঞান অর্থাৎ আমার নির্ব্বিশেষ-স্বরূপ-প্রাপক। ক্রিয়া—নিষ্কামকর্ম্ম-পরম্পরানুসারে তৎপ্রাপক ক্ষুদ্র-স্বর্গরাজ্যাদি ॥১॥

অনুদর্শিনী। পূর্ব্ব অধ্যায়ে গুণ ও দোষের ব্যবস্থার জন্য তিনটী যোগ কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে জ্ঞান ও ভক্তিযোগে সিদ্ধিপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের গুণ বা দোষ কিছুই নাই। প্রথমতঃ নিবৃত্ত কর্ম্মনিষ্ঠ জনগণের পক্ষে যথাশক্তি নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মসমূহ সত্ত্বশোধক বলিয়া সেগুলির আচরণগুণ আর সেগুলির অকরণ ও নিষিদ্ধা-চরণ - এই উভয় চিত্তমলিনকারী বলিয়া তাহার আচরণ-দোষ এবং ঐ দোষের নিবর্ত্তক প্রায়শ্চিত্তকে গুণ বলা হইয়াছে। বিশুদ্ধসত্ত্ব জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তিগণের জ্ঞানাভ্যাসই সিদ্ধির কারণ বলিয়া উহা গুণ আর ভক্তিনিষ্ঠ জাতশ্রদ্ধ-গুণের কিন্তু পুনর্ব্বার শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিভক্তিই গুণ এবং তদুভয়ের স্বধর্ম্মনিষ্ঠাত্যাগ ও পরধর্ম্মপ্রসক্তি দোষদ্বয়ের কথা উক্ত হইয়াছে। জ্ঞানী ও ভক্তের পাপপ্রবৃত্তি নাই বলিয়া উভয়ের প্রায়শ্চিত্ত কৃত্যই নহে। তন্মধ্যে জ্ঞানী সাত্ত্বিক বলিয়া তাহাতে দোষের সম্ভাবনা আছে কিন্তু ভক্ত নির্গুণ বলিয়া দৈবাৎ পাপপ্রবৃত্তিতেও দোষদর্শন নিষেধ।

এই অধ্যায়ে যাহারা সিদ্ধও নহে অর্থাৎ যাহাদের বৈরাগ্য বা শ্রদ্ধা জন্মে নাই, সাধকও নয় অর্থাৎ যাহারা নিষ্কামও নয় কিন্তু কেবল কাম্যকর্ম্মপ্রধান, তাহারা সকল দোষভাগী।১॥

কামান্ যঃ কাময়তে মন্যমানঃ স কামভির্জায়তে তত্র তত্র।
পর্য্যাপ্তকামস্য কৃতাত্মনস্তু ইহৈব সর্ব্বে প্রবিলীয়ন্তি কামাঃ॥
—শ্রুতি।

অর্থাৎ যাহার যেরূপ কামনা হৃদয়ে জাগরূক থাকে, মৃত্যুর পর তাহার সেইরূপ গতি ও ভোগলাভ হইয়া থাকে। যাঁহাদের কামনা নাই, তাঁহারাই মুক্তি লাভ করেন, সন্দেহ নাই।

অথ যো গৃহমেধীয়ান্ ধর্ম্মানেবাবসন্ গৃহে।
কামমর্থঞ্চ ধর্ম্মান্ স্বান্ দোগ্ধি ভূয়ঃ পিপর্ত্তি তান্॥
স চাপি ভগবদ্ধর্ম্মাৎ কামমূঢ় পরাঙ্মুখঃ।
যজতে ক্রতুভির্দেবান্ পিতৃংশ্চ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ॥ ভাঃ ৩।৩২।১-২

শ্রীকপিলদেব বলিলেন—মাতঃ, যে গৃহব্রত ব্যক্তি গৃহেই অবস্থান করিয়া গৃহমেধীয় ধর্ম্মসমূহ হইতে নিজের ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গ দোহন করিয়া পুনর্ব্বার সে সকল পূর্ণ করে, সে ব্যক্তি ভগবানের আরাধনারূপ আত্মধর্ম্ম হইতে বিমুখ। সেই ব্যক্তি কামমূঢ় ও কর্ম্মে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া বিবিধ যজ্ঞদ্বারা দেবতা ও পিতৃপুরুষগণের অর্চ্চনা করিয়া থাকে।

জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তির্ভুক্তির্যজ্ঞাদিপুণ্যতঃ।
সেয়ং সাধনসাহস্রৈর্হরিভক্তিঃ সুদুর্লভা॥ —তন্ত্রবচন।

অর্থাৎ জ্ঞানদ্বারা সহজে মুক্তি হয়, যজ্ঞাদি পুণ্যদ্বারা স্বর্গভোগাদি সুলভ হয়, কিন্তু সহস্র সহস্র সাধন করিলেও সহজে হরিভক্তি লাভ হয় না।

ভক্তিই সাক্ষাৎ ভগবৎ প্রাপিকা—

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥
ভাঃ ১১। ১৪।২০—অর্থ তথায় দ্রষ্টব্য॥ ১॥

স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
বিপর্য্যয়স্তু দোষঃ স্যাদুভয়োরেষ নিশ্চয়ঃ॥ ২॥

অন্বয়। স্বে স্বে অধিকারে (কামিত্ব-নিষ্কামিত্ব-বৈরাগ্য-শ্রদ্ধারূপৈঃ বিশেষণৈঃ যথাযোগ্যতয়া অধিক্রিয়-মাণে সম্বন্ধবিশেষে) যা নিষ্ঠা (স্থিতিঃ) সঃ গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ বিপর্য্যয়ঃ তু (পরাধিকারে নিষ্ঠা) তু দোষঃ স্যাৎ উভয়োঃ (গুণদোষয়োঃ) এষঃ নিশ্চয়ঃ (নির্ণয়ঃ)॥ ২॥

অনুবাদ। নিজ নিজ অধিকারে অবস্থানই গুণ এবং পরের অধিকারে অবস্থিতিই দোষ। ইহাই গুণ-দোষের স্বরূপ-নিশ্চয়॥ ২॥

বিশ্বনাথ। ননু ময়া কো গুণঃ কো দোষ ইতি ত্বং পৃষ্টবান্ চ মদ্ভক্তেষু গুণদোষদৃশির্দোষস্তদভাবো গুণ ইতি প্রভু ক্তং, তত্রাহমিদমাশঙ্কে যদি কশ্চিন্মৎকথাদৌ শ্রদ্ধালুঃ শুদ্ধভক্ত্যধিকারী প্রতিষ্ঠিতৈঃ কর্ম্মিভির্জ্ঞানিভির্বা যুক্ত্যা দৈবাদ্বশীকৃতস্তদনুগত এব সন্ ঔষধপানন্যায়েনারোচকমপি কর্ম্ম করোতি জ্ঞানং বাভ্যস্যতি তদা তস্মিন্ ভক্তে কিং গুণদোষদৃশির্দোষঃ কিং তদভাব এব গুণঃ। কিঞ্চ যদি কশ্চিদপ্রাপ্তমহৎকৃপত্বাত্তাবদজাতসম্যক্শ্রদ্ধঃ কর্ম্মী জ্ঞানী বা মদ্ভক্তোৎকর্ষং দৃষ্ট্বা তাদৃশনিজোৎকর্ষকামনয়ৈব

স্বাধিকারপ্রাপ্তানি কৃত্যানি ত্যক্ত্বা তদ্বদেব ভগবন্তং ভজন্নাত্মানং বৈষ্ণবত্বেন খ্যাপয়তি তদা তস্মিন্ দম্ভিনি জগদ্বঞ্চকে কিং গুণদৃষ্টিঃ কর্ত্তব্যা ন বেতি চেৎ সত্যং শৃণু তর্হি গুণদোষয়োর্লক্ষণমিত্যাহ—স্বে স্ব ইতি। জ্ঞানিনো জ্ঞান এব কর্ম্মিণঃ কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তত্রৈব নিষ্ঠা নিষ্ঠিতত্বং গুণঃ। কিন্তু তয়োঃ স্বতঃ ফলদানাসমর্থয়োর্ভক্তিমিশ্রত্বে-নৈবানুষ্ঠেয়ত্বম্। "নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতম্" ইত্যাদে-রন্যথা তু বৈফল্যমেব। শুদ্ধভক্তস্য তু ভক্তাবেব নিষ্ঠা গুণঃ তস্যাস্তু স্বত এব ফলদানসামর্থ্যাৎ কর্ম্মজ্ঞানাদ্যমিশ্রত্বে-নৈবানুষ্ঠেয়ত্বম্। "ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ" ইতি "ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যম্" ইত্যাদের্জ্ঞানাদিমিশ্রত্বে সতি তস্যাঃ শুদ্ধ-ভক্তিত্বাপগমঃ স্যাৎ। বিপর্য্যয়ঃ পরাধিকারে নিষ্ঠত্বং। উভয়োর্গুণদোষয়োঃ॥ ২॥

বঙ্গানুবাদ। আচ্ছা, আমি আপনাকে 'কি গুণ ও দোষই বা কি'?—এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম,আপনি প্রত্যুত্তর দিয়াছেন 'আমার ভক্তগণ মধ্যে গুণদোষ-দর্শন দোষ, তাহার অভাব গুণ', সেই সম্বন্ধে আমি আশঙ্কা করি যদি কেহ আপনার কথাদিতে শ্রদ্ধালু শুদ্ধভক্তির অধিকারী প্রতিষ্ঠিত কর্ম্মি বা জ্ঞানিগণের যুক্তিদ্বারা দৈবাৎ বশীকৃত ও তাঁহাদের অনুগত হইয়া ঔষধ পানের ন্যায় অরোচক হইলেও কর্ম্ম করেন বা জ্ঞান অভ্যাস করেন, তাহা হইলে সেই ভক্তের গুণদোষ-দর্শন দোষ না তাহার অভাব গুণ? আর যদি কেহ মহৎকৃপা না পাওয়ার জন্য ভক্তিতে তাহার সম্যক্ শ্রদ্ধা সঞ্জাত হয় নাই এমন কর্ম্মি বা জ্ঞানী ভক্তের শ্রেষ্ঠত্ব দেখিয়া সেইরূপ নিজের উৎকর্ষ কামনা করিয়া স্বীয় অধিকারপ্রাপ্ত কৃত্যসমূহ ত্যাগকরতঃ তাঁহার ন্যায় ভগবানের ভজন করিতে করিতে আপনাকে বৈষ্ণব বলিয়া খ্যাপন করে, তাহা হইলে সেই দম্ভশালী জগদ্বঞ্চকের কি গুণদর্শন করিতে হইবে, না, হইবে না? এই যদি প্রশ্ন হয়, তবে সত্য শ্রবণ কর, তাই গুণদোষের লক্ষণ বলিতেছেন। জ্ঞানীর জ্ঞানেই ও কর্ম্মীর কর্ম্মেই অধিকার, তাহাতেই নিষ্ঠা অর্থাৎ নিষ্ঠিতত্ব গুণ; কিন্তু উহারা (জ্ঞান, কর্ম্ম) স্বতঃ ফলদানে অসমর্থ বলিয়া ভক্তির সহিত মিশ্র করিয়া অনুষ্ঠান করিতে হইবে। অন্যথা 'অচ্যুত—ভাববর্জ্জিত নৈষ্কর্ম্ম্যও' (ভাঃ ১।৫।১২) ইত্যাদি বিফল হইয়া যায়। কিন্তু শুদ্ধভক্তের ভক্তিতেই নিষ্ঠা গুণ, যেহেতু ভক্তিস্বতঃই ফলদানে সমর্থ, কর্ম্ম-জ্ঞানাদির সহিত মিশ্রভাবে অনুষ্ঠান করা উচিত নয়। যিনি সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমার ভজন করেন (ভাঃ ১১।১১।৩২) ও "জ্ঞানও নয়, বৈরাগ্যও নয়" (ভাঃ ১১।২০।৩১) ইত্যাদি অনুসারে জ্ঞানাদি মিশ্র হইলে উহার শুদ্ধভক্তিত্ব অপগত হয়। বিপর্য্যয় অর্থাৎ পরাধিকারে নিষ্ঠা, উভয়ের অর্থাৎ গুণ ও দোষের॥ ২॥

অনুদর্শিনী। গুণ ও দোষ বিচারে দেখা যায় যে নিজ নিজ অধিকারে ঐকান্তিকতা বা নিষ্ঠাই গুণ এবং চাঞ্চল্যবশতঃ অপরের অধিকারে ধাবমান হইয়া নিজাধিকারে নিষ্ঠাত্যাগই দোষ। অর্থাৎ কর্ম্মীর কর্ম্মে, জ্ঞানীর জ্ঞানে নিষ্ঠাই গুণ এবং কর্ম্মীর জ্ঞানে ও জ্ঞানীর কর্ম্মে নিষ্ঠাই দোষ। কিন্তু ভক্তির সাহায্য ব্যতীত কর্ম্ম ও জ্ঞান স্ব স্ব ফলদানে অসমর্থ বলিয়া কর্ম্মী ও জ্ঞানীর ভক্তিতে নিষ্ঠা, কর্ম্ম ও জ্ঞানে নিষ্ঠাচ্যুতি হয় বলিয়া উহা উভয়ের পক্ষে দোষ ত নহেই বরং ভক্তিরহিত কর্ম্ম ও জ্ঞাননিষ্ঠা হইতে অধিক গুণই। আর সর্ব্বনিরপেক্ষা এবং সর্ব্ব-সাধিকা ভক্তিতে নিষ্ঠাই ভক্তের গুণ বরং ভক্তের কর্ম্ম ও জ্ঞান-নিষ্ঠায় ভক্তি নিষ্ঠাচ্যুতি ত' হয়ই পরন্তু শুদ্ধভক্তিত্ব থাকে না।

ভক্তিরহিত কর্ম্ম ও জ্ঞান ফলদানে অসমর্থ—

'ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞান॥'
'এই সব সাধনের অতি তুচ্ছ বল।
কৃষ্ণভক্তি বিনা তাহা দিতে নারে ফল॥
কেবলজ্ঞান মুক্তি দিতে নারে ভক্তি বিনা।
কৃষ্ণোন্মুখে সেই মুক্তি হয় জ্ঞান বিনা॥'—
চৈঃ চঃ মঃ ২২ পঃ

শুদ্ধভক্তের ভক্তিতেই নিষ্ঠা—

ন ধনং ন জনং সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥

হে জগদীশ, আমি ধন, জন বা সুন্দরী কবিতা, কামনা

করি না; আমি এই কামনা করি যে, জন্মে জন্মে আপনাতেই আমার অহৈতুকী ভক্তি হউক। শিক্ষাষ্টক ৪ শ্লো।

ধন, জন নাহি মাগোঁ কবিতা সুন্দরী।
শুদ্ধভক্তি দেহ মোরে কৃষ্ণ কৃপা করি ॥ চৈঃ চঃ অঃ ২০ পঃ

নাহং বন্দে পদকমলয়োর্দ্বন্দ্বমদ্বন্দ্বহেতোঃ।
কুম্ভীপাকং গুরুমপি হরে নারকং নাপনেতুম্ ॥
রম্যারামামৃদুতনুলতানন্দনে নাভিরন্তুম্।
ভাবে ভাবে হৃদয়-ভবনে ভাবয়েয়ং ভবন্তম্ ॥
নাস্থাধর্ম্মে ন বসুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে।
যদ্ যদ্ ভব্যম্ ভবতু ভগবন্ পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপম্ ॥
এতৎ প্রার্থ্যম্ মম বহুমতং জন্মজন্মান্তরেঽপি।
ত্বৎপাদাম্ভোরুহযুগগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু ॥

শ্রীকুলশেখরকৃত স্তোত্র।

হে হরে, সংসারে বিবাদ দূর হইয়া শান্তি লাভ হউক এইজন্য আমি আপনাকে বন্দনা করি না, কুম্ভীপাক নামক গুরুতর নরকে পতিত না হইবার জন্যও নহে, নন্দনকাননে সুন্দরীরমণীসহ বিলাসের জন্য নহে, কিন্তু হৃদয়-ভবনে ভাবে ভাবে আপনাকে ভাবনা করি। বর্ণাশ্রমধর্ম্মে, অর্থে এবং কামভোগে আমার আস্থা বা বিশ্বাস নাই। পূর্ব্ব-কর্ম্মানুসারে আমার ভাগ্যে যাহা যাহা হইবার হউক, কিন্তু ইহাই আমার প্রার্থনা জন্মজন্মান্তরে আপনার পাদপদ্মযুগলগতা নিশ্চলা ভক্তি হউক।

প্রায়োপবেশনে সমুপবিষ্ট স্বয়ং পরীক্ষিৎ মহারাজেরই উক্তি—

"পুনশ্চ ভূয়াদ্ভগবত্যনন্তে
রতিঃ প্রসঙ্গশ্চ তদাশ্রয়েষু।" ভাঃ ১।১৯।১৬

অর্থাৎ আর যদি কখনও জন্মগ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে যেন আমার জন্মে জন্মেই সেই অনন্ত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে রতি ও তাঁহার চরণাশ্রিত সাধুগণের সঙ্গ হয়।

ভক্তির স্বতঃই ফলদান-সামর্থ্য—

"সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল"।

চৈঃ চঃ মঃ ২৪ পঃ।

অধিক কি?—

হরিভক্তিমহাদেব্যাঃ সর্ব্বা মুক্ত্যাদিসিদ্ধয়ঃ।
ভুক্তয়শ্চাদ্ভুতাস্তস্যাশ্চেটিকাবদনুব্রতাঃ ॥

নারদপঞ্চরাত্র।

অর্থাৎ মুক্তি-আদি সিদ্ধি-সকল এবং অদ্ভুত ভুক্তি-সকল হরিভক্তি মহাদেবীর দাসীবৎ অনুব্রত।

শুদ্ধভক্তির স্বরূপ—

সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎ-পরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে ॥

নারদপঞ্চরাত্র।

অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারা হৃষীকেশ সেবনের নাম ভক্তি। তাদৃশ ভক্তি ঔপাধিক অর্থাৎ দেহ ও মনোধর্ম্মের ব্যবধান-রহিত, কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টাপর এবং নির্ম্মল অর্থাৎ জ্ঞান কর্ম্মরূপ আবিলতা দ্বারা আচ্ছন্ন নহে।

শুদ্ধভক্তির লক্ষণ—

অন্য-বাঞ্ছা, অন্যপূজা ছাড়ি' জ্ঞান, কর্ম্ম।
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন ॥

চৈঃ চঃ মঃ ১৯ পঃ।

অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥

ভাঃ ৩।২৯।১২

শ্রীকপিলদেব বলিলেন—পুরুষোত্তমস্বরূপ আমাতে সেই ভক্তি অহৈতুকী ও অব্যবহিতা। সুতরাং কর্ম্ম-জ্ঞানাদিমিশ্রভক্তি শুদ্ধভক্তি নহে ॥২॥

শুদ্ধ্যশুদ্ধী বিধীয়েতে সমানেষ্বপি বস্তুষু।
দ্রব্যস্য বিচিকিৎসার্থং গুণদোষৌ শুভাশুভৌ।
ধর্ম্মার্থং ব্যবহারার্থং যাত্রার্থমিতি চানঘ ॥৩॥

অন্বয়। (হে) অনঘ, দ্রব্যস্য বিচিকিৎসার্থং (যোগ্যম্ অযোগ্যং বা ইতি সন্দেহদ্বারা স্বাভাবিক-প্রবৃত্তি প্রতিবন্ধনার্থং) সমানেষু অপি বস্তুষু ধর্ম্মার্থং শুদ্ধ্য-শুদ্ধী (যোগ্যত্বাযোগ্যত্বে) ব্যবহারার্থং গুণদোষৌ (তন্নিমিত্তোপাদেয়ত্বানুপাদেয়ত্বে) যাত্রার্থং (প্রাণ-রক্ষার্থং) শুভাশুভৌ (তন্নিমিত্তাবর্ধানর্থে) বিধীয়তে ॥৩॥

অনুবাদ। হে নিষ্পাপ উদ্ধব, ইহা যোগ্য কি অযোগ্য এইরূপ সন্দেহ দ্বারা দ্রব্যবিশেষের সম্বন্ধে স্বাভাবিক প্রবৃত্তির প্রতিবন্ধের জন্য সমজাতীয় দ্রব্যসকলেরও ধর্ম্মার্থ শুদ্ধি ও অশুদ্ধি. ব্যবহারার্থ গুণ ও দোষ এবং দেহরক্ষার্থ শুভ ও অশুভ—এই প্রকার বিহিত হইয়াছে ॥৩॥

বিশ্বনাথ। কিঞ্চ। গুণদোষয়োঃ প্রপঞ্চো মহানেব তমহং বিবৃণোমি শৃণ্বিত্যাহ শুদ্ধ্যশুদ্ধী ইতি,—দ্রব্যস্ত বিচিকিৎসা ইদং যোগ্যমযোগ্যং বেতি সন্দেহস্তন্নিবর্ত্তনার্থং। মশকার্থো ধূম ইতিবৎ। সমানেষু উত্তরশ্লোকে বক্ষ্যমানেষু ভূম্যাদিষু অতএব শাকমূলফলাদিষপি বাস্তুক শাকঃ শুদ্ধঃ কলম্বীশাকোঽশুদ্ধঃ ইত্যেবং গুণদোষৌ শুভাশুভৌ বিধীয়েতে। তত্র ধর্ম্মার্থং শুদ্ধ্যশুদ্ধী। শুদ্ধেন ধর্ম্মঃ অশুদ্ধেনাধর্ম্ম ইতি। ব্যবহারার্থং গুণদোষৌ। অশুদ্ধত্বেঽপি শিষ্টানাং ব্যবহার দর্শনাদ্‌গুণঃ। শুদ্ধত্বেঽপি তদদর্শনাদ্দোষঃ। যাত্রার্থং শুভাশুভৌ। অসৎপ্রতিগ্রহাদের্দোষত্বেঽপি আপৎসু শরীরনির্ব্বাহমাত্রোপাদানং শুভমেবাধিকোপাদানন্ত্বশুভং পাপমেব ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। আর গুণদোষের বিস্তার মহান্‌, আমি তাহা বিবৃত করিতেছি, শ্রবণ কর। দ্রব্যের বিচিকিৎসা অর্থাৎ এইটী যোগ্য, না, অযোগ্য এই সন্দেহ নিবৃত্তির নিমিত্ত ('মশকজন্য ধূম' এইরূপ নিবৃত্তি অর্থে)। সমান—পরবর্ত্তী ৫ম শ্লোকে যেগুলি বলা হইবে, সেই ভূমি প্রভৃতিতে, অতএব শাকমূল ফলাদিতেও যেমন বাস্তুক শাক শুদ্ধ, কলম্বীশাক অশুদ্ধ এইরূপ গুণদোষ শুভাশুভের বিধান করা হয়। তাহার মধ্যে শুদ্ধ্যশুদ্ধি—শুদ্ধ দ্বারা ধর্ম্ম ও অশুদ্ধ দ্বারা অধর্ম্ম—এই ব্যবহারজন্য গুণ ও দোষ, অশুদ্ধ হইলেও শিষ্টগণের ব্যবহারদর্শনহেতু গুণ, তাহার অদর্শনহেতু দোষ, যাত্রানিমিত্ত শুভাশুভ—অসৎপ্রতিগ্রহে দোষ থাকিলেও আপৎকালে শরীর নির্ব্বাহমাত্র উপাদান শুভ, কিন্তু অধিক উপাদান অশুভ পাপ ॥৩॥

অনুদর্শিনী। পরমার্থের পদ্ধতিতে পদার্থসম্বন্ধে দোষ বা গুণের নির্ণয় করা অতীব দুরূহ। কারণ প্রকৃতিসম্বন্ধে সমস্তই উৎপন্ন এবং কার্য্যরূপে সকলেই সমান। 'পঞ্চভূতাত্মকত্বেন সমতা সর্ব্ববস্তুষু'—বৈশিষ্ট্যে। তথাপি তাহার দোষ ও গুণ বা শুদ্ধি ও অশুদ্ধি কেবল উপকারিতা বা অনুপকারিতার পরিচয়ে মাত্র। যেমন মশক নিবারণার্থ ধূম উপকারী, অথচ শ্বাসরোগের পক্ষে নিতান্তই অপকারী। অতএব মশক নিবারণরূপ প্রয়োজনে ধূমের গুণ এবং শ্বাসরোগে তাহার দোষ। বস্তুনিষ্ঠ গুণ বা দোষের স্বীকার করা নিতান্তই অসম্ভব, ব্যবহারনিষ্ঠ গুণ ও দোষ শুদ্ধি ও অশুদ্ধি বস্তুতে আরোপ করা হয় মাত্র। যাহার দ্বারা ধর্ম্মের সঞ্চয় হয়, তাহাকে শুদ্ধ এবং যদ্দ্বারা ধর্ম্মবিলুপ্ত হইয়া অধর্ম্মের উদয় হয়, তাহাই অশুদ্ধ। ব্যবহারের অনুরোধে গোচর্ম্ম অশুদ্ধ হইলেও চর্ম্ম পাদুকা ব্যবহারোপলক্ষে বিশুদ্ধ। আবার শুদ্ধ পরিধেয় বস্ত্র যদি পরিধান করিবার অল্প পরেই পরিত্যাগ করা হয় তখনই তাহা অশুদ্ধ, ধৌত না করিয়া পরিধান করিলে দেবকার্য্যে শুদ্ধ হয় না। আপৎকালে শরীরযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য অপবিত্র দ্রব্যকেও শুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়, অন্য সময়ে উহা অশুদ্ধ ॥ ৩ ॥

দর্শিতোঽয়ং ময়াচারো ধর্ম্মমুদ্বহতাং ধুরম্ ॥৪॥

অন্বয়। ময়া (মন্বাদিরূপেণ) ধর্ম্মং (ধর্ম্মরূপাং) ধুরং (ভারং) উদ্বহতাং (কর্ম্মজড়ানাং) অয়ম্ আচারঃ দর্শিতঃ ॥৪॥

অনুবাদ। ধর্ম্মরূপ ভারবহনকারী মানবগণের জন্য আমি মনু প্রভৃতিরূপে এই আচার নির্ণয় করিয়াছি ॥৪॥

বিশ্বনাথ। এবং ধর্ম্মরূপাং ধুরং ভারং উদ্বহতাং জনানাং ময়া মন্বাদিরূপেণ অয়মাচারো দর্শিতঃ ॥৪॥

বঙ্গানুবাদ। এইরূপ ধর্ম্মরূপ ধুর ভার বহনকারী জনগণের এই আচার আমি মনু প্রভৃতিরূপে প্রদর্শন করিয়াছি ॥৪॥

অনুদর্শিনী। ভারবাহী—গর্দ্দভ, অজ্ঞ। গর্দ্দভ দ্রব্যের ভার বহণ করে মাত্র কিন্তু দ্রব্যবিষয়ক জ্ঞান তাহার নাই; তদ্রূপ যাহারা ধর্ম্মযাজনের মূল প্রয়োজন না বুঝিয়া বাহ্য আচারাদিতে নিষ্ঠাবান্ থাকিয়া শুদ্ধ্যশুদ্ধি,

শুভাশুভ ও গুণদোষ-বিচারপরায়ণ তাহারাই ভারবাহী বা কর্ম্মজড়। কেননা, 'দ্বৈতে ভদ্রাভদ্রজ্ঞান—সব মনোধর্ম্ম। এই ভাল, এই মন্দ, এই সব ভ্রম॥'—চৈঃ চঃ অঃ ৪ পঃ ॥৪॥

——

ভূম্যম্ব্গ্ন্যনিলাকাশা ভূতানাং পঞ্চ ধাতবঃ।
আব্রহ্মস্থাবরাদীনাং শারীরা আত্মসংযুতাঃ ॥৫॥

অন্বয়। ভূম্যম্ব্গ্ন্যনিলাকাশাঃ (ভূমিঃ অম্বু অগ্নিঃ অনিলঃ আকাশঃ চ তে) পঞ্চ আব্রহ্মস্থাবরাদীনাং ভূতানাং (প্রাণিনাং) শারীরাঃ (শরীরারম্ভকাঃ) ধাতবঃ (ধারয়ন্তীতি ধাতবঃ কারণানি) আত্মসংযুতাঃ ॥৫॥

অনুবাদ। ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ—এই পাঁচটী ব্রহ্মা হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত প্রাণিমাত্রের শরীর উৎপত্তির কারণরূপে উক্ত হইয়াছে এবং উহারা সকলেই পরমাত্মবস্তুর সহিত সম্বন্ধযুক্ত ॥৫॥

বিশ্বনাথ। "গুণদোষভিদা দৃষ্টির্নিগমাত্তেন হি স্বতঃ" ইতি যত্ত্বয়োক্তং তৎ সত্যমেব, কিন্তু নিগমো হি লোকোপকারক এবেত্যাহ,—ভূমীতি দ্বাভ্যাম্। ধারয়ন্তীতি ধাতবো ভূম্যাদয়ঃ। এতে আব্রহ্মস্থাবরাদীনাং শরীরাঃ শরীরারম্ভকা ইতি দেহতঃ সাম্যমুক্তং আত্মতোঽপ্যাহ,—আত্মেতি ॥৫॥

বঙ্গানুবাদ। তুমি যে বলিয়াছ—(ভাঃ ১১।২০।৫) "গুণদোষদৃষ্টি আপনার বেদশাস্ত্র হইতেই প্রবর্ত্তিত হয়", তাহা সত্যই, কিন্তু বেদ নিশ্চয় লোকোপকারকই। 'ধারণ করে'—এই অর্থে ধাতু ভূম্যাদি ইহারা অর্থাৎ আব্রহ্মস্থাবরাদি শরীর অর্থাৎ শরীর-আরম্ভক। দেহবিষয়ে সাম্য কথিত হইল আত্মবিষয়েও ॥৫॥

অনুদর্শিনী। শাস্ত্রবর্ণিত শুদ্ধ ও অশুদ্ধ, শুভ বা অশুভ বলিয়া কোন বস্তুতে অভিনিবেশ অর্থাৎ আসক্তি বা বিরক্তির প্রয়োজন নাই। কারণ বস্তুর শুদ্ধাশুদ্ধ বা শুভাশুভ শরীর সম্বন্ধে নির্ভর করে। সেই শরীর পঞ্চভূতাত্মক। সুতরাং সর্ব্বদেহ সম বলিয়া জীবসকল দেহ-বিচারে সম ॥৫॥

বেদেন নামরূপাণি বিষমাণি সমেষ্বপি।
ধাতুষূদ্ধব কল্প্যন্ত এতেষাং স্বার্থসিদ্ধয়ে ॥৬॥

অন্বয়। (হে) উদ্ধব, এতেষাং (প্রাণিনাং) স্বার্থসিদ্ধয়ে (প্রবৃত্তিনিয়মদ্বারা ধর্ম্মাদিপুরুষার্থসিদ্ধয়ে) সমেষু অপি ধাতুষু (দেহেষু) বেদেন বিষমাণি নামরূপাণি (বর্ণাশ্রমাদীনি) কল্প্যন্তে ॥৬॥

অনুবাদ। হে উদ্ধব, এই সকল প্রাণীর ধর্ম্মাদি পুরুষার্থসিদ্ধির নিমিত্ত সম দেহসমূহের বেদ কর্ত্তৃক বিভিন্ন নাম ও রূপ কল্পিত হইয়াছে ॥৬॥

বিশ্বনাথ। ধাতুষু দেহেষু সমেষ্বপি নামরূপাণি বাচকবাচ্যানি ব্রাহ্মণোঽয়মিতি ব্রহ্মচার্য্যয়মিতি তাম্বূলিক-তৈলিকাদিরয়মিতি বর্ণাশ্রমাদিনিবন্ধনানি। কল্পনায়াং প্রয়োজনমাহ।—এতেষাং প্রাণিনাং স্বার্থসিদ্ধয়ে প্রবৃত্তি-নিয়মদ্বারা ধর্ম্মাদিষু পুরুষার্থসিদ্ধয়ে ॥৬॥

বঙ্গানুবাদ। ধাতু—দেহসমূহে উহারা সম হইলেও, নামরূপ, বাচক বাচ্য, ইনি ব্রাহ্মণ, ইনি ব্রহ্মচারী, তাম্বূলিক, তৈলিক প্রভৃতি বর্ণাশ্রমাদিনিবন্ধন। কল্পনায় প্রয়োজন বলিতেছেন—এই সকল প্রাণীর স্বার্থসিদ্ধিনিমিত্ত অর্থাৎ প্রবৃত্তিনিয়মদ্বারা ধর্ম্মাদিবিষয়ে পুরুষার্থসিদ্ধি-নিমিত্ত ॥৬॥

অনুদর্শিনী। আর আত্মবিচারে দেখা যায় যে, পূর্ব্বশ্লোকোক্ত সকল জীবের তুল্য ভৌতিকদেহে আত্মা সংযুক্ত হইলেও দেহসকলের গুণাধিক্য হয় না; তবুও নিজ নিজ অধিকারানুরূপ ধর্ম্মকর্ম্মাদিতে প্রবৃত্ত থাকিলে জীবগণের ধর্ম্মাদি সিদ্ধ হইবে এবং তদ্দ্বারা প্রবৃত্তি সঙ্কুচিত হইয়া ক্রমে মোক্ষও লাভ হইবে বলিয়া পরোপকারক বেদ সমদেহসমূহেও বিভিন্ন নাম-রূপাদিদ্বারা বর্ণাশ্রমাদিবিভাগ করিয়াছেন ॥৬॥

——

দেশকালাদিভাবানাং বস্তূনাং মম সত্তম।
গুণদোষৌ বিধীয়েতে নিয়মার্থং হি কর্ম্মণাম্ ॥৭॥

অন্বয়। (হে) সত্তম, (সাধুশ্রেষ্ঠ উদ্ধব,) কর্ম্মণাং নিয়মার্থং (সঙ্কোচার্থং) হি (এব) দেশকালাদিভাবানাং

(দেশকালাদয়ঃ যে ভাবাঃ পদার্থাঃ তেষাং) বস্তূনাম্ (উপাদেয়ানাং ব্রীহ্যাদীনামপি) গুণদোষৌ মম (ময়া) বিধীয়েতে ॥৭॥

অনুবাদ। হে সত্তম, কর্ম্মসমূহের সঙ্কোচনিমিত্তই আমাকর্ত্তৃক দেশকালাদি পদার্থ এবং ব্রীহি প্রভৃতি বস্তু-সকলের গুণও দোষ বিহিত হইয়াছে।

বিশ্বনাথ। ন কেবলং দেহেম্বেব অপিতু দেশকাল-ফলনিমিত্তাদিষপি ইত্যাহ,—দেশকালাদয়ো যে ভাবাঃ পদার্থাস্তেষাং তৎসম্বন্ধিনাং বস্তূনাং ব্রীহ্যাদীনামপি মম ময়া নিয়মার্থং সঙ্কোচনার্থমিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। কেবল দেহসমূহে নয়, দেশকাল-ফলনিমিত্তাদিতেও—তাই বলিতেছেন। দেশকালাদি যে ভাব বা পদার্থ, তাহাদের অর্থাৎ তৎসম্বন্ধিবস্তুসমূহের, যেমন ব্রীহি আদি, তাহাদেরও আমাকর্ত্তৃক নিয়মার্থ বা সঙ্কোচন নিমিত্ত বিহিত ॥৭॥

অনুদর্শিনী। কোন দেশে কোন বস্তু গ্রহণে বিশেষ ফল পাওয়া যায়, আবার অন্যদেশে সেই বস্তু ব্যবহারে বিশেষ অনিষ্ট হইয়া থাকে। রোগকালে যে বস্তু উপাদেয় ও শুভ, সুস্থাবস্থায় তাহা হেয় ও অশুভ হইয়া থাকে। অতএব বৃত্তির সঙ্কোচার্থ বস্তু প্রভৃতিও শুদ্ধি বা অশুদ্ধির কারণ নিরূপিত হইয়াছে ॥৭॥

অকৃষ্ণসারো দেশানামব্রহ্মণ্যোঽশুচির্ভবেৎ।
কৃষ্ণসারোঽপ্যসৌবীরকীকটাসংস্কৃতেরিণম্ ॥ ৮ ॥

অন্বয়। দেশানাং (মধ্যে) অকৃষ্ণসারঃ (কৃষ্ণসার-হরিণরহিতঃ অশুচিঃ) অব্রহ্মণ্যঃ (ব্রাহ্মণভক্তিশূন্যঃ) অশুচিঃ (অত্যন্তমশুচিঃ) কৃষ্ণসারঃ অপি (কৃষ্ণেন মৃগেণ সারঃ শ্রেষ্ঠঃ যঃ সোঽপি) অসৌবীরকীকটাসংস্কৃতেরিণম্ (অসৌবীরঃ—সুবীরাঃ সৎপুরুষাঃ তদ্বান্ সৌবীরঃ তদ্বর্জ্জিতো যঃ, কীকটঃ অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গাদিঃ, অসংস্কৃতঃ সম্মার্জ্জনাদিশূন্যো ম্লেচ্ছবহুলো বা, ঈরিণম্ উষরম্ তৎ অশুচি ভবেৎ) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ। দেশসমূহের মধ্যে কৃষ্ণসারমৃগরহিত ও ব্রাহ্মণভক্তিরহিত দেশ এবং কৃষ্ণসার হরিণযুক্ত দেশ মধ্যেও সৌবীর দেশ ভিন্ন অঙ্গদেশ, কীকটদেশ, মার্জ্জনাদি-সংস্কারশূন্য, ম্লেচ্ছবহুলদেশ ও মরুদেশও অশুচি বলিয়া পরিগণিত হয় ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ। প্রথমং শুদ্ধ্যশুদ্ধী প্রপঞ্চয়তি, অকৃষ্ণসার ইত্যষ্টভিঃ। দেশানাং মধ্যে কৃষ্ণহরিণরহিতো দেশোঽ-শুচিঃ। তত্রাপি ন সন্তি ব্রহ্মণ্যা ব্রাহ্মণভক্তিমন্তো যত্র স তু অত্যন্তমশুচিঃ কৃষ্ণসারোঽপি কৃষ্ণেন মৃগেণ সারঃ শ্রেষ্ঠোঽপি অসৌবীরঃ কীকটশ্চ অসংস্কৃতো মার্জ্জনাদিশূন্যো ম্লেচ্ছাদিবহুলশ্চ ঈরণং উষরশ্চ তেষাং দ্বন্দ্বৈক্যম্। তৎ অশুচিঃ। সুবীরাণাং সৎপুরুষাণাং নিবাসঃ সৌবীরঃ অসৌবীরো যঃ কীকটো গয়াপ্রদেশঃ সোঽশুচিঃ। সৌবীরঃ সৎপাত্রযুক্তঃ কীকটোঽপি শুচিরিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। প্রথমে শুদ্ধি-অশুদ্ধি আটটী শ্লোকে বিস্তার করিতেছেন। দেশসমূহের মধ্যে কৃষ্ণহরিণরহিত দেশ অশুচি। তাহার মধ্যেও যেখানে ব্রহ্মণ্য বা ব্রাহ্মণে ভক্তিমান্ জনসমূহ নাই, সে দেশ অত্যন্ত অশুচি। কৃষ্ণসার অর্থাৎ কৃষ্ণমৃগজন্য সার বা শ্রেষ্ঠ দেশও সৌবীর ভিন্ন অঙ্গ, কীকট, অসংস্কৃত অর্থাৎ মার্জ্জনাদিশূন্য ম্লেচ্ছাদিবহুল ঈরণ অর্থাৎ উষর, এই সমস্ত দেশ অশুচি। সৌবীর—সুবীর বা সৎ-পুরুষগণের নিবাস। অসৌবীর যে কীকট বা গয়াদেশ সে অশুচি। সৌবীর বা সৎপাত্রযুক্ত কীকট দেশও শুচি—এই অর্থ।

অনুদর্শিনী। 'যস্মিন্ দেশে মৃগঃ কৃষ্ণস্তস্মিন্ ধর্ম্মান্ নিবোধত"—স্মৃতিঃ।

যে দেশে কৃষ্ণসার মৃগ বিচরণ করে, সে দেশ যজ্ঞভূমি বলিয়া শুচি; অতএব কৃষ্ণসারশূন্য দেশ অশুচি। আবার কৃষ্ণসার থাকা সত্ত্বেও যদি তথায় ব্রাহ্মণভক্ত লোক না থাকে, তবে সে দেশ অশুচি। অতএব কৃষ্ণসারশূন্য দেশে যদি ধার্ম্মিক লোকের বাস থাকে, তাহা হইলে সে দেশই শুচি।

স বৈ পুণ্যতমো দেশঃ সৎপাত্রং যত্র লভ্যতে।
ভাঃ ৭।১৪।২৭

শ্রীনারদ মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, যে দেশে বৈষ্ণব পাওয়া যায়, সেই দেশই পুণ্যতম। (সন্ সাধুশ্চাসৌ পাত্রঞ্চেতি সৎপাত্রং অর্থাৎ বৈষ্ণব) শ্রীল বিশ্বনাথ।

যেই দেশে যেই কুলে বৈষ্ণব 'অবতরে'।
তাহার প্রভাবে লক্ষ-যোজন নিস্তরে ॥

চৈঃ ভাঃ আঃ ২'অঃ

যত্র যত্র চ মদ্ভক্তাঃ প্রশান্তাঃ সমদর্শিনঃ।
সাধবঃ সমুদাচারাস্তে পূয়ন্তেঽপি কীকটাঃ ॥

ভাঃ ৭।১০।১৯

শ্রীনৃসিংহদেব বলিলেন—যেখানে যেখানে প্রশান্ত, সমদর্শী, সাধু, সদাচারযুক্ত আমার ভক্তগণ বাস করে, তথায় কীকটেরাও পবিত্র হয়।

এমন কি—যে স্থানে বৈষ্ণবগণ করেন বিজয়।
সেই স্থান হয় অতি পুণ্যতীর্থময় ॥ চৈঃ ভাঃ আঃ ২অঃ।

তাই—কৃষ্ণভক্ত পঞ্চপাণ্ডব অজ্ঞাত বনবাসকালে তাঁহারা যে দেশে শুভ বিজয় করেন নাই, লোকে 'পাণ্ডব-বর্জ্জিত স্থান' বলিয়া যে স্থানকে অশুচি বলেন।

যে যে দেশ গঙ্গা-হরিনাম-বিবর্জ্জিত।
যে-দেশে পাণ্ডব নাহি গেলা কদাচিৎ ॥

চৈঃ ভাঃ আঃ ২ অঃ।

যত্র যত্র হরেরর্চ্চা স দেশঃ শ্রেয়সাং পদম্।
যত্র গঙ্গাদয়ো নদ্যঃ পুরাণেষু চ বিশ্রুতাঃ ॥

ভাঃ ৭।১৪।২৯

অর্থাৎ যে স্থানে হরির প্রতিমা থাকে এবং যে স্থানে পুরাণপ্রসিদ্ধ গঙ্গাদি নদী বর্ত্তমান, সেই দেশ মঙ্গলের আশ্রয়।

উষরক্ষেত্র বা মরুভূমি অশুচি—দেবরাজ ইন্দ্র স্বীয় গুরু বিশ্বরূপকে হত্যা করেন। আত্মবিশুদ্ধির জন্য সেই ব্রহ্ম-হত্যারূপ পাপ ভূমি, জল, বৃক্ষ ও স্ত্রীগণের মধ্যে চারি-ভাগে ভাগ করিয়া দেন।

ভূমিস্তুরীয়ং জগ্রাহ খাতপূরবরেণ বৈ। ঈরিণং ব্রহ্মহত্যায়া রূপং ভূমৌ প্রদৃশ্যতে ॥ ভাঃ ৬।৯।৭।

অর্থাৎ ভূমিস্থিত খাত (গর্ত্ত) স্বতঃই পূরণ হইবে—ইন্দ্রের নিকট হইতে এই বর পাইয়া ভূমি ইন্দ্রকৃত ব্রহ্ম-হত্যা পাপের চতুর্থাংশ গ্রহণ করিল। অদ্যাবধি ঐ পাপ উষরভূমিরূপে দৃষ্ট হয়।

"এইরূপ পাপযুক্ত বলিয়াই উষরভূমিতে অধ্যয়নাদি শুভকর্ম্ম শাস্ত্রে নিষিদ্ধ আছে।' —শ্রীল বিশ্বনাথ।

এতৎ প্রসঙ্গে ভাঃ ৭।১৪।৩০-৩৩ শ্লোঃ আলোচ্য ॥৮॥

কর্ম্মণ্যো গুণবান্ কালো দ্রব্যতঃ স্বত এব বা।
যতো নিবর্ত্ততে কর্ম্ম স দোষোঽকর্ম্মকঃ স্মৃতঃ ॥৯॥

অন্বয়। দ্রব্যতঃ (দ্রব্যসংপত্ত্যা) স্বতঃ এব বা (পূর্ব্বাহ্লাদিঃ যঃ) কর্ম্মণ্যঃ (কর্ম্মার্হঃ সঃ) কালঃ (তস্মিন কর্ম্মণি) গুণবান্ (শুদ্ধঃ)। যতঃ (যস্মিন্ কালে দ্রব্যা-লাভেন বা রাষ্ট্রবিপ্লবাদীনা বা) কর্ম্ম নিবর্ত্ততে (যশ্চ সূতকাদৌ দশাহাদি লক্ষণঃ) অকর্ম্মকঃ (কর্ম্মানর্হঃ) স্মৃতঃ সঃ কালঃ দোষঃ (অশুদ্ধঃ) স্মৃতঃ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ। দ্রব্য লাভদ্বারা বা স্বভাবতঃ পূর্ব্বাহ্লাদি যে কর্ম্মযোগ্য কাল, তাহাই তৎকর্ম্মে শুদ্ধ। আর যে-কালে দ্রব্যের অলাভবশতঃ অথবা রাষ্ট্রবিপ্লবাদি নিবন্ধন বা অশৌচবশতঃ আরব্ধ-কর্ম্ম সমাপ্ত না হয়, সেই কাল কর্ম্মের অযোগ্যহেতু অশুদ্ধকাল জানিবে ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ। কালস্য শুদ্ধ্যশুদ্ধী দর্শয়তি। কর্ম্মণ্যঃ কর্ম্মার্হঃ কালো গুণবান্ শুদ্ধঃ। স চ কশ্চিৎ দ্রব্যতঃ মাংসাদিদ্রব্যলাভত এব তৎক্ষণে এব কর্ম্মার্হঃ। কশ্চিৎ স্বতোঽপি পূর্ব্বাহ্লাদিঃ। যতশ্চ কালাৎ সূতকাদিদোষেণ কর্ম্ম নিবর্ত্ততে স দোষঃ অশুদ্ধ ইত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। কালের শুদ্ধি অশুদ্ধি প্রদর্শন করিতেছেন। কর্ম্মণ্য বা কর্ম্মযোগ্য কাল গুণবান্ শুদ্ধ। কোনও কাল দ্রব্যতঃ বা মাংসাদি লাভ জন্য কেবল সেই সময়ই কর্ম্মার্হ। কোনও কাল আপনা হইতেই যেমন পূর্ব্বাহ্লাদি, যে কাল জন্য সূতকাদি দোষহেতু কর্ম্ম নিবৃত্ত হয়, সে দোষ অর্থাৎ অশুদ্ধ ॥৯॥

অনুদর্শিনী। দ্রব্য এবং সংস্কারঅনুসারে কালেরও শুদ্ধি ও অশুদ্ধি ঘটিয়া থাকে। যজ্ঞোপযুক্ত মাংস যদি অকস্মাৎ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তখন অপ্রশস্ত কালও যজ্ঞাদির উপযুক্ত অবসর বলিয়া স্বীকার করা হয়। বিশুদ্ধ তিথিতে কর্ম্মবিশেষ অনুষ্ঠান করিতে যাইয়া যদি কর্ত্তার পুত্রাদি জন্ম-সংবাদ শ্রুতিগোচর হয়, তখন সেই প্রশস্ত কালও তাহার পক্ষে অপ্রশস্ত ও অশুভ হয়। আবার জাত-পুত্রের নাড়ীছেদনের পূর্ব্বকাল দানকর্ম্মার্হ—"পুত্রে জাতে ব্যতীপাতে দত্তং ভবতি চাক্ষয়ম্।"—স্মৃতি।

পূর্ব্বাহ্লাদিকাল স্বতই জপাদি কর্ম্মার্হ।

অতএব ধর্ম্মানুষ্ঠানের উপযুক্ত কালই গুণবান্ বা শুভ, অন্য অকাল বা দোষাবহ বলিয়া স্বীকার্য্য।

এতৎ প্রসঙ্গে ভাঃ ৭।১৪।১৯-২৬ শ্লোঃ দ্রষ্টব্য ॥৯॥

দ্রব্যস্য শুদ্ধ্যশুদ্ধী চ দ্রব্যেণ বচনেন চ।
সংস্কারেণাথ কালেন মহত্ত্বাল্পতয়াঽথবা ॥ ১০ ॥

অন্বয়। দ্রব্যস্য (বস্ত্রাদেঃ) দ্রব্যেণ চ শুদ্ধ্যশুদ্ধী (তোয়াদিনা শুদ্ধিঃ মূত্রাদীনামশুদ্ধিঃ) বচনেন (শুদ্ধমশুদ্ধং বেতি সন্দেহে ব্রাহ্মণবচনেন শুদ্ধিরিতরেণাশুদ্ধিঃ) চ সংস্কারেণ (পুষ্পাদেঃ প্রোক্ষণাদিনা শুদ্ধিঃ অবঘ্রাণাদিনা অশুদ্ধিঃ) অথ কালেন (দশাহাদিনা নবোদকাদেঃ শুদ্ধিঃ বিপরীতেনাশুদ্ধিঃ) অথবা মহত্ত্বাল্পতয়া (অন্ত্যজাদ্যুপহতানাং তড়াগাদ্যুদকানাং মহত্ত্বাল্পত্বাভ্যাং শুদ্ধ্যশুদ্ধী) ॥১০॥

অনুবাদ। বস্ত্রাদি দ্রব্যের জলাদিদ্বারাই শুদ্ধি, মূত্রাদি দ্বারাই অশুদ্ধি। "শুদ্ধ কি অশুদ্ধ" এইরূপ সন্দেহ-স্থলে ব্রাহ্মণের বাক্যে শুদ্ধি, অন্যথা অশুদ্ধি। প্রোক্ষণাদি-দ্বারা পুষ্পাদির শুদ্ধি এবং ঘ্রাণাদি দ্বারা অশুদ্ধি। দশাহাদি-কালে নবোদকাদির শুদ্ধি এবং পর্য্যুষিত অন্নাদির অশুদ্ধি এবং অন্ত্যজাদিস্পৃষ্ট বৃহৎ তড়াগাদির শুদ্ধি এবং ক্ষুদ্র কূপাদির অশুদ্ধি ॥১০॥

বিশ্বনাথ। দেশকালদিভাবানাং বস্তূনামিতি প্রক্রান্তং তত্র বস্তুশব্দোপাত্তানাং দ্রব্যাণাং শুদ্ধ্যশুদ্ধী দর্শয়তি, দ্রব্যস্যেতি চতুর্ভিঃ। পাত্রাদীনাং দ্রব্যেণ তোয়াদিনা শুদ্ধিঃ মূত্রাদিনাশুদ্ধিঃ। বচনেনেদং শুদ্ধমশুদ্ধং বেতি সন্দেহে শুদ্ধমিত্যেবং ব্রাহ্মণবচনেন শুদ্ধিস্তথৈবাশুদ্ধমিতি বচনেনাশুদ্ধিশ্চ। সংস্কারেণ প্রোক্ষণাদিনা পুষ্পাদেঃ শুদ্ধিঃ অবঘ্রাণাদিনাশুদ্ধিঃ। কালেন দশাহাদিনা নবোদকাদিনা শুদ্ধির্বিপরীতেনাশুদ্ধিঃ। অন্ত্যজাদ্যুপহতানাং তড়াগাদ্যুদকানাং মহত্ত্বাল্পত্বাভ্যাং শুদ্ধ্যশুদ্ধী ॥ ১০ ॥

বঙ্গানুবাদ। দেশকালাদিভাব বস্তুসমূহের (ভাঃ ১১।২১।৭)—এইরূপ আরম্ভ হইয়াছে। তন্মধ্যে বস্তু শব্দ গৃহীত দ্রব্যসমূহের শুদ্ধি অশুদ্ধি চারিশ্লোকে প্রদর্শন করিতেছেন। পাত্রসমূহের দ্রব্য অর্থাৎ জলাদিদ্বারা শুদ্ধি, মূত্রাদিদ্বারা অশুদ্ধি। বচনদ্বারা—ইহা শুদ্ধ বা অশুদ্ধ এই সন্দেহে শুদ্ধ—এই প্রকার ব্রাহ্মণবচন শুদ্ধি ও সেইরূপই অশুদ্ধ—এই বচনদ্বারা অশুদ্ধি। সংস্কার দ্বারা—প্রোক্ষণাদি দ্বারা পুষ্পাদির শুদ্ধি, অবঘ্রাণাদিদ্বারা অশুদ্ধি। কালদ্বারা—দশাহাদিদ্বারা নবোদকাদিদ্বারা শুদ্ধি, তদ্বিপরীতদ্বারা অশুদ্ধি। অন্ত্যজাদিস্পৃষ্ট তড়াগাদির উদকের মহত্ত্ব ও অল্পত্বহেতু শুদ্ধি ও অশুদ্ধি ॥ ১০ ॥

অনুদর্শিনী। দ্রব্যের দ্বারা, বচনদ্বারা, সংস্কারদ্বারা কালদ্বারা এবং দ্রব্যের অল্প ও অধিক এই পরিমাণভেদে শুদ্ধি ও অশুদ্ধির বিধান হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

শক্ত্যাশক্ত্যাথবা বুদ্ধ্যা সমৃদ্ধ্যা চ যদাত্মনে।
অঘং কুর্ব্বন্তি হি যথা দেশাবস্থানুসারতঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়। শক্ত্যা অশক্ত্যা (সূর্য্যোপরাগাদিস্নতকান্নাদেঃ শক্তান্ প্রত্যশুদ্ধিঃ অশক্তান্ প্রতি শুদ্ধিঃ) অথবা বুদ্ধ্যা (পুত্রজন্মাদৌ দশাহাবহির্জ্ঞানেন শুদ্ধিঃ অন্তর্জ্ঞানেন অশুদ্ধিঃ) সমৃদ্ধ্যা চ (জীর্ণমলবদ্বস্ত্রাদেঃ সমৃদ্ধং প্রত্যশুদ্ধিঃ দরিদ্রং প্রতি শুদ্ধিঃ কিঞ্চ এতে চ দ্রব্যবচনাদয়ো দ্রব্যাশুদ্ধি দ্বারা) আত্মনে যৎ অঘং (পাপং) কুর্ব্বন্তি (তৎ) দেশাবস্থানুসারতঃ হি (এব) যথা (যথাবৎ) কুর্ব্বন্তি (ন সর্ব্বতঃ, তথাহি নির্ভয় এব দেশে কুর্ব্বন্তি ন তু চৌরভাকুলে তথা রোগাদিব্যতিরিক্তযুবাদ্যবস্থায়ামেব কুর্ব্বন্তি ন বাল্যরোগাদ্যবস্থায়ামিতি) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ। শক্তি বা অশক্তি অনুসারে—সমর্থ ব্যক্তির পক্ষে সূর্য্যোপরাগ বা সূতকান্নাদি অশুদ্ধ, অসমর্থ পুরুষের পক্ষে শুদ্ধ। বুদ্ধি অনুসারে—পুত্রজন্মাদিতে দশাহাদির বহির্জ্ঞানে শুদ্ধি আর তদন্তর্জ্ঞানে অশুদ্ধি। সমৃদ্ধি অনুসারে—জীর্ণ মলিন বস্ত্রাদি সমৃদ্ধব্যক্তির পক্ষে অশুদ্ধ আর দরিদ্র ব্যক্তির পক্ষে শুদ্ধ। এইরূপে দ্রব্যের অশুদ্ধিদ্বারা আত্মার যে পাপ উৎপাদন করে, তাহা দেশ, কাল ও অবস্থাভেদেই জানিতে হইবে ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ। পর্য্যুষিতান্নাদেঃ শক্তান্ প্রত্যশুদ্ধিঃ অশক্তান্ প্রতি শুদ্ধিঃ। বুদ্ধ্যা পুত্রজন্মাদৌ দশাহবহির্জ্ঞানেন শুদ্ধিঃ অন্তর্জ্ঞানেনাশুদ্ধিঃ সমৃদ্ধ্যা জীর্ণমলিনস্যূতবস্ত্রাদেঃ সমৃদ্ধং প্রত্যশুদ্ধিঃ দরিদ্রং প্রতি শুদ্ধিঃ। এতে চ দ্রব্যবচনাদয়ো যদাত্মনে জীবস্যেত্যর্থঃ। অঘং কুর্ব্বন্তি তদ্দেশাবস্থানুসারত এব যথা যথাবৎ। তথাহি নির্ভয় এব দেশে কুর্ব্বন্তি ন তু চৌরাদ্যাকুলে। নীরোগাবস্থস্য এব ন তু রোগাবস্থস্য। তথা তারুণ্যাবস্থস্য এব ন তু বাল্যবার্দ্ধক্যাবস্থস্য। তথা চ স্মৃতিঃ—"দেশং কালং তথাত্মানং দ্রব্যং দ্রব্যপ্রয়োজনম্। উপপত্তিমবস্থাঞ্চ জ্ঞাত্বা শৌচং প্রকল্পয়েৎ ॥" ইতি ॥ ১১ ॥

বঙ্গানুবাদ। পর্য্যুষিত অন্নাদির শক্ত পুরুষের প্রতি অশুদ্ধি, অশক্ত পুরুষের প্রতি শুদ্ধি। বুদ্ধিদ্বারা—পুত্রজন্মাদিতে দশাহের বহিঃ এই জ্ঞানে শুদ্ধি, তাহার অন্তর্গত, এই জ্ঞানে অশুদ্ধি। সমৃদ্ধিদ্বারা—জীর্ণ, মলিন স্যূত (সীবনীকৃত) বস্ত্রাদির সমৃদ্ধের প্রতি অশুদ্ধি, দরিদ্রের প্রতি শুদ্ধি। এই সমস্ত দ্রব্য বচনাদি আত্মা বা জীবের পক্ষে যে অঘ (পাপ) করে, তাহা দেশাবস্থানুসারতঃ, যেমন যেমন হয়। নির্ভয়দেশেই করিয়া থাকে, চৌরপ্রভৃতি পীড়িত দেশে নয়; নীরোগ অবস্থাতেই রোগাবস্থায় নয়, তারুণ্যাবস্থাতেই, বাল্য-বার্দ্ধক্যাবস্থায় নহে। (বোধায়ন) স্মৃতি সেইরূপ বলেন—'দেশ, কাল, আত্মা (পাত্র) দ্রব্য দ্রব্যপ্রয়োজন (দ্রব্যের আবশ্যকতা), উপপত্তি (ফল) ও অবস্থা জানিয়া শৌচ পরিকল্পনা করিবে' ॥ ১১ ॥

অনুদর্শিনী। পুত্রের জন্ম হইলেও পিতা যদবধি তাহা শ্রবণ না করিবেন, তদবধি তাঁহার অশৌচ হইবে না। দশদিনের পর শ্রবণেও অশৌচ নাই।

দেশ—দস্যুবল দেশে তাহাদিগের অত্যাচারে গৃহস্থগণের পবিত্রতা বজায় রাখা কষ্টকর বলিয়া সে দেশের অবস্থায় শৌচ পরিকল্পনা চলিতে পারে না বলিয়া দস্যুশূন্য নির্ভয় দেশ বলা হইয়াছে।

দ্রব্য প্রয়োজন—দ্রব্যের আবশ্যকতা যুক্তিতে শুদ্ধি বিবাহাদিকালে পকান্ন-ভোজনের সত্ত্ব প্রয়োজন হইলে সেই পরিমাণ অন্ন উঠাইয়া লইলেও অবশিষ্ট অন্ন সংস্কারযোগ্যই থাকিবে।

পুস্তকাদি জল ও অগ্নিতাপে শুদ্ধ করিতে গেলে সমূলে বস্তু নষ্ট হয় বলিয়া কেবলমাত্র প্রোক্ষণেই শুদ্ধ হইবে।

আত্মা—পাত্র। সুস্থ ও তরুণাবস্থায় সূতিকাদিতে অশুচি কিন্তু সেই গৃহে বালক, বৃদ্ধ ও আতুরগণ ঐ অবস্থায় শুচি।

ধান্যদার্ব্বস্থিতন্তূনাং রসতৈজসচর্ম্মণাম্।
কালবায়্বগ্নিমৃত্তোয়ৈঃ পার্থিবানাং যুতাযুতৈঃ ॥১২॥

অন্বয়। ধান্যদার্ব্বস্থিতন্তূনাং (ধান্যং শস্যরূপং দারু লৌকিকং গ্রহচমসাদি বা অস্থি গজদন্তাদি তন্তুশ্চ তেষাং) রসতৈজসচর্ম্মণাং (রসাঃ তৈলঘৃতাদয়ঃ, তৈজসাঃ সুবর্ণাদয়ঃ চর্ম্মাণি চ তেষাং তথা) পার্থিবানাং (রথ্যাকর্দ্দমঘটেষ্টকাদীনাং যথাযথং) যুতাযুতৈঃ (মিলিতৈঃ কেবলৈশ্চ) কালবায়্বগ্নিমৃত্তোয়ৈঃ (কালেন বায়ুনা অগ্নিনা মৃদা তোয়েন চ শুদ্ধির্ভবতি) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ। ধান্য, দারুময় গ্রহ-চমসাদি দ্রব্য, গজদন্তাদি অস্থি, তৈলঘৃতাদি রসদ্রব্য, সুবর্ণাদি তৈজসবস্তু, চর্ম্ম এবং পার্থিব ঘটাদি পদার্থসকল কাল, বায়ু, অগ্নি, মৃত্তিকা ও জলের সংযোগে বা অসংযোগে শুদ্ধি বা অশুদ্ধি হইয়া থাকে ॥১২॥

বিশ্বনাথ। দ্রব্যস্য দ্রব্যেণ শুদ্ধিরিতি যদুক্তং তদ্বিবৃণোতি,—ধান্যেতি। অস্থি গজদন্তাদি রসাস্তৈলঘৃতাদয়ঃ। তৈজসাঃ সুবর্ণাদয়ঃ তেষাং পার্থিবানাং ঘটেষ্টকাদীনাং কালাদিভির্যথাশাস্ত্রং শুদ্ধিস্তৈশ্চযুতাযুতৈর্মিলিতৈঃ

কেবলৈশ্চ। যথা তৈজসানাং মৃত্তোয়াগ্নিভিঃ। ঊর্ণাতন্তূনাং কেবলেন বায়ুনা ॥১২॥

বঙ্গানুবাদ। 'দ্রব্যের দ্রব্যদ্বারা শুদ্ধি' (ভাঃ ১১।২১।১০) এই যাহা বলা হইয়াছে, তাহা বিবৃত করিতেছেন। অস্থি, গজদন্তাদি, রস-তৈল, ঘৃতাদি, তৈজস-সুবর্ণাদি,—তাহাদের। পার্থিব—ঘটইষ্টকাদির কালদ্বারা যথাশাস্ত্র শুদ্ধি,যুতাযুত অর্থাৎ মিলিত ও কেবল বা অমিলিত তাহাদের দ্বারা। যেমন তৈজসসমূহের মৃত্তিকা, জল ও অগ্নিদ্বারা, আর ঊর্ণাতন্তুসমূহের কেবল বায়ুদ্বারা ॥১২॥

অনুদর্শিনী। অস্থি গজদন্তাদির গোমূত্রাদিদ্বারা শুদ্ধি,—"গোমূত্রেণাস্থিদন্তানাম্"—(যম), পাকের দ্বারা তৈলঘৃতাদির শুদ্ধি—"প্রপণং ঘৃততৈলানাম্"—(শঙ্খ)। জলের দ্বারা সুবর্ণাদির শুদ্ধি। দহনাদির দ্বারা ঘটাদির শুদ্ধি—"মৃণ্ময়নাঞ্চ পাত্রাণাং দহনাচ্ছুদ্ধিরিষ্যত ইতি"—(দেবল)। যুত—দুইটী বা তিনটী মিলিত, অযুত একক বা অমিলিত জলদ্বারা শুদ্ধি ॥ ১২ ॥

অমেধ্যলিপ্তং যদ্‌যেন গন্ধলেপং ব্যপোহতি।
ভজতে প্রকৃতিং তস্য তচ্ছৌচং তাবদিষ্যতে ॥ ১৩ ॥

অন্বয়। অমেধ্যলিপ্তং (অমেধ্যেন লিপ্তং) যৎ (পীঠপাত্রবস্ত্রাদি) যেন (তক্ষণক্ষারাম্লোদকাদিনা) গন্ধলেপং (গন্ধং চ লেপঞ্চ) ব্যপোহতি (ত্যজতি, স্বগতঞ্চ মলং ত্যক্ত্বা) প্রকৃতিং (স্বমেব রূপং) ভজতে, তস্য (বস্তুনঃ) তাবৎ (যাবতা চ তক্ষণাদিনা ব্যপোহতি তাবৎপ্রমাণং) তৎ (তক্ষণাদি) শৌচং (শোধকং) ইষ্যতে (বিধীয়তে) ॥১৩॥

অনুবাদ। অপবিত্র বস্তুদ্বারা লিপ্ত পীঠ-পাত্র-বস্ত্রাদি যে পরিমাণ তক্ষণ, ক্ষার, অম্ল ও জলসংযোগে গন্ধ ও লেপ পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় রূপ প্রাপ্ত হয়, সেই বস্তুর সেই পরিমাণ তক্ষণাদি কর্ম্মই শোধকরূপে বিহিত হইয়াছে ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ। যৎ পীঠবস্ত্রপাত্রাদি অমেধ্যলিপ্তং ভবেৎ তৎ যেন তাক্ষণক্ষারাম্লমৃজ্জলাদিনা গন্ধং লেপঞ্চ ব্যপোহতি ত্যজতি। প্রকৃতিং স্বং রূপং ভজতে তস্য তচ্ছৌচং। তাবদিতি যাবতা তক্ষণাদিনা গন্ধলেপং ব্যপোহতি তাবৎ প্রমাণং শৌচং কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। যে পীঠবস্ত্রপাত্র প্রভৃতিতে অমেধ্য লিপ্ত হয়, তাহা যে প্রকার তক্ষণ, ক্ষার, অম্ল, মৃত্তিকা, জল প্রভৃতিযোগে গন্ধ বা লেপ ব্যপোহন বা ত্যাগ করে, প্রকৃতি অর্থাৎ স্বীয়রূপ ভজন করে বা প্রাপ্ত হয়, তাহার সেই শৌচ সেই পরিমাণ। যে পরিমাণ তক্ষণাদিযোগে গন্ধলেপ ত্যাগ করে, সেই পরিমাণ শৌচ করা উচিত—এই অর্থ ॥ ১৩ ॥

অনুদর্শিনী। বিজাতীয় পদার্থের সংমিলনে বস্তুর যেরূপ বিকৃতি লাভ হয়, অন্য পদার্থের প্রলেপেও সেইরূপ বিসদৃশ ভাব বস্তুতে আরোপিত হয়। অতএব সেই প্রলেপ নিবারণই বস্তুর শুদ্ধি এবং যাহার দ্বারা সেই নিবারণক্রিয়া সাধিত হয় সেই বস্তুই তাহার শোধক। যাজ্ঞবল্ক্য বলেন—"কাষ্ঠানাং তক্ষণাচ্ছুদ্ধির্মৃদ্গোময়-জলৈরপি"। মৃত্তিকা, গোময় ও জলের দ্বারা কাষ্ঠ শুদ্ধ হয়। তাহাতেও দুর্গন্ধ বিদূরিত না হইলে অস্ত্রাদির সাহায্যে। উপরের অংশ চাঁচিয়া ফেলা কর্ত্তব্য। "উড়ুম্বরাণামম্লেন ক্ষারেণ ত্রপুসীসয়োঃ। ভস্মাম্বুভিশ্চকাংস্যানাং শুদ্ধিঃ প্লাবাদ্দ্রবস্য চ ॥" মার্কণ্ডেয় অর্থাৎ তাম্রময় পাত্র অম্ল সংযোগে, রাং এবং সীসা ক্ষারসংযোগে, ভস্ম এবং জলাদিদ্বারা কাংস্যাদি পাত্র এবং দ্রব পদার্থ উত্তলাইলে শুদ্ধ হয়। বস্ত্রাদির মল ক্ষার ও জল দ্বারা অপসারিত হয়। নীতিজ্ঞগণ বলিয়াছেন—"যাবন্নাপৈত্যমেধ্যাক্তাদ্‌গন্ধো লেপশ্চ তদ্গতঃ। তাবন্মৃদ্বারি বা দেয়ং সর্ব্বাসু দ্রব্যশুদ্ধিষু।" অর্থাৎ অমেধ্যলিপ্ত বস্তুর গন্ধ বা লেপ যে পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ বিদূরিত না হয় সে পর্য্যন্ত মৃত্তিকা বা জল দ্বারা তাহাকে সর্ব্বতোভাবে ধৌত করা কর্ত্তব্য ॥ ১৩ ॥

স্নানদানতপোঽবস্থাবীর্য্যসংস্কারকর্ম্মভিঃ।
মৎস্মৃত্যা চাত্মনঃ শৌচং শুদ্ধঃ কর্ম্মাচরেদ্ দ্বিজঃ ॥১৪॥

অন্বয়। স্নানদানতপোঽবস্থাবীর্য্যসংস্কারকর্ম্মভিঃ (স্নানং চ দানং চ তপঃ চ অবস্থা কৌমারাদি চ বীর্য্যং

শক্তিঃ চ সংস্কারঃ উপনয়নাদিঃ চ কর্ম্ম সন্ধ্যোপাসনাদি চ তৈঃ) মৎস্মৃত্যা চ আত্মনঃ (সাহঙ্কারস্ত কর্ত্তুঃ) শৌচং (শুদ্ধিঃ ভবতি, এতৈঃ) শুদ্ধঃ (সন্) দ্বিজঃ (ইত্যুপলক্ষণং শূদ্রাদিরপি) কর্ম্ম আচরেৎ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ। স্নান, দান, তপস্যা, অবস্থা, শক্তি, উপনয়নাদি সংস্কার ও সন্ধ্যোপাসনাদি কর্ম্মদ্বারা এবং আমার স্মৃতি দ্বারা কর্ত্তার শুদ্ধি হয়। এই সকল কর্ম্মদ্বারা শুদ্ধ হইয়া কর্ত্তা কর্ম্ম করিবেন ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ। দ্রব্যশুদ্ধিমুক্ত্বা কর্ত্তৃশুদ্ধিমাহ,—স্নানেতি। অবস্থা বার্দ্ধক্যাদিঃ। তত্র বীর্য্যং শক্তিঃ শক্ত্যনুরূপ আচার ইত্যর্থঃ। সংস্কার উপনয়নাদিঃ। কর্ম্ম সন্ধ্যোপাসনাদিকং তৈঃ। আত্মনঃ সাহঙ্কারস্ত কর্ত্তুঃ। শৌচং শুদ্ধিঃ। শুদ্ধেঃ প্রয়োজনমাহ,—শুদ্ধ ইতি। দ্বিজ ইত্যুপলক্ষণং শূদ্রাদিরপি ॥ ১৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। দ্রব্যশুদ্ধি বলিয়া কর্ত্তার শুদ্ধি বলিতেছেন। অবস্থা—বার্দ্ধক্যাদি, তন্মধ্যে বীর্য্য—শক্তি বা শক্ত্যনুরূপ আচার। সংস্কার—উপনয়নাদি, কর্ম্ম—সন্ধ্যা-উপাসনাদি, এই সমস্তদ্বারা। আত্মা অর্থাৎ অহঙ্কারযুক্ত কর্ত্তার শৌচ বা শুদ্ধি। শুদ্ধির প্রয়োজন বলিতেছেন, শুদ্ধ দ্বিজ (ইহা উপলক্ষণ মাত্র, ইহাদ্বারা শূদ্রাদিও বুঝাইতেছে) কর্ম্ম আচরণ করিবেন ॥ ১৪ ॥

অনুদর্শিনী। স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে—"শুচি তৎকালজীবী কর্ম্ম কুর্য্যাৎ" অর্থাৎ কর্ম্ম করিতে হইলে কর্ত্তার শুচি হওয়া আবশ্যক, নতুবা কর্ম্মের ফল হয় না। প্রত্যেক ক্রিয়ায় মানবের ত্রিবিধ শুদ্ধির প্রয়োজন—প্রথম দেহশুদ্ধি, দ্বিতীয় ইন্দ্রিয়-শুদ্ধি এবং তৃতীয় চিত্তশুদ্ধি। স্নান, অবস্থা (অর্থাৎ কৌমারাদি), বীর্য্য (শক্তি) ও সংস্কারের (উপনয়নাদি) দ্বারা দেহের শুদ্ধি হইয়া থাকে। দান ও তপস্যার দ্বারা ইন্দ্রিয়ের শুদ্ধি।

ভগবৎ স্মরণের দ্বারা মনের বিশুদ্ধি ঘটিয়া থাকে। 'মৎস্মৃতি' শব্দে ভগবান্ স্বস্মৃতি লক্ষণা শুদ্ধিকে ব্যবহারিক শুদ্ধি হইতে যেমন পৃথক করিয়াছেন সঙ্গে সঙ্গে ঐ অনুষ্ঠানের পরম স্বতন্ত্রতা ও সর্ব্বত্র অব্যভিচারত্বই দেখাইয়াছেন। অর্থাৎ যে কোন দেশের যে কোন ব্যক্তি যে কোন কালে তাঁহার স্মৃতি দ্বারাই পরম পবিত্র হয়। যথা—"অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা। যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরেঃ শুচিঃ।" ভগবৎ স্মরণেই বাহ্য ও অভ্যন্তর শুদ্ধ হয়। কেননা—"হরির্হরতি পাপানি দুষ্টচিত্তৈরপি স্মৃতঃ" ॥ ১৪ ॥

মন্ত্রস্য চ পরিজ্ঞানং কর্ম্মশুদ্ধির্মদর্পণম্।
ধর্ম্মঃ সম্পদ্যতে ষড়্ভিরধর্ম্মস্তু বিপর্য্যয়ঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়। মন্ত্রস্য চ (সদ্গুরুমুখাৎ যথাবৎ) পরিজ্ঞানং (মন্ত্রশুদ্ধিঃ), মদর্পণং (ঈশ্বরার্পণং) কর্ম্মশুদ্ধিঃ (কর্ম্মণঃ শুদ্ধিঃ), ষড়্ভিঃ (দেশকালদ্রব্যকর্ত্তৃমন্ত্রকর্ম্মভিঃ ষড়্ভিঃ শুদ্ধৈঃ) ধর্ম্ম সম্পদ্যতে, (এতেষাং যো) বিপর্য্যয়ঃ (সঃ) তু অধর্ম্মঃ (অধর্ম্মহেতুঃ ভবতি) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ। সদ্গুরুর মুখ হইতে যথাবৎ পরিজ্ঞানই মন্ত্রশুদ্ধি. ঈশ্বরে অর্পণই কর্ম্মের শুদ্ধি এবং শুদ্ধ দেশ, কাল, দ্রব্য, কর্ত্তা, মন্ত্র ও কর্ম্মদ্বারা ধর্ম্ম সম্পন্ন হয়, আর এইগুলি অশুদ্ধ হইলেই অধর্ম্ম হয় ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ। মন্ত্রশুদ্ধিমাহ. মন্ত্রস্য সদ্গুরুমুখাদ্‌যথাবৎ পরিজ্ঞানং মন্ত্রশুদ্ধিঃ। কর্ম্মশুদ্ধিমাহ,—মদর্পণমিতি। মদর্পিতং কর্ম্ম শুদ্ধং অনর্পিতমশুদ্ধং তদ্বান্ সদ্ভির্ন ব্যবহার্য্য ইতি ভাবঃ। শুদ্ধ্যশুদ্ধী প্রদর্শ্যোপসংহরতি—ষড়্ভিরিতি। ধর্ম্ম ইতি দেশকালদ্রব্যকর্ত্তৃমন্ত্রকর্ম্মভিঃ ষড়্ভি শুদ্ধৈর্ধর্ম্মঃ সম্পদ্যতে। এতেষাং যো বিপর্য্যয়ঃ সোঽধর্ম্মহেতুরিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। মন্ত্রশুদ্ধির কথা বলিতেছেন—মন্ত্রের সদ্গুরুমুখ হইতে যথাবৎ পরিজ্ঞান মন্ত্রশুদ্ধি। কর্ম্মশুদ্ধি বলিতেছেন—মদর্পণ অর্থাৎ আমাতে অর্পিত কর্ম্ম শুদ্ধ, অনর্পিত কর্ম্ম অশুদ্ধ, ইহা যাহার, তাহার সহিত সাধুগণ ব্যবহার রাখিবেন না—এই ভাব। শুদ্ধি ও অশুদ্ধি প্রদর্শন করিয়া উপসংহার করিতেছেন—দেশ, কাল, দ্রব্য, কর্ত্তা, মন্ত্র ও কর্ম্ম—এ ছয়টীদ্বারা শুদ্ধ ব্যক্তিরাই ধর্ম্ম সম্পাদন করেন, ইহাদের যে বিপর্য্যয়,সে অধর্ম্ম তাহার হেতু ॥ ১৫ ॥

অনুদর্শিনী। সদ্‌গুরুর মুখ হইতে সাঙ্গোপাঙ্গ বিনিয়োগসহিত যথাবৎ মন্ত্র প্রাপ্তিই মন্ত্রের শুদ্ধি। অর্থাৎ পুস্তকাদিতে কোন ইষ্টসাধনমন্ত্র দেখিয়া যদি উহা জপ করা যায় তাহাতে সাধকের কোনও মঙ্গল লাভ হয় না। কারণ, যেমন তিরস্কার-বাচক বা প্রশংসাবাচক শব্দ কোন স্থানে লিখিত দেখিলে উহাতে চিত্তের কোনও ভাবের উদয় হয় না, কিন্তু তাদৃশ শব্দ কোন ব্যক্তির মুখে নির্দ্দেশ পূর্ব্বক শ্রবণে চিত্ত ব্যথিত বা উৎসাহবিশিষ্ট হয় এবং তৎপ্রতিবিধানে চেষ্টা বা যত্ন আসে, সেইরূপ কৃপাপারাবার সদ্‌গুরুর মুখ হইতে স্নেহ-প্রদত্ত শ্রুত মন্ত্র কর্ণে প্রবিষ্ট হইলে অপূর্ব্ব ফলের উৎপাদন করে।

বিদ্যাঃ কর্ম্মাণি চ সদা গুরোঃ প্রাপ্তাঃ ফলপ্রদাঃ।
অন্যথা নৈব ফলদাঃ প্রসন্নোক্তাঃ ফলপ্রদাঃ॥

—তন্ত্রসারে।

গুরুদেব কর্ত্তৃক প্রসন্নভাবে কথিত এবং তন্নিকট হইতে প্রাপ্ত বিদ্যা ও কর্ম্মসমূহ ফলপ্রদ হয়, অন্যথা নহে।

আবার গুরুনামী অসৎ ব্যক্তির নিকট হইতে প্রাপ্ত মন্ত্রেও কোন শুভোদয় হয় না।

ঈশ্বরার্পণে কর্ম্মের শুদ্ধি হয়—

"ক্ষেমং ন বিন্দন্তি বিনা যদর্পণং
তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ॥" ভাঃ ২।৪।১৭

শ্রীশুকদেব বলিলেন—যাঁহাতে কর্ম্ম অর্পণ না করিলে কেহই মঙ্গল লাভ করিতে পারেন না সেই সুমঙ্গল কীর্ত্তিমান্ ভগবানকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।

শ্রীভগবানেরও আদেশ—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥

গীঃ ৯।২৭

শ্রীভগবানে অনর্পিত কর্ম্ম অসৎ বলিয়া ভক্তগণ ঐরূপ কর্ম্ম এবং এমন কি কর্ম্মকর্ত্তার সহিতও ব্যবহার রাখিবেন না ॥১৫॥

———

কচিদ্‌গুণোঽপি দোষঃ স্যাদ্দোষোঽপি বিধিনা গুণঃ।
গুণদোষার্থনিয়মস্তদ্ভিদামেব বাধতে ॥ ১৬ ॥

অন্বয়। কচিৎ গুণঃ অপি দোষঃ স্যাৎ (আপদি প্রতিগ্রহো গুণোঽপি অনাপদি নিষিদ্ধত্বাৎ দোষঃ, পরধর্ম্মশ্চ পরস্য গুণোঽপি স্বস্য দোষঃ) দোষঃ অপি বিধিনা গুণঃ (দোষোঽপি কুটুম্বত্যাগাদিঃ বিরক্তাদেঃ ন দোষঃ অপিতু বিধিবলেন গুণঃ) গুণদোষার্থনিয়মঃ (এবং যোঽয়ং গুণদোষয়োরেকস্মিন্নর্থে নিয়মঃ সঃ) তদ্ভিদাং (তয়োর্ভেদম্) এব বাধতে ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ। কোথাও গুণও দোষ হয় এবং দোষও বিধিবলে গুণ হইয়া থাকে। এক বিষয়েই গুণদোষের এতাদৃশ নিয়ম গুণদোষের ভেদকেই বাধা দেয় ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ। অয়ঞ্চ গুণদোষবিভাগো ন কাপি নিয়ত ইত্যাহ,—কচিদিতি। আপদি প্রতিগ্রহো গুণোঽপ্যনাপদি নিষিদ্ধত্বাদ্দোষঃ। দোষোঽপি কুটুম্বত্যাগাদি-র্বিধিনা বিধিবলেন বিরক্তাদের্গুণঃ। তস্মাদ্‌গুণদোষরূপৌ যাবর্থৌ তয়োর্নিয়ম এব তদ্ভিদাং গুণদোষরূপং ভেদং বাধতে। যথা কুটুম্বত্যাগো দোষ এবেতি যো নিয়মঃ স এবাধিকারিবিশেষে দোষং বাধতে; জ্ঞানিনঃ কুটুম্বত্যাগস্য গুণত্বাৎ। তথা কুটুম্বত্যাগো গুণ এবেতি যো নিয়মঃ স এব গুণং বাধতে কর্ম্মিণঃ কুটুম্বত্যাগস্য দোষত্বাৎ তস্মাদ্‌-গুণদোষৌ ন সামান্যতো নিয়তৌ কিন্তু স্থলবিশেষ এব নিয়তৌ জ্ঞেয়াবিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। এই যে গুণদোষ বিভাগ, ইহা কোনও স্থলে নিয়ত বা নিয়মিত নহে, ইহাই বলিতেছেন। আপৎকালে প্রতিগ্রহ বা দানগ্রহণ গুণ হইলেও অনাপৎ-কালে নিষিদ্ধ বলিয়া দোষ। কুটুম্বত্যাগাদি বিধিবলে দোষ হইলেও বিরক্ত প্রভৃতির পক্ষে গুণ। অতএব গুণ-দোষরূপ যে অর্থ, উহার নিয়মই তাহার গুণদোষরূপ ভেদকে বাধা দেয়। যেমন কুটুম্বত্যাগ-দোষই—এই যে নিয়ম, সেই অধিকারী বিশেষে দোষকে বাধা দেয়, যেহেতু জ্ঞানীর কুটুম্বত্যাগ গুণ। সেইরূপ কুটুম্বত্যাগ গুণই এই যে নিয়ম, সেই গুণকে বাধা দেয়, যেহেতু কর্ম্মীর কুটুম্ব-

ত্যাগ দোষ। অতএব গুণদোষ সাধারণভাবে নিয়মিত নয়, কিন্তু স্থলবিশেষে নিয়ত বলিয়া জানিতে হইবে—এই অর্থ ॥ ১৬ ॥

অনুদর্শিনী। গুণ চিরকাল এবং সকল অবস্থায় গুণ থাকে না এবং দোষও দোষ বলিয়া পরিচিত হয় না। অর্থাৎ গুণও দোষে এবং দোষও গুণে পরিণত হইয়া থাকে।

যেমন আপৎকালে প্রতিগ্রহ গুণ—"প্রতিগ্রহস্তু গুণস্বমাহারার্থং সমীহেত" প্রাণধারণের জন্ম আহার্য্য-সংগ্রহে প্রতিগ্রহস্তু গুণই; কিন্তু অনাপৎ-কালে দোষ—"প্রতিগ্রহংমন্তমানস্তপস্তেজোযশোহুদম্"—ভাঃ ১১।১৭।৪১

কর্ম্মীর কুটুম্বত্যাগ দোষ—

পুংসস্ত্রিবর্গো বিহিতঃ সুহৃদো হ্যনুভাবিতঃ।
ন তেষু ক্লিশ্যমানেষু ত্রিবর্গোহর্থায় কল্পতে॥

ভাঃ ১০।৫।২৮

বসুদেব, নন্দমহারাজকে বলিলেন—সুহৃদবর্গের প্রতি ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গ বিহিত হইয়াছে। সুহৃদ্‌গণ ক্লেশপ্রাপ্ত হইলে সেই ত্রিবর্গ সুখদায়ক হয় না।

তাই—

বৃদ্ধৌ চ মাতাপিতরৌ সাধ্বীভার্য্যা সুতঃ শিশুঃ।
অপকার্য্যং শতং কৃত্বা ভর্ত্তব্যা মনুরব্রবীৎ॥

জ্ঞানীর পক্ষে গুণ—"যদহরেব বিরজেত্তদহরেব প্রব্রজেৎ"—শ্রুতি অর্থাৎ যখনই বিরাগ হইবে, তখনই গৃহত্যাগ করিবে।

অতএব অবস্থা, কাল ও পাত্রভেদে যাহার দ্বারা গুণের উৎপত্তি হয়, তাহাই আবার অবস্থান্তরে, কালবিশেষে ও পাত্রের পার্থক্যে দোষেরই উৎপত্তি করিয়া থাকে। অমৃততুল্য দুগ্ধও কোন সময়ে বিষবৎ প্রতীত হয়। যথা—"জীর্ণজ্বরে কফে ক্ষীণে ক্ষীরং স্যাদমৃতোপমম্। তদেব তরুণে পীতং বিষবদ্ধন্তি মানবম্॥" চরকসংহিতা। অর্থাৎ পুরাতন জ্বরে যখন কফ ক্ষীণ হইয়া আসে তখন দুগ্ধ সেবনে বিশেষ উপকার হয়, কিন্তু নূতন জ্বরে ঐ দুগ্ধই আবার বিষের স্তায় মানবকে হত্যা করে। সর্পের বিষ দেহে প্রবেশ করিবামাত্র জীবন হরণ করে বটে, কিন্তু আবার ঔষধিযোগে অমৃতবৎ জীবন দান করে। এই হেতু গুণদোষ সাধারণ ভাবে নিয়মিত নয়, স্থলবিশেষে নিয়ত ॥ ১৬ ॥

সমানকর্ম্মাচরণং পতিতানাং ন পাতকম্।
ঔৎপত্তিকো গুণঃ সঙ্গো ন শয়ানঃ পতত্যধঃ ॥১৭॥

অন্বয়। সমানকর্ম্মাচরণং (সমানস্ত তস্তৈব কর্ম্মণঃ সুরাপানাদেরাচরণং অপতিতানাং পতনহেতুরপি জাত্যা কর্ম্মণা বা) পতিতানাং (পুনঃ) পাতকম্ (অধিকারভ্রংশকং) ন (ভবতি, পূর্ব্বমেব পতিতত্বাৎ তথা) ঔৎপত্তিকঃ সঙ্গঃ গুণঃ (পূর্ব্বস্বীকৃতোঃ ন দোষঃ অপিতু গুণঃ ঋতৌ-ভার্য্যামুপেয়াদিত্যাদিবিধানাৎ) (পূর্ব্বমেব) অধঃশয়ানঃ (জনঃ যথা) ন পততি ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ। সুরাপানাদি তুল্যকর্ম্মের আচরণে অপতিত ব্যক্তির পতন হয় কিন্তু পতিত ব্যক্তির আর পতন হয় না, অতএব পতিতের পক্ষে সুরাপান দোষ নহে। এইরূপ ঋতুকালে ভার্য্যাগমনাদি গৃহস্থের পক্ষে দোষ নহে বরং গুণই যেমন পূর্ব্বহইতেই নিম্নে শয়নকারী ব্যক্তির আর অধঃপতনের সম্ভাবনা নাই তদ্রূপ ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ। গুণদোষয়োরনিয়মং প্রপঞ্চয়তি,—সমানস্ত তস্তৈব কর্ম্মণঃ সুরাপানাদেরাচরণং অপতিতানাং পতনহেতুরপি জাত্যা কর্ম্মণা বা পতিতানাং পুনঃ পাতকং অধিকারভ্রংশকং ন ভবতি পূর্ব্বমেব পতিতত্বাৎ। যথা সঙ্গোঽপি যো যতের্দোষঃ, স গৃহস্থস্তৌৎপত্তিকঃ পূর্ব্বস্বীকৃতো ন দোষঃ, অপি তু গুণঃ। সঙ্গাসঙ্গয়োরৌৎপত্তিকত্বে সতি ঋতৌ ভার্য্যাসঙ্গো গুণঃ। তদসঙ্গস্ত তস্মিন্নধিকারিণি দোষপ্রবণাৎ। উভয়ত্র দৃষ্টান্তঃ। পূর্ব্বমেবাধঃশয়ানো যথা ন পততি ॥ ১৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। গুণদোষের অনিয়ম সবিস্তার বলিতেছেন। সমান কর্ম্ম, যেমন সুরাপানাদি তাহার আচরণ অপতিতগণের পতনের হেতু হইলেও জাতি বা স্বভাবতঃ অথবা কর্ম্মদ্বারা পতিতগণের পুনরায় পাতক বা

অধিকারভ্রংশক হয় না, পূর্ব্বেই পতিত হইয়াছে বলিয়া। এবং সঙ্গ ব আসক্তি যাহা যতির পক্ষে দোষ তাহাও গৃহস্থের ঔৎপত্তিক অর্থাৎ পূর্ব্বস্বীকৃত বলিয়া দোষ নয়, বরং গুণ। সঙ্গ অর্থাৎ আসক্তি ঔৎপত্তিক হইলে ঋতুকালে ভার্য্যাসঙ্গ গুণ, তাহার অসঙ্গ সেই অধিকারী ব্যক্তির দোষ বলিয়াই শ্রুত হয়। উভয়ক্ষেত্রের দৃষ্টান্ত। যেমন পূর্ব্বেই অধঃশয়ান ব্যক্তি পতিত হয় না ॥ ১৭ ॥

অনুদর্শিনী। দোষও কোন সময় দোষের উৎপাদন করে না, বরং গুণভাবে পরিণত হয়—তাহারই দৃষ্টান্ত। অপতিতের পক্ষে সুরাপান দোষ; কিন্তু পতিতের আর নূতন পতন হয় না। যেমন—'গোমূত্রলেশেন পয়োঽপি নষ্টং তক্রস্য গোমূত্রশতেন কিম্বা।' অর্থাৎ দুগ্ধ অতি উপাদেয় দ্রব্য হইলেও লেশমাত্র গোমূত্রযোগে নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু তক্র বা ঘোল পূর্ব্বেই নষ্ট, সুতরাং পুনরায় বহু গোমূত্রে তাহার কোন অনিষ্ট হয় না। গৃহস্থ পূর্ব্ব হইতেই গৃহিণী বা ভার্য্যা গ্রহণে গৃহস্থ হইয়াছেন। সুতরাং তাহার পক্ষে ঋতুকালে স্ত্রীসঙ্গ দোষের নহে। উভয়ত্র—দোষের অভাব এবং গুণ। তাই বলিতেছেন যে ভূমিতে শয়নকারী ব্যক্তির যেমন অধঃশয়ন ভ্রংশক নহে, কিন্তু উঠা-নামাপরিশ্রমের অভাবে গুণই ॥১৭॥

যতো যতো নিবর্ত্তেত বিমুচ্যেত ততস্ততঃ।
এষ ধর্ম্মো নৃণাং ক্ষেমঃ শোকমোহভয়াপহঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়। যতঃ যতঃ (বিষয়াৎ পুরুষঃ) নিবর্ত্তেত (বিরমেত) ততঃততঃ (এব বন্ধাৎ) বিমুচ্যেত, এষঃ (বিষয়াসক্তিবন্ধননিবৃত্তিলক্ষণঃ) ধর্ম্মঃ (এব) নৃণাং ক্ষেমঃ (সুখাবহঃ) শোকমোহভয়াপহঃ (শোকাদিনিবর্ত্তকঃ চ ভবতি) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ। যে যে বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইবে, পুরুষ সেই সেই বিষয়-বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে। নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্মই জীবগণের পরমসুখাবহ এবং শোক, মোহ ও ভয়নাশক ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ। কিঞ্চ। গুণদোষবিধীনাং প্রবৃত্তিসঙ্কোচদ্বারা নিবৃত্তাবেব তাৎপর্য্যমভিপ্রেত্যাহ,—যতো যত ইতি ॥ ১৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। আর গুণদোষবিধি-সমূহের প্রবৃত্তিসঙ্কোচদ্বারা নিবৃত্তিতেই তাৎপর্য্য অভিপ্রায় করিয়া বলিতেছেন ॥ ১৮ ॥

অনুদর্শিনী। বস্তুমাত্রেই গুণ ও দোষ বিদ্যমান। অতএব বস্তুত্যাগে গুণ ও দোষের হস্ত হইতে মুক্তি পাওয়া যায়। শাস্ত্র গুণ ও দোষের নিরূপণ করিয়া জীবের প্রবৃত্তি-সঙ্কোচেরই উপদেশ দিয়াছেন। এতৎপ্রসঙ্গে নিম্নশ্লোক আলোচ্য—

ন মাংসভক্ষণে দোষো ন মদ্যে ন চ মৈথুনে।
প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা ॥
মনুসংহিতা ৫।৫৬।১৮।

বিষয়েষু গুণাধ্যাসাৎ পুংসঃ সঙ্গস্ততো ভবেৎ।
সঙ্গাৎ তত্র ভবেৎ কামঃ কামাদেব কলির্নৃণাম ॥১৯॥

অন্বয়। পুংসঃ (জীবস্য) বিষয়েষু গুণাধ্যাসাৎ (গুণালোচনাৎ) ততঃ (তেষু) সঙ্গঃ (আসক্তিঃ) ভবেৎ সঙ্গাৎ তত্র (বিষয়েষু) কামঃ (ভোগাভিনিবেশঃ) ভবেৎ (যেন প্রতিহন্যতে কামঃ তেন সহ ভেবাং) নৃণাং কামাৎ এব (হেতোঃ) কলিঃ (কলহঃ, বিবাদঃ ভবতি) ॥১৯ ॥

অনুবাদ। বিষয়সমূহের গুণালোচনায় জীবের প্রথমে বিষয়ে আসক্তি জন্মে। আসক্তি হইতে কাম এবং কাম হইতেই কলহ বা বিবাদ উপস্থিত হয় ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ। যথাশ্রুতপ্রবৃত্তিপরতাং বেদস্য নিরাকর্ত্তুং প্রবৃত্তিমার্গস্যানর্থহেতুত্বং দর্শয়তি বিষয়েষ্বিতি চতুর্ভিঃ। সঙ্গ আসক্তিঃ কামাদেব কলিঃ কামপ্রতিঘাতকেন লোকেন সহ কলহঃ ॥ ১৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। বেদের যথাশ্রুত প্রবৃত্তিপরতা নিরাস করিবার জন্য প্রবৃত্তিমার্গের অনর্থহেতুত্ব চারিটী শ্লোকে প্রদর্শন করিতেছেন। সঙ্গ বা আসক্তি, কাম

হইলে কলি অর্থাৎ কামপ্রতিঘাতক লোকের সহিত কলহ ॥১৯॥

অনুদর্শিনী। "স্বর্গকামো যজেত" ইত্যাদি বেদ-বাক্যসমূহের বাচ্য অর্থ অতিক্রম না করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত-ব্যক্তির প্রবৃত্তিমার্গের অনর্থহেতুতা দেখাইতেছেন—

জড়বস্তুর দোষের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া কেবল গুণের প্রতি দৃষ্টি করিলে ক্রমশঃ উহাতে আসক্তি জন্মে, আসক্তি হইতে কাম অর্থাৎ সেইবস্তু-লাভের ইচ্ছা এবং প্রয়াস হয়, কাম হইতে লাভের প্রতিঘাতকের প্রতি ক্রোধের উদয় হইয়া বিবাদ উপস্থিত হয়।

যথা—ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে ॥
গীঃ—২।৬২ ॥১৯॥

কলের্দুর্বিষহঃ ক্রোধস্তমস্তমনুবর্ত্ততে।
তমসা গ্রস্যতে পুংসশ্চেতনা ব্যাপিনী দ্রুতম্ ॥২০॥

অন্বয়। কলেঃ (কলহাৎ) দুর্ব্বিষহঃ (তীব্রঃ) ক্রোধঃ (ভবতি) ততঃ (ক্রোধাৎ চ) তমঃ (সম্মোহঃ) অনুবর্ত্ততে, তমসা (চ) পুংসঃ ব্যাপিনী (সর্ব্বত্র প্রসৃতা) চেতনা (কার্য্যাকার্য্যস্মৃতিঃ) দ্রুতং (শীঘ্রং) গ্রস্যতে (লুপ্তা ভবতি) ॥২০॥

অনুবাদ। কলহ হইতে দুঃসহ ক্রোধ জন্মে, মোহ ঐ ক্রোধের অনুবর্ত্তী হয়। ঐ মোহই শীঘ্র পুরুষের সর্ব্ব-ব্যাপিনী কার্য্যাকার্য্যস্মৃতিকে গ্রাস করিয়া থাকে ॥২০॥

বিশ্বনাথ। তং ক্রোধং অনু তমো মোহঃ। ততস্তমসা মোহেন চেতনা কার্য্যাকার্য্যস্মৃতিঃ ॥২০॥

বঙ্গানুবাদ। সেই ক্রোধকে তম বা মোহ অনু-বর্ত্তন করে। তদনন্তর তমঃ বা মোহদ্বারা চেতনা অর্থাৎ কার্য্যাকার্য্যস্মৃতি গ্রাস প্রাপ্ত হয় ॥২০॥

অনুদর্শিনী।

ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
গীঃ ২।৬৩

অর্থাৎ ক্রোধ হইতে মোহ এবং মোহ হইতে স্মৃতি বিভ্রম হয় ॥২০॥

তয়া বিরহিতঃ সাধো জন্তুঃ শূন্যায় কল্পতে।
ততোঽস্য স্বার্থবিভ্রংশো মূর্চ্ছিতস্য মৃতস্য চ ॥২১॥

অন্বয়। (হে) সাধো (হে উদ্ধব,) তয়া (স্মৃত্যা) বিরহিতঃ জন্তুঃ (জীবঃ) শূন্যায় কল্পতে (অসত্তুল্যো ভবতি) ততঃ অস্য (জীবস্য) মূর্চ্ছিতস্য (মূর্চ্ছিততুল্যস্য) মৃতস্য (মৃততুল্যস্য) চ স্বার্থবিভ্রংশঃ (পুরুষার্থহানিঃ ভবতি) ॥২১॥

অনুবাদ। হে উদ্ধব, ঐ স্মৃতির অভাবে জীব অসত্তুল্য হয়। পরে চেতনরহিত মৃতবৎ ঐ ব্যক্তি স্বার্থ হইতে ভ্রষ্ট হয় ॥২১॥

বিশ্বনাথ। মূর্চ্ছিতস্য মূর্চ্ছিততুল্যস্য মৃতস্য মৃত-তুল্যস্য ॥২১॥

বঙ্গানুবাদ। মূর্চ্ছিত—মূর্চ্ছিততুল্য; মৃত—মৃততুল্য ॥২১॥

অনুদর্শিনী। কার্য্যাকার্য্যস্মৃতি নাশে আত্মস্বরূপের জ্ঞান নষ্ট হয়। তখন আমি কে? কি নিমিত্ত কাহাকে গ্রহণ করিতেছি? এই সকল বিচার হারাইয়া মূর্চ্ছিত ও মৃতের ন্যায় স্বার্থভ্রষ্ট হয়—

স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি। গীঃ ২।৬৩

অর্থাৎ স্মৃতিবিভ্রম হইতে বুদ্ধি নাশ হয় এবং বুদ্ধিনাশ হইতে সর্ব্বনাশ হয়।

মূর্চ্ছিত ব্যক্তির চৈতন্য থাকিতেও যেরূপ তাহাতে চেতনের ক্রিয়া দেখা যায় না বরং সে যেমন আত্মবোধ-রহিত এবং মৃতব্যক্তি যেরূপ চৈতন্যবর্জ্জিত তদ্রূপ আত্ম-পরমাত্মজ্ঞান এবং তদুভয়ের দাসপ্রভুর সম্বন্ধজ্ঞানরহিত জীবিত ব্যক্তি মূর্চ্ছিত ও মৃতের ন্যায়ই পরিগণিত ॥২১॥

বিষয়াভিনিবেশেন নাত্মানং বেদ নাপরম্।
বৃক্ষজীবিকয়া জীবন্ ব্যর্থং ভস্ত্রেব যঃ শ্বসন্ ॥২২॥

অন্বয়। যঃ বৃক্ষজীবিকয়া (বৃক্ষবৎ পুরুষার্থানমু-

সন্ধানপূর্ব্বক আহারসংগ্রহণমাত্রেণ) ব্যর্থং জীবন্ (বর্ত্ততে সঃ মূর্চ্ছিততুল্যঃ যঃ চ) ভস্ত্রা ইব (বর্ত্ততে সঃ মৃততুল্যঃ) বিষয়াভিনিবেশেন (বিষয়েষু অভিনিবেশ তেন) আত্মানং ন বেদ (ন জানাতি) অপরং (পরমাত্মানং ন বেদ) ॥২২॥

অনুবাদ। চেতনাশূন্য ব্যক্তি বিষয়সমূহে অত্যন্ত অভিনিবেশ জন্য আপনাকে ও পরমাত্মাকে জানিতে পারে না ; বৃক্ষের ন্যায় বৃথা প্রাণধারণোপযোগী বিষয় গ্রহণ করে এবং ভস্ত্রার ন্যায় বৃথা শ্বাস-প্রশ্বাস পরিত্যাগ করে। সুতরাং সে মৃত ও মূর্চ্ছিতের তুল্য হয় ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ। যো বৃক্ষ ইব জীবিকয়া বিষয়জনগ্রহণমাত্রজীবনোপায়েন জীবন্ ভবতি স মূর্চ্ছিততুল্যঃ। ভস্ত্রেব শ্বসন্ ভবতি সঃ মৃততুল্যঃ ॥২২॥

বঙ্গানুবাদ। যে বৃক্ষের ন্যায় জীবিকা বা বিষয়জনগ্রহণমাত্র জীবনোপায়দ্বারা বাঁচিয়া থাকে সে মূর্চ্ছিততুল্য, ভস্ত্রার ন্যায় শ্বাস-প্রশ্বাস লইয়া মৃততুল্য ॥২২॥

অনুদর্শিনী। প্রাণধারণকরতঃ বহুকাল জীবিত থাকিলেই যদি জীবন সার্থক হয়, তাহা হইলে যদৃচ্ছাপ্রাপ্ত আহারাদির দ্বারা বৃথা জীবনধারী মনুষ্য অপেক্ষা অধিক পরমায়ুবিশিষ্ট বৃক্ষকে কৃতার্থ স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু তাহা নহে—'তরবঃ কিং ন জীবন্তি'— ভাঃ ২।৩।১৮। কেননা, বৃক্ষে চেতন আত্মা বিদ্যমান থাকিলেও সে মূর্চ্ছিত ব্যক্তির ন্যায় চৈতন্যবোধরহিত অর্থাৎ সে তাহার আয়ুক্ষয় জানিতে পারে না। অতএব বৃক্ষের ন্যায় বৃথা জীবনধারী ভক্তিরহিত ব্যক্তি মূর্চ্ছিততুল্য। তাই শাস্ত্রে বলেন—'জীবিতং বিষ্ণুভক্তস্য বরং পঞ্চদিনানি চ। ন তু কল্পসহস্রাণি ভক্তিহীনস্য কেশবে'॥

'ভস্ত্রাঃ কিং ন শ্বসন্ত্যত'—ভাঃ ঐ। মনুষ্য অপেক্ষা ভস্ত্রার শ্বাসাধিক্য থাকিলেও সে যেমন প্রাণহীন তদ্রূপ কেবলমাত্র শ্বাস-প্রশ্বাসের দ্বারা জীবনধারী ভক্তিরহিত ব্যক্তিও প্রাণহীন বা মৃততুল্য ॥

বৃক্ষবদ্ বৃশ্যতে নিত্যং নিষ্প্রয়োজন জীবনঃ।
নিত্যদুঃখপরীতাঙ্গর্দৃতিবৎ প্রশ্বসিত্যপি ॥
তত্ত্বভাগবতে ।" ॥ ২২ ॥

ফলশ্রুতিরিয়ং নৃণাং ন শ্রেয়ো রোচনং পরম্।
শ্রেয়োবিবক্ষয়া প্রোক্তং যথা ভৈষজ্যরোচনম্ ॥২৩॥

অন্বয়। ইয়ং (শাস্ত্রনির্দিষ্টা) ফলশ্রুতিঃ নৃণাং শ্রেয়ঃ ন (পরমপুরুষার্থপরা ন ভবতি, কিন্তু) যথা ভৈষজ্যরোচনং ("পিব নিম্বং প্রদাস্যামি খলু তে খণ্ড লড্ডুকান্" ইত্যাদি বাক্যেন ভৈষজ্যে ঔষধে রুচ্যুৎপাদনবৎ) শ্রেয়ঃ বিবক্ষয়া (বহির্ম্মুখানাং মোক্ষবিবক্ষয়া অবান্তরফলৈঃ কর্ম্মসু) পরং রোচনং প্রোক্তং (কেবলং রুচ্যুৎপাদনমাত্রমুক্তম্) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ। কর্ম্মজন্য স্বর্গাদি ফলশ্রুতি জীবের পরমপুরুষার্থ বিষয়িনী নহে ; পরন্ত পিতা যেমন লড্ডুকাদি প্রদানের আশ্বাসবাক্যে পুত্রের ঔষধসেবনে রুচি উৎপাদন করিয়া থাকেন, তদ্রূপ বেদশাস্ত্রে জীবের মোক্ষরূপ পরম শ্রেয়ঃকথন উদ্দেশ্যেই কর্ম্মে আগ্রহার্থ ঐরূপ কথিত হইয়াছে ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ। নমু প্রবৃত্তস্য স্বর্গাদিফলশ্রবণাৎ কুতঃ স্বার্থবিভ্রংশস্তত্রাহ,—ফলশ্রুতিরিয়ং ন শ্রেয়ঃ। দুঃখহানিঃ সুখাবাপ্তিঃ। শ্রেয়স্তন্নেহ চেষ্যতে ইতি নারদোক্তেঃ। কর্ম্মফলস্য শ্রেয়স্ত্বখণ্ডনাৎ তর্হি অপ্সরোভির্বিহরামেত্যাদিকং যৎ শ্রূয়তে তৎকিমত আহ। রোচনং পরং কেবলং বহির্ম্মুখলোকানাং মোক্ষবিবক্ষয়া অবান্তরফলৈঃ কর্ম্মসু রুচ্যুৎপাদনমাত্রং। যথা ভৈষজ্যে ঔষধে রুচ্যুৎপাদনম্। তথাহি- "পিব নিম্বং প্রদাস্যামি খলু তে খণ্ডলড্ডুকান্। পিত্রৈবমুক্তঃ পিবতি ন ফলং তাবদেব হি" ইতি ॥ ২৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। আচ্ছা, প্রবৃত্ত-ব্যক্তির স্বর্গাদিফল শ্রুত হয়, তাহা হইলে কিসে তাহার স্বার্থবিভ্রংশ? তদুত্তরে বলিতেছেন। এই ফলশ্রুতি শ্রেয়ঃ নয় 'দুঃখহানি ও সুখপ্রাপ্তি—এই দুইটী শ্রেয়ঃ বলিয়া কথিত হয়। কিন্তু কর্ম্মমার্গে ঐ দুইটাই ত' লভ্য হইবার নহে' নারদোক্তি অনুসারে। কর্ম্মফল যে শ্রেয়ঃ এই মত খণ্ডনের জন্য। তাহা হইলে অপ্সরাদিগের সহিত বিহার করিব ইত্যাদি যাহা শোনা যায়, তাহা কি? অতএব বলিতেছেন। পর রোচন—কেবল বহির্ম্মুখ লোকদিগের নিকট মোক্ষ

বলিবার ইচ্ছায় অবান্তর ফল বলিয়া কর্ম্মে রুচি উৎপাদন-মাত্র, যেমন ভৈষজ্যে বা ঔষধে রুচি উৎপাদন। কথিত আছে—(নিম্ব পান কর, তোমাকে নিশ্চয় খণ্ড-লড্ডুক (লাড়ু) দিব। পিতা এইরূপ বলিলে পান করে। পরে কিন্তু কোন ফল (লড্ডুক) নাই) ॥২৩॥

অনুদর্শিনী। ঐহিক বিষয়কামী ব্যক্তিগণকে নিন্দা করিয়া বর্ত্তমান শ্লোকে পারলৌকিক বিষয়—স্বর্গাদিকামী-গণের নিন্দা করিতেছেন। কর্ম্মমার্গে শ্রেয়ঃ নাই—

শ্রেয়স্তং কতমদ্রাজন্ কর্ম্মণাত্মন ঈহসে।
দুঃখহানিঃ সুখাবাপ্তিঃ শ্রেয়স্তন্নেহ চেষ্যতে ॥
ভাঃ ৪।২৫।৪

শ্রীনারদ রাজা প্রাচীনবর্হিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে রাজন্, আপনি এই কাম্যকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা কোন্ শ্রেয়ঃ কামনা করিতেছেন? দুঃখনিবৃত্তি এবং সুখপ্রাপ্তি—এই দুইটাই শ্রেয়ঃ বলিয়া কথিত হয়, কিন্তু কর্ম্মমার্গে ঐ দুইটাই ত' লভ্য হইবার নহে।

অর্থাৎ সুষ্ঠুভাবে কর্ম্ম সম্পাদনে অনেক বাধা আছে। আবার নির্ব্বিঘ্নে কর্ম্ম সম্পাদিত হইলেও তৎফলে কেবল সুখপ্রাপ্তি হয় না। সুখের সহিত দুঃখও মিশ্র থাকে। আবার সেই দুঃখমিশ্রিত সুখও ক্ষণিক এবং নশ্বর। অতএব কর্ম্মমার্গে শ্রেয়ঃ লক্ষিত হয় না।

রোগ উপশমনই ঔষধ সেবনের উদ্দেশ্য। কিন্তু অজ্ঞ বালকের যেমন রোগ-নিবারক তিক্ত ঔষধে রুচি হয় না, রোগবৃদ্ধিকর লাড্ডুতে লোভ হয় বলিয়া তাহার বিজ্ঞ ও উপকারক পিতা তাহাকে লাড্ডুর লোভ দেখাইয়া তিক্ত ঔষধ সেবন করাইয়া থাকেন। ফলে—ঔষধির স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্মেই যেরূপ বালকের রোগ উপশমিত করে; তখন স্বাস্থ্যপ্রাপ্ত বালকের যেমন লাড়ু প্রয়োজন হয় না, সেইরূপ স্বভাবতঃ কুকর্ম্মাসক্ত বহির্ম্মুখ জীবগণকে মোক্ষ-পথে লইবার উদ্দেশ্যে সর্ব্বোপকারক বেদ জীবের আপাত-রুচিকর ফলের কথা উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র—

পরোক্ষবাদো বেদোঽয়ং বালানামনুশাসনম্।
কর্ম্মমোক্ষায় কর্ম্মাণি বিধত্তে হ্যগদং যথা। ভাঃ ১১।৩।৪৪

অর্থাৎ অভিভাবকেরা যেমন নানাবিধ প্রবৃত্তি বা প্রলোভন দেখাইয়া বালকদিগকে ঔষধ প্রদান করে, পরোক্ষবাদ বেদ সেইরূপ কর্ম্ম হইতে মুক্তির নিমিত্তই কর্ম্মের উপদেশ করেন।

জীব যদি বেদের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া শ্রীগুরুর উপদেশে বেদোক্ত কর্ম্মাচরণ করে, তাহা হইলে সেই কর্ম্মসমূহ পুরুষের বহু জন্মার্জ্জিত সংস্কারক্ষয়ে চিত্তকে ভগবদভিমুখী করিয়া দেয়। সুতরাং ফলশ্রুতি কেবল-মাত্র কর্ম্মে রুচি উৎপাদনের জন্য—

বেদোক্তমেব কুর্ব্বাণো নিঃসঙ্গোঽর্পিতমীশ্বরে।
নৈষ্কর্ম্ম্যং লভতে সিদ্ধিং রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ ॥
ভাঃ ১১।৩।৪৬

অর্থাৎ যিনি নিঃসঙ্গভাবে ঈশ্বরে ফল সমর্পণসহকারে বেদোক্ত কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান করেন, তিনি নৈষ্কর্ম্ম্য-সিদ্ধি লাভ করেন। কর্ম্মের ফলশ্রুতি কেবল কর্ম্মে রুচি উৎপাদনের জন্য ॥ ২৩ ॥

উৎপত্ত্যৈব হি কামেষু প্রাণেষু স্বজনেষু চ।
আসক্তমনসো মর্ত্ত্যা আত্মনোঽনর্থহেতুষু ॥২৪॥

অন্বয়। মর্ত্ত্যাঃ (মনুষ্যাঃ) উৎপত্ত্যা এব (স্বভাবত এব) আত্মনঃ (স্বস্য) অনর্থহেতুষু (পরিপাকতো দুঃখ-হেতুষু) কামেষু (পশ্বাদিষু) প্রাণেষু (আয়ুরিন্দ্রিয়বল-বীর্য্যাদিষু) স্বজনেষু (পুত্রাদিষু) চ আসক্তমনসঃ (অনুবক্তচিত্তাঃ ভবন্তি) ॥২৪॥

অনুবাদ। মনুষ্যগণ স্বভাবতঃই স্বীয় অনর্থকর পশু আদি ভোগ্য পদার্থে, আয়ু, ইন্দ্রিয়, বল, বীর্য্যাদি এবং পুত্রাদিতে আসক্ত হইয়া থাকে ॥২৪॥

বিশ্বনাথ। ননু কর্ম্মকাণ্ডে মোক্ষস্য নামাপি ন শ্রূয়তে তৎ কুত এবং ব্যাখ্যায়তে যন্মোক্ষতাৎপর্য্যকং কর্ম্মেতি। তত্র যথাশ্রুতস্যার্থঘটনাদেবমেবেত্যাহ,—উৎপত্ত্যৈবেতি দ্বাভ্যাম্। উৎপত্ত্যা স্বভাবত এব কামেষু বিষয়ভোগেষু প্রাণেষু আয়ুরিন্দ্রিয়বলবীর্য্যাদিষু। স্বজনেষু কলত্রপুত্রাদিষু অনর্থহেতুষু পরিপাকতো দুঃখহেতুষু ॥ ২৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। আচ্ছা, কর্ম্মকাণ্ডে মোক্ষের নামও শোনা যায় না, তবে এমন ব্যাখ্যা করা হয় কেন যে কর্ম মোক্ষতাৎপর্য্যক? সেস্থলে যাহা শ্রুত হইয়াছে, তাহার অর্থঘটনহেতু এই প্রকারই বটে, তাই এই দুই শ্লোকে বলিতেছেন। উৎপত্তিহেতু অর্থাৎ স্বভাবতই কাম অর্থাৎ বিষয়ভোগে, প্রাণ অর্থাৎ আয়ুঃ, ইন্দ্রিয়, বল, বীর্য্য প্রভৃতিতে স্বজন অর্থাৎ কলত্রপুত্রাদিতে অনর্থহেতুগুলিতে পরিপাকহেতু দুঃখহেতুসমূহে ॥ ২৪ ॥

অনুদর্শিনী। জীব স্বভাবতঃই বিষয়ভোগপ্রবণ—

"মা মাং প্রলোভয়োৎপত্ত্যাসক্তং
কামেষু তৈর্ব্বরৈঃ—ভাঃ ৭।১০।২

শ্রীপ্রহ্লাদ বলিলেন—হে ভগবন্, স্বভাবতঃ কামাসক্ত আমাকে ঐ সকল বরের দ্বারা লুব্ধ করিবেন না।

লোকে ব্যবায়ামিষমদ্যসেবা
নিত্যা হি জন্তোর্ন হি তত্র চোদনা। ভাঃ ১১।৫।১১
অর্থ—১১।২০।২৬ শ্লোঃ দ্রষ্টব্য।

যথাশ্রুত—অর্থাৎ প্রবৃত্তিপরবাক্যসমূহ। পরিপাক—পরিণাম। এতৎ প্রসঙ্গে ভাঃ১১।১০। ২৭-২৯ শ্লোক আলোচ্য ॥ ২৪ ॥

নতানবিদুষঃ স্বার্থং ভ্রাম্যতো বৃজিনাধ্বনি।
কথং যুঞ্জ্যাৎ পুনস্তেষু তাংস্তমো বিশতো বুধঃ ॥২৫॥

অন্বয়। (অতঃ) স্বার্থং (পরমসুখং) অবিদুষঃ (অজানতঃ) নতান্ (প্রহ্বীভূতান্ বেদো যদ্ বোধয়িষ্যতি তদেব শ্রেয় ইতি বিশ্বসিতান্) বৃজিনাধ্বনি (কামবর্ত্মনি দেবাদিযোনিষু) ভ্রাম্যতঃ তমঃ (বৃক্ষাদি-যোনিং) বিশতঃ (প্রাপ্নুবতঃ) তান্ (জীবান্) বুধঃ (বেদঃ) পুনঃ কথং তেষু (এব কামেষু) যুঞ্জ্যাৎ (প্রবর্ত্তয়েৎ, তথা সতি অনাপ্তঃ স্যাদিতি ভাবঃ) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ। অতএব পরমসুখবিষয়ে অনভিজ্ঞ, বেদবাক্যে বিশ্বাসান্বিত হইয়া যাহারা কামমার্গে ভ্রমণ-করতঃ কখনও দেবাদিযোনি কখনও বা বৃক্ষাদিযোনি প্রাপ্ত হইতেছেন, তাহাদিগকে সর্ব্বজ্ঞ বেদ স্বয়ং কি প্রকারে ঐসকল কাম্য কর্ম্মে পুনরায় প্রবর্ত্তিত করিবেন? ॥২৫॥

বিশ্বনাথ। অতোঽবিদুষঃ স্বার্থং পরমসুখমজানতঃ। অত এব নতান্ নম্রীভূতান্। বেদো যদ্বোধয়িষ্যতি তদেব শ্রেয় ইতি বিশ্বস্তানিত্যর্থঃ। বৃজিনাধ্বনি কামবর্ত্মনি দেবাদিযোনিষু ভ্রাম্যতঃ পুনরপি তমো বিশতঃ বৃক্ষাদি-যোনিমপি প্রাপ্নুবতস্তানেব জনান্ পুনস্তেষ্বেব কামেষু স্বয়ং বুধো বেদঃ কথং যুঞ্জ্যাৎ প্রবর্ত্তয়েৎ। তথা সতি অনাপ্তঃ স্যাদিতি ভাবঃ ॥ ২৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। অতএব স্বার্থ অর্থাৎ পরম সুখ (বিষয়ে) অবিদ্বান্ অজ্ঞান, সেই জন্যই নত অর্থাৎ নম্রীভূত বেদ যাহা বুঝাইবে, তাহাই শ্রেয়ঃ এই বিশ্বাসবান্। বৃজিনাধ্ব অর্থাৎ কামপথে দেবাদিযোনিতে ভ্রমণশীল, পুনরায় তমঃ প্রবিষ্ট অর্থাৎ বৃক্ষাদিযোনি পর্য্যন্ত প্রাপ্ত, সেই সব জনকে পুনর্ব্বার সেই সমস্ত কামে স্বয়ং বুধ বা বেদ কিরূপে যোজিত বা প্রবর্ত্তিত করিবে, তাহা হইলে অনাপ্ত হইবে (অর্থাৎ বেদের আপ্তবাক্যত্বের অভাব হইবে) ॥ ২৫ ॥

অনুদর্শিনী। যাহারা অজ্ঞ এবং স্বভাবতঃ বিষয়ে প্রবৃত্ত কিন্তু বেদের আজ্ঞা প্রতিপালনেই অগ্রসর, তাদৃশ অজ্ঞগণকে সর্ব্বজ্ঞ বেদ কামভোগে প্রবর্ত্তনে নিজে অনাপ্ত, অযথার্থ বক্তা ও অবিশ্বসনীয় হইবেন। এই সন্দেহস্থলে বিষয়টী সুমীমাংসিত হইবে বলিয়া ভগবান্ স্বয়ংই এইরূপ প্রশ্নের অবসর দিয়াছেন ॥ ২৫ ॥

এবং ব্যবসিতং কেচিদবিজ্ঞায় কুবুদ্ধয়ঃ।
ফলশ্রুতিং কুসুমিতাং ন বেদজ্ঞা বদন্তি হি ॥২৬॥

অন্বয়। কেচিৎ কুবুদ্ধয়ঃ (কর্ম্মমীমাংসকাদয়ঃ) এবং ব্যবসিতং (বেদস্যাভিপ্রায়ং) অবিজ্ঞায় (অজ্ঞাত্বা) কুসুমিতাং ফলশ্রুতিং (অবান্তরফলপ্ররোচনয়া রমণীয়াং পরমফলশ্রুতিং) বদন্তি বেদজ্ঞাঃ (ব্যাসাদয়ঃ) ন হি (ন তথা বদন্তি) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ। কর্ম্মমীমাংসক প্রভৃতি কতিপয় কুবুদ্ধি-বিশিষ্ট ব্যক্তি বেদশাস্ত্রের পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায় অবগত হইতে না পারিয়া অবান্তর ফল প্ররোচনায় উক্ত রমণীয় শ্রুতিবাক্যকেই পরম ফল বলিয়া থাকেন, কিন্তু ব্যাস প্রভৃতি বেদজ্ঞগণ তাহা বলেন না॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ। কথং তর্হি মীমাংসকাঃ বেদস্য স্বর্গাদি-ফলপরতাং বদন্তি তত্রাহ,—এবমিতি। ব্যবসিতং বেদ-স্যাভিপ্রায়ং নৈব জ্ঞাত্বা ফলশ্রুতিং ফলশ্রবণং বেদপ্রমাণ-কত্বেন বদন্তি। বস্তুতস্তু কুসুমান্যেব সংজাতানি ন তু ফলানি যস্যাং তাং ফলশ্রবণং ন ফলযুক্তং কিন্তু কুসুম-যুক্তমেব কুসুমস্যৈবাজ্ঞানেন ফলত্ব ভাবনাদিত্যর্থঃ। অতস্তে কুবুদ্ধয়ো বেদতাৎপর্য্যানভিজ্ঞাঃ, হি যস্মাদ্বেদজ্ঞা ব্যাসাদয়স্তথা ন বদন্তীতি ॥২৬॥

বঙ্গানুবাদ। তাহা হইলে মীমাংসকগণ কেন বেদকে স্বর্গফলপর বলেন? তাই বলিতেছেন। ব্যবসিত অর্থাৎ বেদের অভিপ্রায় না জানিয়াই ফলশ্রুতিকে বেদ-প্রমাণিত বলিয়া বলেন। কিন্তু বস্তুতঃ কুসুমিতা অর্থাৎ যাহাতে কুসুমই জন্মিয়াছে, ফল জন্মে নাই সেই ফলশ্রুতি ফলযুক্ত নহে, কিন্তু কুসুমযুক্তই, অজ্ঞানপ্রযুক্ত কুসুমকেই ফল বলিয়া ভাবনা করা হয়—এই অর্থ। অতএব সেই কুবুদ্ধিগণ বেদতাৎপর্য্যে অনভিজ্ঞ, যেহেতু বেদজ্ঞ ব্যাসাদি ঐরূপ বলেন না॥ ২৬ ॥

অনুদর্শিনী। কর্ম্মে রুচি উৎপাদনে লোকসকল কর্ম্ম করিবে এবং সেই কর্ম্মাচরণে চিত্তশুদ্ধি এবং কর্ম্ম-সঙ্কোচরূপ অর্থ লাভ করিবে বলিয়া বেদের কর্ম্মপবর্ত্তনের অভিপ্রায়। কিন্তু যাহারা বেদের এই অভিপ্রায় না জানিয়া ফলশ্রুতিকে বেদের অভিমত জানেন তাহারা কুসুমকে ফলজ্ঞানে আহরণকারীর অজ্ঞের ন্যায় বেদার্থ-সংগ্রহে অজ্ঞতারই পরিচয় দেন। ব্যাসাদি বেদজ্ঞগণ বেদকে ফলপর বলেন না, নিবৃত্তিপরই বলেন॥ ২৬ ॥

কামিনঃ কৃপণা লুব্ধাঃ পুষ্পেষু ফলবুদ্ধয়ঃ।
অগ্নিমুগ্ধা ধূমতান্তাঃ স্বং লোকং ন বিদন্তি তে ॥২৭॥

অন্বয়। তে (মীমাংসকাঃ) কামিনঃ (অতঃ) কৃপণাঃ (দীনাঃ) লুব্ধাঃ (তৃষ্ণাকুলাঃ সন্তঃ অতএব) পুষ্পেষু (অবান্তরফলেষু) ফলবুদ্ধয়ঃ (পরমফলবুদ্ধয়ঃ) অগ্নিমুগ্ধাঃ (অগ্নিসাধ্যকর্ম্মাভিনিবেশেন লুপ্তবিবেকাঃ ততঃ) ধূমতান্তাঃ (ধূমমার্গোঽন্তো যেষাং তে) স্বং লোকম্ (আত্মতত্ত্বং) ন বিদন্তি (ন জানন্তি)॥ ২৭ ॥

অনুবাদ। সেই কুবুদ্ধি মীমাংসকগণ কামী, কৃপণ ও লুব্ধ। অতএব অবান্তর ফলে পরম ফল জ্ঞান করিয়া অগ্নিসাধ্য কর্ম্মসমূহে অভিনিবেশ জন্য বিবেকশূন্য ও পরিণামে ধূম্রমার্গাবলম্বী হইয়া আত্মতত্ত্ব অবগত হইতে পারে না॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ। কুবুদ্ধিতাং প্রপঞ্চয়তি,—কামিন ইত্যষ্টভিঃ॥ পুষ্পেষবান্তরফলেষেব পরমফলবুদ্ধয়ঃ অগ্নি-মুগ্ধাঃ অগ্নিসাধ্যকর্ম্মাভিনিবেশেন লুপ্তবিবেকাঃ ধূমেন যজ্ঞাগ্নিধূমেনান্তে ধূমমার্গগমনেন চ তান্তাঃ গ্লানিময়াঃ। তথা চ শ্রুতিঃ "কশ্চিৎ স্বং লোকং ন প্রজানাতি অগ্নিমুগ্ধো ধূমতান্তঃ" ইতি॥ ২৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। কুবুদ্ধিত্বকে বিস্তার করিয়া আটটী শ্লোকে বলিতেছেন। পুষ্প অর্থাৎ অবান্তর ফলে পরম ফলবুদ্ধিকারিগণ অগ্নিমুগ্ধ অর্থাৎ অগ্নিসাধ্য কর্ম্মাভিনিবেশে লুপ্তবিবেক, ধূমতান্ত অর্থাৎ যজ্ঞাগ্নিধূম ও অন্তে ধূমমার্গ-গমনদ্বারা তান্ত বা গ্লানিময়। শ্রুতি বলিয়াছেন—'অগ্নি-মুগ্ধ ধূমতান্ত কেহই নিজলোক জানেন না'॥ ২৭ ॥

অনুদর্শিনী। অবান্তরফলে—স্বর্গাদিতে।
কশ্চিৎ—কর্ম্মজড়, স্বং লোকং—স্বাশ্রয়কে।
স্বং লোকং ন বিদুস্তে বৈ যত্র দেবো জনার্দ্দনঃ।
আহুর্ধূম্রধিয়ো বেদং সকর্ম্মকমতদ্বিদঃ॥
ভাঃ ৪।২৯।৪৮॥ ২৭॥

ন তে মামঙ্গ জানন্তি হৃদিস্থং য ইদং যতঃ।
উক্থশস্ত্রা হ্যসুতৃপো যথা নীহারচক্ষুষঃ ॥২৮॥

অন্বয়। (কোঽসৌ স্বলোকস্তমাহ) অঙ্গ (হে উদ্ধব,) নীহারচক্ষুষঃ (নীহারং তমঃ তেন ব্যাপ্তানি চক্ষূংষি

যেষাং তে) যথা (সন্নিহিতং অপি বস্তুং ন পশ্যন্তি তদ্বৎ) উক্থশস্ত্রাঃ (উক্থং কর্ম্মৈব শস্ত্রং শংস্তং কথনীয়ং পশুহিংসা-সাধনং বা যেষাং তে অতঃ কেবলম্) অসুতৃপঃ (প্রাণতর্পণ-পরাঃ) তে হি (কর্ম্মকাণ্ডজীবিনঃ) যতঃ ইদং (পরি-দৃশ্যমানং জগৎ) যঃ (যশ্চেদং যদ্ব্যতিরিক্তং জগন্নাস্তি) হৃদিস্থং (আত্মানং) মাং (স্বং লোকং) ন জানন্তি ॥২৮॥

অনুবাদ। হে উদ্ধব, অন্ধকারে আবৃতলোচন ব্যক্তি যেরূপ নিকটবর্ত্তী বস্তুকেও জানিতে পারে না, তদ্রূপ যজ্ঞাদি কর্ম্মই যাহাদের পশুহিংসা-সাধনের শস্ত্র-স্বরূপ, সেই প্রাণতর্পণপরায়ণ কর্ম্মিসকল এই পরিদৃশ্যমান্ জগতের কারণ ও স্বরূপভূত হৃদয়স্থিত অন্তর্যামী আমাকে জানিতে পারে না ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ। স লোকঃ কস্তমাহ—নেতি। মামন্ত-র্যামিণং স্বহৃদিস্থিতমপি ন জানন্তি যোঽহমেব ইদং জগৎ নন্থ ত্বং চিদ্ঘনবিগ্রহো জগন্ন ভবসি তত্রাহ—যত ইতি। জগৎকারণত্বাদহং জগদিত্যর্থঃ। মদজ্ঞানে হেতুঃ উক্থং কর্ম্মৈব শস্ত্রং শংস্তং কথনীয়ং পশুহিংসা-সাধনং বা যেষাং তে। অতঃ কেবলমসুতৃপঃ প্রাণতর্পণপরাঃ। সর্ব্বত্র হেতুঃ। নীহারমবিদ্যা তেন ব্যাপ্তং চক্ষুর্জ্ঞানং যেষাং তে। তথা চ শ্রুতিঃ। "ন তং বিদাথ য ইমা জজানান্যদ্ যুষ্মাকমন্তরং বভূব নীহারেণ প্রাবৃতা জল্প্যাশ্চা সুতৃপ উক্থশাসশ্চরন্তি" ইতি ॥ ২৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। সে কোন্ লোক, তাহাই বলিতে-ছেন—হৃদিস্থ অর্থাৎ স্বহৃদয়ে স্থিত অন্তর্যামী আমাকে জানে না, যে আমিই এই জগৎ। আচ্ছা, আপনি চিদ্ঘন-বিগ্রহ, জগৎ নহেন; তাই বলিতেছেন—যাঁহা হইতে অর্থাৎ জগৎকারণ বলিয়া আমি জগৎ। আমার সম্বন্ধে অজ্ঞান-বিষয়ে হেতু। উক্থ শস্ত্র—উক্থ কর্ম্মই যাহাদের প্রশস্ত, প্রশংসনীয়, কথনীয় বা পশুহিংসাসাধন, অতএব কেবল অসুতৃপ্ অর্থাৎ প্রাণতর্পণপর, সর্ব্বত্র হেতু নীহার (কুয়াসা) অর্থাৎ অবিদ্যাদ্বারা যাহাদের জ্ঞানচক্ষু ব্যাপ্ত। শ্রুতি বলিয়াছেন—

"হে প্রাণিগণ, তোমরা পরমেশ্বরকে জানিতে পারিতেছ না, যিনি সমগ্র জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। যে-হেতু তোমাদের বিশেষ ভেদ আছে। কারণ নীহারসদৃশ অজ্ঞানদ্বারা আবৃত হইয়াছ এবং প্রভু ও মনুষ্য বলিয়া মিথ্যাভাষণ করিতেছ। কেবল প্রাণতর্পণপর আর যজ্ঞীয়স্তোত্রশাস্ত্র উচ্চারণে আসক্ত কর্ম্মোপদেশকারী ব্যক্তি-গণ সংসারে ভ্রমণ করে"—শুক্ল যজুর্ব্বেদসংহিতা—১৭শ অধ্যায় ॥ ২৮ ॥

অনুদর্শিনী। কুয়াসাচ্ছন্ন দৃষ্টিবিশিষ্ট ব্যক্তি যেমন সন্নিহিত বস্তুকেও দেখিতে পায় না তদ্রূপ অবিদ্যাচ্ছন্ন চক্ষুযুক্ত ব্যক্তিগণ নিজহৃদয়ে স্থিত অন্তর্যামীকেই দেখিতে পায় না।

> অথ তং সর্ব্বভূতানাং হৃৎপদ্মেষু কৃতালয়ম্।
> শ্রুতানুভাবং শরণং ব্রজ ভাবেন ভাবিনি ॥
>
> —ভাঃ ৩।৩২।১১

শ্রীকপিলদেব বলিলেন—অতএব হে ভক্তিমতি, ভগবান্ সর্ব্বভূতের হৃদয়কমলে স্বীয় আবাসস্থান বিরচণ পূর্ব্বক নিয়ত অবস্থান করিতেছেন। আপনি সেই বেদবেদ্য ভগবানে প্রেমলক্ষণ-ভক্তিযোগে শরণ গ্রহণ করুন ॥২৮॥

> তে মে মতমবিজ্ঞায় পরোক্ষং বিষয়াত্মকাঃ।
> হিংসায়াং যদি রাগঃ স্যাদ্যজ্ঞ এব ন চোদনা ॥২৯॥
> হিংসাবিহারা হ্যালব্ধৈঃ পশুভিঃ স্বসুখেচ্ছয়া।
> যজন্তে দেবতা যজ্ঞৈঃ পিতৃভূতপতীন্ খলাঃ ॥৩০॥

অন্বয়। হিংসায়াং (মাংসভক্ষণার্থং তৎকলার্থঞ্চ) যদি রাগঃ স্যাৎ (তর্হি) যজ্ঞে এব (সা কার্য্যা ইয়মত্যা-মুজ্ঞাময়ী পরিসংখ্যৈব) চোদনা ন (বিধির্ন ভবতি) হিংসাবিহারাঃ (হিংসয়া বিহারঃ ক্রীড়া যেষাং তে) খলাঃ (ক্রূরস্বভাবাঃ) তে (কর্ম্মিণঃ) পরোক্ষম্ (অস্ফুটং) মে (মম) মতম্ অবিজ্ঞায় বিষয়াত্মকাঃ (বিষয়পরাঃ) হি আলব্ধৈঃ (হিংসিতৈঃ) পশুভিঃ যজ্ঞৈঃ স্বসুখেচ্ছয়া (স্বর্গাদিসুখকামনয়া) দেবতাঃ পিতৃভূতপতীন্ (চ) যজন্তে ॥ ২৯-৩০ ॥

অনুবাদ। মাংসভক্ষণের জন্য যদি হিংসায় প্রবৃত্তি হয়, তাহা হইলে কেবলমাত্র যজ্ঞেই হিংসা করিবে—ইহা বেদে পরিসংখ্যা বিধানই করা হইয়াছে, বিধি করা হয় নাই। হিংসাপরায়ণ খল কর্ম্মিগণ আমার এই অস্ফুট মতের তাৎপর্য্য অবগত না হইয়া স্বর্গাদি সুখকামনায়—যজ্ঞে নিহত পশুমাংসদ্বারা দেবতা, পিতৃগণ ও ভূতগণের আরাধনা করিয়া থাকে ॥ ২৯-৩০ ॥

বিশ্বনাথ। মদজ্ঞানাদেব মৎসম্মতস্য বেদার্থস্যাপ্যজ্ঞাস্তে ইত্যাহ,—তে ইতি। পরোক্ষমস্ফুটং মে মতমবিজ্ঞায় দেবাদীন্ যজন্তে ইত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। স্বমতমাহ। হিংসায়াং যদি রাগঃ স্যাদিতি যদি পশুহিংসাত্যক্তুং নশক্যা স্যাত্তদা যজ্ঞ এব সা কার্য্যেত্যভ্যনুজ্ঞাময়ী পরিসংখ্যৈবেয়ং নতু চোদনেত্যেবং রূপং মে মতমবিজ্ঞায়। বিষয়াত্মকাঃ বিষয়াবিষ্টচেতসঃ। অতএব হিংসাবিহারাঃ॥ ২৯-৩০ ॥

অনুবাদ। আমাকে জানেনা বলিয়াই তাহারা আমার সম্মত বেদার্থসম্বন্ধেও অজ্ঞ, তাই বলিতেছেন। পরোক্ষ অস্ফুট আমার মত না জানিয়াই দেবাদিরও যজন করে—এই পরবর্ত্তী উক্তির সহিত অন্বয়। স্বীয় মত বলিতেছেন—হিংসাতে যদি রাগ বা আসক্তি হয় অর্থাৎ যদি পশুহিংসা ত্যাগ করিতে সামর্থ্য না হয়, তাহা হইলে যজ্ঞেই তাহা করিতে হইবে, এই অভ্যনুজ্ঞাময়ী পরিসংখ্যামাত্রই কিন্তু চোদনা বা প্রেরণা নহে, আমার এইরূপ মত না জানিয়া বিষয়াত্মক বা বিষয়াবিষ্টচিত্ত, অতএব হিংসাবিহার (হিংসাক্রীড়ারত)॥ ২৯-৩০ ॥

অনুদর্শিনী। শ্রীভগবান্ কহিলেন—পশুহিংসাবিশিষ্ট যজ্ঞে যদি মাংসভোজনের প্রবৃত্তি ও পারলৌকিকফলের আসক্তি থাকে তাহা হইলে 'যজ্ঞ কর'—এই বেদবাক্যেরদ্বারা পরিসংখ্যারই প্রবৃত্তি হইল মাত্র। কিন্তু যজ্ঞ যে অবশ্য কর্ত্তব্য, এরূপ প্রেরণার পরিচয় হয় না। যে কর্ম্মে উভয় লাভের সম্ভাবনা থাকে, সে ক্ষেত্রে একের নিষেধ পূর্ব্বক অন্যের প্রাপ্তির নাম পরিসংখ্যা। যেমন 'অগ্নিষোমীয় পশুমালভত' বলিলে অগ্নিষোমীয় পশুব্যতীত অন্যপশুর হিংসা নিষিদ্ধ হইল ইহাই বুঝায়। এস্থলে বৈধ ভোগ ব্যতীত অবৈধ ভোগের বাধা দেওয়া হইল। কিন্তু যে উপদেশে অপ্রাপ্তবিষয়ের প্রাপ্তি ঘটে তাহাই বিধিবাক্য। এস্থলে ভোগপ্রাপ্তি কখনও অপ্রাপ্তির প্রাপক বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কারণ রাগ থাকিলে জীবের বাহিরে বিষয়ভোগ না হইলেও অন্তরে ভোগ অনিবার্য্য। সুতরাং প্রয়োজনীয় পদার্থের প্রদানে বিধির সার্থকতা নাই। এবং তাদৃশ উপদেশ বিধিও নহে। অজ্ঞব্যক্তিগণ ইহা না বুঝিয়াই হিংসারত—

> যদ্‌ঘ্রাণভক্ষো বিহিতঃ সুরায়া—
> স্তথাপশোরালভনং ন হিংসা।
> এবং ব্যবায়ঃ প্রজয়া ন রত্যৈ
> ইমং বিশুদ্ধং ন বিদুঃ স্বধর্ম্মম্॥ ভাঃ ১১।৫।১৩

শাস্ত্রে মদ্যের ঘ্রাণরূপ ভক্ষণই বিহিত হইয়াছে, পান বিহিত হয় নাই, সেইরূপ যথেচ্ছ পশুহিংসার পরিবর্ত্তে যজ্ঞে পশুব্যবহার এবং আত্মতৃপ্তির পরিবর্ত্তে কেবলমাত্রসন্তান উৎপাদনের জন্যই মৈথুন বিহিত হইয়াছে, পরন্তু মনোরথবাদিগণ এবম্বিধ বিশুদ্ধ স্বধর্ম্ম অবগত হয় না ॥২৯-৩০॥

> স্বপ্নোপমমমুং লোকমসন্তং শ্রবণপ্রিয়ম্।
> আশিষো হৃদি সঙ্কল্প্য ত্যজন্ত্যর্থান্ যথা বণিক্ ॥৩১॥

অন্বয়। (কিঞ্চ তে২তিমন্দবুদ্ধয়ঃ) স্বপ্নোপমং (স্বপ্নতুল্যং) অসন্তং (নশ্বরং) শ্রবণপ্রিয়ং (কেবলংশ্রুতিরম্যম্) অমুং লোকং (পরলোকং তথা ইহলোকং) আশিষঃ (রাজ্যাদ্যাংশ্চ) হৃদিসঙ্কল্প্য (নতু নিশ্চিত্য বিঘ্নবাহুল্যাৎ) অর্থান্ ত্যজন্তি (কর্ম্মসু বিনিযোজয়ন্তি), যথা বণিক (যথা কশ্চিৎ বণিক্ দুস্তরসমুদ্রাদিলঙ্ঘনেন বহু ধনার্জ্জনেচ্ছয়া সিদ্ধং ধনং ত্যজন্ উভয়ত্র ভ্রষ্টো ভবতি তদ্বদিত্যর্থঃ) ॥৩১॥

অনুবাদ। সেই মন্দবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ স্বপ্নতুল্য, নশ্বর, কেবল শ্রবণপ্রিয় পরলোককে এবং ইহলোকে রাজ্যাদিকে সুখপ্রদ কল্পনা করিয়া, দুস্তর সমুদ্রাদি লঙ্ঘন দ্বারা বহুধনোপার্জ্জনাভিলাষে পূর্ব্বসঞ্চিত ধনব্যয়ে সর্ব্বস্বান্ত বণিকের ন্যায়, যজ্ঞাদিতে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া উভয়তঃ ভ্রষ্ট হইয়া থাকে ॥৩১॥

বিশ্বনাথ। তেঽতিমন্দধিয়শ্চেত্যাহ,—স্বপ্নোপমমিতি। অমুং লোকং পরলোকং। অসন্তং অসত্তুল্যং তথৈবেহ লোকে আশিষশ্চ রাজ্যাদ্যাঃ সঙ্কল্প্য ন তু নিশ্চিত্য বিঘ্নবাহুল্যাত্ত্যজন্তি অর্থান্ কর্ম্মসু বিনিযোজয়ন্তি যথা কশ্চিদ্বণিক্ দুস্তরসমুদ্রাদিলঙ্ঘনেন বহুধনেচ্ছয়া সিদ্ধং ধনং ত্যজন্নুভয়ত্র ভ্রষ্টো ভবতি তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

বঙ্গানুবাদ। আর তাহারা অতি মন্দধী, তাহাই বলিতেছেন। ঐ অর্থাৎ পরলোক অসৎ বা অসত্তুল্য। সেইরূপই ইহলোকে আশীঃ বা রাজ্যাদি সঙ্কল্প করিয়া, নিশ্চয় করিয়া নহে, বিঘ্নবাহুল্যহেতু অর্থ ত্যাগ করে অর্থাৎ কর্ম্মে বিনিয়োগ করে, যেমন কোনও বণিক্ দুস্তর সমুদ্রাদি লঙ্ঘনপূর্ব্বক বহুধনের ইচ্ছায় সিদ্ধধন ত্যাগ করিয়া উভয়দিকেই ভ্রষ্ট হয়, সেইরূপ, এই অর্থ ॥৩১॥

অনুদর্শিনী। কর্ম্মসমূহে—যাগাদিতে, বিনিয়োগ করে—ব্যয় করে।

ইহলোকের দৃষ্ট সুখ যেরূপ স্বপ্নদৃষ্ট সুখের ন্যায় নশ্বর ও অলীক; পরলোকের অদৃষ্টসুখও তদ্রূপ। সুতরাং যাহারা এরূপ সুখের প্রয়াসী, তাহারা মন্দবুদ্ধিযুক্ত। যেমন কোন বণিক্ অদৃষ্ট ও অজ্ঞাত অসিদ্ধ বহু ধনার্জ্জনের আশায় নিজের সঞ্চিত সিদ্ধ ধন ব্যয় করিয়া যখন প্রার্থিত ধন লাভ করিতে পারে না তখন যেমন সে শ্রুত ও নিজধন হইতে বঞ্চিত হইয়া অত্যধিক দুঃখ লাভ করে, তদ্রূপ অজ্ঞ ব্যক্তি অনিশ্চিত স্বর্গাদি সুখের আশায় বহু আয়াসসাধ্য যজ্ঞাদি কর্ম্মে ধন, পরমায়ু প্রভৃতি ব্যয় করিয়া যখন ত্রুটীবশতঃ স্বর্গলাভে বঞ্চিত হয়, তখন সে স্বর্গলাভে ত বঞ্চিত হবেই, অধিকন্তু ইহলোকে ধন হীনতায় বহু দুঃখ ভোগ করে ॥৩১॥

রজঃসত্ত্বতমোনিষ্ঠা রজঃসত্ত্বতমোজুষঃ।
উপাসত ইন্দ্রমুখ্যান্ দেবাদীন্ ন যথৈব মাম্ ॥৩২॥

অন্বয়। রজঃসত্ত্বতমোনিষ্ঠাঃ (তে) রজঃসত্ত্বতমোজুষঃ (তত্তৎস্বভাবান্ স্বানুরূপান্) ইন্দ্রমুখ্যান্ (ইন্দ্রাদীন্) দেবাদীন্ উপাসতে মাং ন (ন উপাসতে, যদ্যপি ইন্দ্রাদীনামপি মদংশত্বাৎ মদুপাসনমেব তৎ তথাপি) যথা এব (যথাবৎ ন উপাসতে ভেদদর্শিত্বাদিত্যর্থঃ) ॥ ৩২॥

অনুবাদ। সেই সত্ত্ব, রজঃ ও তমোনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোনিষ্ঠ ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের আরাধনা করিয়া থাকে, পরন্তু আমার উপাসনা করে না। যদিও ইন্দ্রাদি দেবগণ আমার অংশ বলিয়া সেই উপাসনা আমারই উপাসনা, কিন্তু আমা হইতে ভিন্ন জ্ঞানে তাহাদের উপাসনা করায় তাদৃশ উপাসনায় আমার যথাযথ উপাসনা হয় না ॥৩২॥

বিশ্বনাথ। রজঃসত্ত্বতমোনিষ্ঠাঃ যে তে রজঃসত্ত্বতমাংস্যেব জুষন্তে সেবন্তে ন তথৈবেতি। যদ্যপীন্দ্রাদীনামপি মদংশত্বান্মদুপাসনমেব তৎ তথাপি যথাবন্নোপাসতে যথাবদুপাসনাভাবাদ্ভ্রশ্যন্তীত্যর্থঃ। যদুক্তং "ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে" ॥ ৩২ ॥

বঙ্গানুবাদ। রজঃসত্ত্বতমোনিষ্ঠ যাহারা তাহারা রজঃসত্ত্বতমই জোষণ বা সেবা করে, কিন্তু সেরূপ নহে। যদিও ইন্দ্রাদি আমার অংশ বলিয়া তাঁহাদের সেবা আমারই সেবা, তথাপি যথা বা যথাবৎ (ঠিকমত) উপাসনা করে না, আর যথাবৎ উপাসনার অভাবহেতু ভ্রষ্ট হয়, এই অর্থ। যেমন উক্ত আছে—'আমাকে তত্ত্বতঃ সম্যক্ জানেন', সেই নিমিত্ত উহা হইতে চ্যুত হয়'।

(গী ৯।২৪) ॥ ৩২ ॥

অনুদর্শিনী। জীবগণ নিজ নিজ প্রকৃতিঅনুযায়ী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত নিজ নিজ ভাবোচিত দেবতার সেবা করেন—

রজস্তমঃপ্রকৃতয়ঃ সমশীলা ভজন্তি বৈ।
পিতৃভূতপ্রজেশাদীন্ শ্রিয়ৈশ্বর্য্যপ্রজেপ্সবঃ ॥ভাঃ ১।২।২৭

রজস্তমস্বভাবযুক্ত সুতরাং পিতৃভূত প্রজাপতি প্রভৃতি স্ব-স্ব ইষ্টদেবতাগণের সম স্বভাববিশিষ্ট জনগণ ঐশ্বর্য্য-বিত্ত-পুত্রকামী হইয়াই ঐ সকল দেবতাগণের যজন করেন।

শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রেও পাওয়া যায় যে—

সত্ত্ব ও রজোগুণযুক্ত ব্যক্তি ধর্ম্মার্থে সূর্য্যের উপাসনা করেন, সত্ত্ব ও তমোগুণযুক্ত ব্যক্তি অর্থহেতু গণেশের উপাসনা করেন, রজস্তমোগুণযুক্ত ব্যক্তি কামার্থে শক্তির উপাসনা

করেন, কেবল তমোগুণযুক্ত ব্যক্তি মোক্ষার্থে শিবের উপাসনা করেন, এবং কেবল রজোগুণযুক্ত ব্যক্তি সর্ব্বো-পাসক হ'ন।

ভিন্ন ভিন্ন প্রার্থীর ভিন্ন ভিন্ন দেবতা উপাসনা—

ভাঃ ২।৩।২-১০ শ্লোঃ দ্রষ্টব্য।

যদি প্রশ্ন হয় যে, জীব কেন শ্রীকৃষ্ণের ভজন করে না, তদুত্তরে বলা যায় যে, বদ্ধ জীব মায়ামোহে নিজেকে ভোক্তা বুদ্ধি করিয়া দৃশ্য যাবতীয় বস্তুকে নিজের ভোগের উপকরণ জ্ঞান করে। সুতরাং সে স্বভাবতঃই জড়ভোগ-পরায়ণ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র ভোক্তা। তিনি কাহারও ভোগ সরবরাহকারী নহেন। বরং ভোগার্থী হইয়া যিনি তাঁহার ভজন করেন, তিনি ভজনকারীকে ভোগ ত দেনই না বরং ভজনের পূর্ব্বে তাহার যাহা কিছু ভোগের বস্তু ছিল, সে সকলই হরণ করিয়া আত্মসাৎ করিয়া থাকেন। দেবগণ কিন্তু স্বয়ং ভোগপরায়ণ। সুতরাং তাঁহারা ভোগপরায়ণ জীবের ভোগ সরবরাহকারী। তাই ভোগার্থী জনগণ দেবগণেরই সেবা করিয়া থাকেন। তবে কোন এক দেবতা কোন এক জীবের সকল কামনা পূরণ করিতে পারেন না, একটি বিষয় প্রদানে অধিকারী মাত্র। সেইজন্য যে জীবের যে ফল প্রয়োজন, সেই জীব সেই ফলদাতা দেবতার উপাসনা করেন, বারান্তরে অন্য ফল কামনায় অন্য দেবযাজী হ'ন—

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া॥ গী ৭।২০

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণ কামদ্বারা হৃতজ্ঞান হইয়া স্বীয় স্বীয় প্রকৃতিদ্বারা চালিত হইয়া সেই সেই ক্ষুদ্র নিয়ম পালন করতঃ তদনুরূপ দেবতা সকলের উপাসনা করে।

এবং—কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা॥ গী ৪।১২

অর্থাৎ কর্ম্মসিদ্ধির জন্য (ভোগবাসনাদ্বারা বিনষ্টবিবেক) মানবগণ ফলকামী হইয়া বহু দেবতার উপাসনা করেন। তাহারা মনুষ্যলোকে কর্ম্মজ ফল অতি শীঘ্র সিদ্ধ হয়।

ইহলোকে অনাদিভোগবাসনাদ্বারা নিয়ন্ত্রিত প্রাণি-সকল পশুপুত্রাদিফলনিষ্পত্তি আকাঙ্ক্ষায় অনিত্য অল্পফলদ ইন্দ্রাদিদেবগণকে সকামকর্ম্মদ্বারা যজন করে, কিন্তু সর্ব্ব-দেবেশ্বর নিত্যানন্দফলপ্রদই আমাকে নিষ্কামকর্ম্মদ্বারা যজন করে না। যেহেতু এই মনুষ্যলোকে কর্ম্মজসিদ্ধি শীঘ্র হয়। নিষ্কামকর্ম্মদ্বারা আরাধিত আমা হইতে জ্ঞানলভ্য মোক্ষ-লক্ষণাসিদ্ধি কিন্তু বিলম্বেই হয়।—শ্রীবলদেব।

শ্রীভগবান্ দেব-মনুষ্য সকলেরই অন্তর্য্যামী এবং ভগবান্ হইতে সকলেরই প্রকাশ, তদ্দ্বারাই সকলের স্থিতি এবং অস্তিত্বে তিনিই সকলের আশ্রয়। তিনি সকলেরই সেব্য, আর সকলেই তাঁহার সেবক। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্। তাঁহারই প্রদত্ত শক্তিতেই সকলে সকল কার্য্য করে। সুতরাং জীব যখন অন্য দেবতার উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়, তখন ভগবান্ সেই জীব-হৃদয়ে দেবোপাসনার শক্তি প্রদান করেন—

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥ গী ৭।২১

শ্রীভগবান্ বলিলেন—অন্তর্য্যামী স্বরূপ আমি, যাহার যে স্পৃহনীয় দেবমূর্ত্তি তাহাতে তাহার শ্রদ্ধানুযায়ী অচলাশ্রদ্ধা বিধান করিয়া থাকি।

"যে যে আর্ত্তাদিভক্ত যাঁহাকে যাঁহাকে অর্থাৎ সূর্য্যাদি-দেবরূপা মদীয়া মূর্ত্তি অর্থাৎ বিভূতিকে আদিত্যাদিরূপ মন্তনুকে শ্রদ্ধাসহকারে অর্চ্চন করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে তাহাকে তত্তদেবতাবিষয়া (শ্রদ্ধা) মদ্বিষয়া নহে, কিন্তু অচলা অর্থাৎ স্থিরা (শ্রদ্ধা) বিধান করি, উৎপাদন করি, আমিই সেই সেই দেবতা নহে।"—শ্রীবলদেব।

শ্রীভগবান্ একদিকে যেমন দেবযাজকগণের হৃদয়ে দেবগণের প্রতি অচলা শ্রদ্ধা উৎপাদন করেন, অপর দিকে আবার দেবতাগণকে নিজ নিজ যাজকগণের প্রাপ্য ফল-দানের শক্তিও অর্পণ করিয়া থাকেন—

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্॥
গীঃ ৭।২২

শ্রীভগবান্ বলিলেন—তিনি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সেই দেবতার আরাধনাকরতঃ সেই দেবতা হইতে মদ্বিহিত কামসকল প্রাপ্ত হন।

"আমাদ্বারাই বিহিত অর্থাৎ রচিত। যদিও সেই সেই দেবতার আরাধকের সেই জ্ঞান নাই, তথাপি আমার তনুবিষয়ে এই শ্রদ্ধা ইহা অনুসন্ধানে আমি ফলসমূহ অর্পণ করি, এই ভাব।"—শ্রীবলদেব।

কিন্তু দেবগণ কর্তৃক প্রদত্ত ঐ ফল সকল অনিত্য—

অন্তবত্ত্ু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি।

গীঃ ৭-২৩।

শ্রীভগবান্ বলিলেন—অল্পবুদ্ধি দেবতাদের ভক্তগণের আরাধনার ফল নশ্বর অর্থাৎ অনিত্য। যেহেতু দেবযাজিগণ সেই সেই অনিত্য দেবতাকে লাভ করিয়া অবশেষে অন্ত লাভ করে। আমার ভক্তগণ আমাকেই লাভ করে।

"তাহাদের অর্থাৎ অল্পমেধাবিগণের আদিত্যাদিমাত্র বুদ্ধি কিন্তু (দেবগণ) আমার তনুবুদ্ধিতে আরাধিত না হওয়ায় সেই সেই ফল অল্প এবং অন্তবৎ অর্থাৎ বিনাশী হয়। আমার তনুবুদ্ধিতে আরাধনার ফল অনন্ত ও অবিনাশী, এই ভাব। যেহেতু আদিত্যাদি, দেবযাজিগণ সেই মিতায়ু, মিতভোগ দেবগণকে প্রাপ্ত হন। আর আমার ভক্তগণ নিত্য অপরিমিত স্বরূপ-গুণ-বিভূতিমৎ আমারই আরাধনফল অনন্ত ও অবিনাশী আমাকেই প্রাপ্ত হন—ইহা মহৎ অন্তর, এই অর্থ।—শ্রীবলদেব।

শ্রীভগবান্ দেবগণের স্বরূপ নির্ণয়ে তাঁহাদিগকে 'মত্তনু' অর্থাৎ 'আমার তনু' বলিয়াছেন—

'দেবা নারায়ণাঙ্গজাঃ।' ভাঃ ২।৫।১৫

শ্রীব্রহ্মা বলিয়াছেন—দেবগণ নারায়ণের অঙ্গসম্ভূত।

"য আদিত্যে তিষ্ঠত্যাদিত্যাদন্তরো যমাদিত্যো ন বেদ যস্যাদিত্যঃ শরীরমিত্যাদ্যাঃ"—শ্রুতিঃ

অর্থাৎ আদিযহেতু যিনি আদিত্যের অর্থাৎ সূর্য্যের অন্তরে অবস্থান করেন, আদিত্য যাঁহাকে জানেন না, আদিত্য যাঁহার শরীর ইত্যাদি।

"যস্মিন্ হরির্ভগবানিজ্যমান
ইজ্যাত্মমূর্ত্তির্যজতাং শং তনোতি। ভাঃ ১।১৭।৩৪

মহারাজ পরীক্ষিৎ নৃপবেশধারী কলিকে বলিলেন—যে ব্রহ্মাবর্ত্তে যজ্ঞমূর্ত্তি ভগবান্ হরি যজ্ঞে অর্চ্চিত হইয়া যাজ্ঞিকগণের মঙ্গল বিধান করেন।

"যদি প্রশ্ন হয়, যজ্ঞে ইন্দ্রাদি দেবতাই পূজিত হন, কেবলমাত্র ভগবান্ নহেন, তদুত্তরে বলিতেছেন—"ইজ্যাগণের অর্থাৎ ইন্দ্রাদি দেবগণের আত্মমূর্ত্তি অর্থাৎ অন্তর্যামিরূপ ; তাঁহারা আত্মমূর্ত্তিসমূহ যাঁহার।"—শ্রীবিশ্বনাথ।

অন্য দেবোপাসকগণ দেবতাগণকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত না জানিয়া তাঁহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করেন। সেই পূজায় যথাবৎ শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা হয় না। সুতরাং তাঁহারা কৃষ্ণোপাসনার নিত্যফল না পাইয়া অনিত্য দেবোপাসনার অনিত্য ফলই প্রাপ্ত হন।

যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥

গীঃ ৯।২৩ অর্থ ১১।৬।১১ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

"যাঁহারা অন্য দেবতাভক্ত অর্থাৎ কেবল ইন্দ্রাদিতে ভক্তিমন্ত, শ্রদ্ধাসহকারে অর্থাৎ ইঁহারাই ফলপ্রদ এই দৃঢ়বিশ্বাস দ্বারা যুক্ত হইয়া যজন বা অর্চ্চন করেন তাঁহারাও আমাকেই যজন করেন—ইহা সত্যই কিন্তু অবিধিপূর্ব্বক তাঁহারা যজন করেন। যে বিধি দ্বারা গতাগত নিবর্ত্তক। আমার প্রাপ্ত হয়, সেই বিধি বিনাই। অতএব তাঁহারা তাহাদিগকে লাভ করেন।"—শ্রীবলদেব।

শ্রীভগবান্ অন্য দেবযাজিগণের অবিধিপূর্ব্বকতা দেখাইয়াছেন—

অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে॥

গীঃ ৯.২৪

অর্থাৎ আমিই সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু। 'যাহারা অন্যদেবতাকে আমা হইতে স্বতন্ত্র জ্ঞান করিয়া উপাসনা করে), তাহারা আমার তত্ত্ব অবগত নয়, অতএব অতাত্ত্বিক উপাসনাবশতঃ তাহারা তত্ত্ব হইতে চ্যুত হন।

বস্তুতঃ ভগবান্ তত্তদ্দেবতাদিরূপে স্থিত হইলেও দেবোপাসকগণ তদ্রূপধারী ভগবানের জ্ঞানাভাবহেতু ভগবানকে পায় না—

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্।
গীঃ ৯।২৫

শ্রীভগবান্ বলিলেন—অন্যান্য দেবতাকে যাহারা ঈশ্বর বলিয়া উপাসনা করে, তাহারা অনিত্য বস্তু বা বস্তুধর্মকে আশ্রয় করিয়া সেই উপাস্য দেবতার অনিত্যত্বকে লাভ করে; যাহারা পিতৃলোকের উপাসক, তাহারা অনিত্য পিতৃলোক লাভ করে। যাহারা ভূতোপাসক, তাহারা ভূতত্বই লাভ করে। যাঁহারা নিত্য চিত্তত্ত্বস্বরূপ আমার উপাসনা করেন, তাঁহারা আমাকেই লাভ করেন।

ইহার মীমাংসা এই যে,—"ইন্দ্রাদির আমরা উপাসক, তাঁহারাই আমাদের ঈশ্বর, পূজাদ্বারা প্রসন্ন হইয়া অভীষ্ট ফল প্রদান করেন—ইহা মদন্যদেবসেবকগণের ভাবনা। সর্ব্বশক্তি সর্ব্বেশ্বর বাসুদেব তত্তদ্দেবতারূপে অবস্থিত আমাদিগের স্বামী সুলভ-উপচারসমূহে কর্ম্মসমূহদ্বারা আরাধিত হইয়া আমাদিগের সকল অভীষ্ট দান করেন—ইহা মৎসেবকগণের ভাবনা। তাহার পর (উভয়ে) সমান কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান করিয়াও দেবাদিসেবিগণ মদ্ভাবনাবিযুক্তহেতু নিজ ইষ্টসমূহই অচিরায়ু অল্পবিভূতিসমূহ পাইয়া সেই দেবাদিগণসহ পরিমিত ভোগসমূহ ভোগ করিয়া তদ্‌বিনাশে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। মৎসেবিগণ কিন্তু অনাদি, অনিধন, সত্যসঙ্কল্প, অনন্তবিভূতি, বিজ্ঞানানন্দময়, ভক্তবৎসল, সর্ব্বেশ্বর আমাকে পাইয়া আমা হইতে পুনরায় আবৃত্ত হয় না। আমাসহ অনন্ত সুখসমূহ অনুভব করিয়া আমার দিব্যধামে বিলাস করেন।"—শ্রীবলদেব।

কেহ যদি বলেন—অন্যদেবতাগণের উপাসনায় শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা হয় কি প্রকারে? তদুত্তরে—

সর্ব্ব এব যজন্তি ত্বাং সর্ব্বদেবমহেশ্বরম্।
যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যদ্যপ্যন্যধিয়ঃ প্রভো॥
যথাদ্রিপ্রভবা নদ্যঃ পর্জ্জন্যাপূরিতাঃ প্রভো।
বিশন্তি সর্ব্বতঃ সিন্ধুং তদ্বত্ত্বাং গতয়োঽন্ততঃ॥
ভাঃ ১০।৪০।৯-১০।

ভক্তবর শ্রীঅক্রূর বলিলেন—হে সর্ব্বদেবময়! হে প্রভো! যাঁহারা অন্যদেবভক্ত, তাঁহাদিগের বুদ্ধি যদিও অন্যদেবে আসক্ত, তথাপি তাঁহারা সকলে সর্ব্বদেবতার অন্তর্য্যামী সর্ব্বেশ্বর আপনারই উপাসনা করেন।

হে প্রভো! পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন নদীসকল বৃষ্টিজলপরিপূর্ণ ও বহুস্রোতবিশিষ্ট হইয়া নানাদিক হইতে যেরূপ এক সমুদ্রেই প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ পূর্ব্বোক্ত বিভিন্ন মার্গসকল চরমে আপনাতেই পর্য্যবসিত হয়।

এই শ্লোকদ্বয়ের টীকায় শ্রীলচক্রবর্ত্তিপাদ বলেন—"যোগিকর্ম্মিপ্রভৃতি উপাসকগণ সকলেই আপনাকে ভজন করে; যেহেতু আপনিই সর্ব্বদেবময় ও ঈশ্বর। যদিও কেহ কেহ নিজদিগকে 'আমরা শিবকে অর্চ্চন করি', 'আমরা সূর্য্যকে', 'আমরা গণেশকে অর্চ্চন করি' বলিয়া অন্য দেবতাদিতে বুদ্ধিবিশিষ্ট।"

"আচ্ছা, যদি আমাকেই অর্চ্চন করে, তবে তাহারা আমাকে পায়,—এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—না, এরূপ নহে। তাহাদিগের অর্চ্চনাই আপনাকে প্রাপ্ত হয়, কিন্তু সেই অর্চ্চকগণ নহে। ইহা আপনারই উক্তি—"যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা—'যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্'"—গী ৯।২৩-২৫। দৃষ্টান্তদ্বারা সেইরূপই বলিতেছি। নদীসমূহ পর্ব্বত হইতে জাত বলিয়া অদ্রিজনিতা। পর্জ্জন্য বা মেঘদ্বারা আপূরিত হয়। পর্ব্বতসমূহে ইতস্ততঃ বর্ষণশীল মেঘবারিসমূহ একত্র হইয়া নদী হয়। সেই সকল নদী আবার সর্ব্বত্র প্রসারিত হইয়া অন্তে সমুদ্রে প্রবেশ করে। গিরি-নদীসমূহই যেরূপ সমুদ্রকে প্রাপ্ত হয়, কিন্তু নদীজনক পর্ব্বতসমূহ নহে; তদ্রূপই মার্গভূত অর্চ্চনসমূহই আপনাকে প্রাপ্ত হয়, সেই অর্চ্চকগণ নহে। আপনারই সর্ব্বদেবাধিষ্ঠাতৃত্বহেতু অধিষ্ঠানপূজা অধিষ্ঠাতৃতে পর্য্যবসিত হয়—এই ন্যায়ানুসারে সর্ব্বদেবপূজাও ত্বদীয় পূজাই। এই উপমাস্থলে—সিন্ধু—ভগবান্ পর্জ্জন্য—বেদ, জল—নানাপূজাবিধি, পর্ব্বত—অধিকারী; এবং নানাদেশ নদী—নানাদেবপূজা। সেই নদীসমূহ যেরূপ নানাদেশ হইতে নিঃসৃত হইয়া সমুদ্রেই গমন করে, তদ্রূপ

পূজাও দেবগণ হইতে নিঃসৃত হইয়া বিষ্ণুতেই গমন করে।"

অর্থাৎ সমুদ্র হইতে উদ্ভূত জল (বাষ্পরূপে) মেঘাকারে পরিণত হইয়া পর্ব্বতোপরি বর্ষিত হয়, পরে সেই জলরাশি একত্র মিলিত হইয়া নদীরূপে যেরূপ নানাদেশের মধ্য দিয়া যাইবার সময় নানাদেশস্থ নদী বলিয়া পরিচিত হইলেও অন্তিমে সেই সমুদ্রেই গমন করে; তদ্রূপ শ্রীভগবান্ হইতে উদ্ভূত বেদের নানাপূজাবিধিবর্গ অধিকারিগণকর্ত্তৃক পালিত হইয়া নানাদেবপূজারূপে পরিচিত হইলেও সেই অর্চ্চনাসমূহ দেবগণ হইতে নিঃসৃত হইয়া অন্তিমে বিষ্ণুভগবানে গমন করে ॥৩২॥

ইষ্ট্বেহ দেবতা যজ্ঞৈর্গত্বা রংস্যামহে দিবি।
তস্যান্ত ইহ ভূয়াস্ম মহাশালা মহাকুলাঃ ॥
এবং পুষ্পিতয়া বাচা ব্যাক্ষিপ্তমনসাং নৃণাম্।
মানিনাঞ্চাতিলুব্ধানাং মদ্বার্ত্তাপি ন রোচতে ॥৩৩-৩৪॥

অন্বয়। (বয়ম্) ইহ (অস্মিন্ লোকে) যজ্ঞৈঃ দেবতাঃ ইষ্ট্বা (অর্চ্চয়িত্বা) দিবি (স্বর্গে) গত্বা রংস্যামহে (তত্র বিহরিষ্যামঃ) তস্য (ভোগস্য) অন্তে ইহ (লোকে) মহাকুলাঃ মহাশালাঃ (মহাগৃহস্থাঃ) ভূযাস্ম (ভবিষ্যামঃ) এবং পুষ্পিতয়া (রমণীয়য়া) বাচা (ফলশ্রুতিরূপ বাক্যেন) ব্যাক্ষিপ্তমনসাং (বিচলিতচিত্তানাম্) অতিলুব্ধানাং (অতিলোভপরতন্ত্রাণাং) মানিনাম্ (অভিমানবতাং) নৃণাং মদ্ বার্ত্তা অপি (মৎ কথাপ্রসঙ্গোঽপি) ন রোচতে (রুচয়ে ন ভবতি) ॥৩৩-৩৪॥

অনুবাদ। আমরা ইহলোকে যজ্ঞদ্বারা দেবগণের আরাধনা পূর্ব্বক স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়া তথায় বিহার করিব এবং স্বর্গভোগের ক্ষয় হইলে পুনরায় পৃথিবীতে মহাবংশোদ্ভব ও মহাগৃহস্থ হইব—এই প্রকার পুষ্পসদৃশ রমণীয় বেদবাক্যে বিক্ষিপ্তচিত্ত, অতিলুব্ধ অভিমানী ব্যক্তিগণের আমার কথাপ্রসঙ্গও রুচিকর হয় না ॥৩৩-৩৪॥

বিশ্বনাথ। তেষাং মনোরথং বিবৃণোতি,—ইষ্ট্বেতি। তস্য ভোগস্যান্তে ইহ মহাশালাঃ মহাগৃহস্থাঃ ॥৩৩-৩৪॥

বঙ্গানুবাদ। তাঁহাদের মনোরথ বিবৃত করিতেছেন। তাহার ভোগের অন্তে ইহলোকে মহাশাল মহাগৃহস্থ ॥৩৩-৩৪॥

অনুদর্শিনী।

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক-
মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্ ॥
তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥ গী ৯।২০-২১

শ্রীভগবান্ কহিলেন—ঋক্ সাম যজু-বেদত্রয়ের কর্ম্মোপদেশিনী বিদ্যাত্রয় অধ্যয়ন করতঃ সোমপানদ্বারা ধৌতপাপ হয়। ক্রমে যজ্ঞসকলদ্বারা আমার উপাসনা করতঃ স্বর্গলাভ প্রার্থনা করে তাহারা পুণ্যলভ্য দেবলোকে দিব্য ভোগসকল প্রাপ্ত হয়। পরের শ্লোকার্থ—ভাঃ ১১।৬।১০ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

বেদা ব্রহ্মাত্মবিষয়াস্ত্রিকাণ্ডবিষয়া ইমে।
পরোক্ষবাদা ঋষয়ঃ পরোক্ষং মম চ প্রিয়ম্ ॥৩৫॥

অন্বয়। ত্রিকাণ্ডবিষয়াঃ (কর্ম্ম-ব্রহ্ম-দেবতাকাণ্ডবিষয়াঃ) ইমে বেদাঃ ব্রহ্মাত্মবিষয়াঃ (ব্রহ্মৈবাত্মা ন সংসারীত্যেতৎপরাঃ) ঋষয়ঃ (মন্ত্রাঃ তদ্দ্রষ্টারো বা) পরোক্ষবাদাঃ (পরোক্ষমেব যথা স্যাত্তথা বদন্তি নতু সাক্ষাৎ) মম চ (অপি) পরোক্ষম্ (এব) প্রিয়ম্ (অভীষ্টং ততঃ শুদ্ধান্তঃকরণৈরেবৈতদ্ বোদ্ধব্যং নান্যৈঃ অনধিকারিভিঃ বৃথাকর্ম্মত্যাগেন ভ্রংশপ্রসঙ্গাদিতি) ॥৩৫॥

অনুবাদ। ত্রিকাণ্ডবিষয়ক বেদসকল আত্মার ব্রহ্মত্বই প্রতিপাদন করিতেছেন, সংসারিত্ব প্রতিপাদন তাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে। মন্ত্র বা মন্ত্রদর্শী ঋষিগণ ইহা স্পষ্ট বলেন না, কারণ পরোক্ষই আমার প্রিয়। শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিগণেরই ইহাতে অধিকার, তাঁহারাই পরোক্ষবাদ স্পষ্টরূপে বুঝিতে

পারেন। অনধিকারি ব্যক্তিগণের উহা বুঝিবার সামর্থ্য নাই, কারণ বুঝিলে চিত্তশুদ্ধিকর কর্ম্মত্যাগ করিয়া ভ্রষ্ট হইয়া যাইতে পারে ॥৩৫॥

বিশ্বনাথ। প্রকরণমুপসংহরতি,—বেদা ইতি। কর্ম্মব্রহ্মদেবতাকাণ্ডবিষয়া ইমে বেদা ব্রহ্মাত্মবিষয়াঃ ব্রহ্মৈব যোঽয়মহমাত্মা তদ্বিষয়া ব্রহ্মস্বরূপমদারাধনপরা এবেত্যর্থঃ নম্নু তর্হি ঋষয়ো মন্ত্রাস্তদ্রষ্টারো বা কথমেব স্পষ্টং নাচক্ষতে তত্রাহ,—পরোক্ষমেব যথা স্যাত্তথা বদন্তি ন তু সাক্ষাদিতি তে। নম্নু তেষাং সাক্ষাদকথনস্য কোঽভিপ্রায়স্তত্রাহ—পরোক্ষমিতি। তথা কথনে এব মৎপ্রীতিমবধার্য্য তথা বদন্তীত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। প্রকরণ উপসংহার করিতেছেন। কর্ম্মব্রহ্মদেবতাকাণ্ডবিষয় এই বেদসমূহ ব্রহ্মাত্মবিষয—ব্রহ্ম যিনি এই আমি আত্মা এতদ্বিষয় অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ আমার আরাধনা। আচ্ছা, তাহা হইলে ঋষিগণ—মন্ত্রদ্রষ্টা, তাঁহারাই বা কেন স্পষ্ট বলেন না? তাই বলিতেছেন। পরোক্ষবাদ—পরোক্ষভাবে বলেন, তাঁহারা সাক্ষাৎ বলেন না। আচ্ছা, তাঁহাদের সাক্ষাৎ না বলার কি অভিপ্রায়? তাই বলিতেছেন—পরোক্ষ, সেরূপ বলিলেই আমার প্রীতি এরূপ নির্ণয় করিয়া বলেন—এই অর্থ ॥ ৩৫

অনুদর্শিনী। 'যাহা অদেয় বস্তু যাহার প্রচার বিরল এবং যাহা মহৎ, তাহাকেই পরোক্ষ করা হয়।'—সন্দর্ভ

'পরোক্ষবাদো বেদোঽয়ম্'—ভাঃ ১১।৩।৪৩ অর্থাৎ পরোক্ষবাদ বেদের একটি স্বভাব।

একরূপ অর্থকে অন্যপ্রকার করিয়া বলার নাম পরোক্ষবাদ। যেমন জহরী সাধারণ লোকের দৃষ্টি নিবারণের জন্য বহুমূল্য চিন্তামণিকে সংপুটাদিদ্বারা আবদ্ধ করিয়া রাখে, তদ্রূপ মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ আমারই অভিপ্রায় জানিয়া আমার ভজনে সকলে অধিকারী নয় বলিয়া অনধিকারী বহির্ম্মুখ ও উদাসীন জনগণের দৃষ্টি নিবারণের জন্য পরমদুর্লভ আমার আরাধনা প্রচ্ছন্ন রাখিয়া বেদের ভোগপর ব্যাখ্যা করেন। কেননা, পরোক্ষবাদ আমার প্রিয়। —ভক্তপ্রবর নারদ বলিয়াছেন—'যৎ পরোক্ষপ্রিয়ো দেবো ভগবান্ বিশ্বভাবনঃ'—ভাঃ ৪।২৮।৬৫।

'আত্মগোপন' কার্য্যটি শ্রীভগবানের স্বভাবের একটি পরিচয়—'আপনা লুকাইতে কৃষ্ণ নানা যত্ন করে'।—চৈঃ চঃ আঃ ৩পঃ। এমন কি এই কার্য্যের জন্য তিনি স্বয়ংই রুদ্রদেবকে বলিয়াছেন—'ত্বঞ্চ রুদ্র মহাবাহো মোহশাস্ত্রানি কারয়॥ অতথ্যানি বিতথ্যানি দর্শয়স্ব মহাভুজ। প্রকাশং কুরু চাত্মানমপ্রকাশঞ্চ মাং কুরু॥'—বারাহে। অর্থাৎ হে মহাবাহো রুদ্র, তুমিও মোহশাস্ত্র প্রণয়ন কর। হে মহাভুজ, অন্যায় ও ভগবৎস্বরূপপ্রকাশের বিরোধী অকল্প-যুক্তিজাল দর্শন কর। তোমার রুদ্ররূপ (আত্মবিনাশরূপ সংহারমূর্ত্তি) প্রকাশ কর, আর, আমার নিত্য-ভগবৎস্বরূপকে আবৃত কর। শ্রীল শুকদেব গোস্বামীও বলিয়াছেন—'মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্'।—ভাঃ ৫।৬।১৮।

কিন্তু ভগবান্ আত্মগোপনে চেষ্টা করিয়াও যেমন ভক্তগণের নিকট কৃতকার্য্য হন না—'তথাপি তাঁহার ভক্ত জানয়ে তাঁহারে॥"—চৈঃ চঃ আঃ ৩ পঃ। 'মায়াবলেন ভবতাপি নিগুহ্যমানং পশ্যন্তি কেচিদনিশং তদনন্যভাবাঃ।' —অলবন্দাক যামুনাচার্য্য কৃত স্তোত্ররত্ন ১৮ শ্লোঃ। তদ্রূপ শুদ্ধান্তঃকরণ বিশিষ্ট শ্রদ্ধালু জনগণ বেদসমূহকে ভগবদারাধনা প্রতিপাদনপরই বলিয়া জানেন। 'বাসুদেবপরা বেদাঃ'—ভাঃ ১।২।২৮ ॥ ৩৫ ॥

শব্দব্রহ্ম সুদুর্ব্বোধং প্রাণেন্দ্রিয়মনোময়ম্।
অনন্তপারং গম্ভীরং দুর্বিগাহ্যং সমুদ্রবৎ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়। শব্দব্রহ্ম (বেদঃ) সুদুর্ব্বোধং (স্বরূপতোঽর্থতশ্চ দুর্ব্বিজ্ঞেয়ং) প্রাণেন্দ্রিয়মনোময়ং (প্রথমং প্রাণময়ং পরাখ্যং ততো মনোময়ং পশ্যন্ত্যাখ্যং তত ইন্দ্রিয়ময়ং মধ্যমাখ্যং) অনন্তপারং (সমষ্টি প্রাণাদিময়ত্ব নির্ব্বিশেষত্বং চ তস্য কালতো দেশতশ্চাপরিচ্ছেদাৎ) গম্ভীরং (নিগূঢ়ার্থং) সমুদ্রবৎ দুর্ব্বিগাহ্যং (মতিপ্রবেশানর্হম্) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ। শব্দব্রহ্ম বা বেদ স্বরূপতঃ ও অর্থতঃ দুর্জ্ঞেয়, প্রাণময়, মনোময় ও ইন্দ্রিয়ময়স্বরূপ, অনন্ত, অপার গম্ভীর ও সমুদ্রতুল্য দুর্ব্বিগাহ্য ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ। নন্থ বেদস্তাপ্তত্বাস্তথানুপপত্ত্যৈব ভৈষজ্য-রোচনন্যায়েনৈব তস্য স্বর্গাদিপরত্বমিতি ভবান্ যথা ব্যাচষ্টে তথৈব জৈমিন্যাদয়োঽপি ব্যাচক্ষতাম্। মৈবং। যদি তে জানীয়ুস্তর্হি ব্যাচক্ষীরন্ মাং বিনা মদ্ভক্তান্ ব্যাসনারদাদীংশ্চ বিনা তত্ত্বতো বেদার্থং ন কোঽপি বেদেত্যাহ—শব্দব্রহ্মেতি যাবৎসমাপ্তি। স্বরূপতোঽর্থতশ্চ দুর্বিজ্ঞেয়ম্ তচ্চ সূক্ষ্মং স্থূলঞ্চেতি দ্বিবিধম্। তত্র সূক্ষ্মং তাবৎ স্বরূপতোঽপি দুর্জ্ঞেয়মিত্যাহ—প্রাণেন্দ্রিয়মনোময়ং প্রথমং প্রাণময়ং পরাখ্যং আধারচক্রস্থং ততো মনোময়ং পশ্যন্ত্যাখ্যং নাভাবনাহত-চক্রস্থং উপলক্ষণমেতৎ। বুদ্ধিময়ং মধ্যমাখ্যং হৃদয়ে চ মণিপূরকচক্রস্থং তত ইন্দ্রিয়ময়ং বৈখর্য্যাখ্যং তস্য বাগ্ব্যঞ্জকত্বেন বাগিন্দ্রিয়প্রধানত্বাৎ। কিঞ্চ অনন্তপারং প্রাকৃতাপ্রাকৃতপ্রাণময়ত্ত্ব কালতো দেশতশ্চাপরিচ্ছেদাৎ। অর্থতোঽপি দুর্জ্ঞেয়ত্বমাহ গম্ভীরং গূঢ়ার্থং অতো দুর্বিগাহ্যং। তথা চ শ্রুতিঃ। "চত্বারি বাক্পরিমিতানি পদানি তানি বিদুর্ব্রাহ্মণা যে মনীষিণঃ। গুহায়াং ত্রীণি নিহিতানি নেঙ্গয়ন্তি। তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তি" ইতি। অস্যার্থ— বাচঃ শব্দব্রহ্মণঃ পরিমিতানি জগোডাদেশশ্ছান্দসঃ। পদ্যতে জ্ঞায়তে পরতত্ত্বমেভিরিতি পদানি রূপাণি চত্বারি তানি চত্বার্য্যপি যে মনীষিণঃ গুহায়াং দেহমধ্যে ত্রীণি নিহিতানি নেঙ্গয়ন্তি স্বরূপং ন প্রকাশয়ন্তি যতঃ কেবলং বাচস্তুরীয়ং চতুর্থভাগং বৈখরীরূপং মনুষ্যাঃ প্রাণিনো বদন্তি তমপি বদন্ত্যেব নতু তত্ত্বতো জানন্তীতি। অভি-যুক্তশ্লোকশ্চ — "যা সা মিত্রাবরুণসদনাদুচ্চরন্তী ত্রিষষ্টিং বর্ণানন্তঃপ্রকটকরণৈঃ প্রাণসংজ্ঞা প্রসূতে। তাং পশ্যন্তীং প্রথমমুদিতাং মধ্যমাং বুদ্ধিসংস্থাং বাচং চক্রে করণবিশদাং বৈখরীঞ্চ প্রপদ্যে।" ইতি ॥ ৩৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। আচ্ছা, আপনি যেমন ব্যাখ্যা করিলেন যে বেদের আপ্তত্ব ব্যতীত অন্যথা অনুপপত্তিহেতু ভৈষজ্যরোচনন্যায়ানুসারে উহা স্বর্গাদিপর, সেইরূপই জৈমিনী প্রভৃতিও ব্যাখ্যা করেন। না, তাঁহারা যদি এইরূপ জানিতেন, তাহা হইলে এইরূপ ব্যাখ্যা করিতেন যে, আমি ভিন্ন, আর আমার ভক্ত ব্যাসনারদাদি বিনা কেহই তত্ত্বতঃ বেদার্থ জানেন না। তাই বলিতেছেন। স্বরূপতঃ ও অর্থতঃ দুর্বিজ্ঞেয়, ও তাহা সূক্ষ্ম ও স্থূল এই দ্বিবিধ, তন্মধ্যে সূক্ষ্মই স্বরূপতঃ দুর্জ্ঞেয়, তাহাই বলিতেছেন —প্রাণেন্দ্রিয়—মনোময়—প্রথমে প্রাণময় পরাখ্য আধার-চক্রস্থ; তৎপরে মনোময় পশ্যন্ত্যাখ্য নাভাবনাহতচক্রস্থ (নাভিদেশস্থ অনাহতচক্র) এই উপলক্ষণ; বুদ্ধিময় মধ্যমাখ্য ও হৃদয়ে মণিপূরচক্রস্থ; তাহার পর ইন্দ্রিয়ময় বৈখর্য্যাখ্য, তাহা বাগ্‌ব্যঞ্জক ও বাগিন্দ্রিয় প্রধান বলিয়া। আর অনন্তপার—প্রাকৃত অপ্রাকৃত প্রাণময় কালতঃ দেশতঃ অপরিচ্ছিন্ন বলিয়া, অর্থতঃ ও দুর্জ্ঞেয়, তাহাই বলিতেছেন গম্ভীর—গূঢ়ার্থ, অতএব দুর্বিগ্রাহ্য। এতৎসম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন যে, "বাক্য চারিরূপে পরিণত হইয়া থাকে (যথা পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও তুরীয়) (মূলাধার নাভি ও হৃদয়) গুহার মধ্যে যতকাল নিহিত থাকে ততকাল তাহার অভিব্যক্তি হয় না; মনুষ্য বাগিন্দ্রিয়যোগে যে শব্দের উচ্চারণ করে, তাহাকে তুরীয়-রূপ বৈখরী নামে শাস্ত্র অভিহিত করিয়াছেন।" ইহার অর্থ—বাক্ অর্থাৎ শব্দ-ব্রহ্মের পরিমিত অর্থাৎ জশোডাদেশছান্দস। পদ যাহাদের দ্বারা পরতত্ত্ব জানা যায় তাহারা পদ বা রূপ চারিটী; ইহারা চারটী হইলেও যাঁহারা মণীষী গুহা অর্থাৎ দেহ-মধ্যে তিনটী নিহিত, চালনা করেন না অর্থাৎ স্বরূপ প্রকাশ করেন না, যেহেতু বাক এর কেবল তুরীয় বা চতুর্থভাগ বৈখরীরূপ মনুষ্যগণ অর্থাৎ প্রাণগণ বলে, তাহাও কেবল বলে মাত্র, তত্ত্বতঃ জানে না। অভিযুক্ত শ্লোক—"মিত্রাবরুণ নিকট হইতে উত্থিত (উচ্চারিত) ত্রিষষ্টিসংখ্যক বর্ণকে অন্তরে প্রকটকরণদ্বারা যে প্রাণ-সংজ্ঞা প্রসব করে, তাহাকে দর্শনকারিণী প্রথমে উদিতা মধ্যমা বুদ্ধিসংস্থা যে বাক্, তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছে যে করণবিশদা বৈখরীকে প্রপন্ন বা তাহার আশ্রিত হই" ॥ ৩৬ ॥

অনুদর্শিনী। জৈমিনী প্রভৃতি বেদার্থ জানেন না —

> প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং
> দেব্যা বিমোহিতমতির্বত মায়য়ালম্।
> ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতির্মধুপুষ্পিতায়াং
> বৈতানিকে মহতি কর্ম্মণি যুজ্যমানঃ ॥ ভাঃ ৬।৩।২৫

শ্রীযম কহিলেন—যাজ্ঞবল্ক্য, জৈমিনী প্রভৃতি অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতৃগণের মতি প্রায়ই দৈবীমায়ায় অতিশয় বিমোহিত হওয়ায় তাঁহারা এই নামসঙ্কীর্ত্তনরূপ পরম ভাগবতধর্ম্ম জানিতে পারেন নাই। তাঁহাদের চিত্ত ঋক্, যজুঃ ও সাম এই ত্রয়ীর অর্থবাদাদি দ্বারা মনোহর বাক্যেই জড়ীভূত; তাই, তাঁহারা বিস্তৃত কর্ম্মযজ্ঞেই প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

"শব্দব্রহ্ম, পরং ব্রহ্ম মমোভে শাশ্বতী তনূ॥"

ভাঃ ৬।১৬।৫১

শ্রীভগবান্ বলিলেন—শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম এই উভয়ই আমার নিত্যতনুদ্বয়। সূক্ষ্মরূপ শব্দব্রহ্ম প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও মনের অন্তরে এই তিনের প্রেরণকরূপে হৃদয়ে নিহিত রহিয়াছে। সুতরাং বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণ ইহার সূক্ষ্মভাব অবধারণে সক্ষম হয় না। বাগিন্দ্রিয়ের দ্বারা শব্দ নির্গত হইবার পূর্ব্বে প্রাণবায়ুর দ্বারা তাহা পুষ্টিলাভ করে এবং তৎপূর্ব্বে মনের সহযোগে অন্তরে আকার ধারণ করে।

অর্থাৎ বর্ণরূপে পরিণত ইন্দ্রিয়ময়ী বৈখরী, প্রণবরূপে প্রকাশিতা বুদ্ধিময়ী মধ্যমা, ধ্বনিস্বরূপা মনোময়ী পশ্যন্তী এবং জড়েন্দ্রিয় ও মনকে যখন শব্দ অন্তর্ভুক্ত করে, তৎকালে উহা প্রাণময়ী পরারূপে প্রতিভাত হয়।

এতৎপ্রসঙ্গে ভাঃ ১১।১২।১৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥৩৬॥

ময়োপবৃংহিতং ভূম্না ব্রহ্মণানন্তশক্তিনা।
ভূতেষু ঘোষরূপেণ বিসেষূর্ণেব লক্ষ্যতে ॥৩৭॥

অন্বয়। ভূম্না (অপরিচ্ছিন্নেন) অনন্তশক্তিনা ব্রহ্মণা (অন্তর্য্যামিনা) ময়া উপবৃংহিতম্ (অধিষ্ঠিতং) বিসেষু (মৃণালেষু) ঊর্ণা (তন্তুঃ) ইব ঘোষরূপেণ (নাদরূপেণ) ভূতেষু লক্ষ্যতে ॥৩৭॥

অনুবাদ। সর্ব্বব্যাপক, অনন্তশক্তিমান্ অপরিচ্ছিন্ন অন্তর্য্যামী আমাকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত সেই শব্দব্রহ্ম মৃণালদণ্ডে তন্তুর ন্যায় প্রাণিগণে নাদরূপে অনুভূত হইয়া থাকেন ॥৩৭॥

বিশ্বনাথ। নন্বেবম্ভূতঞ্চেৎ কথং প্রাণাদিষ্বাবির্ভবতি তত্রাহ—ময়া উপবৃংহিতং তত্র তত্রোত্তাব্য বিস্তারিতং নম্বনন্তে বৈকুণ্ঠে অনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডেষু চ অনন্ত সংখ্যয়া আবির্ভূতং তৎ ত্বয়া কথমেকেনোপবৃংহিতং তত্রাহ। ভূম্না স্বরূপবাহুল্যেন ন কেবলং স্বরূপবাহুল্যমেব কিন্তু ব্রহ্মণা সর্ব্বব্যাপকেন ন কেবলং সর্ব্বব্যাপ্তিরেব কিন্তু অনন্তশক্তিনা শক্তেরানন্ত্যাদেব ভূতেষু সর্ব্বপ্রাণিষু ঘোষরূপেণ ঘোষো নাদস্তদ্রূপেণ লক্ষ্যতে মনীষিভিঃ। অন্তঃসূক্ষ্মত্বেন দর্শনে দৃষ্টান্তঃ। বিসেষু মৃণালেষু ঊর্ণাতন্তুরিব ॥৩৭॥

বঙ্গানুবাদ। আচ্ছা, এইরূপই যদি হয়, তবে (শব্দব্রহ্ম) প্রাণাদি মধ্যে কিরূপে আবির্ভূত হয়? তাই বলিতেছেন—আমার দ্বারা উপবৃংহিত অর্থাৎ সেই সেই স্থলে জন্মাইয়া বিস্তারিত। আচ্ছা অনন্ত বৈকুণ্ঠে ও অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত সংখ্যায় আবির্ভূত, উহা আপনি একাকী কিরূপে উপবৃংহিত করিলেন? তাই বলিতেছেন—ভূমন্ অর্থাৎ স্বরূপবাহুল্যদ্বারা, কেবল স্বরূপবাহুল্যমাত্র নয়, কিন্তু ব্রহ্ম অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপকদ্বারা, কেবল সর্ব্বব্যাপ্তি মাত্র নয়, কিন্তু অনন্তশক্তিদ্বারা, শক্তি অনন্ত বলিয়াই ভূত অর্থাৎ সর্ব্বপ্রাণিতে ঘোষরূপে নাদরূপে লক্ষিত হয় মনীষিগণকর্ত্তৃক। অন্তঃসূক্ষ্মভাবে দর্শনের দৃষ্টান্ত—বিস অর্থাৎ মৃণাল সমূহের মধ্যে ঊর্ণাতন্তুর ন্যায় ॥৩৭॥

অনুদর্শিনী। মৃণালতন্তু বাহিরে প্রকাশমান না থাকিলেও অন্তস্থিতভাবে যেমন সমগ্র পদ্মকে প্রস্ফুটিত ও শক্তিসম্পন্ন করিতেছে, সেইরূপ এক ভগবানই সর্ব্বত্র অবস্থিত হইয়া সকলকে প্রকাশ করিতেছেন ও সজীব রাখিয়াছেন। তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্বব্যাপী এবং অনন্ত শক্তিসম্পন্ন। তিনিই জীবগণের অন্তরে নাদরূপে উদ্গত হইয়া বাহিরে শব্দরূপে প্রকাশ পাইতেছেন—

"অহং বৈ সর্ব্বভূতানি ভূতাত্মা ভূতভাবন।"

ভাঃ ৬।১৬।৫১

শ্রীভগবান্ কহিলেন—আমিই স্থাবর জঙ্গমাত্মক ভূতসমূহ, আমিই সকলের আত্মা এবং আমিই ভূতভাবন অর্থাৎ ভূতগণের প্রকাশক।

মনীষিগণ সর্ব্বপ্রাণিতে নাদরূপে লক্ষ্য করেন—
অনন্তোঽনন্তমাত্রশ্চ দ্বৈতস্তোপশমঃ শিবঃ।
ওঁকারো বিদিতো যেন স যোগী নেতরো জনঃ॥
তদুক্তমাপ্ততমৈঃ।

যিনি অনন্ত, অনন্তমাত্র দ্বৈতেরনিবৃত্তি, মঙ্গলময় ওঁকার অবগত হন, তিনিই যোগী অন্যে নহে॥৩৭॥

যথোর্ণনাভির্হৃদয়াদূর্ণামুদ্বমতে মুখাৎ।
আকাশাদ্‌ঘোষবান্ প্রাণো মনসা স্পর্শরূপিণা॥
ছন্দোময়োঽমৃতময়ঃ সহস্রপদবীং প্রভুঃ।
ওঙ্কারাদ্ব্যঞ্জিতস্পর্শ-স্বরোষ্মান্তস্থভূষিতাম্॥
বিচিত্রভাষাবিততাং ছন্দোভিশ্চতুরুত্তরৈঃ।
অনন্তপারাং বৃহতীং সৃজত্যাক্ষিপতে স্বয়ম্॥৩৮-৪০॥

অন্বয়। (ততো বৈখর্য্যাখ্যায়া বৃহত্যা বাচ উৎপত্তিপ্রকারং সদৃষ্টান্তমাহ)-ঊর্ণনাভিঃ যথা হৃদয়াৎ (সকাশাৎ) মুখাৎ (দ্বারাৎ) ঊর্ণাম্ উদ্বমতে (বহিঃ প্রকটয়তি তথা) ছন্দোময়ঃ (বেদমূর্ত্তিঃ স্বতস্ত) অমৃতময়ঃ ঘোষবান্ (নাদোপনাদবান্) প্রাণঃ (তদুপাধিঃ হিরণ্যগর্ভরূপঃ) প্রভুঃ (ঈশ্বরঃ) স্পর্শরূপিণা (স্পর্শাদীন্ বর্ণান্ রূপয়তি সঙ্কল্পয়তীতি তেন) মনসা (নিমিত্তভূতেন) আকাশাৎ (হৃদয়াকাশাৎ) ওঙ্কারাৎ ব্যঞ্জিতস্পর্শস্বরোষ্মান্তস্থভূষিতাম্ (ওঙ্কারাৎ হৃদ্‌গতাৎ সূক্ষ্মাৎ ওঙ্কারাৎ উরঃ কণ্ঠাদি সঙ্গেন ব্যঞ্জিতৈঃ স্পর্শাদিভিঃ ভূষিতাং) বিচিত্রভাষাবিততাং (বিচিত্রাদিভিঃ বৈদিকলৌকিকভাষাদিভিঃ বিস্তৃতাং) চতুরুত্তরৈঃ (যথোত্তরং চত্বারি চত্বারি অক্ষরাণি উত্তরাণি অধিকানি যেষাং তৈঃ) ছন্দোভিঃ (উপলক্ষিতাম্) অনন্তপারাং (ন অন্তঃ সমাপ্তিঃ শব্দতঃ অর্থতশ্চ যস্তাঃ তাদৃশীং) সহস্রপদবীং (বহুমার্গাং) বৃহতীং (বৈখরী প্রধানাং শ্রুতিং) স্বয়ম্ (এব) সৃজতি আক্ষিপতে (উপসংহরতি চ)॥৩৮-৪০॥

অনুবাদ। ঊর্ণনাভি যেরূপ হৃদয় হইতে মুখদ্বারা তন্তুর বিস্তার ও সঙ্কোচ করে, তদ্রূপ প্রাণোপাধি, হিরণ্যগর্ভরূপী, ছন্দস্বরূপে বেদমূর্ত্তি স্বয়ং ভগবান্ নাদরূপ উপাদানসম্পন্ন হইয়া হৃদয়াকাশ হইতে উরঃ কণ্ঠাদি সংযোগে প্রকাশিত স্পর্শ স্বর উষ্ম ও অন্তস্থ-বিভূষিত। বিচিত্র ভাষাদ্বারা বিস্তৃত, উত্তরোত্তর চতুরক্ষরাধিক ছন্দঃ সমূহে উপলক্ষিত, অনন্ত, অপার বহুমার্গযুক্ত বৈখরীনামক বেদরাশিস্বরূপ বৃহতীর সৃষ্টি ও উপসংহার করেন॥৩৮-৪০॥

বিশ্বনাথ। সূক্ষ্মরূপশব্দব্রহ্মণস্তস্য প্রাণাদিময়তয়া পরাখ্যাদিরূপেণ স্বস্মাদুদ্ভব প্রকারমাহ—যথোর্ণেতি ত্রিভিঃ। যথৈবোর্ণনাভির্হৃদয়াৎ সকাশাৎ মুখদ্বারাদূর্ণামুদ্বমতে তথা প্রভুরীশ্বরো মদংশো হিরণ্যগর্ভান্তর্যামী স্বরূপেণামৃতময়ঃ পরমানন্দময়ঃ স্বশক্ত্যৈব ছন্দোময়ঃ সর্ব্বজ্ঞানাদি-সম্পন্ন-বেদময়ঃ সন্ আকাশাদাকাশমালম্ব্য হিরণ্যগর্ভস্তাধারচক্রে আবির্ভূয় প্রাণেন ঘোষেণ গুহাং প্রবিষ্ট ইতি পূর্ব্বোক্ত-ঘোষো নাদস্তদ্বান্ প্রাণঃ স্বয়ং তদীয়প্রাণবাংশ্চ সন্ মনসা নিমিত্তভূতেন বৃহতীং বৈখরীপ্রধানাং শ্রুতিং প্রথমং পরাখ্যাং ততঃ পশ্যন্ত্যাখ্যাং ততো বৈখর্য্যাখ্যাং সৃজতি। পুনরাক্ষিপতে উপসংহরতি চ নিমিত্ততাং বিবৃণ্বন্ মনো বিশিনষ্টি স্পর্শরূপিণা স্পর্শ ইত্যুপলক্ষণং স্পর্শাদীন্ বর্ণান্ রূপয়তি সঙ্কল্পয়তীতি তৎ স্পর্শরূপি তেন বৃহতী-শব্দব্যাখ্যানায় বিশেষণানি সহস্রপদবীং বহুমার্গাং ওঙ্কারাৎ উরঃ-কণ্ঠাদিসঙ্গেন ব্যঞ্জিতৈঃ স্পর্শাদিভির্ভূষিতাং ওঁকারশ্চাত্র হৃদগতঃ সূক্ষ্মোঽভিপ্রেতঃ। নন্বকারাদিবর্ণরূপস্তস্য ব্যঞ্জকোটিত্বাৎ। তত্র স্পর্শাঃ কাদয়ো মান্তাঃ। স্বরা অকারাদয়ঃ ষোড়শ। উষ্মাণঃ শষসহাঃ। অন্তস্থা য-র-ল-বাঃ। বিচিত্রভির্বৈদিকলৌকিকভাষাভির্বিততাং যথোত্তরং চত্বারি চত্বার্য্যক্ষরাণি উত্তরাণি অধিকানি যেষাং তৈশ্ছন্দোভিরুপলক্ষিতাং ন অন্তঃ সমাপ্তিঃ শব্দতো নাপ্যেতাবানেবার্থ ইতি পারশ্চার্থতো যস্তাস্তাম্॥৩৮-৪০॥

বঙ্গানুবাদ। সূক্ষ্মরূপ শব্দব্রহ্ম প্রাণাদিময় বলিয়া পরাখ্যাদিরূপে তাঁহার আপনা হইতে উদ্ভব-প্রকার তিনটী শ্লোকে বলিতেছেন। যেমন ঊর্ণনাভি হৃদয় হইতে মুখদ্বারা ঊর্ণা উদ্বমন করে, সেইরূপ প্রভু অর্থাৎ ঈশ্বর আমার অংশ হিরণ্যগর্ভের অন্তর্য্যামীস্বরূপে অমৃতময় পরমানন্দময় স্বশক্তিদ্বারাই ছন্দোময় সর্ব্বজ্ঞানাদি-সম্পন্ন-বেদময় হইয়া আকাশ হইতে আকাশ অবলম্বন পূর্ব্বক

হিরণ্যগর্ভের আধারচক্রে আবির্ভূত হইয়া প্রাণদ্বারা ঘোষ বা শব্দদ্বারা গুহায় প্রবিষ্ট এই পূর্ব্বোক্ত ঘোষ বা নাদযুক্ত প্রাণ স্বয়ং ও তদীয় প্রাণবান্ হইয়াও নিমিত্তভূত মনদ্বারা বৃহতী বা বৈখরীপ্রধানা শ্রুতি প্রথমে পরাখ্যা, তার পর পশ্যন্ত্যাখ্যা, তার পর বৈখর্য্যাখ্যাকে সৃষ্টি করে। পুনরায় আক্ষেপ বা উপসংহার করিতেছেন ও নিমিত্ততা বিবৃত করিয়া মনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিতেছেন—স্পর্শরূপী-স্পর্শ এটী উপলক্ষণ, অর্থাৎ স্পর্শাদি বর্ণগুলিকে রূপদান করিতেছে বা সঙ্কল্পিত করিতেছে, সেই স্পর্শরূপিদ্বারা বৃহতীশব্দব্যাখ্যানিমিত্ত বিশেষণগুলি—বহুমার্গা সহস্রপদবী ওঁকার হইতে উরঃ (বক্ষঃ) কণ্ঠাদিসঙ্গে ব্যঞ্জিত স্পর্শাদি-দ্বারা ভূষিতা। ওঁকারও এখানে হৃদগত সূক্ষ্ম অভিপ্রেত, অকারাদিবর্ণরূপ নহে, তাহার ব্যঙ্গ্যকোটিত্বহেতু। তন্মধ্যে 'ক' হইতে 'ম' পর্য্যন্ত স্পর্শ, স্বর—অকার ষোড়শ, উষ্ম-'শ ষ স হ', অন্তঃস্থ 'য র ল ব'। বিচিত্র বৈদিক-লৌকিকভাষাদ্বারা বিততা, যথোত্তর চারিটি চারিটী অক্ষর উত্তর অর্থাৎ অধিক যাহাদের সেই ছন্দঃসমূহদ্বারা উপলক্ষিতা অন্ত নাই অর্থাৎ শব্দতঃ সমাপ্তি নাই ও এই ইহার অর্থ, অর্থতঃ পার নাই যাহার তাহাকে।৩৮-৪০॥

অনুদর্শিনী। শ্রীভগবান্ কারণরূপে অমৃতময়, শক্তিরূপে পরমানন্দময় এবং সর্ব্বজ্ঞানাদিসম্পন্ন বিরাটরূপে ছন্দোময় হইয়া আবির্ভূত হইয়াছেন। প্রথমে হিরণ্য-গর্ভ বা ব্রহ্মার আধারচক্রে আবির্ভূত হইয়া পরাখ্য বৃহতীর উৎপাদন করেন; পরে কিঞ্চিৎ ব্যক্ত নাদবিশিষ্ট হইয়া নাভিচক্রে মধ্যমাখ্যা ধ্বনির উদয় করান—

> সমাহিতাত্মনো ব্রহ্মন্ ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ।
> হৃদ্যাকাশাদভূন্নাদো বৃত্তিরোধাদ্বিভাব্যতে॥
> —ভাঃ ১২।৬।৩৭

হে ব্রহ্মন্, সমাধিস্থচিত্ত পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার হৃদয়াকাশ হইতে প্রথমতঃ নাদ উৎপন্ন হইয়াছিল। কর্ণপুটের আচ্ছাদনদ্বারা শ্রোত্রবৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে আমাদেরও শরীরা-ভ্যন্তরে ঐ নাদ লক্ষিত হইয়া থাকে।

পরে হৃদয়ে প্রাণরূপে প্রকাশমান হইয়া ওঁকার হইতে নাদরূপ অবলম্বন করতঃ সেই সেই বর্ণবিশেষের জ্ঞানবিশিষ্ট মনের আশ্রয়ে পশ্যন্তী নাম্নী বৃহতীকে উৎপাদন করেন। ক্রমশঃ এই বৃহতী ছন্দ ও বহুশাখারূপে বিস্তৃত হইয়া বেদনামে অভিহিত হয়।

> ততোঽভূত্ত্রিবৃদোঙ্কারো যোঽব্যক্তপ্রভবঃ স্বরাট্।
> যত্তল্লিঙ্গং ভগবতো ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ॥ ভাঃ ১২।৬।৩৯

হে মুনিবর (শৌনক), উক্ত নাদ হইতে অব্যক্তপ্রভব স্বতঃ প্রকাশমান ত্রিমাত্রক ওঙ্কার উৎপন্ন হইয়াছিল। ঐ ওঙ্কারই ব্রহ্মস্বরূপ ভগবান্ পরমাত্মার লিঙ্গস্বরূপ হইয়া থাকে।

> শৃণোতি য ইমং স্ফোটং সুপ্তশ্রোত্রে চ শূন্যদৃক্।
> যেন বাগ্‌ব্যজ্যতে যস্য ব্যক্তিরাকাশ আত্মনঃ॥
> স্বধাম্নো ব্রহ্মণঃ সাক্ষাদ্বাচকঃ পরমাত্মনঃ।
> স সর্ব্বমন্ত্রোপনিষদ্বেদবীজং সনাতনম্॥
> ভাঃ ১২।৬ ৪০ ৪১।

উক্ত পরমাত্মা ইন্দ্রিয়বর্গরহিত হইয়াও স্বাভাবিক-জ্ঞানবিশিষ্ট। তিনি শ্রবণেন্দ্রিয়ের বৃত্তিরাহিত্য দশায়ও এই অব্যক্ত ওঙ্কারধ্বনি শ্রবণ করিয়া থাকেন। এই ওঙ্কার হৃদয়াকাশে আত্মার নিকট হইতে প্রকাশিত হন এবং উহা হইতে বৃহতী প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই ওঙ্কারই নিজ আশ্রয় ব্রহ্মরূপী পরমাত্ম-বস্তুর সাক্ষাৎবাচক, সর্ব্ব মন্ত্রের রহস্য এবং বেদবীজরূপ;

> ততোঽক্ষরসমাম্নায়মসৃজদ্ভগবানজঃ।
> অন্তস্থোষ্মস্বরস্পর্শ-হ্রস্বদীর্ঘাদিলক্ষণম্॥ ভাঃ ১২।৬।৪৩

ভগবান্ ব্রহ্মা উক্ত ওঙ্কার হইতে অন্তস্থ, উষ্ম, স্বর, স্পর্শ, হ্রস্ব, দীর্ঘ প্রভৃতি অক্ষর-সমষ্টির সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

বৈদিক-লৌকিকভাষাময় বৈদিক ও লৌকিকশব্দদ্বারা প্রকাশিত। বৈদিক—ছান্দসশব্দসমূহ, লৌকিক—পাণিনি স্মৃতিসিদ্ধ শব্দসমূহ।

অতএব শব্দব্রহ্ম বেদ শব্দতঃ অনন্ত এবং অর্থতঃ অপার। ৩৮-৪০।

গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্টুপ্ চ বৃহতী পঙ্ক্তিরেব চ।
ত্রিষ্টুব্ জগত্যতিচ্ছন্দো হ্যত্যষ্ট্যতিজগদ্বিরাট্ ॥৪১॥

অন্বয়। গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্ চ বৃহতী, পঙ্ক্তি এব চ ত্রিষ্টুপ্, জগতী, অতিচ্ছন্দঃ হি অত্যষ্ট্যতিজগদ্বিরাট্ (অত্যষ্টিঃ অতিজগতী অতিবিরাট্ চেত্যর্থঃ এতৈঃ ছন্দোভিরুপলক্ষিতামিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ। গায়ত্রী (চতুর্ব্বিংশত্যক্ষরা, উত্তরোত্তর চতুরক্ষরাধিক) উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্, বৃহতী, পঙ্ক্তি, ত্রিষ্টুপ্, জগতী, অতিচ্ছন্দঃ, অত্যষ্টি, অতিজগতী ও অতিবিরাট্— এই সকল ছন্দঃ বৈখরী নামক বেদরাশির অন্তর্গত ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ। তেষু কানিচিচ্ছন্দাংসি দর্শয়তি,— গায়ত্রীতি। অত্র চতুর্বিংশত্যক্ষরা গায়ত্রী। ততশ্চতুক্ষরবৃদ্ধ্যা উষ্ণিগাদিচ্ছন্দাংসি অত্যষ্টিরতিজগতী বিরাট্ চেত্যর্থঃ। এতৈশ্ছন্দোভিরুপলক্ষিতামিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ ॥ ৪১ ॥

বঙ্গানুবাদ। তন্মধ্যে কয়েকটী ছন্দ প্রদর্শন করিতেছেন—চতুর্বিংশতি অক্ষর দ্বারা গায়ত্রী। তাহার পর চারি অক্ষর বৃদ্ধিরদ্বারা উষ্ণিক্ আদি ছন্দ। অত্যষ্টি, অতিজগতী ও বিরাট। এই ছন্দসমূহদ্বারা উপলক্ষিতা এই পূর্ব্বশ্লোকের সহিত অন্বয় ॥ ৪১ ॥

অনুদর্শিনী। গায়ত্রী ছন্দ—চতুর্ব্বিংশতি অক্ষরাত্মক।
উষ্ণিগ্ ছন্দ—অষ্টাবিংশতি অক্ষর বিশিষ্ট।
অনুষ্টুপ্ ছন্দ—দ্বাত্রিংশদক্ষরাত্মক।
বৃহতীছন্দ—ষট্‌ত্রিংশৎ অক্ষরযুক্ত।
পংক্তি ছন্দ—চত্বারিংশদক্ষর বিশিষ্ট।
ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ—চতুশ্চত্বারিরিংশ দক্ষর বিশিষ্ট।
জগতী ছন্দ—অষ্টচত্বারিংশদক্ষরাত্মক।
অতিচ্ছন্দ—দ্বিপঞ্চাশদক্ষরযুক্ত।
অত্যষ্টিছন্দ—চতুষ্পঞ্চাশদক্ষরবিশিষ্ট।
অতিজগতী ছন্দ—অষ্টপঞ্চাশদক্ষরযুক্ত।
এবং অতিবিরাট্ ছন্দ—দ্বিষষ্টি অক্ষরাত্মক।

গায়ত্রী হইতে জগতী পর্য্যন্ত সপ্তছন্দের উৎপত্ত্যাদি সম্বন্ধে ভাঃ 'তস্তোষ্ণিগাসীৎ'—৩।১২।৪৫ ও ভাঃ ৫।২১।১৪ শ্লোকদ্বয় দ্রষ্টব্য ॥৪১॥

কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনূদ্য বিকল্পয়েৎ।
ইত্যস্যা হৃদয়ং লোকে নান্যো মদ্বেদ কশ্চন ॥৪২॥

অন্বয়। (কর্ম্মকাণ্ডে বিধিবাক্যৈঃ) কিং বিধত্তে, (দেবতাকাণ্ডে মন্ত্রবাক্যৈঃ) কিম্ আচষ্টে (প্রকাশয়তি জ্ঞানকাণ্ডে চ) কিম্ অনূদ্য বিকল্পয়েৎ (নিষেধার্থং কস্যানুবাদং কৃত্বা বিচারয়েৎ) ইতি (এবম্) অস্যাঃ (বেদবাচঃ) হৃদয়ং (তাৎপর্য্যং) মৎ (মত্তঃ) অন্যঃ কশ্চনঃ (কশ্চিদপি) ন বেদ ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ। কর্ম্মকাণ্ডে বিধিবাক্যে কি বিহিত হইয়াছে, দেবতাকাণ্ডে মন্ত্রবাক্যে কি প্রকাশিত হইয়াছে এবং জ্ঞানকাণ্ডেই বা নিষেধার্থ কোন্ বস্তু উল্লিখিত হইয়াছে—এই প্রকার বেদবাক্যসমূহের প্রকৃত তাৎপর্য্য আমি ভিন্ন অপর কেহই জানিতে পারে না ॥ ৪২ ॥

বিশ্বনাথ। বৃহতী স্বরূপতো দুর্জ্ঞেয়েত্যুক্তং— অর্থতোঽপি দুর্জ্ঞেয়েত্যাহ। কিং বিধত্তে শ্রুত্যা কর্ত্তব্যত্বেন কিং বিধীয়তে স্বস্য হিতার্থং জীবৈরিদমেব কর্ত্তব্যমিতি কিং কর্ত্তুমাদিশ্যতে ইত্যর্থঃ। কিমাচষ্টে কিমভিধত্তে শ্রুত্যা কিমভিধীয়তে শ্রুত্যর্থস্তাবৎ কঃ ইত্যর্থঃ। কিমনূদ্য বিকল্পয়েৎ ইদমেকং বস্তু ইদমপরং বস্তু ইদমপ্যন্যদ্বস্তু ইতি দ্বিত্রীনি বস্তূনি নির্দ্দিশ্য বিকল্পয়েৎ ইদং বা কুর্য্যাৎ ইদং বাকুর্য্যাদিতি যদ্বিদধীত তৎ কিমিত্যর্থঃ। ননু 'অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত'। কর্ম্মণা পিতৃলোক ইতি দর্শনাৎ কর্ম্মৈব শ্রুতির্বিধত্তে চোদনালক্ষণো ধর্ম্ম ইতি ব্যাখ্যানাদ্ধর্ম্ম এব শ্রুত্যর্থঃ। ব্রীহির্ভির্বা যজেত যবৈর্বা যজেতেতি বৈকল্পিকো বিধিরপি ধর্ম্মবিষয়ক এব। যদ্বা ভক্তিযোগোনিষ্কামকর্ম্ম-জ্ঞানযোগশ্চানূদ্য বিকল্পিতো যথা "ভক্তিযোগশ্চ যোগশ্চ ময়া মানব্যুদীরিতঃ। তয়োরেকতরেণৈব পুরুষঃ পুরুষং ব্রজেৎ" ইতি। তত্র রে মূঢ়া নহি নহীত্যাহ—অস্যাঃ শ্রুতের্হৃদয়ং হৃদ্গতমভিপ্রায়ং মদন্যো নৈব কশ্চন বেদ। প্রেয়স্যাঃ অভিপ্রেতমর্থং প্রেয়াংসং বিনা কো বেদেতি ভাবঃ ॥ ৪২ ॥

বঙ্গানুবাদ। বৃহতী স্বরূপতঃ দুর্জ্ঞেয়া এই বলা হইয়াছে, উহা অর্থতঃও দুর্জ্ঞেয়া, ইহাই বলিতেছেন।

কি বিধান আছে অর্থাৎ কর্ত্তব্যরূপে শ্রুতি কি বিধান করিয়াছে? স্বীয় মঙ্গল-নিমিত্ত জীবগণের কি করা উচিত অর্থাৎ কি করিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে?—এই অর্থ। কি প্রকাশিত হইয়াছে (আচষ্টে) অর্থাৎ শ্রুতি কি অভিহিত করিয়াছে? তাহা হইলে শ্রুতির অর্থ কি?—এই অর্থ। কি অনুবাদ করিয়া বিকল্প বা বিচার করিবে? এটী এক বস্তু, এটী অপর বস্তু, এটী অপর আর একটী বস্তু—এইরূপে দুই-তিনটী বস্তু বিচার করিবে যে এটী করিতে হইবে, এটী করিতে হইবে না। যাহা করিতে হইবে, সেটী কি?—এই অর্থ। আচ্ছা, 'অহরহঃ সন্ধ্যা উপাসনা করিবে', 'কর্ম্মদ্বারা পিতৃলোক',—এই সব দেখিয়া বুঝা যায় শ্রুতি কর্ম্মই বিধান করে, আর 'ধর্ম্ম-প্রেরণালক্ষণ'—এই ব্যাখ্যানুসারে ধর্ম্মই শ্রুতির অর্থ। আর 'ব্রীহিদ্বারা বা যবদ্বারা যজন করিবে' এই বৈকল্পিকবিধিও ধর্ম্ম বিষয়কই। অথবা ভক্তিযোগ ও নিষ্কাম কর্ম্মযোগ অনুবাদ করিয়া বিকল্পিত, যেমন 'হে মনুপুত্রি আমি আপনাকে ভক্তিযোগ ও অষ্টাঙ্গযোগ, উভয়ই বলিলাম; এই দুইয়ের মধ্যে মনুষ্য একটী দ্বারাই পরমেশ্বরের সান্নিধ্য প্রাপ্ত হইতে পারে' (ভাঃ ৩।২৯।৩৯)। ইহার উত্তর রে মূঢ়, না, না। তাই বলিতেছেন—এই শ্রুতির হৃদয় বা হৃদ্গত অভিপ্রায় আমি ভিন্ন আর কেহই জানে না। প্রেয়সীর অভিপ্রেত অর্থ প্রিয় বিনা কে জানিবে? এই ভাব ॥৪২॥

অনুদর্শিনী। বেদের অর্থ দুর্জ্ঞেয় কর্ম্মকাণ্ডে বিধিবাক্যের দ্বারা যে কি বিহিত হইয়াছে, দেবতা বা বা উপসনাকাণ্ডে মন্ত্রবাক্যের দ্বারা যে কি প্রকাশিত হইয়াছে এবং জ্ঞানকাণ্ডে যে কোন্ বিষয়ের প্রতিবেধপূর্ব্বক কাহার প্রতিষ্ঠা স্থাপিত হইয়াছে—এই সকল বিষয়ের তাৎপর্য্য ভগবান্ ব্যতীত কাহারও জ্ঞানগম্য হইতে পারে না। কারণ বেদ যাঁহার ব্যবস্থা ও যাঁহা হইতে উদ্ভূত, সেই শ্রীভগবানই বেদের মীমাংসক এবং বেদ-তাৎপর্য্যজ্ঞাতা। অপরে তাঁহারই অনুগ্রহে বেদ-তাৎপর্য্যবিৎ হয় ॥

বেদসকল শ্রীভগবানের মুখপদ্ম হইতে নির্গত হইয়া অনন্যাভক্তিলভ্য তাঁহারই পাদপদ্ম প্রদর্শন করেন—নিরাস্পদ দেশে বিশ্রামার্থ বৃক্ষতলান্বেষী জনগণ যেরূপ ইতস্ততঃ চরণশীল পক্ষিগণের ছায়ানুসরণে গমন করিয়া সন্ধ্যায় স্বনীড়ে প্রবিষ্ট পক্ষিগণের আস্পদভূত বৃক্ষতল প্রাপ্ত হয়; তদ্রূপ (হে ভগবন্!) তোমার মুখ হইতে উদ্গত পুনঃ তোমাতেই পর্য্যবসিত বেদসমূহের তাৎপর্য্য অবধারণ করিয়া লোকে তদ্দ্বারাই তোমাকে ভজন করিয়া তোমাকে প্রাপ্ত হয়।'

'মার্গন্তি যৎ তে মুখপদ্মনীড়ৈঃ' ভাঃ ৩।৫।৪১ শ্লোকের টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ।

শ্রীকপিল-দেবহূতিসংবাদে 'ভক্তিযোগ ও অষ্টাঙ্গ যোগের মধ্যে যে কোনটীর দ্বারা পরমেশ্বরের প্রাপ্তি হইতে পারে'—এই কথা পাওয়া গেলেও আমরা শ্রীলচক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্মে পাই যে—ভক্তিযোগের দ্বারা পরিপূর্ণ ভগবৎস্বরূপ বা ভগবানের নিত্য চিদ্ঘন শ্রীমূর্ত্তির সাক্ষাৎকার হয়। আর অষ্টাঙ্গযোগের দ্বারা ভগবানের অসম্যক্ প্রকাশ—নির্ব্বিশেষ-স্বরূপের সাক্ষাৎকার হয়। নির্ব্বিশেষ-স্বরূপ ও পরমাত্ম-স্বরূপ, পরিপূর্ণ-ভগবৎস্বরূপের অসম্যক্ বা আংশিক প্রকাশ হইলেও অদ্বয় ভগবৎস্বরূপেরই প্রতীতি-ভেদ। সুতরাং ভক্তিযোগ ও অষ্টাঙ্গযোগ উভয়ের দ্বারাই পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকার হয় বলা হয়।'

শ্রুতির হৃদ্গত অভিপ্রায়—'মুখ্য-গৌণ-বৃত্তি কিংবা অন্বয়-ব্যতিরেকে বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল কহয়ে কৃষ্ণকে ॥' চৈঃ চঃ ম ২০ পঃ। কেননা, শ্রুতি ব্রহ্মের বিশেষরহিত অর্থাৎ নির্বিশেষ (কেবল চিন্মাত্র) ভাবকে প্রকাশ করিলেও সেই সেই শ্রুতি নামরূপগুণলীলাদিবিশিষ্ট সবিশেষতত্ত্বের কথাই অভিধা বৃত্তিতে বলেন। সুতরাং শ্রুতিসমূহ বিচার করিলে সূক্ষ্মানুশীলনে সবিশেষ শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বই সর্ব্বতোভাবে বেদবচনসমূহের মুখ্যতাৎপর্য্য হয়—

'যা যা শ্রুতির্জল্পতিনির্ব্বিশেষং সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব। বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব ॥' হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র ॥ ৪২ ॥

মাং বিধত্তেঽভিধত্তে মাং বিকল্প্যাপোহ্যতে হ্যহম্।
এতাবান্ সর্ব্ববেদার্থঃ শব্দ আস্থায় মাং ভিদাম্।
মায়ামাত্রমনূদ্যান্তে প্রতিষিধ্য প্রসীদতি ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদে
একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়। (নন্বু তর্হি ত্বং মৎকৃপয়া কথয় ! ওমিতি কথয়তি) মাং (যজ্ঞরূপং) বিধত্তে, মাম্ (এব তত্তদ্দেবতা-রূপম্) অভিধত্তে (ন মত্তঃ পৃথক্ যচ্চাকাশাদি প্রপঞ্চজাতং) বিকল্প্য (পুনঃ) অপোহ্যতে (নিরাক্রিয়তে তদপি) অহং তু (অহমেব নতু মত্তঃ পৃথগস্তি) এতাবান্ (এতাদৃশ এব) সর্ব্ববেদার্থঃ (সর্ব্বেষাম্ বেদানাং অর্থঃ) শব্দঃ (বেদঃ) মাং (পরমার্থরূপম্) আস্থায় (আশ্রিত্য) ভিদাং (ভেদং) মায়ামাত্রম্ (ইতি) অনূদ্য (উক্ত্বা) অন্তে (শেষে) প্রতিষিধ্য (নেহ নানাস্তি কিঞ্চন ইতি নিষিধ্য) প্রসীদতি (নিবৃত্তব্যাপারো ভবতি) ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে একবিংশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ সমাপ্তঃ।

অনুবাদ। বেদ, কর্ম্মকাণ্ডে যজ্ঞরূপী আমারই বিধান এবং দেবতাকাণ্ডে তত্তৎদেবতারূপে আমারই প্রতিপাদন করিয়াছেন। জ্ঞানকাণ্ডেও যে সকল আকাশাদি পদার্থের উল্লেখ করিয়া নিরাশ করা হইয়াছে, তাহারাও আমার স্বরূপভূত, আমা হইতে পৃথক নহে—ইহাই সমস্ত বেদের তাৎপর্য্য। বেদ একমাত্র আমাকেই পরমার্থরূপে আশ্রয়-পূর্ব্বক ভেদকে মায়ামাত্ররূপে অনুদিত করিয়া পশ্চাৎ তাহারই নিষেধসহকারে নিবৃত্ত হইয়াছেন ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে একবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ। নন্বু তর্হি ত্বমেব কৃপয়া কথয়েতি তত্রোমিত্যাহ—মাং বিধত্তে ভক্তের্ম্মৎস্বরূপভূতত্বান্মদ্ভক্তিমেব কর্ত্তব্যত্বেন বিধত্তে ইত্যর্থঃ। যাগাদিবিধীনামপি মদ্ভক্তিবিধান এব তাৎপর্য্যাৎ। 'ধর্ম্মো মদ্ভক্তিকৃৎ প্রোক্তঃ' ইতি মদুক্তেঃ অভিধত্তে মামিতি অহমেব সর্ব্ববেদার্থ ইত্যর্থঃ। 'বিকল্প্যাপোহ্যতে হ্যহম্' ইতি 'যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তাঃ' ইত্যুক্তেঃ কাণ্ডত্রয়েণ কর্ম্ম জ্ঞানং ভক্তিশ্চেত্যনূদ্য কর্ম্ম কুর্য্যাৎ জ্ঞানং বা অভ্যসেৎ ভক্তিং বা কুর্য্যাদিতি-বিকল্প্য পশ্চাদপোহ্যতে। প্রথমং সকামকর্ম্মাপোহো-নিষ্কামকর্ম্মকরণং ততো জ্ঞানারূঢ়ত্বে সতি নিষ্কামকর্ম্মণোঽ-প্যপোহঃ। জ্ঞানসিদ্ধিদশায়াং জ্ঞানং ময়ি সংন্যসেদিত্যু-ক্তের্জ্ঞানস্যাপ্যপোহঃ। ভক্তেরপোহস্তু ন কাপি সময়ে ন কেনাপি শাস্ত্রবাক্যেন প্রতিপাদিতো দৃষ্ট ইত্যতঃ কর্ম্ম-জ্ঞানাপোহাদেবাহমপোহ্য ইত্যুক্তম্। প্রথমপুরুষ আর্ষঃ। কর্ম্মজ্ঞানয়োরপি স্বপ্রাপকমার্গত্বাত্তত্রাস্মচ্ছব্দঃ প্রযুক্তঃ তস্য চিদ্রূপত্বান্মায়িকরূপত্বাচ্চ। তত্র মায়িকরূপস্যৈবা-পোহো যুজ্যতে ন চিদ্রূপস্য নম্বিতোঽপি কিঞ্চিৎ স্পষ্টীকৃত্য ব্যাচক্ষেত্যত আহ,—এতাবানিতি। বেদাত্মকঃ শব্দঃ মাং আস্থায় মদ্ভক্তিযোগবিধায়কত্বেন মামেবাশ্রিত্য ভিদাং মত্তোঽপি ভিন্নং কর্ম্মযোগং জ্ঞানযোগঞ্চ মায়ামাত্রং অনূদ্য ইতি। কর্ম্মযোগস্য ত্রিগুণময়ত্বেন ত্বম্পদার্থজ্ঞানপর্য্যন্তে জ্ঞানযোগস্যাপি বিদ্যাময়স্য সাত্ত্বিকত্বেন মায়ামাত্রত্বম্। অতোঽন্তে প্রতিষিধ্য ক্রমেণ তদ্দ্বয়মপোহ্য প্রসীদতি নির্গুণায়া মদ্ভক্ত্যামৃতবল্ল্যাঃ ফলস্য মন্মাধুর্য্যানুভবরূপস্য রসেন সজ্জনানানন্দয়ন্ স্বয়মপি নির্বৃণোতীত্যর্থঃ। যে ত্বেবং ব্যাচক্ষতে মামেব কর্ম্মকাণ্ডে যজ্ঞরূপং বিধত্তে. মন্ত্রবাক্যৈ-র্দেবতাকাণ্ডে মামেবাভিধত্তে জ্ঞানকাণ্ডে মত্তঃ পৃথগাকাশা-দিকং বিকল্প্য যদপোহ্যতে তদপ্যহমেব। তস্মাদেতাবানেব সর্ব্ববেদার্থঃ। শব্দো বেদঃ মাং পরমার্থরূপমাশ্রিত্য ভিদাং মায়ামাত্রমিত্যনূদ্য 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন' ইতি প্রসীদতি নিবৃত্তব্যাপারো ভবতীতি এতদ্ব্যাখ্যানেঽপি মায়ামাত্রস্যৈব প্রতিষেধোক্তের্ভক্তানাং ভক্ত্যুপকরণানাং ভগবন্নিকেতা-দীনাঞ্চ মায়ামাত্রত্বাভাবান্ন কাপি ক্ষতি ॥ ৪৩ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
একাদশেঽত্রৈকবিংশঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তি-ঠক্কুরকৃতা শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে একবিংশাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

বঙ্গানুবাদ। আচ্ছা, তাহা হইলে আপনিই কৃপা করিয়া বলুন, তাই বলিতেছেন। আমাকে বিধান করে অর্থাৎ ভক্তি আমার স্বরূপভূত বলিয়া আমার ভক্তিকেই কর্ত্তব্যরূপে বিধান করে—এই অর্থ। আমার ভক্তি-বিধানেই যাগাদিবিধিগুলির তাৎপর্য্য। "যে বেদবাক্যে মদীয় স্বরূপভূত ধর্ম্ম" (ভাঃ ১১।১৪।৩)—আমার এই উক্তি অনুসারে আমাকেই অভিহিত করে, অর্থাৎ আমিই সর্ব্ববেদার্থ। বিকল্প করিয়া নিরাস করা হয়, সেও আমাকেই—'তিনটী যোগ আমি বলিয়াছি' (ভাঃ ১১।২০।৬)—এই উক্তি অনুসারে তিনটী কাণ্ডদ্বারা কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি এই অনুবাদ করিয়া কর্ম্ম করিবে, বা জ্ঞান অভ্যাস করিবে বা ভক্তি করিবে—এই প্রকার বিকল্প করিয়া পরে নিরাস করা হয়। প্রথমে সকামকর্ম্মের নিরাস ও নিষ্কাম-কর্ম্মকরণ, তাহার পর জ্ঞানে আরূঢ় হইলে নিষ্কামকর্ম্মেরও নিরাস। জ্ঞানসিদ্ধিদশায় 'আমাতে জ্ঞান সংন্যস্ত করিবে' (ভাঃ ১১।১৯।১)—এই উক্তি অনুসারে জ্ঞানেরও নিরাস। কিন্তু ভক্তির নিরাস কোনও সময়ে কোনও শাস্ত্রবাক্যদ্বারা প্রতিপাদিত বলিয়া দৃষ্ট হয় নাই। অতএব কর্ম্মজ্ঞানের নিরাসদ্বারা আমারও নিরাস, ইহাই বলা হইয়াছে। (উত্তমপুরুষস্থলে) প্রথম পুরুষ আর্ষপ্রয়োগ। কর্ম্মজ্ঞানও মৎপ্রাপকমার্গ বলিয়া অস্মৎ শব্দের প্রয়োগ, তাহাও চিদ্রূপ ও মায়িকরূপ। তন্মধ্যে মায়িকরূপেরই নিরাসযোগ্যতা, চিদ্রূপের নয়। আচ্ছা, ইহা হইতেও কিছু স্পষ্ট করিয়া ব্যাখ্যা করুন। এই প্রশ্নের উত্তর বলিতেছেন। বেদাত্মক-শব্দ আমাকে অবলম্বন করিয়া অর্থাৎ মদ্ভক্তিযোগ-বিধায়ক বলিয়া আমাকেই আশ্রয়পূর্ব্বক ভেদ অর্থাৎ আমা হইতেও ভিন্ন কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগ মায়ামাত্র এই অনুবাদ করিয়া। কর্ম্মযোগ ত্রিগুণময় বলিয়াও 'তুমি' পদার্থজ্ঞান পর্য্যন্ত যে বিদ্যাময় জ্ঞানযোগ, তাহাও সাত্ত্বিক বলিয়া উহারা মায়ামাত্র। অতএব অন্তে প্রতিষেধ করিয়া সেই দুইটী নিরাস করিয়া প্রসাদলাভ করিতেছেন, অর্থাৎ নির্গুণা আমার ভক্ত্যমৃতলতার আমার মাধুর্য্য-অনুভবরূপ ফলের রসে সজ্জনগণকে আনন্দদান করিয়া নিজেও নিবৃতি লাভ করিতেছেন (সুখী হইতেছেন)—এই অর্থ। কিন্তু যাঁহারা এরূপ ব্যাখ্যা করেন—আমাকেই কর্ম্মকাণ্ডে যজ্ঞরূপ বলিয়া বিধান করে, মন্ত্রবাক্যদ্বারা দেবতাকাণ্ডে আমাকেই অভিহিত করে, জ্ঞানকাণ্ডে আমা হইতে পৃথক আকাশাদি বিকল্প করিয়া যাহা নিরাস করা হয়, সেও আমিই। অতএব এই প্রকার সর্ব্ববেদের অর্থ। শব্দ বা বেদ আমাকে পরমার্থরূপে আশ্রয় করিয়া ভেদ মায়ামাত্র অনুবাদ করিয়া 'ব্রহ্মস্বরূপে কোনরূপ অন্তীয় ভেদ নাই' (কঠ ২।১।১১)—এই অনুসারে, প্রসাদ লাভ করিতেছেন অর্থাৎ নিবৃত্তব্যাপার হইতেছেন। এইরূপ ব্যাখ্যা করিলেও মায়ামাত্রেরই প্রতিষেধ-উক্তিহেতু ভক্তগণের, ভক্তির উপকরণ ভগবন্নিকেত প্রভৃতি মায়ামাত্র নহে বলিয়া কিছু ক্ষতি নাই ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে একবিংশ অধ্যায়ের সাধুজনসম্মতা ভক্তানন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

অনুদর্শিনী। 'কর্ম্মজ্ঞানাদীনাং ন সার্ব্বত্রিকতা। তথা, যৎ কর্ম্ম, তৎ সন্ন্যাস-ভোগপ্রাপ্ত্যবধি; যোগঃ সিদ্ধ্যবধিঃ; সাঙ্খ্যমাত্মজ্ঞানাবধিঃ; জ্ঞানং মোক্ষাবধীতি নাপি সার্ব্বত্রিকতা। ভক্তেস্তু সার্ব্বত্রিকতা-সার্ব্বদিক্‌তে অতি-প্রসিদ্ধে এব।' শ্রীবিশ্বনাথ (ভাঃ ২।৯।৩৫)।

অর্থাৎ কর্ম্মজ্ঞানাদির সর্ব্বত্র বিদ্যমানতা নাই। এইরূপ যে কর্ম্ম, তাহা সন্ন্যাস ও ভোগপ্রাপ্তি (পরলোকে ভোগময় শরীর প্রাপ্তি) পর্য্যন্ত, তাহার পর নহে; যোগ, সিদ্ধি-পর্য্যন্ত এবং সাংখ্য—আত্মজ্ঞান পর্য্যন্ত, তাহার পরে প্রয়োজনাভাব। জ্ঞানসাধন মুক্তিকাল পর্য্যন্ত, সুতরাং উহারও নিত্যতা নাই। কিন্তু ভক্তির সর্ব্বত্র বিদ্যমানতা ও সনাতনত্ব অতিশয় প্রসিদ্ধই আছে।

ভক্তি শ্রীভগবানের হ্লাদিনী সারভূত বলিয়া উহা ভগবানের স্বরূপভূততত্ত্ব। (ভাঃ ১১।১৪।৩ শ্লোকের অনুদর্শিনী দ্রষ্টব্য)। কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির কথা বেদে

উল্লিখিত থাকিলেও ভক্তিই নিত্যা এবং ভক্তিযোগই বেদের তাৎপর্য্য—

ভগবান্ ব্রহ্ম কার্ৎস্ন্যেন ত্রিরন্বীক্ষ্য মনীষয়া।
তদধ্যবস্যৎ কূটস্থো রতিরাত্মন্ যতো ভবেৎ ॥
ভাঃ ২।২।৩৪।

অর্থ পূর্ব্বে ১১।১৪।১২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

ভগবানই সর্ব্ববেদার্থ—

যাঁহারা কর্ম্মকাণ্ডে বিধিবাক্যে যজ্ঞরূপ—'যজ্ঞ বৈ বিষ্ণুঃ' শ্রুতি—আমাকে নির্দ্দেশ করে, দেবতাকাণ্ডে মন্ত্রদ্বারা—ইন্দ্র-বায়ু-আদির অন্তর্যামী আমাকে নির্দ্দেশ করে—এবং জ্ঞানকাণ্ডে পরমার্থস্বরূপ আমাকে আশ্রয় করিয়া মায়ামাত্র অনুবাদ দ্বারা আরোপ করিয়া জগৎকে আমা হইতে পৃথক বলিয়া অন্তে আমাকেই নির্ণয় করে।

বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো।
বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্ ॥ গীঃ ১৫।১৫

শ্রীভগবান্ বলিলেন—আমি সর্ব্ববেদবেদ্য ভগবান্, সমস্ত বেদান্তকর্ত্তা এবং বেদান্তবিৎ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে বলিয়াছেন—মুখ্য-গৌণ বৃত্তি কিম্বা অন্বয়-ব্যতিরেকে।

বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল কহয়ে কৃষ্ণকে ॥
চৈঃ চঃ মঃ ২০পঃ

স্থূলদেহের ধর্ম্ম—কর্ম্ম এবং সূক্ষ্মদেহ বা মনোধর্ম্ম—জ্ঞান গুণময় এবং অনিত্য। সুতরাং উহা নিরাসযোগ্য ব্যাপার। কিন্তু আত্মধর্ম্ম—ভক্তি নির্গুণা ও নিত্যা। সুতরাং ভক্তির নিরাস কোন সময়ে কোনও শাস্ত্রবাক্যদ্বারা প্রতিপাদিত হয় নাই, বরং ভগবান্ শ্রীকপিলদেবের উক্তি—

"ভক্ত্যার্দ্রয়ার্পিতমনা ন পৃথগ্ দিদৃক্ষেৎ।" ভাঃ ৩।২৮।৩৩

অর্থাৎ প্রেমরসাপ্লুত ভক্তিবলে তাঁহাতে (শ্রীভগবানে) চিত্ত অর্পণ পূর্ব্বক ভগবৎস্বরূপ বিগ্রহ ব্যতীত অন্য কিছুই দেখিতে ইচ্ছা করিবেন না।

"শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ ইহার টীকায় বলেন—"শ্রীভগবানে মন সমর্পণ করিলে সেই মনে স্বত্বাভাবহেতু কিরূপে সেই মনকে ভগবান্ হইতে বিযুক্ত করিবে? কিরূপেই বা দত্তাপহারী হইবে? তাহা হইলে দুর্ণিবার নিন্দাই হইবে।"

ভক্ত ত' ভগবান্ হইতে মন ফিরাইতে পারেনই না, আবার ভগবানও সেই ভক্তের হৃদয় ত্যাগ করিতে পারেন না—

"ভক্ত্যা গৃহীতচরণঃ পরয়া চ তেষাং
নাপৈষি নাথ হৃদয়াম্বুরুহাৎ স্বপুংসাম্।" ভাঃ ৩।৯।৫

শ্রীব্রহ্মা বলিলেন—যাঁহারা প্রেমলক্ষণযুক্ত ভক্তিযোগে এবং ভবদীয় চরণপদ্মই পরমপুরুষার্থরূপে গ্রহণ করেন, হে নাথ! সেই সকল নিজজনের হৃদয়-কমল হইতে আপনি কখনও দূরগত হন না।

এতৎপ্রসঙ্গে ভাঃ ২।৮।৬, ১১।২।৫৫ এবং ১।২৯।৫— শ্লোক আলোচ্য।

জ্ঞানমার্গে মায়া নিষেধে মায়াধীশ শ্রীভগবান্ নিষিদ্ধ না হওয়ায় তদীয়-ভক্তি, ভক্ত ও ভক্তির উপকরণগুলিও নিষিদ্ধ হয় নাই।

মায়াতীত—অর্থাৎ সে সকলই নির্গুণ এবং মায়িক জগতে থাকিয়াও ভক্তি গুণাতীতা—

"লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যদাহৃতম্।" ভাঃ ৩।২৯।১২॥

শ্রীকপিলদেব বলিলেন—নির্গুণ ভক্তিযোগের লক্ষণই বলা হইল।

ভক্ত নির্গুণ—'নির্গুণো মদপাশ্রয়ঃ'। ভাঃ ১১।২৫।২৬

শ্রীভগবান্ কহিলেন—আমার আশ্রিতকর্ত্তা নির্গুণ, ভগবন্নিকেতন নির্গুণ—'মন্নিকেতন্তু নির্গুণম্।'
ভাঃ ১১।২৫।২৫

শ্রীভগবান্ নির্গুণ বলিয়া তাঁহার সেবার উপকরণসমূহও নির্গুণ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে একবিংশ অধ্যায়ের সারার্থানুদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

দ্বাবিংশোঽধ্যায়

শ্রীউদ্ধব উবাচ

কতি তত্ত্বানি বিশ্বেশ সংখ্যাতান্যৃষিভিঃ প্রভো।
নবৈকাদশপঞ্চত্রীণ্যাত্থ ত্বমিহ শুশ্রুম ॥
কেচিৎ ষড়্‌বিংশতিং প্রাহুরপরে পঞ্চবিংশতিম্।
সপ্তৈকে নব ষট্ কেচিচ্চত্বার্য্যেকাদশাপরে।
কেচিৎসপ্তদশ প্রাহুঃ ষোড়শৈকে ত্রয়োদশ ॥
এতাবত্ত্বং হি সংখ্যানামৃষয়ো যদ্বিবক্ষয়া।
গায়ন্তি পৃথগায়ুষ্মন্নিদং নো বক্তুমর্হসি ॥১-৩॥

অন্বয়। (তদেবং বেদানাং প্রবৃত্তিপরত্বং নিরাকৃত্য মোক্ষপরত্বং নির্ণীতম্। সন্তি চ মোক্ষপরত্বেঽপি তদবান্তর-বিবাদাঃ—) শ্রীউদ্ধবঃ উবাচ—(হে) বিশ্বেশ, প্রভো, ঋষিভিঃ কতি তত্ত্বানি সংখ্যাতানি (ঋষিভিঃ আগমেষু বহুধা সংখ্যাতানি তেষু কতি যুক্তানীত্যর্থঃ) ত্বং ইহ (অস্মিন্ লোকে) নব একাদশ পঞ্চ ত্রীণি (ত্বং তাবৎ অষ্টাবিংশতি তত্ত্বানি) আত্থ (উক্তবান্ তানি চ বয়ং) শুশ্রুম (শ্রুতবন্তঃ) কেচিৎ (ঋষয়ঃ) ষড়্‌বিংশতি (তত্ত্বানি) প্রাহুঃ (বদন্তি) অপরে (ঋষয়ঃ) পঞ্চবিংশতিং (তত্ত্বানি প্রাহুঃ) একে (কেচিৎ) সপ্ত (তত্ত্বানি বদন্তি) কেচিৎ নব (তত্ত্বানি, কেচিৎ) ষট্ (তত্ত্বানি, কেচিৎ) চত্বারি (তত্ত্বানি) অপরে একাদশ (তত্ত্বানি, কেচিৎ) সপ্তদশ (তত্ত্বানি, কেচিৎ) ষোড়শ (তত্ত্বানি) একে ত্রয়োদশ (তত্ত্বানি,) প্রাহুঃ ঋষয়ঃ যদ্বিবক্ষয়া (যৎপ্রয়োজনমভিপ্রেত্য) হি সংখ্যানাং (তত্ত্বানাং) এতাবত্ত্বং (নানাত্বং) পৃথক্ গায়ন্তি (হে) আয়ুষ্মন্ (নিত্যমূর্ত্তে) নঃ (অস্মভ্যম্) ইদং (রহস্যম্) বক্তুম্ অর্হসি ॥ ১-৩ ॥

অনুবাদ। শ্রীউদ্ধব কহিলেন—হে বিশ্বেশ্বর, হে প্রভো, ঋষিগণ আগমাদিতে কত প্রকার তত্ত্বসংখ্যা নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা আপনি বলুন। আপনার মুখে অষ্টাবিংশতি তত্ত্বের কথা শুনিয়াছি। কেহ ষড়্‌বিংশতি, কেহ পঞ্চবিংশতি, কেহ সপ্ত, কেহ নব, কেহ ষড়্‌বিধ, কেহ চতুর্বিধ, কেহ একাদশ, কেহ সপ্তদশ, কেহ ষোড়শ, কেহ ত্রয়োদশ প্রকার তত্ত্বের বর্ণন করিয়া থাকেন। হে নিত্য-মূর্ত্তে, ঋষিগণ যে অভিপ্রায়ে পৃথক্‌ভাবে তত্ত্বসকলের এইরূপ নানাপ্রকার কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, তাহা আপনি আমাদিগের নিকট বর্ণন করুন ॥ ১-৩ ॥

বিশ্বনাথ

দ্বাবিংশে তত্ত্বসংখ্যানাং বিরোধেঽপ্যবিরুদ্ধতা।
প্রধানপুংসোর্জিজ্ঞাসা মৃত্যুৎপত্ত্যোশ্চ বর্ণিতা ॥

তদেবং কর্ম্মকাণ্ডতাৎপর্য্যমভিজ্ঞায় স্পষ্টতয়ৈব জ্ঞান-কাণ্ডতাৎপর্য্যং জিজ্ঞাসমানস্তদবান্তরবিবাদসমাধানায় পৃচ্ছতি—কতীতি। ঋষিভিরিতি। তেষাং বহুত্বাস্মন্মতে এতাবন্তীতি পৃথক্ পৃথক্ নিশ্চিতানি তেষু কতি যুক্তা-নীত্যর্থঃ।

তত্র কতি কতি তত্ত্বানি কে কে বদন্তীত্যপেক্ষায়ামাহ, —নবেতি ত্রিভিঃ। ঈশ্বরো জীবো মহদহঙ্কারপঞ্চমহা-ভূতানীতি নব। দশেন্দ্রিয়াণি মনশ্চেত্যেকাদশ। তন্মাত্রাণি পঞ্চ, সত্ত্বরজস্তমাংসি ত্রীণীত্যেবমষ্টাবিংশতি-তত্ত্বানি ত্বমাত্থ তানি শুশ্রুম শ্রুতবন্তো বয়ং অত্র প্রকৃতিস্থানে ত্বয়া ত্রয়ো গুণা এব গৃহীতাঃ তেভ্যঃ গুণেভ্যঃ এব ক্রমেণ ত্রিবিধমহত্তত্ত্বাহঙ্কারস্য চোৎপত্তিদর্শনায় তু গুণ-সাম্যরূপায়াঃ প্রকৃতেরিতি ত্বদভিপ্রায়োঽবগম্যতে। এতা-বতীনাং ভাব এতাবত্ত্বং নানাত্বমিত্যর্থঃ। যদ্বিবক্ষয়া যৎ-প্রয়োজনমভিপ্রেত্য চ গায়ন্তি। হে আয়ুষ্মন্নিতি নিত্য-যোগে মতুপ্ নিত্যমূর্ত্তিত্বেন হে সর্ব্বকালব্যাপিন্নিত্যর্থঃ। তেন তেষামৃষীণামান্তস্তমধ্যবর্ত্তিত্বাত্ত্বমেব সর্ব্বমতা-ভিপ্রায়ং বিদ্বান্ প্রষ্টব্য ইতি ভাবঃ ॥১-৩॥

বঙ্গানুবাদ। দ্বাবিংশ অধ্যায়ে তত্ত্বসংখ্যাসমূহের বিরোধ সত্ত্বেও অবিরুদ্ধতা এবং প্রকৃতিপুরুষের ও জন্ম-মৃত্যুর জিজ্ঞাসা বর্ণিত হইয়াছে।

এইরূপ কর্ম্মকাণ্ড-তাৎপর্য্য সম্যক্ জানিয়া স্পষ্টভাবে জ্ঞানকাণ্ডতাৎপর্য্য জিজ্ঞাসাজন্য ও অবান্তর বিবাদ সমাধান জন্য প্রশ্ন করিতেছেন। ঋষিগণ বহু বলিয়া আমার মতে এতগুলি তত্ত্ব ইহা নিশ্চিত করিয়া পৃথক্ পৃথক্ তাহাদের মধ্যে কোন্‌টী কোন্‌টী যুক্ত? এই অর্থ।

তাহাদের মধ্যে কয়টী কয়টী তত্ত্ব কে কে বলেন, এই অপেক্ষায় তিনটী শ্লোকে বলিতেছেন। ঈশ্বর, জীব, মহৎ, অহঙ্কার, পঞ্চমহাভূত—এই নয়টী। দশটী ইন্দ্রিয় ও মন—এই একাদশ। তন্মাত্রা পাঁচটী। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটী লইয়া অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব আপনি বলিয়াছেন, ঐ গুলি আমরা এখানে শুনিয়াছি। প্রকৃতিস্থানে আপনি তিনটী গুণ গ্রহণ করিয়াছেন। সেই গুণগুলি হইতেই ক্রমে দ্বিবিধ মহত্তত্ত্বের ও অহঙ্কারের উৎপত্তি-দর্শনে, গুণসাম্যরূপা প্রকৃতি উৎপত্তিদর্শনে নহে। এই আপনার অভিপ্রায় অবগত হইয়াছে। এতাবত্ত্ব—এতগুলির ভাব অর্থাৎ নানাত্ব। যদ্বিবক্ষা বা যাহা বলিবার ইচ্ছাক্রমে ও যে প্রয়োজন অভিপ্রায় করিয়া গান করিতেছেন,—হে আয়ুষ্মন্—এস্থলে নিত্যযোগে মতুপ্ প্রত্যয় অর্থাৎ নিত্যমূর্ত্তি বলিয়া হে সর্ব্বকালব্যাপিন্—এই অর্থ। তাহাতে ঋষিগণ আত্মমধ্যবর্ত্তী বলিয়া আপনিই সর্ব্বমতের অভিপ্রায় জানেন বলিয়া আপনাকেই জিজ্ঞাসা করা উচিত—এই ভাব ॥১-৩॥

সারার্থানুদর্শিনী। প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রীভগবানই নিত্য স্থিতি বিশিষ্ট তত্ত্ব। সকলেরই আয়ুঃক্ষয় হইয়া থাকে কিন্তু পরমেশ্বরের পরমায়ুর ক্ষয়বৃদ্ধি নাই। লোক-পিতামহ ব্রহ্মারও কালে লয় হয়, সুতরাং অন্যের আর কা কথা? সকলেই কালের অধীন কিন্তু ভগবান্ কালেরও নিয়ামক। অতএব যে কোন ঋষিই জন্মগ্রহণ করুন না এবং বিগত হউন না কেন, ভগবান্ সকলেরই সাক্ষিরূপে সর্ব্বাগ্রে এবং সকলের পরে বর্ত্তমান আছেন। শাস্ত্র বলেন—"পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ"। অর্থাৎ শ্রীভগবান্ অবিনাশী, তাই তিনি ব্রহ্মাদি পূর্ব্বজগণেরও গুরু। 'এবং পরং প্রমাণং ভগবাননন্ত'—ভাঃ ৩।২২।২০—অর্থাৎ ভগবান্ অনন্তই সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ। অতএব জগতে উদিত যে কোন মত এবং মতের কারণ তাঁহার অবিদিত নাই। তাই সুচতুর উদ্ধব লোকহিতকামনায় তাঁহারই ন্যায় উপযুক্ত উত্তরদাতার নিকট প্রশ্ন করিলেন।

শ্রীভগবান্ অষ্টাবিংশতিতত্ত্বের ব্যাখ্যা—ঈশ্বর, জীব, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার,—৪; (ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম—) পঞ্চ মহাভূত, (চক্ষু, কর্ণ, নাসা, জিহ্বা, ত্বক্—) পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, (বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ—) পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন, (রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ—) পঞ্চ তন্মাত্র (ইন্দ্রিয়বর্গের বিষয়), সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—গুণত্রয়—২৮টী হয়। ভাঃ ৩।২৬।১১, ১৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

শ্রীভগবান্ প্রকৃতির তিনটী গুণ গ্রহণ করিয়া ত্রিগুণের সাম্যাবস্থাকে প্রকৃতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ঋষিগণ তত্ত্বসমূহের সংখ্যা পৃথক্ পৃথক্ বলিয়াছেন। অতএব উহার মীমাংসার জন্যই এই প্রশ্ন। ১-৩॥

শ্রীভগবানুবাচ

যুক্তঞ্চ সন্তি সর্ব্বত্র ভাষন্তে ব্রাহ্মণা যথা।
মায়াং মদীয়ামুদ্গৃহ্য বদতাং কিং নু দুর্ঘটম্ ॥৪॥

অন্বয়। (বিবক্ষাভেদেন সর্ব্বং যুক্তমেব—মায়য়া চ কিং নাম ন যুক্তমিত্যাহ—) শ্রীভগবান্ উবাচ—যথা ব্রাহ্মণাঃ ভাষন্তে (তৎ) যুক্তঞ্চ (ন চ বস্তুতঃ যস্মাৎ) সর্ব্বত্র (অন্তর্ভূতানি সর্ব্বাণি তত্ত্বানি) সন্তি। নু (ভোঃ) মদীয়াং মায়াম্ উদ্গৃহ্য (স্বীকৃত্য) বদতাং (ব্যাখ্যাতানাং) কিং দুর্ঘটং (অসত্যেঽপি মায়াশ্রিয়ত্বাদঘটিত ইত্যর্থঃ নহি কিঞ্চিদঘটিতমিব ভবতি) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ। শ্রীভগবান্ বলিলেন—ব্রাহ্মণেরা যাহা বলেন তাহা অযুক্ত নহে, যেহেতু সকলতত্ত্বই সকল তত্ত্বে অন্তর্ভূক্ত রহিয়াছে। তাঁহারা সকলেই আমার মায়া-শক্তিকে আশ্রয় করিয়া তত্ত্বসমূহের বর্ণনা করায়, যিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহার কিছুই অসম্ভব নহে ॥৪॥

বিশ্বনাথ। তেষাং বিবাদেঽপি বস্তুতঃ ন বিবাদ ইত্যাহ যুক্তমিতি। যথা ব্রাহ্মণা ভাষন্তে তদযুক্তমেব যতঃ সন্তি সর্ব্বত্রান্তর্ভূতানি সর্ব্বতত্ত্বানি কথমিহ বিবাদে হেতুরিতি, চেন্মায়ামোহিতত্বমেবেত্যাহ,—মায়ামিতি। তথা তথোদ্গ্রাহ্যসামর্থ্যমপ্যাচার্য্যেভ্যঃ মায়ৈব তেভ্যো দদাতীতি ভাবঃ ॥৪॥

বঙ্গানুবাদ। তাঁহাদের মধ্যে বিবাদসত্বেও বস্তুত বিবাদ নাই। তাই বলিতেছেন। যেরূপ ব্রাহ্মণ গণ বলেন, তাহা যুক্তই, যেহেতু সর্ব্বত্র অনুভূত সর্ব্বতত্ত্ব আছে। তাহা হইলে বিবাদে কি হেতু? এই যদি প্রশ্ন হয়, তবে আমার মায়া-মোহিতত্বই কারণ, তাই বলিতেছেন। সেই সেই রূপ উদ্‌গ্রাহসামর্থ্যই যাবং চন্দ্রসূর্য্য আমারই মায়া তাঁহাদিগকে দেন, এই ভাব ॥৪॥

অনুদর্শিনী। সত্তের অপ্রতীতি ও অসতের প্রতীতিকারিণী মায়াই ঋষিগণের মধ্যে পরস্পর মতভেদের কারণ ॥৪॥

নৈতদেবং যথাত্থ ত্বং যদহং বচ্মি তৎ তথা।
এবং বিবদতাং হেতুং শক্তয়ো মে দুরত্যয়া ॥ ৫ ॥

অন্বয়। (নহু যদি সর্ব্বমপি যুক্তং কুতো বিবাদঃ যদি চ মায়ৈবালম্বনং তর্হি কুতো হেতুং প্রতি বিবাদস্তত্রাহ—) ত্বং যৎ (তত্ত্বং) যথা যেন প্রকারেণ, আত্থ (উক্তবান্) অহং তৎ তথা (তেনপ্রকারেণ) এতৎ (তত্ত্বং) এবং ন (ভবতীতি) বচ্মি (কথয়ামি) এবং (প্রকারেণ) হেতুং (প্রতি) বিবদতাং (বিবদমানানাং) মে (মম) দুরত্যয়া (দুরতিক্রমাঃ) শক্তয়ঃ (সত্বাদ্যা অন্তঃকরণবৃত্তি বিশেষরূপেণ পরিণতা এব হেতুরিত্যর্থঃ) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ। তুমি যে তত্ত্বের যে প্রকারে ব্যাখ্যা করিতেছ, আমি সেই সেই প্রকারেই এ তত্ত্ব এরূপ নহে, ইহা বলিতেছি। এইরূপে হেতুবিষয়ে বিবদমান্ পুরুষগণের বিবাদবিষয়ে আমার দুরত্যয়া শক্তিই একমাত্র হেতু ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ। বিবাদমভিনয়েন দর্শয়তি,—নৈতদিতি। বিবদতাং তেষাং বিবাদে হেতুর্মচ্ছক্তয়ো মায়াশক্তিবৃত্তয় এব তত্তর্করূপা অবিদ্যাএবেত্যর্থঃ। যদুক্তং হংসগুহ্যে। "যচ্ছক্তয়ো বদতাং বাদিনাং বৈ বিবাদসংবাদভুবো ভবন্তি। কুর্ব্বন্তি চৈষাং মুহুরাত্মমোহং তস্মৈ নমোঽনন্তগুণায় ভূম্নে" ইতি ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। অভিনয়দ্বারা বিবাদ প্রদর্শন করিতেছেন। বিবদমান তাঁহাদের বিবাদের হেতু আমার শক্তিসমূহ অর্থাৎ মায়াশক্তির বৃত্তিচয়, সেই সেই তর্করূপা অবিদ্যাই—এই অর্থ। হংসগুহ্য (ভাঃ ৬।৪।৩১) 'যাঁহার মায়াবিদ্যাদিশক্তিসমূহই বিবদমান্ পণ্ডিতগণের বিবাদের ও সংবাদের একমাত্র হেতু এবং যাঁহার শক্তিপ্রভাবেই ঐ সকল ব্যক্তিবর্গের আত্মমোহ জন্মিয়া থাকে, সেই অনন্তগুণশালী সর্ব্বব্যাপী শ্রীভগবানকে আমি নমস্কার করি' ॥ ৫ ॥

অনুদর্শিনী। মায়ার বৃত্তিচয়—প্রধান, অবিদ্যা ও বিদ্যা। প্রধানের দ্বারা জীবের উপাধি সত্যের মত সৃষ্টি করে, অবিদ্যার দ্বারা সেই উপাধিতে মিথ্যাভূত অধ্যাস হয় এবং বিদ্যায় তাহার উপরম হয়।

এস্থলে অবিদ্যাই অর্থাৎ মিথ্যা অভিমানই দেহাভিমানী পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিগণের বিবাদের কারণ।

শ্রীমহাদেবও বলিয়াছেন—

'অজ্ঞানতস্ত্বয়ি জনৈর্বিহিতো বিকল্পোঃ
যস্মাদ্‌গুণব্যতিকরো নিরুপাধিকস্য ॥' ভাঃ ৮।১২।৮

লোকে অজ্ঞানবশতঃ আপনাতে ভেদ কল্পনা করিয়া থাকে। বস্তুতঃ আপনি নিরুপাধি, গুণদ্বারাই আপনার ভেদ হয়।

'তব গুণৈরেব ব্যতিকরো ব্যসনং বিবিধারূপা বিপত্তিরিতি'—শ্রীবিশ্বনাথ।

হংসগুহ্যে কথিত (ভাঃ ৬।৪।৩১) যচ্ছক্তয়ো বদতাং বাদিনাং শ্লোকের শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার মর্ম্ম—"যদি প্রশ্ন হয় যে, একই ব্রহ্ম যখন এই বিশ্বসংসারের একমাত্র কারণ, তখন্ অদ্বৈতবাদিগণ স্বজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগত ভেদ স্বীকার করেন, নৈয়ায়িকগণ ষোড়শ পদার্থকে নিত্য বলিয়া স্বীকার করেন; দ্বৈতবাদিগণ তাহাদের সহিত বিবাদ করেন; বৈশেষিকগণ বিশেষকে স্বীকার করেন। মীমাংসকগণ (অনীশ্বর অর্থাৎ ঈশ্বরাধীন আত্মাকে স্বতন্ত্র ঈশ্বর মনে করেন এবং স্বকর্ম্মদ্বারা জীবই সৃষ্ট্যাদির হেতুবলেন এবং স্বভাববাদিগণ স্বভাবকেই জগতের কারণ বলিয়া

ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেন ও পরস্পর বিবাদ করেন কেন? বিশেষতঃ উক্তবাদিগণ তত্ত্ববিদ্গণ কর্তৃক প্রতিবোধিত হইয়াও মোহপ্রাপ্ত হন কেন? তদুত্তরে জানা যায় যে, ভগবানের মায়াবিদ্যাশক্তিসমূহই তত্ত্বৎবাদিগণের বিবাদ, সংবাদ এবং মোহপ্রাপ্তির কারণ। কেননা, আলোচ্যশ্লোকের 'অনন্তগুণায়'—শব্দে ভগবানের গুণগণের অনশ্বরত্ব ও নিঃসীমত্ব কথিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া পৃথিবীর উক্তি—'হে ভগবন্, এই সকল এবং অন্যান্য মহৎগুণসকল যাহাতে নিত্য অক্ষয় হইয়া বর্ত্তমান' (ভাঃ ১।১৬।৩০); শ্রীসূতোক্তি—'প্রাকৃতগুণরহিত যে ভগবানের গুণসমূহের শিবব্রহ্মাদি যোগেশ্বরগণও ইয়ত্তা করিতে পারেন নাই'—(ভাঃ ১।১৮।১৪) এবং 'অশেষ জ্ঞানশক্তিবল ঐশ্বর্য্য বীর্য্য তেজ, যাহা হেয়গুণাদি-রহিত হইয়া ভগবচ্ছব্দবাচ্য'—এই পরাশরোক্তি হইতে ভগবানের গুণসমূহ অপ্রাকৃত জানিয়াও যাহারা অবাস্তব অর্থাৎ অনিত্য জানে ও বলে তাহারা অপরাধী সুতরাং তাহারা অবিদ্যাদ্বারা মুগ্ধ হইবে না কেন?

ত্রিলোকগুরু শ্রীব্রহ্মা নিজসম্মুখে অপার মহিমাসমন্বিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়াও স্বীয় পাণ্ডিত্য, পদমর্য্যাদা ও অভিজ্ঞতাগর্ব্বে তাঁহাকে দেখিতে যাইয়া তদীয় মায়ায় মুগ্ধ হইয়া ভগবানকে প্রাকৃত গোপবালকবুদ্ধি করেন, পরে শরণাগত হইলে তাঁহারই দয়ায় তাঁহার তত্ত্ব যথাযথভাবে অনুভব করিয়া সেই কৃপাবার্ত্তা অনুগতজনের জন্য কীর্ত্তন করিয়াছেন—

> তথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
> প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
> জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
> নচান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্॥
>
> ভাঃ ১০।১৪।২৮

শ্রীগৌরপরিকর শ্রীগোপীনাথ আচার্য্যও পণ্ডিত সার্ব্বভৌম ও তাঁহার শিষ্যবর্গকে বলিয়াছেন—

> 'তোমার যে শিষ্য কহে কুতর্ক নানাবাদ।
> ইহার কি দোষ—এই মায়ার প্রসাদ॥'
> 'কৃপা বিনা ঈশ্বরেরে কেহ নাহি জানে॥'
> 'ঈশ্বরের কৃপালেশ হয়ত' যাহারে।
> সেই ত' ঈশ্বরতত্ত্ব জানিবারে পারে॥'
> 'পাণ্ডিত্যাদি ঈশ্বরতত্ত্ব জ্ঞান কভু নহে॥'
>
> চৈঃ চঃ মঃ ৬ পঃ॥৫॥

যাসাং ব্যতিকরাদাসীদ্বিকল্পো বদতাং পদম্।
প্রাপ্তে শমদমেঽপ্যেতি বাদস্তমনু শাম্যতি॥৬॥

অন্বয়। (তাসাং বিবাদহেতুত্বমুপপাদয়তি) যাসাং (সত্ত্বাদিশক্তীনাং) ব্যতিকরাৎ (ক্ষোভাৎ) বদতাং (বিবদমানানাং) পদং (বিষয়ঃ) বিকল্পঃ (ভেদঃ) আসীৎ শমদমে প্রাপ্তে (সতি স বিকল্পঃ) অপ্যেতি (লীয়তে) তম্ অনু (পশ্চাৎ) বাদঃ (বিবাদঃ) শাম্যতি॥৬॥

অনুবাদ। আমার সেই সত্ত্বাদি শক্তির ক্ষোভবশতঃই বিবদমান ব্যক্তিগণের বিবাদের বিষয় ভেদ উপস্থিত হয়। শমদম প্রাপ্ত হইলে সেই বিকল্পের লয় হইয়া থাকে এবং বিকল্প নাশ হইলে পশ্চাৎ বিবাদও উপশমিত হইয়া থাকে॥৬॥

বিশ্বনাথ। ব্যতিকরাদাসজ্জাদ্বিকল্পঃ এবং বা এবং বা এবং ন এবং নেত্যেবং সহস্রবিধঃ বিবদতাং পদং বিবাদাস্পদম্। কিঞ্চ শমশ্চ দমশ্চেতি দ্বন্দ্বৈক্যং তস্মিন্ প্রাপ্তে সতি শমো মন্নিষ্ঠতা-বুদ্ধের্দমইন্দ্রিয়সংযম ইত্যুক্তেদৈর্বান্মন্নিষ্ঠবুদ্ধিত্বে সতি ইন্দ্রিয়সংযমেঽহঙ্কারোপরমে বিকল্পোঽপ্যেতি সর্ব্বঃ সংশয়ো নশ্যতি তমনু তৎপশ্চাদ্বাদো বিবাদশ্চ শাম্যতি॥৬॥

বঙ্গানুবাদ। ব্যতিকর বা আসঙ্গ হইতে বিকল্প—এইরূপই বা, এইরূপ বা এইরূপ নয়, এইরূপ নয়—এই প্রকার বিবাদকারিগণের সহস্রবিধ পদ বা বিবাদাস্পদ। আর শমদম (দ্বন্দ্বৈক্য) পাইলে 'মদ্ বিষয়ে চিত্তৈকাগ্রতাই শম, ইন্দ্রিয়সংযমই দম' (ভাঃ ১১।১৯।৩৬)—এই উক্তি অনুসারে দৈবাৎ মন্নিষ্ঠবুদ্ধি হইলে ইন্দ্রিয় সংযমে অর্থাৎ অহঙ্কারের উপরমে বিকল্পও উপরম প্রাপ্ত হয়, সর্ব্বসংশয় নষ্ট হয়, তৎপশ্চাৎ বাদ অর্থাৎ বিবাদ শান্ত হয়॥৬॥

অনুদর্শিনী। অন্তঃকরণের বৃত্তিই বিকল্প। সেই বিকল্প হইতে বিবাদ। কিন্তু সেই অন্তঃকরণ যখন ভগবানে নিষ্ঠাযুক্ত হয় তখন তদনুবর্ত্তী ইন্দ্রিয়গুলিও সংযত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে অহঙ্কারবিগমে বিবাদও নাশ হয়। "শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া"—চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক অর্থাৎ ভগবানের কৃপায় শাস্ত্রবিবাদ শেষ হয়॥ ৬॥

পরস্পরানুপ্রবেশাৎ তত্ত্বানাং পুরুষর্ষভ।
পৌর্ব্বাপর্য্যপ্রসংখ্যানং যথা বক্তুর্বিবক্ষিতম্॥৭॥

অন্বয়। ("সন্তি সর্ব্বত্র" ইতি যদুক্তং তৎ প্রপঞ্চয়তি—) (হে) পুরুষর্ষভ (পুরুষশ্রেষ্ঠ,) তত্ত্বানাং পরস্পরানুপ্রবেশাৎ (অন্যোঽন্যস্মিন্নানুপ্রবেশাৎ) বক্তুঃ (বাদিনঃ) যথা বিবক্ষিতং (বক্তুরভীষ্টং ভবতি তথা) পৌর্ব্বাপর্য্যপ্রসংখ্যানং (পূর্ব্বং কারণং অপরং কার্য্যং কার্য্য কারণভাবেন যদ্বা পূর্ব্বা অল্পসংখ্যা অপরা অধিকসংখ্যা তয়োর্ভাবঃ পৌর্ব্বাপর্য্যং তেন প্রসংখ্যানং গণনমিতি)॥৭॥

অনুবাদ। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ উদ্ধব, তত্ত্বসমূহ পরস্পর পরস্পরের অনুপ্রবিষ্ট বলিয়া বাদিগণের বিবক্ষানুসারে কার্য্যকারণভাবের গণনা হইয়া থাকে॥ ৭॥

বিশ্বনাথ। সন্তি সর্ব্বত্রেতি যদুক্তং তৎ প্রপঞ্চয়তি,—পরস্পরেতি দ্বাভ্যাম্। পরস্পরস্মিন্ তত্ত্বানামনুপ্রবেশাৎ পৌর্ব্বাপর্য্যং ভবতি। মতভেদেষু মধ্যে কস্মিংশ্চিন্মতে কার্য্যস্য কারণে প্রবেশাৎ পূর্ব্বত্বং কস্মিংশ্চিন্মতে কারণস্য কার্য্যে প্রবেশাদপরত্বম্। ততশ্চ প্রকৃষ্টং নূনমধিকং বা সংখ্যানং স্যাৎ। পৌর্ব্বাপর্য্যঞ্চ প্রসংখ্যানঞ্চেতি দ্বন্দ্বৈক্যম্। ননু তত্ত্বানাং কারণে কার্য্যে বা কিং প্রবেশেন। সংখ্যায়া নূনত্বে প্রকর্ষেণ আধিক্যে বা কিং তত্রাহ,—বক্তুর্বাদিনো যথা বিবক্ষিতং বক্তুরভীষ্টং তথৈব তত্তন্মতং পৃথগভূদিত্যর্থঃ॥৭॥

বঙ্গানুবাদ। 'সর্ব্বত্র আছে' এই যে (৪র্থ শ্লোকে) বলা হইয়াছে, তাহাই বিস্তার করিয়া দুইটী শ্লোকে বলিতেছেন। তত্ত্বসমূহ পরস্পর পরস্পরের ভিতর অনুপ্রবেশ করিয়াছে বলিয়া পৌর্ব্বাপর্য্য (অনুক্রম) হয়। মতভেদের মধ্যে কোনও মতে কার্য্য কারণে প্রবেশ করে বলিয়া তাহার পূর্ব্বত্ব, কোনও মতে কারণ কার্য্যে প্রবেশ করে বলিয়া তাহার অপরত্ব। তাহা হইতে প্রকৃষ্ট অর্থাৎ ন্যূন বা অধিক সংখ্যান হইবে। আচ্ছা, কারণ বা কার্য্যে প্রবেশ করা তত্ত্বসমূহের কি প্রয়োজন? আর সংখ্যা ন্যূন বা প্রকর্ষের সহিত অধিক হইলেই বা কি? তাই বলিতেছেন। বক্তা অর্থাৎ বাদীর যেমন বিবক্ষিত বা বলিতে অভীষ্ট, সেইরূপই সেই সেই মত পৃথক্ হইল, এই অর্থ॥ ৭॥

অনুদর্শিনী। কারণের মধ্যে কার্য্যগণনা এবং কার্য্যের মধ্যে কারণগণনায় তত্ত্বসমূহের সংখ্যা কম বা বেশী হয় মাত্র॥ ৭॥

একস্মিন্নপি দৃশ্যন্তে প্রবিষ্টানীতরাণি চ।
পূর্ব্বস্মিন্ বা পরস্মিন্ বা তত্ত্বে তত্ত্বানি সর্ব্বশঃ॥৮॥

অন্বয়। (অনুপ্রবেশং দর্শয়তি) একস্মিন্ অপি পূর্ব্বস্মিন্ বা পরস্মিন্ বা তত্ত্বে ইতরাণি সর্ব্বশঃ তত্ত্বানি প্রবিষ্টানি চ দৃশ্যন্তে (একস্মিন্ পূর্ব্বস্মিন্ কারণভূতে তত্ত্বে কার্য্যতত্ত্বানি সূক্ষ্মরূপেণ প্রবিষ্টানি মৃদি ঘটবৎ তথা অপরস্মিন্ কার্য্যতত্ত্বে কারণতত্ত্বানি অনুগতত্বেন প্রবিষ্টানি ঘটে মৃদ্বৎ এবং দৃশ্যন্তে)॥ ৮॥

অনুবাদ। ইহজগতে পূর্ব্ববর্ত্তী কারণতত্ত্বে ইতর কার্য্যতত্ত্বসমূহ সূক্ষ্মরূপে এবং পরবর্ত্তী কার্য্যতত্ত্বে কারণতত্ত্বসমূহ অনুগতরূপে প্রবিষ্ট হইতে দৃষ্ট হয়॥ ৮॥

বিশ্বনাথ। এতচ্ছ্লোকার্থং বিবৃণোতি—একস্মিন্নপীতি দ্বাভ্যাম্ পূর্ব্বস্মিন্ কারণভূতে তত্ত্বে কার্য্যতত্ত্বানি সূক্ষ্মরূপে প্রবিষ্টানি মৃদি ঘটবৎ অপরস্মিন্ কার্য্যতত্ত্বে কারণতত্ত্বানি অনুগতত্বেন প্রবিষ্টানি ঘটে মৃদ্বৎ॥ ৮॥

বঙ্গানুবাদ। এই শ্লোকের অর্থ দুইটী বিবৃত করিতেছেন। পূর্ব্বের কারণভূত তত্ত্বে কার্য্যতত্ত্বগুলি সূক্ষ্মরূপে প্রবিষ্ট, যেমন মৃত্তিকা মধ্যে ঘট। পরের কার্য্যতত্ত্বে কারণতত্ত্বগুলি অনুগতরূপে প্রবিষ্ট, যেমন ঘটমধ্যে মৃত্তিকা॥ ৮॥

———

পৌর্ব্বাপর্য্যমতোঽমীষাং প্রসঙ্খ্যানমভীপ্সতাম্।
যথা বিবিক্তং যদ্বক্ত্রং গৃহ্ণীমো যুক্তিসম্ভবাৎ ॥৯॥

অন্বয়। (অবিরোধমুপসংহরতি—) অতঃ অমীষাং (তত্ত্বানাং) পৌর্ব্বাপর্য্যং (কারণকার্য্যত্বং) প্রসংখ্যানং (চ) অভীপ্সতাং (সংস্থাপয়িতুকামানাং বাদিনাং মধ্যে) যথা (বিবক্ষয়া) যদ্বক্ত্রং (যস্য মুখং প্রবর্ত্ততে) যুক্তি-সম্ভবাৎ (উক্তন্যায়েন সর্ব্বত্র যুক্তেঃ সম্ভবাৎ তৎ সর্ব্বং) বিবিক্তং (নিশ্চিতমিতি বয়ং) গৃহ্ণীমঃ (স্বীকুর্ম্মঃ) ॥৯॥

অনুবাদ। অতএব তত্ত্বসমূহের কার্য্যকারণভাব বা ন্যূনাধিকভাব এবং তাহাদের সংখ্যা-বর্ণনকারী বাদি-গণের মধ্যে যিনি যে উদ্দেশ্যে যেরূপ সংস্থাপনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সর্ব্বত্র যথাসম্ভব যুক্তি থাকায় সে সমস্তই আমরা নিশ্চিতরূপ স্বীকার করিয়া থাকি ॥৯॥

বিশ্বনাথ। অতোঽমীষাং তত্ত্বানাং পৌর্ব্বাপর্য্যং তত্তৎকারণকার্য্যগতত্বং প্রসংখ্যানং ন্যূনমধিকঞ্চাভিপ্সতাং বাদিনাং মধ্যে যথা যথা বিবক্ষয়া যদ্বক্ত্রং যস্য মুখং প্রবর্ত্ততে তৎ সর্ব্বং বয়ং বিবিক্তং সবিবেকং গৃহ্ণীমঃ উক্ত ন্যায়েন সর্ব্বত্র যুক্তেঃ সম্ভবাৎ ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। অতএব এই সকল তত্ত্বের পৌর্ব্বা-পর্য্য অর্থাৎ সেই সেই কারণকার্য্যগতত্ব প্রসংখ্যান, ন্যূন ও অধিক অভীপ্সতা বাদিগণের মধ্যে যেমন যেমন বলিবার ইচ্ছাদ্বারা যাহার মুখ প্রবৃত্ত হয়, সেই সব আমরা বিবিক্ত-বিবেকসহিত গ্রহণ করি, উক্ত ন্যায়ানুসারে সর্ব্বত্রই যুক্তি সম্ভব ॥ ৯ ॥

অনুদর্শিনী। উক্তন্যায়ে—কার্য্যকারণের অন্যোন্য প্রবেশ সিদ্ধান্তদ্বারা সর্ব্বত্র—অল্প এবং অধিক সংখ্যায় ॥ ৯ ॥

অনাদ্যবিদ্যাযুক্তস্য পুরুষস্যাত্মবেদনম্।
স্বতো ন সম্ভবাদন্যস্তত্ত্বজ্ঞো জ্ঞানদো ভবেৎ ॥১০॥

অন্বয়। অনাদ্যবিদ্যাযুক্তস্য (অনাদিঃ যা অবিদ্যা তয়া যুক্তস্য মায়য়া অভিভূতস্য) পুরুষস্য আত্মবেদনম্ (আত্ম-জ্ঞানং) স্বতঃ ন সম্ভবেৎ তত্ত্বজ্ঞঃ (স্বতত্ত্বজ্ঞানী) অন্যঃ (পরমেশ্বর এব) জ্ঞানদঃ (উপদেষ্টা) ভবেৎ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ। অনাদি অবিদ্যাগ্রস্ত পুরুষের আপনা হইতে আত্মজ্ঞান সম্ভবপর হয় না। অতএব স্বাভাবিক তত্ত্বজ্ঞানযুক্ত অপর একজন অর্থাৎ পরমেশ্বরই আত্মজ্ঞান প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ। নন্বু প্রাকৃতানাং তত্ত্বানামুক্তন্যায়েনানু-প্রবেশাৎ সংখ্যাভেদো ভবতু জীবেশ্বরয়োস্তু কথং ভেদ-বিবক্ষয়া ষড়্‌বিংশতি পক্ষ প্রবৃত্তস্তত্রাহ,—অনাদীতি। অনাদ্যবিদ্যয়া অযুক্তস্য যুক্তস্য বা পুরুষস্য জীবস্য আত্মবেদন-মিতি ষষ্ঠ্যর্থে প্রথমা। আত্মবেদনস্তু স্বতঃ স্বেন ন সম্ভবাদ্ধেতোঃ স্বতঃ সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞঃ পরমেশ্বরোঽন্যো ভবেদেব ইত্যেতদ্‌বৈষ্ণবানাংমতম্ ॥ ১০ ॥

বঙ্গানুবাদ। আচ্ছা, প্রাকৃততত্ত্বসমূহ উক্ত ন্যায়ানু-সারে অনুপ্রবিষ্ট হওয়ায় সংখ্যা ভেদ হউক, কিন্তু জীব ও ঈশ্বরের ভেদ বলিতে গিয়া কেন ষড়্‌বিংশতি পক্ষ প্রবৃত্ত হইল? তাই বলিতেছেন। অনাদি অবিদ্যাদ্বারা যুক্ত বা অযুক্ত পুরুষ বা জীবের আপনা হইতে আত্মবেদন বা আত্মতত্ত্বজ্ঞান সম্ভব নয় বলিয়া আপনা হইতেই সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ পরমেশ্বর (জীব হইতে) অন্যই থাকিবেন—এই বৈষ্ণব-দিগের মত ॥ ১০ ॥

অনুদর্শিনী। অবিদ্যাগ্রস্ত জীব যখন নিজে নিজের তত্ত্ব জানিতে অক্ষম, তখন সে কিরূপে পরমাত্মাকে জানিবে? অর্থাৎ জানিতে পারে না। এইরূপে অনির্মোক্ষ প্রসঙ্গ হইতে ঈশ্বরাখ্য পরমাত্ম পর্য্যন্ত জ্ঞানের জন্য জীবাখ্য পুরুষ হইতে অন্য তত্ত্বজ্ঞ জ্ঞানদাতার সম্ভাবনা হয়। তিনি কিন্তু স্বয়ং প্রকাশজ্ঞান ঈশ্বর।

শ্রীবিদুর মৈত্রেয়কে কহিলেন—

"স্বতো জ্ঞানং কুতো পুংসাং ভক্তির্বৈরাগ্যমেব চ।"

ভাঃ ৩।৭।৩৯

অর্থাৎ পুরুষগণের নিজ হইতে জ্ঞান, ভক্তি ও বৈরাগ্য কিছুই হইতে পারে না।

শ্রীযম ভাগবতও বলিয়াছেন—

ভূতেন্দ্রিয়মনোলিঙ্গান্ দেহানুচ্চাবচান্ বিভুঃ।
ভজত্যুৎসৃজতি হ্যন্যস্তচ্চাপি স্বেন তেজসা॥

ভাঃ ৭।২।৪৬

ফলতঃ সকল দেহই পঞ্চভূত, একাদশ ইন্দ্রিয় এবং মন দ্বারা হয়, ঐ সকল হইতে ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি দেহাদি আশ্রয় করিয়া "আমি" এতদ্রূপ অভিমানী হয়েন এবং স্বকীয় তেজের দ্বারা সেই দেহাদির সেবা বিসর্জ্জন করিয়া থাকেন; ইহা স্পষ্টই অনুভূত হইতেছে।

'স্বতেজসা সর্ব্বস্বরূপত্বেনোপাসিতস্য ভগবতঃ তেজসা' — সন্দর্ভ

'স্বেন তেজসা ভাগ্যলব্ধজ্ঞানবলেন'—শ্রীবিশ্বনাথ।

স্বতেজে অর্থ সর্ব্বস্বরূপত্বে উপাসিত ভগবানের তেজে—শ্রীজীব গোস্বামীপাদ এবং ভাগ্যলব্ধজ্ঞানবলে—শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদের টীকা। সুতরাং উপরি উক্ত শ্লোক হইতে স্পষ্টই জ্ঞানদাতা ভগবানের পৃথকত্ব উপলব্ধি হয়।

শ্রীভগবানই জীবের জ্ঞানদাতা গুরু—

'জ্ঞানদো বিষ্ণুরেব হি।'—শুক বিবেকে।

'অস্ত্যস্য পুরুষো নাম জ্ঞানদঃ সর্ব্বদেহিনাম্।'—মাৎস্যে।

স বৈ সৎকর্ম্মণাং সাক্ষাদ্দ্বিজাতেরিহ সম্ভবঃ।
আদ্যোঽঙ্গ যত্রাশ্রমিণাং যথাহং জ্ঞানদো গুরুঃ॥
ভাঃ ১০।৮০।৩২

শ্রীভগবান্ নিজ সখা সুদামাকে বলিলেন—ইহসংসারে যাহা হইতে জন্মলাভ হয়, তিনি প্রথম গুরু। উপনেতা আচার্য্য দ্বিতীয় গুরু এবং নিখিল বর্ণাশ্রমীর যিনি জ্ঞানদাতা গুরু, তিনিই সাক্ষাৎ আমি।

ষড়্বিংশতি তত্ত্ব—ঈশ্বর, পুরুষ, ৫ মহাভূত, ১০ ইন্দ্রিয়, ৫ তন্মাত্র ও ত্রিগুণ। এতৎপ্রসঙ্গে পূর্ব্বের ১১।১৭।২৭ ও ১১।১৮।৩৯ শ্লোকদ্বয় আলোচ্য ॥ ১০ ॥

——

পুরুষেশ্বরয়োরত্র ন বৈলক্ষণ্যমণ্বপি।
তদন্যকল্পনাপার্থা জ্ঞানঞ্চ প্রকৃতের্গুণঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়। (কথং তর্হি পঞ্চবিংশতিপক্ষস্তত্রাহ)—অত্র (উক্তলক্ষণে ভেদে বর্ত্তমানেঽপি) পুরুষেশ্বরয়োঃ (জীবেশ্বরয়োঃ) অণু অপি (অল্পমপি) বৈলক্ষণ্যং (বিসদৃশত্বং) ন (নাস্তি দ্বয়োরপি চিদ্রূপত্বাৎ) তদন্যকল্পনা (অতস্তয়োরত্যন্তমন্যত্বকল্পনা) অপার্থা (ব্যর্থা) জ্ঞানং চ প্রকৃতেঃ গুণঃ (সত্ত্বগুণবৃত্তিত্বাত্তদন্তর্ভূতমিত্যর্থঃ) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ। জীব ও ঈশ্বর উভয়েরই চিদ্রূপত্বহেতু কোনপ্রকার ভেদ নাই, অতএব তাহাদের মধ্যে অত্যন্ত ভেদকল্পনা ব্যর্থ। এই মতে জ্ঞানও সত্ত্বগুণের বৃত্তি-হেতু প্রকৃতি অপেক্ষায় ভিন্ন নহে ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ। কথং তর্হি পঞ্চবিংশতিপক্ষস্তত্রাহ,—পুরুষেশ্বরয়োর্জীবাত্মপরমাত্মনোঃ। অত্র উক্তলক্ষণে ভেদে বর্ত্তমানেঽপি ন বৈলক্ষণ্যমপি অভেদোঽপি কীদৃশঃ অণু অল্পমাত্রং চিদ্রূপত্বেন শক্তিমত্বেন বা ঐক্যাৎ তয়োর্ভেদেঽপ্যল্পমাত্রঃ খল্বভেদো বর্ত্তত এবেতি ভাবঃ। অতস্ততঃ পরমেশ্বরাদন্যোঽত্যন্তভিন্ন এব জীব ইতি কল্পনা অপার্থা ব্যর্থা। নন্বেবমপি ঈশ্বরপ্রসাদাদলভ্যস্য জ্ঞানস্য পৃথক্ত্বাৎ পক্ষদ্বয়মপি ন ঘটতে অত আহ,—জ্ঞানঞ্চেতি। সত্ত্বগুণ-বৃত্তিত্বাৎ জ্ঞানং প্রকৃতাবেবান্তর্ভূতমিত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

বঙ্গানুবাদ। তাহা হইলে পঞ্চবিংশতি-পক্ষ কিরূপ? তাই বলিতেছেন। পুরুষ ও ঈশ্বরের অর্থাৎ জীবাত্মার ও পরমাত্মার। এখানে উক্ত লক্ষণভেদ বর্ত্তমান থাকিলেও বৈলক্ষণ্য নাই। অভেদ কিরূপ? অণু অল্প মাত্র। চিদ্রূপত্ব বা শক্তিমত্ত্বশতঃ ঐক্যহেতু উভয়ের ভেদেও অল্পমাত্র অভেদ আছে—এইভাব। অতএব সেই পরমেশ্বর হইতে অন্য অর্থাৎ অত্যন্তভিন্নই জীব এই কল্পনা অপার্থ অর্থাৎ ব্যর্থ। এইরূপেও ঈশ্বর-প্রসাদ হইতে অলভ্য জ্ঞান পৃথক্ বলিয়া পক্ষদ্বয়ও ঘটিতেছে না। অতএব বলিতেছেন—সত্ত্বগুণবৃত্তি বলিয়া জ্ঞান প্রকৃতিরই অন্তর্ভূত—এই অর্থ ॥ ১১ ॥

অনুদর্শিনী। পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকে ঈশ্বর ও জীবকে পৃথক গণনা করিয়া ষড়বিংশতিপক্ষের বিচার দেখান হইয়াছে। এই শ্লোকে জীবকে বাদ দিয়া কেবল ঈশ্বর-তত্ত্ব গণনায় পঞ্চবিংশতি-পক্ষ হওয়ায় তাহার মীমাংসা হইতেছে—

ঈশ্বর ও জীব পৃথক হইলেও বৈলক্ষণ্য নাই অর্থাৎ অসাধারণ ভেদ নাই,—ভেদাভেদ তত্ত্ব। যেমন ঈশ্বর চিৎ, জীবও চিৎ। সুতরাং চিদ্রূপত্বে উভয়ে অভেদ। আর ঈশ্বর সর্ব্ব শক্তিমান্ এবং বিভু আর জীব—অল্পশক্তিক

এবং অণু এই ভেদ বা বৈশিষ্ট্য। অতএব জীবকে পরমেশ্বর হইতে অত্যন্ত ভিন্ন অর্থাৎ পৃথকতত্ত্ব কল্পনা করিতে হইবে না।

পঞ্চবিংশতি-পক্ষ ঈশ্বর ও জীবে উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্য না জানিয়া কেবলমাত্র চিন্মাত্ররূপত্বে বৈলক্ষণ্য নাই বলিয়া একতত্ত্ব বলিয়াছেন।

অতএব জ্ঞানতত্ত্বের পার্থক্যে পঞ্চবিংশতিপক্ষে ষড়বিংশ-পক্ষপ্রসক্তি অথবা ষড়বিংশপক্ষে সপ্তবিংশতি-পক্ষপ্রসক্তি অর্থাৎ পক্ষদ্বয় হইতেছে না। সেই জন্য পক্ষদ্বয়েও তত্ত্ববৃদ্ধি হইতেছে না।

জ্ঞান সত্ত্বগুণের কার্য্য "সত্ত্বাৎসংজায়তে জ্ঞানম্" গীঃ ১৪।১৭—অতএব উহা ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিরই অন্তর্গত।

ভেদাভেদতত্ত্বালোচনা।

"এষ মহানজ আত্মা"—বৃহদারণ্যকের এই বাক্যে আত্মার অণুত্বের বিপরীত মহৎপরিমাণত্বের কথা শ্রবণ করা যায়, অতএব জীব অণু নহে, এ প্রকার কহা যায় না। কারণ ঐ স্থানে পরমাত্মারই অধিকার লক্ষিত হইয়া থাকে।

'স্বশব্দোন্মানাভ্যাঞ্চ'—বেদান্তদর্শন—২।৩।২১

অর্থাৎ অণুত্ববাচী-শব্দ ও অনুপরিমাণের উল্লেখ হইতেও ঐরূপ অবগত হইতে হয়। 'এষোঽণুরাত্মা'—(মুণ্ডক ৩।১।৯)—শ্রুতিতে জীবের অণুত্ববাচক শব্দই পাওয়া যায়। আরও জীবের পরমাণুর সমান পরিমাণও কথিত আছে—

বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে॥
শ্বেতাশ্বতর।

কেশাগ্র-শতেক-ভাগ পুনঃ শতাংশ করি।
তার সম সূক্ষ্ম জীবের স্বরূপ বিচারি॥ চৈঃ চঃ মঃ ১৯ পঃ

শ্রীভগবান্‌ও বলিয়াছেন—"সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীবঃ"
ভাঃ ১১।১৬।১১

অতএব জীবের অণুত্বই স্বীকৃত হইতেছে। তবে যে কোন কোন স্থলে জীবকে অনন্ত বলা হইয়াছে, সে বদ্ধজীবের উদ্দেশে নহে, মুক্তজীবের উদ্দেশে। আনন্ত্যের অর্থই মৃত্যুরাহিত্য (অন্ত অর্থাৎ মরণ তাহার রাহিত্যই আনন্ত্যম্)—শ্রীবলদেব।

জীব চিদংশে ভগবানের সহিত ঐক্য—
মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ। গী ১৫।৭
জীব চিৎ এবং নিত্য।

জীব স্বরূপতঃ চিদ্বস্তু, ভগবান্‌ও স্বরূপতঃ চিদ্বস্তু এবং জীব ভগবচ্ছক্তিবিশেষ। এই জন্যই এই অংশে উভয়ের নিত্য অভেদ।

কিন্তু কৃষ্ণ বৃহচ্চিদ্বস্তু এবং জীব তাঁহার অনু চিদ্বস্তু। চিদ্ধর্ম্মে উভয়েব ঐক্য আছে। কিন্তু পূর্ণ ও অপূর্ণতা ভেদে উভয়ের স্বভাব-ভেদ অবশ্য সিদ্ধ হয়। কৃষ্ণ জীবের নিত্য প্রভু, জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস, ইহা স্বাভাবিক বলিতে হইবে। কৃষ্ণ আকর্ষক, জীব আকৃষ্ট। কৃষ্ণ ঈশ্বর, জীব ঈশিতব্য। কৃষ্ণ দ্রষ্টা, জীব দৃষ্ট। কৃষ্ণ পূর্ণ, জীব দীন ও ক্ষুদ্র। সুতরাং ঈশ্বর ও জীবে নিত্য ভেদ।

নিত্যভেদ ও নিত্য-অভেদ যুগপৎ হইলে নিত্যভেদেরই পরিচয় প্রবল। সুতরাং জীবের ভগবত্তত্ত্ব হইতে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ, সুতরাং ভেদাভেদ প্রকাশ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুই ইহার সুমীমাংসা করিয়াছেন—

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি "ভেদাভেদ প্রকাশ॥"
সূর্য্যাংশু-কিরণ, যেন অগ্নিজ্বালাচয়।
চৈঃ চঃ মঃ ২০ পঃ।

পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব—ঈশ্বর, ৫ মহাভূত, ১০ ইন্দ্রিয়, মন, ৫ তন্মাত্র ও ত্রিগুণ॥ ১১॥

প্রকৃতির্গুণসাম্যং বৈ প্রকৃতের্নাত্মনো গুণাঃ।
সত্ত্বং রজস্তম ইতি স্থিত্যুৎপত্ত্যন্তহেতবঃ॥ ১২॥

অন্বয়। (নন্থ জ্ঞানং জীবধর্ম্মঃ কথং প্রকৃতের্গুণঃ স্যাদত আহ) গুণসাম্যং (গুণত্রয়াণাং সাম্যাবস্থা) বৈ (হি) প্রকৃতিঃ, স্থিত্যুৎপত্ত্যন্তহেতবঃ (জগতাংস্থিতিসৃষ্টি-প্রলয়হেতবঃ) সত্ত্বং রজঃ তমঃ ইতি প্রকৃতেঃ (এব) গুণাঃ (ভবন্তি), ন (ন তু) আত্মনঃ (জীবস্য)॥ ১২॥

অনুবাদ। সত্ত্বাদিগুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—প্রকৃতির এই গুণত্রয় কেবল স্থিতি, সৃষ্টি ও প্রলয়ের হেতু। ঐ গুণত্রয় প্রকৃতিরই, আত্মার নহে॥ ১২॥

বিশ্বনাথ। নমু জ্ঞানং জীবধর্ম ইতি প্রসিদ্ধং কথং প্রকৃতেগুণ ইতি ব্রূষে তথা কর্ম্মাপি জীবকৃতমেব অজ্ঞানমপি জীবস্যৈব ন প্রকৃতের্নাপীশ্বরস্য ইত্যত এতানি তত্ত্বানি জীব এবান্তর্ভাবনীয়ান্যথা সর্ব্বমত এব তত্ত্ববুদ্ধিঃ স্যাদত আহ,—প্রকৃতিরিতি সার্দ্ধেন। গুণানাং সাম্যং হি প্রকৃতিঃ অতস্তদ্বিশেষরূপা গুণাস্তস্যা এব নত্বাত্মনো জীবস্য স্থিত্যুৎপত্ত্যন্তহেতব ইতি। জীবস্য স্থিত্যাদিহেতুভূতগুণাশ্রয়তানুপপত্তেরিতি ভাবঃ। সত্যমেতেন কিমায়াতমত আহ,—সত্ত্বমিতি। জ্ঞানমিতি যৎ প্রসিদ্ধং তৎ সৎকার্য্যত্বাৎ সত্ত্বমেব এবং কর্ম্ম রজ এব অজ্ঞানন্ত তম এবেত্যেতানি প্রকৃতেরেব ধর্ম্মা উপাধ্যধীনে জীবে প্রতীয়ন্তে এবেত্যত এতানি প্রকৃতাবেবান্তর্ভাব্যানি॥ ১২॥

বঙ্গানুবাদ। আচ্ছা, জ্ঞানত' জীবধর্ম্ম বলিয়াই প্রসিদ্ধ, উহা কিরূপে প্রকৃতির গুণ বলিতেছেন? সেই কর্ম্মও জীবকৃতই, অজ্ঞান ও জীবেরই, প্রকৃতিরও না, ঈশ্বরেরও না। অতএব এই সকল তত্ত্ব জীবেই অন্তর্ভাবনীয়, তাহা না হইলে সর্ব্বমতেই তত্ত্ববুদ্ধি হইয়া পড়ে। অতএব সার্দ্ধশ্লোকে বলিতেছেন—গুণসকলের সাম্যই প্রকৃতি, অতএব তাহার বিশেষরূপ গুণগুলি তাহারই, স্থিতি, উৎপত্তি ও অন্তের হেতু, আত্মা বা জীবের নহে। জীবের স্থিতি প্রভৃতি হেতুভূতগুণাশ্রয়ত্ব অনুপপত্তিময়—এইভাব। তা' সত্য, কিন্তু ইহাতে কি আসিল? অতএব বলিতেছেন—জ্ঞান বলিয়া যাহা প্রসিদ্ধ, তাহা সৎকার্য্য বলিয়াই সত্ত্বই, এইরূপ কর্ম্ম রজঃই, আর অজ্ঞান তমঃই। এই সমস্ত প্রকৃতির ধর্ম্ম, উপাধির অধীন জীবে প্রতীয়মান হইতেছে। অতএব এগুলি প্রকৃতিতেই অন্তর্ভাব্য॥ ১২॥

অনুদর্শিনী। "প্রকৃতের্গুণসাম্যস্য"—ভাঃ ৩।২৬।১৭ অর্থাৎ সত্ত্বাদিগুণত্রয়ের সাম্যাবস্থারূপ প্রকৃতির। "সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতের্গুণাঃ"—ভাঃ ১।২।২৩ জ্ঞান-কর্ম্ম-অজ্ঞান—প্রকৃতিজ।

সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ॥ গীঃ ১৪।১৭

অর্থাৎ সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান, রজোগুণ হইতে লোভ (যাহা হইতে কর্ম্মপ্রবৃত্তি) এবং তমোগুণ হইতে অজ্ঞান, প্রমাদ ও মোহ উৎপন্ন হয়।

অতএব গুণাতীত নিত্য জীবাত্মার ঐ ত্রিগুণ এবং জ্ঞানকর্ম্মাদি অসঙ্গত। তবে প্রকৃতিরূপ উপাধিতে উপহিত জীবাত্মার ঐ ধর্ম্মগুলি প্রতীত হইলেও উহা জীবের নহে, প্রকৃতিরই। আবার ঐ ধর্ম্মগুলি যখন জীবের নহে, তখন তৎপ্রভু ঈশ্বরেরও নহে॥ ১২॥

সত্ত্বং জ্ঞানং রজঃ কর্ম্ম তমোঽজ্ঞানমিহোচ্যতে।
গুণব্যতিকরঃ কালঃ স্বভাবঃ সূত্রমেব চ॥ ১৩॥

অন্বয়। (অতঃ) সত্ত্বং (সত্ত্বময়ং) জ্ঞানং (প্রকৃতের্গুণঃ ইতি পূর্ব্বেণৈব সম্বন্ধঃ) রজঃ (রজসো বৃত্তিঃ) কর্ম্ম তমঃ (তমসঃ বৃত্তিরেব) অজ্ঞানং উচ্যতে, গুণব্যতিকরঃ (গুণানাংব্যতিকরো যস্মাৎ স ঈশ্বর এব) কালঃ (কালো নাম) স্বভাবঃ (স্বভাবো নাম) সূত্রং এব চ (মহত্তত্ত্বমেব ভবতি)॥ ১৩॥

অনুবাদ। অতএব জ্ঞান সত্ত্বগুণের, কর্ম্ম রজোগুণের এবং অজ্ঞান তমোগুণের বৃত্তি বলিয়া উক্ত হইয়াছে। গুণসমূহের ক্ষোভজনক ঈশ্বরই 'কাল' নামে এবং মহত্তত্ত্বই 'স্বভাব' নামে কথিত॥ ১৩॥

বিশ্বনাথ। নমু তদপি কালস্বভাবাবতিরিচ্যেতে তৌ কুত্রান্তর্ভাবৌ তত্রাহ,—গুণানাং ব্যতিকরো যস্মাৎ স ঈশ্বর এব কালো নাম স্বভাবো নাম কর্ম্মপরিণামঃ স চ সূত্রং মহত্তত্ত্বমেব। তস্য সর্ব্বশক্তিমত্ত্বাৎ তৌ তয়োরন্তর্ভাব্যাবিতি। সর্ব্বমতেষ্বপি জ্ঞানাদিতত্ত্ববুদ্ধিপরিহার উক্তঃ॥ ১৩॥

বঙ্গানুবাদ। আচ্ছা, কালস্বভাব তাহাও অতিরিক্ত এই দুইটী কিসের অন্তর্ভাব্য? তাই বলিতেছেন—যাঁহা হইতে গুণসমূহের ব্যতিকর (ক্ষোভ) সেই ঈশ্বরই কালনামে অভিহিত, ও স্বভাব নাম কর্ম্মপরিণাম,

সেও সূত্র অর্থাৎ মহত্তত্ত্বই। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ বলিয়া সেই দুইটী উঁহাদের অন্তর্ভাব্য। সর্ব্বমতেই জ্ঞানাদিতত্ত্ব-বৃদ্ধির পরিহার উক্ত হইয়াছে॥ ১৩॥

অনুদর্শিনী। কাল—'প্রভাবং পৌরুষং প্রাহুঃ কালম্'—ভাঃ ৩।২৬।১৬, স্বভাব অর্থাৎ কর্ম্মবাসনা—"ময়া কালাত্মনা ধাত্রা কর্ম্মযুক্তমিদং জগৎ"—ভাঃ ১১।২৪।১৫ সূত্র অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব—'মহান্ সূত্রেণ সংযুতঃ"—ভাঃ ১১।২৪।৬ সুতরাং সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরে কাল ও মহত্তত্ত্বে স্বভাব অন্তর্ভুক্ত॥ ১৩॥

পুরুষঃ প্রকৃতির্ব্যক্তমহঙ্কারো নভোঽনিলঃ।
জ্যোতিরাপঃ ক্ষিতিরিতি তত্ত্বান্যুক্তানি মে নব॥১৪॥

অন্বয়। পুরুষঃ প্রকৃতিঃ ব্যক্তং (মহত্তত্ত্বম্) অহঙ্কারঃ নভঃ (আকাশম্) অনিলঃ (বায়ুঃ) জ্যোতিঃ (তেজঃ) আপঃ (জলং) ক্ষিতিঃ (পৃথিবী) ইতি নব (তত্ত্বানি) মে (ময়া) উক্তানি (কথিতানি)॥ ১৪॥

অনুবাদ। পুরুষ, প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল ও পৃথিবী—এই নবতত্ত্বের কথা আমি বর্ণন করিয়াছি॥ ১৪॥

বিশ্বনাথ। প্রথমং পঞ্চবিংশতিতত্ত্বমত আহ,—পুরুষ ইতি সার্দ্ধ দ্বাভ্যাম্। ব্যক্তং মহত্তত্ত্বং মে ময়া॥১৪॥

বঙ্গানুবাদ। অতএব প্রথমে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব সার্দ্ধ দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন—ব্যক্ত অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব, আমার অর্থাৎ আমাদ্বারা উক্ত॥ ১৪॥

অনুদর্শিনী

নব তত্ত্ব—পুরুষ, প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার, ৫ মহাভূত।

যেখানে প্রকৃতি ব্যক্ত বা জ্ঞেয়, সেখানে মহত্তত্ত্ব বলিয়া আখ্যাত॥ ১৪॥

শ্রোত্রং ত্বগ্‌দর্শনং ঘ্রাণো জিহ্বেতি জ্ঞানশক্তয়ঃ।
বাক্‌পাণ্যুপস্থপায়্বঙ্ঘ্রিঃ কর্ম্মাণ্যঙ্গোভয়ং মনঃ॥১৫॥

অন্বয়। (একাদশ দর্শয়তি) অঙ্গ, (হে উদ্ধব,) শ্রোত্র, ত্বক্, দর্শনং (চক্ষুঃ) ঘ্রাণঃ জিহ্বা ইতি জ্ঞানশক্তয়ঃ (জ্ঞানেন্দ্রিয়ানি পঞ্চ) বাক্‌পাণ্যুপস্থপায়ুঃ (বাগাদি পায়্বন্তানি দ্বন্দ্বৈক্যেনোক্তানি চত্বারি) অঙ্ঘ্রিঃ (চ) কর্ম্মাণি (কর্ম্মেন্দ্রিয়ানি পঞ্চ) উভয়ং (উভয়াত্মকং) মনঃ (এবম্ এতানি একাদশ)॥ ১৫॥

অনুবাদ। হে উদ্ধব, শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষুঃ, নাসিকা, জিহ্বা—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়; বাক্, পানি, পায়ু, উপস্থ ও অঙ্ঘ্রি—এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয় আর উভয়াত্মক মন—এই একাদশ তত্ত্ব॥ ১৫॥

বিশ্বনাথ। দর্শনং চক্ষুঃ জ্ঞানশক্তয়ো জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ বাগাদিপায়্বন্তানি দ্বন্দ্বৈক্যেনোক্তানি চত্বারি অঙ্ঘ্রিশ্চেতি। কর্ম্মাণি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ উভয়মুভয়াত্মকং মন ইত্যেকাদশ॥ ১৫॥

বঙ্গানুবাদ। দর্শন—চক্ষু, জ্ঞানশক্তি—জ্ঞানেন্দ্রিয়-গুলি, বাক্ প্রভৃতি অঙ্ঘ্রি পর্য্যন্ত পঞ্চ কর্ম্ম অর্থাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয়। উভয় অর্থাৎ উভয়াত্মক মন॥ ১৫॥

অনুদর্শিনী

একাদশ তত্ত্ব—৫ জ্ঞানেন্দ্রিয়, ৫ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন।

মন—উভয়াত্মক, অর্থাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়স্বরূপ অথবা অন্তরে অন্তরিন্দ্রিয়রূপে সংকল্প বিকল্প করে এবং বাহ্যে দশেন্দ্রিয়ের প্রবর্ত্তকরূপেও অবস্থান করে॥ ১৫॥

শব্দঃ স্পর্শো রসো গন্ধো রূপঞ্চেত্যর্থজাতয়ঃ।
গত্যুক্ত্যুৎসর্গশিল্পানি কর্ম্মায়তনসিদ্ধয়ঃ॥ ১৬॥

অন্বয়। (পঞ্চ দর্শয়তি) শব্দঃ স্পর্শঃ রসঃ গন্ধঃ রূপং চ ইতি অর্থজাতয়ঃ (শব্দাদীনি বিষয়তয়া পরিণতানি পঞ্চমহাভূতানীতি) গত্যুক্ত্যুৎসর্গশিল্পানি (গতিশ্চ উক্তিশ্চ উৎসর্গশ্চ শিল্পঞ্চ তানি) কর্ম্মায়তনসিদ্ধয়ঃ (কর্ম্মায়তনানাং কর্ম্মেন্দ্রিয়াণাং সিদ্ধয়ঃ ফলানি ন তত্ত্বান্তরাণীত্যর্থঃ)॥১৬॥

অনুবাদ। শব্দ, স্পর্শ, রস, গন্ধ ও রূপ—এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়; ইহাদের পরিণাম হইতে আকাশাদি পঞ্চ মহাভূতের সৃষ্টি হইয়া থাকে। গতি, উক্তি, উৎসর্গ ও শিল্প—কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ফল মাত্র, তত্ত্বান্তর নহে॥ ১৬॥

বিশ্বনাথ। অর্থজাতয়ঃ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণাং বিষয়াঃ পঞ্চেতি পঞ্চবিংশতিতত্ত্বপক্ষঃ—ননু গত্যাদিক্রিয়াধিক্যং

পক্ষদ্বয়েঽপিস্যাত্তত্র নেত্যাহ গতিশ্চ উক্তিশ্চ মূত্রপুরীষোৎসর্গৌ চ প্রিয়াখ্যঃ শুক্রোৎসর্গশ্চ শিল্পঞ্চেতি পঞ্চ কর্ম্মায়তনানাং কর্ম্মেন্দ্রিয়াণাং সিদ্ধয়ঃ ফলানি নতু তত্ত্বান্তরাণীত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। অর্থজাতি অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয় পঞ্চ এই পঞ্চবিংশতিতত্ত্বপক্ষে। আচ্ছা, গত্যাদি-সমেত তত্ত্বাধিক্য পক্ষদ্বয়েও হইতে পারে,—সেবিষয়ে 'না' এই বলিতেছেন। গতি, উক্তি, মূত্রপুরীষোৎসর্গ ও প্রিয় বলিয়া আখ্যাত শুক্রত্যাগ এবং শিল্প এই পঞ্চ কর্ম্মায়তনের অর্থাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সিদ্ধ অর্থাৎ ফল, কিন্তু অন্য তত্ত্ব নহে ॥ ১৬ ॥

অনুদর্শিনী। পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব—ঈশ্বর, ৫ মহাভূত, ৫ কর্ম্মেন্দ্রিয়, ৫ জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন, ৫ তন্মাত্র ও ত্রিগুণ।

জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বিষয়—বাক্—উক্তি, পাণি-শিল্প, পদ—গতি, পায়ু, উৎসর্গ ও উপস্থ—ত্যাগ। গতি, উক্তি প্রভৃতি শক্তিকে ইন্দ্রিয়ের ফল অর্থাৎ কার্য্যরূপে গণনা করা হয়, ইহারা পৃথক্‌তত্ত্বরূপে গৃহীত হয় না ॥ ১৬ ॥

সর্গাদৌ প্রকৃতির্হ্যস্য কার্য্যকারণরূপিণী।
সত্ত্বাদিভির্গুণৈর্ধত্তে পুরুষোঽব্যক্ত ঈক্ষতে ॥ ১৭ ॥

অন্বয়। কার্য্যকারণরূপিণী (কার্য্যাণি ষোড়শবিকারাঃ কারণানি মহদাদীনি সপ্ত তদ্রূপিণীসতি) প্রকৃতিঃ অস্য (বিশ্বস্য) সর্গাদৌ (সৃষ্টিপ্রারম্ভে) সত্ত্বাদিভিঃ গুণৈঃ (সৃজ্যত্বাদ্যবস্থাং) ধত্তে হি (উপাদানকারণরূপত্বাৎ) অব্যক্তঃ (অপরিণামী) পুরুষঃ (নিমিত্তভূতঃসন্ কেবলম্) ঈক্ষতে (পশ্যতি) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ। কার্য্যকারণাত্মিকা প্রকৃতি, এই বিশ্বের সৃষ্টিপ্রারম্ভসময়ে সত্ত্বাদিগুণদ্বারা সৃজ্যত্বাদি বিশেষ বিশেষ অবস্থা ধারণ করিয়া সৃষ্টিকার্য্য সম্পাদন করেন, আর অপরিণামী পুরুষ কেবলমাত্র সাক্ষিরূপে উহা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ। যদ্বিবক্ষয়া গায়ন্তীতি যৎ পৃষ্টং তত্তন্মততাৎপর্য্যং দর্শয়তি,—সর্গাদাবিতি। কার্য্যাণি ষোড়শবিকারাঃ কারণানি মহদাদীনি সপ্ত তদ্রূপিণী সতী প্রকৃতিরস্য সর্গাদৌ গুণৈঃ সৃজ্যত্বাদ্যবস্থাং ধত্তে উপাদানকারণত্বাৎ পুরুষস্ত্বব্যক্তঃ অপরিণামী নিমিত্তভূতঃ কেবলমীক্ষতে। অতঃ পরিণামিন্যাঃ প্রকৃতেঃ পুরুষো ভিন্ন ইতি ॥ ১৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। যাহা বলিবার ইচ্ছা করিয়া গান করিতেছেন (ভাঃ ১১।২২।৩), যাহা জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, সেই সেই মতের তাৎপর্য্য প্রদর্শন করিতেছেন—কার্য্য অর্থাৎ ষোড়শবিকার, কারণ অর্থাৎ মহৎ আদি, সেই সেই কার্য্যকারণরূপিণী হইয়া প্রকৃতি এই বিশ্বের সৃষ্টির আদিতে গুণসমূহদ্বারা সৃজ্যত্বাদি অবস্থা ধারণ করে উপাদান কারণ বলিয়া, কিন্তু পুরুষ অব্যক্ত অর্থাৎ অপরিণামী-নিমিত্তভূত কেবল দর্শন করেন। অতএব পরিণামিনী প্রকৃতি হইতে পুরুষ ভিন্ন ॥ ১৭ ॥

অনুদর্শিনী। ত্রিগুণের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি। যখন ঐ ত্রিগুণের বৈষম্য উপস্থিত হয় তখন প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কারতত্ত্ব, অহঙ্কার হইতে পঞ্চ তন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয় (৫ কর্ম্মেন্দ্রিয়, ৫ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন) উৎপন্ন হয় এবং পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চ মহাভূত উৎপন্ন হয়।

মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্র—এই সাতটি অন্যের উৎপাদক বলিয়া প্রকৃতি এবং নিজেরা প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন বলিয়া বিকৃতিও বটে। একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূত হইতে অন্য পদার্থের উৎপত্তি হয় না বলিয়া ঐ ষোড়শ পদার্থকে বিকার বলা হয়।

প্রকৃতি ত্রিগুণদ্বারা সৃজ্যত্বাদি অবস্থা অর্থাৎ সৃজ্য-পাল্য সংহার্য্যত্ব বিকাররূপ অবস্থা ধারণ করে। পুরুষ অব্যক্ত, অপরিণামী, নিমিত্তভূত এবং সাক্ষী-স্বরূপ। অতএব পরিণামিণী প্রকৃতি হইতে অপরিনামী পুরুষ ভিন্ন। ইহা সর্ব্বমতেই এক ॥ ১৭ ॥

ব্যক্তাদয়ো বিকুর্ব্বাণা ধাতবঃ পুরুষেক্ষয়া।
লব্ধবীর্য্যাঃ সৃজন্ত্যণ্ডং সংহতাঃ প্রকৃতের্বলাৎ ॥১৮॥

অন্বয়। ব্যক্তাদয়ঃ (প্রকৃতেরুৎপন্না মহদাদয়ো যে) ধাতবঃ (তে) বিকুর্ব্বাণাঃ পুরুষেক্ষয়া (পুরুষস্য ঈক্ষণেন) লব্ধবীর্য্যাঃ (লব্ধং বীর্য্যং বলং যৈঃ তে) সংহতাঃ (মিলিতাঃ সন্তঃ) প্রকৃতেঃ বলাৎ (তামাশ্রিত্যেত্যর্থঃ) অণ্ডং (কার্য্যং) সৃজন্তি ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ। পুরুষের ঈক্ষণহেতু প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন মহত্তত্ত্বাদি ধাতুসকল পরস্পর মিলিত হইয়া প্রকৃতির আশ্রয়ে ব্রহ্মাণ্ড রচনা করিয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ। মহত্তত্ত্বাদিভিরারব্ধস্যাণ্ডস্য মহত্তত্ত্বাদিষ্বেবান্তর্ভাবমভিপ্রেত্যাহ,—ব্যক্তাদয় ইতি। প্রকৃতের্বলাৎ তামেবাশ্রিত্যেত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। মহত্তত্ত্বাদিদ্বারা আরব্ধ এবং অণ্ডের মহত্তত্ত্বাদিতেই অন্তর্ভাব এই অভিপ্রায় করিয়া বলিতেছেন। প্রকৃতির বলে অর্থাৎ তাহাকে আশ্রয় করিয়া—এই অর্থ ॥ ১৮ ॥

অনুদর্শিনী। জগৎকারণ নহে প্রকৃতি জড়রূপা।
শক্তিসঞ্চারিয়া তারে কৃষ্ণ করে কৃপা ॥
কৃষ্ণশক্ত্যে প্রকৃতি হয় গৌণকারণ।
অগ্নিশক্ত্যে লৌহ যৈছে করয়ে জারণ ॥
চৈঃ চঃ আঃ ৫ পঃ

মহত্তত্ত্বাদি পুরুষের ঈক্ষণে ক্রিয়াশক্তি লাভ করিয়া সকলে মিলিত হয় এবং এই ব্রহ্মাণ্ডের রচনা করে এবং অন্তে ব্রহ্মাণ্ড মহত্তত্ত্বে লয় প্রাপ্ত হইলেও প্রকৃতিই মহত্তত্ত্বাদির আশ্রয় ইহাও সর্ব্বসাধারণ ॥ ১৮ ॥

—

সপ্তৈব ধাতব ইতি তত্রার্থাঃ পঞ্চ খাদয়ঃ।
জ্ঞানমাত্মোভয়াধারস্ততো দেহেন্দ্রিয়াসবঃ ॥১৯॥

অন্বয়। সপ্ত এব ধাতবঃ ইতি তত্র খাদয়ঃ (আকাশাদীনি) পঞ্চঃ অর্থাঃ (মহাভূতানি) জ্ঞানং (জানাতীতি দ্রষ্টা জীবঃ) উভয়াধারঃ (উভয়া দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ আধারঃ) আত্মা (ইতি সপ্ত) ততঃ (তেভ্যঃ সপ্তভ্যঃ) দেহেন্দ্রিয়াসবঃ (দেহাঃ ইন্দ্রিয়াণি অসবঃ চ জায়ন্তে) ॥১৯॥

অনুবাদ। সপ্ততত্ত্বমতে—আকাশাদি পঞ্চমহাভূত, জীব এবং এই উভয়ের আশ্রয় পরমাত্মা—এইগুলি তত্ত্ব। দেহ, ইন্দ্রিয় ও প্রাণ এই সকল ঐ সপ্ততত্ত্ব হইতেই প্রাদুর্ভূত ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ। সপ্তৈব ধাতবস্তত্ত্বানীতিমতে জানাতীতি জ্ঞানং জীবঃ। উভয়োর্জীবখাদ্যোরাধার আশ্রয় ইতি সপ্ত। অত্র প্রকৃত্যাদীনাং কারণত্বেন খাদিষ্বন্তর্ভাবঃ। উত্তরেষামন্তর্ভাবার্থমাহ—ততস্তেভ্যঃ ॥ ১৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। সাতটী ধাতু বা তত্ত্ব এইমতে, জানে এই জ্ঞান বা জীব। উভয়ের অর্থাৎ জীব ও খাদি বা আকাশাদির আধার আশ্রয়- এই সপ্ত। এখানে প্রকৃতি প্রভৃতি কারণ বলিয়া খাদি বা আকাশাদিতে অন্তর্ভাব। পরবর্ত্তিগুলির অন্তর্ভাবনিমিত্ত বলিতেছেন। তাহা হইতে অর্থাৎ সেই সাতটী হইতে ॥ ১৯ ॥

অনুদর্শিনী। সপ্ততত্ত্ব—জ্ঞান বা জীবাত্মা ও ৫ মহাভূত। এবং উভয়ের আশ্রয়—পরমাত্মা।

প্রকৃতি, পঞ্চমহাভূতের কারণ। অতএব ৫ মহাভূত বলিলেও প্রকৃতিকে স্বীকার করা হইয়াছে ॥ ১৯ ॥

—

ষড়িত্যত্রাপি ভূতানি পঞ্চ ষষ্ঠঃ পরঃ পুমান্।
তৈর্যুক্ত আত্মসম্ভূতৈঃ সৃষ্ট্বেদং সমুপাবিশৎ ॥ ২০ ॥

অন্বয়। ষট্ (ষট্তত্ত্বানি) ইতি অত্র অপি (অস্মিন্ মতেঽপি) পঞ্চ ভূতানি, ষষ্ঠঃ পরঃ পুমান্ (পরমাত্মা) আত্মসম্ভূতৈঃ তৈঃ (পঞ্চভিঃ ভূতৈঃ) যুক্তঃ (সন্) ইদং (জগৎ) সৃষ্ট্বা সমুপাবিশৎ (তদন্তঃ প্রাবিশৎ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ। ষড়্বিধতত্ত্ব পক্ষে - পঞ্চমহাভূত এবং পুরুষ ষষ্ঠস্থানীয়। সেই পরমাত্মা আত্মসম্ভূত মহাভূতগণদ্বারা পরিদৃশ্যমান জগৎ সৃষ্টি করিয়া স্বয়ং সৃষ্টপদার্থে প্রবেশ করেন ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ। ষড়িতি মতেঽপি ভূতানি পঞ্চেতি তেষ্বেবাক্ষোং তত্ত্বানামন্তর্ভাবঃ পরঃ পুমানিতি তস্মিন্ জীবস্ত ॥ ২০

বঙ্গানুবাদ। ছয়তত্ত্ব এই মতেও পঞ্চ মহাভূত ও তাহাদের মধ্যে বা অন্য তত্ত্বসমূহের অন্তর্ভাব পর পুমান্ অর্থাৎ তাহাতে জীবের ॥ ২০ ॥

অনুদর্শিনী। ষট্‌তত্ত্ব—পরমাত্মা ও ৫ মহাভূত। এই পক্ষে পরমাত্মায় জীবাত্মার এবং ৫ মহাভূতে অন্য ভৌতিক তত্ত্বসমূহের অবস্থিতি ২০

চত্বার্য্যেবেতি তত্রাপি তেজ আপোঽন্নমাত্মনঃ।
জাতানি তৈরিদং জাতং জন্মাবয়বিনঃ খলু ॥২১॥

অন্বয়। চত্বারি এব (তত্ত্বানি) তত্র (মতে) অপি তেজঃ আপঃ অন্নং (পৃথিবী) আত্মনঃ জাতানি (আত্মনা সহ চত্বারি তত্ত্বাণি) তৈঃ (চতুর্ভিঃ) অবয়বিনঃ (কার্য্যস্য) জন্ম খলু ইদং (জগৎ) জাতম্ ॥ ২১ ॥

অনুবাদ। চতুর্ব্বিধতত্ত্ব-পক্ষে—ক্ষিতি, জল, তেজঃ ও আত্মা এই চারিটী তত্ত্ব হইতে কার্য্যসৃষ্টি এবং তাহা হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ। অন্নং পৃথ্বী আত্মনঃ পরমাত্মনঃ সকাশাৎ অবয়বিনঃ কার্য্যস্য জন্ম জাতমভূৎ ॥ ২১ ॥

বঙ্গানুবাদ। অন্ন বা পৃথ্বী, আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা হইতে অবয়বী কার্য্যের জন্ম হইয়াছে ॥ ২১ ॥

অনুদর্শিনী। চতুস্তত্ত্ব- পরমাত্মা, তেজঃ জল ও পৃথিবী।

এইমতে বিস্ফুলিঙ্গগণকে বহ্নির অন্তর্ভুক্তের ন্যায় আত্মাকে পরমাত্মার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। তাহা হইতে কার্য্য অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদির জন্ম। আকাশ ইন্দ্রিয়ের অগোচরতত্ত্ব এবং বায়ু তেজেরই সূক্ষ্মাবস্থা বলিয়া পৃথিবী তেজঃ ও জল—এই তিনটী তত্ত্ব গৃহীত হইয়াছে ॥ ২১ ॥

সংখ্যানে সপ্তদশকে ভূতমাত্রেন্দ্রিয়াণি চ।
পঞ্চ পঞ্চৈকমনসা আত্মা সপ্তদশঃ স্মৃতঃ ॥ ২২ ॥

অন্বয়। সপ্তদশকে সংখ্যানে (গণনে) ভূতমাত্রেন্দ্রিয়াণি চ (ভূতানি চ তন্মাত্রানি চ ইন্দ্রিয়ানি চ) পঞ্চ পঞ্চ এক (একেন মনসা সহ) আত্মা সপ্তদশঃ স্মৃতঃ (জ্ঞাতঃ) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ। সপ্তদশ সংখ্যক তত্ত্বের স্বীকারে পঞ্চমহাভূত, পঞ্চতন্মাত্র, বাক্ প্রভৃতি পঞ্চ ইন্দ্রিয় এবং মন ও আত্মা এই সপ্তদশ পদার্থকে মাত্র তত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করা হয় ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ। ভূতানি চ পঞ্চ মাত্রাণি চ পঞ্চ পঞ্চ ইন্দ্রিয়াণি চ পঞ্চ। একেন মনসা সহ আত্মা সপ্তদশঃ ॥২২॥

বঙ্গানুবাদ। ভূত পাঁচটী, মাত্রা পাঁচটি, ইন্দ্রিয় পাঁচটী। একমনের সহিত আত্মা—এই সপ্তদশ ॥ ২২ ॥

অনুদর্শিনী। সপ্তদশতত্ত্ব—আত্মা, মন, ৫ মহাভূত, ৫ তন্মাত্র ও বাক্ প্রভৃতি ৫ ইন্দ্রিয় ॥ ২২ ॥

তদ্বৎ ষোড়শসংখ্যানে আত্মৈব মন উচ্যতে।
ভূতেন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈব মন আত্মা ত্রয়োদশ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়। ষোড়শ সংখ্যানে তদ্বৎ (পূর্ব্ববৎ) আত্মা (জীবঃ) এব (সংকল্পয়ন্) মন উচ্যতে (জীবমনসোশ্চাত্মন্তর্ভাবেন ত্রয়োদশ পক্ষে) ভূতেন্দ্রিয়ানি পঞ্চ এব (ভূতানি তন্মাত্রৈরেকীকৃতানি পঞ্চৈব, ইন্দ্রিয়ানি তৎপ্রকাশকানি পঞ্চৈব) মনঃ (একমিন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ) আত্মা (দ্বিবিধঃ) ত্রয়োদশ (ভবন্তি) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ। ষোড়শতত্ত্বপক্ষে সপ্তদশতত্ত্বেরই ন্যায় গণনা হইয়া থাকে। এই মতে মন ও আত্মা ভিন্ন নয়—মন আত্মারই অন্তর্ভুক্ত। ত্রয়োদশতত্ত্ব পক্ষে পঞ্চমহাভূত, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, মন, জীবাত্মা ও পরমাত্মা এইরূপে গণনা হইয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

একাদশত্ব আত্মাসৌ মহাভূতেন্দ্রিয়াণি চ।
অষ্টৌ প্রকৃতয়শ্চৈব পুরুষশ্চ নবেত্যথ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়। একাদশত্বে (একাদশতত্ত্বপক্ষে) অসৌ আত্মা মহাভূতেন্দ্রিয়াণি চ (পঞ্চ মহাভূতানি পঞ্চেন্দ্রিয়াণি-চেতি একাদশ ভবন্তি, নবতত্ত্বপক্ষে) অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ চ এব অথ পুরুষঃ চ ইতি নব ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ। একাদশতত্ত্বপক্ষে পঞ্চমহাভূত, পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও আত্মা এইরূপে একাদশ এবং নবতত্ত্বপক্ষে অষ্ট প্রকৃতি ও পুরুষ এই প্রকারে নবতত্ত্বের গণনা হইয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ। আত্মা জীব এব সঙ্কল্পয়ন্মন উচ্যতে। ত্রয়োদশে ভূতানি তন্মাত্রৈরেকীকৃতানি পঞ্চৈব ইন্দ্রিয়াণি চ পঞ্চেতি দশ। একং মনঃ জীবঃ পরমাত্মেতি ত্রয়োদশ ॥ ২৩-২৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। সঙ্কল্পশীল আত্মা বা জীবকেই মন বলা হয়। ত্রয়োদশতত্ত্বে ভূত ও তন্মাত্রা একীকৃত হইয়াছে। এই পঞ্চ ও ইন্দ্রিয় পঞ্চ, মোট দশ। এক মন, জীব ও পরমাত্মা—এই ত্রয়োদশ ॥ ২৩-২৪ ॥

অনুদর্শিনী। ষোড়শতত্ত্ব—আত্মা বা মন, ৫ মহাভূত, ৫ তন্মাত্র ও ৫ ইন্দ্রিয়। ত্রয়োদশতত্ত্ব—পরমাত্মা, জীবাত্মা, মন, ৫ মহাভূত ও ৫ ইন্দ্রিয়। একাদশতত্ত্ব—আত্মা, ৫ মহাভূত ও ৫ ইন্দ্রিয়।

নবতত্ত্ব—পুরুষ ও অষ্টপ্রকৃতি—প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার, ৫ মহাভূত ॥ ২৩-২৪ ॥

— —

ইতি নানা প্রসংখ্যানং তত্ত্বানামৃষিভিঃ কৃতম্।
সর্ব্বং ন্যায্যং যুক্তিমত্ত্বাদ্বিদুষাং কিমশোভনম্ ॥ ২৫

অন্বয়। ঋষিভিঃ ইতি (এবং ক্রমেণ) তত্ত্বানাং নানাপ্রসংখ্যানং (বিভিন্ন গণনং) কৃতং (তেষু) যুক্তিমত্ত্বাৎ (সযুক্তিকত্বাৎ) সর্ব্বং ন্যায্যম, বিদুষাং (পণ্ডিতানাং) অশোভনং কিং (ন কিমপি) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ। ঋষিগণ এইরূপে তত্ত্বসমূহের নানাপ্রকার গণনা করিয়াছেন। যুক্তিযুক্ত বলিয়া তাঁহাদের সমস্ত গণনাই ন্যায্য। পণ্ডিতগণের কোন বিষয়ই অশোভনীয় নহে ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ। উপসংহরতি—ইতীতি ॥ ২৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। উপসংহার করিতেছেন ॥ ২৫ ॥

— —

শ্রীউদ্ধব উবাচ

প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চোভৌ যদ্যপ্যাত্মবিলক্ষণৌ।
অন্যোন্যাপাশ্রয়াৎ কৃষ্ণ দৃশ্যতে ন ভিদা তয়োঃ।
প্রকৃতৌ লক্ষ্যতে হ্যাত্মা প্রকৃতিশ্চ তথাত্মনি ॥২৬॥

অন্বয়। শ্রীউদ্ধব উবাচ (হে) কৃষ্ণ, প্রকৃতিঃ পুরুষঃ চ (এতৌ) উভৌ যদ্যপি আত্মবিলক্ষণৌ (আত্মনা জড়াজড়স্বভাবেন বিলক্ষণৌ ভিন্নৌ তথাপি) অন্যোন্যাপাশ্রয়াৎ (পরস্পর পরিহারেণাপ্রতীতেরিত্যর্থঃ) তয়োঃ (প্রকৃতি পুরুষয়োঃ) ভিদা (ভেদঃ) ন দৃশ্যতে, প্রকৃতৌ (তৎকার্য্যে শরীরে) আত্মা লক্ষ্যতে হি তথা আত্মনি প্রকৃতিঃ চ (দেহশ্চ) লক্ষ্যতে ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ। শ্রীউদ্ধব বলিলেন—হে কৃষ্ণ, প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয়েই যদিও স্বভাবতঃ বিলক্ষণ, তথাপি উভয়ের পরস্পর মিলিতভাবে প্রতীতিহেতু ভেদ দৃষ্ট হয় না। কিন্তু প্রকৃতির কার্য্য দেহে আত্মা এবং আত্মাতে প্রকৃতি লক্ষিত হইয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ। তত্ত্ববিচারোত্থং সংশয়ান্তরমাহ,—প্রকৃতির্মায়া পুরুষঃ ঈশ্বরঃ। আত্মনা স্বরূপেনৈব জড়াত্বেনাজড়ত্বেন চ বিলক্ষণাবেব। যদ্যপি শাস্ত্র-দৃষ্ট্যা জ্ঞায়েতে তদপি দেহদেহিনোরন্যোন্যাশ্রয়াৎ পরস্পরাশ্রিতত্বাৎ ভিদা ভেদো ন দৃশ্যতে। অন্যোন্যাপাশ্রয়ং বিবৃণোতি। প্রকৃতৌ তৎকার্য্যে দেহে লক্ষ্যতে তথা প্রকৃতি কার্য্যো দেহশ্চ আত্মনীতি তয়োরন্যোন্যাধিষ্ঠানত্বেনান্যোন্যাশ্রিতত্বম্ ॥২৬॥

বঙ্গানুবাদ। তত্ত্ববিচার হইতে উত্থিত অন্য সংশয় বলিতেছেন। প্রকৃতি—মায়া, পুরুষ—ঈশ্বর।

আত্মবিলক্ষণ—আত্মা অর্থাৎ স্বরূপেও জড়ত্বে ও অজড়ত্বে বিলক্ষণ (পরস্পর পৃথক) বলিয়া যদিও শাস্ত্রদৃষ্টিদ্বারা জানা যায়, তাহাও দেহসমূহে এই দুই অন্যোন্য আশ্রয় অর্থাৎ পরস্পর আশ্রিত বলিয়া ভিদা বা ভেদ দেখা যায় না। অন্যোন্যাপাশ্রয় বর্ণনা করিতেছেন। প্রকৃতি অর্থাৎ তৎকার্য্য দেহে আত্মা লক্ষিত হয়, সেইরূপ প্রকৃতি-কার্য্য দেহ ও আত্ম'তে—এইপ্রকার উহারা পরস্পরের অধিষ্ঠান পরস্পরের আশ্রিত ॥ ২৬ ॥

অনুদর্শিনী। স্বয়ং শ্রীভগবানের শ্রীমুখে পুরুষ-প্রকৃতি-বিজ্ঞান প্রকাশের জন্য পরানুগ্রহকারী উদ্ধব বলিলেন—হে ভগবন্, প্রকৃতি—অচেতনা এবং পরিণাম-স্বভাবা, পুরুষ—অসঙ্গ, অপরিণামী এবং চেতন। অতএব প্রকৃতি ও পুরুষ পরস্পরে সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্ম্মযুক্ত হইলেও উভয়ের একত্র মিলন দেখা যায় কেন? দেহ ব্যতীত চৈতন্যের বিকাশ পায় না এবং চেতনা না থাকিলে দেহও থাকে না অতএব কোনওটীকে পৃথকভাবে অবস্থান করিতে দেখা যায় না কেন? ॥ ২৬

এবং মে পুণ্ডরীকাক্ষ মহান্তং সংশয়ং হৃদি।
ছেত্তুমর্হসি সর্ব্বজ্ঞ বচোভির্নয়নৈপুণৈঃ ॥২৭॥

অন্বয়। (হে) পুণ্ডরীকাক্ষ, (হে) সর্ব্বজ্ঞ (ত্বং) নয়নৈপুণৈঃ (নয়ে যুক্তৌ নৈপুণ্যং যেষাং তৈঃ) বচোভিঃ মে (মম) হৃদি (বর্ত্তমানং) এবং মহান্তং (প্রবলং) সংশয়ং (সন্দেহং) ছেত্তুম্ অর্হসি (যোগ্যঃ ভবসি) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ। হে পুণ্ডরীকাক্ষ, হে সর্ব্বজ্ঞ, আপনি যুক্তি-নিপুণ বাক্য সমূহদ্বারা আমার হৃদয়স্থিত প্রবল সন্দেহ ছেদন করুন ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ। ছেত্তুমর্হসি প্রকৃতেঃ সকাশাৎ পরমাত্মানং পার্থক্যেন দর্শয়িত্বেতি ভাবঃ। নয়ে যুক্তৌ নৈপুণ্যং প্রাবীণ্যং যেষাং তৈঃ ॥ ২৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। ছেদ করিতে সমর্থ—প্রকৃতি হইতে পরমাত্মার পার্থক্য প্রদর্শন করুন। নয়নৈপুণ্য যাহাদের নয় অর্থাৎ যুক্তিতে নৈপুণ্য অর্থাৎ প্রবীণতা—এমন বচন দ্বারা ॥ ২৭॥

অনুদর্শিনী। প্রভো! আপনি সর্ব্বজ্ঞ। অজ্ঞ জীবের অজ্ঞতা এবং সংশয় দূর করিতে আপনিই সমর্থ। যুক্তিতে অর্থাৎ অর্থাপত্তি—অনুমানাদি নিরসনে বাধা প্রাপ্ত হয় না—এমন বচনদ্বারা ॥ ২৭ ॥

ত্বত্তো জ্ঞানং হি জীবানাং প্রমোষস্তেঽত্র শক্তিতঃ।
ত্বমেব হ্যাত্মমায়ায়া গতিং বেত্থ ন চাপরঃ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়। (অর্হসীত্যুক্তং তত্র হেতুমাহ) হি (যস্মাৎ) ত্বত্তঃ (ত্বৎপ্রসাদাদেব) জীবানাং জ্ঞানং (জায়তে, তথা) অত্র (জ্ঞানে) তে (তব) শক্তিতঃ (মায়াতঃ) প্রমোষঃ (ভ্রংশঃ)। ত্বম্ এব হি (নিশ্চিতং) আত্মমায়ায়া (স্বমায়ায়া) গতিং (স্বরূপং) বেত্থ (জানাসি) ন চ অপরঃ (নান্যঃ) ॥২৮॥

অনুবাদ। যেহেতু আপনার প্রসাদেই জীবগণের জ্ঞান লাভ হয় এবং আপনার মায়া প্রভাবেই সেই জ্ঞান ভ্রংশ হইয়া থাকে। আপনার মায়াশক্তির স্বরূপ আপনিই জানেন, অন্য কেহ জানিতে সমর্থ হয় না ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ। ত্বত্তো জ্ঞানং ত্বয়ৈব বিদ্যাশক্ত্যা জ্ঞান-প্রদানমিত্যর্থঃ। তেঽত্র শক্তিতঃ প্রমোষ ইতি তব যা শক্তিরবিদ্যা তয়ৈব জ্ঞানস্য চৌর্য্যমিত্যর্থঃ। নন্বু মচ্ছক্তে-র্জ্ঞানচৌর্য্যেণ কিং প্রয়োজনং তত্রাহ—ত্বমেবেতি ॥ ২৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। আপনা হইতেই জ্ঞান অর্থাৎ আপনিই বিদ্যাশক্তিদ্বারা জ্ঞান প্রদান করেন—এই অর্থ। অত্র অর্থাৎ জ্ঞানবিষয়ে আপনার শক্তিপ্রভাবে অর্থাৎ আপনার যে শক্তি অবিদ্যা তাহার বলে প্রমোষ অর্থাৎ জ্ঞানের চৌর্য্য (বা ভ্রংশ)। আচ্ছা, জ্ঞানচৌর্য্যে আমার শক্তির কি প্রয়োজন? তাহাতে বলিতেছেন—আপনিই ইত্যাদি ॥ ২৮ ॥

অনুদর্শিনী। ভক্তপ্রবর উদ্ধব বলিলেন—প্রভো, আপনারই দয়ায় জীবগণের জ্ঞানোদয় আর আপনার জীববিমোহিণী মায়াশক্তিদ্বারাই জীবের জ্ঞান নাশ হয়। মায়াদেবী আপনাতেই আশ্রিতা। সুতরাং আপনিই তাহার বিক্ষেপাত্মিকা ও আবরণী বৃত্তিদ্বয় অবগত

আছেন। আপনার মায়াশক্তির জৈবজ্ঞাননাশ-কার্য্য আপনারই কার্য্য—

"সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো, মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ"
গীঃ ১৫। ১৫

শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—আমি সর্ব্বজীব-হৃদয়ে ঈশ্বররূপে অবস্থিত। আমা হইতেই জীবের স্মৃতি, জ্ঞান ও স্মৃতিজ্ঞানের নাশ ঘটিয়া থাকে ॥ ২৮ ॥

—

শ্রীভগবানুবাচ।

প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চেতি বিকল্পঃ পুরুষর্ষভ।
এষ বৈকারিকঃ সর্গো গুণব্যতিকরাত্মকঃ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়। শ্রীভগবান্ উবাচ—(হে) পুরুষর্ষভ (পুরুষশ্রেষ্ঠ), প্রকৃতিঃ পুরুষঃ চ ইতি (অনয়োঃ) বিকল্পঃ (অত্যন্তভেদ এব) গুণব্যতিকরাত্মকঃ (গুণক্ষোভকৃতঃ) এষঃ সর্গঃ (সৃজ্যতে ইতি সর্গঃ দেহাদিসঙ্ঘাতঃ) বৈকারিকঃ (বিকারবান্) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ। শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে পুরুষশ্রেষ্ঠ উদ্ধব, প্রকৃতি ও পুরুষের মধ্যে অত্যন্ত ভেদ বর্ত্তমান এবং এই গুণক্ষোভজনিত দেহাদি সংঘাত বিকারযুক্ত জানিবে ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ। প্রকৃতিপুরুষয়োর্বিকারিত্বাবিকারিত্বাভ্যাং নানাত্বৈকত্বাভ্যাং পরস্পরাপেক্ষত্বনিরপেক্ষত্বাভ্যাং পরপ্রকাশত্বস্বপ্রকাশত্বাভ্যাঞ্চাত্যন্তভেদং বক্তুমাহ—চতুর্ভিঃ প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চেতি। বিকল্পো ভেদঃ। প্রকৃতেঃ সকাশাৎ পুরুষো ভিন্ন এব তদপি দৃশ্যতে ন ভিদানয়োরিতি কথং ব্রবীষীতি ভাবঃ। কুত ইত্যপেক্ষায়ামাহ। এষ সৃজ্যত ইতি সর্গো দেহাদিসঙ্ঘাতঃ প্রকৃতিকার্য্যত্বাৎ প্রকৃতিশব্দোক্তঃ বৈকারিকঃ নানাবিকারবান্ যতো গুণব্যতিকরাৎ গুণক্ষোভাদেব আত্মস্বরূপং যস্য সঃ। গুণক্ষোভকৃত ইতি প্রকৃতৌ বিকারো দর্শিতঃ। পুরুষস্তু কেবলমীক্ষমানো নির্ব্বিকারঃ প্রসিদ্ধ এবেতি ভাবঃ ॥ ২৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। প্রকৃতি পুরুষ বিকারী ও অবিকারী বলিয়া, নানা ও এক বলিয়া, পরস্পর সাপেক্ষ ও নিরপেক্ষ বলিয়া এবং পরপ্রকাশ ও স্বপ্রকাশ বলিয়া ইহাদের মধ্যে অত্যন্ত ভেদ বলিবার জন্য চারিটী শ্লোকে প্রস্তাব করিতেছেন। বিকল্প-ভেদ, প্রকৃতি হইতে পুরুষ ভিন্নই, তথাপি 'ইহাদের ভেদ দেখা যায় না' একথা কেন বলিতেছ (ভাঃ ১১।২২।২৬)? এই ভাব। কি জন্য? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন। এই সর্গ—যাহা সৃষ্ট হয় অর্থাৎ দেহাদি সঙ্ঘাত প্রকৃতির কার্য্য বলিয়া প্রকৃতি-শব্দোক্ত বৈকারিক অর্থাৎ নানা বিকারবান্, যেহেতু ইহার গুণব্যতিকর বা গুণক্ষোভ হইতেই আত্মস্বরূপ। গুণ-ক্ষোভকৃত বলায়—প্রকৃতিতে বিকার দর্শিত হইল। পুরুষ কেবল সাক্ষী নির্ব্বিকার বলিয়া প্রসিদ্ধ—এই ভাব ॥ ২৯ ॥

অনুদর্শিনী। পুরুষ—অবিকারী, এক, নিরপেক্ষ এবং স্বপ্রকাশ।

প্রকৃতি—বিকারী, নানা, সাপেক্ষ এবং পরপ্রকাশ।

পুরুষ দুর্জ্ঞেয়, কিন্তু পরিণামযোগ্য প্রকৃতির প্রতীতি সম্ভবপর বা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। যাহা সৃষ্ট হয়, তাহা প্রকৃতির কার্য্য। এবং সেইসকল কার্য্যই প্রকৃতি নামে অভিহিত হয়। প্রকৃতি অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে যিনি প্রস্তুত করেন; অর্থাৎ যিনি স্বয়ংই তাদৃশ বিচিত্রভাবে পরিণতা হন, তিনিই প্রকৃতি।

সত্ত্ব, রজঃ ও তম—এই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির গুণ-বৈষম্যই বিচিত্রতা প্রতিপাদনে হেতু। এই গুণবৈষম্য ভাবেই দেহ, ইন্দ্রিয়াদিরূপে পরিণত হইয়া বিকারের উৎ-পাদন করে। অগ্নির সাহায্যে দৃঢ় ও কঠিন লৌহ যেমন গলিয়া নানাপ্রকার লৌহময় অস্ত্রশস্ত্রাদিরূপে পরিণত হয়, সেইরূপ চৈতন্য ও নির্ব্বিকার পুরুষের ঈক্ষণে জড়া প্রকৃতি কার্য্যবর্গকে উৎপাদন করে; পুরুষ—"সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চেতি" গোঃ তাঃ শ্রুতি উবি ৯৭ শ্লো ॥ ২৯ ॥

মমাঙ্গ মায়া গুণময্যনেকধা
বিকল্পবুদ্ধীশ্চ গুণৈর্বিধত্তে।
বৈকারিকস্ত্রিবিধোঽধ্যাত্মমেক-
মথাধিদৈবমধিভূতমন্যৎ ॥ ৩০॥

অন্বয়। (নানাত্বমাহ) (হে) অঙ্গ (উদ্ধব,) গুণময়ী মম মায়া গুণৈঃ (সত্ত্বরজস্তমোভিঃ) অনেকধাঃ (বিবিধাঃ) বিকল্পবুদ্ধীঃ চ (বিকল্পং ভেদং তদ্বুদ্ধীশ্চ) বিধত্তে (সৃজতি) বৈকারিকঃ (অনেকবিকারবানপি) অধ্যাত্মম্ (ইতি) একং (রূপম্) অথ অধিদৈবম্ (অন্যৎ) অধিভূতম্ অন্যং (ইতি স্থূলেন মার্গেণ তাবৎ) ত্রিবিধঃ (ভবতি) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ। হে উদ্ধব, আমার গুণময়ী মায়া সত্ত্বাদিগুণসমূহদ্বারা বিবিধ ভেদ এবং ভেদবুদ্ধি উৎপাদন করে। উক্ত ভেদ বিবিধ বিকারযুক্ত হইলেও তাহা ত্রিবিধ—অধ্যাত্ম, অধিভূত ও অধিদৈব ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ। নানাত্বমাহ—মমেতি। বিকল্পং ভেদং তদ্বুদ্ধীশ্চ। বৈকারিকঃ অনেকবিকারবানপি স্থূলতস্ত্রিবিধঃ। তত্রাধ্যাত্মমিত্যেকং অথ অধিভূতমিতি দ্বিতীয়ং অধিদৈবমন্যৎ তৃতীয়ম্ ॥ ৩০ ॥

বঙ্গানুবাদ। নানাত্ববিষয়ে বলিতেছেন। বিকল্প ভেদ ও তাহার বুদ্ধিসমূহ। বৈকারিক—অনেকবিকারবান্ হইলেও স্থূলতঃ তিন প্রকার। তন্মধ্যে অধ্যাত্ম একটী, অধিভূত দ্বিতীয়টী ও অধিদৈব অন্য বা তৃতীয় ॥ ৩০ ॥

দৃগ্‌রূপমার্কং বপুরত্র রন্ধ্রে
পরস্পরং সিধ্যতি যঃ স্বতঃ খে।
আত্মা যদেষামপরো য আদ্যঃ
স্বয়ানুভূত্যাখিলসিদ্ধসিদ্ধিঃ ॥৩১॥

অন্বয়। (তানি রূপানি দর্শয়তি) দৃক্ (অধ্যাত্মং) রূপম্ (অধিভূতম্) অত্র রন্ধ্রে (চক্ষুর্গোলকে প্রবিষ্টম্) আর্কং (অর্কসম্বন্ধি) বপুঃ (অংশোঽধিদৈবম্ এতৎ ত্রয়ং) পরস্পরং সিদ্ধতি (চক্ষুষা রূপং জ্ঞায়তে তদন্যথানুপপত্ত্যা চক্ষুস্তৎপ্রবৃত্ত্যন্যথানুপপত্ত্যা তদধিষ্ঠাত্রী দেবতা ততশ্চ চক্ষুষঃ প্রবৃত্তিস্ততো রূপজ্ঞানমিতি এবমেব ত্রয়ং পরস্পরং সিদ্ধতি) যঃ খে (আকাশে অর্কো বর্ত্ততে মণ্ডলাত্মা স-তু) স্বতঃ (এব সিদ্ধতি) যৎ (যস্মাৎ) যঃ আত্মা (সঃ) এষাম্ (অধ্যাত্মাদানাম্) আদ্যঃ (কারণম্ অত একরূপঃ অভিন্নশ্চ তস্মাদেতেভ্যঃ) অপরঃ (ভিন্নঃ) স্বয়া অনুভূত্যা (স্বতঃসিদ্ধপ্রকাশেন) অখিলসিদ্ধসিদ্ধিঃ (অখিলানাং সিদ্ধানাং পরস্পরং প্রকাশানামপি প্রকাশকঃ সর্ব্বেষামপি সামান্যতঃ চিৎপ্রকাশবিষয়ত্বাৎ অতএব স্বস্ত স্বপ্রকাশত্বং সিদ্ধম্) ॥৩১॥

অনুবাদ। চক্ষুঃ অধ্যাত্ম, দৃশ্যরূপ অধিভূত এবং চক্ষুগোলকের অন্তর্গত সূর্য্যের শরীরাংশ অধিদৈব; ইহারা পরস্পর পরস্পরের সাহায্যে প্রকাশিত হইয়া থাকে। কিন্তু আকাশস্থিত সূর্য্যদেব স্বতঃ সিদ্ধবস্তু। নিজপ্রকাশে ও পরপ্রকাশে তাহার অন্যের অপেক্ষা নাই। সেই যিনি আত্মা তিনিই এই অধ্যাত্মাদি পদার্থের আদিকারণ, সেইজন্য একরূপ ও অভিন্ন সেই আত্মা ইহাদিগ হইতে ভিন্নরূপে স্বপ্রকাশদ্বারা নিখিল প্রকাশক বস্তুরও প্রকাশক ॥৩১॥

বিশ্বনাথ। ত্রৈবিধ্যং দর্শয়তি—দৃক্ অধ্যাত্মং রূপমধিভূতং আর্কং বপুরর্কাংশোঽধিদৈবং। অত্র রন্ধ্রে চক্ষুর্গোলকে পরস্পরাপেক্ষত্বমাহ—পরস্পরং সিদ্ধ্যতীতি চক্ষুষা রূপং জ্ঞায়তে, রূপজ্ঞানান্যথানুপপত্ত্যা চক্ষুঃ, চক্ষুঃ প্রবৃত্ত্যন্যথানুপপত্ত্যা তদধিদৈবং ততশ্চক্ষুষঃ প্রবৃত্তিস্ততো রূপজ্ঞানমিত্যেবমেতত্রয়ং পরস্পরং সিদ্ধ্যতি পরমাত্মা তু নিরপেক্ষ এব। তত্র দৃষ্টান্তঃ। য ইতি যস্তু খে আকাশে অর্কো বর্ত্ততে মণ্ডলাত্মা স তু স্বত এব সিদ্ধ্যতি। তথৈবাত্মা পরমাত্মা যৎ যস্মাদেষামধ্যাত্মাদীনামাদ্যঃ কারণং এক বচনাদেকঃ। যোঽপরঃ কারণত্বাদেব এতেভ্যো ভিন্নঃ স্বয়ানুভূত্যা স্বতঃসিদ্ধপ্রকাশেন অখিলানাং সিদ্ধানাং পরস্পরপ্রকাশকানামধ্যাত্মাদীনামপি সিদ্ধির্যতঃ প্রকাশো যস্মাৎ সঃ। তেন নিরপেক্ষত্বাদেকত্বাদন্যপ্রকাশকত্বাচ্চ পুরুষঃ প্রকৃতের্ভিন্ন ইতি প্রতিপাদিতম্ ॥ ৩১ ॥

বঙ্গানুবাদ। ত্রিবিধত্ব প্রদর্শন করিতেছেন। দৃক্—অধ্যাত্ম, রূপ—অধিভূত, আর্কবপুঃ—অর্ক (সূর্য্য) অংশ অধিদৈব। এই রন্ধ্রে—চক্ষুর্গোলকে। পরস্পরের

অপেক্ষত্ব বলিতেছেন—পরস্পর সিদ্ধ হয় অর্থাৎ চক্ষুঃ দ্বারা রূপ জানা হয়, অন্যরূপে উপপত্তি বা সম্ভাবনার অভাববশতঃ চক্ষুঃ, চক্ষুঃপ্রবৃত্তির অন্যথা উপপত্তির অভাবে তাহার অধিদৈব বা অধিষ্ঠাতৃদেব, তাহা হইতে চক্ষুর প্রবৃত্ত, তাহা হইতে রূপজ্ঞান, এইরূপে এই তিনটী পরস্পর সিদ্ধ হয়, কিন্তু পরমাত্মা নিরপেক্ষই। সে বিষয়ে দৃষ্টান্ত—খে অর্থাৎ আকাশে যে মণ্ডলাত্ম অর্ক আছে, তাহা আপনা হইতে সিদ্ধ। সেইরূপই আত্মা বা পরমাত্মা। যেহেতু এই সকলের অর্থাৎ অধ্যাত্ম প্রভৃতির আদ্য অর্থাৎ আদিকারণ (একবচন বলিয়া একটিমাত্র) যেটী অপর, কারণ বলিয়া এগুলি হইতে ভিন্ন, স্বীয় অনুভূতিদ্বারা অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ প্রকাশদ্বারা অখিলসিদ্ধসিদ্ধি—যাহা হইতে অখিল সিদ্ধসমূহের অর্থাৎ পরস্পর-প্রকাশক অধ্যাত্মাদিরও সিদ্ধি অর্থাৎ বস্তুতঃ প্রকাশ। অতএব নিরপেক্ষ বলিয়া, এক বলিয়া, অন্য প্রকাশক বলিয়া—পুরুষ প্রকৃতি হইতে ভিন্ন—ইহাই প্রমাণিত হইল। ৩১ ॥

অনুদর্শিনী। চক্ষুঃ অধ্যাত্ম, রূপ অধিভূত এবং চক্ষুগোলকের অন্তর্গত যে সূর্য্যের শরীরাংশ, তাহা অধিদৈব। ইহারা পরস্পর প্রকাশে সহকারী ভাবাপন্ন হইয়া প্রকাশিত হয়। যেমন চক্ষুঃ সত্ত্বেও রূপের অভাবে চক্ষুর প্রকাশ হয় না, রূপ সত্ত্বেও চক্ষুর অভাবে রূপের প্রকাশ হয় না, এবং চক্ষু ও রূপ এতৎ উভয় সত্ত্বেও চক্ষুর অধিষ্ঠাত্রী সূর্য্যদেবতার অভাবে ইহারা প্রকাশিত হয় না। অতএব এই তিনেরই পরস্পর সহকারী ভাব। কিন্তু যেমন নভোমণ্ডলে পরিদৃশ্যমান সূর্য্যদেবের স্বপ্রকাশ ও পরপ্রকাশে অন্যের অপেক্ষা নাই, সেইরূপ নিখিল প্রকাশের কারণ আত্মারও স্ব-পরপ্রকাশে অন্যাপেক্ষা নাই।

আত্মা অধ্যাত্ম, অধিভূত ও অধিদৈব, এই তিনের কারণ—

অধিদৈবমথাধ্যাত্মমধিভূতমিতি প্রভুঃ।
অথৈকং পৌরুষং বীর্য্যং ত্রিধাভিদ্যত তচ্ছৃণু ॥ভাঃ ২।১০।৮

শ্রীশুকদেব কহিলেন—হে রাজন্, অনন্তর ভগবান্ একই পৌরুষ বীর্য্য সমষ্টি-বিরাটকে অধিদৈব, অধ্যাত্ম ও অধিভূতভেদে তিন প্রকারে বিভক্ত করিলেন তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর।

তিনি স্বপ্রকাশদ্বারা সমস্ত প্রকাশক বস্তুরও প্রকাশক। সুতরাং যাহার প্রকাশে যিনি অপেক্ষণীয়, তিনি তদপেক্ষায় অভিন্ন, এই আপত্তি সঙ্গত হইল না। পুরুষ—স্বপ্রকাশও নিরপেক্ষ। প্রকৃতি—পরপ্রকাশ ও সাপেক্ষ। অতএব প্রকৃতি হইতে পুরুষ ভিন্ন ॥ ৩১ ॥

এবং ত্বগাদি শ্রবণাদি চক্ষু-
র্জিহ্বাদি নাসাদি চ চিত্তযুক্তম্ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়। (যথা) চক্ষুঃ এবং (তথা) ত্বগাদি (ত্বক্-স্পর্শ বায়ুরিতি) শ্রবণাদি (শ্রবণং শব্দো দিশ ইতি) জিহ্বাদি (জিহ্বা রসো বরুণ ইতি) নাসাদি (নাসা গন্ধোঽশ্বিনাবিতি) চিত্তযুক্তং চ (চিত্তেনযুক্তমন্তঃকরণান্তরমপি)। তত্র চিত্তং চেতয়িতব্যং বাসুদেব ইতি। মনো মন্তব্যং চন্দ্র ইতি। বুদ্ধির্বোদ্ধব্যং ব্রহ্মেতি। (অহঙ্কারোঽহংকর্ত্তব্যং রুদ্র ইত্যেবং ত্রিবিধমিত্যর্থঃ) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ চক্ষুর ন্যায় ত্বক্, স্পর্শ ও বায়ু; শ্রবণ, শব্দ ও দিক্; জিহ্বা, রস ও বরুণ; নাসা, গন্ধ ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়; চিত্ত, চেতয়িতব্য ও বাসুদেব; মনঃ, মন্তব্য ও চন্দ্রঃ; বুদ্ধি, বোদ্ধব্য ও ব্রহ্মা; অহঙ্কার, অহংকর্ত্তব্য ও রুদ্র—যথাক্রমে অধ্যাত্ম, অধিভূত ও অধিদৈব ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ। চক্ষুষি দর্শিতং ত্রৈবিধ্যমিন্দ্রিয়ান্তরেষ্বপ্যতিদিশতি—এবমিতি। যথা চক্ষুরিতি চক্ষু রূপমর্কাংশঃ এবং ত্বগাদি ত্বক্ স্পর্শো বায়ুরিতি। শ্রবণাদি শ্রবণং শব্দো দিশ ইতি। জিহ্বাদি জিহ্বা রসো বরুণ ইতি। নাসাদি নাসা গন্ধোঽশ্বিনাবিতি। চিত্তযুক্তং চিত্তাদি চ চিত্তং চেতয়িতব্যং বাসুদেবাংশ ইতি। উপলক্ষণমেতৎ মনো মন্তব্যং চন্দ্র ইতি। বুদ্ধির্বোদ্ধব্যং ব্রহ্মেতি। অহঙ্কারোঽহংকর্ত্তব্যং রুদ্র ইতি এবমন্যদপি সর্ব্বং ত্রিবিধমিতি ॥ ৩২ ॥

বঙ্গানুবাদ। চক্ষুতে প্রদর্শিত ত্রিবিধভাব অন্যান্য ইন্দ্রিয়েও অতিদেশ করিতেছেন। যেমন চক্ষুঃ—চক্ষুঃ রূপ অর্কাংশ, এই ত্বক্ আ'দ—ত্বক্ স্পর্শ বায়ু। শ্রবণাদি—শ্রবণ শব্দ দিকসমূহ। জিহ্বাদি—জিহ্বা রস বরুণ। নাসাদি—নাসা গন্ধ অশ্বিনীকুমারদ্বয়। চিত্তযুক্ত—চিত্তাদি ও চিত্ত চেতয়িতব্য বাসুদেবাংশ। ইহা উপলক্ষণ,—মন 'মন্তব্য চন্দ্র। বুদ্ধি বোদ্ধব্য ব্রহ্মা। অহঙ্কার—অহঙ্কর্ত্তব্য রুদ্র। এইরূপ অন্য সমস্তও ত্রিবিধ ॥ ৩২ ॥

অনুদর্শিনী। অতিদেশ অর্থাৎ উপদিষ্ট অর্থ—অন্যত্র লওয়া।

অধ্যাত্ম	অধিভূত	অধিদৈব
চক্ষুঃ	রূপ	অর্কাংশ (সূর্য্য)
কর্ণ	শব্দ	দিক্‌সমূহ
নাসা	গন্ধ	অশ্বিনীকুমারদ্বয়
জিহ্বা	রস	বরুণ
ত্বক্	স্পর্শ	বায়ু
মন	মন্তব্য	চন্দ্র
বুদ্ধি	বোদ্ধব্য	ব্রহ্মা
অহঙ্কার	অহঙ্কর্ত্তব্য	রুদ্র
চিত্ত	চেতয়িতব্য	বাসুদেবাংশ

এইরূপ অন্য সকলও—

বাক্	উক্তি	অগ্নি
পাণি	শিল্প	ইন্দ্র
পাদ	গতি	উপেন্দ্র
পায়ু	উৎসর্গ	মিত্র
উপস্থ	ত্যাগ	প্রজাপতি

এতৎপ্রসঙ্গে—'মুখতস্তালুনির্ভিন্নং'—'মৃত্যুঃ পৃথক্-মূত্রাশ্রয়ম্'—ভাঃ ২।১০।১৮-২৮ এবং 'তস্যাগ্নিরাস্যং নির্ভিন্নং'—'যয়া প্রাপ্যং প্রপদ্যতে'—ভাঃ ৩।৬।১২-২২ শ্লোকসমূহ আলোচ্য।

শ্রুতিতেও পাওয়া যায়—'তমভ্যতপৎ (অথ তং সমষ্টিপিণ্ডাকারাখ্যং পুরুষপিণ্ডমুদ্দিশ্য অধ্যাত্মাদিভাগত্রয়ম-ভাবয়ৎ)। তস্যাভিতপ্তস্য (ভাবিতস্য) মুখং নিরভিদ্যত (বিদির্ণমভবৎ) যথাণ্ডম্। মুখাদ্ বাক্ বাচোঽগ্নির্নাসিকে নিরভিদ্যেতাং নাসিকাভ্যাং প্রাণঃ প্রাণাদ্ বায়ুরক্ষিণী নিরভিদ্যেতামক্ষিভ্যাং চক্ষুশ্চক্ষুষ আদিত্যঃ কর্ণৌ নিরভি-দ্যেতাং কর্ণাভ্যাং শ্রোত্রং শ্রোত্রাদ্ দিশস্ত্বঙ্ নিরভিদ্যত ত্বচো লোমানি লোমভ্য ওষধিবনস্পতয়ো হৃদয়ং নিরভিদ্যত হৃদয়ান্মনো মনসশ্চন্দ্রমা নাভির্নিরভিদ্যত নাভ্যা অপানোঽ-পানান্ মৃত্যুঃ শিশ্নং নিরভিদ্যত শিশ্নাদ্রেতো রেতস আপঃ।' এবং 'অগ্নির্বাগভূত্বা মুখং প্রাবিশদ্—আপো রেতো ভূত্বা শিশ্নং প্রাবিশন্।'—ঐতরেয়োপনিষৎ ১ম খঃ ৪ শ্লো এবং ২য় খঃ ৪ শ্লো ॥ ৩২ ॥

যোঽসৌ গুণক্ষোভকৃতো বিকারঃ
প্রধানমূলান্মহতঃ প্রসূতঃ।
অহং ত্রিবিন্মোহবিকল্পহেতু-
র্বৈকারিকস্তামস ঐন্দ্রিয়শ্চ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়। গুণক্ষোভকৃতঃ (গুণক্ষোভং করোতীতি (গুণক্ষোভকৃৎ) তথা ততঃ পরমেশ্বরাৎ কালাদ্বা নিমিত্তাৎ) প্রধানমূলাৎ (প্রধানং মূলমুপাদানং যস্য তস্মাৎ) মহতঃ প্রসূতঃ (উদ্ভূতঃ) যঃ অসৌ অহম্ (অহঙ্কারঃ সঃ) বৈকারিকঃ তামসঃ ঐন্দ্রিয়ঃ চ (ইতি) ত্রিবৃৎ (ত্রিবিধঃ) মোহবিকল্পহেতুঃ (মোহময়স্য বিকল্পস্য হেতুঃ) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ। গুণক্ষোভকারী পরমেশ্বর বা কালকে নিমিত্ত করিয়া প্রধানমূলক মহত্তত্ত্ব হইতে প্রসূত বিকারাত্মক অহঙ্কার—বৈকারিক, তামস ও ঐন্দ্রিয় এই তিনপ্রকারে মোহময় বিকারের কারণ ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ। নম্বসৌ নানাবিকারময়ঃ প্রাকৃতঃ প্রপঞ্চঃ সত্যো মিথ্যা বা বাদিনাং মতবৈবিধ্যানিশ্চেতুমশক্যত্বাৎ পৃচ্ছত ইত্যাকাঙ্ক্ষায়ামনুবাদপূর্ব্বকমাহ,—যোঽসাবিতি দ্বাভ্যাম্। গুণক্ষোভকার্য্যঃ বিকারময়ঃ প্রপঞ্চপ্রধানমূলাৎ প্রধানহেতুকাৎ মহতঃ সকাশাৎ প্রসূত উদ্ভূতো যোঽহং অহঙ্কারস্তস্মাত্রিবৃৎ ত্রিরূপীভূতঃ। ত্রিবৃত্ত্বমেবাহ—বৈকারি-কস্তামস ঐন্দ্রিয়শ্চেতি। অধিদৈবাধিভূতাধ্যাত্মাদিময়ঃ

স হি মোহবিকল্পহেতুঃ। মোহেনাজ্ঞানেন হেতুনা সত্যো বা মিথ্যা বা নিত্যো বেত্যেবং বিকল্পস্য হেতুঃ ॥ ৩৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। আচ্ছা, ঐ নানাবিকারময় প্রাকৃত প্রপঞ্চ সত্য অথবা মিথ্যাবাদিগণের মত বিবিধ হওয়ায় নিশ্চয় করার অসামর্থজন্য জিজ্ঞাসা করা হইতেছে, এই আকাঙ্ক্ষায় দুইটি শ্লোকে অনুবাদ পূর্ব্বক বলিতেছেন। গুণক্ষোভকার্য্য বিকারময় প্রপঞ্চ। প্রধানমূল—প্রধানহেতু মহৎ হইতে প্রসূত উদ্ভূত যে অহং বা অহঙ্কার, তাহা হইতে ত্রিবৃৎ ত্রিরূপীভূত। ত্রিবৃৎ-ভাব বলিতেছেন। বৈকারিক তামস ও ইন্দ্রিয়। অধিদৈব-অধিভূত-অধ্যাত্মাদিময় সেই মোহবিকল্পহেতু—মোহ অর্থাৎ অজ্ঞানহেতু সত্য বা মিথ্যা বা নিত্য—এইরূপ বিকল্পের হেতু ॥ ৩৩ ॥

অনুদর্শিনী। কালরূপী পরমেশ্বরের উপলক্ষে প্রকৃতির গুণবৈষম্যে প্রথমে মহত্তত্ত্বের সৃষ্টি হয়, মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কারের উৎপত্তি হয়। তাহা হইতে—

সোঽহঙ্কার ইতি প্রোক্তো বিকুর্ব্বন্ সমভূৎত্রিধা।
বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চেতি যদ্ভিদা।
দ্রব্যশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তির্জ্ঞানশক্তিরিতি প্রভো।

ভাঃ ২।৫।২৪

শ্রীশুকদেব কহিলেন—তাহাই অহঙ্কার নামে কথিত, সেই তত্ত্বই বিকারপ্রাপ্ত হইয়া বৈকারিক, তৈজস ও তামস অর্থাৎ সাত্ত্বিক রাজস ও তামস অহঙ্কার—এই তিনপ্রকারে উদ্ভূত হয়। তামস অহঙ্কার-তত্ত্বের শক্তি দ্রব্যস্বরূপ আকাশাদি মহাভূতে, রাজস-অহঙ্কারতত্ত্বের শক্তি ইন্দ্রিয়গণে এবং সাত্ত্বিক অহঙ্কারতত্ত্বের শক্তি ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবতার উপর ক্রিয়া করিয়া থাকে।

সুতরাং এই সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস বা অধিদৈব, আধ্যাত্ম এবং অধিভূত ভেদে ত্রিবিধরূপ গ্রহণ করতঃ অজ্ঞানহেতু সত্য, মিথ্যা, নিত্য অনিত্য ইত্যাদি বিবিধ ভ্রম আনয়ন করে ॥৩৩॥

আত্মাপরিজ্ঞানময়ো বিবাদো
হ্যস্তীতি নাস্তীতি ভিদার্থনিষ্ঠঃ।
ব্যর্থোঽপি নৈবোপরমেত পুংসাং
মত্তঃ পরাবৃত্তধিয়াং স্বলোকাৎ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়। (স কুতো নিবর্ত্ততে—) পরিজ্ঞানময়ঃ (সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞানস্বরূপঃ) আত্মা অস্তি ইতি নাস্তি বা ইতি বিবাদঃ ভিদার্থনিষ্ঠঃ (ভেদবিষয়কএব নতু বস্তুমাত্রনিষ্ঠঃ অতঃ বাদিনাং পরস্পরযুক্তিভিরেব নিরাকৃতত্বাৎ ভেদস্য মোহময়ত্বং সিদ্ধমিতি) ব্যর্থঃ (অর্থরহিতঃ) অপি স্বলোকাৎ (স্বরূপভূতাৎ) মত্তঃ পরাবৃত্তধিয়াং (বহির্ম্মুখানাং) পুংসাং ন এব উপরমেত (নৈবোপরমেত প্রত্যুত তৎকৃতৈঃ কর্ম্মভিরুচ্চনীচদেহেষু তে সংসরন্তীতি ভাবঃ) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ। আত্মা অখণ্ড জ্ঞানস্বরূপ, 'আছেন' কি 'নাই' এইপ্রকার ভেদজ্ঞানমূলক বিবাদ ব্যর্থ হইলেও আমা হইতে বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণের সেই বিবাদ কখনও নিবৃত্ত হয় না ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ। সংশয়চ্ছেত্তারো বিবাংস এব তত্ত্বনিশ্চায়কা ইতি চেত্তেষামপি বিবাদো নোপশাম্যতীত্যাহ—আত্মেতি। প্রপঞ্চোঽয়মস্তীতি সত্য ইতি কশ্চিদুপপত্ত্যা নিশ্চিনোতি, তন্মতং দূষয়িত্বা নাস্তীতি মিথ্যেতি কশ্চিন্নিশ্চিনোতীতি বিবাদো হ্যাত্মনঃ পরমাত্মতত্ত্বস্যাপরিজ্ঞানসূচক ইত্যর্থঃ। আত্মনি অনুভবগোচরীকৃতে বিবাদানুপপত্তেঃ। ভিদার্থে মত্তিন্নে এব অর্থে প্রয়োজনে ন তু ময়ি নিষ্ঠা নিতরাং স্থিতির্যস্মাৎ সঃ। যদ্বা ভিদা বিদারণং পরমত খণ্ডনমেবার্থস্তত্রৈব নিষ্ঠা যস্য সঃ। কিঞ্চ ব্যর্থো বিফলঃ তস্মাৎ ন পুণ্যং ন পাপং ন স্বর্গো ন নরকশ্চেত্যেবং নিষ্প্রয়োজনোঽপি নোপরমেতেতি মন্মায়াশক্তেরেব স স্বভাব ইতি ভাবঃ। যদুক্তং "যচ্ছক্তয়ো বদতাং বাদিনাং বৈ বিবাদসম্বাদভুবো ভবন্তি" ইতি। কিঞ্চ বহুসম্ভবাস্তে মৎপ্রাপকং মার্গং প্রাপ্যাপি তে ততশ্চ্যুতা ভবন্তীত্যাহ—মত্তঃ পরাবৃত্তধিয়ামিতি। বেদশাস্ত্রার্থো হি মৎপ্রাপকো মার্গ এব তং বিদ্বাংসস্তে মাংপ্রাপ্তুং প্রবৃত্তধিয়োঽপি মধ্যে বিবাদমঙ্গীকৃত্য মত্তঃ সকাশাৎ পরাবৃত্তধিয়ো ভবন্তীতি ভাবঃ। মত্তঃ কীদৃশাৎ স্বলোকতঃ স্বান্ ভক্তানেব লোকতে কৃপয়া পশ্যতি নান্যানিতি তথা তস্মাৎ ভক্তাশ্চ বিবাদানুৎপত্তিরূপ এব তেন মচ্চিন্তনাদিনৈব স্বায়ুঃ সফলয়িতব্যং নতু

বিবাদাস্পদস্য প্রপঞ্চস্য তত্ত্বনিশ্চয়জিজ্ঞাসয়া তদ্বিফলয়িতব্যমিতি ব্যঞ্জিতম্ ॥৩৪॥

বঙ্গানুবাদ। সংশয়চ্ছেত্তা বিদ্বান্ই তত্ত্বনিশ্চায়ক—এই যদি হয়, তবে তাঁহাদেরও বিবাদের উপশম হইবে না কি? তাই বলিতেছেন। ইহা প্রপঞ্চ হইতেছে, কেহ উপপত্তিদ্বারা নিশ্চয় করিতেছেন ইহা সত্য, সেই মতের দোষ দিয়া কেহ বা উহা নাই, মিথ্যা এই নিশ্চয় করিতেছেন। এইভাবে বিবাদই আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মতত্ত্বে অপরিজ্ঞানই সূচিত করে, এই অর্থ। আত্মতত্ত্ব অনুভবগোচরীকৃত হইলে বিবাদ অসম্ভব হইত। তদর্থে—মদ্বিষয় অর্থে প্রয়োজনে, আমাতে নহে যাহার নিষ্ঠা নিতরাং (খুব অধিক পরিমাণে) নিষ্ঠা এমন বিবাদ। আর ব্যর্থ—বিফল, তাহা হইতে পুণ্য নয়, পাপ নয়, স্বর্গ নয়, নরকও নয়, এইরূপ নিষ্প্রয়োজন হইলেও উপরমপ্রাপ্ত বা নিবৃত্ত হয় না। ইহা আমার মায়াশক্তির সেই স্বভাব, এই ভাব। যেরূপ বলা হইয়াছে—"যাঁহার মায়াশক্তিসমূহ বিবদমান পণ্ডিতদিগের বিবাদের ও সংবাদের কারণ হইয়াছে" (ভাঃ ৬।৪।৩১)। আর বহু জন্মের পর আমাকে যে পথে পাওয়া যায়, তাহা পাইয়াও তাহারা তাহা হইতে চ্যুত হয়। তাই বলিতেছেন, আমা হইতে পরাবৃত্তধী। বেদশাস্ত্রই আমার প্রাপক মার্গ। তাহা জানিয়া তাহারা আমাকে পাইতে প্রবৃত্তধী (উন্মুখ) হইয়াও মধ্যে বিবাদ স্বীকার পূর্ব্বক আমা হইতে পরাবৃত্তধী (বহির্ম্মুখ) হইয়া পড়ে, এই ভাব। কিরূপ আমা হইতে? স্বলোক—স্বীয় ভক্তগণকে যিনি লোকন বা কৃপার সহিত দর্শন, অন্য কাহাকেও নহে, এমন আমা হইতে। সেই হেতু ভক্তগণও বিবাদ অনুৎপত্তিস্থ (অর্থাৎ বিবাদ হইতে দূরে থাকেন)। অতএব আমার চিন্তনাদিদ্বারাই স্বীয় আয়ুঃ সফল করা উচিত, বিবাদের আস্পদ প্রাপঞ্চিক তত্ত্বনিশ্চয়দ্বারা উহা বিফল করা উচিত নহে—এই কথারই ধ্বনি হইতেছে ॥ ৩৪ ॥

অনুদর্শিনী। 'অসদস্তি চ সন্নাস্তীত্যেবং ভেদাদিবাদনং। সদৈব হরিপাদাব্জ-বিমুখানাং প্রবর্ত্ততে ॥'—ব্রহ্মতর্কে।

অজ্ঞানই যখন সত্য-মিথ্যা-নিত্য—এই সব বিবাদের কারণ, তখন জ্ঞানোদয়ে ঐ বিবাদ উপশম হইবে কিনা—প্রশ্নোত্তরে শ্রীভগবান্ বলিলেন—আমার অনুভবে বিবাদ থাকিতে পারে না। কিন্তু আমাতে বিমুখ ব্যক্তিগণ আমার মায়াদ্বারা মোহিত হইয়া আমাকেই প্রয়োজনতত্ত্ব জ্ঞান না করিয়া আমাতে নিষ্ঠার অভাবে তর্কনিষ্ঠ হয়। এই বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণের বিবাদের শান্তি ত' হয়ই না, অধিকন্তু বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া এবং আমার প্রাপ্তিমার্গ ভক্তিকে অবগত হইয়াও মধ্যপথে আমাকে আশ্রয় না করায় তর্কাশ্রয়ে চ্যুত হয়। কিন্তু যাঁহারা বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ভক্তবৎসল কৃপালু আমাতেই উন্মুখ হন, তাঁহারা আমাতে নিষ্ঠাযুক্ত হওয়ায় বৃথা বিবাদে বিরত হইয়া আমারই ভজনে নিরত হন।

ভগবদ্বহির্ম্মুখতায় বিবাদমাত্র প্রসব করে কিন্তু জ্ঞান উদয় করে না। আর ভগবদনুমুখতায় আনুষঙ্গিক ভাবে জ্ঞান ত' লাভ হয়ই, পরন্তু মুখ্যরূপে পরম পুরুষার্থ লক্ষণ ভগবৎপ্রাপ্তি হয়। তখন প্রাপঞ্চিক তত্ত্ব নিশ্চয়ে বৃথা সময়ক্ষেপ না করিয়া অপ্রাকৃত ভগবত্তত্ত্ব চিন্তনাদিতে দুর্লভ মানব-জীবনের পরমায়ু সফল করা কর্ত্তব্য ॥ ৩৪ ॥

শ্রীউদ্ধব উবাচ

ত্বত্তঃ পরাবৃত্তধিয়ঃ স্বকৃতৈঃ কর্ম্মভিঃ প্রভো।
উচ্চাবচান্ যথা দেহান্ গৃহ্নন্তি বিসৃজন্তি চ ॥
তন্মমাখ্যাহি গোবিন্দ দুর্ব্বিভাব্যমনাত্মভিঃ।
ন হ্যেতৎ প্রায়শো লোকে বিদ্বাংসঃ সন্তি বঞ্চিতাঃ ॥৩৫-৩৬ ॥

অন্বয়। শ্রীউদ্ধবঃ উবাচ—(হে) প্রভো, ত্বত্তঃ পরাবৃত্তধিয়ঃ (নিবৃত্তবুদ্ধয়ঃ) স্বকৃতৈঃ কর্ম্মভিঃ যথা (যেন প্রকারেণ) উচ্চাবচান্ উৎকৃষ্টান্ অপকৃষ্টান্ দেহান্ (শরীরাণি) গৃহ্নন্তি বিসৃজন্তি (ত্যজন্তি) চ (হে) গোবিন্দ, অনাত্মভিঃ (অল্পবুদ্ধিভিঃ) দুর্ব্বিভাব্যং (দুর্জ্ঞেয়ং) তৎ (বাস্তবজ্ঞানো দেহাদ্দেহান্তরগমনং মৎকৃতঃ কর্ম্মাণি

নিত্যস্য চ জন্মমরণাদীনি কথমিতি তৎ সর্ব্বং) মম (মাং) আখ্যাহি (কথয়) হি (যস্মাৎ সর্ব্বে) বঞ্চিতাঃ (মায়য়া মোহিতাঃ অতঃ) লোকে (জগতি) প্রায়শঃ এতৎ বিদ্বাংসঃ ন সন্তি ॥ ৩৫-৩৬ ॥

অনুবাদ। শ্রীউদ্ধব বলিলেন—হে প্রভো, যাহারা আপনা হইতে বহির্ম্মুখ, সেই সকল জীব নিজকৃত কর্ম্মানুযায়ী যে প্রকারে উচ্চনীচ নানা দেহ ধারণ ও ত্যাগ করে, হে গোবিন্দ। আপনি অল্পবুদ্ধি মানবগণের দুর্জ্ঞেয় সেই তত্ত্ব বর্ণন করুন। যেহেতু জগতের প্রায় সকলেই আপনার মায়ায় মোহিত, অতএব এই তত্ত্ব জানেন, এতাদৃশ লোক প্রায় নাই ॥ ৩৫-৩৬ ॥

বিশ্বনাথ ত্বত্ত ইতি। যদি বুদ্ধিস্ত্বত্তঃ পরাবৃত্তাভূৎ তদৈব তেষাং কর্ম্মভির্বন্ধঃ। ততশ্চ উচ্চাবচান্ উত্তমাধমান্ দেহান্ স্থূলান্ যথা গৃহ্ণন্তি যথা বিসৃজন্তীতি ত্বদ্বিমুখানাং জন্মমরণয়োঃ প্রকারং ব্রূহীত্যর্থঃ। অনাত্মবিৎপ্রবুদ্ধিভির্দুর্বিভাব্যং ভাবয়িতুমপ্যশক্যং কিং পুনর্বক্তুমিত্যর্থঃ। ননু লোকে বিজ্ঞা বহবঃ সন্ত্যস্ত এবৈতৎ প্রষ্টব্যাস্তত্রাহ—নহীতি। বঞ্চিতাস্ত্বন্মায়য়া মোহিতাঃ ॥ ৩৫-৩৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। যদি বুদ্ধি আপনা হইতে পরাবৃত্ত হইয়া থাকে, তখনই তাহাদের কর্ম্মদ্বারা বন্ধন। তদনন্তর উচ্চাবচ অর্থাৎ উত্তম অধম স্থূলদেহসমূহকে যেমন গ্রহণ করে, যেমন ত্যাগ করে, এইরূপ আপনা হইতে বিমুখ জনগণের জন্ম ও মরণের প্রকার বলুন, এই অর্থ। অনাত্ম অর্থাৎ অল্পবুদ্ধিদ্বারা দুর্বিভাব্য ভাবিতে অসমর্থ (ভাবনার অযোগ্য) বলিতেত' পারিবেই না, এই অর্থ। আচ্ছা, পৃথিবীতে ত' বহু বিজ্ঞজন আছেন, তাঁহাদিগকেই এই প্রশ্নকরা ভাল,—এরূপ ক্ষেত্রে বলিতেছেন—না, না। বঞ্চিত অর্থাৎ আপনার মায়ামোহিত ॥ ৩৫-৩৬ ॥

অনুদর্শিনী। আত্মা ব্যাপক অকর্ত্তা ও নিত্য। সুতরাং ব্যাপকের দেহান্তর গ্রহণ অকর্ত্তার কর্ম্ম এবং নিত্য বস্তুর জন্ম ও মৃত্যু কিরূপে সম্ভব হয় ? জগতের প্রায় সকলেই ভগবানের মায়ায় মোহিত। সুতরাং ইহার তত্ত্ব জানেন, এতাদৃশ লোক প্রায়ই নাই। মায়াধীশ শ্রীভগবানই এই প্রশ্নের সুমীমাংসক বলিয়া চতুর ভক্ত উদ্ধবের এই প্রশ্ন ॥ ৩৫-৩৬ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

মনঃ কর্ম্মময়ং নৃণামিন্দ্রিয়ৈঃ পঞ্চভির্যুতম্।
লোকাল্লোকং প্রয়াত্যন্য আত্মা তদনুবর্ত্ততে ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়। (লিঙ্গশরীরাধ্যাসেন সর্ব্বং ঘটত ইত্যুত্তরমাহ) শ্রীভগবান্ উবাচ—পঞ্চভিঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ যুতং নৃণাং কর্ম্মময়ং (কর্ম্মসংস্কারযুক্তং) মনঃ (এব) লোকাৎ লোকং (দেহাদ্দেহান্তরং প্রতি) প্রযাতি (গচ্ছতি ততঃ) অন্যঃ (এব) আত্মা তৎ (মনঃ) অনুবর্ত্ততে (অহঙ্কারেণানুগচ্ছতি) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ। শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে উদ্ধব, মনুষ্যগণের কর্ম্মসংস্কারযুক্ত মনই পঞ্চ ইন্দ্রিয়গণের সহিত এক দেহ হইতে দেহান্তরে গমন করে। আত্মা তাহা হইতে ভিন্ন হইয়াও অহঙ্কারদ্বারা সেই মনের অনুগমন করিয়া থাকে ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ। মনঃ মনঃ প্রধানং সূক্ষ্মশরীরমেব লোকাল্লোকান্তরং যাতি। কর্ম্মময়ং কর্ম্মাধীনং। আত্মা জীবোঽন্যস্ততো ভিন্নোঽপি তদপহিতত্বাদেব তৎ সূক্ষ্মশরীরং অনুবর্ত্ততে অনুগচ্ছতি ॥ ৩৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। মন অর্থাৎ মনঃপ্রধান সূক্ষ্মশরীরই এক লোক হইতে অন্য লোকে গমন করে। কর্ম্মময়—কর্ম্মাধীন। আত্মা-জীব। অন্য তাহা (মন বা সূক্ষ্মদেহ) হইতে ভিন্ন হইয়াও তদপহিত বলিয়াই সেই সূক্ষ্মশরীরের অনুবর্ত্তন বা অনুগমন করে ॥ ৩৭ ॥

অনুদর্শিনী। স্থূল ও সূক্ষ্মভেদে আত্মার দুইটী উপাধি। তন্মধ্যে—দেহ স্থূল উপাধি এবং কর্ম্মাধীন মনই সূক্ষ্ম উপাধি। জীবের মনই, ইন্দ্রিয়গণের সহিত কর্ম্মফলানুসারে এক লোক হইতে অন্য লোকে গমন করে। আত্মা সূক্ষ্মশরীর হইতে ভিন্ন হইলেও আবরণের গমনে তাহার গমন সাধিত হয় অর্থাৎ সূক্ষ্মশরীরের অনুগমন করে। ইহাই আত্মার দেহান্তরে গমন।

দেহেন জীবভূতেন লোকাল্লোকমনুব্রজন্।
ভুঞ্জান এব কর্ম্মাণি করোত্যবিরতং পুমান্॥ ভাঃ ৩।৩১।৪৩

শ্রীকপিলদেব বলিলেন—পুরুষ অর্থাৎ আত্মা, উপাধি-স্বরূপ লিঙ্গশরীরসহ এক লোক হইতে অন্য লোকে গমন পূর্ব্বক নিরন্তর কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে কিন্তু তথাপি পুনরায় সেই কর্ম্মেই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। "লিঙ্গশরীরদ্বারা মর্ত্ত্যলোক হইতে স্বর্গ-নরকাদি ভ্রমণ করে। উপাধি-গমনেই উপহিত জীবের গমন সম্ভব হয়। লিঙ্গদেহদ্বারাই কর্ম্ম করে এবং লিঙ্গদেহদ্বারাই ভোগ করে।"—শ্রীবিশ্বনাথ ॥ ৩৭ ॥

ধ্যায়ন্মনোঽনু বিষয়ান্ দৃষ্টান্ বানুশ্রুতানথ।
উদ্যৎ সীদৎ কর্ম্মতন্ত্রং স্মৃতিস্তদনু শাম্যতি ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়। কর্ম্মতন্ত্রং (কর্ম্মাধীনং) মনঃ (কর্ম্মোপস্থাপিতান্) দৃষ্টান্ (ইহ স্থিতান্) অনুশ্রুতান্ (বেদোক্তান্) বা বিষয়ান্ অনুধ্যায়ৎ (অনুক্ষণং চিন্তয়ৎ) অথ (অনন্তরং ধ্যায়মানেষু) উদ্যৎ (আবির্ভবৎ) সীদৎ (লীয়মানং ভবতি) তৎ (তদনন্তরং তস্য) স্মৃতিঃ (পূর্ব্বানুসন্ধানং) শাম্যতি (নশ্যতি) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ। কর্ম্মাধীন মন দৃষ্ট ও শ্রুতবিষয়ের অনুক্ষণ চিন্তা করিতে করিতে ঐ চিন্তিত বিষয়সমূহের মধ্যে আবির্ভূত হইয়া লীন হইয়া থাকে, অনন্তর তাহার স্মৃতি নষ্ট হয় ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ। এবং সর্ব্বদৈব সূক্ষ্মশরীরানুবর্ত্তিনো জীবাত্মনঃ স্থূলশরীরেণ বিয়োগ এব মৃত্যুঃ সংযোগ এব জন্মেতি ব্রুবংস্তয়োরপি স্থূলবিয়োগ-সংযোগয়োঃ সর্ব্বথা স্মৃতিবিয়োগস্মৃতিসংযোগাবেব কারণমিত্যাহ,—ধ্যায়ন্নিতি। কর্ম্মতন্ত্রং কর্ম্মাধীনং মনঃ কর্ম্মোপস্থাপিতান্ দৃষ্টান্ বিষয়ান্ মর্ত্ত্যলোকস্থান্ পরদারাদীন্ শ্রুতান্ দেবলোকস্থান্ তানেব ধ্যায়ৎ সৎ অথ ক্ষণান্তরং ধ্যেয়েষু তেষ্বেব উদ্যৎ তদাকারী-ভবৎ সীদৎ পূর্ব্বধ্যাতেভ্যো বিষয়েভ্যঃ সর্ব্বথা বিচ্যুতী-ভূতং ভবতি তদনু তদনন্তরং তস্য স্মৃতিঃ পূর্ব্বপরানুসন্ধানং নশ্যতি ॥ ৩৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। এইরূপ সর্ব্বদাই সূক্ষ্মশরীরের অনুবর্ত্তী জীবাত্মার স্থূলশরীরের সহিত বিয়োগই মৃত্যু, সংযোগেই জন্ম, এই কথা বলিয়া সেই স্থূলবিয়োগসংযোগ দুইটীরও সর্ব্বথা স্মৃতিবিয়োগ ও স্মৃতিসংযোগই কারণ, তাই বলিতেছেন। কর্ম্মতন্ত্র—কর্ম্মাধীন মন কর্ম্মোপ-স্থাপিত দৃষ্ট বিষয়সমূহ অর্থাৎ মর্ত্ত্যলোকস্থ পরদারাদি এবং শ্রুত অর্থাৎ দেবলোকস্থ বিষয়সমূহ ধ্যান করিতে করিতে অথ অর্থাৎ ক্ষণান্তরে ধ্যেয় সেই সমস্ত বিষয়ে উদ্যৎ অর্থাৎ তদাকারী বা আবির্ভূত হইয়া সীদৎ অর্থাৎ পূর্ব্বধ্যাত বিষয়গুলি হইতে সর্ব্বথা বিচ্যুত হয়। তদনু অর্থাৎ তাহার পর তাহার স্মৃতি অর্থাৎ পূর্ব্বপরানুসন্ধান শম বা নাশ প্রাপ্ত হয় ॥ ৩৮ ॥

অনুদর্শিনী। মনের পূর্ব্বদেহ-বিয়োগ এবং দেহান্তরসংযোগ কিরূপে হয়, এই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্ বলিলেন যে, পূর্ব্ব স্থূলশরীরের ত্যাগই মৃত্যু এবং নূতন দেহ সংযোগই জন্ম। এইরূপ মৃত্যু এবং জন্ম স্বাভাবিক দেহে থাকাকালেই স্মৃতিবিয়োগে এবং স্মৃতিসংযোগে অহরহ ঘটিতেছে। কর্ম্মাধীন মন ইহলোকের পরদারাদি দর্শন এবং দেবলোকস্থ বিষয়সমূহের কথা শ্রবণ করিয়া তাহাতেই নিবিষ্ট হইয়া পড়ে এবং ঐ পরদারাদি ও দেবলোকস্থ বিষয় ভাবনা করিতে করিতে দৃষ্ট বা শ্রুত কাল্পনিক দেহ প্রাপ্ত হইয়া স্বাভাবিক দেহও বিস্মৃত হইয়া যায়। তাহার পর তাহার স্মৃতিও নষ্ট হয়।

শয়ানমিমমুৎসৃজ্য শ্বসন্তং পুরুষো যথা।
কর্ম্মাত্মন্যাহিতং ভুঙ্‌ক্তে তাদৃশেনেতরেণ সা ॥
ভাঃ ৪।২৯।৬১

নিদ্রিত ব্যক্তি যেমন নিদ্রাকালে নিজ বর্ত্তমান দেহকে বিস্মৃত হইয়া জাগ্রতের ন্যায় অন্যপ্রকার দেহে অভিমান বশতঃ তদ্রূপ আপনাকে চিন্তা করে এবং তৎকালে ঐ দেহে তৎকাল-প্রেরিত সুখদুঃখাদি ভোগকে জাগ্রদ্দশার ন্যায় ভোগ করে তাহার ন্যায় স্বপ্নদেহ সদৃশ কর্ম্মজন্য পশ্বাদি দেহ অথবা অন্য দেহ দ্বারা লোকান্তরে ফলভোগ করে।

শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকেও বলিয়াছেন যে,—

যং যং বাপি স্মরণ্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ ভাবভাবিতঃ ॥ গী ৮।৬

অর্থাৎ অন্তে যিনি যে ভাব স্মরণ করতঃ কলেবর পরিত্যাগ করেন, তিনি সেই ভাবভাবিত তত্ত্বকেই লাভ করেন।

ভাবং পদার্থং। তং তমেব ভাবদেহত্যাগোত্তরমিতি। যথা ভরতো দেহান্তে মৃগং চিন্তয়ন্ মৃগোঽভূৎ। অন্তিমস্মৃতিশ্চ পূর্ব্বস্মৃতিবিষয়ৈব ভবতীত্যাহ,—সদেতি। তদ্ভাবভাবিতস্তৎস্মৃতিবাসিতচিত্তঃ।—শ্রীবলদেব।

ভাব অর্থাৎ পদার্থ। সেই ভাব দেহত্যাগান্তর। যথা ভরত দেহ ত্যাগকালে মৃগচিন্তা করিয়া মৃগ হইয়াছিলেন। পূর্ব্বচিন্তিত বিষয়দ্বারাই অন্তিমচিন্তা হয়, এই জন্য বলিতেছেন সদা ইত্যাদি। তদ্ভাবভাবিত অর্থাৎ তৎস্মৃতিবাসিত চিত্ত অর্থাৎ তৎস্মৃতিভাবিতচিত্ত।

অতএব মনোনিষ্ঠ-স্মৃতির বিয়োগ এবং স্মৃতির সংযোগই দেহান্তর প্রাপ্তির হেতু। মন কর্ম্মের অধীন, জীব যত কর্ম্ম করে, তাহার সকল সংস্কারই প্রসুপ্ত, ক্ষীণ এবং উদ্রিক্তভাবে মনোমধ্যেই নিহিত থাকে। অবস্থাভেদে অনুকূল পদার্থের উপস্থিতিতে এবং কালসহকারে সেই সকল সংস্কারই বাসনারূপে হৃদয়মধ্যে জাগরূক হইয়া উঠে। সুতরাং হৃদয়ে একটী ভাবের উদয় হইলে, তাহার পূর্ব্ববর্ত্তীভাব সম্পূর্ণ ভুলিয়া যায়। মন, সেই ভাবে আত্মভাবনা করতঃ পূর্ব্ববর্ত্তী ভাবের বিষয় আর অনুশীলন করে না। এইরূপে ইহাতেই লিঙ্গদেহের দেহান্তর ঘটে, সুতরাং উপহিত আত্মারও সেই সঙ্গে দেহান্তর প্রাপ্তি হয় ॥ ৩৮ ॥

বিষয়াভিনিবেশেন নাত্মানং যৎ স্মরেৎ পুনঃ
জন্তোর্বৈ কস্যচিদ্ধেতোর্মৃত্যুরত্যন্তবিস্মৃতিঃ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়। (ততঃ কিমত আহ) বিষয়াভিনিবেশেন (কর্ম্মোপস্থাপিত-দেবাদিদেহেষু-অত্যন্তাভিনিবেশেন) আত্মানং (পূর্ব্বদেহং) পুনঃ ন স্মরেৎ (ইতি যৎ সৈব) কস্যচিৎ হেতোঃ (যাতনাদেহাদ্যভিনিবেশেন ভয়শোকাদেব দেবাদিদেহাভিনিবেশেন হর্ষতর্ষাদের্হেতোঃ পূর্ব্বদেহে) অত্যন্ত-বিস্মৃতিঃ (অহঙ্কারনিবৃত্তিস্তদভিমানিনঃ) জন্তোঃ (জীবস্য) মৃত্যুঃ বৈ (মৃত্যুরুচ্যতে, ন তু দেহবন্নাশঃ) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ। কর্ম্মফলের অনুরূপ বর্ত্তমানদেহের অনন্তর যে দেহ লাভ হয়, সেই দেহগত সুখ বা দুঃখে অত্যন্ত অভিনিবেশ জন্য পূর্ব্বদেহের যে বিস্মৃতি উহাই জীবের মৃত্যু ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ। ততঃ কিমত আহ,—বিষয়েতি। কর্ম্মোপস্থাপিতেষু দেবাদিদেহেষু যাতনাদেহেষু বা অত্যন্তাভিনিবেশেন আত্মানং পূর্ব্বদেহং পুনর্মনো ন স্মরেদিতি যৎ স মৃত্যুঃ। স্থূলদেহবিয়োগঃ। অত্যন্তা আত্যন্তিকী পূর্ব্বদেহবিষয়া বিস্মৃতির্যতঃ সঃ। কস্যচিদ্ধেতোঃ প্রারব্ধকর্ম্মসমাপ্তেরিত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। তাহার পর কি? অতএব বলিতেছেন। কর্ম্মোপস্থাপিত দেবাদিদেহে বা যাতনাদেহে অত্যন্ত অভিনিবেশজন্য আত্মা অর্থাৎ পূর্ব্বদেহ পুনর্ব্বার মন স্মরণ করিতে পারে না। এই যাহা, তাহাই মৃত্যু অর্থাৎ স্থূলদেহ বিয়োগ, যাহার জন্য পূর্ব্বদেহবিষয়ে আত্যন্তিক বিস্মৃতি। কিসের হেতু অর্থাৎ প্রারব্ধ-কর্ম্মের সমাপ্তিহেতু ॥ ৩৯ ॥

অনুদর্শিনী। মৃত্যুকালে জীব কর্ম্মানুসারে যদি বিকৃত দেহ সম্মুখে দেখিতে পায়—তখন সে ভয় ও শোকে বিহ্বল হইয়া মুখভঙ্গিতে কষ্টের পরিচয় দেয় এবং দেবাদি সৌম্যমূর্ত্তিদর্শনে আনন্দ ও আগ্রহের পরিচয় দেয়, উপস্থিত দেহে অত্যন্ত অভিনিবেশহেতু পূর্ব্বদেহ স্মৃতি মনের থাকে না। জাগতিক পদার্থের বিস্মৃতিতে যেমন সেই বস্তুর ত্যাগ বলা হয়, সেইরূপ পূর্ব্বদেহের অত্যন্ত-বিস্মৃতিকেই দেহত্যাগ বা মৃত্যু বলিয়া স্বীকার করা হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে দেহ ধ্বংসের ন্যায় জীবাত্মারনাশ বা ধ্বংস হয় না।

এতৎ প্রসঙ্গে 'জীবো হ্যস্যানুগো দেহো'—ভাঃ ৩৩১।৪৪—৪৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥ ৩৯ ॥

জন্ম ত্বাত্মতয়া পুংসঃ সর্ব্বভাবেন ভূরিদ।
বিষয়স্বীকৃতিং প্রাহুর্যথা স্বপ্নমনোরথঃ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়। (হে) ভূরিদ (প্রভূতদানশীল! উদ্ধব,) স্বপ্নমনোরথঃ যথা (স্বপ্নশ্চ মনোরথশ্চ যথা অভিমানমাত্রং তথা) সর্ব্বভাবেন (অভেদেন) বিষয়স্য (দেহস্য) আত্মতয়া (আত্মস্বরূপেন) স্বীকৃতিম্ (অভিমানং) তু এব পুংসঃ (জীবস্য) জন্মঃ প্রাহুঃ (আহুঃ ন তু দেহবস্তুৎপত্তিঃ) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ। হে প্রভূতদানশীল উদ্ধব, স্বপ্ন ও মনোরথ যেরূপ অভিমানমাত্র তদ্রূপ অভিন্নরূপে দেহে যে অহং বুদ্ধি অর্থাৎ দেহে আত্মাভিমানই জীবের জন্ম ॥ ৭০ ॥

বিশ্বনাথ। জন্মত্বিতি। বিষয়স্য কর্ম্মোপস্থাপিত-দেহস্য সর্ব্বভাবেন আত্মতয়া স্বীকৃতিং আত্যন্তিকমভিমানমেব জন্ম প্রাহুঃ। অভিমানমাত্রেণোৎপত্তিমরণয়োর্দৃষ্টান্তবয়ং। যথা স্বপ্নশ্চ মনোরথশ্চ সঃ। সর্ব্বোঽপি দ্বন্দ্বো বিভাষয়ৈকবত্তবতীত্যেকবচনম্ ॥ ৪০ ॥

বঙ্গানুবাদ। বিষয় অর্থাৎ কর্ম্মোপস্থাপিত দেহের সর্ব্বভাবে আত্মরূপে স্বীকার অর্থাৎ আত্যন্তিক অভিমানকেই জন্ম বলে। অভিমানমাত্রেই উৎপত্তি-মরণের দৃষ্টান্তদ্বয় যেমন স্বপ্ন ও মনোরথ। (সমস্ত দ্বন্দ্ব-সমাসই বিভাষা বা বিকল্পে এক বচন হয়, এ স্থলেও তাই) ॥ ৪০ ॥

অনুদর্শিনী। যেমন পূর্ব্বদেহের অত্যন্ত বিস্মৃতির নাম মৃত্যু, তেমনই প্রাপ্তদেহে অত্যাসক্তির নামই জন্ম বলিতে হইবে। এই আসক্তি কিন্তু পিতার পুত্রাদির দেহে আসক্তি করিবার ন্যায় নহে। দেহের সকলভাবে পূর্ণমাত্রায় আত্মভাব চিন্তনে অর্থাৎ এই দেহই আমি, এই আত্যন্তিক অভিমানই জন্ম। দেহ উৎপত্তি-বিনাশশীল, আত্মা কিন্তু অবিনাশী।

জন্ম-মৃত্যু-বিবেক। জীবাত্মা চেতন। তাহার জন্ম, মৃত্যু ও সংসার নাই। সেই আত্মার উপাধি দুইটী—লিঙ্গ ও স্থূল দেহ। তন্মধ্যে লিঙ্গ বা সূক্ষ্মদেহ বাসনাময় ও চিদাভাস এবং স্থূলদেহ বাসনানুযায়ী কর্ম্মসহায়ক ও জড়। স্থূলদেহ জীবের ভোগায়তন হইলেও সেই দেহে ভোগ বা গতাগতিরূপ পুনর্জন্মাদি হয় না, উহা সূক্ষ্মদেহ দ্বারাই হয়—'স জীবো যৎপুনর্ভবঃ' ভাঃ ১।৩।৩২ স্থূলশরীরের দ্বারা কর্ম্মসমূহ অনুষ্ঠিত হইলেও ঐ কর্ম্মের কর্ত্তা এবং ফলভোক্তা সূক্ষ্ম শরীর।

গতিশীল যানাদির আরোহী গতিবিশিষ্ট না হইয়াও যেরূপ যানাদির গতিতে গতিবিশিষ্ট, তদ্রূপ জীবের উপাধি সূক্ষ্মদেহের গমনেই উপহিত আত্মারও গমন সিদ্ধ হয়।

'অনেন পুরুষো দেহানুপাদত্তে বিমুঞ্চতি।'
ভাঃ ৪।২৯।৭৫

অর্থাৎ কর্ম্ম বাসনাময় সূক্ষ্মশরীর দ্বারাই দেহীজীব কর্ম্ম সহায়ক স্থূলদেহ গ্রহণ ও পরিত্যাগ করে। প্রতি জন্মেই নূতন দেহ প্রাপ্তি হয়। ঐরূপ স্থূলদেহের সংযোগ বা প্রাপ্তি—জন্ম এবং উহার বিয়োগই—মৃত্যু। প্রতি জন্মে ও মৃত্যুতে স্থূলদেহের প্রাপ্তি ও নাশ হইলেও সূক্ষ্ম দেহের বারংবার প্রাপ্তি বা নাশ হয় না। কিন্তু সূক্ষ্মদেহ যে কোন সময়ে আরম্ভ হইয়াছে, তাহা নিরূপণ করা অসম্ভব। তাই, ইহাকে 'অনাদিমান্' (ভাঃ ৪।২৯।৭০) বলা হইয়াছে।

(১) যদি প্রশ্ন হয় যে, পূর্ব্ব জন্মের যে স্থূল বা জড় দেহদ্বারা কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহা ইহলোকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্মানুসারে স্বর্গনরকাদিতে, ভিন্নদেহ লাভ করিয়া সেই সেই দেহে পূর্ব্বদেহকৃত কর্ম্মফল ভোগ করে কি প্রকারে?

উত্তর—স্থূলদেহ ব্যতীত জীবের যে আর একটী দেহ, সূক্ষ্মদেহ, সেই দেহ মনঃপ্রধান। সুতরাং পাপপুণ্যাদি মনঃপ্রধান ইন্দ্রিয়বর্গের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া তাহাদের ফল স্বর্গ নরকও মনঃপ্রধান ইন্দ্রিয়বর্গ দ্বারাই ভোগ হয়। স্থূলদেহের বিয়োগেও লিঙ্গদেহের বিয়োগ হয় না বলিয়া পুনর্জন্মে নূতন স্থূলদেহ প্রাপ্তিতে স্বর্গনরকে ঐ লিঙ্গদেহই ফলভোগ করিয়া থাকে। দেবর্ষি নারদ প্রাচীনবর্হিকে বলিয়াছেন—'যেনৈবারভতে কর্ম্ম তেনৈবামুত্র তৎপুমান্। ভুঙ্‌ক্তে হ্যব্যবধানেন লিঙ্গেন মনসা স্বয়ম্' ॥ ভাঃ ৪।২৯।৬০

যদি প্রশ্ন হয় যে, স্থূলদেহই ত বিষয়ভোগ করে, সূক্ষ্ম দেহের বিষয়ভোগ সিদ্ধ হয় কিরূপে ?

উত্তর—স্থূলদেহের চক্ষুদ্বারা রূপ দৃষ্ট হইলেও যদি ঐ চক্ষু ইন্দ্রিয়সহ মনের যোগ না হয়; অর্থাৎ আমরা যদি মনঃসংযোগ পূর্ব্বক রূপ দর্শন না করি, তাহা হইলে রূপ-বিষয় জ্ঞান লাভ হয় না। এইরূপে কর্ণ-নাসাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বাগাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়বর্গ সহ মনের যোগ না হইলে তত্তদিন্দ্রিয়ের দ্বারা শব্দগন্ধাদির সুষ্ঠু জ্ঞান লাভ এবং ভাষণাদি ক্রিয়াসমূহের অনুষ্ঠান হয় না। অতএব মনঃ-প্রধান লিঙ্গদেহই কর্ম্মকর্ত্তা ও ভোক্তা এবং স্থূলদেহ উহার সহায়ক।

প্রশ্ন—স্থূলদেহ ব্যতীত লিঙ্গদেহের বিষয়ভোগ হয় কি প্রকারে ?

উত্তর—যদিও লিঙ্গদেহ দ্বারা কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব সিদ্ধ হয়, তথাপি স্থূলদেহ ব্যতীত উহা সিদ্ধ হয় না সত্য, কিন্তু নিদ্রিত ব্যক্তি যেমন জাগ্রৎ দেহে শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করিতে করিতে স্বপ্নে সেই জীবন্তদেহের অভিমান ত্যাগ করিয়া ও উহা বিস্মৃত হইয়া মনঃকল্পিতদেহে 'আমি রাজা', 'আমি দরিদ্র' ইত্যাদি প্রত্যক্ষের ন্যায় অভিমান করতঃ মনে সংস্কাররূপে আহিত কর্ম্মভোগ করে এবং ভোগজনিত সুখ বা দুঃখ উপলব্ধি করে এবং এমন কি পার্শ্বস্থিত জাগ্রত ব্যক্তির নিকট হর্ষ বা শোকের পরিচয় দেয়; তদ্রূপ পরজন্মে শায়িত দেহসদৃশ কর্ম্মোপস্থাপিত অন্য স্থূলদেহ বা পশ্বাদিদেহ দ্বারা এবং লোকান্তরেও তদ্রূপ কর্ম্মফল ভোগ করে—

'শয়ানমিমমুৎসৃজ্য শ্বসন্তং পুরুষো যথা।
কর্ম্মাত্মন্যাহিতং ভুঙ্ক্তে তাদৃশেনেতরেণ বা ॥'
ভাঃ ৪।২৯।৬১

প্রশ্ন—স্থূলদেহের নাশ হইলেও সূক্ষ্মদেহের নাশ না হওয়ার প্রমাণ কি ?

উত্তর—স্বপ্নই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বাল্যে, যৌবনে জাগ্রদ্দশায় আমরা যে সকল বিষয় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ অনুভব করি, নিদ্রিতাবস্থায় ইন্দ্রিয়বর্গের উপরমেও সংস্কার রূপে কেবল মনোমধ্যে বিদ্যমান সেই বিষয় সকলই আমরা সত্যবৎ প্রতীতি করি। অতএব প্রত্যক্ষ অনুভূত বিষয়গুলিই স্বপ্নাবস্থায় বস্তুর অসদ্ভাবেও প্রত্যক্ষের ন্যায় দৃষ্ট হয় বলিয়া ঐ দর্শনকে 'স্মৃতি' বলে। আবার যাহা পূর্ব্বে অনুভূত হয় নাই, তাহা মনে স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে না। 'অননুভূতোঽর্থো ন মনঃ স্প্রষ্টুমর্হতি।' ভাঃ ৪।২৯।৬৫ তাই, জাগ্রত ও স্বপ্নাবস্থায় ঐ মনই সেই বিষয়-গুলি অনুভব করায়।

দৃষ্ট শ্রুত ও অনুভূত বিষয়ের স্মৃতি ত মনে আছেই এবং ঐরূপ বিষয়গুলি স্বপ্নে দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু বর্ত্তমান দেহে যে সকল বিষয় কদাপি অনুভূত উপভুক্ত, দৃষ্ট ও শ্রুত হয় নাই এপ্রকার বিষয়গুলির স্মৃতিও বর্ত্তমান জন্মে জাগ্রদ্দশায় মনোমধ্যে ও নিদ্রায় স্বপ্নে উপলব্ধ হয়। ইহার দ্বারা নিশ্চয়ভাবে বুঝিতে হইবে যে, অননুভূত অর্থ যখন মনে স্ফূর্ত্তি পায় না এবং বাল্যে দৃষ্ট বস্তু যেরূপ বার্দ্ধক্যে স্ফূর্ত্তি পায়; তদ্রূপ পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-স্থূলদেহ গত যে মনে সেই সকল বিষয়ের স্মৃতি ছিল, বর্ত্তমান দেহে অবস্থিত সেই মনেই সেই সকল বিষয়ই স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইতেছে। সুতরাং বাসনাময় লিঙ্গ বা সূক্ষ্মদেহাশ্রয়ি-জীবের তাদৃশ পূর্ব্বদেহ সম্বন্ধ জনিত অনুভূতিদ্বারাই বুঝা যায় যে, স্থূলদেহ নাশেও সূক্ষ্মদেহের নাশ হয় না।

প্রশ্ন—কখন কখনও স্বপ্নে দিবাভাগে নক্ষত্র এবং পর্ব্বতের উপরে সমুদ্র দৃষ্ট হয়,—সেগুলি কি ?

উত্তর—ধাতুবৈষম্য প্রযুক্ত এবং স্বপ্নগত ভ্রান্তিদ্বারাই ঐরূপ প্রতীত হয়।

অতএব, মনই জীবের পূর্ব্বাপর রূপের প্রকাশক—'মন এব মনুষ্যস্য পূর্ব্বরূপাণি শংসতি। ভবিষ্যতশ্চ ভদ্রং তে তথৈব ন ভবিষ্যতঃ ॥' ভাঃ ৪।২৯।৬৬। একই গৃহে জন্ম-গ্রহণকারী ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে একে উগ্র, অপরে শান্ত; একে কৃপণ, অপরে উদার; একে পরদ্রোহী, অপরে পরোপকারী দর্শনে এবং এইরূপে মনোবৃত্তির পরিচয়ে ঐক জীবের সহিত অন্য জীবের বা অপরের সহিত নিজের বৃত্তির বিচারে আমরা অন্যের ও নিজের সংস্কারানুযায়ী পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের ও কর্ম্মের পরিচয় পাইতে পারি এবং ভাবি জন্মে আমরা কিরূপ দেহসমূহ লাভ করিব, তাহাও বুঝিতে

পারি। আবার ইহ জন্মে কোনব্যক্তির জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি দর্শন করিয়া বুঝিতে পারি যে, ইনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে শমদমাদি গুণযুক্ত ছিলেন, ভবিষ্যতে ইহার আর জন্ম হইবে না, এই জন্মেই মুক্তি হইবে—এই পরিচয়ও মনই দিয়া থাকে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য। লিঙ্গ বা সূক্ষ্মদেহ অনাদি হইলেও ইহা যে বিনাশশীল তাহা আমরা শ্রীসনৎকুমারের উক্তি—'যদা রতির্ব্রহ্মণি··দহত্যবীর্য্যং হৃদয়ং জীবকোষম্' ভাঃ ৪।২২।২৬, শ্রীনারদের উক্তি—'স লিঙ্গেন বিমুচ্যতে' ভাঃ ৪।২৯।৮৩ এবং শ্রীভগবদুক্তি—'সম্পদ্যতে গুণৈর্মুক্তো জীবো জীবং বিহায় মাম্॥' ভাঃ ১১।২৫।৩৫ হইতে সুস্পষ্ট ভাবে জানিতে পারি এবং বুঝিতে পারি যে, ভগবদ্ভজনেই লিঙ্গভঙ্গ হয়। অতএব লিঙ্গদেহ অনাদি হইলেও উহা যে ভগবদ্বিস্মৃতি হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাও সহজে অনুমেয়। এইজন্য শ্রীমদ্ভাগবতের উপান্ত্যশ্লোকে (১২।১২।৫৫) পাওয়া যায় যে—

> অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ
> ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
> সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং
> জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান বিরাগযুক্তম্॥

অর্থাৎ কৃষ্ণপাদপদ্মের স্মৃতি জীবগণের অশুভবিনাশ, চিত্তশুদ্ধি, হরিভক্তি এবং বিজ্ঞানবৈরাগ্যযুক্ত-জ্ঞান ও মঙ্গল বিস্তার করিয়া থাকে।

এই শ্লোকের 'অবিস্মৃতি' শব্দের 'স্মৃতি' 'বিস্মৃতি' এবং 'ন বিস্মৃতি' বা 'অবিস্মৃতি' অর্থাৎ নিরন্তর স্মৃতি বিষয়ক জ্ঞান পাওয়া যায়।

'উৎসৃজতি তচ্চাপি স্বেন তেজসা।' ভাঃ ৭।২।৪৬

স্বকীয় তেজের দ্বারা অর্থাৎ ভজন বলে লিঙ্গদেহ ত্যাগ করেন। 'তাহা হইলে কিরূপে মোক্ষ হয়, তদুত্তরে—তত্তজন, স্বতেজে অর্থাৎ বিবেকবলেই 'হি' পদে অনুভবই প্রমাণ অর্থাৎ ভজনবল বা অনুভবই ইহার প্রমাণ'—শ্রীধর।

ইহার মীমাংসা আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্যেই পাই—

> 'কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব—অনাদি বহির্ম্মুখ।
> অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥
> সাধু-শাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
> সেই জীব নিস্তারে, মায়া তাহারে ছাড়য়॥'

চৈঃ চঃ ম ২০ পঃ।

জন্মমৃত্যু প্রকার। মৃত্যু বা স্থূলদেহের ত্যাগ কাল উপস্থিত হইলে যমদূতগণ কৃষ্ণসেবাবিমুখ ব্যক্তিকে স্থূলদেহ হইতে যাতনাদেহে নিরুদ্ধ করিয়া নিরানব্বই সহস্র যোজন পরিমাণ পথ অতি অল্প সময়ে অতিক্রম করাইয়া থাকে। গন্তব্য পথে যাইবার সময় ঐ ব্যক্তি নানাবিধ অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে করিতে এবং পাপাচারী ক্লেশপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণকে দেখিতে দেখিতে পাপবহুল অন্ধকারময় পথদ্বারা যমসদনে নীত হয়। তথায় বিচারানুযায়ী যাতনা ভোগ করিয়া যথাক্রমে অগ্নিতে আহুতি-প্রদত্ত হোমীয় দ্রব্যাদির সূক্ষ্মাংশে পরিণতের ন্যায় প্রবিষ্ট হয়। পরে ক্রমান্বয়ে ধূমাভিমানিনী রাত্র্যভিমানিনী কৃষ্ণপক্ষ এবং দক্ষিণাভিমানিনী দেবতাগণের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া চন্দ্রলোকে গমন করে। তথায় কর্ম্মানুরূপ ভোগ উপভোগ করতঃ ভোগের সমাপ্তি নিবন্ধন শোকাগ্নিতে তাৎকালিক ভোগদেহ বিলীন হইয়া যায়। তখন সেই জীব বৃষ্টিদ্বারে ভূমিতে নিপতিত হয় এবং ঔষধিরূপে পরিণত হয়। ঔষধিলতা হইতে অন্নে পরে অন্নভোক্তার রেতঃকণাকে আশ্রয় করিয়া কামিনীর গর্ভে প্রবেশ করে। গর্ভে ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া সপ্তম মাসে সর্ব্বাবয়ব-সম্পন্ন হয় এবং তখন তাহার জ্ঞানোদয় হয়। গর্ভে জঠরানলে দগ্ধ বিদগ্ধ হইয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মকৃত পাপ সকল স্মরণ হওয়ায় অনুতাপের সহিত আরাধ্য ভগবান্ শ্রীহরির স্মরণ করে। পরে দশমাসে প্রসব-বায়ু দ্বারা গর্ভ হইতে অধঃক্ষিপ্ত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে সকল কথাই বিস্মৃত হয়।

তাহার অভিপ্রেত যাহারা জানেনা সেইরূপ অজ্ঞব্যক্তি দ্বারা নবপ্রসূত শিশুরূপে নানা যাতনা ভোগান্তে পঞ্চবর্ষ অতিবাহিত করে। পরে পৌগণ্ড অবস্থায় অধ্যয়নাদির

দুঃখ অনুভব করে। ক্রমে ক্রমে যৌবনে পদার্পণ করিয়া বিষয়ীর সঙ্গে বিষয়-সুখ ভোগে প্রমত্ত হইয়া উদর ও উপস্থবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য সংসারে প্রবিষ্ট হয়। এইরূপে সংসার দুঃখকে সুখভ্রমে বহুমানন করিতে করিতে বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়া পূর্ব্বেরই ন্যায় নরকে প্রবেশ করে। আর যদি সাধুসঙ্গে কৃষ্ণসেবায় উদ্যম বিশিষ্ট হয় তাহা হইলে কৃষ্ণসেবা প্রাপ্ত হইয়া কৃতকৃতার্থ হয়।

শ্রীকপিলদেব বলিয়াছেন—

'যদ্যসদ্ভিঃ পথি পুনঃ শিশ্নোদরকৃতোদ্যমৈঃ।
আস্থিতো রমতে জন্তুস্তমো বিশতি পূর্ব্ববৎ॥'

ভাঃ ৩।৩১।৩২

'যদি সদ্ভিঃ পথি পুনঃ কৃষ্ণসেবা কৃতোদ্যমৈঃ।
আস্থিতো রমতে জন্তুঃ কৃষ্ণং প্রাপ্নোতি পূর্ব্ববৎ॥'

শ্রীলবিশ্বনাথ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব বলিয়াছেন—

'কৃষ্ণের সেবক জীব কৃষ্ণের মায়ায়।
কৃষ্ণ না ভজিলে এই মত দুঃখ পায়॥
কতদিনে কালবশে হয় বুদ্ধিমান্।
ইথে যে ভজয়ে কৃষ্ণ, সেই ভাগ্যবান॥
অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ, দুষ্ট সঙ্গ করে।
পুনঃ সেই মত মায়া-পাপে ডুবি মরে॥'

চৈঃ ভাঃ ম ১ম অঃ।২৩৩-৩৫।

শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে 'ভূরিদ' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। ভূরিদ শব্দে প্রভূত প্রদানশীলকে বুঝায়। জগতে অনেকে 'দাতা' নামে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহারা কেহই ভূরিদ উদ্ধবের-সমপর্য্যায়ে গণিত নহেন। কেননা, জাগতিক দ্রব্য অনিত্য ও অকিঞ্চিৎকর তাহাতে গ্রহীতার অভাব দূর হওয়া ত' দূরের কথা দানে দাতারও অভাব হয় কিন্তু ভক্তপ্রবর উদ্ধব যে বস্তুর দাতা সেই বস্তু, নিত্য। গ্রহীতা সেই দান লাভে ধনী হইয়া দাতারূপে অন্যের অভাব চিরতরে বিদূরিত করিতে পারেন।

শ্রীকৃষ্ণবশীকারিণী গোপীগণ বলিয়াছেন—

তবকথামৃতং তপ্তজীবনং
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং
ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদা জনাঃ॥

ভাঃ ১০।৩১।৯

অর্থ ভাঃ ১১।৬।১৯ শ্লোঃ দ্রষ্টব্য।

যে গৃণন্তি কীর্ত্তয়ন্তি তে এব ভূরি বহুতরং দদতি তেভ্যঃ সর্ব্বস্বং দদানা অপি তৎ পরিশোধয়িতুং ন ক্ষমস্ত ইতি ভাবঃ—শ্রীবিশ্বনাথ।

যাহারা গ্রহণ করেন অর্থাৎ (এহেন কৃষ্ণকথা) কীর্ত্তন করেন তাঁহারাই ভূরি অর্থাৎ বহুতর দান করেন। তাঁহাদিগকে সর্ব্বস্ব দিলেও সেই ঋণ পরিশোধ করিবার সামর্থ্য নাই—এই ভাব।

শ্রীগৌরাবতারে উৎকলপতি প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভুর ভাবাবেশের কালে তাঁহার পাদ-সম্বাহন করিতে করিতে যখন রাসলীলার শ্লোক পড়িয়াছিলেন, তখন—

শুনিতে শুনিতে প্রভুর সন্তোষ অপার।
'বল, বল' বলি' প্রভু বলে বার বার॥
'তব কথামৃতং' শ্লোক রাজা যে পড়িল।
উঠি' প্রভু প্রেমাবেশে আলিঙ্গন কৈল॥
তুমি মোরে দিলে বহু অমূল্য-রতন।
মোর কিছু দিতে নাহি, দিনু আলিঙ্গন॥
'ভূরিদা', 'ভূরিদা' বলি' করে আলিঙ্গন।
ইঁহো নাহি জানে—ইহোঁ হয় কোন্ জন॥

চৈঃ চঃ ম ১৪ পঃ

অতএব কৃষ্ণকীর্ত্তনকারীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দাতা। তাই, শ্রীবিদুর শ্রীমৈত্রেয়কে বলিয়াছেন—

সর্ব্বে বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ তপো দানানি চানঘ।
জীবাভয়প্রদানস্য ন কুর্ব্বীরন্ কলামপি॥ ভাঃ ৩।৭।৪১

অর্থাৎ হে অনঘ; তত্ত্বোপদেশ-দ্বারা জীবের প্রতি অভয়দানের একাংশের সহিতও সমগ্র বেদ, যজ্ঞ, দান ও তপস্যার তুলনা করিতে নাই।

শ্রীভগবান্ স্বয়ংই গুরুরূপে প্রচারার্থে উদ্ধবকে তত্ত্ব-শিক্ষাপ্রদান করিতেছেন সুতরাং ভাবী কৃষ্ণকীর্ত্তনকারী উদ্ধবের পরিচয় ভগবানেরই নিজ মুখ-বাক্যেই প্রমাণিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া, সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞাতা উদ্ধব লোককল্যাণ-কামনায় অজ্ঞের ন্যায় প্রশ্নচ্ছলে শ্রীভগবানের নিকট হইতে যে সকল দুজ্ঞের্য়তত্ত্বের মীমাংসা এবং সর্ব্বশাস্ত্রের তাৎপর্য্য সহ সুসিদ্ধান্ত প্রকাশিত করিতেছেন তাহাতেও তিনি যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দাতা তাহাও ভগবান্ জানাইয়াছেন ॥ ৪০ ॥

স্বপ্নং মনোরথঞ্চেত্থং প্রাক্তনং ন স্মরত্যসৌ।
তত্র পূর্ব্বমিবাত্মানমপূর্ব্বঞ্চানুপশ্যতি ॥ ৪১ ॥

অন্বয়। (বর্ত্তমানো দেহস্থো জীবো যথা প্রাক্তনং স্থূলদেহং ন স্মরতি) ইত্থং (তথা) অসৌ (স্বপ্নাভিভূতঃ পুমান্) প্রাক্তনং (পূর্ব্বানুভূতং) স্বপ্নং মনোরথং চ ন স্মরতি (কিঞ্চ) তত্র (বর্ত্তমানদেহেস্থিতং) পূর্ব্বং (পূর্ব্বসিদ্ধমপি) আত্মানম্ অপূর্ব্বম্ ইব (অদ্য-জাতমিব) অনুপশ্যতি চ ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ। বর্ত্তমান দেহে অবস্থিত জীব যেরূপ পূর্ব্ব স্থূলদেহের স্মরণ করে না, তদ্রূপ বর্ত্তমান স্বপ্নাভিভূত বা মনোরথস্থ জীবও পূর্ব্বানুভূত স্বপ্ন বা মনোরথ স্মরণ করে না, পরন্তু বর্ত্তমান দেহে অবস্থিত পূর্ব্বসিদ্ধ আত্মাকেও সদ্যোজাতের ন্যায় অনুভব করে ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ। দৃষ্টান্তৌ বিবৃণোতি,—স্বপ্নমিতি, বর্ত্তমানদেহস্থোজীবো যথা প্রাক্তনং স্থূলদেহং ন স্মরতি। ইত্থমেব বর্ত্তমানস্বপ্নস্থো মনোরথস্থো বা জীবঃ। প্রাক্তনং স্বপ্নং মনোরথং বা ন স্মরতি। কশ্চিৎ কদাচিৎ স্বপ্নে পূর্ব্বকং স্বপ্নঞ্চ স্মরতীতি চেৎ কশ্চিৎ কদাচিৎ জাতিস্মরশ্চ পূর্ব্বদেহং স্মরতীতি ন সর্ব্বথা নিয়মঃ। কিঞ্চ তত্র বর্ত্তমান-দেহস্থো জীবঃ পূর্ব্বসিদ্ধমেবাত্মানং অপূর্ব্বমিব অনুপশ্যতি অহং ষাড্‌বার্ষিক ইতি সাপ্তবার্ষিক ইতি ইতঃ পূর্ব্বমহং নাসমিতি প্রতিক্ষণমাত্মানং জানাতীত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

বঙ্গানুবাদ। দৃষ্টান্ত দুইটী বর্ণনা করিতেছেন। বর্ত্তমান দেহস্থ জীব যেমন প্রাক্তন স্থূলদেহকে স্মরণ করে না, এইরূপ বর্ত্তমান স্বপ্ন বা মনোরথস্থ জীব প্রাক্তন স্বপ্ন বা মনোরথ স্মরণ রাখে না। যদি কখনও কেহ স্বপ্নে পূর্ব্বের স্বপ্ন স্মরণ করে, কখনও কেহ জাতিস্মর হইয়া পূর্ব্বদেহ স্মরণ করে, সর্ব্বথা কিন্তু এ নিয়ম নহে। আর সেক্ষেত্রে বর্ত্তমান দেহস্থ জীব পূর্ব্বসিদ্ধ নিজেকে অপূর্ব্বের ন্যায় পশ্চাৎ দর্শন করে, আমি ছয় বৎসরের, সাতবৎসরের. ইহার পূর্ব্বে আমি ছিলাম না—এই ভাবে প্রতিক্ষণ আপনাকে জানে, এই অর্থ ॥৪১॥

অনুদর্শিনী। স্বপ্নকালে মানব সূক্ষ্ম মনোময় দেহে অভিমান করতঃ বর্ত্তমান স্থূলদেহের আর স্মরণ করে না, এবং জাগ্রদবস্থায়ও মনোরথে অর্থাৎ মনঃ কল্পনায় ভিখারী রাজা সাজিয়া নিজের দুর্দ্দশার কথা বিস্মৃত হয়, সেইরূপ বর্ত্তমান দেহস্থ জীব পূর্ব্বদেহের স্মরণ করে না। কেহ কেহ বর্ত্তমান স্বপ্নাবস্থায় পূর্ব্বের স্বপ্ন স্মরণ করে, যেমন জাতিস্মর ভরতমুনি মৃগদেহে অবস্থান করিয়া পূর্ব্বের নরদেহের কথা জানিতেন। ভাঃ ৫।৮।২৮ এবং ভাঃ ৫।১২।১৪-১৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য। কিন্তু এরূপ দৃষ্টান্ত সুলভ নহে বলিয়া ইহা সাধারণ নিয়ম নহে।

নূতন দেহ লাভের পর জীব নিজেকে নূতনভাবে অবলোকন করে। তিনি যে কেবলমাত্র এই জন্ম গ্রহণে জীব বলিয়া পরিচিত, তাহা নহে। তাহার এরূপ জন্ম পূর্ব্বে অনেকবার লাভ হইয়া থাকিলেও তাহা কিন্তু তিনি সম্প্রতি একবারও ধারণা করিতে পারেন না।

যথাজ্ঞ তমসা যুক্ত উপাস্তে ব্যক্তমেব হি।
ন বেদ পূর্ব্বমপরং নষ্টজন্মস্মৃতিস্তথা ॥ ভাঃ ৬।১।৪৯

যেমন নিদ্রাভিভূত ব্যক্তি স্বপ্নদৃষ্ট দেহের ভজনা করে, অর্থাৎ তাহাতেই আত্মবুদ্ধি করিয়া থাকে, তদ্রূপ নষ্টজন্ম স্মৃতি অবিদ্যোপাধিগ্রস্ত জীবও পূর্ব্বকর্ম্মাভিব্যক্ত বর্ত্তমান দেহাদিকে ভজনা করিয়া থাকে, পূর্ব্বাপর কিছুই জানিতে পারে না ॥ ৪১ ॥

ইন্দ্রিয়ায়নসৃষ্ট্যেদং ত্রৈবিধ্যং ভাতি বস্তুনি।
বহিরন্তর্ভিদাহেতুর্জনোঽসজ্জনকৃদ্ যথা ॥৪২॥

অন্বয়। যথা জনঃ (জীবঃ স্বপ্নে) অসজ্জনকৃৎ (বহুনসতো জনান্ দেহান্ কুর্ব্বন্ পশ্যন্ বহুরূপো ভাতি

তদ্বৎ) ইন্দ্রিয়ায়ণস্থষ্ট্যা (ইন্দ্রিয়াণাময়নং মনঃ তস্য দেহান্তরাভিনিবেশেন বা সৃষ্টিরুৎপত্তিস্তয়া) বস্তুনি (আত্মনি) ইদং ত্রৈবিধ্যং (উত্তম মধ্যম নীচত্বং অসদেব) ভাতি (এবম্ভূত আত্মা) বহিরন্তর্ভিদাহেতুঃ (বাহ্যাভ্যন্তরভেদহেতুশ্চ ভবতি) ॥৪২॥

অনুবাদ। জীব যেরূপ স্বপ্নে বিবিধ অসৎ দেহের সৃষ্টি ও দর্শনপূর্ব্বক বহুরূপে প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ মনের দেহান্তরাভিনিবেশহেতু সৃষ্টিনিবন্ধন আত্মাতেও উত্তম, মধ্যম ও অধম এই ত্রিবিধ ভাব অসৎরূপে প্রতীত হইয়া থাকে। এই আত্মাই বাহ্য ও অভ্যন্তর ভেদের কারণ হইয়া থাকেন ॥৪২॥

বিশ্বনাথ। উপসংহরতি ইন্দ্রিয়ায়ণস্য ইন্দ্রিয়াশ্রয়স্য দেহস্য সৃষ্ট্যৈব ইদং ত্রৈবিধ্যং বিশ্বতৈজসপ্রাজ্ঞত্বং বস্তুনি জীবে ভাতি। ত্রৈবিধ্যং কীদৃশম্? বহিরন্তর্ভিদাহেতুঃ বহির্ভিদানাং জাগরে শ্রোত্রাদীন্দ্রিয়গুণভেদানাং অন্তর্ভিদানাং স্বপ্নসুষুপ্ত্যোর্মনোবুদ্ধিগুণভেদানাং হেতুরুৎপাদকম্। জনো যথা অসজ্জনকৃৎ অভদ্রপুত্রোৎপাদকঃ। ইন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিগুণভিদানাং তিসৃণামপ্যভদ্রত্বাৎ স কুত এব দৃষ্টান্তঃ ॥৪২॥

বঙ্গানুবাদ। উপসংহার কবিতেছেন। ইন্দ্রিয়ায়ণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াশ্রয় দেহের সৃষ্টি দ্বারাই এই ত্রিবিধত্ব বিশ্বতৈজসপ্রাজ্ঞত্ব বস্তু বা জীবে প্রতিভাত হয়। কিরূপ ত্রিবিধত্ব? বহিরন্তর্ভিদাহেতু—বাহ্যভেদের অর্থাৎ জাগরণে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গুণভেদের, অন্তরভেদেব অর্থাৎ স্বপ্নসুষুপ্তি মনোবুদ্ধিগুণভেদের হেতু অর্থাৎ উৎপাদক। জন বা লোক। অসজ্জনকৃৎ—অভদ্রপুত্রোৎপাদক। ইন্দ্রিয় মনোবুদ্ধিগুণভেদগুলি—তিনটীই অভদ্র বলিয়া সে কিজন্য দৃষ্টান্ত? ॥৪২॥

অনুদর্শিনী। বাহ্য ও আন্তরিক সুখ দুঃখাদির আলোচনায় একই আত্মা বিশ্ব তৈজস-প্রাজ্ঞরূপে প্রতিভাত হয়। জাগ্রদবস্থায় ইন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠানকালে বিশ্ব, স্বপ্নে মনে অবস্থানকালে তৈজস এবং সুষুপ্তিতে বুদ্ধিতে অধিষ্ঠানকালে প্রাজ্ঞ। বিশেষবিচার পূর্ব্বে ভাঃ ১১।১৩।৩২ শ্লোকের অনুদর্শিনী দ্রষ্টব্য।

বুদ্ধের্জাগরণং স্বপ্নঃ সুষুপ্তিরিতি চোচ্যতে।
মায়ামাত্রমিদং রাজন্ নানাত্বং প্রত্যগাত্মনি॥

ভাঃ ১২।৪।২৫

শ্রীশুকদেব বলিলেন—হে রাজন্, জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি বুদ্ধিরই অবস্থাত্রয়রূপে উক্ত হইয়াছে। প্রত্যগাত্ম ব্রহ্মবস্তুতে বিশ্বতৈজসপ্রাজ্ঞরূপ নানাভাব মায়াবিলাসমাত্র জানিবে।

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন—"বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ—যাহা জীবের নানাত্ব, তাহা বুদ্ধিবৃত্তি সমূহের ত্রিত্বময়ত্ব হেতু তাহারও ত্রিত্বময়ত্ব মিথ্যাই। জাগর স্বপ্ন ও সুষুপ্তি তিনটীই বুদ্ধির বৃত্তি। অতএব তদধ্যাস হইতে প্রত্যগাত্মা জীবেও বিশ্ব-তৈজসপ্রাজ্ঞ সংজ্ঞক নানাত্ব মিথ্যাই।"

অসৎপুত্রের পিতা সৎ ও সম হইয়াও যেমন পুত্রাভিমান বশতঃ পুত্রের শত্রুমিত্রাদিতে স্বয়ংই অরিমিত্রাদিরূপ ভেদেব কারণ হয়, তদ্রূপ আত্মা দেহান্তরাবিষ্ট মনোভিমানে চিত্তের অবস্থাত্রয়—জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি বা বিশ্ব-তৈজস-প্রাজ্ঞ—এই অবস্থাত্রয়যুক্ত বলিয়া দৃষ্ট হয় মাত্র ॥৪২॥

নিত্যদা হ্যঙ্গ ভূতানি ভবন্তি ন ভবন্তি চ।
কালেনালক্ষ্যবেগেন সূক্ষ্মত্বাত্তন্ন দৃশ্যতে ॥৪৩॥

অন্বয়। (হে) অঙ্গ, অলক্ষ্যবেগেন কালেন নিত্যদা (প্রতিক্ষণং) ভূতানি (শরীরাণি) ভবন্তি ন ভবন্তি চ (উৎপদ্যন্তে নশ্যন্তি চ) সূক্ষ্মত্বাৎ (কালস্যাতি-সূক্ষ্মত্বাৎ) তৎ (তৎকৃতং ভবনমভবনঞ্চ) ন দৃশ্যতে (অবিবেকিভিঃ ন লক্ষ্যতে ॥৪৩॥

অনুবাদ। হে উদ্ধব, অলক্ষ্যগতি কালপ্রভাবে প্রতিক্ষণই শরীরসমূহ উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইতেছে। কালের সূক্ষ্মতানিবন্ধন অবিবেকী ব্যক্তিগণ তাহা দেখিতে পাইতেছে না ॥৪৩॥

বিশ্বনাথ। লোকপ্রসিদ্ধৌ জন্মমৃত্যু নিরূপ্য প্রতিক্ষণ বর্ত্তিনৌ তৌ সূক্ষ্মৌ বৈরাগ্যার্থং নিরূপয়তি। নিত্যদা প্রতিক্ষণং ভূতানি শরীরাণি ভবন্তি উৎপদ্যন্তে ন ভবন্তি

নশ্যতি চ। নমু প্রতিক্ষণমুৎপত্তিবিনাশৌ দেহানাং ন লক্ষ্যেতে তত্রাহ—অলক্ষ্যবেগেনেতি। সূক্ষ্মত্বাৎ কালবেগো যথা দুর্লক্ষ্যস্তথা তৎকালকৃতাবুৎপত্তিবিনাশাবপি ন লক্ষ্যাবিত্যর্থঃ ॥৪৩॥

অনুবাদ। লোক প্রসিদ্ধ জন্মমৃত্যু নিরূপণ করিয়া প্রতিক্ষণবর্ত্তী সেই সূক্ষ্মদ্বয়কে বৈরাগ্যনিমিত্ত নিরূপণ করিতেছেন। নিত্যদা -প্রতিক্ষণ, ভূতগণ—শরীরসমূহ হইতেছে অর্থাৎ উৎপন্ন হইতেছে, না হইতেছে অর্থাৎ নাশপ্রাপ্ত হইতেছে। আচ্ছা, প্রতিক্ষণ ত' দেহগণের উৎপত্তি বিনাশ দেখা যায় না, তাই বলিতেছেন—অলক্ষ্যবেগে সূক্ষ্ম বলিয়া কালবেগ যেমন দুর্লক্ষ্য, তেমনি সেই কালকৃত উৎপত্তি বিনাশও লক্ষ্য নহে, এই অর্থ ॥৪৩॥

অনুদর্শিনী। সকল বস্তুই ক্ষণভঙ্গুর, কিছুই স্থিরতর নহে - এই জ্ঞানই বৈরাগ্যের সাধন। তাই বলিতেছেন যে, অলক্ষ্যগতি অতি সূক্ষ্ম কালের ন্যায় দেহ সকলও প্রতিক্ষণেই উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইতেছে, অবিবেকিগণ ইহা দেখিতে পাইতেছে না।

শ্রীশুকদেবও বলিয়াছেন—

অনাদ্যন্তবতানেন কালেনেশ্বরমূর্ত্তিনা।
অবস্থা নৈব দৃশ্যন্তে বিয়তি জ্যোতিষামিব ॥

ভাঃ ১২।৪।৩৭

অর্থাৎ আকাশে সঞ্চরণশীল চন্দ্রাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডলের যেরূপ গতিবেগ লক্ষিত হয় না, সেইরূপ ঈশ্বরাংশভূত আদ্যন্তরহিত এই কালের প্রভাবে প্রতিক্ষণ উৎপন্ন অবস্থাভেদও লক্ষিত হইতেছে না ॥৪৩॥

যথার্চ্চিষাং স্রোতসাঞ্চ ফলানাং বা বনস্পতেঃ।
তথৈব সর্ব্বভূতানাং বয়োঽবস্থাদয়ঃ কৃতাঃ ॥৪৪॥

অন্বয়। (কালেন) অর্চ্চিষাং (পরিণামাদিভিঃ) স্রোতসাং (গত্যাদিভিঃ) চ বনস্পতেঃ (বৃক্ষস্য) ফলানাং বা (রূপাদিভিঃ) যথা (অবস্থাবিশেষাঃ কৃতাঃ) তথা এব সর্ব্বভূতানাং (সর্ব্বদেহানাং) বয়োঽবস্থাদয়ঃ (কৌমারাদ্যবস্থাদয়ঃ) কৃতাঃ ॥৪৪॥

অনুবাদ। যেমন কাল কর্ত্তৃক পরিণামাদি দ্বারা অগ্নিজ্যোতির, প্রবাহদ্বারা স্রোতের ও পর্ব্বতাদি রূপের দ্বারা বৃক্ষফলের বিশেষ বিশেষ অবস্থা হইতেছে তদ্রূপ বয়স ও অবস্থাদি দ্বারা সর্ব্বদেহের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে ॥৪৪॥

বিশ্বনাথ। উৎপত্তিবিনাশয়োরলক্ষ্যত্বেঽপি তাববস্থাদিভিরেবানুমীয়েতে ইতি সদৃষ্টান্তমাহ, যথেতি। অর্চ্চিষাং পরিণামাদিভিঃ স্রোতসাং গত্যাদিভিঃ ফলানাং রূপাদিভির্যথা অবস্থাবিশেষাঃ কৃতাঃ কালেনেতি পূর্ব্বস্যানুষঙ্গঃ। তথৈব ভূতানাং বয়োঽবস্থাদয়ঃ কৌমারাদ্যবস্থাদয়ঃ। আদিশব্দেন তেজো-বল-কাম-কৌশলানি গ্রাহ্যাণি। ভূতাণি প্রতিক্ষণোৎপত্তিবিনাশবন্তি অবস্থা ভেদবত্ত্বাৎ দীপজ্বালাবদিত্যনুমানম্ ॥৪৪॥

বঙ্গানুবাদ। উৎপত্তি বিনাশ অলক্ষ্য হইলেও উহারা অবস্থাদিদ্বারা অনুমিত হইতে পারে, ইহা সদৃষ্টান্ত ব'লতেছেন। অর্চ্চিঃ (দীপশিখাদি-) সমূহের পরিণাম দ্বারা, স্রোতঃ সমূহের গত্যাদিদ্বারা, ফলসমূহের রূপাদিদ্বারা যেমন অবস্থাবিশেষ কৃত হয় কাল কর্ত্তৃক (পূর্ব্বের সহিত অন্বয়) সেইরূপই ভূতগণের বয়ঃ অবস্থাদি অর্থাৎ কৌমার আদি-অবস্থাদি, আদিশব্দহেতু তেজ, বল, কাম, কৌশলও গ্রহণ করিতে হইবে। ভূতগণ প্রতিক্ষণ উৎপত্তি বিনাশশীল অবস্থাভেদবান্ বলিয়া দীপজ্বালার ন্যায়, ইহাই অনুমান ॥৪৪॥

অনুদর্শিনী। প্রজ্জ্বলিত দীপের শিখাসমূহের উজ্জ্বল ও ক্ষীণ প্রভা দর্শনে, স্রোতসমূহের বেগের প্রাবল্যে জলবৃদ্ধি ও মান্দ্যে জলহ্রাস এবং বৃক্ষে ফলসমূহের মুকুল হইতে পরিপক্ক অবস্থা দর্শনে যেমন ঐগুলির উৎপত্তি ও বিনাশ প্রতিক্ষণে অনুমান করা যায়, সেইরূপ বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্যাদি ভেদে শরীরের এক অবস্থা ত্যাগে অন্য অবস্থাপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তেজোবলাদিসহ শরীরের উৎপত্তি ও বিনাশ সহজেই অনুমেয়।

শ্রীশুকদেবও বলিয়াছেন—

কালস্রোতোজবেনাশু হ্রিয়মাণস্য নিত্যদা।
পরিণামিনামবস্থাস্তা জন্মপ্রলয়হেতবঃ ॥

ভাঃ ১২।৪।৩৬

নদীপ্রবাহ, প্রদীপ শিখা প্রভৃতি প্রতিক্ষণ পরিণামশীল পদার্থ সমূহের যেরূপ উচ্চনীচ অবস্থাভেদ দৃষ্ট হয়, কালস্রোতবেগে আশু—পরিবর্ত্তনশীল এই দেহাদিরও তাদৃশ অবস্থাভেদই প্রতিক্ষণ জন্মমৃত্যুর কারণ হইয়া থাকে ॥৪৪॥

সোঽয়ংদীপোঽর্চ্চিষাংযদ্বৎ স্রোতসাংতদিদংজলম্।
সোঽয়ং পুমানিতি নৃণাং মৃষা গীর্ধীর্মৃষায়ুষাম্ ॥৪৫॥

অন্বয়। যদ্বৎ (সাদৃশ্যাৎ) অর্চ্চিষাম্ (এব) স অয়ংদীপঃ (ইতি প্রত্যভিজ্ঞা যথা চ) স্রোতসাং (প্রবাহজলানামেব) তৎ ইদং জলম্ (ইতি প্রত্যভিজ্ঞা তথা) সঃ অয়ং পুমান্ ইতি মৃষায়ুষাং (মৃষা ব্যর্থমায়ুর্যেষাং তেষামবিবেকিনাং) নৃণাং (বহূনাং শরীরিণাং) ধীঃ (বুদ্ধিঃ) গীঃ (বাক্ চ) মৃষা (মিথ্যৈব) ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ। তথাপি যেমন শিখার সাদৃশ্যহেতু 'এই সেই দীপ' ও স্রোতের সাদৃশ্যহেতু 'এই সেই জল', এই প্রকার জ্ঞান হইয়া থাকে, সেইরূপ অবিবেকী ব্যক্তিগণের নিকট 'এই সেই পুরুষ' এই প্রকার মিথ্যা বুদ্ধি ও বাক্য উদিত হয় ॥ ৪৫ ॥

বিশ্বনাথ। প্রত্যভিজ্ঞা তু সাদৃশ্যালম্বিনী স্যাদেবেত্যাহ,—সোঽয়মিতি। অর্চ্চিষাং ক্ষণমাত্র এব সহস্রশ উদ্ভূয়োদ্ভূয় লয়ং গতানাং জ্যোতিঃকিরণানাং পুঞ্জ এব ক্ষণান্তরে সোঽয়ং দীপ ইতি স্রোতসাং স্রোতোযুক্তজলানা ক্ষণমাত্র এব ক্রমশো দূরগতত্বেঽপি ক্ষণান্তরেঽপি তদিদং জলমিতি প্রতীতির্যথা তথৈব কৌমারে দৃষ্টো যৌবনেঽপি সোঽয়ং পুমানিতি তেন তত্রাভেদালম্বিনী ধীর্জ্ঞানং গীর্ব্বাক্ চ মৃষা অবিবেকবিজৃম্ভিতেত্যর্থঃ। মৃষা এতাদৃগ্ বিবেকব্যাপ্তমায়ুর্যেষাং তেষাম্ ॥ ৪৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। প্রত্যভিজ্ঞা সাদৃশ্য অবলম্বন করিয়াই হইয়া থাকে, তাই বলিতেছেন। অর্চ্চিঃগণ অর্থাৎ ক্ষণমাত্রেই সহস্র সহস্র উদ্ভূত হইয়া লয়প্রাপ্ত জ্যোতিঃ কিরণসমূহের পুঞ্জই অন্যক্ষণে সেই এই দীপ, স্রোতঃ অর্থাৎ স্রোতোযুক্ত জলের ক্ষণমাত্রেই ক্রমশঃ দূরগত হইলেও অন্যক্ষণেই সেই এইজল এই প্রতীতি যেমন, সেইরূপই কুমারকালে দৃষ্ট যৌবনেও সে এই পুরুষ, এইরূপে যে ধী বা জ্ঞান অভেদ অবলম্বন করে গীঃ অর্থাৎ বাক্য মৃষা মিথ্যা অবিবেকবিজৃম্ভিত, এই অর্থ। তাহাদের মৃষা অর্থাৎ এইপ্রকার বিবেকব্যাপ্ত আয়ুঃ ॥৪৫॥

অনুদর্শিনী। প্রত্যভিজ্ঞা প্রত্যভিজ্ঞা—জ্ঞানের পশ্চাতে জ্ঞান। তুল্যবস্তু দর্শনে 'ইহা সেই' এইরূপ জ্ঞান।

প্রদীপের শিখাপুঞ্জের প্রতিক্ষণে উৎপত্তি ও নাশ হইলেও প্রদীপ বর্ত্তমান থাকাকালে শিখার সাদৃশ্যহেতু এই সেই দীপ, প্রবলস্রোতে জলরাশি নিমেষ মধ্যে দূরগত হইলেও স্রোতের সাদৃশ্য হেতু এই সেই জল, যেমন প্রতীতি হয়, সেইরূপ কুমারকালের দেহ নাশ হইলেও দেহের হস্তবাহু প্রভৃতির সন্নিবেশের সাদৃশ্য হেতু যৌবনে এই সেই দেহ—অবিবেকিগণের এইরূপ অভেদাবলম্বী জ্ঞান ও বাক্য মিথ্যা ॥ ৪৫ ॥

মা স্বস্য কর্ম্মবীজেন জায়তে সোঽপ্যয়ং পুমান্।
ম্রিয়তে বামরো ভ্রান্ত্যা যথাগ্নির্দারুসংযুতঃ ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়। স্বস্য কর্ম্মবীজেন (কর্ম্মণা বীজভূতেন) সঃ অপি (অজোঽপি) পুমান্ মা জায়তে (মা) ম্রিয়তে চ (কিন্তু) দারুসংযুতঃ অগ্নিঃ যথা (মহাভূততেজরূপোঽগ্নিরাকল্পান্তমবস্থিতোঽপি যথা দারুসংযোগবিয়োগাভ্যাং জন্মনাশৌ প্রাপ্নোতি তদ্বৎ) অয়ম্ অমরঃ অপি (অজন্মাপি) ভ্রান্ত্যা (জায়ত ইব ম্রিয়ত ইব) ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ। জন্মমৃত্যুরহিত জীবাত্মার স্বীয় কর্ম্মবীজহেতু যে জন্ম ও মৃত্যু হয়, এরূপ নহে, কিন্তু কল্পান্তস্থায়ী মহাভূতরূপ অগ্নি যেরূপ কাষ্ঠসংযোগে ও বিয়োগে জন্ম ও মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ জীবও অজ ও অমর হইয়া ভ্রান্তিবশতঃ জাত ও মৃতের ন্যায় লক্ষিত হন ॥ ৪৬ ॥

বিশ্বনাথ। বস্তুতস্তূপাধিসম্বন্ধেনৈব জীবস্য জন্মমৃত্যুস্ত ইত্যাহ,—মেতি। স্বস্য কর্ম্মরূপেণ বীজেন অয়ং পুমান্ জীবঃ মা জায়তে মা ম্রিয়তে চ কিন্ত্বয়ং ভ্রান্ত্যা অজন্মাপি

জায়তে অমরোঽপি ম্রিয়তে। যথা মহাভূততেজো-রূপোঽগ্নিরাকল্লান্তমবস্থিতোঽপি দারুযোগবিয়োগাভ্যামেব জন্মনাশৌ প্রাপ্নোতি তদ্বৎ ॥ ৪৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। বস্তুতঃ উপাধিসম্বন্ধেই জীবের জন্ম-মৃত্যু হয়, তাই বলিতেছেন। নিজ কর্ম্মরূপবীজহেতু এই পুরুষ বা জীব জন্মে না ও মরে না, কিন্তু এ ভ্রান্তিবশতঃ অজন্মা হইয়া জন্মে, অমর হইয়াও মরে। যেমন মহাভূত-তেজোরূপ অগ্নি আকল্পান্তকাল অবস্থিত থাকিলেও কাষ্ঠ-যোগ ও বিয়োগদ্বারা জন্মনাশ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ ॥ ৪৬ ॥

অনুদর্শিনী। জীবাত্মার কর্ম্মদ্বারা জন্ম-মৃত্যু হয় না; কিন্তু যেমন কল্পান্তকালস্থায়ী অগ্নি সর্ব্বদা সর্ব্বত্রই বিদ্যমান থাকিয়াও কাষ্ঠসংযোগে যেমন তাহার আবির্ভাব বা জন্ম এবং কাষ্ঠ-বিয়োগে তাহার তিরোভাব বা মৃত্যু, সেইরূপ জীব অজ ও অমর হইয়াও জাত ও মৃতের ন্যায় লক্ষিত হয়।

> ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি—
> ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
> অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
> ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥ গী ২।২০

শ্রীভগবান্ বলিলেন—জীবাত্মা অজ, নিত্য, শাশ্বত, পুরাণ। তাহার জন্ম-মৃত্যু নাই; অথবা পুনঃ পুনঃ তাহার উৎপত্তি কি বৃদ্ধি-আদি হয় না। শরীরের বিয়োগে তিনি হত হ'ন না ॥ ৪৬ ॥

নিষেকগর্ভজন্মানি বাল্যকৌমারযৌবনম্।
বয়োমধ্যং জরা মৃত্যুরিত্যবস্থাস্তনোর্নব ॥৪৭॥

অন্বয়। (সিদ্ধবৎ কৃত্বা উক্তা বয়োবস্থাঃ প্রপঞ্চয়তি) নিষেকগর্ভজন্মানি (নিষেকো জঠরে প্রবেশঃ গর্ভস্তন্মধ্যে বৃদ্ধিঃ জন্মভূপতনমেতানি তথা) বাল্যকৌমারযৌবনং (বাল্যমাপঞ্চমাব্দং কৌমারমাষোড়শবর্ষাৎ যৌবনমা-পঞ্চচত্বারিংশতঃ এতানি তথা) বয়োমধ্যং (আষষ্টিবর্ষাৎ তদুপরি) জরা (তদুপরি) মৃত্যুঃ ইতি তনোঃ (শরীরস্য) নব অবস্থাঃ (দশা ভবন্তি নতু আত্মনঃ) ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ। নিষেক, গর্ভ, জন্ম, বাল্য, কৌমার, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব, জরা এবং মৃত্যু—শরীরের এই নয়টী অবস্থা ॥ ৪৭ ॥

বিশ্বনাথ। যৎসম্বন্ধাদেব জীবোঽবস্থাবানুচ্যতে তস্যাস্তনোরবস্থা গণয়তি,—নিষেকো জঠরে প্রবেশঃ গর্ভস্তন্মধ্যে বৃদ্ধিঃ। জন্ম মাতৃজঠরান্নিক্রমঃ। বাল্যমা-পঞ্চমাব্দাৎ কৌমারং পৌগণ্ডকৈশোরাত্মকমাষোড়শবর্ষাৎ। ততো যৌবনমাপঞ্চচত্বারিংশতঃ। ততো বয়ো মধ্যমাষষ্টি-বর্ষাৎ। ততো যাবজ্জীবনং জরৈব ততো মৃত্যুরিতি ॥ ৪৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। যে সম্বন্ধে জীবকে অবস্থাবান্ বলা হয়, সেই তনুরই অবস্থা গণনা করিতেছেন। নিষেক—জঠরে প্রবেশ, গর্ভ তন্মধ্যে বৃদ্ধি, জন্ম-মাতৃজঠর হইতে নিক্রম, বাল্য—পঞ্চবর্ষ পর্য্যন্ত, কৌমার-পৌগণ্ড ও কৈশোর সমেত ষোড়শবর্ষ পর্য্যন্ত, তাহার পর যৌবন—পঞ্চ-চত্বারিংশবর্ষ পর্য্যন্ত, তাহারপর বয়োমধ্য—ষষ্টিবর্ষ পর্য্যন্ত, তাহার পর যাবজ্জীবন জরা, তার পর মৃত্যু এই ॥ ৪৭॥

অনুদর্শিনী। দেহের নয়টী অবস্থা—নিষেক, গর্ভবাস, জন্ম, শৈশব, (পৌগণ্ড ও কৈশোরাত্মক-) কৌমার, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব, জরা ও মৃত্যু ॥ ৪৭ ॥

এতা মনোরথময়ীর্হান্যস্যোচ্চাবচাস্তনূঃ।
গুণসঙ্গাদুপাদত্তে কচিৎ কশ্চিজ্জহাতি চ ॥ ৪৮ ॥

অন্বয়। (জীবঃ) অন্যস্য (দেহস্য) মনোরথময়ী (মনোবিকারপ্রাপ্তা) উচ্চাবচাঃ (উচ্চাশ্চ অচাশ্চ তাঃ উৎকৃষ্টাঃ অপকৃষ্টাঃ) এতাঃ তনূঃ (অবস্থাঃ) গুণসঙ্গাৎ (প্রকৃত্যবিবেকাৎ) উপাদত্তে হ (আত্মসম্বন্ধিত্বেন স্বীকরোতি) কচিৎ (কদাচিৎ) কশ্চিৎ পরমেশ্বরানুগৃহীতঃ জনঃ) জহাতি চ (অবস্থাবতো দেহস্য দ্রষ্টা নাসাবস্থাবানিতি বিবেকজ্ঞানেন তদভিমানং ত্যজতি চ) ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ। জীব স্বাভাবিক অবিবেকহেতু কর্ম্মজনিত শরীরের উচ্চনীচ অবস্থাসমূহকে নিজের বলিয়া অভিমান করেন, কদাচিৎ পরমেশ্বরানুগৃহীত কোন জীব বিবেক-বলে সেই অভিমান ত্যাগ করিয়া থাকেন ॥ ৪৮ ॥

বিশ্বনাথ। দেহ সম্বন্ধজন্মমরণাদীনীত্যুপপাদিত-মর্থমুপসংহরেত্তি,—এতা ইতি। হ স্পষ্টং। মনোরথময়ীঃ কর্ম্মপ্রাপিতমনোধ্যানপ্রাপ্তাঃ অস্ত দেহস্ত তনুরবস্থাঃ গুণসঙ্গাদবিদ্যাহেতুকাৎ উপাদত্তে কশ্চিদ্ভগবদনুগৃহীতো জহাতি চ ॥ ৪৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। দেহ সম্বন্ধে জন্মমরণাদি এই উপপাদিত অর্থের উপসংহার করিতেছেন। 'হ' অর্থাৎ স্পষ্টই; মনোরথময়ী—কর্ম্ম প্রাপিত মনোধ্যানপ্রাপ্ত অস্য অর্থাৎ দেহের তনু অর্থাৎ অবস্থা কেহ গুণসঙ্গহেতু অর্থাৎ অবিদ্যাহেতু উপাদান বা স্বীকার করে, কেহ বা ভগবৎ অনুগৃহীত বলিয়া পরিত্যাগ করে ॥ ৪৮ ॥

অনুদর্শিনী। অবিদ্যাবশতঃ জীব, দেহের মনোরথময়ী ঐ সকল অবস্থা প্রাপ্ত হয়, কেহ ভগবানের দয়ায় বিবেক জ্ঞানে ঐ অবস্থা পরিত্যাগ করে ॥ ৪৮ ॥

আত্মনঃ পিতৃপুত্রাভ্যামনুমেয়ৌ ভবাপ্যয়ৌ।
ন ভবাপ্যয়বস্তূনামভিজ্ঞো দ্বয়লক্ষণঃ ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়। পিতৃপুত্রাভ্যাং (পিতুর্দেহস্য ঔর্দ্ধদৈহিকং কুর্ব্বতা অপায়দর্শনাৎ পুত্রদেহস্য চ জাতকর্ম্মাণি কুর্ব্বতা জন্মদর্শনাৎ) আত্মনঃ (স্বদেহস্যাপি) ভবাপ্যয়ৌ (জন্মনাশৌ) অনুমেয়ৌ, কিন্তু ভবাপ্যয়বস্তূনাং (ভবাপ্যয়বতাং বস্তূনাং দেহানাং) অভিজ্ঞঃ (দ্রষ্টা) দ্বয়লক্ষণঃ (ভবাপ্যয়ধর্ম্মকঃ) ন (ভবতি) ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ। পিতৃদেহের ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়ায় বিনাশ এবং পুত্রদেহের জাতকর্ম্মে জন্মদর্শনে নিজদেহেরও জন্ম ও মৃত্যু অনুমেয় হইয়া থাকে, কিন্তু উৎপত্তিবিনাশশীল দেহের দ্রষ্টা জীব উৎপত্তি ও বিনাশধর্ম্মরহিত ॥ ৪৯ ॥

বিশ্বনাথ। নন্থ দেহস্যৈতা অবস্থা দেহিনা দৃশ্যন্তে এব কিন্তু নিষেকগর্ভজন্মমরণানি ন দৃশ্যন্তে তত্রাহ,—আত্মন ইতি। পিতৃদেহস্যৌর্দ্ধদেহিকং কর্ম্ম কুর্ব্বতাঽপ্যয়দর্শনাৎ পুত্রদেহস্য চ জাতকর্ম্মাণি জন্মদর্শনাৎ আত্মনঃ স্বদেহস্যাপি ভবাপ্যয়াবনুমেয়ৌ। অত্র ভবশব্দেন নিষেকগর্ভজন্মান্যুপলক্ষিতানি। এবঞ্চ দৃশ্যত্বে সতি ভবাপ্যয়বতাং বস্তূনাং দেহানামভিজ্ঞো দ্রষ্টা দ্বয়লক্ষণঃ দেহলক্ষণবান্ন ভবতি ॥ ৪৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। আচ্ছা, দেহের ত' এই সব অবস্থা দেহী দেখিতেছে, কিন্তু নিষেক-গর্ভ-জন্ম-মরণ ত' দেখা যায় না, তাই বলিতেছেন। পিতৃদেহের ঔর্দ্ধদেহিককর্ম্ম করিবার কালে অপায় বা নাশ দেখিয়া, জাত-কর্ম্মে পুত্র-দেহের জন্ম দেখিয়া আত্মা অর্থাৎ স্বদেহেরও জন্মনাশ অনুমান করা যায়। এখানে 'ভব' শব্দদ্বারা নিষেক-গর্ভ-জন্ম—এই সব উপলক্ষিত। এইরূপ দৃশ্যদর্শনে জন্ম-নাশশীল বস্তু বা দেহসমূহের অভিজ্ঞ বা দ্রষ্টা দ্বয়লক্ষণ অর্থাৎ ভবাপ্যয় ধর্ম্ম দেহলক্ষণবান্ হ'ন না ॥ ৪৯ ॥

অনুদর্শিনী দেহের উৎপত্তি ও নাশ নিরূপণের উদাহরণে দেহ যে জন্ম মৃত্যুযুত এবং দেহী বা আত্মা যে জন্ম-মৃত্যুরহিত তাহা জানা যায়।

স্বপ্নে যথা শিরশ্ছেদং পঞ্চত্বাদ্যাত্মনঃ স্বয়ম্।
যস্মাৎ পশ্যতি দেহস্য তত আত্মা হ্যজোঽমরঃ ॥

ভাঃ ১২।৫।৪

যেহেতু পুরুষ জীব স্বপ্নদৃষ্ট নিজের শিরশ্ছেদের ন্যায় জাগরণেও দেহের পঞ্চত্বপ্রাপ্তি দর্শন করে। সেই জন্য আত্মার মৃত্যু প্রভৃতি জ্ঞান ভ্রমমাত্র; বস্তুতঃ তিনি অজ ও অমর স্বরূপ ॥ ৪৯ ॥

তরোর্বীজবিপাকাভ্যাং যো বিদ্বান্ জন্মসংযমৌ
তরোর্বিলক্ষণো দ্রষ্টা এবং দ্রষ্টা তনোঃ পৃথক্ ॥৫০॥

অন্বয়। যঃ বীজবিপাকাভ্যাং তরোঃ জন্মসংযমৌ বিদ্বান্ (বীজাৎ তরোঃ ফলপাকান্তস্য ব্রীহ্যাদেঃ জন্ম বিপাকাৎ সংযমঃ নাশঞ্চ জানাতি সঃ আত্মবিৎ) দ্রষ্টা (পুমান্ যথা) তরোঃ বিলক্ষণঃ (ভিন্নঃ) এবং তনোঃ (দেহস্য জন্মনাশৌ) দ্রষ্টা পৃথক্ (বিলক্ষণঃ) ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ। যিনি বীজ হইতে ঔষধিবৃক্ষের উৎপত্তি ও ফলপাকে তাহার বিনাশ দর্শন করেন, সেই দ্রষ্টা পুরুষ যেমন বৃক্ষ হইতে ভিন্ন, তদ্রূপ শরীরের জন্ম-মৃত্যুদর্শী পুরুষও দেহ হইতে ভিন্ন জানিবে ॥ ৫০ ॥

বিশ্বনাথ। এতদেব দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি,—তরোরিতি। তরুশব্দেনোদ্ভিজ্জমাত্রমুচ্যতে। ততো লক্ষণয়া

ফলপাকান্তস্ত ব্রীহ্যাদেরিত্যর্থঃ। বীজাজ্জন্মবিপাকাৎ সংযমং নাশঞ্চ বিদ্বান্ ॥ ৫০ ॥

বঙ্গানুবাদ। ইহাই দৃষ্টান্তদ্বারা স্পষ্টীকৃত করিতেছেন। তরু শব্দে উদ্ভিজ্জমাত্রই বলা হইতেছে। তাহাতে লক্ষণাদ্বারা ফলপাকান্ত ব্রীহি প্রভৃতিবও—এই অর্থ। বীজ হইতে জন্ম বিপাক হইতে সংযম অর্থাৎ নাশ, এই যিনি জানেন ॥ ৫০ ॥

অনুদর্শিনী। ব্রীহি প্রভৃতির বীজ হইতে উৎপত্তি হয় এবং ফল পাকিলে বিনাশ হয়; যিনি ইহা দেখেন তিনি যেমন ঐ ব্রীহির গাছ হইতে ভিন্ন, তদ্রূপ যিনি দেহের জন্ম ও মৃত্যু দর্শন করেন তিনি ভিন্ন এবং দেহ-ধর্ম্মরহিত আত্মা ॥ ৫০ ॥

প্রকৃতেরেবমাত্মানমবিবিচ্যাবুধঃ পুমান্।
তত্ত্বেন স্পর্শসংমূঢ়ঃ সংসারং প্রতিপদ্যতে ॥ ৫১ ॥

অন্বয়। (অবিবেকিনঃ সংসারং প্রপঞ্চয়তি) অবুধঃ (স্বরূপানভিজ্ঞঃ) পুমান্ প্রকৃতেঃ (সকাশাৎ) আত্মানম্ এবম্ অবিবিচ্য (আত্মা পৃথগ্ ভবতীতি অজ্ঞাত্বা) তত্ত্বেন (তত্ত্বদৃষ্ট্যা) স্পর্শসংমূঢ়ঃ (স্পর্শোদেহে অভিমানস্তেন সংমূঢ়ঃ প্রকৃতিস্পর্শাত্তদগুণাভিমান ইতি বা স্পর্শেষু বিষয়েষু সংমূঢ়ঃ ইতি বা সন্) সংসারং প্রতিপদ্যতে (প্রাপ্নোতি) ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ। স্বরূপ-অনভিজ্ঞ পুরুষ আত্মাকে প্রকৃতি হইতে পৃথক্ না জানিয়া বিষয়ে আসক্ত ও দেহে অভিমানবশতঃ সংসারদশা প্রাপ্ত হয় ॥ ৫১ ॥

বিশ্বনাথ। অবিবেকিনঃ সংসারং প্রপঞ্চয়তি—প্রকৃতেরুপাধেঃ সকাশাৎ আত্মানং স্বং স্পর্শসংমূঢ়ঃ বিষয়াবিষ্টঃ ॥ ৫১ ॥

বঙ্গানুবাদ। অবিবেকীর সংসার বিস্তারিত বলিতেছেন। প্রকৃতি অর্থাৎ উপাধি হইতে। আত্মা বা আপনাকে। স্পর্শ-সংমূঢ়ঃ বিষয়াবিষ্ট ॥ ৫১ ॥

অনুদর্শিনী। অবিবেকিগণ প্রকৃতি জাত দেহ হইতে পৃথকরূপে আত্মাকে নির্দ্দেশ করিতে না পারিয়া বিষয়াবিষ্ট হয়।

যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে ॥

ভাঃ ১।৭।৫

সেই মায়াদ্বারা জীবের স্বরূপ আবৃত ও বিক্ষিপ্ত হইয়া জীব, সত্ত্ব রজস্তম এই ত্রিগুণাত্মক জড়াতীত হইয়াও আপনাকে জড়দেহ ও মন-বুদ্ধি জ্ঞান করে। তাদৃশ ত্রিগুণাত্মক অভিমানজাত কর্তৃত্বাদিমূলে সংসার-ব্যসন লাভ করে ॥ ৫১ ॥

সত্ত্বসঙ্গাদৃষীন্ দেবান্ রজসাসুরমানুষান্।
তমসা ভূততির্য্যক্ত্বং ভ্রামিতো যাতি কর্ম্মভিঃ ॥৫২॥

অন্বয়। কর্ম্মভিঃ ভ্রামিতঃ (চালিতঃ পুমান্) সত্ত্বসঙ্গাৎ (সত্ত্বগুণোদ্রেকাৎ) ঋষীন্ (ঋষিত্বং) দেবান্ (দেবত্বং তথা) রজসা আসুরঃ (অসুরত্বং) মানুষঃ (মনুষ্যত্বঞ্চ তথা) তমসা ভূততির্য্যক্ত্বং (ভূতত্বং তির্য্যক্ত্বং চ) যাতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ। কর্ম্মফলানুসারে জীব সত্ত্বগুণের আধিক্যে ঋষিত্ব ও দেবত্ব; রজোগুণের প্রাবল্যে অসুরত্ব ও মনুষ্যত্ব এবং তমোগুণাধিক্যে ভূত ও পশু পক্ষী যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৫২ ॥

নৃত্যতো গায়তঃ পশ্যন্ যথৈবানুকরোতি তান্।
এবং বুদ্ধিগুণান্ পশ্যন্নীহোঽপ্যনুকার্য্যতে ॥ ৫৩॥

অন্বয়। (ননু অকর্ত্তুরাত্মনঃ কুতঃ কর্ম্মভির্ভ্রমণং তত্রাহ) নৃত্যন্তঃ গায়তঃ (জনান্) পশ্যন্ (শিশুঃ) যথা তান্ অনুকরোতি (তদ্গতস্বরতালাদিগতিং শৃঙ্গারকরুণাদি-রসঞ্চ মনস্যনুবর্ত্তয়তি) এবং (তথা) অনীহঃ (নিষ্ক্রিয়ঃ) অপি (জীবঃ) বুদ্ধিগুণান্ (সুখদুঃখধর্ম্মান্) পশ্যন্ অনুকার্য্যতে (গুণৈর্বলাৎ তদনুকার্য্যতে) ॥৫৩॥

অনুবাদ। বালক যেরূপ নর্ত্তক ও গায়কের অনুকরণ করে, তদ্রূপ নিষ্ক্রিয় হইয়াও জীবাত্মা বুদ্ধির গুণসকলের অনুকরণ করিয়া থাকেন ॥৫৩॥

বিশ্বনাথ। দ্রষ্টুর্জীবস্য দৃশ্যাৎ পার্থক্যেঽপি দৃশ্যধর্ম্মগ্রহণে দৃষ্টান্তমাহ—নৃত্যতো গায়তো জনান্ পশ্যন্ বালো যথা অনুকরোতি—তদ্গতস্বরতালাদিগতিং শৃঙ্গারাদিরসঞ্চ মনসানুবর্ত্তয়তীত্যর্থঃ। অনুকার্য্যতে গুণৈর্বলাদিত্যর্থঃ॥৫৩॥

বঙ্গানুবাদ। দ্রষ্টা জীবের দৃশ্য হইতে পার্থক্য থাকিলেও দৃশ্যধর্ম্মগ্রহণে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন। নৃত্যপর, গানপর লোককে দেখিয়া বালক যেমন অনুকরণ করে অর্থাৎ তাহার স্বর তালাদিগতি ও শৃঙ্গারাদিরস মনে অনুবর্ত্তন করে, এই অর্থ। অনুকরণ করা হয় অর্থাৎ গুণদ্বারা বলপ্রয়োগে, এই অর্থ॥৫৩॥

অনুদর্শিনী। কোন বিষয়ে ইন্দ্রিয়াভিনিবেশ হইলে আপনাতে সেই বিষয়ের ভাব আরোপিত হয়। গান শুনিতে শুনিতে বা নৃত্য দেখিতে দেখিতে যেমন অনুকরণকারী শ্রোতা ও দ্রষ্টার নিজেকে গায়ক ও নর্ত্তক বলিয়া অভিমান হয়, সেইরূপ প্রকৃতির ক্রিয়াগুলিতে অভিনিবেশ বশতঃ ঐগুলি নিজকৃত বলিয়া অভিমান হয়—ইহাই দ্রষ্টার দৃশ্যধর্ম্মগ্রহণে দৃষ্টান্ত।

শ্রীকপিলদেব বলিয়াছেন—'এবং পরাভিধ্যানেন কর্তৃত্বং প্রকৃতেঃ পুমান্। কর্ম্মসু ক্রিয়মাণেষু গুণৈরাত্মনি মন্যতে॥' ভাঃ ৩।২৬।৬ এই প্রকারে প্রকৃতিতে অধ্যাস হওয়াতে ঐ পুরুষ (জীব) প্রকৃতির গুণসঞ্জাত কার্য্যসমূহে কর্তৃত্বাভিমান করিয়া থাকেন।

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীলচক্রবর্ত্তিপাদ বলেন—"নর্ত্তক ও গায়কগণকে দেখিয়া (বালক) যেমন তাহাদিগকে অনুকরণ করে (ভাঃ ১১।২২।৫৩), সেই প্রকারে পরাভিধ্যান অর্থাৎ প্রকৃতিতে অধ্যাসহেতু সেই প্রকৃতিই দেহ, এই ভাবে দেহই 'আমি' এই মনন করিয়া প্রকৃতির গুণকৃত রূপাদি গ্রহণরূপ কার্য্যসমূহে স্বীয় কর্তৃত্ব আরোপ করা হয়। সেক্ষেত্রে নিরহং ভাবের পরাভিধ্যান অসম্ভব বলিয়া ও প্রকৃতিতে আবেশ-জনিত অহঙ্কার আবরকত্বহেতু তাহাতে 'আমি অন্য' এই বিশেষভাব বর্ত্তমান। তাহা শুদ্ধ-স্বরূপমাত্রনিষ্ঠ বলিয়া সংসারের হেতু নহে। যেমন অহঙ্কার যুক্ত বিপ্রকুমারের ভূতে আবেশ হইলে 'আমি ভূত' এইরূপ ধারণা হয়, সেইরূপ বিবেচনা করিতে হইবে।"

অর্থাৎ বিপ্রকুমার ভূতাবেশে নিজের বিপ্রকুমারত্ব ভুলিয়া নিজকে ভূত বলিয়া অভিমান করিলেও যেমন তাহার শুদ্ধ বিপ্রকুমার অভিমানে ভূত অভিমান নাই, কিন্তু ভূতের আবেশই ঐ অভিমানের কারণ; তদ্রূপ জীবের শুদ্ধস্বরূপে ভোক্তৃত্বেও কর্তৃত্বের অভিমান না থাকিলেও প্রকৃতিতে আবেশজাত অহঙ্কারই কর্তৃত্বাদির কারণ উহাই জীবের সংসারের হেতু॥৫৩॥

যথাম্ভসা প্রচলতা তরবোঽপি চলা ইব।
চক্ষুষা ভ্রাম্যমাণেন দৃশ্যতে ভ্রমতীব ভূঃ॥
যথা মনোরথধিয়ো বিষয়ানুভবো মৃষা।
স্বপ্নদৃষ্টাশ্চ দাশার্হ তথা সংসার আত্মনঃ॥৫৪-৫৫॥

অন্বয়। (উপাধিধর্ম্মাংশোপহিতেঽবভাসস্ত ইত্যত্র দৃষ্টান্তমাহ) যথা প্রচলতা অম্ভসা তরবঃ (তত্র প্রতিবিম্বিতা বৃক্ষাঃ) অপি চলাঃ (চঞ্চলাঃ) ইব (দৃশ্যন্তে, যথা চ) ভ্রাম্যমাণেন চক্ষুষা ভূঃ ভ্রমতি ইব দৃশ্যতে যথা মনোরথধিয়ঃ স্বপ্নদৃষ্টাঃ চ (ধিয়ঃ) মৃষা (মিথ্যা ভবন্তি) (হে) দাশার্হ (উদ্ধব,) তথা আত্মনঃ (জীবস্য) বিষয়ানুভবঃ (মিথ্যৈব ভবতি)॥৫৪-৫৫॥

অনুবাদ। যেমন জল চঞ্চল হইলে জলে প্রতিবিম্বিত বৃক্ষ সকলেরও চঞ্চলতা দৃষ্ট হয়, যেমন চক্ষুদ্বয় ঘূর্ণিত হইলে পৃথিবীও ঘূর্ণিতের ন্যায় লক্ষিত হয় এবং হে উদ্ধব, মনোরথ-বুদ্ধি ও স্বপ্নবুদ্ধি যেরূপ মিথ্যা হইয়া থাকে, তদ্রূপ জীবের বিষয়ভোগ ও সংসার মিথ্যা জানিবে॥৫৪-৫৫॥

বিশ্বনাথ। অন্যধর্ম্মা অন্যত্রাবভাসন্তে ইত্যত্র দৃষ্টান্তম্—যথেতি। অম্ভসা প্রচলতৈব তত্র নৌকারূঢ়ৈর্জনৈস্তত্তীরস্থাস্তরবো যথা চলা ইব দৃশ্যন্তে—এবং কর্তৃত্বভোক্তৃত্বাদয় উপাধিধর্ম্মা এব তদ্গ্রাহ্যে জীবে সর্পভূতাত্মাবিষ্টত্বাৎ সর্পাদিগ্রাহ্যে মনুষ্যে সর্পাদিধর্ম্মা ইবাবভাসন্তে ইত্যত্র দৃষ্টান্তমাহ—চক্ষুষেতি। তদেবং বিষয়ভোগা উপাধি-

ধর্ম্মা এব জীবে মৃষা প্রতীতা ইত্যত্র দৃষ্টান্তদ্বয়মাহ—যথেতি। বিষয়ানুভবো সংসারঃ সংসারবন্ধঃ ॥৫৪-৫৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। অন্যধর্ম্মশীল অন্যত্রও ফুটিয়া উঠে। এ-বিষয়ে দৃষ্টান্ত। চঞ্চল জলদ্বারা তাহার উপর নৌকারূঢ়জনগণ যেমন তীরস্থ বৃক্ষগুলিকে চঞ্চল দেখে, সেইরূপ কর্ত্তা, ভোক্তা প্রভৃতি উপাধিধর্ম্ম তদ্‌গ্রাহ্য জীবে সর্পভূতাদিদ্বারা আবিষ্ট বলিয়া সর্পাদিগ্রাহ্য মনুষ্যে সর্পাদিধর্ম্মের ন্যায় ফুটিয়া উঠে। এ-সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন—চক্ষুঃদ্বারা ইত্যাদি এইরূপ বিষয়ভোগ উপাধিধর্ম্মমাত্র, জীবে মিথ্যা বলিয়া প্রতীত; এ-সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন। বিষয়ানুভব—বিষয়ভোগ সংসার—সংসারবন্ধ ॥ ৫৪-৫৫ ॥

অনুদর্শিনী। চঞ্চলজলে নৌকারূপ উপাধিস্থিত ব্যক্তিগণ স্থিরভাবে একস্থানে উপবিষ্ট থাকিলেও যেমন উপাধির চঞ্চলতায় তীরস্থ স্থির বৃক্ষগুলিকেও চঞ্চল দেখে, তদ্রূপ উপলব্ধি—বুদ্ধির ধর্ম্ম-কর্ত্তা, ভোক্তা প্রভৃতি উপহিত আত্মায় দৃষ্ট হয়। চক্ষু গ্রাহক, ভূমি গ্রাহ্য। ভ্রাম্যমান চক্ষু যেমন স্থির ভূমিকে ভ্রমণশীল দেখে, সর্পভূতাদি গ্রাহকবর্গের ধর্ম্ম যেরূপ গ্রাহ্য মনুষ্যে দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ উপাধি—বুদ্ধির ধর্ম্ম—জাগ্রদাদি, দুঃখাদি উপাধি-অনুরক্ত আত্মায় দৃষ্ট হয়। কল্পনায় ও স্বপ্নে যেরূপ বিষয়ভোগ মিথ্যা সেইরূপ জীবের বিষয়ভোগ ও সংসারবন্ধ মিথ্যা জানিতে হইবে।

এই শ্লোকের অনুরূপ ভাঃ ৭।২।২৩ শ্লোক ॥ ৫৪-৫৫ ॥

অর্থে হ্যবিদ্যমানেঽপি সংসৃতির্ন নিবর্ত্ততে।
ধ্যায়তো বিষয়ানস্য স্বপ্নেঽনর্থাগমো যথা ॥ ৫৬ ॥

অন্বয়। (ননু যদি মৃষা তর্হি কিং তন্নিবৃত্তিপ্রয়াসেন ইত্যত আহ) যথা বিষয়ান্ ধ্যায়তঃ (চিন্তয়তঃ) অস্য (আত্মনঃ) স্বপ্নে অনর্থাগমঃ (অনর্থীভূতস্য বিষয়স্য অনুভবঃ তথা) অর্থে (উপাধিসম্বন্ধে) অবিদ্যমানে অপি সংসৃতিঃ (সংসারঃ) ন নিবর্ত্ততে ॥ ৫৬ ॥

অনুবাদ। যেমন বিষয় ধ্যানকারী ব্যক্তির স্বপ্নাবস্থায় সর্পদংশনাদি নানাবিধ মিথ্যা বিষয়ের অনুভব হইয়া থাকে, তদ্রূপ আত্মার সংসারসম্বন্ধ মিথ্যা হইলেও বিষয়ধ্যানহেতু সুখদুঃখের নিবৃত্তি হয় না ॥ ৫৬ ॥

বিশ্বনাথ। সংসারবন্ধস্য মিথ্যাত্বেঽপি তদুত্থং দুঃখং ন নিবর্ত্তত ইত্যাহ,—অর্থে উপাধিসম্বন্ধে অবিদ্যমানে অবস্তুভূতেঽপি সংসৃতিং সংসারসম্বন্ধোত্থং দুঃখং ন নিবর্ত্ততে। কস্য বিষয়ান্ ভোগবুদ্ধ্যা ধ্যায়তোঽস্য জীবস্য অবস্তুভূতস্যাপি দুঃখদত্বে দৃষ্টান্তঃ। স্বপ্নেঽনর্থাগমঃ সর্পাদিদংশঃ ॥ ৫৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। সংসারবন্ধ মিথ্যা হইলেও তাহা হইতে উত্থিত বা জাত দুঃখ নিবৃত্তি হয় না, ইহা বলিতেছেন। অর্থ অর্থাৎ উপাধিসম্বন্ধ অবিদ্যমান বা অবস্তুভূত হইলেও সংসৃতি অর্থাৎ সংসারসম্বন্ধ জাত দুঃখ নিবৃত্তি হয় না। কোনও জীবের ভোগবুদ্ধিবশতঃ বিষয়ের ধ্যান করিতে করিতে অবস্তুভূত অর্থও দুঃখ দেয়, তাহার দৃষ্টান্ত। স্বপ্নে অনর্থাগম, যেমন সর্পাদিদংশ ॥ ৫৬ ॥

অনুদর্শিনী। দেহসম্বন্ধরহিত আত্মার কি প্রকারে ভোক্তৃ, ভোগ্য ও ভোগ প্রতীতি হয়—ইহার সমর্থনে এই দৃষ্টান্ত—জীবাত্মার দেহরূপ উপাধিসম্বন্ধ অবস্তুভূত—

আত্মমায়ামৃতে রাজন্ পরস্যানুভবাত্মনঃ।
ন ঘটেতার্থসম্বন্ধঃ স্বপ্নদ্রষ্টুরিবাঞ্জসা ॥ ভাঃ ২।৯।১

শ্রীশুকদেব বলিলেন—হে রাজন্, যেমন মনুষ্য স্বপ্নদর্শনকালে স্বপ্নদৃষ্ট দেহকে 'আমার দেহ' বলিয়া মিথ্যাদেহে আবদ্ধ হয়, বস্তুতঃ ঐ দেহসম্বন্ধ সত্য নহে; তদ্রূপ জ্ঞানস্বরূপ জীবাত্মার এই যে দেহের সহিত সম্বন্ধ, ইহাও যথার্থ নহে, কেবল ভগবানের মায়া দ্বারা সংঘটিত হইয়া থাকে মাত্র।

"যেরূপ অজ্ঞান ব্যতীত স্বাপ্নিক-দেহসম্বন্ধ ঘটে না, তদ্রূপ দেহাদি হইতে শ্রেষ্ঠ-জ্ঞানময়-আত্মার দুর্ঘটঘটনা-পটীয়সী অচিন্ত্যশক্তি মায়াদ্বারাই দেহসম্বন্ধ ঘটিয়া থাকে।"—শ্রীবিশ্বনাথ ॥৫৬॥

শ্রীবলদেব প্রভুও, শ্রীরুক্মিণী দেবীকে লক্ষ্য করিয়া জীবকুলকে বলিয়াছেন—

যথা শয়ান আত্মানং বিষয়ান্ ফলমেব চ।
অনুভুঙ্ক্তেঽপ্যসত্যর্থে তথাপ্নোত্যবুধো ভবম্॥

ভাঃ ১০।৫৪।৪৮॥

অর্থাৎ স্বপ্নপদার্থ অসত্য হইলেও নিদ্রিত ব্যক্তি যেরূপ তন্মধ্যে উহাদিগকে ভোগ্য বিষয়, নিজেকে ভোক্তা এবং ভোগ জন্য সুখদুঃখাদি ফল অনুভব করে, সেইরূপ আত্মতত্ত্ব-অনভিজ্ঞ ব্যক্তিও সংসারদশা প্রাপ্ত হয়।

অতএব সুখদুঃখাদি মনেরই ধর্ম্ম, বস্তুত অসঙ্গ জীবাত্মার দুঃখাদি নাই। স্বপ্নদৃষ্ট সর্পাদি অসত্য হইলেও জাগরণ ব্যতীত উহা যেমন দুঃখদই হইয়া থাকে, তদ্রূপ অবিদ্যা বা অজ্ঞানের নিবৃত্তি ব্যতীত অবিদ্যার কার্য্য—দুঃখপ্রদ বিষয়েরও নিবৃত্তি হয় না।

আলোচ্য শ্লোকের অনুরূপ শ্লোক—ভাঃ ৩।২৭।৪, ৪।২৯।৩৫,৭৩, ৬।১৫।২৪ এবং ১১।২৮।১৩॥ ৫৬॥

———

তস্মাদুদ্ধব মা ভুঙ্ক্ষ্ব বিষয়ানসদিন্দ্রিয়ৈঃ।
আত্মাগ্রহণনির্ভাতং পশ্য বৈকল্পিকং ভ্রমম্॥ ৫৭॥

অন্বয়। (অতো ভোগোদ্যমো ন কর্ত্তব্য ইত্যাহ) (হে) উদ্ধব, তস্মাৎ অসদিন্দ্রিয়ৈঃ (বহির্মুখেন্দ্রিয়ৈঃ) বিষয়ান্ মা ভুঙ্ক্ষ্ব, আত্মাগ্রহণনির্ভাতং (আত্মনঃ জীবস্য অগ্রহণং অপ্রাপ্তিঃ তত্র নির্ভাতং বিরাজমানং) বৈকল্পিকং (দেহাধ্যাসাদুদ্ভূতং অজ্ঞানং চ) পশ্য॥ ৫৭॥

অনুবাদ। হে উদ্ধব, অতএব অসৎ ইন্দ্রিয়গণদ্বারা বিষয় সেবা করিও না। এবং নিজ স্বরূপের অজ্ঞানমূলক যে বিকল্প এবং সেই বিকল্প হইতে উৎপন্ন যে ভ্রম হইয়াছে, তাহার বিচার কর॥ ৫৭॥

বিশ্বনাথ। যস্মাদ্ভোগবুদ্ধ্যা বিষয়ধ্যানমনর্থহেতুস্তস্মাত্ত্বং তৎ ত্যজেত্যাহ—তস্মাদিতি। বিকল্পাদ্দেহাধ্যাসাদুদ্ভূতং ভ্রমমজ্ঞানং পশ্য কীদৃশং আত্মনো জীবস্য অগ্রহণমপ্রাপ্তিস্তত্র নির্ভাতং বিরাজমানং তদতিসাধকমিত্যর্থঃ॥ ৫৭॥

বঙ্গানুবাদ। যেহেতু ভোগবুদ্ধিতে বিষয়ধ্যান অনর্থহেতু, অতএব তুমি তাহা ত্যাগ কর। তাই বলিতেছেন। বৈকল্পিক—বিকল্প বা দেহাধ্যাস হইতে উদ্ভূত ভ্রম বা অজ্ঞান দেখ কিরূপ আত্মা অর্থাৎ জীবের অগ্রহণ অপ্রাপ্তি সে ক্ষেত্রে নির্ভাত অর্থাৎ বিরাজমান, তাহার অতিসাধক, এই অর্থ॥ ৫৭॥

অনুদর্শিনী। "উদ্ধব আমা অপেক্ষা অনুমাত্র ন্যূন নহে"—ভাঃ ৩।৪।৩১—শ্রীভগবানের এই উক্তিদ্বারা বুঝা যায় যে, উদ্ধবকে লক্ষ্য করিয়া অন্যের প্রতি এই উপদেশ প্রদত্ত হইতেছে।

দেহাধ্যাস অর্থাৎ দেহকে 'আত্মা' বা 'আমি' বোধে—'আমি বিপ্র', 'আমি ক্ষত্রিয়'—ইত্যাদি ভ্রম হয়। সেই ভ্রমে অর্থাৎ দেহে আত্মবুদ্ধিতে আত্মজ্ঞানের অপ্রাপ্তি হয়। তখন ঐ ভ্রম প্রবলরূপে বিদ্যমান থাকিয়া ভোগবুদ্ধি প্রবল করে এবং বিষয়ধ্যানের অতিসাধক হয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—"জীবের স্বভাব—কৃষ্ণে 'দাস'-অভিমান। দেহে আত্মজ্ঞানে আচ্ছাদিত সেই জ্ঞান॥"—চৈঃ চঃ ম ২৪ পঃ।

শ্রীহরিবিস্মৃতি জন্য জীবের হরিমায়ায় আত্মভিন্ন দেহে আত্মবুদ্ধি এবং আত্মার অস্মৃতি হয়। 'ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাৎ'—ভাঃ ১১।২।৩৭। অতএব সেই হরিস্মৃতি ব্যতীত এই ভ্রম নিরাশের অন্য উপায় নাই॥ ৫৭॥

———

ক্ষিপ্তোঽবমানিতোঽসদ্ভিঃ প্রলব্ধোঽসূয়িতোঽথবা।
তাড়িতঃ সন্নিরুদ্ধো বা বৃত্ত্যা বা পরিহাপিতঃ॥
নিষ্ঠ্যূতো মূত্রিতো বাজ্ঞৈর্বহুধৈবং প্রকম্পিতঃ।
শ্রেয়স্কামঃ কৃচ্ছ্রগত আত্মনাত্মানমুদ্ধরেৎ॥৫৮-৫৯॥

অন্বয়। অসদ্ভিঃ (দুর্জনৈঃ) ক্ষিপ্তঃ (আক্ষিপ্তঃ) অবমানিতঃ (তিরস্কৃতঃ) প্রলব্ধঃ (উপহসিতঃ) অথবা অসূয়িতঃ (দোষারোপবিষয়ীকৃতঃ) তাড়িতঃ সন্নিরুদ্ধঃ (বন্ধাপিতঃ) বা বৃত্ত্যা (জীবিকয়া) পরিহাপিতঃ (বঞ্চিতঃ) বা নিষ্ঠ্যূতঃ (নিষ্ঠীবনবিষয়ীকৃতঃ) অজ্ঞৈঃ মূত্রিতঃ (মূত্রেণ আর্দ্রীকৃতঃ) বা এবং বহুধা প্রকম্পিতঃ

(পরমেশ্বরনিষ্ঠাতঃ প্রচ্যাবিতোঽপি) কৃচ্ছ্রগতঃ (কষ্টং প্রাপিতোঽপি) শ্রেয়স্কামঃ (কুশলার্থী জনঃ) আত্মনা (বুদ্ধ্যা) আত্মানম্ উদ্ধরেৎ (শ্রীনারায়ণং স্মরেদিত্যর্থঃ) ॥৫৮-৫৯॥

অনুবাদ। দুর্জনগণকর্তৃক আক্ষিপ্ত, তিরস্কৃত, উপহসিত, দোষারোপে দূষিত, তাড়িত, বদ্ধ, জীবিকা হইতে বঞ্চিত অথবা অজ্ঞজনকর্তৃক মূত্রদ্বারা আর্দ্রীকৃত ইত্যাদি বহুপ্রকারে পরমেশ্বরনিষ্ঠা হইতে বিচলিত এবং নানাকষ্টে নিপাতিত হইয়াও কল্যাণকামী ব্যক্তি নিজবুদ্ধিদ্বারা শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হইয়া নিজকে রক্ষা করিবেন ॥৫৮-৫৯॥

বিশ্বনাথ। বিষয়ভোগবহিতঃ কীদৃশস্তিষ্ঠেয়মিত্যপেক্ষায়ামাহ, ক্ষিপ্ত ইতি দ্বাভ্যাম্। ক্ষিপ্ত আক্ষিপ্তঃ বহির্নিঃসারিতো বা প্রলব্ধ উপহসিতঃ। অসূয়িতঃ দোষারোপবিষয়ীকৃতঃ। বৃত্ত্যা জীবিকয়া রহিতীকৃতঃ নিষ্ঠ্যূতঃ নিষ্ঠীবনক্ষেপপাত্রীকৃতঃ ॥৫৮-৫৯॥

বঙ্গানুবাদ। বিষয়ভোগরহিত হইয়া কিরূপে থাকিতে পারিব, এই অপেক্ষায় দুইটী শ্লোকে বলিতেছেন। ক্ষিপ্ত—আক্ষিপ্ত বা বহিঃ নিঃসারিত। প্রলব্ধ—উপহসিত। অসূয়িত—দোষারোপ-বিষয়ীকৃত। বৃত্তি বা জীবিকাদ্বারা পরিহাপিত অর্থাৎ রহিতীকৃত, নিষ্ঠ্যূত—নিষ্ঠীবনক্ষেপপাত্রীকৃত ॥ ৫৮-৫৯ ॥

অনুদর্শিনী।

নিন্দন-স্তব সৎকার-ন্যক্কারার্থং কলেবরম্।
প্রধানপরয়ো রাজন্নবিবেকেন কল্পিতম্ ॥

ভাঃ ৭।১।২৩

নারদ বলিলেন—হে রাজন্, নিন্দা, স্তব, সৎকার এবং তিরস্কার অনুভব করিবার জন্যই প্রকৃতিপুরুষের বিবেকহীনতাপ্রযুক্ত এই শরীর কল্পিত হইয়াছে।

জীবের আত্মা ও দেহ দুইটী সম্পূর্ণ পৃথক্। আত্মা—চেতন, জ্ঞানবান্ ও আনন্দময়, দেহ—অচেতন। সুতরাং সেই দেহেই আত্মাভিমানই জীবের সকল অনর্থের মূল। দেহকে 'আমি' বলিয়া অভিমানবশতঃ জীব, সেই দেহ-সম্পর্কিত বস্তু ও ব্যক্তিকে 'আমার' এবং তৎসম্পর্করহিত বস্তু ও ব্যক্তিকে 'পর' বলে। সুতরাং দেহাভিমান হইতে জীবগণের যেরূপ বৈষম্যভাবের উদয় হয় তদ্রূপ 'এই ব্যক্তি আমাকে নিন্দা করিতেছে,' বলিয়া যে দুঃখ এবং 'স্তব করিতেছে' বলিয়া যে সুখ এবং 'এই লোক আমাকে হিংসা করিতেছে অতএব আমি তাহাকে মারিব' ইত্যাদি হিংসাভাবেরও উদয় হয়। কেননা, নিন্দা-স্তব—বাচিক দোষগুণ; সৎকার-ন্যক্কার—কায়িক এবং সম্মান-অসম্মান—মানস দোষগুণ। তাই নিন্দা-স্তব, সৎকার-তিরস্কারাদি অনুভব করিবার জন্য প্রকৃতি-পুরুষের বিবেকহীনতা প্রযুক্ত শরীর কল্পিত হইয়াছে—'নিন্দন-স্তব-সৎকার-ন্যক্কারার্থং কলেবরম্'—(ভাঃ ৭।১।২৩-২৪ টীকায় শ্রীবিশ্বনাথ) অতএব শ্রেয়স্কামী ব্যক্তি অনাত্মা, দেহকে লক্ষ্য করিয়া দুর্জনগণকর্তৃক নিন্দিত, অবমানিত, উপহসিত এবং বিবিধভাবে অত্যাচারিত হইয়াও সেই সকল ব্যক্তির প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া প্রতিশোধ লইবেন না বা নিজমঙ্গললাভে শিথিল হইবেন না বরং যে ভগবানের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া দেহে আত্মবুদ্ধি হয়, সেই ভগবানেরই কৃপায় মায়ামুক্ত হওয়া যায় এই সুদৃঢ়বিশ্বাসে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক আর্ত্তি ও আগ্রহে তাঁহার ভজন করিয়া ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি (গীঃ ২।৪১) দ্বারা নিজকে রক্ষা করিবেন।

ভগবানের সেবকগণ অন্য জীবকে নিজের সুখ-দুঃখ দাতা জানেন না। জীব স্ব স্ব কর্ম্মানুযায়ী ঈশ্বর-দত্ত স্বকর্ম্মফল প্রাপ্ত হয়। ('তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো'—ভাঃ ১০।১৪।৮)—জানিয়া ভজন করেন। তাঁহারা শ্রীচৈতন্যোপদিষ্ট 'আপনি নিরভিমান, অন্যে দিবে মান,' 'তৃণাদপি সুনীচ' ও 'তরোরপি সহিষ্ণু' হইবার মন্ত্রে দীক্ষিত।

অতএব ঈশ্বরাশ্রয়ে সহিষ্ণু ও জড়াহঙ্কার রহিত হওয়াই আত্মঃশ্রেয়ঃ লাভের একমাত্র উপায়।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেব বলিয়াছেন—"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

তৃণ হৈতে নীচ হঞা সদা লবে নাম।
আপনি নিরভিমানী অন্তে দিবে মান॥
তরুসম সহিষ্ণুতা বৈষ্ণব করিবে।
ভৎর্সনা-তাড়নে কাকে কিছু না বলিবে॥
কাটিলেই তরু যেন কিছু না বলয়।
শুকাইয়া মরে, তবু জল না মাগয়॥
এই মত বৈষ্ণব কারে কিছু না মাগিবে।
অযাচিত বৃত্তি, কিম্বা শাক-ফল খাবে॥
সদা নাম লবে, যথা-লাভেতে সন্তোষ।
এইমত আচার করে ভক্তিধর্ম্ম-পোষ॥
চৈঃ চঃ আঃ ১৭ পঃ ॥৫৮-৫৯॥

শ্রীউদ্ধব উবাচ।
যথৈবমনুবুধ্যেয়ং বদ নো বদতাং বর ॥ ৬০ ॥

অন্বয়। শ্রীউদ্ধবঃ উবাচ—(হে) বদতাং বর (বাগ্মিশ্রেষ্ঠ) এবং (তদুক্তং) যথা অনুবুধ্যেয়ং (তথা) নঃ (সর্ব্বান্ প্রতি) বদ ॥ ৬০ ॥

অনুবাদ। শ্রীউদ্ধব বলিলেন—হে বাগ্মিশ্রেষ্ঠ, আপনার এই সকল উপদেশ যাহাতে বিশেষরূপে বুঝিতে পারি তদ্রূপ উপদেশ করুন ॥ ৬০॥

বিশ্বনাথ। যথা অনুবুধ্যেয়ং তত্তৎসহনে যথা বিবেকং প্রাপ্নুয়ামেবং বদ ॥ ৬০ ॥

বঙ্গানুবাদ। যাহাতে অনুবোধ প্রাপ্ত হইতে পারি অর্থাৎ এই সমস্ত সহনে যাহাতে বিবেক লাভ করিতে পারি এরূপ বলুন ॥ ৬০ ॥

সুদুঃসহমিমং মন্য আত্মন্যসদতিক্রমম্।
বিদুষামপি বিশ্বাত্মন্ প্রকৃতির্হি বলীয়সী।
ঋতে ত্বদ্ধর্ম্মনিরতান্ শান্তাংস্তে চরণালয়ান্ ॥৬১॥
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদে দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

অন্বয়। (হে) বিশ্বাত্মন্ হি (যতঃ) প্রকৃতিঃ (স্বভাবঃ) বলীয়সী (অনতিক্রমনীয়া ততঃ) ত্বদ্ধর্ম্মনিরতান্ (ত্বদ্ধর্ম্মেষু শ্রবণকীর্ত্তনাদিষু নিরতান্ প্রবৃত্তান্) তে (তব) চরণালয়ান্ (চরণাশ্রিতান্) শান্তান্ (রাগাদিদোষরহিতান্ ভক্তান্) ঋতে (বিনা) বিদুষাম্ অপি আত্মনি ইমম্ অসদতিক্রমম্ (অসদ্ভিঃ কৃতং অপরাধং) সুদুঃসহং (অতিদুঃসহং) মন্যে ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে
দ্বাবিংশাধ্যায়স্যান্বয় সমাপ্তঃ।

অনুবাদ। হে বিশ্বাত্মন্, যেহেতু স্বভাব অনতিক্রমনীয়, অতএব ত্বদ্ধর্ম্মনিরত, ত্বদীয় চরণাশ্রিত শান্ত ভক্তগণ ব্যতীত পণ্ডিতগণের পক্ষেও অসৎব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক এই প্রকার অবমাননাসমূহ সহ্য করা অতীব দুঃসহ বলিয়া বিবেচনা করি ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে দ্বাবিংশ
অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ। বিদুষাং অসদতিক্রম সহনে উপায়ং জানতামপি প্রকৃতিরমর্ষাত্মকঃ স্বভাবঃ। ত্বদ্ধর্ম্মনিরতান্ ত্বদ্ভক্তান্ বিনেতি তেষাং ত্বৎ সাধর্ম্ম্যপ্রাপ্ত্যা প্রকৃতিরকোপ নৈবেত্যাহ—শান্তান্ তত্র হেতুস্ত্বচ্চরণ নিবাসান্ ॥৬১॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
একাদশেঽত্র দ্বাবিংশঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥
ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠকুরকৃতা শ্রীমদ্ভাগবতে
একাদশস্কন্ধে দ্বাবিংশাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী
টীকা সমাপ্তা।

বঙ্গানুবাদ। বিদ্বান্‌দিগের অর্থাৎ যাঁহারা অসৎ-অতিক্রম-সহনে উপায় জানেন তাঁহাদেরও প্রকৃতি অর্থাৎ অমর্ষাত্মক স্বভাব। ত্বদ্ধর্ম্মনিরত—আপনার ভক্তগণ বিনা। আপনার সাধর্ম্ম্যপ্রাপ্তিজন্য তাঁহাদের প্রকৃতি অকোপন, তাই বলিতেছেন—তাঁহারা শান্ত, তাহার হেতু? তাঁহারা আপনার চরণালয় বা চরণনিবাস ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে দ্বাবিংশাধ্যায়ের
সাধুজনসম্মতা ভক্তানন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী
টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

অনুদর্শিনী। বিদ্বান্‌গণ অসৎঅতিক্রমসহনের উপায় জানিলেও তাঁহারা অসহিষ্ণু বলিয়া সহ্য করিতে

পারেন না। শাস্ত্রজ্ঞানলাভ করা ও তদনুযায়ী কার্য্যকরা এক নহে। উহা শ্রীভগবানের কৃপা ব্যতীত হয় না।

তদর্থনিরত—আপনার শ্রবণকীর্ত্তনাদি নিষ্ঠাপরায়ণ ভক্তগণের পক্ষে উহা বিস্ময়কর নহে। কেননা—

হৃষীকেশে হৃষীকানি যস্ত স্থৈর্য্যগতানি হ।
স এব ধৈর্য্যমাপ্নোতি সংসারে জীবচঞ্চলে॥

শ্রীগোস্বামীপাদোক্তশ্লোক।

অর্থাৎ এই চঞ্চল সংসারে যে ব্যক্তির ইন্দ্রিয়সকল ইন্দ্রিয়াধিপতি শ্রীকৃষ্ণে স্থির হইয়াছে সেই ব্যক্তিই ধৈর্য্য-লাভ করিয়াছেন।

বিশেষতঃ ভক্তগণ আপনার সাধর্ম্ম্য প্রাপ্ত হন—

সর্ব্ব মহাগুণগণ বৈষ্ণবশরীরে।
কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকলি সঞ্চারে॥

চৈঃ চঃ মঃ ২২ পঃ।

ভক্তের একমাত্র উপাস্যবস্তুই শ্রীভগবান্ বিষ্ণু, ভগবদ্ গুণসমূহ ভক্তেরই সম্পত্তি। ভগবানের সকলগুণরাশিই শুদ্ধভক্তে সঞ্চারিত হয়। —শ্রীল প্রভুপাদ।

সুতরাং তাঁহারা শান্ত—

কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত।
ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধিকামী সকলি অশান্ত॥

ঐ মঃ ১৯ পঃ।

চরণনিবাস—আপনার চরণ হইয়াছে নিবাস যাঁহাদের —ভক্তগণ—

"অঞ্জস্তিতর্ম্যনুগৃণন্ গুণবিপ্রমুক্তো
দুর্গাণি তে পদযুগালয়হংসসঙ্গঃ॥" ভাঃ ৭।৯।১৮।

ভক্তপ্রহ্লাদ বলিলেন—হে নৃসিংহদেব, আপনার চরণযুগল যে সকল ভক্তের আলয়, তাঁহাদের সঙ্গক্রমে রাগাদিমুক্ত হইয়া সুমহৎ দুঃখসকল অনায়াসে উত্তীর্ণ হইব।

"পদযুগালয়হংসসঙ্গ—ত্বদীয় পদযুগের কমলত্বহেতু তদালয় হংসগণ অর্থাৎ তৎপার্ষদগণসহ সঙ্গ যাহার সে"—শ্রীবিশ্বনাথ॥ ৬১॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে দ্বাবিংশাধ্যায়ের সারার্থানুদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ

স এবমাশংসিত উদ্ধবেন
ভাগবতমুখ্যেন দাশার্হমুখ্যঃ।
সভাজয়ন্ ভৃত্যবচো মুকুন্দ-
স্তমাবভাষে শ্রবণীয়বীর্য্যঃ॥ ১॥

অন্বয়। শ্রীবাদরায়ণিঃ (শ্রীশুকঃ) উবাচ—দাশার্হ-মুখ্যঃ (যাদবোত্তমঃ) শ্রবণীয়বীর্য্যঃ (শ্রবণীয়ং বীর্য্যং যস্ত সঃ পুণ্যশ্লোকঃ) সঃ মুকুন্দঃ (মুকুং মুক্তিং দদাতি যঃ সঃ কৃষ্ণঃ) ভাগবতমুখ্যেন (ভক্তপ্রবরেণ) উদ্ধবেন এবম্ (উক্তরূপম্) আশংসিতঃ (প্রার্থিতঃ সন্) ভৃত্যবচঃ (ভৃত্যস্য বাক্যং) সভাজয়ন্ (সৎকুর্ব্বন্) তং (উদ্ধবং) অবভাষে (বক্তুম্ আরেভে)॥ ১॥

অনুবাদ। শ্রীশুকদেব বলিলেন—যাদবোত্তম, পুণ্যশ্লোক শ্রীকৃষ্ণ ভক্তপ্রবর উদ্ধব-কর্ত্তৃক এইরূপ প্রার্থিত হইয়া ভক্তবাক্যের সৎকার পূর্ব্বক তাঁহাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন॥ ১॥

বিশ্বনাথ।

ত্রয়োবিংশে কদর্য্যস্য ধনজ্ঞানাপ্যয়োদয়ৌ।
গীতং দুঃখহরক্ষোক্তং দুর্জ্জনাপ্ততিরস্কৃতে॥

আশংসিত প্রার্থিতঃ॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ। ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে কদর্য্য ব্যক্তির ধনের নাশ ও জ্ঞানের উদয় এবং দুর্জ্জনপোষ্যকুটুম্বগণের তিরস্কারে দুঃখহর গীত উক্ত হইয়াছে।

"আশংসিত—প্রার্থিত"॥ ১॥

———

শ্রীভগবানুবাচ

বার্হস্পত্য স নাস্ত্যত্র সাধুর্বৈ দুর্জ্জনেরিতৈঃ।
দুরুক্তৈর্ভিন্নমাত্মানং যঃ সমাধাতুমীশ্বরঃ॥২॥

অন্বয়। শ্রীভগবান্ উবাচ—(হে) বার্হস্পত্য (বৃহস্পতেঃ শিষ্য) যঃ দুর্জ্জনেরিতৈঃ (দুর্জ্জনোক্তৈঃ) দুরুক্তৈঃ (দুর্বাক্যৈঃ) ভিন্নং (ক্ষুভিতং) আত্মানং (মনঃ)

সমাধাতুং (শময়িতুং) ঈশ্বরঃ (তাৎ) অত্র লোকে সঃ (তথাভূতঃ) সাধুঃ নাস্তি বৈ ॥ ২ ॥

অনুবাদ। শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে বৃহস্পতিশিষ্য, যিনি দুর্জ্জনের দুর্ব্বাক্য শ্রবণে ক্ষোভিত মনকে শান্ত করিতে সমর্থ, তাদৃশ সাধু ইহলোকে প্রায় নাই ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ। হে বার্হস্পত্য, বৃহস্পতেঃ শিষ্যেতি সোপপত্তিকং ত্বদ্বাক্যমহমমানয়মেব কিন্তু পারমার্থিকোঽয়ং মার্গস্ত্বদগুরুণা তেনাপ্যগম্যো মত্ত এব ত্বয়া শিক্ষয়িতব্য ইতি ভাবঃ ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে বার্হস্পত্য, বৃহস্পতির শিষ্য, ইহাতে বলা হইতেছে—সোপপত্তিক (প্রমাণযুক্তিপুষ্ট) তোমার বাক্য আমি মানিয়া লইলাম, কিন্তু ইহা পারমার্থিক মার্গ, তোমার সেই গুরুরও অগম্য। আমার নিকট হইতেই তোমাকে শিখিতে হইবে, এই ভাব ॥২॥

সারার্থানুদর্শিনী। লৌকিকমার্গের উপদেশকগণও যখন দুর্জ্জনের কটূক্তি সহ্য করিতে পারেন না, তখন শিষ্যবর্গের কা কথা। অনাত্ম দেহে আত্মবুদ্ধি-বিশিষ্ট জনগণ জাগতিক ধর্ম্ম-অর্থ-কামকে অর্থ বা প্রয়োজন বলিয়া বিবেচনা করেন। আবার তন্মধ্যে কেহ কেহ জগতে সুখের অভাবে কেবলমাত্র দুঃখ-দর্শন করিয়া সেই দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি বা মোক্ষকেই অর্থ বা প্রয়োজন বলেন। কিন্তু ঐ গুলি জীবের পরমার্থ নহে—অজ্ঞান, কৈতব অর্থাৎ ছলনা বা আত্মবঞ্চনা—

> অজ্ঞান-তমের নাম কহিয়ে কৈতব।
> ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-বাঞ্ছা আদি এই সব ॥
> তার মধ্যে মোক্ষ বাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
> যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান ॥
>
> চৈঃ চঃ আ ১ পঃ

'ধর্ম্মপ্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র'—

ভাঃ ১।১।২ শ্লোক আলোচ্য।

কৃষ্ণভক্তিই পরমার্থ। শ্রীকৃষ্ণ ভগবানই সেই স্বভক্তি-ধনের একমাত্র দাতা। তিনিই শ্রীগুরুরূপে নিজ ভক্তি প্রদাতা—

> "কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে।
> গুরু-অন্তর্যামীরূপে শিখায় আপনে ॥"
>
> চৈঃ চঃ ম ২২ পঃ

শ্রীউদ্ধব—পূর্ব্বে বৃহস্পতির নিকট নীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন—

শ্রীলচক্রবর্ত্তিপাদ। 'শিষ্যো বৃহস্পতেঃ সাক্ষাৎ'

ভাঃ ১০.৪৬।১

শ্লোকের টীকায় উদ্ধব সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"ইঁহার বুদ্ধি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ দেখিয়া স্বয়ং বৃহস্পতি ইঁহাকে সর্ব্বশাস্ত্র পড়াইয়াছিলেন। কিন্তু সর্ব্বমুকুটোত্তম কৃষ্ণবশীকারক প্রেমশাস্ত্রে বৃহস্পতিরও অগম্য অর্থাৎ প্রবেশাধিকার না থাকায় ইহার ন্যূনতা।"

"বৃহস্পতেঃ প্রাকৃতনয়ং প্রতীতম্।" ভাঃ ৩।১।২৫

শ্রীভগবান্ তাই শ্রীউদ্ধবকে বলিলেন যে, "তোমার পূর্ব্বগুরু বৃহস্পতি নীতিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইলেও পারমার্থিক মার্গ—ভক্তিতত্ত্বে অনভিজ্ঞ। অতএব সেই গুরু পরিত্যাগ করিয়া আমাকে গুরুপদে বরণ করিয়া আমারই নিকট হইতে তোমাকে পারমার্থিক মার্গ শিক্ষা করিতে হইবে।"

শ্রীভগবানের এই বাক্যে বুঝা যায় যে পারমার্থিক মার্গ কৃষ্ণ ও কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ ব্যতীত অন্যের গম্য বিষয় নহে। তাই শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু ভক্তি-সন্দর্ভে বলিয়াছেন—"পরমার্থগুর্ব্বাশ্রয়ো ব্যবহারিকগুর্ব্বাদি পরিত্যাগেনাপি কর্ত্তব্য ॥"

অর্থাৎ ব্যবহারিক, লৌকিক, কৌলিক, অযোগ্য গুরুদ্রব পরিত্যাগ করিয়াও পারমার্থিক গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে ॥ ২ ॥

> ন তথা তপ্যতে বিদ্ধঃ পুমান্ বাণৈস্তু মর্ম্মগৈঃ।
> যথা তুদন্তি মর্ম্মস্থা হ্যসতাং পরুষেষবঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়। অসতাং (জনানাং) পরুষেষবঃ (পরুষোক্তিরূপা ইষবো বাণাঃ) মর্ম্মস্থাঃ (মর্ম্মণ্ এব নিত্যং স্থিতাঃ) যথাতুদন্তি হি (ব্যথয়ন্তি) পুমান্ মর্ম্মগৈঃ তু বাণৈঃ তু

(অপি) বিদ্ধঃ (সন্) তথা ন তপ্যতে (ইতরে বাণা ন তুদন্তি) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ। অসাধুগণের কটুবাক্যরূপ বাণসমূহ মর্ম্মস্পর্শী হইয়া জীবগণকে যেরূপ ব্যথিত করে, অন্য মর্ম্মভেদী লৌহময় বাণদ্বারা বিদ্ধ হইয়া জীব তাদৃশ দুঃখ অনুভব করে না ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ। পরুষেষবঃ পরুষোক্তিরূপা ইষবঃ ॥৩॥

বঙ্গানুবাদ। পরুষেষু পরুষ উক্তিরূপ ইষু বা বাণ ॥ ৩ ॥

অনুদর্শিনী। স্বানাং যথা বক্রধিয়াং দুরুক্তিভি-র্দিবানিশং তপ্যতি মর্ম্মতাড়িতঃ ॥ ভাঃ ৪।৩।১৯

পরুষ উক্তি লৌহময় বাণ অপেক্ষাও কঠিন এবং তীক্ষ্ণ। কেননা বাণদ্বারা আহত হইয়া লোক নিদ্রা সুখ লাভ করিতে পাবে, কিন্তু বাক্যবাণ দ্বারা ব্যথিত-হৃদয় ব্যক্তি দিবানিশিই তপ্ত-হৃদয়ে দিন অতিবাহিত করেন। বাণ দেহে বিদ্ধ হইলে বাহির করা যায়, এবং তৎকর্ত্তৃক ক্ষতও কালে নিরাময় হয় বলিয়া সে বাণে বেদনা দেয় না কিন্তু বাক্যবাণ হৃদয়েই থাকিয়া যায় সুতরাং তৎপ্রদত্ত বেদনা উপশমিত হয় না ॥৩॥

কথয়ন্তি মহৎ পুণ্যমিতিহাসমিহোদ্ধব।
তমহং বর্ণয়িষ্যামি নিবোধ সুসমাহিতঃ ॥৪॥

অন্বয়। (হে) উদ্ধব, ইহ (অস্মিন্ বিষয়ে) মহৎ (যথা স্যাৎ তথা) পুণ্যং (পুণ্যজনকং) ইতিহাসং (বৃদ্ধাঃ) কথয়ন্তি অহং তম্ (ইতিহাসং) বর্ণয়িষ্যামি; সুসমাহিতঃ (সন্ ত্বং) নিবোধ ॥৪॥

অনুবাদ। হে উদ্ধব, এ বিষয়ে বৃদ্ধগণ যে মহা-পুণ্যজনক ইতিহাস বর্ণন করেন তাহা বলিতেছি, তুমি মনোযোগসহকারে শ্রবণ কর ॥৪॥

কেনচিদ্ভিক্ষুণাগীতং পরিভূতেন দুর্জ্জনৈঃ।
স্মরতা ধৃতিযুক্তেন বিপাকং নিজকর্ম্মণাম্ ॥৫॥

অন্বয়। দুর্জ্জনৈঃ পরিভূতেন (অবজ্ঞাতেন) নিজ-কর্ম্মণাং বিপাকং (ফলং)' স্মরতা (সতা) ধৃতিযুক্তেন কেনচিৎ ভিক্ষুণা গীতম্ ॥৫॥

অনুবাদ। কোন এক ভিক্ষু দুর্জ্জনকর্ত্তৃক অবজ্ঞাত হইয়া নিজ কর্ম্ম-বিপাক স্মরণপূর্ব্বক ধৈর্য্যসহকারে যাহা গান করিয়াছিলেন, আমি তাহাই বর্ণন করিতেছি ॥৫॥

বিশ্বনাথ। যদ্যপ্যেবমেব সর্ব্বত্র. দৃষ্টং তদপি পরুষেষুবৈয়র্থ্যকরমুপাখ্যানং শৃণ্বিত্যাহ—কথয়ন্তীতি। বিপাকং ফলম্ ॥৫॥

বঙ্গানুবাদ। যদিও এইরূপই সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়, পরুষেষুকে ব্যর্থকরার উপাখ্যান শ্রবণ কর, তাই বলিতে-ছেন। বিপাক—ফল ॥৫॥

অনুদর্শিনী। অসৎব্যক্তিগণ চিরকালই ত্যাগি-গণকে আক্রমণ করে। কিন্তু প্রকৃত আত্মমঙ্গলকামী ত্যাগী "কৃতে প্রতিক্রিয়াং কুর্য্যাৎ,হিংসিতে প্রতিহিংসিতম্" —নীতি পরিহার করিয়া নিজকর্ম্মের প্রাপ্যফল জানিয়া সহ্য করেন। তাহাই উপাখ্যানাকারে বলিতেছেন ॥৫॥

অবন্তিষু দ্বিজঃ কশ্চিদাসীদাঢ্যতমঃ শ্রিয়া।
বার্ত্তাবৃত্তিঃ কদর্য্যস্তু কামী লুব্ধোঽতিকোপনঃ॥৬॥

অন্বয়। অবন্তিষু (মালবেষু) শ্রিয়া (সম্পত্ত্যা) আঢ্যতমঃ (অতিশয়েন আঢ্যঃ) বার্ত্তাবৃত্তিঃ (কৃষি-বাণিজ্যাদিরূপা বৃত্তির্যস্য সঃ) কামী লুব্ধ অতিকোপনঃ (চ) কদর্য্যঃ (আত্মদার-পুত্রাদি-পীড়নশীলঃ) কশ্চিৎ তু দ্বিজঃ আসীৎ ॥৬॥

অনুবাদ। মালবদেশে ঐশ্বর্য্যবান্ কৃষিবাণিজ্যাদি-বৃত্তিশীল, কামী, লুব্ধ, অত্যন্ত কোপনস্বভাব, শাস্ত্রোক্ত কদর্য্য চরিত্রবিশিষ্ট এক বিপ্র বাস করিত ॥৬॥

বিশ্বনাথ। অবন্তিষু মালবেষু। বার্ত্তা কৃষি-বাণিজ্যাদিরূপা বৃত্তির্যস্য সঃ কদর্য্যো বিগীতঃ। যদুক্তং। "আত্মানং ধর্ম্মকৃত্যঞ্চ পুত্রদারাংশ্চ পীড়য়ন্। দেবতাতিথি-ভৃত্যাংশ্চ স কদর্য্য ইতি স্মৃতঃ" ইতি ॥৬॥

বঙ্গানুবাদ। অবন্তি—মালবদেশে, বার্ত্তাবৃত্তি—যাহার কৃষিবাণিজ্যাদিরূপ বৃত্তি সে কদর্য্য বলিয়া বিগীত।

যেরূপ উক্ত হইয়াছে—(স্মৃতি) 'নিজেকে, ধর্ম্মকৃত্যকে, পুত্রদারকে, দেবতা-অতিথিভৃত্যগণকে উৎপীড়নকারী কদর্য্য বলিয়া স্মৃত ॥৬॥

জ্ঞাতয়োঽতিথয়স্তস্য বাঙ্মাত্রেণাপি নার্চ্চিতাঃ।
শূন্যাবসথ আত্মাপি কালে কামৈরনর্চ্চিতঃ ॥৭॥

অন্বয়। তস্য জ্ঞাতয়ঃ অতিথয়ঃ (অধ্বনীনাঃ চ) বাঙ্মাত্রেণ (কেবলং বাক্যেন) অপি ন অর্চ্চিতাঃ (তুষ্টীকৃতাঃ অতঃ) শূন্যাবসথে (ধর্ম্মকামহীনে গেহে দেহে বা) কালে (ভোগাবসরে) আত্মা অপি (স্বদেহোঽপি) কামৈঃ (অভিলষিতদ্রব্যৈঃ) অনর্চ্চিতঃ (ন সন্তোষিতঃ)॥ ॥

অনুবাদ। তিনি জ্ঞাতি বা অতিথিগণকে বাক্যদ্বারাও তুষ্ট করিতেন না। এমন কি ধর্ম্ম-কর্ম্মহীন গৃহে নিজদেহকেও কোনদিন অভিলষিত দ্রব্যদ্বারা তৃপ্ত করেন নাই ॥৭॥

বিশ্বনাথ। শূন্যাবসথে ধর্ম্মকামশূন্যে গৃহাশ্রমে ॥৭॥

বঙ্গানুবাদ। শূন্যাবসথে—ধর্ম্মকামশূন্যগৃহাশ্রমে ॥৭॥

অনুদর্শিনী। ধর্ম্মকর্ম্ম ও কামভোগের জন্য গৃহাশ্রম। কৃপণ ব্রাহ্মণ অর্থব্যয়ভয়ে ঐ দুইটী কার্য্য করিতেন না ॥৭॥

দুঃশীলস্য কদর্য্যস্য দ্রুহ্যন্তে পুত্রবান্ধবাঃ।
দারা দুহিতরো ভৃত্যা বিষণ্ণা নাচরন্ প্রিয়ম্ ॥৮॥

অন্বয়। পুত্রবান্ধবাঃ (পুত্রাশ্চ বান্ধবাশ্চ তে) দুঃশীলস্য কদর্য্যস্য (তস্য তং) দ্রুহ্যন্তে (দ্রুহ্যন্তি) বিষণ্ণাঃ (সন্তঃ) দারা দুহিতরঃ ভৃত্যাঃ চ প্রিয়ং ন আচরন্ ।৮॥

অনুবাদ। পুত্র ও বান্ধবগণ সেই দুঃশীল ও কদর্য্যের প্রতি দ্রোহ আচরণ করিত। স্ত্রী, কন্যা এবং ভৃত্যগণ সকলেই বিষণ্ণ হইয়া কেহই তাহার প্রিয় আচরণ করিত না ॥৮॥

বিশ্বনাথ। দুঃশীলস্য দুঃশীলায় দ্রুহ্যন্তে দ্রুহ্যন্তি ॥৮॥

বঙ্গানুবাদ। দুঃশীলকে পুত্রবান্ধব দ্রোহ করে ॥৮॥

অনুদর্শিনী। 'কবে মরিবে'—এই দ্রোহ করে ॥৮॥

তস্যৈবং যক্ষবিত্তস্য চ্যুতস্যোভয়লোকতঃ।
ধর্ম্মকামবিহীনস্য চুক্রুধুঃ পঞ্চভাগিনঃ ॥৯॥

অন্বয়। এবং যক্ষবিত্তস্য (যক্ষাণাং বিত্তমেব কেবলং রক্ষণীয়ং বিত্তং যস্য তস্য) ধর্ম্মকামবিহীনস্য (অতএব) উভয়লোকতঃ (স্বর্গাৎ ইহলোকাৎ চ) চ্যুতস্য (ভ্রষ্টস্য) তস্য পঞ্চভাগিনঃ (পঞ্চযজ্ঞদেবতাঃ) চুক্রুধুঃ ॥৯॥

অনুবাদ। এইরূপ যক্ষসদৃশ ধনরক্ষণশীল ধর্ম্মকামবিহীন, উভয় লোক হইতে ভ্রষ্ট সেই বিপ্রের প্রতি পঞ্চযজ্ঞভাগী দেবতাগণ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন ॥৯॥

বিশ্বনাথ। যক্ষাণাং বিত্তমিব কেবলং রক্ষণীয়ং বিত্তং যস্য তস্য। পঞ্চভাগিনঃ পঞ্চযজ্ঞদেবতাঃ ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। যক্ষবিত্ত—যাহার যক্ষগণের বিত্তের ন্যায় কেবল রক্ষণীয় বিত্ত। পঞ্চভাগী পঞ্চযজ্ঞদেবতা ॥৯॥

অনুদর্শিনী। যক্ষবিত্ত—যে ব্যক্তি যক্ষের ন্যায় গুপ্তবিত্তরক্ষকমাত্র, বিত্ত ব্যয় করে না, ভোগও করে না। পঞ্চভাগী—দেবতা, ঋষি, পিতৃ, মনুষ্য ও ভূত বা প্রাণী। পরে 'দেবর্ষি-পিতৃভূতানি'—ভাঃ ১১।২৩।২৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥ ৯ ॥

তদবধ্যানবিস্রস্ত-পুণ্যস্কন্ধস্য ভূরিদ।
অর্থোঽপ্যগচ্ছন্নিধনং বহ্বায়াসপরিশ্রমঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়। (হে) ভূরিদ (প্রভূতদানশীল উদ্ধব,) তদবধ্যানবিস্রস্তপুণ্যস্কন্ধস্য (তেষামবধ্যানমনাদরস্তেন বিস্রস্তো বিশীর্ণঃ পুণ্যস্য স্কন্ধঃ অর্থলাভমাত্রহেতুরংশো যস্য তস্য) বহ্বায়াসপরিশ্রমঃ (বহ্বায়াসৈঃ কৃষ্যাদিভিঃ কেবলং পরিশ্রমো যস্মিন্ সঃ) অর্থঃ অপি নিধনং (নাশম্) অগচ্ছৎ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ। হে ভূরিদ উদ্ধব, এইরূপে দেবতাগণের অনাদরহেতু তাহার পুণ্যভাগ ক্ষীণ হওয়ায় বহু পরিশ্রম ও আয়াসলব্ধ অর্থও বিনষ্ট হইল ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ। তেষামবধ্যানমনাদরঃ। বহ্বায়াসৈঃ কৃষ্যাদিভিঃ পরিশ্রমো যস্মিন্ সঃ ॥ ১০ ॥

বঙ্গানুবাদ। তাহাদের অবধ্যান—অনাদর, বহ্বায়াস পরিশ্রম যাহাতে বহু কষ্ট-সাধ্য কৃষি-আদি পরিশ্রম॥ ১০॥

——

জ্ঞাতয়ো জগৃহুঃ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদ্দস্যব উদ্ধব।
দৈবতঃ কালতঃ কিঞ্চিদ্‌ব্রহ্মবন্ধোর্নৃপার্থিবাৎ॥১১॥

অন্বয়। (হে) উদ্ধব, ব্রহ্মবন্ধোঃ (বিপ্রাধমস্য) জ্ঞাতয়ঃ কিঞ্চিৎ (ধনং) জগৃহুঃ, দস্যবঃ কিঞ্চিৎ (ধনং জগৃহুঃ), দৈবতঃ (গৃহদাহাদিনা) কিঞ্চিৎ (নষ্টং) কালতঃ (কালেনাপি নিখাতধান্যাদিকং কিঞ্চিৎ) নৃপার্থিবাৎ (নৃভ্যঃ চৌরাদিভ্যঃ পার্থিবাৎ রাজভ্যশ্চ নিধনমগচ্ছৎ)॥ ১১॥

অনুবাদ। হে উদ্ধব, জ্ঞাতিগণ সেই বিপ্রাধমের কিছু ধন গ্রহণ করিল, কিঞ্চিৎ দস্যুগণ গ্রহণ করিল, গৃহদাহাদিদ্বারা কিঞ্চিৎ নষ্ট হইয়া গেল, কালক্রমে কিঞ্চিৎ অকর্ম্মণ্য হইয়া গেল এবং দস্যুগণ ও রাজা কিছু কিছু গ্রহণ করিল॥ ১১॥

বিশ্বনাথ। দৈবতো গৃহদাহাদিনা কিঞ্চিৎ কালতঃ কালেনাপি নিখাতধান্যাদিকং কিঞ্চিৎ নৃপার্থিবাদিতি দ্বন্দ্বৈক্যং নৃভ্যশ্চৌরাদিভ্যো রাজভ্যশ্চ নিধনমগচ্ছদিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ॥ ১১॥

বঙ্গানুবাদ। দৈব হইতে—গৃহদাহাদিদ্বারা কিঞ্চিৎ, কালদ্বারা—নিখাতধান্যাদি কিঞ্চিৎ, নৃপার্থিব—মনুষ্য বা চৌর ও রাজা হইতে কিঞ্চিৎ (দ্বন্দ্বৈক্য) নিধন-প্রাপ্ত হইল, এই পূর্ব্বের সহিত অন্বয়॥ ১১॥

অনুদর্শিনী। নিখাত—ভূগর্ভনিহিত। অর্থ ও আয়ু ক্ষয়িষ্ণু। সুতরাং অর্থবান্ ও আয়ুষ্মানের সততই অর্থ ও আয়ুব্যয়ের ভয়—

রাজতশ্চৌরতঃ শত্রোঃ স্বজনাৎ পশুপক্ষিতঃ।
অর্থিভ্যঃ কালতঃ স্বস্মান্নিত্যং প্রাণার্থবদ্ভয়ম্॥
ভাঃ ৭।১৩।৩৩

অর্থাৎ মনুষ্যের প্রাণ ও অর্থনিবন্ধন সর্ব্বদা ভয় হইয়া থাকে; রাজা, চৌর, শত্রু, স্বজন, পশু, পক্ষী, যাচক ও কাল ইহাদিগের ভয়ে সর্ব্বদা সশঙ্ক, এমন কি পাছে স্বয়ং অর্থ দান, ভোগ বা বিস্মরণহেতু নষ্ট করিয়া ফেলে, এই নিমিত্ত আপনার ভয়ে আপনি ভীত থাকে॥ ১১॥

——

স এবং দ্রবিণে নষ্টে ধর্ম্মকামবিবর্জ্জিতঃ।
উপেক্ষিতশ্চ স্বজনৈশ্চিন্তামাপ দুরত্যয়াম্॥ ১২॥

অন্বয়। এবং (উক্তরূপেণ) দ্রবিণে (ধনে) নষ্টে (সতি) ধর্ম্মকামবিবর্জ্জিতঃ সঃ স্বজনৈঃ উপেক্ষিতঃ চ দুরত্যয়াং (অপারাং) চিন্তাম্ আপ (প্রাপ্তবান্)॥১২॥

অনুবাদ। এইরূপে সকল ধন বিনষ্ট হইলে ধর্ম্মকামবিবর্জ্জিত সেই বিপ্র স্বজনগণকর্ত্তৃক উপেক্ষিত হইয়া অপার চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইলেন॥ ১২॥

তস্যৈবং ধ্যায়তো দীর্ঘং নষ্টরায়স্তপস্বিনঃ।
খিদ্যতো বাষ্পকণ্ঠস্য নির্ব্বেদঃ সুমহানভূৎ॥ ১৩॥

অন্বয়। এবং নষ্টরায়ঃ (নষ্টা রায়োঽর্থা যস্য তস্য) তপস্বিনঃ (সংতপ্তস্য) দীর্ঘং ধ্যায়তঃ (চিন্তয়তঃ) খিদ্যতঃ (ক্লিশ্যতঃ) বাষ্পকণ্ঠস্য (বাষ্পেণ রুদ্ধঃ কণ্ঠো যস্য তাদৃশস্য) তস্য সুমহান্ নির্ব্বেদঃ (বৈরাগ্যম্) অভূৎ॥ ১৩॥

অনুবাদ। ধননাশে সন্তপ্ত, দীর্ঘচিন্তারত, ক্লিষ্ট, বাষ্পকণ্ঠে খেদপরায়ণ বিপ্রের হৃদয়ে মহান্ বৈরাগ্য উপস্থিত হইল॥ ১৩॥

বিশ্বনাথ। কদর্য্যস্যাপি তস্যাপরাধস্থগিতঃ তদ্ভোগান্তে প্রাচীনঃ সংস্কারবিশেষোঽয়মুদ্বুদ্ধ ইত্যাহ,—তস্যেতি। নষ্টরায়ো নষ্টধনস্য তপস্বিনঃ সন্তপ্তস্য॥ ১৩॥

বঙ্গানুবাদ। সেই কদর্য্যেরও অপরাধ স্থগিত, তাহার ভোগান্তে এই প্রাচীন সংস্কারবিশেষ উদ্বুদ্ধ, এই বলিতেছেন। নষ্টরায—নষ্টধন, তপস্বী সন্তপ্ত॥ ১৩॥

অনুদর্শিনী। প্রারব্ধ দুই প্রকার—শোভন ও অশোভন। যাঁহাদিগের ভগবানে রতির উদয় হইয়াছে, তাঁহাদিগের পক্ষে শোভন যথা ভরতাদি।

যাহাদের কর্ম্মফলপ্রাপ্ত জীবনে ভগবানের ভজন করিতে করিতে অপরাধবশতঃ ভজন-চ্যুতি হয়, তাহারা স্বকর্ম্মানুযায়ী পরজন্ম লাভ করিলে এবং সেই জীবনে কর্ম্মফল ভোগ করিতে থাকিলেও পূর্ব্বাপরাধের ক্ষয়ে

পূর্ব্বসংস্কার অর্থাৎ ভজন ফল—ভজনে প্রবৃত্তির ও বিষয়ে নিবৃত্তির উদয় হয়। ব্রাহ্মণেরও সেই প্রাচীন ভজন-সংস্কারের উদ্বোধন হইয়াছিল ॥ ১৩ ॥

স চাহেদমহো কষ্টং বৃথাত্মা মেঽনুতাপিতঃ।
ন ধর্ম্মায় ন কামায় যস্যার্থায়াস ঈদৃশঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়। স চ (ব্রাহ্মণঃ) ইদম্ আহ যস্য (মম) ঈদৃশঃ অর্থায়াসঃ (অর্থোপার্জ্জনশ্রমঃ) ন ধর্ম্মায় ন চ কামায়, মে (ময়া) আত্মা (দেহঃ) বৃথা (এব) অনুতাপিতঃ অহো (এতৎ) কষ্টং (অতিদুঃখদম্) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ। সেই ব্রাহ্মণ বলিতে লাগিলেন—অহো! আমি এত পরিশ্রম-দ্বারা যে সকল অর্থ উপার্জ্জন করিলাম তাহা না ধর্ম্ম বা না কামভোগের নিমিত্ত হইল। আমি নিজ দেহকে বৃথাই কষ্ট দিয়াছি। হায়! অত্যন্ত কষ্টকর ॥ ১৪ ॥

প্রায়েণার্থাঃ কদর্য্যাণাং ন সুখায় কদাচন।
ইহ চাত্মোপতাপায় মৃতস্য নরকায় চ ॥১৫॥

অন্বয়। কদর্য্যাণাম্ অর্থাঃ প্রায়েণ কদাচন সুখায় ন ভবন্তি। ইহ (অস্মিন্ লোকে) আত্মোপতাপায় (আত্মনঃ স্বস্য উপতাপঃ তস্মৈ) মৃতস্য (তস্য পরলোকে) নরকায় চ (ভবন্তি) ॥

অনুবাদ। কদর্য্য ব্যক্তিগণের অর্থ কখনও সুখপ্রদ হয় না; পরন্তু ইহলোকে ঐ অর্থ নিজের কষ্টের এবং পরলোকে নরকের কারণ হইয়া থাকে ॥১৫॥

বিশ্বনাথ। নরকায় ব্যয়ভীত্যা নিত্যনৈমিত্তিক-কর্ম্মানমুষ্ঠানাৎ ॥১৫॥

বঙ্গানুবাদ। নরকপ্রাপক হয়—ব্যয়ভয়ে নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম অনুষ্ঠান না করার জন্ত ॥ ১৫ ॥

অনুদর্শিনী। অর্থের সদ্ব্যবহার—

ধর্ম্মায় যশসেঽর্থায় কামায় স্বজনায় চ।
পঞ্চধা বিভজন্ বিত্তমিহামুত্র চ মোদতে ॥
ভাঃ ৮।১৯।৩৭

(অতএব জ্ঞানীব্যক্তি) ধর্ম্ম, যশ, অর্থ, কাম এবং স্বজন-পালনের জন্ত বিত্তকে পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়া ইহলোকে ও পরলোকে সুখভাগী হইয়া থাকেন। কিন্তু যাহারা ব্যয়ভয়ে ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান না করে, তাহাদের পক্ষে ঐ অর্থ নরকপ্রাপক হয় ॥ ১৫ ॥

যশো যশস্বিনাং শুদ্ধং শ্লাঘ্যা যে গুণিনাং গুণাঃ।
লোভঃ স্বল্পোঽপি তান্ হন্তি শ্বিত্রো রূপমিবেপ্সিতম্ ॥১৬॥

অন্বয়। স্বল্পঃ অপি লোভঃ শ্বিত্রঃ (শ্বেতকুষ্ঠং) ঈপ্সিতং রূপম্ ইব যশস্বিনাং (যৎ) শুদ্ধং (নির্ম্মলং) যশঃ গুণিনাং যে শ্লাঘ্যাঃ (প্রশংসনীয়াঃ) গুণাঃ তান্ (চ) হন্তি ॥১৬॥

অনুবাদ। ঈষৎ শ্বেতকুষ্ঠ যেরূপ রূপবান্ পুরুষের রূপ নষ্ট করে, তদ্রূপ কিঞ্চিন্মাত্র লোভই যশস্বিগণের নির্ম্মল যশঃ এবং গুণিগণের প্রশংসনীয় গুণসকলকে নষ্ট করে ॥১৬॥

বিশ্বনাথ। শ্বিত্রঃ শ্বেতকুষ্ঠম্ ॥ ১৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। শ্বিত্র—শ্বেতকুষ্ঠ ॥ ১৬ ॥

অনুদর্শিনী। শ্বেতকুষ্ঠ যেরূপ জীবের অভীষ্ট রূপ নাশ করে, সেই প্রকার ॥১৬॥

অর্থস্য সাধনে সিদ্ধে উৎকর্ষে রক্ষণে ব্যয়ে।
নাশোপভোগ আয়াসস্ত্রাসশ্চিন্তা ভ্রমো নৃণাম্ ॥১৭॥

অন্বয়। অর্থস্য সাধনে (উপার্জ্জনে) সিদ্ধে (চ সতি) উৎকর্ষে (সম্বর্দ্ধনে) রক্ষণে ব্যয়ে নাশোপভোগে (নাশে উপভোগে চ) নৃণাম্ আয়াসঃ (সাধনোৎকর্ষয়োঃ আয়াসঃ) ত্রাসঃ (ব্যয়ে ত্রাসঃ) চিন্তা (রক্ষণে উপভোগে চ চিন্তা) ভ্রমঃ (নাশে ভ্রমশ্চ ভবেৎ) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ। অর্থের উপার্জ্জনে ও উপার্জ্জিত অর্থের সম্বর্দ্ধনে আয়াস, রক্ষণে ও উপভোগে চিন্তা, ব্যয়ে ত্রাস এবং অর্থনাশে ভ্রম হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ। অর্থস্য সাধনে উৎপাদনে সিদ্ধেঽপ্যর্থে উৎকর্ষেঽর্থস্য সম্বর্দ্ধনে নাশে উপভোগে যথাসম্ভবমায়াসাদয়ো ব্যসনানি স্ত্রীদ্যূতমত্তবিষয়াণি ত্রীণীত্যূনবিংশতিঃ। ॥১৭॥

অনুদর্শিনী। অর্থের উপার্জনে ও সংবর্দ্ধনে—আয়াস; রক্ষণে—চিন্তা, ব্যয় ও উপভোগে—ত্রাস এবং নাশে—ভ্রম।

ধনানামর্জনে ক্লেশস্তথৈব পরিরক্ষণে।
দানে দুঃখং ব্যয়ে দুঃখং ধিগর্থান্ ক্লেশকারিণঃ॥

ধনের অর্জনে ও রক্ষণে ক্লেশ এবং দানে ও ব্যয়ে দুঃখ, অতএব ক্লেশের উৎপত্তিকারী অর্থকে ধিক্।

পঞ্চদশ অনর্থ—চৌর্য্য, হিংসা, মিথ্যা, দম্ভ, কাম, ক্রোধ, বিস্ময়, মত্ততা, ভেদ, শত্রুতা, অবিশ্বাস, স্পর্দ্ধা, স্ত্রী, দ্যূত (অক্ষক্রীড়াদি) ও মদ্য। এবং আয়াস, চিন্তা, ত্রাস ও ভ্রম এই চারিটী লইয়া উনবিংশতি॥ ১৮-১৯॥

—

স্তেয়ং হিংসানৃতং দম্ভঃ কামঃ ক্রোধঃ স্ময়ো মদঃ।
ভেদো বৈরমবিশ্বাসঃ সংস্পর্দ্ধা ব্যসনানি চ॥
এতে পঞ্চদশানর্থা হ্যর্থমূলা মতা নৃণাম্।
তস্মাদনর্থমর্থাখ্যং শ্রেয়োঽর্থী দূরতস্ত্যজেৎ॥ ১৮-১৯॥

অন্বয়। স্তেয়ং (চৌর্য্যং) হিংসা (পরপীড়নং) অনৃতং (মিথ্যাভাষণং) দম্ভঃ কামঃ ক্রোধঃ (অর্থপ্রাপ্ত্যর্থাঃ এতে ষড়নর্থাঃ, প্রাপ্তেঽর্থে) স্ময়ঃ (বিস্ময়ঃ) মদঃ (মত্ততা) ভেদঃ (বৈষম্যদর্শনং) বৈরম্ অবিশ্বাসঃ সংস্পর্দ্ধা ব্যসনানি চ (স্ত্রীদ্যূতমত্তবিষয়াণি ত্রীণি) নৃণাম্ এতে অর্থমূলাঃ (অর্থঃ মূলং কারণং যেষাং তে) পঞ্চদশ অনর্থাঃ মতাঃ (জনৈঃ জ্ঞাতাঃ) তস্মাৎ শ্রেয়োঽর্থী (জনঃ) অর্থাখ্যং (অর্থঃ ইতি আখ্যা নাম যস্য তং) অনর্থং দূরতঃ ত্যজেৎ॥ ১৮-১৯॥

অনুবাদ। চৌর্য্য, হিংসা, মিথ্যা, দম্ভ, কাম, ক্রোধ, বিস্ময়, মত্ততা, ভেদ, বৈর, অবিশ্বাস, স্পর্দ্ধা, স্ত্রী, দ্যূত ও মদ্য এই পঞ্চদশ প্রকার অনর্থ মানবগণের উপস্থিত হইয়া থাকে। অতএব কল্যাণকামী ব্যক্তি অর্থরূপ অনর্থকে দূর হইতেই পরিত্যাগ করিবেন॥১৮-১৯॥

বিশ্বনাথ। তত্রায়াস-ত্রাস-চিন্তা-ভ্রমাঃ কেবলং দুঃখহেতব এব স্তেয়াদয়স্তু পাপহেতবোঽপীতি পঞ্চদশৈবানর্থহেতবঃ॥ ১৮-১৯॥

বঙ্গানুবাদ। অর্থের সাধন অর্থাৎ উৎপাদনে, অর্থসিদ্ধ, সংগৃহীত হইলেও উৎকর্ষে—অর্থে সংবর্দ্ধনে, নাশে, উপভোগে যথাসম্ভব আয়াস প্রভৃতি। ব্যসন—তিনটী, স্ত্রী, দ্যূত, মত্তবিষয়ক এই উনবিংশতি। তন্মধ্যে আয়াস, ত্রাস, চিন্তা ও ভ্রম কেবল দুঃখহেতু, স্তেয় (চৌর্য্য) প্রভৃতি পাপহেতু, পঞ্চদশটাই অনর্থহেতু॥ ১৭-১৯॥

—

ভিদ্যন্তে ভ্রাতরো দারাঃ পিতরঃ সুহৃদস্তথা।
একাস্নিগ্ধাঃ কাকিণিনা সদ্যঃ সর্ব্বেঽরয়ঃ কৃতাঃ॥২০॥

অন্বয়। (ভেদবৈরস্পর্দ্ধা প্রপঞ্চয়তি) ভ্রাতরঃ দারাঃ পিতরঃ তথা সুহৃদঃ (এতে) একাস্নিগ্ধাঃ (একে একপ্রাণাশ্চ তে আস্নিগ্ধাঃ অতিপ্রিয়াশ্চেতি) সর্ব্বে কাকিণিনা (বিংশতিবরাটীকা কাকিণী তয়া) সদ্যঃ অরয়ঃ কৃতাঃ ভিদ্যন্তে (স্নেহং ত্যজন্তি)॥ ২০॥

অনুবাদ। অতি অল্প পরিমাণ অর্থের জন্য ভ্রাতা, স্ত্রী, পিতা, বান্ধব এবং অতিপ্রিয় ব্যক্তিগণও সদ্য শত্রু হইয়া উঠে এবং তাহাদের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়॥ ২০॥

বিশ্বনাথ। ঐকমত্যাদেকে চ তে অতিস্নেহবত্ত্বাদাস্নিগ্ধাশ্চ তে একাস্নিগ্ধা অপি ভ্রাত্রাদয়ঃ। কাকিণিনেত্যার্ষং বিংশতিবরাটিকামাত্রেণৈবার্থেন॥ ২০॥

বঙ্গানুবাদ। একাস্নিগ্ধ—একমতহেতু এক, তাহারাই অতি স্নেহবান্ বলিয়া আস্নিগ্ধ হইয়াও ভ্রাতৃ প্রভৃতি। কাকিণী বিংশতি সংখ্যক বরাটিকামাত্র অর্থ নিমিত্ত (তৃতীয়া বিভক্তি আর্ষ)॥ ২০॥

অনুদর্শিনী। ভেদই স্নেহভঞ্জক। ধনই ঐ ভেদ সৃষ্টি করে।

কাকিণী—কুড়ি কড়া বা অতি সামান্য অর্থ। 'কচিন্নিধো ব্যবহরন্'—ভাঃ ৫।১৪।২৬ শ্লোঃ দ্রষ্টব্য ॥ ২০ ॥

অর্থেনাল্পীয়সা হ্যেতে সংরব্ধা দীপ্তমন্যবঃ।
ত্যজন্ত্যাশু স্পৃধো ঘ্নন্তি সহসোৎসৃজ্য সৌহৃদম্ ॥২১॥

অন্বয়। এতে (ভ্রাত্রাদয়ঃ) হি অল্পীয়সা অর্থেন (হেতুনা) সংরব্ধাঃ (ক্ষুভিতাঃ) দীপ্তমন্যবঃ (ক্রুদ্ধাঃ সন্তঃ) আশু (শীঘ্রং ভ্রাত্রাদীন্) ত্যজন্তি স্পৃধঃ (স্পর্দ্ধমানাঃ সন্তঃ) সৌহৃদম্ উৎসৃজ্য (ত্যক্ত্বা) সহসা (তান্) ঘ্নন্তি ॥২১॥

অনুবাদ। ইহারা অতি সামান্য অর্থের জন্য ক্ষুভিত হয় ও ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে ত্যাগ করে। অনন্তর স্পর্দ্ধান্বিত হইয়া সৌহার্দ্দ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহাদিগকে বধ করিয়া থাকে ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ। স্পৃধঃ স্পর্দ্ধমানাঃ ॥২১॥

বঙ্গানুবাদ। স্পৃধঃ—স্পর্দ্ধমান ॥ ২১ ॥

লব্ধ্বা জন্মামরপ্রার্থ্যং মানুষ্যং তদ্দ্বিজাগ্র্যতাম্।
তদনাদৃত্য যে স্বার্থং ঘ্নন্তি যান্ত্যশুভাং গতিম্ ॥২২॥

অন্বয়। অমরপ্রার্থ্যং (অমরাণাং দেবানামপি প্রার্থ্যম্ অভিলষনীয়ং) মানুষ্যং জন্ম তৎ (তত্রাপি) দ্বিজাগ্র্যতাং (ব্রাহ্মণ্যং) লব্ধ্বা (প্রাপ্য) তৎ অনাদৃত্য যে (জনাঃ) স্বার্থং (আত্মহিতং) ঘ্নন্তি (ন কুর্ব্বন্তি তে) অশুভাং গতিং (নরকাদিকং) যান্তি ॥২২॥

অনুবাদ। যাহারা দেবগণ প্রার্থনীয় মনুষ্যজন্ম এবং তন্মধ্যে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াও তাহার অনাদর পূর্ব্বক আত্মহিত নষ্ট করিয়া থাকে, তাহারা নিরয়গামী হয় ॥ ২২ ॥

অনুদর্শিনী। স্বার্থ—আত্মহিত অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তি। এতৎপ্রসঙ্গে "তরবঃ কিং ন জীবন্তি"—ভাঃ ২।৩।১৮—২৪ এবং "নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং"... "স এবাং পুরুষং সাক্ষাৎ"—ভাঃ ১১।৫।৩ শ্লোকসমূহ আলোচ্য ॥২২॥

স্বর্গাপবর্গয়োর্দ্বারং প্রাপ্য লোকমিমং পুমান্।
দ্রবিণে কোঽনুষজ্জেত মর্ত্ত্যোঽনর্থস্য ধামনি ॥২৩॥

অন্বয়। (অমরপ্রার্থ্যতাং দর্শয়ন্নাহ) স্বর্গাপবর্গয়োঃ (স্বর্গমোক্ষয়োঃ) দ্বারম্ (সাধনভূতম্) ইমং লোকং (দেহং) প্রাপ্য অনর্থস্য ধামনি (আশ্রয়রূপে) দ্রবিণে (ধনে) মর্ত্ত্যঃ (মরণধর্ম্মশীলঃ) কঃ পুমান্ অনুষজ্জেত (আসক্তিং কুর্য্যাৎ) ॥২৩॥

অনুবাদ। স্বর্গ ও মোক্ষের দ্বারস্বরূপ মনুষ্যদেহ লাভ করিয়া অনর্থের একমাত্র আশ্রয়স্বরূপ অর্থে মরণ-ধর্ম্মশীল কোন্ ব্যক্তি আসক্ত হন্? ॥২৩॥

অনুদর্শিনী। মনুষ্যদেহ স্বর্গ অপবর্গাদির দ্বার—

যদৃচ্ছয়া লোকমিমং প্রাপিতঃ কর্ম্মভির্ভ্রমন্।
স্বর্গাপবর্গয়োর্দ্বারং তিরশ্চাং পুনরস্য চ ॥ ভাঃ ৭।১৩।২৫

ব্রাহ্মণ প্রহ্লাদকে বলিলেন—আমি যদৃচ্ছাক্রমে কর্ম্ম-মার্গে ভ্রমণ করিতে করিতে সেই তৃষ্ণাকর্ত্তৃক স্বর্গাপবর্গ ও তির্য্যগ্‌যোনির দ্বার এই মনুষ্যদেহ সম্প্রতি প্রাপ্ত হইয়াছি।

"পুণ্যদ্বারা স্বর্গলাভ, জ্ঞান ও ভক্তিদ্বারা অপবর্গ, পাপ-দ্বারা শূকরাদি-যোনি। পাপ ও পুণ্যে এবং তদ্ভোগান্তে পুনরায় মনুষ্য জন্ম লাভ হয়।" —শ্রীবিশ্বনাথ ॥২৩॥

দেবর্ষিপিতৃভূতানি জ্ঞাতীন্ বন্ধূংশ্চ ভাগিনঃ।
অসংবিভজ্য চাত্মানং যক্ষবিত্তঃ পতত্যধঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়। যক্ষবিত্তঃ (যক্ষবৎ কেবলং বিত্তরক্ষকঃ ভবতি সঃ) দেবর্ষিপিতৃভূতানি (দেবাঃ ঋষয়ঃ মনুষ্যযজ্ঞ-ব্রহ্মযজ্ঞয়োর্দেবতাঃ পিতরঃ ভূতানি চ এতানি) জ্ঞাতীন্ বন্ধূংশ্চ (জ্ঞাতয়ঃ সগোত্রা বান্ধবো বিবাহাদিনা সম্বন্ধাঃ তান্) চ ভাগিনঃ (অংশভাজঃ ভাগার্হান্) আত্মানং চ অসংবিভজ্য (অন্নাদিভিরসন্তর্প্য) অধঃ পততি ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ। যক্ষতুল্য বিত্তসঞ্চয়শীল ব্যক্তি দেব, ঋষি, পিতৃ, ভূত, জ্ঞাতি, বান্ধব অন্যান্য দায়ভাগী পুরুষ ও নিজদেহকে অন্নাদি ভোগ হইতে বঞ্চিত করিয়া অধঃ-পতিত হয় ॥২৪॥

ব্যর্থয়ার্থেহয়া বিত্তং প্রমত্তস্য বয়ো বলম্।
কুশলা যেন সিধ্যন্তি জরঠঃ কিং নু সাধয়ে ॥২৫॥

অন্বয়। (এবং বিমৃশ্যানুতপ্যমান আহ) কুশলাঃ (বিবেকিনঃ) যেন (বিত্তাদিনা) সিধ্যন্তি (মুচ্যন্তে) ব্যর্থয়া অর্থেহয়া (ধনার্জ্জনব্যাপারেণ) প্রমত্তস্য (মম তৎ) বিত্তং বয়ঃ, বলং (চ গতম্) জরঠঃ (বৃদ্ধঃ অহং) নু (ভোঃ ইদানীং) কিং সাধয়ে ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ। বিবেকী পুরুষগণ যে অর্থের দ্বারা সিদ্ধি লাভ করেন, আমি এতকাল বৃথা সেই অর্থচেষ্টায় প্রমত্ত থাকায় আমার বিত্ত, যৌবন ও বল নষ্ট হইয়াছে, সম্প্রতি বৃদ্ধকালে এখন আর কি সাধন করিব? ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ। ব্যর্থয়া অর্থেহয়া মম প্রমত্তস্য বিত্তাদি গতমিতি শেষঃ। যেন বিত্তাদিনাপি ভগবদারাধনবিনিযুক্তীকৃতেন কুশলা বিবেকিনঃ সিধ্যন্তি জরঠো মন্দকপোহয়ং জনঃ ॥ ২৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। ব্যর্থ অর্থচেষ্টায় প্রমত্ত আমার বিত্তাদি গিয়াছে (উহ্য)। যে বিত্তাদি ভগবদারাধনে নিযুক্ত হইলে তদ্দ্বারাও কুশল অর্থাৎ বিবেকিগণ সিদ্ধিলাভ করেন। জরঠ (বৃদ্ধ)—অল্পক্ষণমাত্র জীবন এই লোক অর্থাৎ আমি ॥২৫॥

অনুদর্শিনী। ভোগে, ধর্ম্মে বা পুণ্যে ও অধর্ম্মে বা পাপে অর্থ ব্যয় করিলে জন্মজন্মান্তর, স্বর্গ ও নরক লাভ হয়, কিন্তু উহা ভগবদারাধনায় অর্থাৎ ভগবানের ও ভক্তের সেবায় নিযুক্ত হইলে কুশল অর্থাৎ ভক্তিলাভ হয়, ভক্তিলাভই জীবের পরমসিদ্ধিলাভ ॥২৫॥

কস্মাৎ সংক্লিশ্যতে বিদ্বান্ ব্যর্থয়ার্থেহয়াসকৃৎ।
কস্যচিন্মায়য়া নূনং লোকোঽয়ং সুবিমোহিতঃ ॥২৬॥

অন্বয়। (এবম্ অনর্থং) বিদ্বান্ (অপি) কস্মাৎ (কারণাৎ) অসকৃৎ (নিরন্তরং) ব্যর্থয়া অর্থেহয়া (ধনোপার্জ্জনব্যাপারেণ) সংক্লিশ্যতে? নূনং (নিশ্চিতং) কস্যচিৎ মায়য়া (এব) অয়ং লোকঃ সুবিমোহিতঃ (ভবতি) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ। এতাদৃশ অনর্থের বিষয় অবগত হইয়াও মানব নিরন্তর বৃথা অর্থপ্রয়াসে উৎপীড়িত হইয়া থাকে, নিশ্চয়ই লোকসকল কোন এক ব্যক্তির মায়াদ্বারাই বিমোহিত হইয়াছে ॥২৬॥

বিশ্বনাথ। কস্মাদিতি। স্বগতং পৃচ্ছতি, তত্র স্বয়মেব প্রত্যুত্তরয়তি কস্যচিদিতি ॥২৬॥

বঙ্গানুবাদ। স্বগত প্রশ্ন করিতেছেন, স্বয়ংই প্রত্যুত্তর করিতেছেন ॥২৬॥

কিং ধনৈর্ধনদৈর্বা কিং কামৈর্বা কামদৈরুত।
মৃত্যুনা গ্রস্যমানস্য কর্ম্মভির্বোত জন্মদৈঃ ॥২৭॥

অন্বয়। মৃত্যুনা গ্রস্যমানস্য (জনস্য) ধনৈঃ কিং ধনদৈঃ বা কিং উত (ভোঃ) কামৈঃ বা (কিং) উত কামদৈঃ বা (কিং) জন্মদৈঃ (কর্ম্মভিঃ) বা কিং (কিং প্রয়োজনম্) ॥২৭॥

অনুবাদ। মৃত্যুকবলিত জীবের ধনে কি হয়? ধনদাতৃগণেই বা কি? কামই বা কামদাতৃগণই বা কি করিবেন? জন্মপ্রদ কর্ম্মসকলেই বা কি করিতে পারে? ॥২৭॥

নূনং মে ভগবাংস্তুষ্টঃ সর্ব্বদেবময়ো হরিঃ।
যেন নীতো দশামেতাং নির্ব্বেদশ্চাত্মনঃ প্লবঃ ॥২৮॥

অন্বয়। (ইদানীং সম্পন্নবিবেকঃ সন্ অনুস্মরন্নাহ) যেন (অহম্) এতাং (বিত্তনাশাদিরূপাং) দশাং নীতঃ প্রাপিতঃ যেন তুষ্টেন (হেতুনা) আত্মনঃ (অস্য প্লবঃ (সংসার সমুদ্রতরণে নৌকাস্বরূপঃ) নির্ব্বেদঃ চ (বৈরাগ্যঃ চ জায়তে) সর্ব্বদেবময়ঃ (সঃ) ভগবান্ হরিঃ নূনং (নিশ্চিতমেব) মে (মহ্যং) তুষ্টঃ (প্রীতঃ) ॥২৮॥

অনুবাদ। যাঁহার কৃপায় আমার এই ধনহীন অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে এবং আত্মার সংসারসিন্ধু উদ্ধারের উপায়স্বরূপ বৈরাগ্য উদিত হইয়াছে, সেই সর্ব্বদেবময় ভগবান্ শ্রীহরি নিশ্চয়ই আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন ॥২৮॥

বিশ্বনাথ। তদানীমেব সম্পন্নবিবেকঃ সন্ হৃষ্যন্নাহ, নূনমিতি ত্রিভিঃ। যেন তুষ্টেন হরিণা এতাং দশামহং প্রাপিতঃ যেন তুষ্টেন হেতুনা নির্বেদশ্চ স্বস্য সংসারসিন্ধু-প্লবরূপঃ ॥২৮॥

বঙ্গানুবাদ। তখনই সম্পন্নবিবেক হইয়া সহর্ষ তিনটী শ্লোকে বলিতেছেন। যে হরি তুষ্ট হওয়ায় আমি এই দশার উপনীত, এবং যিনি তুষ্ট হইয়াছেন বলিয়া স্বীয় সংসারসিন্ধুপ্লবরূপ নির্বেদ আগত ॥২৮॥

অনুদর্শিনী। ব্রাহ্মণের পূর্ব্বসংস্কার যে ভগবৎ-সম্বন্ধি তাহাই ব্যক্ত করিতেছেন।

ভগবান্ তুষ্ট হইলে সংসার নাশ হয় এবং ঐ নাশে দুঃখ না হইয়া বৈরাগ্য ও ভজনে প্রবৃত্তি হয়—

যস্যাহমনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ।
ততোঽধনং ত্যজন্ত্যস্য স্বজনা দুঃখদুঃখিতম্ ॥

ভাঃ ১০।৮৮।৮

শ্রীভগবান্ যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন—হে রাজন্, আমি যাহার প্রতি অনুগ্রহ করি, ক্রমশঃ তাহার সমস্ত ধন হরণ করিয়া থাকি। অতএব পুত্রকলত্রাদি স্বজনগণ তাদৃশ পুনঃ পুনঃ দুঃখিতের ন্যায় প্রতীয়মান পূর্ব্বোক্ত নির্ধন পুরুষকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে। "নূনং মে ভগবান্ প্রীতঃ" এতৎসহ ভাঃ ১১।৮।৩৭ শ্লোকের অনুদর্শিনী আলোচ্য ॥২৮॥

সোঽহং কালাবশেষেণ শোষয়িষ্যেঽঙ্গমাত্মনঃ।
অপ্রমত্তোঽখিলস্বার্থে যদি স্যাৎ সিদ্ধ আত্মনি ॥২৯॥

অন্বয়। যদি স্যাৎ (কালাবশেষঃ আয়ুঃস্যাৎ তদা তেন) কালাবশেষেণ (জীবিতস্য অবশিষ্টকালেন) সঃ অহম্ অখিলস্বার্থে (ধর্ম্মাদিসাধনে) অপ্রমত্তঃ (সাবধানঃ সন্) আত্মনি (এব) সিদ্ধঃ (তুষ্টঃ সন্) আত্মনঃ অঙ্গং শোষয়িষ্যে (তপসা শুষ্কতাং নেষ্যামি যথা খিন্নয়া নয়ং নেষ্যামি) ॥২৯॥

অনুবাদ। যদি জীবনের কিছুকালও অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে আমি ধর্ম্মাদি সাধন-বিষয়ে সাবধান এবং মনে মনে সন্তুষ্ট থাকিয়া তপস্যাদ্বারা শরীরকে শুষ্ক করিব ॥২৯॥

বিশ্বনাথ। শোষয়িষ্যে মত্তোঽস্য ভোগ্যসম্পাদনাদিতি ভাবঃ। অখিলস্বার্থে ভগবচ্চরণচিন্তনেঽপ্রমত্তঃ যদি কালাবশেষঃ আয়ুঃশেষঃ। আত্মনি ময়ি সংসিদ্ধঃ স্যাৎ ॥২৯॥

বঙ্গানুবাদ। এই শরীরের ভোগ্যসম্পাদন-হইতে যত্নতঃ উহাকে শোষণ করিব। অখিল-স্বার্থ ভগবানের চরণচিন্তনে যদি কালাবশেষ অর্থাৎ আয়ুশেষ থাকে। আত্মা আমাতে তিনি সিদ্ধ (বা তুষ্ট) হ'ন ॥২৯॥

অনুদর্শিনী। জ্ঞানাভাবে তপস্যাদ্বারা অঙ্গশোষণ-মাত্র অপুরুষার্থ বরং উহা নিষিদ্ধই—

কর্ষয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাঞ্চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্ ॥

গী ১৭।৬

শ্রীভগবান্ কহিলেন—তাহারা শরীরস্থ ভূতসকলকে উপবাসাদিরূপ কঠিন তপস্যাদ্বারা কর্ষণ করে, সুতরাং তদন্তর্ভুক্ত আমার অংশভূত জীবকে দুঃখ দেয়, তাহারা আসুরনিষ্ঠায় অবস্থিত। অতএব হরিভজনের জন্যই বৈরাগ্য করা কর্ত্তব্য। ভজনবিহীন বৈরাগ্য তুচ্ছ—

নেহ যৎ কর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ ॥

ভাঃ ৩।২৩।৫৬

শ্রীদেবহূতি বলিলেন—ইহ সংসারে যে ব্যক্তির কর্ম্ম ধর্ম্মের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত না হয়, যে ধর্ম্ম বৈরাগ্য উৎপাদন না করে। আবার যে বৈরাগ্য তীর্থপাদ শ্রীহরির সেবার্থ পর্য্যবসিত না হয়, সে ব্যক্তি জীবিত হইলেও মৃত ॥২৯॥

তত্র মামনুমোদেরন্ দেবাস্ত্রিভুবনেশ্বরাঃ।
মুহূর্ত্তেন ব্রহ্মলোকং খট্বাঙ্গঃ সমসাধয়ৎ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়। তত্র (মম সিদ্ধিবিষয়ে) ত্রিভুবনেশ্বরাঃ দেবাঃ মাম্ অনুমোদেরন্ (অনুগৃহ্ণন্তু মহ্য দেবৈরনুমোদিতোঽপি অল্পঃ অল্পেন কালেন কিং সাধয়িতাসি তত্রাহ)

খট্বাঙ্গঃ মুহূর্ত্তেন (এব) ব্রহ্মলোকং (ব্রহ্মাত্মকং লোকং বৈকুণ্ঠং) সমসাবয়ৎ (সাধনেন লব্ধবান্) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ। এবিষয়ে ত্রিলোকাধিপতি দেবগণ আমাকে অনুগ্রহ করুন, যাঁহাদের প্রসাদে খট্বাঙ্গ রাজা মুহূর্ত্তকালের মধ্যেই বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥৩০॥

বিশ্বনাথ। ত্রিভুবনেশ্বরা ইন্দ্রাত্তা অনুমোদেরন্ যা বিঘ্নান্ কুর্ব্বন্ত্বিত্যর্থঃ। নমু তদপি স্বল্পেন কালেন কিং সাধয়িষ্যসি তত্রাহ,—মুহূর্ত্তেনেতি ॥ ৩০ ॥

বঙ্গানুবাদ। ত্রিভুবনেশ্বর—ইন্দ্রাদিদেবগণ অনুমোদন করুন অর্থাৎ যেন বিঘ্নাদি না করেন, এই অর্থ। আচ্ছা, তাহা হইলে স্বল্পকালে কি সাধন করিবে? তাই বলিতেছেন—মুহূর্ত্তমধ্যে ॥ ৩০ ॥

অনুদর্শিনী। হরিভজনকারী দেবলোকেরও ঊর্দ্ধে বৈকুণ্ঠে গমন করেন। দেবগণ উহাতে অসূয়াপরবশে হরিভজনে বাধা প্রদান করেন (ভাঃ ৪।৭।৩২ ও ১১।৪।১০ শ্লোকদ্বয় দ্রষ্টব্য)। সুতরাং ব্রাহ্মণ তাঁহাদের অনুমোদন প্রার্থনা করিতেছেন। কেননা, তাঁহারা কিন্তু খট্বাঙ্গ রাজাকে হরিভজনের সাহায্য করিয়াছিলেন।

খট্বাঙ্গরাজা মুহূর্ত্তকাল পরমায়ু শেষ থাকিতে হরিভজনে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন—

> খট্বাঙ্গো নাম রাজর্ষির্জ্ঞাত্বেয়ত্তামিহায়ুষঃ।
> মুহূর্ত্তাৎ সর্ব্বমুৎসৃজ্য গতবানভয়ং হরিম্ ॥
>
> ভাঃ ২।১।১৩

শ্রীশুকদেব বলিলেন—খট্বাঙ্গ নামক রাজর্ষি আপনার পরমায়ুর মুহূর্ত্তকালমাত্র অবশিষ্ট আছে জানিয়া ভূতলে আগমন করিলেন এবং মুহূর্ত্তকাল মধ্যেই সমস্ত-বিষয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীহরির অভয়পদে শরণাগত হইয়াছিলেন।

খট্বাঙ্গ—দশরথের পুত্র ঐড়বিড়ি, তৎপুত্র বিশ্বসহা, বিশ্বসহার পুত্র রাজচক্রবর্ত্তী খট্বাঙ্গ। ইনি অতি প্রবল-পরাক্রান্ত ছিলেন। দেবতাগণের পক্ষে দৈত্যদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। ইঁহার সহায়তায় দেবগণ হত হইলে দেবতাগণ সন্তুষ্ট হইয়া ইঁহাকে বর দিতে চাহিলে ইনি দেবতাদিগকে নিজের অবশিষ্ট পরমায়ুকাল জিজ্ঞাসা করেন। দেবগণের নিকট নিজের পরমায়ু মুহূর্ত্তমাত্র অবশিষ্ট আছে জানিয়া ইনি দেবতাদের প্রদত্ত বিমানযোগে অতি সত্বর স্বীয় পুরে আগমন পূর্ব্বক পরমেশ্বর শ্রীহরিতে মনোনিবেশ করেন। তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতাদিগের আরাধনা ও তাঁহাদের প্রদত্ত বর নশ্বরজ্ঞানে পরিত্যাগ করতঃ একমাত্র সর্ব্বেশ্বর শ্রীনারায়ণের শরণাপন্ন হন। (ভাঃ ৯।৯।৪২-৪৯ দ্রষ্টব্য) ॥ ৩০ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

> ইত্যভিপ্রেত্য মনসা হ্যাবন্ত্যো দ্বিজসত্তমঃ।
> উন্মুচ্য হৃদয়গ্রন্থীন্ শান্তো ভিক্ষুরভূন্মুনিঃ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়। শ্রীভগবান্ উবাচ—আবন্ত্যঃ (অবন্তিদেশভবঃ) দ্বিজসত্তমঃ (সদ্ব্যবসায়ত্বাৎ দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ) মনসা ইতি (এবং) অভিপ্রেত্য (নিশ্চিত্য) হৃদয়গ্রন্থীন্ (অহঙ্কারমমকারান্) উন্মুচ্য (দূরতস্ত্যক্ত্বা) শান্তঃ (নিষ্ঠান্তঃকরণঃ) মুনিঃ (মৌনব্রতঃ) ভিক্ষুঃ (সন্ন্যাসী) অভূৎ ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ। শ্রীভগবান্ বলিলেন—অবন্তিদেশীয় সেই দ্বিজপ্রবর মনে মনে এই প্রকার স্থির করিয়া হৃদয়গ্রন্থিস্বরূপ অহঙ্কার ও মমতাকে পরিহার পূর্ব্বক শান্ত মৌনী সন্ন্যাসী হইলেন ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ। হৃদয়গ্রন্থীন্ অহঙ্কার মমকারান্ ॥ ৩১ ॥

বঙ্গানুবাদ। হৃদয়গ্রন্থিসমূহ—অহঙ্কার মমাকার (আমি, আমি; আমার, আমার—এই) অভিমানসমূহ ॥ ৩১ ॥

অনুদর্শিনী। অহঙ্কার ও মমতা হৃদয়ের গ্রন্থিস্বরূপ—'এতস্মহমিতি মমেদমিতি' ভাঃ ৫।২৬।১০ 'এতৎ শরীরমহমিতি ইদং ধনাদিকং মমেতি'—শ্রীবিশ্বনাথ।

হৃদয়গ্রন্থির স্বরূপ—"পুংসঃ স্ত্রিয়া মিথুনীভাবমেতং তয়োর্মিথো হৃদয়গ্রন্থিমাহুঃ।" ভাঃ ৫।৫।৮। অর্থাৎ পুরুষ স্ত্রীর সহিত মিলিত হইলে যে ভাব হয়, সেই ভাবই উঁহাদের পরস্পরের হৃদয়গ্রন্থিস্বরূপ বলিয়া কথিত

হইয়াছে। 'এই স্ত্রী আমার'—এই এক গ্রন্থি; 'এই পতি আমার'—তদুপরি দ্বিতীয় গ্রন্থি; তদ্দারা বন্ধনের গাঢ়ত্বহেতু পুরুষ বৈরাগ্যদ্বারা ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলেও স্ত্রী তাহাকে ত্যাগ করে না। এইরূপ পিতা-পুত্রও পরস্পরের হৃদয়গ্রন্থিস্বরূপ জানিতে হইবে।" শ্রীল বিশ্বনাথ।

সেই গ্রন্থিছেদনের উপায়—'ভক্তিংবিধায় পরমাং শনৈকেরবিদ্যা-গ্রন্থিং বিভেৎস্যসি মমাহমিতি প্ররূঢ়ম্॥' ভাঃ ৪।১১।৩০। স্বায়ম্ভুব মনু ধ্রুবকে বলিয়াছেন—সেই ভগবৎস্বরূপে পরাভক্তির (অহৈতুকী ও অব্যবহিতা) অনুশীলন করিয়া অতি সহজেই 'আমি' ও 'আমার' এই অবিদ্যাগ্রন্থি ছেদন করিতে সমর্থ হইবে॥ ৩১॥

স চচার মহীমেতাং সংযতাত্মেন্দ্রিয়ানিলঃ।
ভিক্ষার্থং নগরগ্রামানসঙ্গোহলক্ষিতোঽবিশৎ॥ ৩২॥

অন্বয়। সঃ (ভিক্ষুঃ) সংযতাত্মেন্দ্রিয়ানিলঃ (সংযতঃ আত্মা চিত্তম্ ইন্দ্রিয়াণি অনিলঃ প্রাণশ্চ যেন তথাবিধঃসন্) এতাং মহীং চচার অসঙ্গঃ (আসক্তিশূন্যঃ) অলক্ষিতঃ (শ্রেষ্ঠ্যমপ্রোতয়ন্) ভিক্ষার্থং নগরগ্রামান্ অবিশৎ (চ)॥ ৩২॥

অনুবাদ। সেই ভিক্ষু, মন, ইন্দ্রিয় ও প্রাণ সংযত করিয়া এই পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলেন এবং আসক্তিশূন্য হইয়া দীনভাবে ভিক্ষার জন্য নগরে নগরে ও গ্রামে গ্রামে প্রবেশ করিতে লাগিলেন॥৩২॥

তং বৈ প্রবয়সং ভিক্ষুমবধূতমসজ্জনাঃ।
দৃষ্ট্বা পর্য্যভবন্ ভদ্র বহ্বীভিঃ পরিভূতিভিঃ॥৩৩॥

অন্বয়। (হে) ভদ্র (উদ্ধব,) অসজ্জনাঃ প্রবয়সম্ (বৃদ্ধম্) অবধূতং (মলিনং) তং ভিক্ষুং দৃষ্ট্বা বৈ (খলু) বহ্বীভিঃ পরিভূতিভিঃ (তিরস্কারৈঃ) পর্য্যভবন্ (অবমেনিরে)॥৩৩॥

অনুবাদ। হে উদ্ধব, অসৎ লোকসকল সেই বৃদ্ধ মলিন ভিক্ষুককে দেখিয়া বিবিধ তিরস্কার দ্বারা তাহার অবমাননা করিতে লাগিল॥৩৩॥

বিশ্বনাথ। প্রবয়সং বৃদ্ধং পর্য্যভবন্ তিরস্কৃতবন্তঃ। পরিভূতিভিস্তিরস্কারসাধনৈঃ॥৩৩॥

বঙ্গানুবাদ। প্রবয়—বৃদ্ধকে। পরিভব করিয়াছিল—তিরস্কার করিয়াছিল। পরিভূতি—তিরস্কার সাধন দ্বারা॥৩৩॥

কেচিৎ ত্রিবেণুং জগৃহুরেকে পাত্রং কমণ্ডলুম্।
পীঠঞ্চৈকেঽক্ষসূত্রঞ্চ কন্থাং চীরাণি কেচন।
প্রদায় চ পুনস্তানি দর্শিতান্যাদদুর্মুনেঃ॥৩৪॥

অন্বয়। (পরিভবানেব দর্শয়তি) কেচিৎ ত্রিবেণুং (ত্রিদণ্ডং) জগৃহুঃ, একে (কেচিৎ) পাত্রং (ভোজনপাত্রং) কমণ্ডলুং (জগৃহুঃ) একে পীঠং চ (আসনং চ) অক্ষসূত্রং চ (জগৃহুঃ) কেচন কন্থাং চীরাণি বস্ত্রখণ্ডানি চ জগৃহুঃ, কিঞ্চ (ভো ভগবন্ গৃহাণেতি) দর্শিতানি (সন্তি) তানি (চীর খণ্ডাদীনি) পুনঃ (তস্মৈ) প্রদায় মুনেঃ (সকাশাৎ তে) আদদুঃ (গৃহীতবন্তঃ)॥৩৪॥

অনুবাদ। কেহ তাঁহার ত্রিদণ্ড, কেহ ভোজন পাত্র, কেহ কমণ্ডলু, কেহ আসন, কেহ অক্ষসূত্র, কেহ কন্থা ও বস্ত্রখণ্ড গ্রহণ করিতে লাগিল, আবার ঐ সকল বস্ত্র তাঁহাকে দেখাইয়া প্রত্যর্পণ করিতে গেলে তিনি যখন গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন, তখনই পুনরায় মুনির নিকট হইতে গ্রহণ করিল॥৩৪॥

বিশ্বনাথ। প্রদায় চ পুনরাদদুঃ পুনরপি গৃহাণেতি দাতুং দর্শিতান্যপি নয়নকালে পুনরাদদুঃ আচ্ছিদ্য জগৃহুঃ॥৩৪॥

বঙ্গানুবাদ। প্রদান করিয়া পুনরায় আদান বা গ্রহণ করিয়াছিল, পুনরপি 'এই লও' বলিয়া দিবার ভাণে প্রদর্শিত সেগুলি লইবার কালে আবার আদায় করিয়াছিল বা ছিনাইয়া লইয়াছিল॥৩৪॥

অন্নঞ্চ ভৈক্ষ্যসম্পন্নং ভুঞ্জানস্য সরিত্তটে।
মূত্রয়ন্তি চ পাপিষ্ঠাঃ ষ্ঠীবন্ত্যস্য চ মূর্দ্ধনি॥৩৫॥

অন্বয়। পাপিষ্ঠাঃ (জনাঃ) সরিত্তটে (নদীতীরে) ভৈক্ষ্যসম্পন্নং (ভিক্ষালব্ধম্) অন্নং ভুঞ্জানস্য অস্য (ভিক্ষোঃ)

মূত্রয়ন্তি চ মূর্দ্ধনি চ ষ্ঠীবন্তি (থুৎকারেণ শ্লেষ্মাণং প্রক্ষিপন্তি) ॥৩৫॥

অনুবাদ। তিনি নদীতীরে ভিক্ষালব্ধ অন্ন ভোজন করিতে প্রবৃত্ত হইলে পাপিষ্ঠগণ তাঁহার অন্নে মূত্র ও মস্তকে থুৎকার দ্বারা শ্লেষ্মা প্রক্ষেপ করিত ॥৩৫॥

বিশ্বনাথ। অন্নে মূত্রয়ন্তি মূর্দ্ধনি ষ্ঠীবন্তি ॥৩৫॥

বঙ্গানুবাদ। অন্নে মূত্রত্যাগ করিয়াছিল। মূর্দ্ধা বা মস্তকে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিয়াছিল ॥৩৫॥

অনুদর্শিনী। নিষ্ঠীবন—থুৎকার দ্বারা শ্লেষ্মা দিয়াছিল ॥৩৫॥

যতবাচং বাচয়ন্তি তাড়য়ন্তি ন বক্তি চেৎ।
তর্জ্জয়ন্ত্যপরে বাগ্‌ভিঃ স্তেনোঽয়মিতিবাদিনঃ।
বধ্নন্তি রজ্জ্বা তং কেচিদ্বধ্যতাং বধ্যতামিতি ॥৩৬॥

অন্বয়। যতবাচং (মৌনাবলম্বিনং তং) বাচয়ন্তি (বাচয়িতুং কেচিৎ প্রবর্ত্তন্তে) চেৎ (যদি) ন বক্তি (ন কিঞ্চিৎ বদতি তদা) তাড়য়ন্তি, অপরে অয়ং স্তেন (চৌরঃ) ইতি বাদিনঃ (কথয়ন্তঃ সন্তঃ) বাগ্‌ভিঃ তর্জ্জয়ন্তি, কেচিৎ বধ্যতাং বধ্যতাম্ ইতি (উক্ত্বা)তং রজ্জ্বা বধ্নন্তি ॥৩৬॥

অনুবাদ। কেহ সেই মৌনাবলম্বী ভিক্ষুককে কথা বলাইবার চেষ্টা করিত, তিনি কথা না বলিলে দণ্ডাদিদ্বারা তাড়না করিত। অপর কেহ 'এই ব্যক্তি চোর' এই বলিয়া তাহাকে তর্জ্জন করিত এবং কেহ কেহ ইহাকে 'মার মার' বলিয়া রজ্জুদ্বারা বন্ধন করিত। ॥৩৬॥

ক্ষিপন্ত্যেকেঽবজানন্ত এষ ধর্ম্মধ্বজঃ শঠঃ।
ক্ষীণবিত্ত ইমাং বৃত্তিমগ্রহীৎ স্বজনোজ্‌ঝিতঃ ॥৩৭॥

অন্বয়। একে অবজানন্ত (অবজ্ঞাং কুর্ব্বন্তঃ) ক্ষিপন্তি (নিন্দন্তি) এষঃ ধর্ম্মধ্বজঃ (ত্রিদণ্ডলিঙ্গোপজীবী) শঠঃ (লোকবঞ্চকঃ) ক্ষীণবিত্তঃ (নষ্টধনঃ অতএব) স্বজনোজ্ঝিতঃ (স্বজনৈঃ উজ্‌ঝিতঃ ত্যক্তঃ সন্) ইমাং বৃত্তিং অগ্রহীৎ ॥৩৭॥

অনুবাদ। কেহ কেহ তাঁহাকে অবজ্ঞা করিয়া এইরূপে নিন্দা করিত—এ ব্যক্তি ধর্ম্মধ্বজী, লোকবঞ্চক, ধনক্ষয় হওয়ায় আত্মীয় বন্ধুগণকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া ভিক্ষুকের ব্যবসায় গ্রহণ করিয়াছে ॥৩৭॥

বিশ্বনাথ। ধর্ম্মধ্বজঃ ত্রিদণ্ডলিঙ্গোপজীবী। শঠো লোকবঞ্চকঃ। বঞ্চনমেবাহঃ ক্ষীণবিত্ত ইতি ॥৩৭॥

বঙ্গানুবাদ। ধর্ম্মধ্বজ—ত্রিদণ্ডলিঙ্গোপজীবী। শঠ—লোকবঞ্চক। বঞ্চনপ্রকার বলিতেছে—ক্ষীণবিত্ত ইত্যাদি ॥৩৭॥

অনুদর্শিনী। ধ্বজ - চিহ্ন, ধর্ম্মধ্বজ—জীবিকার্থে ত্রিদণ্ডাদি - চিহ্নধারণ। অর্থাৎ লাভপ্রতিষ্ঠাদির জন্য ধর্ম্মনিষ্ঠা, ধর্ম্ম রহিত হইয়াও নিজের ধর্ম্মবত্তা প্রদর্শন। "নৈব ধর্ম্মধ্বজায় চ" (ভাঃ ৩।৩২।৩৯ শ্লোঃ টীকায় শ্রীবিশ্বনাথ ॥৩৭॥

অহো এষ মহাসারো ধৃতিমান্ গিরিরাড়িব।
মৌনেন সাধয়ত্যর্থং বকবদ্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ ॥
ইত্যেকে বিহসন্ত্যেনমেকে দুর্ব্বাতয়ন্তি চ।
তং ববন্ধুর্নিরুরুধুর্যথা ক্রীড়নকং দ্বিজম্ ॥৩৮-৩৯॥

অন্বয়। অহো মহাসারঃ (অতিবলী) গিরিরাট্ (গিরিবরঃ হিমালয়ঃ) ইব ধৃতিমান্ (ধৈর্য্যশালী) বকবৎ (বকইব) দৃঢ়নিশ্চয়ঃ (স্বকার্য্যসাধনে কৃতনিশ্চয়ঃ) এষঃ (অয়ং ভিক্ষুঃ) মৌনেন অর্থং (স্বপ্রয়োজনং) সাধয়তি (সম্পাদয়তি) ইতি (ইত্যুক্ত্বা) একে (কেচিৎ) এনং বিহসন্তি একে দুর্ব্বাতয়ন্তি (তদুপরি অধোবায়ুং মুঞ্চন্তি) ক্রীড়নকং দ্বিজং যথা (ক্রীড়াসাধনং শুকসারিকাদিকমিব) তং (শৃঙ্খলৈঃ) ববন্ধুঃ (কারাগারাদিষু নিরুরুধুঃ) ॥৩৮-৩৯॥

অনুবাদ। অহো, এই অতিবলবান্ পুরুষ গিরিবর হিমালয় সদৃশ ধৈর্য্যশালী এবং বকের ন্যায় স্বকার্য্যসাধনে কৃতনিশ্চয় হইয়া মৌনভাবে স্বকার্য্য সাধন করিতেছেন— এই বলিয়া কেহ পরিহাস করিতে লাগিল, কেহ বা তাঁহার উপর অধোবায়ু ত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল এবং কেহ বা শুকসারিকা প্রভৃতি ক্রীড়া পক্ষির ন্যায় শৃঙ্খলাদি

দ্বারা বন্ধন ও কারাগারাদিতে রুদ্ধ করিতে লাগিল ॥৩৮-৩৯॥

বিশ্বনাথ। মহাসারঃ সারার্থগ্রাহী। দুর্ব্বাতয়ন্তি তদুপর্য্যপানবায়ুং মুঞ্চন্তি। ববন্ধুঃ শৃঙ্খলৈঃ কারাগৃহাদিষু দ্বিজং শুকসারিকাদিকং যথা ॥৩৮-৩৯॥

বঙ্গানুবাদ। মহাসার—সারার্থগ্রাহী। দুর্ব্বাত করিল—তাঁহার উপর অপান বায়ু ত্যাগ করিল। বন্ধন করিল—কারাগারাদিতে শৃঙ্খলদ্বারা দ্বিজ অর্থাৎ শুক-সারিকাদি পক্ষীর ন্যায় ॥৩৮-৩৯॥

এবং স ভৌতিকং দুঃখং দৈবিকং দৈহিকঞ্চ যৎ।
ভোক্তব্যমাত্মনো দিষ্টং প্রাপ্তং প্রাপ্তমবুধ্যত ॥৪০॥

অন্বয়। এবং (উক্তরূপং) সঃ ভৌতিকং (দুর্জ্জনাদি কৃতং) দৈহিকং (জ্বরাদিনিমিত্তং) দৈবিকং (শীতোষ্ণাদি প্রভবং) চ প্রাপ্তম্ (উপস্থিতং) দিষ্টং (দৈবপ্রাপ্তম্ অত-এব) প্রাপ্তং (প্রাপণীয়ম্ অপরিহার্য্যং) দুঃখং (অবশ্যমেব) ভোক্তব্যম্ (অনুভবনীয়মিতি) অবধ্যুত (নিশ্চিত-বান্) ॥৪০॥

অনুবাদ। এই প্রকারে সেই ভিক্ষু দুর্জ্জনাদিকৃত জ্বরাদিনিমিত্ত এবং শীতোষ্ণাদি জন্য উপস্থিত দুঃখসমূহকে দৈবনির্দ্দিষ্ট অপরিহার্য্য অতএব অবশ্যই ভোগ্য, এইরূপ নিশ্চয় করিয়াছিলেন ॥৪০॥

বিশ্বনাথ। ভৌতিকং দুর্জ্জনাদিকৃতং। দৈহিকং জ্বরাদিনিমিত্তং। দৈবিকং শীতোষ্ণাদিপ্রভবং। দিষ্টং দৈবপ্রাপ্তম্ ॥৪০॥

বঙ্গানুবাদ। ভৌতিক—দুর্জ্জনাদিকৃত, দৈহিক—জ্বরাদিনিমিত্ত, দৈবিক—শীতোষ্ণাদিপ্রভব, দিষ্ট—দৈব-প্রাপ্ত ॥৪০॥

অনুদর্শিনী। দুঃখ বা তাপ ত্রিবিধ—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক, (১) আধ্যাত্মিক তাপ দুই প্রকার—দৈহিক জ্বরাদিনিমিত্ত, মানসিক প্রিয়াদি বিয়োগ হেতু। (২) আধিভৌতিক তাপ চারিপ্রকার—জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ প্রাণী হইতে তাপ। আধিদৈবিক তাপ—বরদেবতা, সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ ইন্দ্রাদি প্রভৃতি হইতে উষ্ণতা, শীত, জলপ্লাবন বজ্রপাতাদি এবং অপদেবতা যক্ষপিশাচাদি হইতে আপদ্বিপৎপাতাদি দৈবপ্রাপ্ত তাপ অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে, ইহাতে অন্য কাহারও দোষ নাই—এই বিচার ॥৪০॥

পরিভূত ইমাং গাথামগায়ত নরাধমৈঃ।
পাতয়দ্ভিঃ স্বধর্মস্থো ধৃতিমাস্থায় সাত্ত্বিকীম্ ॥৪১॥

অন্বয়। পাতয়দ্ভিঃ (স্বধর্মনিষ্ঠাতঃ পাতয়দ্ভিরপি) নরাধমৈঃ (দুর্জ্জনৈঃ) পরিভূতঃ (তিরস্কৃতঃ সন্) সাত্ত্বিকীং ধৃতিং আস্থায় (অবলম্ব্য) স্বধর্মস্থঃ (স্বধর্মে স্থিতঃ সঃ দ্বিজঃ) ইমাং (বক্ষ্যমাণাং) গাথাম্ অগায়ত ॥৪১॥

অনুবাদ। দুর্জ্জনগণ তাঁহাকে স্বধর্ম হইতে স্খলিত করিবার জন্য নানা প্রকার তিরস্কার করিলেও সাত্ত্বিক ধৈর্য্যাবলম্বনে স্বধর্মে অবস্থিত হইয়া সেই দ্বিজ এরূপ গাথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন ॥৪১॥

বিশ্বনাথ। স্বীয়ধর্মনিষ্ঠাতঃ পাতয়দ্ভিরপি তৈঃ স্বধর্মে স্থিত এব ইমাং বক্ষ্যমাণাং গাথামগায়ত। সাত্ত্বিকী ধৃতিশ্চ—"ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃ প্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ। যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ইতি ॥৪১॥

বঙ্গানুবাদ। স্বীয় ধর্ম হইতে বিচ্যুত করিতে প্রয়াসশীল তাহাদের দ্বারা (তিরস্কৃত হইয়াও) স্বধর্মে স্থির থাকিয়া এই—যাহা বলা হইবে, এই গাথা গাহিয়াছিলেন। সাত্ত্বিকী ধৃতি—যে অব্যভিচারিণী ধৃতিযোগ দ্বারা মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও ক্রিয়াসকলকে ধারণ করে, হে পার্থ, সেই ধৃতিই সাত্ত্বিকী—(গীতা ১৮।৩৩) ॥৪১॥

অনুদর্শিনী। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল রূপ-গোস্বামী প্রভু 'ধৃতি' সংজ্ঞায় বলিয়াছেন—

ধৃতিঃস্যাৎ পূর্ণতাজ্ঞানং দুঃখাভাবোত্তমাপ্তিভিঃ।
অপ্রাপ্তাতীতনষ্টার্থানভিসংশোচনাদিকৃৎ ॥
ভঃ রঃ সিঃ।

অর্থাৎ উত্তম লাভ দ্বারা দুঃখাভাব এবং পূর্ণতাজ্ঞানেই 'ধৃতি'। অপ্রাপ্ত এবং অতীত অর্থ নষ্ট হইলে যে শোক হয়, তাহাকে ধৃতিই নিবারণ করে।

ব্রাহ্মণ শ্রীভগবানের কৃপা উপলব্ধি করিয়াছেন। সুতরাং উত্তমলাভে তাঁহার দুঃখের অভাব ও পূর্ণতা জ্ঞান হইয়াছে। অতীত অর্থশোক তাহার নষ্ট হইয়াছিল। লোককৃত অবমাননায় তিনি সহজেই উদাসীনতা দেখাইলেন।

তিনি স্ব-পর-মঙ্গলের জন্য ঐ উপদেশময় বাক্যসমূহ গান করিয়াছিলেন ॥৪১॥

দ্বিজ উবাচ—

নায়ং জনো মে সুখদুঃখহেতু-
র্ন দেবতাত্মা গ্রহকর্ম্মকালাঃ।
মনঃ পরং কারণমামনন্তি
সংসারচক্রং পরিবর্ত্তয়েদ্ যৎ ॥৪২॥

অন্বয়। (তামেব ষোড়শশ্লোকীং গাথামাহ) দ্বিজঃ উবাচ—অয়ং জনঃ (দুষ্টো লোকঃ) মে (মম) সুখ-দুঃখহেতুঃ ন (সুখস্য দুঃখস্য চ কারণং ন ভবতি) দেবতা (ন অপি) আত্মা (ন চ) গ্রহকর্ম্মকালাঃ (গ্রহাঃ কর্ম্মাণি কালশ্চ) ন (এতেঽপি ন কারণং কিন্তু) যৎ সংসারচক্রং পরিবর্ত্তয়েৎ (পরিভ্রাময়েৎ তৎ) মনঃ (এব) পরং (কেবলং) কারণং (সুখদুঃখয়োঃ হেতুঃ) আমনন্তি (বদন্তি) ॥৪২॥

অনুবাদ। দ্বিজ বলিলেন—এই দুষ্ট লোক, দেবতা, আত্মা, গ্রহ, কর্ম্ম বা কাল কেহই আমার সুখ-দুঃখের কারণ নহে; পরন্তু যাহা দ্বারা এই সংসারচক্র পরিবর্ত্তিত হইতেছে, সেই মনই কেবল সুখদুঃখের কারণ বলিয়া তত্ত্বজ্ঞগণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন॥৪২॥

বিশ্বনাথ। অহো দুঃখমেতাবৎ কঃ খলু দত্ত ইতি বিমৃশন্ ভাবদয়ং দুর্জ্জনো দত্ত ইত্যাহ,—নায়মিতি। ননু প্রত্যক্ষমর্থং কিমপলপসি স্বাতন্ত্র্যেণায়ং জনো ন দত্ত ইতি চেৎ কেষাঞ্চিৎ প্রেরণবশাদ্দত্ত ইত্যুচ্যতাং তত্র প্রেরকান্ নিষেধতি ন দেবতা নাপ্যাত্মা নাপি গ্রহাদয়ঃ কিন্তু মন এব পরং কেবলং কারণং বদন্তি"—মনসা হ্যেব পশ্যতি মনসা হ্যেব শৃণোতি" ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ঃ। পরিবর্ত্তয়েৎ পরিভ্রাময়েৎ ॥৪২॥

বঙ্গানুবাদ। আচ্ছা, এতদুঃখ কে দিল? এই চিন্তা করিতে করিতে, এই দুর্জ্জন দেয় নাই, তাই বলিতেছেন। আচ্ছা, প্রত্যক্ষ অর্থের অপলাপ কেন করিতেছ? যদি স্বতন্ত্রভাবে ঐজন না দিয়া থাকে, কাহাদের প্রেরণাবশে দিল, বল। সেক্ষেত্রে প্রেরক নিষেধ করিতেছেন (অর্থাৎ কেহ দুঃখ দেওয়ার নাই)—দেবতা নয়, আত্মা নয়, গ্রহাদিও নয়। কিন্তু মনই পর বা কেবল কারণ বলিয়া (শ্রুতিসকল) বলেন। "মনের দ্বারাই দর্শন করে, মনের দ্বারাই শ্রবণ করে" ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে। পরিবর্ত্তন বা পরিভ্রমণ করায় ॥৪২॥

অনুদর্শিনী। কোন ব্যক্তিকে শত্রু বা মিত্রজ্ঞানে যেমন তাহার দোষারোপ ও গুণকীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য নহে, সেইরূপ সুখদুঃখদান-সম্বন্ধে দেবতা, আত্মা, গ্রহ, কর্ম্ম বা কালের উপর দোষ প্রদান করা অবিধেয়। কারণ (১) দেবতাগণ কর্ম্মাধীন, ছায়ার ন্যায় কর্ম্মানুগত হইয়া জীবের কর্ম্মের তারতম্যানুসারে ফল প্রদান করিয়া থাকেন—(ছায়েব কর্ম্ম-সচিবাঃ ভাঃ ১১।২।৬)। কর্ম্মও নিজে উৎপন্ন হয়না বা স্বেচ্ছানুসারে ফলপ্রসব করে না। কর্ম্ম জড়পদার্থ এবং অদৃষ্টাদিশব্দব্যপদেশ্য (কথিত) অনাদি ও বিনশ্বর। চেতন পুরুষ কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া গ্রহাদিরূপে কাল-সহকারে ফলরূপে অভিব্যক্ত হয়।

কাল—ত্রৈগুণ্যশূন্য জড়দ্রব্য। আত্মা—অসঙ্গ ও কর্ম্মাতীত। তাহার ঈক্ষণে কামাগার মন যাবতীয় কর্ম্ম-বাসনা করিয়া কর্ম্ম প্রসব করে। বিধির বিধানে গুরু ও লঘুভেদে কালগ্রহরূপ মধ্যবর্ত্তী যোজকের দ্বারা কর্ম্মের ফল জীবকে ভোগ করায়। অতএব মনই সুখ-দুঃখের কারণ—'মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ। বন্ধায় বিষয়াসক্তং মুক্তৌ নির্ব্বিষয়ং মনঃ॥'—অমৃতবিন্দূপনিষৎ। অর্থাৎ মনই মনুষ্যগণের বন্ধন ও মুক্তির কারণ। মনের বিষয়াসক্তি বন্ধনের এবং বিষয়বিরতিই মুক্তির হেতু।

দুঃখংসুখং ব্যতিরিক্তঞ্চ তীব্রং
কালোপপন্নং ফলয়াব্যনক্তি।

আলিঙ্গ্য মায়ারচিতান্তরাত্মা
স্বদেহিনং সংসৃতিচক্রকূটঃ ॥ ভাঃ ৫।১১।৬

ভরতমুনি রাজা রহূগণকে বলিলেন—মায়ারচিত মন দেহী জীবকে আলিঙ্গন করিয়া সংসারচক্রে নিক্ষেপিত করে এবং সুখ ও দুঃখ, মোহ ও পাপ-পুণ্যাদি কর্ম্মের কালোচিত দুর্নিবার ফলসমূহকে সর্ব্বতোভাবে সৃষ্টি করিয়া থাকে।

সংসৃতিচক্রকূটক—সংসৃতিচক্রে কূটয়তি ছলয়তি— শ্রীবিশ্বনাথ।

অর্থাৎ সংসারচক্রে ছলনা করে ॥ ৪২ ॥

মনো গুণান্ বৈ সৃজতে বলীয়-
স্ততশ্চ কর্ম্মাণি বিলক্ষণানি।
শুক্লানি কৃষ্ণান্যথ লোহিতানি
তেভ্যঃ সবর্ণাঃ সৃতয়ো ভবন্তি ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়। (পরিবর্ত্তনপ্রকারমেবাহ) বলীয়ঃ (বলবৎ) মনঃ বৈ (এব) গুণান্ (গুণবৃত্তীঃ) সৃজতে (সৃজতি) ততঃ চ (তেভ্যোগুণেভ্যঃ) শুক্লানি (সাত্ত্বিকানি) কৃষ্ণানি (তামসানি) অথ লোহিতানি (রাজসানি) বিলক্ষণানি (বিচিত্রাণি) কর্ম্মাণি (ভবন্তি) তেভ্যঃ (কর্ম্মভ্যশ্চ) সবর্ণাঃ (তত্তৎকর্ম্মানুরূপাঃ) সৃতয়ঃ (দেবতির্য্যঙ্-নরাদিগতয়ঃ) ভবন্তি ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ। বলবৎ মনই গুণ সকলের সৃষ্টি করে, সেই গুণসমূহ হইতে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক বিচিত্র কর্ম্মসমূহ উৎপন্ন হয় এবং সেই কর্ম্মসমূহের অনুরূপ দেবগতি, নরগতি এবং তির্য্যগাদি গতি হইয়া থাকে ॥৪৩॥

বিশ্বনাথ। পরিবর্ত্তনপ্রকারমাহ—মন এব দোষপূর্ণেহপি কনককামিন্যাদিবস্তুনি গুণান্ সৃজতে সৃজতি। ধনং বিনা কুতো ধর্ম্মাঃ স্রকচন্দনবনিতাদ্যা ভোগাশ্চ কুতঃ সিধ্যন্তি, তাংশ্চ বিনা কুতঃ সুখমতো ধনমুপার্জ্জনীয়মিতি। এবমেবং ধনোপার্জ্জনে দোষেহপি মন এব প্রবর্ত্তয়তীত্যর্থঃ। বলীয় ইত্যস্যে মহানর্থকৃন্তন-কলত্রপুত্রাদিকমিত্যন্যতঃ স্বতো বা জড়িতং বিবেকমপি নৈব গৃহ্নাতীতি ভাবঃ। কর্ম্মাণি মনঃপ্রবর্ত্তিতানি বিলক্ষণানি কানিচিৎ সাত্ত্বিকানি কানিচিত্তামসানি কানিচিদ্রাজসানি নত্বেকীভূতানীত্যর্থঃ। শুক্লানি ধর্ম্মোপযোগীনি কৃষ্ণানি নরকোপযোগীনি ক্রমেণ তেভ্যঃ সবর্ণাঃ সৃতয়ঃ দেবতির্য্যঙ্ নরাদিজাতয়ঃ ॥ ৪৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। পরিবর্ত্তনের প্রকার বলিতেছেন। মনই দোষপূর্ণ কনককামিনী প্রভৃতি বস্তুতে গুণের সৃষ্টি করে। ধন বিনা ধর্ম্ম কোথায়, স্রক্ (মালা) চন্দন-বনিতাদিভোগই বা কিসে সিদ্ধ হয়, সে সব না হইলে সুখ কোথায়? অতএব ধন উপার্জ্জন করিতে হইবে, এইরূপ। ধনোপার্জ্জন দোষদুষ্ট হইলেও মনই প্রবৃত্ত করে, এই অর্থ। বলীয়—ধনকলত্রপুত্রাদিক মহৎ অনর্থসাধন করে, এইরূপ অন্য কর্ত্তৃক বা আপনা হইতে জড়িত বিবেককেও গ্রহণ করে না, এই ভাব। কর্ম্মসমূহ মনঃপ্রবৃত্ত বিলক্ষণ (বিচিত্র) অর্থাৎ কতকগুলি সাত্ত্বিক, কতকগুলি তামস ও কতকগুলি রাজস, সব একীভূত নয়, এই অর্থ। শুক্ল ধর্ম্মোপযোগী, কৃষ্ণ নরকোপযোগী। ক্রমে এগুলি হইতে সবর্ণ (কর্ম্মানুরূপ) সৃতি অর্থাৎ দেবতির্য্যক্ নরাদি জাতি হয় ॥ ৪৩ ॥

অনুদর্শিনী। মন কেমন করিয়া সংসারচক্র পরিবর্ত্তন করে তাহাই বিশদ্‌ভাবে বলিতেছেন। মনই কামনা অনুসারে সৎ অসৎ ও সদসৎ বৃত্তির উদয় করাইয়া জীবকে সাত্ত্বিক, তামস বা রাজস কার্য্যে নিযুক্ত করায়। সাত্ত্বিক কার্য্যে সাধুপ্রতিষ্ঠা, রাজসে সংসার আবাহন এবং তামসে জাড্য প্রভৃতি মোহাচ্ছন্ন করায় এবং পরিণামে সাত্ত্বিকে দেব, তামসে তির্য্যক্ এবং রাজসে নরযোনিতে জন্মগ্রহণ করায়।

শ্রীশুকদেবও বলিয়াছেন –
মনঃ সৃজতি বৈ দেহান্ গুণান্ কর্ম্মাণি চাত্মনঃ।
তন্মনঃ সৃজতে মায়া ততো জীবস্য সংসৃতিঃ ॥
ভাঃ ১২।৫।৬

মনই আত্মার দেহ, গুণ, কর্ম্ম প্রভৃতির সৃষ্টি করিয়া থাকে এবং মায়াই মনের সৃষ্টি করে। অতএব মায়া প্রভৃতি উপাধি-সম্বন্ধ হইতেই জীবের সংসার-দশা উপস্থিত হইয়া থাকে ॥৪৩॥

অনীহ আত্মা মনসা সমীহতা
হিরণ্ময়ো মৎসখ উদ্বিচষ্টে।
মনঃ স্বলিঙ্গং পরিগৃহ্য কামান্
জুষন্ নিবদ্ধো গুণসঙ্গতোঽসৌ ॥৪৪॥

অন্বয়। (তর্হি মনস এব সংসার স্যান্নাত্মন ইত্যাশঙ্ক্যাহ) হিরণ্ময়ঃ (বিভাশক্তিপ্রধানঃ) মৎসখঃ (মম জীবস্য সখা নিয়ন্তা) আত্মা (পরমাত্মা) সমীহতা (সমীহমানেন) মনসা (সহ নিয়ন্তৃত্বেন বর্ত্তমানোঽপি) অনীহঃ (তৎক্রিয়ারহিতঃ) উদ্‌বিচষ্টে (উচ্চৈর্বিচষ্টে অতিরোহিতজ্ঞানেন কেবলং পশ্যতীত্যর্থঃ) অসৌ (পুনরয়ং জীবঃ) স্বলিঙ্গং (স্বস্মিন্নাত্মনি লিঙ্গয়তি জ্যোতয়তি সংসারমিতি, তথা তৎ) মনঃ পরিগৃহ্য (আত্মত্বেন স্বীকৃত্য তস্য মনসঃ) গুণসঙ্গতঃ (গুণৈঃ কর্ম্মভিঃ সঙ্গতঃ সম্বন্ধঃ গুণসঙ্গাৎ) কামান্ জুষন্ (সেবমানঃ) নিবদ্ধঃ (ভবতি) ॥৪৪॥

অনুবাদ। জ্ঞানশক্তিময় জীবনিয়ন্তা পরমাত্মা ক্রিয়াশীল মনের সহ বর্ত্তমান থাকিলেও স্বয়ং নিষ্ক্রিয়ভাবে সাক্ষিরূপে কেবলমাত্র দর্শন করেন আর জীবাত্মা সংসার-দ্যোতক মনকে আত্মরূপে গ্রহণ করিয়া মনের ক্রিয়াসকল দ্বারা সম্বদ্ধ হইয়া তৎকৃত ভোগ্য বিষয়সকলকে ভোগ করিতে করিতে নিবদ্ধ অর্থাৎ সংসারে আসক্ত হইয়া থাকে ॥৪৪॥

বিশ্বনাথ। নন্থ তর্হি মনস এব সংসারোঽস্ত নাত্মনস্তন্ন সত্যমাত্মা হ্যত্র শরীরে দ্বিবিধ একঃ পরমাত্মা মনোলেপরহিতঃ। অন্যো জীবাত্মা তল্লেপসহিত এব, তত্র প্রথমং তাবৎ শৃণ্বিত্যাহ—অনীহ ইতি। মনসা সমীহমানেন সহ নিয়ন্তৃত্বেন বর্ত্তমানোঽপি পরমাত্মা অনীহঃ তৎ ক্রিয়াসঙ্গরহিতঃ যতো হিরণ্ময়ঃ স্বতন্ত্রচিন্ময়ঃ মম জীবস্য সখা উৎ উচ্চৈর্বিচষ্টে। অতিরোহিতজ্ঞানত্বাৎ স কেবলং নির্লেপ এব পশ্যতীত্যর্থঃ। দ্বিতীয়ো জীবাত্মা তু স্বস্য লিঙ্গং লিঙ্গশরীরং মনঃ পরিগৃহ্য আত্মত্বেন স্বীকৃত্য তস্য মনসো গুণৈর্গুণকৃতকর্ম্মভিঃ সঙ্গতঃ সঙ্গাৎ কামান্ জুষন্ নিবদ্ধঃ মনোঽধ্যাসাৎ জীবাত্মন এব সংসার ইত্যর্থঃ। মনসস্তু জড়ত্বেন সুখদুঃখানুভবাভাবাৎ স্বর্গনরকাপবর্গেষু মধ্যে ন কোঽপীতি ভাবঃ ॥৪৪॥

বঙ্গানুবাদ। আচ্ছা তাহা হইলে মনেরই সংসার হউক, আত্মার নহে। তাহা সত্য নহে। এই শরীরে আত্মাই দ্বিবিধ, এক—পরমাত্মা মনের লেপরহিত, অন্য—জীবাত্মা মনের লেপসহিত। তন্মধ্যে প্রথমটী শ্রবণ কর, তাই বলিতেছেন। সমীহমান বা (ক্রিয়াশীল) মনের সহিত নিয়ন্তৃরূপে বর্ত্তমান থাকিয়াও পরমাত্মা অনীহ অর্থাৎ তৎক্রিয়াসঙ্গরহিত, যেহেতু হিরণ্ময়—স্বতন্ত্র চিন্ময় আমার অর্থাৎ জীবের সখা (নিয়ন্তা) উৎ উচ্চে থাকিয়া (অর্থাৎ মাত্র সাক্ষিরূপে) অতিরোহিতজ্ঞান বলিয়া কেবল নির্লেপ হইয়া দর্শন করেন, এই অর্থ। কিন্তু দ্বিতীয় জীবাত্মা স্বীয় লিঙ্গশরীর মনকে পরিগ্রহ অর্থাৎ আত্মরূপে স্বীকার করিয়া সেই মনের গুণ বা গুণকৃত কর্ম্মের সঙ্গবশে কাম বা ভোগের সেবা করিতে করিতে নিবদ্ধ হয় অর্থাৎ মনের অধ্যাস হইতেই জীবাত্মারই সংসার, এই অর্থ। মন জড় বলিয়া উহার সুখ-দুঃখের অনুভব হয় না বলিয়া স্বর্গ নরক মোক্ষ মধ্যে কোনটাই উহার নহে, এই ভাব ॥৪৪॥

অনুদর্শিনী। দেহে আত্মা দ্বিবিধ—

স এব প্রকৃতিং সূক্ষ্মাং দৈবীং গুণময়ীং বিভুঃ।
যদৃচ্ছয়ৈবোপগতামভ্যপদ্যত লীলয়া ॥ ভাঃ ৩।২৬।৪

শ্রীকপিলদেব মাতা দেবহূতিকে বলিলেন—উক্ত স্বতন্ত্র পুরুষ-সন্নিধানে ভগবচ্ছক্তিরূপা ত্রিগুণময়ী সূক্ষ্মা প্রকৃতি যদৃচ্ছাক্রমে উপনীতা হইলে পুরুষ যদৃচ্ছাক্রমে তাহাকে পরিগ্রহে স্বীকার করেন।

এই শ্লোকের টীকায় পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামী বলেন—পুরুষ জীব ও ঈশ্বর ভেদে দ্বিবিধ। যে প্রকৃতির অবিবেকদ্বারা সংসার-দশা লাভ করে, সেই 'জীব' আর যিনি প্রকৃতিকে বশে আনয়ন করিয়া বিশ্বসৃষ্ট্যাদি কার্য্য করেন, তিনিই পরমেশ্বর। এখানে প্রকৃতি—অবিবেক দ্বারা জীবের সংসার প্রকার বলিতেছেন।

কিন্তু জীব চৈতন্য ও মন জড়—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥
গীতা ৭।৪-৫

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—হে অর্জ্জুন, আমার অপরা বা জড়া প্রকৃতি ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার—এই আট ভাগে বিভক্ত। এতদ্ব্যতীত আমার আর একটী পরা প্রকৃতি আছে। সেই প্রকৃতি চৈতন্যস্বরূপা ও জীবভূতা। সেই শক্তি হইতে জীবসমূহ নিঃসৃত হইয়া জড় জগৎকে ভোগ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছে।

কেবল চেতন আত্মার বা কেবল জড়দেহের সংসার অসম্ভব এবং মনেরও সংসার হয় না। অতএব সংকল্প-বিকল্পাত্মক মনঃ সহকারে অবিদ্যাভিভূত জীবেরই সংসার। যেমন ভূতাবেশে আবিষ্ট ব্রাহ্মণকুমারের ভূতাভিমান, তদ্রূপ মনের অধ্যাস হইতেই জীবাত্মার সংসার।

জীবের মনোধর্ম্ম প্রাপ্তি—

জ্যোতির্যথৈবোদকপার্থিবেষদঃ
সমীরবেগানুগতং বিভাব্যতে।
এবং স্বমায়ারচিতেষসৌ পুমান্
গুণেষু রাগানুগতো বিমুহ্যতি ॥ ভাঃ ১০।১।৪৩

শ্রীবসুদেব কংসকে কহিলেন—যেরূপ চন্দ্রাদি জ্যোতিঃপদার্থ জলপূর্ণ মৃন্ময় ঘটাদিতে অথবা জল ও তৈলাদিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া বায়ুর বেগের অনুগত কম্পনাদি ধর্ম্মযুক্ত বলিয়া প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ এই জীব নিজ অবিদ্যাকল্পিত দেহ ও মনাদিতে আসক্তিযুক্ত হইয়া বিমোহিত হয় অর্থাৎ দেহ ও চিদাভাস মনের ধর্ম্ম আত্মাতে আরোপ করিয়া থাকে।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ এই শ্লোকের টীকায় বলেন—'মনো-সহিত জীবের মনোধর্ম্ম প্রাপ্তির দৃষ্টান্ত এই যে, যেমন জলাদিতে প্রতিবিম্বিত চন্দ্র-সূর্য্যাদির কিরণ বায়ুবেগের অনুগত হইয়া কম্পবশে দীর্ঘ-হ্রস্বাদি বিবিধরূপে ভাবিত হয়, তদ্রূপ দেহস্থিত জীব-রাগ অর্থাৎ বিষয় ভোগেচ্ছা-লক্ষণ মনোধর্ম্মের অনুগত হইয়া বিমুগ্ধ হয় অর্থাৎ তাহার বিষয়ভোগেচ্ছা হয়।'

শ্রীভগবানও বলিয়াছেন—

প্রকৃতিস্থোঽপি পুরুষো নাজ্যতে প্রাকৃতৈর্গুণৈঃ।
অবিকারাদকর্তৃত্বান্নির্গুণত্বাজ্জলার্কবৎ ॥ ভাঃ ৩।২৭।১

শ্রীকপিলদেব মাতাকে বলিলেন—জলস্থ্যাহ সূর্য্যমণ্ডলকিরণ যেরূপ জলের সহিত লিপ্ত হয় না, শুদ্ধ জীবাত্মাও সেইরূপ দেহগত হইয়াও অবিকারত্ব অকর্তৃত্ব ও নির্গুণত্বহেতু সুখদুঃখাদি প্রাকৃত গুণের সহিত অসম্পৃক্তভাবে থাকিতে পারেন।

অর্থাৎ জলের কম্পাদি যেমন জলে প্রতিবিম্বিত অর্কে প্রতীয়মান হইলেও বস্তুতঃ ঐ কম্পাদি যেমন গগনস্থ অর্কে নাই তদ্রূপ অন্তঃকরণগতা প্রাকৃত সুখদুঃখাদি অধ্যাসে আত্মায় প্রতীত হইলেও বস্তুতঃ আত্মাতে ঐ সকল নাই। তাই, দেবর্ষি শ্রীনারদ বলিয়াছেন—'মন এব মনুষ্যেন্দ্র-ভূতানাং ভবভাবনম্।'—ভাঃ ৪।২৯।৭৭ অর্থাৎ হে রাজেন্দ্র, মনই জীবের সংসার প্রাপ্তির কারণ ॥৪৪॥

দানং স্বধর্ম্মো নিয়মো যমশ্চ
শ্রুতঞ্চ কর্ম্মাণি চ সদ্ব্রতানি।
সর্ব্বে মনোনিগ্রহলক্ষণান্তাঃ
পরো হি যোগো মনসঃ সমাধিঃ ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়। (ততো মনোনিগ্রহে কৃতে সর্ব্বং কৃতং স্যাৎ তং বিনা তু সর্ব্বং ব্যর্থমিত্যাহ) দানং স্বধর্ম্মঃ (নিত্য-নৈমিত্তিকঃ) নিয়মঃ (স্নানাদিঃ) যমঃ (অহিংসাদিঃ) শ্রুতং (শাস্ত্রশ্রবণং) চ সদ্ব্রতানি (একদশ্যুপবাসাদীনি অন্যানি যাবন্তি) কর্ম্মাণি চ (এতে) সর্ব্বে (উপায়াঃ) মনো-নিগ্রহলক্ষণান্তাঃ (মনোনিগ্রহলক্ষণো অন্তো নিষ্ঠা ফলং যেষাং তে তথা ভবন্তি) মনসঃ সমাধিঃ (নিগ্রহঃ) হি (এব) পরঃ যোগঃ (জ্ঞানম্) ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ। দান, স্বধর্ম্ম, নিয়ম, যম, শাস্ত্রশ্রবণ সদ্ব্রত ও সৎকর্ম্মসমূহ মনোনিগ্রহের উপায়মাত্র। মনের যে সমাধি তাহাই পরমযোগ ॥ ৪৫ ॥

বিশ্বনাথ। তস্মাৎ সর্ব্বানর্থকৃতো মনসো নিগ্রহে এব যত্নীয়মিত্যাহ,—দানমিতি। শাস্ত্রাদয় এতে সর্ব্বে

উপায়া মনোনিগ্রহলক্ষণঃ অন্তঃ শেষঃ ফলং যেষাং তে। যতো মনসঃ সমাধির্নিগ্রহ এব পরঃ সর্ব্বশ্রেষ্ঠো যোগঃ ॥৪৫॥

বঙ্গানুবাদ। অতএব সর্ব্ব-অনর্থকর মনের নিগ্রহেই যত্ন করা উচিত, এই বলিতেছেন। দানাদি এই সমস্ত উপায়ের মনোনিগ্রহলক্ষণই অন্ত বা শেষ ফল। যেহেতু মনের সমাধি বা নিগ্রহই পর বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগ ॥ ৪৫ ॥

অনুদর্শিনী। দান, ত্যাগ, স্বধর্ম্ম—নিত্যসন্ধ্যোপাসনাদি, নৈমিত্তিক-জাতেষ্ট্যাদি; নিয়ম,—স্নানাদি; যম—অহিংসাদি; শ্রুত—শাস্ত্রশ্রবণ, কর্ম্ম—যাগাদি, সদ্ব্রত একাদশ্যুপবাসাদি। ১১।২০।২১ শ্লোক ও 'এতদন্তঃ সমাম্নায়ো'—ভাঃ ১০।৪৭।৩৩ শ্লোঃ দ্রষ্টব্য ॥ ৪৫ ॥

সমাহিতং যস্য মনঃ প্রশান্তং
দানাদিভিঃ কিং বদ তস্য কৃত্যম্।
অসংযতং যস্য মনো বিনশ্য-
দ্দানাদিভিশ্চেদপরং কিমেভিঃ ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়। যস্য মনঃ সমাহিতং (বশীভূতং সৎ) প্রশান্তং (ভবতি) তস্য দানাদিভিঃ কিং কৃত্যং (প্রয়োজনং তৎ) বদ। যস্য মনঃ অসংযতং (বিক্ষিপ্তং চেৎ কিম্বা) বিনশ্যৎ চেৎ (আলস্যাদিনা লীয়মানং ভবেৎ তর্হি) এভিঃ (দানাদিভিঃ) কিম্ অপরং (প্রয়োজনং তাস্য কিঞ্চিদিত্যর্থ) ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ। যাঁহার মন বশীভূত ও প্রশান্তভাব অবলম্বন করিয়াছে, তাঁহার দানাদি সাধনে প্রয়োজন কি? আর আলস্যাদি পরাভূত হইয়া যাহার মন অসংযত তাহারই-বা দানাদিসাধনে ফল কি? ॥ ৪৬ ॥

বিশ্বনাথ। সুধীভিরেকো মনোনিগ্রহ এবাপেক্ষণীয়ো নান্য ইত্যাহ,—সমাহিতং বশীকৃতং চেৎ কিং দানাদিভিঃ। অসংযতং অবশীভূতং যতো বিনশ্যৎ লয়যুক্তং। অপরমন্যৎকৃষ্টং বিক্ষেপযুক্তঞ্চ চেৎ কিমেভির্দানাদিভিঃ ॥ ৪৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। সুধীগণ কর্ত্তৃক একমাত্র মনোনিগ্রহই অপেক্ষণীয়, অন্য কিছু নয়, এই বলিতেছেন। মন যদি সমাহিত বা বশীকৃত, দানাদি দিয়া কি হইবে? আর যদি অসংযত বা অবশীভূত, যেহেতু বিনাশশীল বা লয়যুক্ত অপর বা অন্যুৎকৃষ্ট বিক্ষেপযুক্তই হয়, তবে এসব দানাদিদ্বারা কি হইবে? ॥ ৪৬ ॥

অনুদর্শিনী। মনোনিগ্রহের জন্যই দান ও স্বধর্ম্মাদির অনুষ্ঠান। মন বশীকৃত হইলে বা বশীকৃত না হইলে ঐ সকল অনুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই।

আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
অন্তর্ব্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নান্তর্ব্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।

নারদ পঞ্চরাত্র। ॥ ৪৬ ॥

মনোবশেঽন্যে হ্যভবন্ স্ম দেবা
মনশ্চ নান্যস্য বশং সমেতি।
ভীষ্মো হি দেবঃ সহসঃ সহীয়ান্
যুঞ্জ্যাদ্বশে তং স হি দেবদেবঃ ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়। (নম্বিতরেন্দ্রিয়জয়ঃ প্রয়োজনং স্যাৎ নেত্যাহ) অন্যে দেবাঃ (ইন্দ্রিয়াণি তদধিষ্ঠাতারো বা) হি (নূনং) মনোবশে (মনস এব বশে) অভবন্ (বর্ত্তন্তে) স্ম, মনঃ চ (তু) অন্যস্য (ইন্দ্রিয়স্য দেবাদেঃ চ) বশং ন সমেতি (ন গচ্ছতি) হি (যস্মাৎ) সহসঃ (বলাদপি) সহীয়ান্ (বলীয়ান্) দেবঃ (মনোলক্ষণোদেবঃ) ভীষ্মঃ (যোগিনামপি ভয়ঙ্করঃ) তং (মনোলক্ষণং দেবং) বশে যুঞ্জ্যাৎ (কুর্য্যাৎ) সঃ হি (এব) দেবদেবঃ (সর্ব্বেন্দ্রিয়জেতা ভবতি) ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ। ইন্দ্রিয়গণ বা ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃদেবতাগণ এই মনেরই বশীভূত; কিন্তু মন কাহারও বশীভূত নহে। যেহেতু মন যোগিগণেরও ভয়ঙ্কর, বলবান্ হইতেও মহাবলশালী। অতএব যিনি এই মনকে বশে আনিতে পারেন, তিনিই সকল ইন্দ্রিয়ের জেতা, অন্যে নহেন ॥৪৭॥

বিশ্বনাথ। নম্বিতরেন্দ্রিয়জয়োঽপ্যপেক্ষণীয় এব তত্র নেত্যাহ,—মনোবশে ইতি। দেবা ইন্দ্রিয়াণি

তদধিষ্ঠাতারশ্চ মনোবশে মনস এব বশেঽভবন্ বর্ত্তন্তে স্ম ভীষ্মঃ যোগিনামপি ভয়ঙ্করঃ মনোলক্ষণো দেবঃ যতঃ সহসঃ সহস্বিনোঽপি সহীয়ান্ বলিষ্ঠাদপি বলিষ্ঠ ইত্যর্থঃ। অতস্তং যো বশং কুর্য্যাৎ কুর্য্যাৎ স হি দেবদেবঃ সর্বেন্দ্রিয়জেতা। তথাচ শ্রুতি "মনসো বশে সর্ব্বমিদং বভূব। নান্যস্য মনো বশমন্বিয়ায় ভীষ্মোহি দেবঃ সহসঃ সহীয়ান্" ইতি ॥ ৪৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। আচ্ছা, অন্য ইন্দ্রিয়জয়ও অপেক্ষণীয়, সে বিষয়ে 'না' এই বলিতেছেন। দেবসমূহ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ ও তাহাদের অধিষ্ঠাতারা মনের বশে থাকে। ভীষ্ম—যোগিগণের পক্ষেও ভয়ঙ্কর মনোলক্ষণ দেব। যেহেতু নর বা সহস্বী হইতেও সহীয়ান্ অর্থাৎ বলিষ্ঠ হইতেও বলিষ্ঠ। অতএব তাহাকে যিনি বশবর্ত্তী করিতে পারেন, তিনিই দেবদেব অর্থাৎ সর্বেন্দ্রিয়জেতা। এ সম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন—"এই সমস্তই মনের বশ হইয়াছে। মন অন্যের বশে আসে নাই। এই মনোরূপ দেব ভীষণ, বলিষ্ঠ হইতেও বলীয়ান্" ॥ ৪৭ ॥

অনুদর্শিনী। অন্য ইন্দ্রিয় জয় অর্থাৎ জ্ঞান-কর্ম্মেন্দ্রিয় জয়। মনোদমনেই সকল ইন্দ্রিয় দমিত হয়, পৃথকভাবে ইন্দ্রিয় দমনের প্রয়োজন হয় না। মন দুর্দ্দমনীয়—

> চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
> তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্॥ গীঃ ৬।৩৪

ভক্ত অর্জ্জুন শ্রীভগবানকে বলিলেন—হে কৃষ্ণ, তুমি বলিয়াছ যে, বিবেকবতী বুদ্ধিদ্বারা চঞ্চল মনকে নিয়মিত করিতে হয়, কিন্তু আমি দেখিতেছি যে, সেই বিবেকবতী বুদ্ধিকেও প্রকৃষ্টরূপে মথন করিতে সামর্থ্য মনের আছে। অতএব সেই বায়ুর ন্যায় নিতান্ত চঞ্চল মনকে নিগ্রহ করা আমার পক্ষে অত্যন্ত দুষ্কর বোধ হইতেছে।

শ্রীভগবানও উদ্ধবকে ও অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—'দুর্জ্জয়ানামহং মনঃ' ভাঃ ১১।১৬।১১ "ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি" গীঃ ১০।২২

অতএব সাধারণ মনুষ্যের কা কথা, ইন্দ্রিয়বর্গের অধিষ্ঠাতৃ ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণও মনের অধীনে অভিভূতের ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকেন। যিনি মনোজয় করিতে পারেন, তিনিই সর্বেন্দ্রিয়জেতা ॥৪৭॥

> তং দুর্জ্জয়ং শত্রুমসহ্যবেগম্
> অরুন্তুদং তন্ন বিজিত্য কেচিৎ।
> কুর্ব্বন্ত্যসদ্বিগ্রহমত্র মর্ত্ত্যৈ-
> র্মিত্রাণ্যুদাসীনরিপূন্ বিমূঢ়াঃ ॥৪৮॥

অন্বয়। (অতঃ) অসহ্যবেগং (অসহ্যা রাগাদয়ো বেগা যস্য তং অতএব) অরুন্তুদং (অরুর্ম্মর্ম্ম তত্তুদতি ব্যথয়তীতি অরুন্তুদঃ তং) দুর্জ্জয়ং শত্রুং তং (মনোরূপং) ন বিজিত্য (অজিত্বা) তৎ (ততঃ) কেচিৎ (যে জনাঃ) অত্র মর্ত্ত্যৈঃ (কৈশ্চিৎ সহ) অসদ্বিগ্রহং (বৃথা কলহং) কুর্ব্বন্তি (তত্র চ) উদাসীনরিপূন্ (অনুকূল-প্রতিকূলাদীন্ অন্যান্) মিত্রানি (মিত্রাদীন্ চ কুর্ব্বন্তি (তে) বিমূঢ়াঃ (অতিমূর্খা ইত্যর্থঃ) ॥৪৮॥

অনুবাদ। অতএব যাহারা অসহ্য রাগাদিবেগযুক্ত মর্ম্মপীড়াদায়ক মনোরূপ দুর্জ্জয় শত্রুকে পরাজিত না করিয়া মানবগণের সহিত বৃথা কলহ করেন এবং সেই কলহে কাহাকেও শত্রু, কাহাকেও মিত্র এবং কাহাকেও বা উদাসীন বলিয়া বিবেচনা করেন, তাহারা অতিশয় মূর্খ ॥৪৮॥

বিশ্বনাথ। অরুর্ম্মর্ম্ম তত্তুদতি ব্যথয়তীতি অরুন্তুদস্তং ন বিজিত্য অজিত্বা তন্তত এবাজিতাদ্ধেতোঃ কেচিন্মূঢ়াঃ মর্ত্ত্যৈঃ সহাসদ্বিগ্রহং কুর্ব্বন্তি। তত্র চানুকূল-প্রতিকূলাদীনন্যান্ মিত্রাদীন্ কুর্ব্বন্তি ॥৪৮॥

বঙ্গানুবাদ। অরুন্তুদ—অরু বা মর্ম্মকে যে তুদন অর্থাৎ পীড়ন করে বা ব্যথা দেয়, তাহাকে জয় না করিয়া তৎ সেইহেতু অজিত বলিয়া কোন কোন মূঢ় মর্ত্ত্য অর্থাৎ মনুষ্যগণের সহিত অসদ্-বিগ্রহ—বৃথা কলহ করে, আর উদাসীন রিপু—অনুকূল-প্রতিকূলাদি অপরকে মিত্র করে ॥৪৮॥

অনুদর্শিনী। মনই সঙ্কল্প ও বিকল্পের অধিনায়ক। রাগ ও দ্বেষ, প্রণয় ও বিরোধ মনের ধর্ম। সুতরাং অনুকূল বস্তু বা ব্যক্তিতে মনের রাগ বা প্রণয় এবং প্রতিকূলে দ্বেষ বা বিরোধ হয়, আর যাহা মনের অনুকূল বা প্রতিকূল নহে তাহার প্রতি মনের উদাসীনতা লক্ষ্য হয়। অতএব সংসারে অবশীভূত ও উৎপথগামী মনো-ব্যতীত জীবের অন্য কোন শত্রু-মিত্র-উদাসীন নাই—'মন্যেঽজিতদাত্মন উৎপথে স্থিতাৎ'—ভাঃ ৭।৮।৯

মনই দুর্জ্জয়—শ্রীভগবানই বলিয়াছেন—'ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি'—গীঃ ১০।২২। ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে তাহাদের প্রবর্ত্তক দুর্জ্জয় মন—আমি'—শ্রীবলদেব। 'দুর্জ্জয়ানামহং মনঃ।' ভাঃ ১১।১৬।১১। শুধু তাহা নহে, ভক্ত অর্জ্জুনের বাক্য 'চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্। তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্॥ গীঃ ৬।৩৪—শ্রবণ করিয়া তদুত্তরেও বলিয়াছেন—'অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।' গীঃ ৬।৩৫।

মনই জীবের প্রবল শত্রু—'ভ্রাতৃব্যমেতং তদদভ্রবীর্য্যম্' ভাঃ ৫।১১।১৭।

সংসারে শত্রুর বাণ দেহে বিদ্ধ হইয়া কষ্টপ্রদ হইলেও ঐ কষ্ট সাময়িক আবার অসন্তের পরুষবাক্য মর্ম্মপীড়াদায়ক বলিয়া বাণ হইতেও জীবের অধিক কষ্টপ্রদ হইলেও নিজের মন জীবকে যেরূপ আত্যন্তিক মর্ম্মপীড়া প্রদান করে তদ্রূপ অন্য কেহই নাই। কেননা, লোকমুখে উচ্চারিত বিদ্রূপাত্মক শব্দ শ্রবণ করিয়া মন যদি সেই ব্যক্তির সহিত নিজকে মিত্রসূত্রে আবদ্ধ দেখে তাহা হইলে ঐ বাক্যে তাহার আনন্দই হয়, আর যদি উচ্চারণ-কারীকে শত্রুভাবে দেখে, তাহা হইলে শুধু দুঃখ পায় না, সেই কথা নানাভাবে মনন করিয়া এইরূপভাবে জীবের ক্লেশের কারণ হয় যে, তাহা অনুভব ব্যতীত ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। অতএব অবশীভূত মনই প্রকৃতপক্ষে জীবের বাহ্য শত্রু হইতেও মর্ম্মপীড়াদায়ক পরম শত্রু এবং বশীভূত মনই পরম মিত্র। তাই স্বয়ং শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

'আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥'
'বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনৈবাত্মাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ॥'
গীঃ ৬।৫-৬।৪৬॥

দেহং মনোমাত্রমিমং গৃহীত্বা
মমাহমিত্যন্ধধিয়ো মনুষ্যাঃ।
এষোঽহমন্যোঽয়মিতি ভ্রমেণ
দুরন্তপারে তমসি ভ্রমন্তি॥৪৭॥

অন্বয়। (তত্তশ্চানেন প্রকারেণ তে সংসারে ভ্রমন্তীত্যাহ) মনুষ্যাঃ মনোমাত্রং (মনোমাত্রপরিকল্পিতম্) ইমং দেহং (স্বদেহম্) অহম্ (ইতি, পুত্রাদিদেহঞ্চ) মম ইতি (স্বীকৃত্য) অন্ধধিয়ঃ (যাথার্থ্যজ্ঞানবিরহিতাঃ সন্তঃ) এষঃ অহম্ অয়ম্ অন্যঃ ইতি ভ্রমেণ দুরন্তপারে (দুস্তরে) তমসি (অজ্ঞানপূর্ণসংসারে) ভ্রমন্তি॥৪৭॥

অনুবাদ। মনুষ্যগণ মনঃকল্পিত নিজদেহকে 'আমি' এবং পুত্রাদির দেহকে 'আমার' বলিয়া স্বীকার করে এবং বিবেকজ্ঞান শূন্য হইয়া 'এ আমি' 'এ অন্য' এই ভ্রমে দুস্তর সংসারসাগরে ভ্রমণ করে॥৪৭॥

বিশ্বনাথ। তত্তশ্চানেন প্রকারেণাবিদ্যয়া গ্রস্যমানা ভবন্তীত্যাহ,—দেহমিতি। মনসো মাত্রা বৃত্তয় ইন্দ্রিয়াদয়ো যস্মিংস্তং দেহমিমং অহমিতি পুত্রাদিদেহঞ্চ মমেতি গৃহীত্বা স্বীকৃত্য তমসি সংসারে॥৪৭॥

বঙ্গানুবাদ। তাহার পর এইরূপে অবিদ্যাগ্রস্ত হয়, তাই বলিতেছেন। মনোমাত্র—যে দেহে মনের মাত্রা বা বৃত্তিসমূহ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি, সেই দেহকে আমি ও পুত্রাদিদেহকে আমার—এই ভাবে গ্রহণ বা স্বীকার করিয়া তমঃ অর্থাৎ সংসারে ভ্রমণ করে॥৪৭॥

অনুদর্শিনী। জীবাত্মা চেতন, দেহ জড়। সুতরাং জীবাত্মাসহ দেহের সম্বন্ধ নাই। কিন্তু অঘটনঘটনপটীয়সী মায়া বা অবিদ্যাদ্বারা গ্রস্ত জীব, এই দেহই 'আমি'—এই অভিমানই দেহাতীত জীবের দেহ সম্বন্ধ। আবার সেই অভিমান জীবাত্মার নহে, মনের। সেই মনের বৃত্তি—কর্ম্মজ্ঞানেন্দ্রিয়াদিযুক্ত দেহকে 'আমি' ও পুত্রাদির দেহকে 'আমার' বুদ্ধি করিয়াই জীবের সংসার।

মনের মাত্রা বা বৃত্তিসমূহ—

একাদশাসন্ মনসো হি বৃত্তয়
আকৃতয়ঃ পঞ্চ ধিয়োঽভিমানঃ।
মাত্রাণি কর্ম্মাণি পুরঞ্চ তাসাং
বদন্তি হৈকাদশ বীর ভূমীঃ॥ ভাঃ ৫।১১।৯

ভরতমুনি রহুগণ রাজাকে বলিলেন—পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও অহঙ্কারভেদে মনের বৃত্তি একাদশ প্রকার। হে জ্ঞানবীর, শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্র জ্ঞানেন্দ্রিয়েব বিষয়; বিসর্গাদি পঞ্চ ব্যাপার কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বিষয় এবং দেহ-গেহাদিতে আত্মবুদ্ধি অহঙ্কার বা অভিমানের বিষয়, পণ্ডিতগণ এই একাদশ প্রকার বৃত্তির কথাই বলিয়া থাকেন।

জীব মনঃকল্পিত নিজদেহে এবং পুত্রদেহে আমি ও আমার অভিমানে সংসার ভ্রমণ করে।

দেহমাত্রং স্বমাত্মানং যঃ পরঞ্চাভিপশ্যতি।
অন্ধে তমসি মগ্নস্য নোত্তারস্তস্য কুত্রচিৎ॥ পাদ্মে।

অর্থাৎ দেহকেই যে আমি ও পর দর্শন করে, অন্ধতমে মগ্ন তাহার কোথায়ও উদ্ধার নাই॥ ৪৯॥

জনস্তু হেতুঃ সুখদুঃখয়োশ্চেৎ
কিমাত্মনশ্চাত্র হি ভৌময়োস্তৎ।
জিহ্বাং ক্বচিৎ সন্দশতি স্বদন্তি-
স্তদ্বেদনায়াং কতমায় কুপ্যেৎ॥ ৫০॥

অন্বয়। (তদেবং মনস এব সুখদুঃখকারণত্বমুপপাদ্য ইদানীং জনাদীনাং ষণ্ণাং অকারণত্বং প্রপঞ্চয়তি) জনঃ তু (জনএব) চেৎ (যদি) সুখদুঃখয়োঃ হেতুঃ (স্যাৎ তদা) অত্র (অস্মিন্নপি পক্ষে) চ আত্মানঃ কিং (ন কিঞ্চিৎ সুখদুঃখকর্ম্মত্বং তৎকর্ত্তৃত্বং চেত্যর্থঃ) হি (নিশ্চিতং) তৎ (কর্ত্তৃত্বং কর্ম্মত্বঞ্চ) ভৌময়োঃ (ভূবিকারয়োঃ দেহয়োস্তৎ ন তু আত্মনঃ অমূর্ত্তস্যাক্রিয়স্য চ হননাদিষু কর্ম্মকর্ত্তৃত্বানুপপত্তেঃ। তথাপি দুঃখমাত্মপর্য্যবসায্যেবেতি চেদেবমপি পরমাত্মনঃ উত্তরত্রাপ্যেকত্বান্ন কোপবিষয়োঽস্তীতি) ক্বচিৎ (কদাচিৎ) স্বদদ্ভিঃ জিহ্বাং সন্দশতি (চেত্তদা) তদ্বেদনায়াং (দংশনজন্যবেদনায়াং সত্যাং) কতমায় (জনায়) কুপ্যেৎ॥ ৫০॥

অনুবাদ। যদি মনুষ্যই সুখদুঃখের কারণ, তাহা হইলেও আত্মার সুখদুঃখের কর্ত্তৃত্ব বা কর্ম্মত্ব হইতে পারে না। পরন্তু ভূতময় স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরদ্বয়েরই কর্ত্তৃত্ব ও কর্ম্মত্ব হইয়া থাকে। কারণ কখনও যদি কোন পুরুষ নিজ দন্তদ্বারা নিজ জিহ্বাকে দংশন করে তাহা হইলে তজ্জনিত বেদনায় কাহারও প্রতি কুপিত হওয়া যায় না॥ ৫০॥

বিশ্বনাথ। তদেবং মনস এব সুখদুঃখয়োঃ কারণত্বমুপপাদ্যেদানীং জনাদীনাং পূর্ব্বোক্তানাং ষণ্ণামকারণত্বং প্রপঞ্চয়তি,—জনস্থিতি ষড়্ভিঃ। হেতুরিতি জন এব জনং সুখয়তি জন এব জনং দুঃখয়তীতি চেৎ অত্র চ অস্মিন্নপি পক্ষে আত্মনো জীবাত্মনঃ কিং ন কিঞ্চিদপি যতস্তৎ সুখদুঃখকর্ত্তৃত্বং সুখদুঃখকর্ম্মত্বঞ্চ ভৌময়োর্ভূবিকার দেহয়োরেব নাত্মনঃ। অমূর্ত্তস্য দেহাদ্ভিন্নত্বাৎ বস্তুনোঽভিমানিনস্তস্য তাড়নাদিষু কর্ত্তৃত্ব-কর্ম্মত্বানুপপত্তেঃ। নন্থ তদপি পীড়া স্বাত্মন এব প্রত্যক্ষীভবতীত্যত আহ,—জিহ্বামিতি। তদ্বেদনায়াং তত্র বেদনায়াং পীড়ায়াং আত্মগামিন্যাং সত্যাং কতমায় কুপ্যেৎ কিং পীড়কেভ্যো দন্তঃ কিং বা পীড্যমানায়ৈ জিহ্বায়ৈ তত্র যথা পীড্যমানায়ৈ জিহ্বায়ৈ কোপস্যানৌচিত্যাৎ পীড়কেভ্যো দন্ত্যঃ কোপো ন ক্রিয়তে, তথৈবাত্রাপি কোপো ন কর্ত্তব্য ইতি ভাবঃ। দুঃখস্বাত্মনো লিঙ্গাধ্যাসমূলকং সোঢ়ব্যমেব, লিঙ্গং তু মন এবেতি তদৃতেঽন্যস্মৈ দোষো ন দেয় ইত্যগ্রিমশ্লোকেষু সর্ব্বত্রৈবমেবং জ্ঞেয়ম্॥ ৫০॥

বঙ্গানুবাদ। এইরূপে মনই সুখদুঃখের কারণ, ইহা প্রমাণ করিয়া ইদানীং জনপ্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত ছয়টী (জন, দেবতা, আত্মা, গ্রহ, কর্ম্ম, কাল, ভাঃ ১১।২৩।৪২ শ্লোকে) কারণ নহে, ছয়টী শ্লোকে ইহাই বিস্তার করিতেছেন। যদি বল জনই জনকে সুখ দেয়, জনই জনকে দুঃখ দেয়, এ পক্ষেও আত্মা বা জীবাত্মার কি? কিছুই না, যেহেতু ঐ সুখদুঃখকর্ত্তৃত্ব ও সুখদুঃখকর্ম্মত্ব ভৌম বা ভূবিকার দেহদ্বয়েরই, আত্মার নয়। দেহ হইতে ভিন্ন বলিয়া অমূর্ত্ত বস্তু অভিমানীর তাড়নাদিতে কর্ত্তৃত্ব ও কর্ম্মত্ব

অনুপযোগী। আচ্ছা, তবুও কিন্তু আত্মার বলিয়াই প্রত্যক্ষী-ভূত হয়। এই নিমিত্ত বলিতেছেন—জিহ্বাদি। তাহাতে বেদনা বা পীড়া আত্মগামী হইলে কাহার প্রতি ক্রোধ করিবে, পীড়ক দন্তের প্রতি, না, পীড্যমান জিহ্বার প্রতি ? সেস্থলে যেরূপ পীড্যমান জিহ্বার প্রতি কোপ অনুচিত, আর পীড়ক দন্তের প্রতিও কোপ করা হয় না, সেইরূপ এস্থলেও কোপ কর্ত্তব্য নয়, এই ভাব। কিন্তু দুঃখ আত্মার লিঙ্গাধ্যাসমূলক, অতএব সহ্য করিতে হইবে ; লিঙ্গ কিন্তু মনই। অতএব তাহাকে ছাড়িয়া দোষ দেওয়া উচিত নয়। পরবর্ত্তী পাঁচটী শ্লোকেও সর্ব্বত্র এইরূপই জানিতে হইবে ॥৫০॥

অনুদর্শিনী। জন বা মনুষ্য সুখদুঃখের কারণ নহে। একজন অপরকে সুখ বা দুঃখ দিলে সেক্ষেত্রে বিরোধি-ব্যক্তিদ্বয়ের মূর্ত্ত-ভৌতিক দেহদ্বয়ই সুখদুঃখের কারণ হয়, তাহাতে অমূর্ত্ত জীবাত্মার কি ? আত্মার সুখদুঃখের কর্ত্তৃত্ব বা কর্ম্মত্ব হইতে পারে না।

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥
গী ২।১৯

শ্রীভগবান্ বলিলেন—যিনি জানেন যে, এক জীব অন্য জীবাত্মাকে হনন করেন এবং যিনি জানেন যে, এক জীব অন্য জীবাত্মাকর্ত্তৃক হত হন, তিনি কিছুই জানেন না। জীবাত্মা কাহাকেও হনন করেন না এবং কাহারও কর্ত্তৃক হত হন না।

যদি আত্মভিন্ন দেহকেই সুখদুঃখের কারণ বলা হয়, তাহা হইলে সুখদুঃখাদিতে কাহাকেও লক্ষ্য করিয়া অনুরাগ বা ক্রোধ করা যায় না। যেমন দন্তদ্বারা জিহ্বা-দংশন-জন্য বেদনা অনুভব হইলেও কাহার প্রতি ক্রোধ করা যাইবে ? বস্তুতঃ জিহ্বাও নিজের নহে, দন্তও নিজের নহে, তখন যেমন জিহ্বার প্রতি ক্রোধ প্রকাশে জিহ্বা কর্ত্তন বা দন্তের প্রতি ক্রোধ প্রকাশে দন্ত উৎপাটিত করা যায় না,—সহ্যই করিতে হয় ; তদ্রূপ পরস্পর ভৌতিকদেহজন্য সুখদুঃখ আত্মগত হইলেও দেহ তাহারও নহে, আমারও নহে, তবে অনুরাগ বা কোপ কিরূপে করা যাইতে পারে ? অতএব নিজ শরীরে এবং পরশরীরে আত্মার একত্ব নিবন্ধন দেহের পরস্পর উৎপাতে দেহীকে দোষী করা অন্যায়। চেতন আত্মা এবং জড়দেহ সুখ-দুঃখের কারণ নহে, মধ্যবর্ত্তী লিঙ্গদেহ বা মনই সুখদুঃখের কারণ ; এই লিঙ্গের অধ্যাসই আত্মার দেহে আমি-বুদ্ধি এবং তজ্জন্যই দুঃখ ; অতএব মন ব্যতীত অন্য কাহাকেও দুঃখের কারণ না বলিয়া উহা সহ্য করিতে হইবে ॥ ৫০ ॥

—

দুঃখস্য হেতুর্যদি দেবতাস্তু
কিমাত্মনস্তত্র বিকারয়োস্তৎ।
যদঙ্গমঙ্গেন নিহন্যতে ক্বচিৎ
ক্রুধ্যেত কস্মৈ পুরুষঃ স্বদেহে ॥ ৫১ ॥

অন্বয়। যদি দেবতা (ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী) অস্তু (নাম) দুঃখস্য হেতুঃ তত্র (তস্মিন্নপি পক্ষে) আত্মনঃ কিং (স্যাৎ যতঃ) তৎ (কর্ত্তৃত্বং কর্ম্মত্বঞ্চ) বিকারয়োঃ (বিক্রিয়-মাণয়োর্দেবতয়োঃ স্তৎ হস্তেন মুখেঽভিহতে তেন বা হস্তে-দষ্টে তদভিমানিনোবহ্নীন্দ্রয়োরেব তৎ ন তু অবিক্রিয়ত্বা-নহঙ্কারস্য চাত্মনঃ। দেবতানাঞ্চ সর্ব্বদেহেষ্বভেদাৎ কোপবিষয়োঽস্তীতি দৃষ্টান্তমাহ) যৎ (যদা) অঙ্গং (দেবতাধিষ্ঠানং হস্তমুখাদি) অঙ্গেন (দেবতান্তরাধিষ্ঠানে-নাঙ্গান্তরেণ) ক্বচিৎ (কদাচিৎ) নিহন্যতে (তদা) পুরুষঃ কস্মৈ ক্রুধ্যেত (ক্রুধ্যেৎ) ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ। যদি ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণই সুখ-দুঃখের কারণ হন, তাহা হইলে বা তাহাতে আত্মার কি ? যেহেতু বিক্রিয়মাণ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতাদ্বয়েরই সেই পক্ষে দুঃখকারণত্ব সম্ভব। ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণের সকল দেহেই অভেদ, সুতরাং কোপের কোন কারণ নাই। দেহের এক অঙ্গ অন্য অঙ্গদ্বারা পীড়িত হইলে পুরুষ কাহার প্রতি কুপিত হইবেন ? ॥ ৫১ ॥

বিশ্বনাথ। যদি দেবতা অস্তু নাম তত্রাপি পক্ষে আত্মনঃ কিং যতো বিকারয়োর্বিক্রিয়মাণয়োর্দেবতয়োরেব তৎ। হস্তেন মুখে অভিহতে তেন চ ম্রিয়মত্তিতি হস্তেঽ-ভিশপ্তে তদভিমানিনোবহ্নীন্দ্রয়োর্দেবতয়োরেব তদ্দুঃখং

সম্ভবতু নাত্মনস্ততঃ পৃথগ্‌ভূতস্য দেবতানাঞ্চ সর্ব্বদেহেষ্বদেহায় কোপবিষয়োঽস্তীতি স্বদেহদৃষ্টান্তমাহ যৎ যদা অঙ্গং মুখাদিকং অঙ্গেন হস্তাদীনাং ইন্দ্রাদ্যধিষ্ঠানেন বিহন্যতে চেদিত্যত এব পূর্ব্বত্র দেবতানধিষ্ঠানরূপভূবিকারমাত্রোদাহরণম্‌ ॥ ৫১ ।

বঙ্গানুবাদ। যদি দেবতা হয়, সে-পক্ষেও আত্মার কি ? যেহেতু তাহা বিকার বা বিক্রিয়মাণ দুই দেবতারই। হস্তদ্বারা মুখ অভিহত হইলে ও মুখ শ্বিত্র (ধবল) হউক হস্তকে এই অভিশাপ দিলে তদভিমানী বহ্নি ও ইন্দ্রদেবতাদ্বয়েরই সেই দুঃখ সম্ভব হউক, আত্মার নয়, যেহেতু আত্মা উহাদের হইতে পৃথগ্‌ভূত। সর্ব্বদেহমধ্যে অদেহ বলিয়া দেবতাদিগেরও ক্রোধ-বিষয় হয় না। স্বদেহ-দৃষ্টান্ত বলিতেছেন। যখন অঙ্গ-মুখাদি অঙ্গ কর্ত্তৃক অর্থাৎ হস্তাদির অধিষ্ঠাতা ইন্দ্রাদিদ্বারা যদি আহত হয়, তবে পূর্ব্বে দেবতার অনধিষ্ঠানরূপ ভূবিকারমাত্রের উদাহরণ ॥ ৫১ ॥

অনুদর্শিনী। ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতা দুঃখের কারণ হইলেও তাহাতে আত্মার কোনও সম্পর্ক নাই। কেননা দেহের এক অঙ্গ হস্ত অন্য অঙ্গ মুখকে আঘাত করিলে ঐ ঐ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতাদ্বয়েরই দুঃখের কারণ সম্ভব।

আবার সকল দেহেই দেবতা এক　এক ব্যক্তির হস্তে ইন্দ্রদেবতা অধিষ্ঠান করেন, অপর ব্যক্তির হস্তেও সেই দেবতাই অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন। তখন লোকের মধ্যে হস্ত-যুদ্ধ হওয়া অসম্ভব। যখন তাহা স্পষ্টত দেখা যাইতেছে, তখন দেবতা ব্যতীত অন্য মন আছে, যে মধ্যস্থলে থাকিয়া পরস্পরের মধ্যে বিবাদ ঘটায়। অতএব দেবতা দুঃখের কারণ নহে, মনই দুঃখের কারণ বা লিঙ্গে অধ্যাসই জীবের দুঃখ। অতএব মনই দুঃখের কারণ জানিয়া দেবতাকে দোষ না দিয়া দুঃখ সহ্যই করিতে হইবে ॥ ৫১ ॥

আত্মা যদি স্যাৎ সুখদুঃখহেতুঃ
কিমন্যতস্তত্র নিজস্বভাবঃ।
নহ্যাত্মনোঽন্যদ্ যদি তন্মৃষা স্যাৎ
ক্রুধ্যেত কস্মান্ন সুখং ন দুঃখম্‌ ॥ ৫২ ॥

অন্বয়। যদি আত্মা সুখদুঃখহেতুঃ স্যাৎ তত্র (তস্মিন্‌ পক্ষে) অন্যতঃ কিং (ন কিঞ্চিদন্যতো ভবতি যস্মৈ কুপ্যেদিত্যর্থঃ যতঃ সঃ) নিজস্বভাবঃ (আত্মস্বভাবঃ) আত্মনঃ অন্যৎ নহি (আত্মব্যতিরিক্তং নাস্ত্যেব) যদি স্যাৎ (অস্তীতি প্রতীয়তে তর্হি) তৎ মৃষা (মৃষৈব অতঃ যতঃ) সুখং ন (নাস্তি) দুঃখং (নাস্তি ততঃ) কস্মাৎ (কেন-হেতুনা) ক্রুধ্যেত (ক্রোধং কুর্য্যাৎ) ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ। যদি আত্মাই সুখদুঃখের হেতু হয়, তাহা হইলে সে-পক্ষে অন্য হইতে কিছুই হয় না, অর্থাৎ অন্যের প্রতি ক্রুদ্ধ হওয়া যায় না, যেহেতু উহা আত্মার স্বভাব) আত্মা ব্যতীত অন্য কোন পদার্থ নাই। যদি আত্মাভিন্ন অন্য কোন পদার্থের প্রতীতি হয়, তাহা হইলেও উহা মিথ্যা বলিয়া সুখ ও দুঃখ না থাকায় ক্রোধের কোন হেতু নাই ॥ ৫২ ॥

বিশ্বনাথ। আত্মা জীবাত্মৈবেতি নহীষ্টকালোষ্ট্রাদিকং কেনচিদ্দুঃখয়িতুং শক্যং ততো জীবাত্মনশ্চেতনত্বমেব দুঃখানুভবহেতুরিতি চেত্তর্হি কিমন্যত ইতি। অন্যঃ কথং দূষণীয় ইত্যর্থঃ। তত্র আত্মনি নিজস্বভাবশ্চৈতন্যমেব সুখদুঃখহেতুরিত্যর্থঃ। নহি তচ্চৈতন্যমাত্মনঃ সকাশাদন্যৎ। যদি চ ততোঽন্যদেব তদিতি মতং তর্হি তন্মতং মৃষা মিথ্যৈবাজ্ঞানকল্পিতমিত্যর্থঃ। তথা সত্যাত্মনো লোষ্ট্রাদীনামিব ন সুখং ন চ দুঃখং স্যাদিত্যতঃ কস্মাদ্ধেতোঃ ক্রুধ্যেত ॥ ৫২ ॥

বঙ্গানুবাদ। আত্মা জীবাত্মা। ইষ্টক লোষ্ট্রাদিকে কেহ দুঃখ দিতে পারে না। অতএব যদি জীবাত্মার চেতনত্বই দুঃখানুভবের হেতু হয়, তাহা হইলে অন্যের নিকট হইতে কি ? অন্যকে কিরূপে দোষ দেওয়া যাইবে ? এই অর্থ। তত্র সেই আত্মাতে নিজস্বভাব চৈতন্যই সুখ দুঃখের হেতু, এই অর্থ। সেই চৈতন্য আত্মা হইতে অন্য নহে। আর

যদি তাহা উহা হইতে অন্যই, এই মত হয়, তাহা হইলে ঐ মত মৃদা মিথ্যা অজ্ঞান-কল্পিত, এই অর্থ। তাহা হইলে লোষ্ট্রাদির ন্যায় আত্মার সুখও না দুঃখও হইতে পারে না। অতএব কিহেতু ক্রোধ করা যাইতে পারে ? ॥৫২॥

অনুদর্শিনী। কেহ যদি বলেন, ইষ্টক লোষ্ট্রাদি অচেতন পদার্থের অনুভূতি নাই, কেহ তাহাকে দুঃখ দিতে পারে না। কিন্তু আত্মা চেতন সুতরাং সেই চেতনত্বই দুঃখানুভবের কারণ। কিন্তু ইহা অসম্ভব। এই বাক্য স্বীকার করিয়া লইলেও দুঃখের জন্য অন্যের উপর দোষারোপ করা যায় না। কারণ ধর্ম্মীস্বরূপ আত্মা হইতে যে দুঃখরূপ ধর্ম্মের উদয় হয়, তাহা কখনও আত্মতত্ত্বাতিরিক্ত ভিন্নতত্ত্ব নহে। উভয়ে সমানগুণবিশিষ্ট হইতে হইবে। তখন সমজাতিতে অনুকূলভাব ব্যতীত প্রতিকূলভাবে পরস্পর ধর্ম্মধর্ম্মীর প্রতীতি কখনই হইতে পারে না। আর যদি বলা যায় যে, কারণরূপ আত্মা হইতে দুঃখরূপ কার্য্যের উৎপত্তি হইতেছে বটে, কিন্তু উহা আত্মা হইতে অন্যই। ঐ মত অজ্ঞান-কল্পিত। জড়ের সুখদুঃখের অনুভূতি নাই, চেতন আত্মাও সুখদুঃখাতীত। অতএব দুঃখের অভাবহেতু ক্রোধের কারণ থাকিতে পারে না, কিন্তু তবুও যখন দুঃখের অনুভব হইতেছে তখন উহার কারণ আত্মা নহে, লিঙ্গ বা মনই। সেই লিঙ্গাধ্যাসেই জীবের দুঃখ। অতএব মন ব্যতীত আর কেহই দুঃখের কারণ নাই জানিয়া দুঃখ সহই করিতে হইবে।

জীবস্য সুখরূপস্য ন দুঃখং কচিদিষ্যতে।
অতো মনোভিমানেন দুঃখী ভবতি নান্যথা ॥ ভারতে

অর্থাৎ সুখরূপ জীবাত্মার কখনও দুঃখ নাই। অতএব মনোভিমানে তিনি দুঃখিত অন্য কারণে নহে ॥৫২॥

গ্রহা নিমিত্তং সুখদুঃখয়োশ্চেৎ
কিমাত্মনোহজস্য জনস্য তে বৈ।
গ্রহৈর্গ্রহস্যৈব বদন্তি পীড়াং
ক্রুধ্যেত কস্মৈ পুরুষস্ততোহন্যঃ ॥৩৫॥

অন্বয়। চেৎ (যদি) গ্রহাঃ (আদিত্যাদয়ঃ) সুখদুঃখয়োঃ (হেতুর্ভবেয়ুস্তদা) অজস্য (জন্মরহিতস্য) আত্মনঃ কিং ? তে (গ্রহাঃ) বৈ (নূনং) জনস্য (জনো দেহস্তস্যৈব জন্মলগ্নাপেক্ষয়া দ্বাদশাষ্টমাদিরাশিস্থাঃ গ্রহাঃ তে সুখদুঃখয়োর্নিমিত্তং ভবন্তি) গ্রহৈঃ (অন্তরীক্ষস্থৈর্গ্রহৈস্তত্রস্থস্য) গ্রহস্য এব (পাদার্দ্ধাদিদৃষ্ট্যাদিভেদৈঃ) পীড়াং বদন্তি (দৈবজ্ঞাঃ, নতু গৃহকোণাদিষু স্থিতস্য তদ্দৃষ্ট্যগোচরস্য পুরুষস্য ইত্যর্থঃ) ততঃ (গ্রহাদ্দেহাচ্চ) অন্যঃ (ভিন্নঃ) পুরুষঃ কস্মৈ ক্রুধ্যেত ? ॥৫৩॥

অনুবাদ। যদি আদিত্যাদি গ্রহগণই সুখদুঃখের কারণ হয়, তাহা হইলেও জন্মরহিত আত্মার তাহাতে নিমিত্ততা নাই। যেহেতু গ্রহগণ দেহেরই সুখদুঃখের কারণ হয় এবং দৈবজ্ঞগণও আকাশস্থ গ্রহকর্তৃক শরীরস্থ গ্রহেরই পীড়া বলিয়া থাকেন। অতএব দেহ ও গ্রহ হইতে ভিন্ন আত্মা কিজন্য কাহার প্রতি ক্রোধ করিবেন ? ॥৫৩॥

বিশ্বনাথ। গ্রহপক্ষেহপ্যজস্যাজন্মনঃ আত্মনঃ কিং যতো জন্যতে ইতি জনো দেহস্তস্যৈব তে জন্মলগ্নাপেক্ষয়া দ্বাদশাষ্টমাদিরাশিস্থাঃ দুঃখনিমিত্তং ভবন্তি কিঞ্চান্তরীক্ষস্থিতৈর্গ্রহৈস্তত্রস্থস্য গ্রহস্যৈব পাদার্দ্ধদৃষ্ট্যাদিভেদৈঃ পীড়াং বদন্তি জ্যোতির্ব্বিদঃ। ন তু গৃহকোণাদিস্থিতস্য তদ্দৃষ্ট্যগোচরস্য পুরুষস্যাগ্রতো গ্রহগতৈব পীড়া তল্লগ্নোৎপন্নে দেহে ভবতীতি পুরুষস্ত্বাত্মা তু ততো দেহাদন্যঃ ॥৫৩॥

বঙ্গানুবাদ। গ্রহপক্ষেও অজ জন্মরহিত আত্মার কি ? যেহেতু জন্মান হয়, এই জন্য জন অর্থাৎ দেহ, তাহারই গ্রহগণ জন্মলগ্ন অপেক্ষায় দ্বাদশ অষ্টমাদি রাশিস্থ হইয়া দুঃখের নিমিত্ত হয়। আর অন্তরীক্ষস্থিত গ্রহগণকর্তৃক তত্রস্থ গ্রহের পাদার্দ্ধদৃষ্টি প্রভৃতিভেদে পীড়াদান জ্যোতির্ব্বিদগণ বলেন। কিন্তু গৃহকোণাদিস্থিত তদ্দৃষ্টির অগোচর পুরুষের অগ্রে গ্রহগতা পীড়া তাহার লগ্নে উৎপন্ন দেহে হয় না। অতএব দেহ হইতে অন্য পুরুষ আত্মা কাহার প্রতি ক্রোধ করিবে ? ॥৫৩॥

অনুদর্শিনী। গ্রহগণকেও সুখদুঃখের কারণ বলা যায় না। কারণ গ্রহগণ উৎপত্তিমৎ দেহের সুখদুঃখের নিমিত্ত হইয়া থাকেন। অন্তরীক্ষস্থ গ্রহকর্তৃক দৃষ্টিভেদে দেহস্থ গ্রহের পীড়া হয় এবং সেই গ্রহের লগ্নে উৎপন্ন যে দেহ তাহাতে সেই গ্রহের অভিমানপ্রযুক্ত গ্রহগত-পীড়া

সেই দেহে উৎপন্ন হয়। আবার গ্রহলগ্নে উৎপন্ন দেহেও গ্রহের দৃষ্টির অগোচর দেহে গ্রহগত-পীড়া হয় না। অতএব সেই গ্রহও দেহ হইতে অন্য পুরুষ—আত্মা দুঃখের জন্য কাহারও প্রতি ক্রোধ করিতে পারেন না। কেবল মনে অধ্যাস হেতু দুঃখের অনুভব হয় জানিয়া দুঃখ সহ্যই করিতে হইবে ॥৫৩॥

কর্ম্মাস্তু হেতুঃ সুখদুঃখয়োশ্চেৎ।
কিমাত্মনস্তদ্ধি জড়াজড়ত্বে।
দেহস্ত্বচিৎ পুরুষোঽয়ং সুপর্ণঃ
ক্রুধ্যেত কস্মৈ নহি কর্ম্মমূলম্॥ ৫৪

অন্বয়। কর্ম্ম (এব) সুখদুঃখয়োঃ হেতুঃ চেৎ (যদি কথ্যতে তদা) অস্তু (তেন) আত্মনঃ কিং? হি (যস্মাৎ) তৎ (কর্ম্ম) জড়াজড়ত্বে (একস্য জড়াজড়ত্বে সতি স্যাৎ জড়ত্বাদ্বিকারিত্বোপপত্তেঃ অজড়ত্বাচ্চ হিতানুসন্ধানতঃ প্রবৃত্তি সম্ভবাৎ) তু (কিন্তু) দেহঃ অচিৎ (জড়ঃ, অতস্তস্য প্রবৃত্তির্ন সম্ভবতি) অয়ং পুরুষঃ (তু) সুপর্ণঃ (শুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপঃ অতঃ) মূলং (সুখদুঃখয়োর্মূলভূতং) কর্ম্ম (এব) ন হি (নাস্তি ততঃ) কস্মৈ ক্রুধ্যেত?॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ। কর্ম্মই যদি সুখদুঃখের কারণ হয়, তাহা হইলেও তাহাতে আত্মার কি? যেহেতু যে পদার্থ জড়ত্ব ও অজড়ত্ব এই উভয় ধর্ম্মবিশিষ্ট তাহার পক্ষেই কর্ম্ম সম্ভবপর হয়, পরন্তু দেহ জড় ও আত্মা শুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ এবং চৈতন্যধর্ম্মযুক্ত। অতএব দেহ ও আত্মার পক্ষে সুখদুঃখপ্রদ কর্ম্মের সম্ভাবনা নাই। সুতরাং কাহার প্রতি কুপিত হইবেন ॥ ৫৪ ॥

বিশ্বনাথ। কর্ম্ম হেতুশ্চেদস্ত ইত্যভ্যুপগমঃ কর্ম্মৈব ন সম্ভবেৎ কুতস্তদ্ধেতুত্বমিত্যাহ,— তৎ কর্ম্ম হি যস্মাদেকস্য জড়ত্বে সতি সম্ভবেৎ জড়ত্বাদ্বিকারিত্বোপপত্তের-জড়ত্বাদ্ধিতানুসন্ধানতঃ প্রবৃত্তিসম্ভবাৎ। অচিজ্জড়ো দেহঃ পুরুষস্তু সুপর্ণঃ শুদ্ধচৈতন্যরূপঃ। ন চ শুদ্ধচৈতন্যস্য জড়-দেহেন শুদ্ধতেজসস্তমসেব সাহিত্যং স্যাদতঃ কস্মৈ ক্রুধ্যেত। হি যতঃ কর্ম্মৈব নাস্তি যৎ সুখদুঃখয়োর্মূলম্॥ ৫৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। কর্ম্ম যদি হেতু হয়, হউক—এই অভ্যুপগম। কর্ম্মেরই সম্ভাবনা নাই ত' সে হেতু হইবে কিরূপে? তাহাই কর্ম্ম যাহা হইতে একের জড়ত্ব হইলে সম্ভবপর হয়, জড়ত্বহেতু বিকারিত্বের সম্ভাবনা জন্য অজড়ত্বহেতু হিতানুসন্ধান হইতে প্রবৃত্তির সম্ভাবনা হয় বলিয়া। অচিৎ জড়দেহ, কিন্তু পুরুষ সুপর্ণ অর্থাৎ শুদ্ধ-চৈতন্যরূপ, শুদ্ধচৈতন্যের জড়দেহের সহিত শুদ্ধতেজের তমের সহিত মিল হইতে পারে না। অতএব কাহার প্রতি ক্রোধ করা যাইবে। যেহেতু কর্ম্মই নাই, যাহা সুখদুঃখের মূল ॥ ৫৪ ॥

অনুদর্শিনী। মীমাংসকমতে কর্ম্মকে সুখদুঃখের হেতু বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কারণ জড় এবং চেতনের সংসর্গে কর্ম্মের আকৃতি হয়। সুতরাং কেবল জড়ে বা কেবল চেতনে কর্ম্ম নাই। যদি একে জড়ত্ব ও অজড়ত্ব উভয়েরই সমাবেশ হয়, তাহা হইলে জড়ত্বনিবন্ধন বিকারীব অজড়ত্বনিবন্ধন হিতানুসন্ধানপ্রযুক্ত প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, এবং সেই প্রবৃত্তিমূলক কর্ম্মই সুখদুঃখের কারণ হইতে পারে। কিন্তু দেহ জড়, আত্মা শুদ্ধ চৈতন্য। অতএব তেজের সহিত অন্ধকারের যেমন মিল হয় না, সেইরূপ দেহ ও আত্মা পৃথক বস্তু। অতএব শুদ্ধচৈতন্য আত্মার প্রবৃত্তিমূলক কর্ম্মই নাই। অথচ দুঃখের অনুভব হইতেছে। সুতরাং লিঙ্গাধ্যাসই জীবাত্মার দুঃখের কারণ জানিয়া উহা সহ্য করিতে হইবে॥ ৫৪ ॥

কালস্তু হেতুঃ সুখদুঃখয়োশ্চেৎ
কিমাত্মনস্তত্র তদাত্মকোঽসৌ।
নাগ্নেহি তাপো ন হিমস্য তৎ স্যাৎ
ক্রুধ্যেত কস্মৈ ন পরস্য দ্বন্দ্বম্॥ ৫৫ ॥

অন্বয়। চেৎ (যদি) কালঃ তু সুখদুঃখয়োঃ হেতুঃ (স্যাত্তদা) তত্র (তস্মিন্ পক্ষেঽপি) আত্মনঃ কিম্? (যতঃ) অসৌ (আত্মা) তদাত্মকঃ (কালাত্মক এব ব্রহ্মাংশত্বাৎ স্বাংশস্য স্বতঃ পীড়া নাস্তীত্যত্র দৃষ্টান্তঃ) হি (যতঃ) অগ্নেঃ তাপঃ (অগ্নেরেবৈতোস্তদংশস্য জ্বালাদেঃ

তাপো দাহতো নাশঃ) ন (ন ভবতি) হিমস্ত তৎ (শৈত্যং) ন স্যাৎ (তদংশস্য তুষারকণস্য নাশকং ন স্যাদিত্যর্থঃ, কিন্তু বস্তুতঃ) পরস্য (অস্য পুরুষস্য) দ্বন্দ্বং ন (সুখদুঃখাদিকং নাস্তীতি ততঃ) কস্মৈ ক্রুধ্যেত ? ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ। যদি কালকেই সুখদুঃখের হেতু বলা যায়, তাহা হইলেও বা আত্মার কি ? যেহেতু আত্মা কালরূপী ব্রহ্মেরই অংশ বলিয়া অগ্নির উত্তাপ হইতে যেমন তাহার অংশ শিখা প্রভৃতি তপ্ত বা দগ্ধ হয় না, অথবা হিম হইতে তাহার অংশ তুষারকণা প্রভৃতি বিনষ্ট হয় না, কাল হইতেও তেমন তাহার অংশ আত্মারও সুখদুঃখ হইতে পারে না। বস্তুতঃ মায়াতীত জীবাত্মার সুখদুঃখ নাই, সুতরাং কাহার প্রতি ক্রোধ করিবে ? ॥ ৫৫ ॥

বিশ্বনাথ। কালপক্ষেঽপ্যাত্মনঃ কিং যতোঽসৌ জীবাত্মা তদাত্মকঃ। জীবাত্মনো ব্রহ্মাংশত্বাৎ কাল-ব্রহ্মণোশ্চৈক্যাৎ অংশস্যাংশিনঃ সকাশাৎ পীড়া নাস্তীত্যত্র দৃষ্টান্তঃ অগ্নের্হেতোস্তদংশস্য জ্বালাদেস্তাপো নাস্তি হিমস্যাপি তৎ শৈত্যং হিমকণস্য ন স্যাৎ অতঃ কস্মৈ ক্রুধ্যেত। তদেবং পরস্য স্বরূপতো মায়াতীতস্য জীবাত্মনঃ দ্বন্দ্বং সুখ-দুঃখাদিকং নাস্তীতি ষড়েতে হেতবো নিরস্তাঃ ॥ ৫৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। কালপক্ষেও আত্মার কি ? যেহেতু ঐ জীবাত্মা তদাত্মক। জীবাত্মা ব্রহ্মের অংশ বলিয়া এবং কাল ও ব্রহ্ম এক বলিয়া অংশী হইতে অংশের পীড়া নাই। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত—অগ্নিহেতু তাহার অংশ জ্বালাদির তাপ নাই, হিমেরও তাহা বা শৈত্য হিমকণের হইতে পারে না, অতএব কাহার প্রতি ক্রোধ করা যাইতে পারে ? অতএব এইরূপ পর অর্থাৎ স্বরূপতঃ মায়াতীত জীবাত্মার দ্বন্দ্ব অর্থাৎ সুখদুঃখাদি নাই। এই ছয়টী হেতু নিরস্ত হইল ॥ ৫৫ ॥

অনুদর্শিনী। কালকেও সুখদুঃখের কারণ বলা যায় না। নিজে কখন কেহ নিজের অনিষ্ট করে না। যেমন নিজ শৈত্য বা উষ্ণাদি নিজের বা নিজ অংশের পীড়াদায়ক হয় না, সেইরূপ স্বরূপতঃ মায়াতীত ও কালাত্মক জীবাত্মার কালকৃত সুখদুঃখাদি নাই। অথচ যখন দুঃখের অনুভব হইতেছে তখন লিঙ্গাধ্যাসই দুঃখের কারণ জানিয়া দুঃখ অবশ্য সহ্য করিতে হইবে। অতএব জন, দেবতা, আত্মা, গ্রহ, কর্ম্ম এবং কাল এই ছয়টী দুঃখের কারণ নহে—মনই দুঃখের কারণ।

> আত্মনঃ সুখরূপত্বান্ন দুঃখং যুজ্যতে কচিৎ।
> তস্মান্মনোভ্রমেণৈব দুঃখী জীবো ন চান্যথা ॥
> তাৎপর্য্যে।

অর্থাৎ আত্মা সুখরূপ বলিয়া তাহাতে কখনও দুঃখ যোগ হয় না। অতএব মনোভ্রমেই জীব দুঃখী অন্যথা নহে ॥ ৫৫ ॥

> ন কেনচিৎ কাপি কথঞ্চনাস্য
> দ্বন্দ্বোপরাগঃ পরতঃ পরস্য।
> যথাহমঃ সংসৃতিরূপিণঃ স্যা-
> দেবং প্রবুদ্ধো ন বিভেতি ভূতৈঃ ॥ ৫৬ ॥

অন্বয়। (তদেবং ষড়েতে হেতবঃ প্রসিদ্ধা নিরস্তা যদি কশ্চিদন্যস্তরমুদ্ভাবয়েৎ তদপি বস্তুমহিমা্নো ভাবাং ন সম্ভবতীত্যাহ) সংসৃতিরূপিণঃ (সংসৃতিমবিদ্যমানামেব নিরূপয়তি প্রকাশয়তীতি তথা তস্য) অহমঃ (অহঙ্কারস্য) যথা (দ্বন্দ্বসম্বন্ধঃ স্যাৎ তথা) অস্য পরতঃ (প্রকৃতেঃ) পরস্য (আত্মনঃ) ক অপি (কুত্রাপি) কেনচিৎ (সহ) কথঞ্চন (কথমপি) দ্বন্দ্বোপরাগঃ (সুখদুঃখাদিসম্বন্ধঃ) ন স্যাৎ এবং প্রবুদ্ধঃ (জানন্ সন্) ভূতৈঃ (কৃত্বা) ন বিভেতি ॥ ৫৬ ॥

অনুবাদ। অবিদ্যমান সংসারসূচক অহঙ্কারের যেরূপ সুখদুঃখাদি সম্বন্ধ হয়, প্রকৃতির অতীত আত্মার কোথায়ও কাহারও সহিত সেরূপ সুখদুঃখাদি সম্বন্ধ নাই, —পুরুষ ইহা অবগত হইলে ভূতগণ হইতে কোনরূপ ভীতি থাকে না ॥ ৫৬ ॥

বিশ্বনাথ। যদি কশ্চিদন্যস্তরমুদ্ভাবয়েত্তদপি বস্তু-মহিম্না ন সম্ভবতীত্যাহ,—নেতি। পরতঃ অন্যস্মাদ্ধেতোঃ যতঃ পরস্য মায়াতীতস্য নন্বু তর্হ্যপবোকস্য দুঃখানুভবস্য কো হেতুস্তত্র পূর্ব্বোক্ত মনোঽধ্যাস এবেত্যাহ, যথাহম ইতি। মনঃপ্রধানে লিঙ্গদেহে যোঽহঙ্কারস্তস্যাদেব নান্যস্যাৎ যথাশব্দ এবার্থে। সংসৃতিং সংসারবন্ধং নিরূ-পয়িতুং শীলং যস্য তস্মাৎ। এবং প্রবুদ্ধো যঃ স ভূতৈঃ

কৃত্যা ন বিভেতি। জীবাত্মা হি স্বরূপতঃ শুদ্ধ এব। ন তস্য কালকর্ম্মাদয়ো দুঃখহেতবঃ। কিন্ত্ববিদ্যয়া দেহেঽহঙ্কারাৎ দেহস্য অধ্যাস এব, স চ দেহো মনঃপ্রধানত্বাৎ মন এবেতি তদেব দুঃখহেতুর্ম্মিতি প্রকরণার্থঃ দেহাধ্যাসে সতি তু জীবাত্মনঃ শুদ্ধত্বেঽপগতে অধ্যাসানুগাঃ ষড়পি হেতবো যথাযোগমুদ্ভবন্তীতি নির্গলিতার্থঃ ॥ ৫৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। যদি কেহ অন্য হেতু উদ্ভাবন করিতে পারেন, তাহাও বস্তুমহিমারহেতু সম্ভব নহে, তাই বলিতেছেন। পরতঃ অর্থাৎ অন্য কোনও হেতু, যাহার জন্য পর অর্থাৎ মায়াতীত (জীবাত্মার দ্বন্দ্বোপরাগ অর্থাৎ সুখদুঃখাদি সম্বন্ধ হইতে পারে না)। আচ্ছা, তাহা হইলে অপরোক্ষ দুঃখানুভবের কি হেতু? সেস্থলে পূর্ব্বোক্ত মনোধ্যাসই হেতু, তাই বলিতেছেন। যথাহম ইত্যাদি। মন প্রধান লিঙ্গদেহে যে অহঙ্কার অহম তাহা হইতেই, অন্য হইতে নয় (যথাশব্দ নিশ্চয়ার্থে)। সংসৃতিরূপী যাহার সংসারবন্ধ নিরূপণ করা শীল তাহা হইতে। এইরূপে প্রবুদ্ধ যিনি তিনি ভূতগণহেতু করিয়া ভয়প্রাপ্ত হ'ন না। জীবাত্মা স্বরূপতঃ শুদ্ধ, কালকর্ম্মাদি তাহার দুঃখহেতু নয়। কিন্তু অবিদ্যাজন্য দেহে অহঙ্কার-হেতু দেহের অধ্যাস। সেই দেহ মনঃ-প্রধান বলিয়া মনই। অতএব তাহাই দুঃখহেতু—এই প্রকরণার্থ। কিন্তু দেহাধ্যাস হইলে জীবাত্মার শুদ্ধত্ব অপগত। তাহাতে অধ্যাসের অনুগত ছয়টী হেতুও যথাযোগ উদ্ভূত হয়, ইহাই নির্গলিতার্থ ॥ ৫৬ ॥

অনুদর্শিনী। অধ্যাস বা আরোপ—এক বস্তুতে অন্যবস্তু জ্ঞান। জীবাত্মা স্বরূপতঃ শুদ্ধ এবং মায়াতীত, তাহার সুখদুঃখ কিছুই নাই। অহঙ্কার সম্বন্ধাধীন অবিদ্যাকৃত দেহে 'আমি' বুদ্ধিতে তাহার সুখদুঃখের সম্বন্ধ ঘটিয়া থাকে। সেই দেহ মন-প্রধান বলিয়া মনই জীবের সুখদুঃখের কারণ ইহা নিশ্চিতরূপে জানিতে পারিলে ভূতগণ নিমিত্তক সুখদুঃখ-ভীতি থাকে না। দেহাধ্যাসে জীব অশুদ্ধ বা বদ্ধ। সেই অবস্থায় অধ্যাসানুগত মনে গ্রহাদি হইতে সুখদুঃখের উদয় হয়। পূর্ব্বে ১১।১৩।৪২ শ্লোকের অনুদর্শিনী দ্রষ্টব্য।

মনই জীবাত্মাকে সংসারদুঃখ দান করে—

> দুঃখং সুখং ব্যতিরিক্তঞ্চ তীব্রং
> কালোপপন্নং ফলমাব্যনক্তি।
> আলিঙ্গ্য মায়ারচিতান্তরাত্মা
> স্বদেহিনং সংসৃতিচক্রকূটঃ ॥ ভাঃ ৫।১১।৬

মায়ারচিত মন দেহী জীবকে আলিঙ্গন করিয়া সংসার-চক্রে নিষ্পেষিত করে এবং সুখদুঃখ, মোহ ও পাপপুণ্যাদি কর্ম্মের কালোচিত দুর্নিবার ফলসমূহকে সর্ব্বতোভাবে সৃষ্টি করিয়া থাকে।

আচ্ছা জড় মন কি প্রকারে সৃষ্টি করে? তদুত্তরে বলিতেছেন। স্বদেহীকে অর্থাৎ জীবাত্মাকে আলিঙ্গন করিয়া। আলিঙ্গনের মায়ারচিত অন্তরাত্মা জীবের উপাধি। উপাধিত্ব বলিতেছেন—যেরূপ গ্রামকূটক—(অর্থাৎ গ্রামের কপট ব্যক্তি যেমন তত্রস্থ সরল ব্যক্তিকে ছলনা করিয়া বিপজ্জালে আবদ্ধ করে, তদ্রূপ মনও ভোগ-বুদ্ধিদ্বারা আত্মাকে ভোক্তা সাজাইয়া সংসারচক্রে ভ্রমণ করায়)।—শ্রীবিশ্বনাথ ॥ ৫৬ ॥

> এতাং স আস্থায় পরাত্মনিষ্ঠা-
> মধ্যাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্ম্মহর্ষিভিঃ।
> অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং
> তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রিনিষেবয়ৈব ॥৫৭॥

অন্বয়। সঃ অহং পূর্ব্বতমৈঃ (প্রাচীনৈঃ) মহর্ষিভিঃ অধ্যাসিতাং (সেবিতাম্) এতাং পরাত্মনিষ্ঠাং (পরমাত্মজ্ঞানম্) আস্থায় (অঙ্গীকৃত্য) মুকুন্দাঙ্ঘ্রি-নিষেবয়া এব (মুং মুক্তিসুখং কুৎসিতং যস্মাৎ স মুকুঃ প্রেমানন্দং তং দদাতি মুকুন্দঃ শ্রীকৃষ্ণঃ তস্য অঙ্ঘ্রি-নিষেবয়া পাদপদ্মসেবনেন এব) দুরন্তপারং (সংসারাখ্যং) তমঃ তরিষ্যামি ॥৫৭॥

অনুবাদ। অতএব আমি প্রাচীন মহর্ষিগণের সেবিত এই পরমাত্মজ্ঞান অবলম্বন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবা-দ্বারাই দুরন্তপার তমঃস্বরূপ সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইব ॥৫৭॥

বিশ্বনাথ। ততশ্চ তস্য বিঘ্নস্থগিতা প্রাগ্‌ভবী যা শুদ্ধা মদ্ভক্তির্মনসি প্রাদুর্ভূতা। প্রাদুর্ভূতায়াঞ্চ তস্যাং স্বস্য সন্ন্যাসং দ্বন্দ্বসহনোপায়মুক্তলক্ষণমেতাবন্তং বিচারং চাবধীরয়ন্মচ্চরণনিষেবয়ামৃতসিন্ধুনিমগ্ন উচ্চৈর্নৃত্যন্ সহর্ষাটোপমাহ,—এতামিতি সোঽহমিত্যন্বয়। পরমাত্মনিষ্ঠাং দেহদৈহিকাভিমানেভ্যঃ পরঃ শুদ্ধো য আত্মা জীবস্তস্য নিষ্ঠাং বিচারিতলক্ষণং স্বরূপং কেবলমাস্থায়েতি পরমাত্মনিষ্ঠায়ামেতস্যাং মম আ ঈষৎ স্থিতিমাত্রমেব তমঃ সংসারস্ত সেবয়ৈব তরিষ্যামি ন স্বগুণেত্যর্থঃ এবকারাল্লভ্যতে, নমু তর্হি পরমাত্মনিষ্ঠায়াং স্থিতিমাত্রমপি কিং করোষি তত্রাহ,—পূর্ব্বতমৈঃ প্রাচীনৈরধ্যাসিতামিতি ॥৫৭॥

বঙ্গানুবাদ। তাহার পর তাঁহার বিঘ্নস্থগিতা প্রাগ্‌ভূতা যে শুদ্ধা আমার ভক্তি মনে প্রাদুর্ভূতা, ও তাহা প্রাদুর্ভূত হইলে নিজের সন্ন্যাসই দ্বন্দ্বসহনোপায় উক্ত লক্ষণ এতাবৎ বিচারে মনোযোগ না দিয়া আমার চরণসেবারূপ অমৃতসিন্ধুতে নিমগ্ন হইয়া উচ্চ নৃত্য করিতে করিতে হর্ষাটোপসহ বলিতেছেন—এতাম্ ইত্যাদি। সেই আমি—এই অন্বয়। পরমাত্মনিষ্ঠা—দেহদৈহিক অভিমান হইতে পর শুদ্ধ যে আত্মা জীব তাহার নিষ্ঠা অর্থাৎ বিচারিত-লক্ষণ স্বরূপ কেবল আস্থান (অবলম্বন) করিয়া অর্থাৎ এই পরমাত্ম-নিষ্ঠায় আমার আ ঈষৎ স্থিতিমাত্র হইলেই তমঃ অর্থাৎ সংসার সেবাদ্বারাই তরিব, অন্যথা নহে, এই অর্থ 'এব' কার হইতে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। আচ্ছা, তাহা হইলে পরাত্মনিষ্ঠায় স্থিতিমাত্র কি কর, তাই বলিতেছেন—প্রাচীন মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক অধ্যাসিত বা সেবিত ॥৫৭॥

অনুদর্শিনী। শ্রীভগবানের কৃপায় পূর্ব্বজন্মের ভগবদ্ভক্তি পরজন্মে প্রাদুর্ভূত হয়—

> যন্মায়য়োরুগুণকর্ম্ম নিবন্ধনেঽস্মিন্
> সাংসারিকে পথি চরং তদভিশ্রমেণ।
> নষ্টস্মৃতিঃ পুনরয়ং প্রবৃণীত লোকং
> যুক্ত্যা কয়া মহদনুগ্রহমন্তরেণ॥ ভাঃ ৩।৩১।১৫

গর্ভস্থ কোন ভক্তিমান্ জীব শ্রীভগবানের স্তবপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

যাঁহার মায়াদ্বারা জীব জ্ঞানশূন্য হইয়া ও পূর্ব্বস্মৃতি হারাইয়া বিস্তৃত গুণকর্ম্মনিমিত্ত এই সংসারপথে শ্রান্ত হইয়া ভ্রমণ করিতেছে, সেই পরমেশ্বরের কৃপা ব্যতীত অন্য কোন প্রকারে জীব পুনর্ব্বার স্ব স্বরূপ প্রাপ্ত হইতে পারে না।

যদি প্রশ্ন হয়, এতাদৃশী ভক্তি তুমি কি প্রকারে পাইয়াছ? তদুত্তরে বলিতেছেন—ভক্তিপ্রাপ্তির কারণ মহতের অনুগ্রহই। আমার মত লোক মহদনুগ্রহ ব্যতীত কোন্ যুক্তিতে ভগবদ্ধাম বরণ করে? কিন্তু কোন যুক্তিতে নহে। পূর্ব্বজন্মে কোন কৃষ্ণভক্ত গুরুর প্রসাদ-প্রাদুর্ভূতই আমার এই কৃষ্ণ ভজন।—শ্রীল বিশ্বনাথ।

ব্রাহ্মণও পূর্ব্বজন্মে কোন কৃষ্ণভক্ত গুরুর প্রসাদে কৃষ্ণভজন করিয়াছিলেন। কোন কারণে সেই ভজনে বাধা উপস্থিত হইয়াছিল। শ্রীভগবানের কৃপায় আজ সেই ভজনবিঘ্ন স্থগিত হওয়ায় হৃদয়ে অবস্থিত প্রাগ্‌ভূতা শুদ্ধাভক্তির পুনঃ উদয় হইল। তিনি সুখ-দুঃখ-সহনোপায় গীতির কীর্ত্তন হইতে বিরত হইয়া দেহ-দৈহিক-অভিমান-বিরহিত জীবাত্মার প্রকৃত স্বভাব অবলম্বনপূর্ব্বক পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহর্ষিগণ-সেবিত মুকুন্দ ভগবানের সেবায় মনোনিবেশ করিলেন। তিনি বিচার করিলেন যে, কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণ সেবাদ্বারাই সংসার উত্তীর্ণ হওয়া যায়, সন্ন্যাস-গ্রহণ বা অন্য কোন উপায়ে সংসার পার হওয়া যায় না।

ভগবান্ শ্রীমুকুন্দ ও তৎসেবনের বৈশিষ্ট্য—

"অথাপি যৎপাদনখাবসৃষ্টং, জগদ্বিরিঞ্চোপহৃতার্হণাম্ভঃ। সেশং পুণাত্যন্যতমো মুকুন্দাৎ, কো নাম লোকে ভগবৎ পদার্থঃ॥ ভাঃ ১।১৮।২১। শ্রীসূত কহিলেন—অপর যাঁহার পদনখ হইতে নিঃসৃত জলকে অর্ঘ্যোদক করিয়া ব্রহ্মা মহাদেবকে উপহার প্রদান করিয়াছিলেন, সেই জল ঈশ সহিত এই জগৎকে পবিত্র করিতেছেন, অতএব, মুকুন্দ ভিন্ন ভগবৎ পদের বাচ্য অন্য কি কেহ হইতে পারে? অর্থাৎ তিনিই এক সর্ব্বেশ্বর।

তিনিই সর্ব্বেশ্বর—এই অর্থ। জগতে সর্ব্বোৎকৃষ্টা লক্ষ্মী, ব্রহ্মা, শিব প্রভৃতি তাঁহার পাদপদ্ম সেবা করিয়া তাঁহার মহান্ উৎকর্ষ সূচনা করিতেছেন—ইহাই বাক্যার্থ" —শ্রীল বিশ্বনাথ॥

'ন বৈ জনো জাতু কথঞ্চনাব্রজেন্মুকুন্দসেব্যন্যবদঙ্গ সংসৃতিম্। স্মরন্মুকুন্দাঙ্ঘ্র্যুপগূহনং পুনর্বিহাতুমিচ্ছেন্ন রসগ্রহো জনঃ॥" —ভাঃ ১।৫।১৯। অর্থাৎ মুকুন্দসেবী জন সাধনভ্রষ্ট হইয়া কুযোনিগত হইলেও কর্ম্মির ন্যায় কদাপি সংসার প্রাপ্ত হন না, কারণ রসগ্রহ হওয়ায় মুকুন্দচরণারবিন্দের আলিঙ্গন স্মরণ করতঃ তাহা আর পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন না।

'মুকুন্দসেবী কদাচিৎও দুরভিনিবেশাদিবশে কর্ম্মিজনাদির ন্যায় কর্ম্মফলভোগময়ী সংসৃতি প্রাপ্ত হন না। সংসারদশা পাইলেও পূর্ব্ব অভ্যাসবশেই মুকুন্দপাদপদ্মের আলিঙ্গন স্মরণ করিয়া পুনঃ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন না। এক, দুই, তিনবার স্বেচ্ছায় দুরভিনিবেশ বশতঃ ভজন ত্যাগ করিয়াও কিছু সময় পরে নিজের পূর্ব্বাপর দশা এবং মুকুন্দের স্মরণসুখ ও অস্মরণ দুঃখ স্মরণ করিয়া অনুতাপ করেন—হায়! হায়! আমি দুর্বুদ্ধিবিশিষ্ট, কি করিব। আচ্ছা, যাহা হইবার হউক, অতঃপর কিন্তু প্রভুর ভজন ছাড়িব না, পুনরায় ভজনই আরম্ভ করিব। 'রসগ্রহ —যাহার রসে আগ্রহ (সেই ভক্ত), অথবা রসই গ্রহের ন্যায় যাহাকে ত্যাগ করে না। এই অর্থ। ভজনই নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তির শেষে সাক্ষাৎ রস হয়। অতএব ভজনের প্রথম আরম্ভ দিনেই রসাংশত্ব প্রচ্ছন্নভাবেই থাকে। যেমন কথিত হইয়াছে—'ভজন করিতে করিতে ভক্তি, পরমেশ্বরানুভব ও সংসারবিরক্তি তিনই এককালে সম্পন্ন হয়'—ভাঃ ১১।২।৪২। এবং স্বাদ বিশেষ সেই রস ভক্তের দুস্ত্যজ এবং রসের পক্ষেও সেই ভক্ত দুস্ত্যজ। তারপর অবিচ্ছেদ ভজনের উৎপত্তিতে অচিরাৎই ভজনীয় মুকুন্দের প্রাপ্তি হয়, এ বিষয়ে সন্দেহ কি?'— —শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—এই শ্লোকে 'অন্যবৎ' শব্দের অর্থ কর্ম্মি প্রভৃতির ন্যায়; 'সংসৃতি' শব্দের অর্থ—পুণ্যপাপফলভোগময় সংসার প্রাপ্ত হন না, তবে তাঁহারা ভগবদ্দত্ত সুখদুঃখময় সংসারই প্রাপ্ত হন। তাঁহাদের মধ্যে যে পর্য্যন্ত নামাপরাধের ক্ষয় না হয়, সেই পর্য্যন্ত অবিনষ্ট পাপসমূহ অভুক্তাবস্থায় বর্ত্তমান থাকে, ভক্তির বৃদ্ধির ক্রমে, ভক্তির অভ্যাস ফলে নামাপরাধ-ক্ষয় হইলে সত্তই সমূলে পাপক্ষয়হেতু তাঁহারা ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হন। —শ্রীল বিশ্বনাথ (ভাঃ ৬।২।৯-১০)। অতএব মুকুন্দ পাদপদ্মভজনকারী জন্মান্তরেও স্বপ্রভুর সেবা প্রাপ্ত হন।

প্রাচীন মহর্ষিগণ সেবিত—শ্রীনারদ-ভীষ্ম সেবিত। ভীষ্ম প্রভৃতি বলিলেন—

(১) শ্রীনারদ—'মুকুন্দসেবয়া যদ্বৎ তথাত্মাদ্ধা ন শাম্যতি'।—ভাঃ ১।৬।৩৬

শ্রীব্যাসদেবকে বলিলেন—মুকুন্দ সেবাদ্বারা যেরূপ আত্মার সাক্ষাৎ শান্তিলাভ হয় তদ্রূপ অন্য উপায়ে হয় না।

(২) শ্রীভীষ্ম—'স ভবতু মে ভগবান্ গতির্মুকুন্দঃ।' ভাঃ ১।৯।৩৮, সেই (এই কৃষ্ণ) মুকুন্দ ভগবান্ আমার গতি হউন।

(৩) শ্রীঅম্বরীষ—'মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ'—ভাঃ ৯।৪।১৯ অর্থাৎ লোচনদ্বয়কে মুকুন্দ ভগবানের বিগ্রহ ও মন্দিরাদি-দর্শনে সতত নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

(৪) শ্রীউদ্ধব—'আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং, বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্। যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা, ভেজুর্মুকুন্দপদবীম্ শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্॥"—১০।৪৭।৬১—যাঁহারা দুস্ত্যজ পতিপুত্রাদি আত্মীয়জন এবং লোকমার্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রুতিসমূহের অন্বেষণীয় মুকুন্দ-পদবীর অনুসন্ধান করিয়াছেন, অহো, আমি বৃন্দাবনে সেই গোপীগণের চরণরেণুভাক্ গুল্মলতাদির মধ্যে কোন একটি স্বরূপে জন্ম লাভ করিব।

শ্রীরুক্মিণী দেবী—'সা চানুধ্যায়তী সম্যঙ্মুকুন্দচরণাম্বুজম্'। (ভাঃ ১০।৫৩।৪০)—তৎকালে রুক্মিণী মৌনভাবে হৃদয়ে নিরন্তর মুকুন্দপাদপদ্ম চিন্তা করিতে করিতে ··

শ্রীগোপীগণ—'মুকুন্দসঙ্গান্নিমিষার্দ্ধদুস্ত্যজাদ্দৈবেন বিধ্বংসিতদীনচেতসাম্॥'—ভাঃ ১০।৩৯।২৮। অর্থাৎ মুকুন্দসঙ্গ আমাদের ক্ষণার্দ্ধকালও দুস্ত্যজ্য, দৈব আমাদের

ভিক্ষুকে উহা হইতে বিযোজিত করিয়া নিতান্তই দীন-ভাবাপন্ন করিয়াছেন।

অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু জীবোদ্ধার করে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া অবন্তী-নগরের এই ভিক্ষুকের প্রশংসামুখে বলিয়াছেন—

"প্রভু কহে,— সাধু এই ভিক্ষুক বচন।
মুকুন্দ সেবনব্রত কৈল নির্দ্ধারণ॥
পরাত্মনিষ্ঠামাত্র বেষধারণ।
মুকুন্দসেবায় হয় সংসার তারণ॥"

চৈঃ চঃ মঃ ৩ পঃ

এবং 'দণ্ডবৎ করি প্রভু যুড়ি দুই হাত।
ঊর্দ্ধমুখে স্তুতি করে দেখি জগন্নাথ॥
জয়তি জয়তি দেব দেবকীনন্দনোঽসৌ,
জয়তি জয়তি কৃষ্ণ বৃষ্ণিবংশ প্রদীপঃ।
জয়তি জয়তি মেঘশ্যামলঃ কোমলাঙ্গো
জয়তি জয়তি পৃথ্বীভার নাশো মুকুন্দঃ।

শ্রীকুলশেখরকৃত মুকুন্দমালা স্তোত্র।

চৈঃ চঃ মঃ ১৩ পঃ

বিশেষ দ্রষ্টব্য—(১) পূর্ব্বে ভাঃ ১১।১২।৬১ শ্লোকে উদ্ধব বলিয়াছেন যে—'হে প্রভো, তদ্ধর্ম্মনিরত আপনার চরণাশ্রিত ভক্তগণ ব্যতীত অন্যের পক্ষে দুর্জ্জন কর্ত্তৃক তিরস্কারাদি অসহনীয়'। 'ভক্তবাক্য সত্যকারী'-ভগবানও উদ্ধবের সেই বাক্য প্রমাণের জন্য নিজচরণ-সেবাদ্বারা অবন্তী নগরের দ্বিজের অসদ্বৎপীড়ন সহনযোগ্যতা প্রদর্শন করাইলেন

(২) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই মুকুন্দ—'রাজন্ পতিগুরুরলং ভবতা যদূনাং দৈবং প্রিয়ঃ কুলপতিঃ ক চ কিঙ্করো বঃ। অস্ত্বেবমঙ্গ ভজতাং ভগবান্মুকুন্দো, মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্॥—ভাঃ ৫।৬।১৮। শ্রীশুকদেব বলিলেন—হে রাজন্, ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র আপনাদের ও যদুগণের সম্বন্ধে কখনও পতি, গুরু, দেবতা, প্রিয়, বন্ধু, কুলপতি ছিলেন। হে অঙ্গ, অধিক কি বলিব, তিনি কখনওবা তোমাদের কিঙ্করও হইয়াছেন। এতদপেক্ষা আর অধিক কি প্রত্যাশা করিতে পার? তাঁহাকে যাঁহারা নিত্য ভজনা করেন, তাঁহাদিগকে তিনি মুক্তি প্রদান করেন, কিন্তু ভক্তি প্রদান করেন না।

অতএব (মুক্তিং দদাতি) মুক্তিদাতা, (মুঃ মুক্তিসুখং কুঃ কুৎসিতং করোতীতি মুকুঃ প্রেমানন্দস্তং দদাতি) মুক্তিসুখতুচ্ছকারী প্রেমদাতা এবং (ব্রজাঙ্গণা সম্বন্ধে—মুখে কুন্দান্যেব কুন্দতুল্যা বা দন্ত যস্যেতি) যাঁহার মুখে দন্তগুলি কুন্দই সেই মুকুন্দই শ্রীকৃষ্ণ॥৫৭॥

মুকুন্দ ভগবানে অনুরাগের ফল—'যত্রানুরক্তাঃ সহসৈব ধীরা ব্যপোহ্য দেহাদিষু সঙ্গমূঢ়ম্। ব্রজন্তি তৎ পারমহংস্যমন্ত্যং যস্মিন্নহিংসোপরমঃ স্বধর্ম্মঃ॥'— ভাঃ ১।১৮।২২—অর্থাৎ বুদ্ধিমান জনগণ যাঁহাতে অনুরক্ত হইয়া সহসাই দেহাদিতে আসক্তি পরিত্যাগ করতঃ যে আশ্রমে মাৎসর্য্যাদি রহিত ভগবন্নিষ্ঠাই স্বাভাবিক ধর্ম্ম, সকল আশ্রমের চরম সীমারূপ পারমহংস্য সেই আশ্রমকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

শ্রীভগবানুবাচ—

নির্ব্বিদ্য নষ্টদ্রবিণে গতক্লমঃ
প্রব্রজ্য গাং পর্য্যটমান ইত্থম্।
নিরাকৃতোঽসদ্ভিরপি স্বধর্ম্মা-
দকম্পিতোঽমূং মুনিরাহ গাথাম্॥৫৮॥

অন্বয়। শ্রীভগবান্ উবাচ—নষ্টদ্রবিণঃ নির্ব্বিদ্য (বিষয়ভোগাৎবিরজ্য) গতক্লমঃ (খেদরহিতঃ) প্রব্রজ্য ইমাং গাং (পৃথ্বীং) পর্য্যটমানঃ (পর্য্যটন্) অসদ্ভিঃ (দুর্জ্জনৈঃ) ইত্থং (উক্তপ্রকারেণ) নিরাকৃতঃ (নিবারিতঃ) অপি স্বধর্ম্মাৎ অকম্পিতঃ (অবিচলিতঃ সন্) মুনিঃ (মননশীলঃ) অমুং (পূর্ব্বোক্তাং) গাথাম্ আহ॥৫৮॥

অনুবাদ। শ্রীভগবান্ বলিলেন—বিনষ্ট-ধন, গতশ্রম মুনি বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক পৃথিবী পর্য্যটন করিতে করিতে দুর্জ্জনগণ কর্ত্তৃক এইরূপে তিরস্কৃত হইয়াও স্বধর্ম্ম হইতে বিচলিত না হইয়া পূর্ব্বোক্ত গাথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন॥৫৮॥

বিশ্বনাথ। কদর্য্যোপাখ্যানং তদুপাখ্যানোপসংহরণ-প্রয়োজনত্বাহ,—শ্লোকদ্বয়েন নির্ব্বিদ্যেতি॥৫৮॥

বঙ্গানুবাদ। কদর্য্য উপাখ্যান ও সেই উপাখ্যান উত্থাপনের প্রয়োজন দুইটী শ্লোকে বলিতেছেন ॥ ৫৮ ॥

অনুদর্শিনী। যে কথার অস্তিমে জগৎপবিত্রকারী শ্রীহরির মহিমা ব্যক্ত হয়, এবং যাহা শ্রবণে জীবগণের সর্ব্ব-পাপমূল অবিদ্যা পর্য্যন্ত বিধ্বংসিত হইয়া হরিচরণে রতি হয়, সেরূপ কদর্য্য উপাখ্যান সাধুগণেরই শ্রবণীয়, কীর্ত্তনীয় ও আদরনীয়। কিন্তু জাগতিক বিচারে সর্ব্বোত্তম কথায়ও যদি উত্তমঃশ্লোক ভগবানের মহিমা কীর্ত্তিত না হয়, তবে উহা সাধুগণেরই উপেক্ষনীয় কিন্তু কাকতুল্য কামুকগণের অভিলষণীয়। এতৎপ্রসঙ্গে—'ন যদ্বচশ্চিত্রপদং—শৃণ্বস্তু গায়ন্তি গৃণন্তি সাধবঃ ॥'—ভাঃ ১।৫।১০-১১ শ্লোকদ্বয় দ্রষ্টব্য ॥ ৫৮ ॥

সুখদুঃখপ্রদো নান্যঃ পুরুষস্যাত্মবিভ্রমঃ।
মিত্রোদাসীনরিপবঃ সংসারস্তমসঃ কৃতঃ ॥ ৫৯ ॥

অন্বয়। পুরুষস্য (জীবস্য) সুখদুঃখপ্রদঃ অন্যঃ ন (অস্তি) মিত্রোদাসীনরিপবঃ (সর্ব্বেঽপি) সংসারঃ তমসঃ (অজ্ঞানতঃ) আত্মবিভ্রমঃ (আত্মনো মনসো বিভ্রমমাত্রঃ) কৃতঃ (ন তাত্ত্বিক ইত্যর্থঃ) ॥ ৫৯ ॥

অনুবাদ। জীবের সুখদুঃখপ্রদ অন্য কেহ নাই। মিত্র উদাসীন রিপুস্বরূপ সংসার অজ্ঞানকৃত মনোবিভ্রম মাত্র, বস্তুতঃ সত্য নহে ॥ ৫৯ ॥

বিশ্বনাথ। আত্মবিভ্রম ইতি পঞ্চম্যর্থে প্রথমা। আত্মবিভ্রমাদন্যোঽন্যেত্যর্থঃ। অতএব তমসোঽজ্ঞান-স্বরূপাৎ মিত্রাদিরূপঃ সংসারঃ ॥ ৫৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। আত্মবিভ্রম হইতে অন্যোন্য—এই অর্থ। অতএব তমঃ হইতে অর্থাৎ অজ্ঞানস্বরূপহেতু মিত্রাদিরূপ সংসার ॥ ৫৯ ॥

অনুদর্শিনী। আত্মবিভ্রম হইতে অন্যোন্য—সুখ-দুঃখাদিপ্রদ নহে কিন্তু বিভ্রমই। জীবস্বরূপে অজ্ঞান ও দুঃখ নাই। কিন্তু মনোধর্ম্মে সকলই বিদ্যমান। হরি-বিস্মৃতিজন্য জীবের আত্মবিস্মৃতি এবং তজ্জন্য মনে আত্মবুদ্ধি। সংসারে কেহ শত্রু বা মিত্র না থাকিলেও মনের বিচারে শত্রু ও মিত্রের কল্পনা। সেই কল্পনায় শত্রু হইতে দুঃখ এবং মিত্র হইতে সুখের প্রাপ্তি। অতএব মনোধর্ম্মকে অজ্ঞানে আত্মধর্ম্ম জ্ঞান করায় জীবের মিত্রাদি রূপ সংসার।—'আত্মনঃ সুখরূপত্বান্ন দুঃখং যুজ্যতে কচিৎ। তস্মান্মনোভ্রমেণৈব দুঃখী জীবো ন চান্যথা ॥'

তাৎপর্য্যে ॥ ৫৯ ॥

তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা তাত নিগৃহাণ মনো ধিয়া।
ময্যাবেশিতয়া যুক্ত এতাবান্ যোগসংগ্রহঃ ॥৬০॥

অন্বয়। (হে) তাত (হে উদ্ধব,) তস্মাৎ ময়ি আবেশিতয়া (সমাহিতয়া) ধিয়া (বুদ্ধ্যা) যুক্তঃ (সন্) সর্ব্বাত্মনা (সর্ব্বপ্রযত্নেন) মনঃ নিগৃহাণ (সমাহিতং কুরু) এতাবান্ (এব) যোগসংগ্রহঃ (যোগস্য সংগ্রহঃ সংক্ষেপঃ সার ইত্যর্থঃ) ॥ ৬০ ॥

অনুবাদ। হে উদ্ধব, অতএব আমাতে বুদ্ধি সমাহিত করিয়া সর্ব্বতোভাবে মনকে সংযত করিবে। ইহাই যোগসার বলিয়া জানিবে ॥ ৬০ ॥

বিশ্বনাথ। উক্তং দ্বন্দ্বসহনোপায়মুপসংহরতি,—এতাবান্ মনোনিগ্রহ পর্য্যন্ত এবেত্যর্থঃ ॥ ৬০ ॥

বঙ্গানুবাদ। উক্ত দ্বন্দ্বসহন উপায় উপসংহার করিতেছেন। এতাবান্ মনোনিগ্রহ পর্য্যন্তই, এই অর্থ ॥ ৬০ ॥

অনুদর্শিনী। মনোনিগ্রহই যোগের ফল। উহা ভক্তিযোগ ব্যতীত অষ্টাঙ্গযোগাদিতে সম্ভব নহে—

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং নিঃশ্রেয়সোদয়ঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন মনো ময্যর্পিতং স্থিরম্ ॥

ভাঃ ৩।২৫।৪৪।

অর্থ ভাঃ ১১।১৯।১৯ শ্লো দ্রষ্টব্য ॥৬০॥

য এতাং ভিক্ষুণা গীতাং ব্রহ্মনিষ্ঠাং সমাহিতঃ।
ধারয়ন্ শ্রাবয়ন্ শৃণ্বন্ দ্বন্দ্বৈর্নৈবাভিভূয়তে ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারম-হংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং একাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদে ভিক্ষুগীতা নাম ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়। যঃ সমাহিতঃ (সন্) ভিক্ষুণা গীতাম্ এতাং ব্রহ্মনিষ্ঠাং (ব্রহ্মজ্ঞানতত্ত্বং) ধারয়ন্ শ্রাবয়ন্ (বা) শৃণ্বন্ (ভবতি সঃ) দ্বন্দ্বৈঃ (সুখদুঃখাদিভিঃ) ন এব অভিভূয়তে ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে ত্রয়োবিংশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ সমাপ্তঃ।

অনুবাদ। যিনি সমাহিতচিত্তে ভিক্ষুকর্ত্তৃক গীত এই ব্রহ্মনিষ্ঠা ধারণ করিবেন, শ্রবণ করিবেন বা কীর্ত্তন করিবেন, তিনিই সুখদুঃখাদি দ্বারা অভিভূত হইবেন না ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ। মনোনিগ্রহণাশক্তোপ্যেতচ্ছ্রবণাদিনা তৎফলং প্রাপ্নোতীত্যাহ,—য ইতি ॥ ৬১ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
একাদশে ত্রয়োবিংশঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠক্কুরকৃতা শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে ত্রয়োবিংশাধ্যায়স্য সারার্থ-দর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

বঙ্গানুবাদ। মনোনিগ্রহে অশক্ত জনও ইহা শ্রবণাদিদ্বারা তাহার ফল প্রাপ্ত হয়, ইহাই বলিতেছেন ।৬১॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে সাধুজনসম্মতা ভক্তানন্দদায়িনী সারার্থ-দর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

অনুদর্শিনী। ইহা অর্থাৎ ভিক্ষুগীতা শ্রবণাদিপর হইলে তাহার ফল অর্থাৎ যোগ ফল লাভ করেন অর্থাৎ মুকুন্দে ভক্তি লাভ করিয়া মনোনিগ্রহে সমর্থ হন ॥৬১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ের সারার্থানুদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ

অথ তে সম্প্রবক্ষ্যামি সাংখ্যং পূর্ব্বৈর্বিনিশ্চিতম্।
যদ্বিজ্ঞায় পুমান্ সদ্যো জহ্যাদ্বৈকল্পিকং ভ্রমম্ ॥ ১ ॥

অন্বয়। (অদ্বিতীয়াৎ পরমাত্মনো মায়য়া প্রকৃতি-পুরুষদ্বারা সর্ব্বং দ্বৈতং উদেতি পুনস্তত্রৈব লীয়তে ইত্যনুসন্ধানস্য দ্বন্দ্বভ্রমো নিবর্ত্তত ইতি বক্তুং সাংখ্যং প্রস্তৌতি) শ্রীভগবান্ উবাচ (হে উদ্ধব) পূর্ব্বৈঃ (কপিলাদিভিঃ) বিনিশ্চিতং সাংখ্যং অথ (অনন্তর) তে (তুভ্যং) সংপ্রবক্ষ্যামি (বর্ণয়িষ্যামি) পুমান্ যৎ বিজ্ঞায় সদ্য (তৎক্ষণাৎ) বৈকল্পিকং (ভেদনিমিত্তং) ভ্রমং (সুখদুঃখাদিরূপং) জহ্যাৎ (পরিহরেৎ) ॥১॥

অনুবাদ। শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে উদ্ধব, কপিলাদি প্রাচীন ঋষিগণকর্ত্তৃক বিশেষরূপে নিশ্চিত সাংখ্যযোগ এক্ষণে তোমাকে বলিব, যাহা জানিয়া পুরুষ তৎক্ষণাৎ ভেদমূলক সুখদুঃখাদি পরিত্যাগ করেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ।

চতুর্ব্বিংশে তু সৃত্রাত্মহেতবোঽস্য যতোঽভবন্।
পুনস্তদেব বিবিশুরেতৎ সাংখ্যং নিরূপিতম্ ॥

মনঃপ্রধানলিঙ্গদেহেঽহংবুদ্ধিরেবাত্মনো দুঃখকারণমিতি ভিক্ষুগীতাদবগতং সা চানাত্মবুদ্ধিরাত্মানাত্মবিবেকে সতি নিবর্ত্ততে। সা চাত্মানাত্মবিবেকঃ সাংখ্যজ্ঞানমূল ইত্যতঃ সাংখ্যমুপদিশন্নাহ,—অথেতি। বিকল্পো দেহস্তদ্ভবমধ্যাসরূপং ভ্রমং ত্যজেৎ ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ। যাহা হইতে ইহার সৃত্রাদি অহেতুগুলি উদ্ভূত হইয়াছে ও পুনরায় তাহাতেই প্রবেশ করিয়াছে, চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়ে এই সাংখ্য নিরূপিত হইয়াছে।

মনঃপ্রধান লিঙ্গদেহে অহংবুদ্ধিই আত্মার দুঃখকারণ, ইহা ভিক্ষুগীত হইতে অবগত। সেই অনাত্মবুদ্ধি আত্মানাত্মবিবেক হইলে নিবৃত্ত হয়। আবার সেই আত্মানাত্মবিবেক সাংখ্য জ্ঞানমূল। অতএব সাংখ্য উপদেশ করিতে গিয়া

বলিতেছেন—অথ ইত্যাদি। বিকল্পদেহ, তাহার উদ্ভব অধ্যাসরূপ ভ্রম ত্যাগ করিবে ॥ ১ ॥

সারার্থানুদর্শিনী। লিঙ্গদেহে অহংবুদ্ধিই জীবের দুঃখের কারণ। আত্মনাত্মবিবেক দ্বারা অনাত্মবুদ্ধি নিবৃত্ত হয় এবং সেই আত্মনাত্ম-বিবেক সংখ্যজ্ঞানের উপর নির্ভর করে। সুতরাং ভগবান্ উদ্ধবকে প্রকৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া স্থূল ভূতগণ পর্য্যন্ত তত্ত্বসমূহের উদয় ও নিবৃত্তির নিরূপণে সাংখ্যজ্ঞানের উপদেশ দিতেছেন ॥১॥

——

আসীজ্জ্ঞানমথো অর্থ একমেবাবিকল্পিতম্।
যদা বিবেকনিপুণা আদৌ কৃতযুগেঽযুগে ॥ ২ ॥

অন্বয়। অযুগে (যুগেভ্যঃ পূর্ব্বং প্রলয়ে তথা) কৃতযুগে (আদৌ যৎ কৃতযুগং তস্মিন্) যদা বিবেকনিপুণাঃ (জনা ভবন্তি তদাপি) অথো (কৃৎস্নং) জ্ঞানং (দ্রষ্টা তেন দৃশ্যঃ কৃৎস্নঃ) অর্থঃ (চ) অবিকল্পিতম্ (বিকল্পশূন্যম্) একম্ এব আসীৎ (ব্রহ্মণ্যেব লীনমাসীদিত্যর্থঃ) ॥ ২ ॥

অনুবাদ। প্রলয়ে এবং সত্যযুগে যে কালে বিবেক-নিপুণ পুরুষসকল বিদ্যমান ছিলেন তখনও সমগ্র জ্ঞান এবং নিখিল জ্ঞেয়বিষয় বিকল্পশূন্য একরূপেই অবস্থিত ছিল অর্থাৎ পরব্রহ্ম মাত্র ছিলেন ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ। জ্ঞানং ব্রহ্মপরমাত্মভগবচ্ছব্দবাচ্যম্বি-ত্যর্থঃ। 'যজ্জ্ঞানমদ্বয়ং ব্রহ্ম' ইতি 'পরমাত্মেতি ভগবা-নিতি শব্দ্যতে' ইতি সূতোক্তেঃ। অথো শব্দঃ কার্ৎস্ন্যে। অবিকল্পিতং বিকল্পশূন্যমেকমেব জ্ঞানং ব্রহ্মৈবার্থো বস্বাসীৎ কদেত্যপেক্ষায়ামাহ,—অযুগে যুগেভ্যঃ পূর্ব্বং প্রলয় ইত্যর্থঃ। তথা আদৌ যৎ কৃতযুগং তস্মিংশ্চ অত্রাপি যদা বিবেকনিপুণা জ্ঞানিনো ভবন্তি তদাপি তেষাং ভেদাস্ফুর্ত্তেঃ ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ। জ্ঞান—ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবৎ শব্দবাচ্য এই অর্থ। যে অদ্বয় জ্ঞানকে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ এই শব্দে উদ্দেশ করা হয়। সূতের এই উক্তি অনুসারে (ভাঃ ১।২।১১) অথো অর্থাৎ কৃৎস্ন (সমস্ত) অবিকল্পিত—বিকল্পশূন্য একই জ্ঞান ব্রহ্মই অর্থ অর্থাৎ সমস্ত বস্তু ছিল। কবে—এই অপেক্ষায় বলিতেছেন—অযুগে—যুগসমূহের পূর্ব্বে অর্থাৎ প্রলয়ে। আর আদিতে যে কৃতযুগ (সত্যযুগ) তাহাতে, অন্য সময়েও, যে সময়ে বিবেকনিপুণ জ্ঞানিগণ হ'ন, তখনও তাঁহাদের ভেদের অস্ফূর্ত্তি বা অপ্রকাশহেতু। ॥ ২ ॥

অনুদর্শিনী।

জ্ঞান—ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবচ্ছব্দবাচ্য—

জ্ঞানং বিশুদ্ধং পরমার্থমেক-
মনন্তরন্ত্ববহির্ব্রহ্ম সত্যম্।
প্রত্যক্ প্রশান্তং ভগবচ্ছব্দসংজ্ঞং
যদ্বাসুদেবং কবয়ো বদন্তি ॥ ভাঃ ৫।১২।১১।

অর্থ পূর্ব্বে ১১।১৯।৮ শ্লোকের অনুদর্শিনী দ্রষ্টব্য।

"জ্ঞানমাত্রং পরং ব্রহ্ম পরমাত্মেশ্বরঃ পুমান্।"
ভাঃ ৩।৩২।২৬

শ্রীকপিলদেব বলিলেন—যিনি পরব্রহ্ম, পরমাত্মা, পরমেশ্বর বা পুরুষ বলিয়া প্রসিদ্ধ, তিনি জ্ঞানস্বরূপ।

প্রলয়ে, সত্য যুগে এবং অন্য সময়ে বিকল্পশূন্য একমাত্র অদ্বয়জ্ঞানস্বরূপ পরব্রহ্মই ছিলেন।

অদ্বয়জ্ঞানের ত্রিবিধ প্রকাশ—

অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ববস্তু কৃষ্ণের স্বরূপ।
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্—তিন তাঁর রূপ ॥
চৈ চঃ আঃ ২ পঃ ২ ॥

তস্মায়াফলরূপেণ কেবলং নির্ব্বিকল্পিতম্।
বাঙ্মনোঽগোচরং সত্যং দ্বিধা সমভবদ্বৃহৎ ॥৩॥

অন্বয়। বাঙ্মনোঽগোচরং (বাঙ্মনসয়োঃ অগোচরং অবিষয়ং) নির্ব্বিকল্পিতং (ভেদরহিতং) কেবলং (একং) সত্যং তৎ বৃহৎ (ব্রহ্ম) মায়াফলরূপেণ (মায়া দৃশ্যং ফলং তৎপ্রকাশঃ তদ্রূপেণ মায়াবিলাসরূপেণ বা) দ্বিধা সমভবৎ ॥৩॥

অনুবাদ। অনন্তর বাক্য ও মনের অগোচর, নির্ব্বিকল্প, কেবলভাবযুক্ত সত্য ব্রহ্মই মায়া অর্থাৎ দৃশ্য ও ফল অর্থাৎ প্রকাশ এই দ্বিবিধ-ভাবাপন্ন হইলেন ॥৩॥

বিশ্বনাথ। তদেব কেবলমেকমপি বৃহদ্ব্রহ্ম, মায়া বহিরঙ্গাখ্যস্বশক্তিঃ ফলং ফলভোক্তৃ স্বীয়চিৎকণরূপতটস্থ-শক্তিশ্চ তদ্রূপেণ দ্বিবিধং সম্যগভবৎ। দ্বিবিধমপি তদ্বিশি-নষ্টি নির্ব্বিকল্পিতং ব্রহ্মতো নির্ভেদং তয়োস্তচ্ছক্তিত্বাৎ বাঙ্মনসয়োরগোচরং মায়ায়া অব্যক্তস্বরূপত্বাৎ জীবস্যাতি-সৌক্ষ্ম্যাৎ সত্যং দ্বয়োরেব নিত্যত্বাৎ ॥৩॥

বঙ্গানুবাদ। তাহাই কেবল এক বৃহদ্ব্রহ্ম, মায়া বহিরঙ্গাখ্যস্বশক্তি ফল ফলভোক্তা ও স্বীয় চিৎকণরূপ তটস্থশক্তি, তদ্রূপে দ্বিবিধ অর্থাৎ সম্যক্ হইয়াছিল; সেই দ্বিবিধকেও বিশেষ করিয়া বলিতেছেন। নির্ব্বিকল্পিত—ব্রহ্ম হইতে নির্ভেদ, দুইটাই তাঁহার শক্তি বলিয়া বাক্য-মনের অগোচর, মায়া অব্যক্তস্বরূপ বলিয়া ও জীব অতি সূক্ষ্ম বলিয়া সত্য, যেহেতু দুইটাই নিত্য ॥৩॥

অনুদর্শিনী। শক্তিমান্ ভগবানের শক্তিত্রয়—

সচ্চিদানন্দময় হয় ঈশ্বর-স্বরূপ।
তিন অংশে চিচ্ছক্তি হয় তিনরূপ॥
আনন্দাংশে 'হ্লাদিনী,' সদংশে 'সন্ধিনী'।
চিদংশে 'সম্বিৎ,' যারে কৃষ্ণজ্ঞান জানি॥
অন্তরঙ্গা—চিচ্ছক্তি, তটস্থা—জীবশক্তি।
বহিরঙ্গা—মায়া, তিনে করে প্রেমভক্তি॥

চৈঃ চঃ মঃ ৬পঃ॥

তটস্থাশক্তি—নদীর জল ও ভূমি উভয়ের মধ্যে তট। তট ভূমিও বটে, জলও বটে, অর্থাৎ উভয়স্থ। সেইরূপ জীব, কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি অর্থাৎ কৃষ্ণের চিজ্জগৎ ও মায়িক জগৎ,—এই দু এর মধ্যগত সীমায় স্থিত হইয়া উভয় জগতের সম্বন্ধযুক্ত।—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর।

শক্তিমান্ ব্রহ্ম ও শক্তি পরস্পর অপৃথক—
শক্তি-শক্তিমতোরভেদঃ। ব্রহ্মসূত্র।

ব্রহ্ম—বাক্য-মনের অগোচর "অবাঙ্মনসো গোচরঃ", বিভুচৈতন্য। মায়া—অব্যক্তস্বরূপ এবং জীব অতি সূক্ষ্ম—"সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীবঃ" (ভাঃ ১১।১৬।১১) এবং অণুচৈতন্য। ব্রহ্ম সত্য ও নিত্য সুতরাং তাঁহার শক্তি মায়া ও জীব সত্য এবং নিত্য।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—(দ্বিতীয়পক্ষে) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজ শ্রীবলদেবাদিসহ যখন ভক্ত অক্রূরের গৃহে শুভ-বিজয় করেন, তখন অক্রূর বলিয়াছিলেন—

যুবাং প্রধান পুরুষৌ জগদ্ধেতু জগন্ময়ৌ।

ভাঃ ১০।৪৮।১৮

ইহার টীকায় শ্রীল সনাতন গোস্বামী বলেন—একই ঈশ্বরের দ্বিবিধ আবির্ভাবহেতু দ্বিত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ। বহিরঙ্গ-অন্তরঙ্গ শক্তিদ্বয়দ্বারা প্রধান ও পুরুষ হইয়া জগদ্ধেতু অর্থাৎ জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। অতএব ঐ দুই শক্তিদ্বারা জগন্ময় তত্তাদাত্ম্য হইয়া অবস্থিত। এই বলিয়া আলোচ্য ১১।২৪।২৩ শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন। তদনুগ শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদও বলিয়াছেন—'একস্যাপীশ্বরস্য দ্বিধাবির্ভাবাদ্ দ্বিত্বেন নির্দ্দেশঃ' ॥৩॥

তয়োরেকতরো হ্যর্থঃ প্রকৃতিঃ সোভয়াত্মিকা।
জ্ঞানং ত্বন্যতমো ভাবঃ পুরুষঃ সোঽভিধীয়তে ॥৪॥

অন্বয়। তয়োঃ (দ্বিধাভূতয়োরংশয়োর্মধ্যে) প্রকৃতিঃ হি একতরঃ অর্থঃ (ভাবো ভবতি) সা (প্রকৃতিশ্চ) উভয়াত্মিকা (কার্য্যকারণরূপিণী) জ্ঞানং তু অন্যতমঃ ভাবঃ (অর্থো ভবতি) সঃ (ভাবঃ) পুরুষঃ (ইতি) অভিধীয়তে (কথ্যতে) ॥৪॥

অনুবাদ। সেই অংশদ্বয়ের মধ্যে প্রকৃতি এক অংশ, উহা কার্য্য-কারণাত্মিকা এবং অপর অংশ জ্ঞান, উহাই পুরুষ নামে অভিহিত ॥৪॥

বিশ্বনাথ। তয়োর্দ্বিধাভূতয়োরংশয়োর্মধ্যে এক-তরো মায়াখ্যোঽর্থঃ প্রকৃতিঃ। সা চোভয়াত্মিকা কার্য্য-কারণরূপিণী অন্যতমোঽর্থঃ জ্ঞানং জ্ঞানস্বরূপঃ। স চ পুরুষো জীবঃ ॥৪॥

বঙ্গানুবাদ। দ্বিধাভূত সেই দুইটী অংশের মধ্যে একটী মায়া নামে অর্থ অর্থাৎ প্রকৃতি সেও আবার উভয়াত্মিকা অর্থাৎ কার্য্যকারণরূপিণী অপর অর্থটী জ্ঞান-স্বরূপ, সে পুরুষ জীব ॥৪॥

অনুদর্শিনী। সেই দুইটী অংশ—তাঁহার বহিরঙ্গ-শক্তিহেতু প্রকৃতির অংশত্ব আর তটস্থশক্তিহেতু পুরুষের

অংশত্ব। কার্য্যকারণরূপিণী—কার্য্য—আকাশাদি, কারণ—মহদাদি তদ্রূপিণী। বিষ্ণুপুরাণে দেখা যায়—'বিষ্ণোস্বরূপাৎ পরতো হি তেঽন্যে রূপং প্রধানং পুরুষশ্চ বিপ্র'।—অর্থাৎ নিরুপাধি বিষ্ণুস্বরূপ হইতে প্রাগুক্ত প্রধান ও পুরুষ দুইরূপ অন্য মায়াকৃত নিত্যজ্ঞানাদিগুণকত্বম্—অর্থাৎ নিত্যজ্ঞানাদি গুণকত্ব—বেদান্ত ভাষ্য শ্রীবলদেব ॥৪॥

তমো রজঃ সত্ত্বমিতি প্রকৃতেরভবন্ গুণাঃ।
ময়া প্রক্ষোভ্যমাণায়াঃ পুরুষানুমতেন চ ॥৫॥

অন্বয়। ময়া (পরমেশ্বরেণ) পুরুষানুমতেন (স্বস্যৈব প্রকৃতীক্ষণরূপা যা পুরুষাবস্থা তদনুমতেন তদ্দ্বারেণ) প্রক্ষোভ্যমাণায়াঃ। (সৃষ্টি ব্যাপার প্রবণীকৃতায়াঃ) প্রকৃতেঃ (সকাশাৎ) তমঃ রজঃ সত্ত্বম্ ইতি গুণাঃ চ অভবন্ (অভিব্যক্তা বভুবুঃ) ॥৫॥

অনুবাদ। অনন্তর আমি পুরুষদ্বারা প্রকৃতির ক্ষোভ উৎপাদিত করিলে তাহা হইতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় অভিব্যক্ত হইল ॥৫॥

বিশ্বনাথ। ময়া মহৎস্রষ্টৃ মহাপুরুষস্বরূপেণ পুরুষস্য জীবস্যানুমতেন অস্মদ্বিধস্য জীবস্য প্রাক্তনকর্ম্মজ্ঞান-ভক্তিসাধনানি সংপদ্যন্তামিত্যাত্মকেন সৃষ্টৈর্জীবাদৃষ্ট-প্রযুক্তত্বাৎ ॥৫॥

বঙ্গানুবাদ। মহৎস্রষ্টা মহাপুরুষস্বরূপে পুরুষ বা জীবের অনুমত অর্থাৎ আমাদের ন্যায় জীবের প্রাক্তন কর্ম্মজ্ঞানভক্তি সাধনগুলি সম্পন্ন হউক, এই প্রকার অনুমত আমাকর্ত্তৃক সৃষ্টিনিমিত্ত জীবাদৃষ্টপ্রযুক্ত বলিয়া ॥৫॥

অনুদর্শিনী। অনন্তর আমার মহাপুরুষস্বরূপে ক্ষোভিত অর্থাৎ সৃষ্টিব্যাপারে কার্য্যোন্মুখী যে প্রকৃতি তিনি জীবের বাসনা ও অদৃষ্ট বিশেষ (প্রাক্তন কর্ম্ম-জ্ঞান-ভক্তি সাধনগুলি) দ্বারা সৃষ্টি ব্যাপারে নিতান্ত উৎসুকা হইলে, তখন প্রকৃতি হইতে তমঃ রজঃ সত্ত্ব এই গুণ-ত্রয় অভিব্যক্ত হয় ॥৫॥

তেভ্যঃ সমভবৎ সূত্রং মহান্ সূত্রেণ সংযুতঃ।
ততো বিকুর্ব্বতো জাতো যোঽহঙ্কারো বিমোহনঃ ॥৬॥

অন্বয়। তেভ্যঃ (গুণেভ্যঃ) সূত্রং (ক্রিয়াশক্তিমান্ প্রথমো বিকারঃ) সমভবৎ। সূত্রেণ সংযুতঃ (জ্ঞানক্রিয়া-গর্ভত্বাৎ সূত্রেণ সংযুতো ন পৃথক্) মহান্ (জ্ঞানশক্তিঃ) বিকুর্ব্বতঃ (বিকারভাবাপন্নাৎ) ততঃ (মহতঃ) যঃ বিমোহনঃ (জীবস্য ভ্রমহেতুঃ সঃ) অহঙ্কারঃ জাতঃ ॥৬॥

অনুবাদ। সেই গুণত্রয় হইতে ক্রিয়াশক্তিসম্পন্ন সূত্রাখ্য প্রথম বিকার পদার্থ এবং সূত্রসংযুত জ্ঞানশক্তিমৎ মহত্তত্ত্ব উৎপন্ন হইল। অনন্তর মহত্তত্ত্ব হইতে জীবগণের ভ্রমজনক অহঙ্কার তত্ত্ব প্রাদুর্ভূত হইল ॥৬॥

বিশ্বনাথ। সূত্রং ক্রিয়াশক্তিমান্ প্রথমো বিকারঃ। নন্বু প্রথমো বিকারো জ্ঞানশক্তির্মহানিতি প্রসিদ্ধস্তত্রাহ,—মহান্ যঃ প্রসিদ্ধঃ স হি সূত্রেণ সংযুতঃ। তত্র তত্র সূত্র-সহিত এব স জ্ঞেয় ইত্যর্থঃ। বিমোহনঃ জীবস্য ভ্রমহেতুঃ ॥৬॥

বঙ্গানুবাদ। সূত্র- ক্রিয়াশক্তিমান্ প্রথম বিকার। আচ্ছা, প্রথম বিকার জ্ঞান শক্তি মহান্ এই ত' প্রসিদ্ধ; তাই বলিতেছেন - যে প্রসিদ্ধ মহান, তাহা সূত্রের সহিত সংযুত। তৎতৎস্থলে তাহাকে সূত্রসহিত বলিয়াই জানিতে হইবে, এই অর্থ। বিমোহন—জীবের ভ্রমহেতু। ৬ ॥

অনুদর্শিনী। ত্রিগুণ হইতে সূত্র, সূত্র হইতে অহঙ্কার। অহঙ্কারতত্ত্বই জীবগণের ভ্রমজনক ॥ ৬ ॥

বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চেত্যহং ত্রিবৃৎ।
তন্মাত্রেন্দ্রিয়মনসাং কারণং চিদচিন্ময়ঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়। বৈকারিকঃ তৈজসঃ চ তামসঃ চ ইতি ত্রিবৃৎ (ত্রিবিধঃ) চিদচিন্ময়ঃ (চিদাভাসব্যাপ্তত্বেন চিজ্জড়-সন্ধিরূপঃ) অহম্ (অহঙ্কারঃ) তন্মাত্রেন্দ্রিয়মনসাং (তন্মাত্রাণি ইন্দ্রিয়াণি মনশ্চ এতেষাং) কারণং (ভবতি) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ। সেই অহঙ্কার বৈকারিক, তৈজস ও তামসভেদে ত্রিবিধ এবং চিদচিন্ময়। উহাই তন্মাত্র, ইন্দ্রিয়গণ ও মনের কারণ ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ। অহং অহঙ্কারঃ ত্রিবৃৎ বৃত্তিত্রয়বান্ তন্মাত্রেন্দ্রিয়মনসামিতি ব্যুৎক্রমেণ যথাসাংখ্যং চিদচিন্ময় ইতি স্বয়মচিন্ময়োঽপি জীবোপাধিত্বেন তদৈক্যাচ্চিজ্জড়গ্রন্থিরূপত্বাচ্চিদচিন্ময়ঃ ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। অহং—অহঙ্কার, ত্রিবৃৎ বৃত্তিত্রয়বান্। তন্মাত্র ইন্দ্রিয়-মন প্রভৃতি ব্যুৎক্রম পর্য্যায়ে যথাসাংখ্য চিদচিন্ময়—স্বয়ং অচিন্ময় হইয়াও জীবোপাধি বলিয়া তাহার সহিত একত্ববশতঃ চিজ্জড়গ্রন্থিরূপজন্য চিদচিন্ময় ॥ ৭ ॥

অনুদর্শিনী। অহঙ্কার তিনপ্রকার—পঞ্চতন্মাত্রের কারণ বলিয়া তামস, ইন্দ্রিয়ের কারণ বলিয়া তৈজস এবং মনের কারণ বলিয়া বৈকারিক—'বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চ যতোভবঃ।' মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাঞ্চ ভূতানাং মহতামপি। ভাঃ ৩।২৬।২৪

ব্যুৎক্রম ক্রমবিপর্য্যয়।

জীব—চিৎ, অহঙ্কার—অচিৎ; কিন্তু অহঙ্কার জীবের উপাধি (সুখদুঃখের হেতু) বলিয়া চিদচিন্ময় ॥৭॥

অর্থস্তন্মাত্রিকাজ্জজ্ঞে তামসাদিন্দ্রিয়াণি চ।
তৈজসাদ্দেবতা আসন্নেকাদশ চ বৈকৃতাৎ ॥ ৮ ॥

অন্বয়। (তন্মাত্রিবিধাৎ ত্রিবিধপ্রপঞ্চোৎপত্তিং দর্শয়তি) তন্মাত্রিকাৎ (শব্দাদিতন্মাত্রকারণাৎ) তামসাৎ (অহঙ্কারাৎ) অর্থঃ (মহাভূতরূপঃ) যজ্ঞে (বভূব) তৈজসাৎ (রাজসাহঙ্কারাৎ) ইন্দ্রিয়াণি চ (দশ জাতানি) বৈকৃতাৎ (সাত্ত্বিকাৎ অহঙ্কারাৎ) একাদশদেবতা (দিগ্বাতার্কপ্রচেতোঽশ্বিবহ্নীন্দ্রোপেন্দ্রমিত্রকাঃ-চন্দ্রশ্চেতি) চ (মনশ্চ) আসন্ (অভবন্) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ। শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্রের কারণস্বরূপ তামস অহঙ্কার হইতে পঞ্চ মহাভূত, তৈজস অর্থাৎ রাজস অহঙ্কার হইতে দশ ইন্দ্রিয় এবং বৈকারিক অর্থাৎ সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে একাদশ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রীদেবতা ও মনের উৎপত্তি হইল ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ। তন্মাত্রিকাৎ তন্মাত্রকারণাত্তামসাদর্থ-আকাশাদিভূতপঞ্চকং জজ্ঞে তস্যাবরণস্বভাবত্বাত্তামসত্বং কারণস্য কার্য্যনিরাসরূপত্বাৎ তস্য নিরাস ইত্যর্থে বৃহণ কঠজিনেত্যাদিনা কুমুদাদিত্বাৎ ঠচা তন্মাত্রিক ইতি সিদ্ধম্। ইন্দ্রিয়াণি দশ তৈজসাৎ। তেষাং প্রবৃত্তি-স্বভাবত্বাত্তৈজসত্বং। বৈকৃতাৎ সাত্ত্বিকাৎ দেবতা দিগ্বাতাদয়ঃ চকারান্মনশ্চ তেষাং প্রকাশস্বভাবাৎ সাত্ত্বিকত্বম্ ॥ ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। তন্মাত্রিক—তন্মাত্র (শব্দাদি)-কারণ তামস অহঙ্কার হইতে আকাশাদি ভূতপঞ্চ জন্মিয়াছে, তাহার আবরণস্বভাবজন্য তামসত্ব, কারণ কার্য্যনিরাসরূপ বলিয়া তাহার নিরাস (এই অর্থে 'ঠচ্' প্রত্যয়যোগে তন্মাত্রিক পদসিদ্ধ)। ইন্দ্রিয় দশটী তৈজস বা রাজস অহঙ্কার হইতে, তাহারা প্রবৃত্তি-স্বভাব বলিয়া তৈজস, বৈকৃত অর্থাৎ সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে দিক্‌বায়ু প্রভৃতি 'চ' কার জন্য মনও, প্রকাশ-স্বভাব বলিয়া ইহারা সাত্ত্বিক ॥ ৮ ॥

অনুদর্শিনী। আবরণস্বভাব তামস অহঙ্কার হইতে—আকাশ (শব্দ), বায়ু (স্পর্শ), তেজ (রূপ), জল (রস) ও পৃথ্বী (গন্ধ)—৫ ভূত ও ৫ তন্মাত্র।

প্রবৃত্তি-স্বভাব রাজস অহঙ্কার হইতে—কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু জিহ্বা, নাসা, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ—১০ ইন্দ্রিয়।

প্রকাশ-স্বভাব সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে—দিক্, বায়ু, সূর্য্য, প্রচেতা, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, অগ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, মিত্র ও প্রজাপতি—১১ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবতা এবং মন।

এইবিষয়ে 'তামসাদপি ভূতাদেঃ—মেঢ্রাদিপায়বঃ ॥' —ভাঃ ২।৫।২৫-৩১ শ্লোঃ দ্রষ্টব্য ॥ ৮ ॥

ময়া সঞ্চোদিতা ভাবাঃ সর্ব্বে সংহত্যকারিণঃ।
অণ্ডমুৎপাদয়ামাসুর্ম্মায়তনমুত্তমম্ ॥৯॥

অন্বয়। ময়া সঞ্চোদিতাঃ (প্রেরিতাঃ) সর্ব্বে ভাবাঃ (পূর্ব্বোক্তাঃ পদার্থাঃ) সংহত্যকারিণঃ মম (বৈরাজান্তর্যামিনঃ) উত্তমম্ আয়তনম্ অণ্ডম্ উৎপাদয়ামাসুঃ ॥৯॥

অনুবাদ। আমার প্রেরণায় পূর্ব্বোক্ত পদার্থ সকল সম্মিলিতভাবে ক্রিয়াশীল হইয়া আমার উত্তম আয়তন-স্বরূপ ব্রহ্মাণ্ড উৎপাদন করিল ॥৯॥

বিশ্বনাথ। ভাবাঃ সূত্রাদয়ঃ ॥৯॥

বঙ্গানুবাদ। ভাব—সূত্রাদি ॥৯॥

অনুদর্শিনী।

তদা সংহত্য চান্যোন্যং ভগবচ্ছক্তিচোদিতাঃ।
সদসত্ত্বমুপাদায় চোভয়ং সসৃজুর্হ্যদঃ ॥ ভাঃ ২।৫।৩৫

ভগবানের স্বীয় শক্তি তাহাদিগকে পরস্পর মিলিত হইতে প্রেরণ করিলেন, তাহাতেই তাহারা পরস্পর মিলিত হইয়া মুখ্যত্ব এবং গৌণত্ব স্বীকার পূর্ব্বক সমষ্টিব্যষ্টি-স্বরূপ ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিল ॥৯॥

তস্মিন্নহং সমভবমণ্ডে সলিলসংস্থিতৌ।
মম নাভ্যামভূৎ পদ্মং বিশ্বাখ্যং তত্র চাত্মভূঃ ॥১০॥

অন্বয়। সলিলসংস্থিতৌ (সলিলে সংস্থিতির্যস্য তৎ সলিলসংস্থিতিঃ) তস্মিন্ অণ্ডে অহং (শ্রীনারায়ণরূপো লীলাবিগ্রহেণ) সমভবম্ (স্থিতঃ) মম নাভ্যাং বিশ্বাখ্যং (লোককারণভূতং) পদ্মম্ অভূৎ, তত্র (পদ্মে) চ আত্মভূঃ (চতুরাননরূপো ভোগবিগ্রহেণ পুনঃ বৈরাজ এব তস্মিন্ আবির্ভূত ইত্যর্থঃ) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ। সলিলস্থিত সেই অণ্ডমধ্যে শ্রীনারায়ণরূপী আমি লীলাবিগ্রহ স্বীকারপূর্ব্বক প্রকাশিত হইয়াছিলাম। আমার নাভিদেশে বিশ্বনামক লোককারণভূত এক পদ্ম প্রাদুর্ভূত হইলে তন্মধ্যে ভোগবিগ্রহ চতুরানন ব্রহ্মা প্রকাশিত হইলেন ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ। সলিলস্য গর্ভোদরূপস্য সংস্থিতির্যত্র তস্মিন্নণ্ডে অহং গর্ভোদশায়িরূপঃ দ্বিতীয়ঃ পুরুষঃ সমভবং স্থিত ইত্যর্থঃ। বিশ্বাখ্যং লোককারণভূতং তত্রাত্মভূর্ব্বা বৈরাজ এব ভোগবিগ্রহঃ পুনশ্চতুরাননোঽভূদিত্যর্থঃ ॥১০॥

বঙ্গানুবাদ। সলিলসংস্থিতি—যাহাতে সলিল অর্থাৎ গর্ভোদরূপের সংস্থিতি সেই অণ্ডে আমি অর্থাৎ গর্ভোদশায়িরূপ দ্বিতীয় পুরুষ সম্ভূত অর্থাৎ স্থিত হইয়াছিলাম। বিশ্বাখ্য অর্থাৎ লোককারণভূত তাহাতে আত্মভূ ব্রহ্মা বৈরাজ ভোগবিগ্রহ, আবার চতুরানন হইয়াছিলেন, এই অর্থ ॥ ১০ ॥

অনুদর্শিনী

বিরাট্ তদৈব পুরুষঃ সলিলাদুদতিষ্ঠত। ভাঃ ৩।২৬।৭০

শ্রীকপিলদেব বলিলেন—তখনই বিরাট পুরুষ সলিল হইতে উত্থিত হইলেন।

সেই ত পুরুষ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃজিয়া।
সব অণ্ডে প্রবেশিলা বহু-মূর্ত্তি হঞা ॥
তাহাই প্রকট কৈল বৈকুণ্ঠ নিজধাম।
শেষ-শয়ন-জলে করিল বিশ্রাম ॥
তাঁহার নাভিপদ্ম হৈতে উঠিল এক পদ্ম।
সেই পদ্মে হৈল ব্রহ্মার জন্ম-সদ্ম ॥

ব্রহ্মা—আত্মভূ বা স্বয়ম্ভূ—

স্বয়ম্ভুবং যং স্ম বদন্তি সোঽম্ভুভূৎ। ভাঃ ৩।৮।১৫

মৈত্রেয় কহিলেন—স্বয়ং আবির্ভূত হওয়ায় পণ্ডিতগণ তাহাকে 'স্বয়ম্ভু' বলিয়া থাকেন।

ব্রহ্মার চতুরানন—

তস্যাং স চাম্ভোরুহকর্ণিকায়া-
মবস্থিতো লোকমপশ্যমানঃ।
পরিক্রমন্ ব্যোম্নি বিবৃত্তনেত্র-
শ্চত্বারি লেভেঽনুদিশং মুখানি ॥ ভাঃ ৩।৮।১৬

অর্থাৎ ব্রহ্মা আবির্ভূত হইয়া সেই পদ্মের কর্ণিকা মধ্যে অবস্থিত হইলেন। কিন্তু তথায় কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া সেই স্থানের চারিদিকে ভ্রমণ করিয়া আকাশের চতুর্দিকে লোক-নিরীক্ষণার্থ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন ও যুগপৎ চতুর্দিক দর্শনোৎকণ্ঠায় গ্রীবা সঞ্চালন করিলেন। তখনই ব্রহ্মার চারিদিকে চারিটী মুখ হইল ॥ ১০ ॥

সোঽসৃজৎ তপসা যুক্তো রজসা মদনুগ্রহাৎ।
লোকান্ সপালান্ বিশ্বাত্মা ভূর্ভুবঃ স্বরিতি ত্রিধা ॥১১॥

অন্বয়। রজসা যুক্তঃ (সন্) বিশ্বাত্মা (বিশ্বস্রষ্টা) সঃ (ব্রহ্মা) মদনুগ্রহাৎ তপসা (তপঃপ্রভাবেণ) ভূঃ (অতলাদিসহিতা) ভুবঃ (অন্তরীক্ষলোকঃ) স্বঃ (স্বঃ স্বর্গলোকমহর্লোকাদেরপ্যুপলক্ষণং) ইতি ত্রিধাঃ (বিভক্তান্) সপালান্ (সলোকপালান্) লোকান্ (ভুবনানি) অসৃজৎ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ। সেই বিশ্বাত্মা ব্রহ্মা রজোগুণযুক্ত হইয়া আমার অনুগ্রহে তপঃপ্রভাবে লোকপালগণের সহিত ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ এই লোক সৃষ্টি করিলেন ॥ ১১ ॥

দেবানামোক আসীৎ স্বর্ভূতানাঞ্চ ভুবঃ পদম্
মর্ত্ত্যাদীনাঞ্চ ভূর্লোকঃ সিদ্ধানাং ত্রিতয়াৎ পরম্ ॥১২॥

অন্বয়। (লোকসৃষ্টিপ্রয়োজনমাহ) স্বঃ (স্বর্লোকঃ) দেবানাম্ ওকঃ (নিবাসঃ) আসীৎ, ভুবঃ (অন্তরীক্ষলোকঃ) চ ভূতানাং পদং (স্থানম্) ভূঃ লোকঃ চ মর্ত্ত্যাদীনাং (মনুষ্যাণাং পদমাসীৎ) ত্রিতয়াৎ পরং (মহর্লোকাদি) সিদ্ধানাং (যোগাদিভিঃ সিদ্ধানাং পদমাসীৎ) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ। স্বর্গলোক দেবগণের, ভুবর্লোক অর্থাৎ অন্তরীক্ষলোক ভূতগণের, ভূলোক মনুষ্য প্রভৃতির বাসস্থান হইল। এই ত্রিলোকের অতীত মহঃ প্রভৃতি লোকসকল সিদ্ধগণের আশ্রয় হইল ॥ ১২ ॥

অধোঽসুরাণাং নাগানাং ভূমেরোকোঽসৃজৎ প্রভুঃ।
ত্রিলোক্যাং গতয়ঃ সর্ব্বাঃ কর্ম্মণাং ত্রিগুণাত্মনাম্ ॥১৩॥

অন্বয়। প্রভুঃ (ব্রহ্মা) ভূমেঃ অধঃ (অতলাদি) অসুরাণাং নাগানাং (চ) ওকঃ (নিবাসম্) অসৃজৎ ত্রিগুণাত্মনাং কর্ম্মণাম্ (এব) ত্রিলোক্যাং (পাতালাদিসহিতে লোকত্রয়ে) সর্ব্বাঃ গতয়ঃ (দেবাদিরূপেণ ভবন্তি) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ। প্রভু ব্রহ্মা ভূমির নিম্নদেশে অসুর ও নাগগণের আবাসস্থানরূপে অতলাদি লোকসকল নির্ম্মাণ করিলেন। ত্রিগুণাত্মক কর্ম্মবশতঃ জীব পাতালাদি লোকসকলের সহিত ত্রিলোকমধ্যে দেবাদি উচ্চনীচরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

যোগস্য তপসশ্চৈব ন্যাসস্য গতয়োঽমলাঃ।
মহর্জনস্তপঃ সত্যং ভক্তিযোগস্য মদগতিঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়। যোগস্য তপসঃ ন্যাসস্য চ এব মহঃ জনঃ তপঃ সত্যম্ (ইতি) অমলাঃ (বিশুদ্ধাঃ) গতয়ঃ (ভবন্তি) ভক্তিযোগস্য মদগতিঃ (বৈকুণ্ঠলোকঃ ভবতি) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ। যোগ, তপস্যা ও সন্ন্যাসের তারতম্যক্রমে মহঃ, জন, তপঃ ও সত্যলোকে বিশুদ্ধ গতিলাভ এবং ভক্তিযোগের ফল বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ। কর্ম্মণাং ভবতাং যোগস্যাষ্টাঙ্গস্য ন্যাসস্য জ্ঞানস্যেতি এতত্ত্রিতয়বতাং মহরাদয়শ্চত্বারো লোকা গতয়ঃ প্রাপ্যাঃ মদগতির্বৈকুণ্ঠলোকঃ ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য ভবতাং নির্গুণানাং প্রাপ্যোঽপি বৈকুণ্ঠলোকো নির্গুণ এবেতি ভাবঃ ॥ ১৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। কর্ম্ম, যোগ অষ্টাঙ্গ ও ন্যাস জ্ঞান—এই ত্রিতয়বান্‌গণের অর্থাৎ কর্ম্মী, যোগী ও ন্যাসীদিগের মহঃ আদি চারিলোক গতি অর্থাৎ প্রাপ্য। মদগতি অর্থাৎ বৈকুণ্ঠলোক নির্গুণ ভক্তিযোগীর, নির্গুণগণের প্রাপ্য বৈকুণ্ঠলোকও নির্গুণই, এইভাব ॥ ১৪ ॥

অনুদর্শিনী। কর্ম্মী, যোগী ও ন্যাসী বা জ্ঞানিগণের প্রাপ্য—সগুণ মহঃ, জন, তপঃ ও সত্যলোক। নির্গুণ ভগবানের নির্গুণ ভক্তযোগীর প্রাপ্য—নির্গুণ ভগবল্লোক বৈকুণ্ঠই। "তৎসঙ্কুলং হরিপদানতিমাত্র দৃষ্টৈঃ।"

ভাঃ ৩।১৫।২০

সেই বৈকুণ্ঠধাম শ্রীহরির পদযুগলে প্রণতি অর্থাৎ শরণাগতিমূলা ভজনপ্রভাবে লব্ধ (জ্ঞান-কর্ম্মাদি দ্বারা প্রাপ্য নহে) ॥ ১৪ ॥

ময়া কালাত্মনা ধাত্রা কর্ম্মযুক্তমিদং জগৎ ।
গুণপ্রবাহ এতস্মিন্নুন্মজ্জতি নিমজ্জতি ॥১৫॥

অন্বয়। কালাত্মনা (কালশক্তিনা) ধাত্রা (পরমেশ্বরেণ) ময়া (কর্ম্মফলপ্রদেন হেতুভূতেন) কর্ম্মযুক্তম্ ইদং জগৎ এতস্মিন্ গুণপ্রবাহে (সংসারে) উন্মজ্জতি (আসত্যলোকং উত্তমাঃ গতীঃ প্রাপ্নোতি পুনঃ) নিমজ্জতি (আস্থাবরং নীচা গতীশ্চ প্রাপ্নোতি) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ। কালাত্মক পরমেশ্বরস্বরূপ আমার কর্ম্মফলদাতৃত্ব নিবন্ধন এই কর্ম্মযুক্ত জগৎ সত্ত্বাদিগুণের প্রবাহবিশিষ্ট এই সংসারে সত্যলোক প্রভৃতি উত্তমাগতি এবং স্থাবর প্রভৃতি নীচগতি প্রাপ্ত হয় ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ। গুণময্যো গতয়স্তু চলা এবেত্যাহ—ময়া কালশক্তিনা ধাত্রা পরমেশ্বরেণ কর্ম্মফলপ্রদেন ইদং জগৎ সৃষ্টমিতি শেষঃ। গুণপ্রবাহে সংসারে উন্মজ্জতি আসত্যলোকমুত্তমাঃ গতীঃ প্রাপ্নোতি পুনর্নিমজ্জতি আস্থাবরং নীচা গতীঃ প্রাপ্নোতি ॥ ১৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। গুণময়ী গতিগুলি চঞ্চল, তাই বলিতেছেন। কালাত্মা—কালশক্তি ধাতা কর্ম্মফলপ্রদ পরমেশ্বর আমাকর্তৃক এই জগৎ সৃষ্ট (ইহা উহ্য)। গুণপ্রবাহ সংসারে উন্মজ্জন করে অর্থাৎ সত্যলোক পর্য্যন্ত উত্তম গতিপ্রাপ্ত হয়, পুনরায় নিমজ্জন করে অর্থাৎ স্থাবর পর্য্যন্ত নীচগতি প্রাপ্ত হয় ॥ ১৫ ॥

অনুদর্শিনী। ভগবদ্গতি ব্যতীত ইতর গুণময়ী গতিসমূহ চঞ্চল। সুতরাং সেই গতিগুলিতে বৈরাগ্য উৎপাদনের জন্য ভগবান কালরূপী স্বীয় প্রভাব বর্ণনা করিতেছেন ॥ ১৫ ॥

অণুর্ব্বৃহৎ কৃশঃ স্থূলো যো যো ভাবঃ প্রসিধ্যতি ।
সর্ব্বোঽপ্যুভয়সংযুক্তঃ প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়। (সৃষ্টিনিরূপণস্যাদ্বিতীয়াত্মপ্রতিপত্ত্যর্থত্বাত্তৎপ্রতিপাদনায় কারণেন কার্য্যস্য ব্যাপ্তিমাহ) অণুঃ বৃহৎ কৃশঃ স্থূলঃ যঃ যঃ ভাবঃ (পদার্থঃ) প্রসিধ্যতি সর্ব্বঃ অপি প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ উভয়সংযুক্তঃ (উভয়েন সংযুক্তো ব্যাপ্তঃ ভবতি) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ। অণু, বৃহৎ, কৃশ ও স্থূল প্রভৃতি যে যে পদার্থ প্রসিদ্ধ আছে তৎসমুদায়ই প্রকৃতি ও পুরুষ এতদুভয়ের দ্বারা ব্যাপ্ত ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ। কারণেন কার্য্যস্য ব্যাপ্তিমাহ,—অণুরিতি। ভাব—কার্য্যভূতঃ পদার্থঃ ॥ ১৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। কারণদ্বারা কার্য্যের ব্যাপ্তি বলিতেছেন। ভাব—কার্য্যভূত পদার্থ ॥ ১৬ ॥

যস্তু যস্যাদিরন্তশ্চ স বৈ মধ্যঞ্চ তস্য সন্ ।
বিকারো ব্যবহারার্থো যথা তৈজসপার্থিবাঃ ॥১৭॥

অন্বয়। (ইদানীং কার্য্যস্য কারণাত্মতাং দর্শয়তি) যঃ তু (ভাবঃ) যস্য (কার্য্যস্য) আদিঃ (কারণং) অন্তঃ (লয়স্থানঞ্চ) চ তস্য (কার্য্যস্য) মধ্যং চ (মধ্যাবস্থাপি) বৈ (প্রসিদ্ধং) সঃ সন্ (স এব সৎপদার্থো ভবতি) তৈজসপার্থিবাঃ (তৈজসাঃ কটককুণ্ডলাদয়ঃ পার্থিবা ঘটশরাবাদয়স্চ যথা কেবলং ব্যবহারার্থা ভবন্তি তথা) বিকারঃ (সর্ব্বোঽপি) ব্যবহারার্থঃ (ব্যবহার এব অর্থঃ প্রয়োজনং যস্য স তথৈব ভবতি, বস্তুতস্তু কারণমেব সত্যমিত্যর্থঃ) ॥১৭॥

অনুবাদ। যে পদার্থ যে কার্য্যের উপাদান কারণ এবং কার্য্যের লয়ের স্থান, সেই পদার্থ সেই কার্য্যের মধ্য অর্থাৎ বর্তমানস্বরূপও হইয়া থাকে। কটককুণ্ডলাদি এবং ঘটশরাবাদি যেরূপ কেবল ব্যবহারিক পদার্থমাত্র, সেইরূপ বিকার্য্য পদার্থ সকল ব্যবহারিক, পরন্তু কারণ পদার্থ একমাত্র সত্য ॥১৭॥

বিশ্বনাথ। তস্মাৎ কার্য্যস্য কারণাত্মকত্বমেবেতি দর্শয়তি, যস্তিতি। যস্য কার্য্যস্য য আদিঃ কারণং অন্তঃ লয়স্থানঞ্চ। তস্য মধ্যং মধ্যাবস্থাপি স এব সন্ সত্য এব। অয়মর্থঃ পূর্ব্বমবিকৃতং কারণমেব পশ্চাৎ বিকৃতং সৎ কার্য্যত্বমাপদ্যতে ন তু কার্য্যং কারণাৎ পৃথগ্ভূতং বস্তু ভবতি। অতঃ কার্য্যস্য মিথ্যাত্বে কারণস্য অপ্যাংশেন মিথ্যাত্বপ্রসক্তেঃ কার্য্যকারণে উভে অপি সত্যে এবেতি। যস্মাদেবং তস্মাৎ বিকারঃ কার্য্যং পদার্থো ব্যবহারার্থো ব্যবহারার্থত্বাত্তাবতাং সত্যোনৈব বক্তব্য সিদ্ধেঃ স্যা ইত্যর্থঃ।

যথা তৈজসাঃ কটককুণ্ডলাদয়ঃ পার্থিবা ঘটশরাবাদয়শ্চ সত্যা এব ব্যবহ্রিয়ন্তে ॥১৭॥

বঙ্গানুবাদ। সেই হেতুই কার্য্য কারণাত্মক, ইহা দেখাইতেছেন। যে কার্য্যের যে আদি বা কারণ ও অন্ত বা লয়স্থান, তাহার মধ্য অবস্থাও সেই, সন্ অর্থাৎ সত্যই। এই অর্থ—পূর্ব্বে অবিকৃত কারণই পশ্চাৎ বিকৃত হইয়া কার্য্যত্ব লাভ করে, কিন্তু কার্য্য কারণ হইতে পৃথক্-ভূত বস্তু নয়। অতএব কার্য্য মিথ্যা হইলে কারণেরও অংশতঃ মিথ্যাত্বপ্রসক্তি বলিয়া কার্য্য কারণ উভয়ই সত্য। যেহেতু এইরূপ, সেইহেতু বিকার—কার্য্য পদার্থ, ব্যবহারার্থ (ব্যবহারেই যাহার প্রয়োজন সেই)—অভ্রান্তগণের সত্যবস্তুরই সহিত সিদ্ধ বলিয়া সত্য, এই অর্থ। যেমন তৈজস—কটককুণ্ডলাদি, পার্থিব—ঘটশরাবাদি সত্য বলিয়াই ব্যবহৃত হয়। ১৭ ॥

অনুদর্শিনী। অবিকৃত কারণ মৃত্তিকা ও সুবর্ণাদি হইতে বিকার্য্য পদার্থ ঘট কুণ্ডলাদিব্যবহারার্থ উৎপন্ন হয় এবং ঘট ও কুণ্ডলাদির অন্ত বা লয়স্থান মৃত্তিকা ও সুবর্ণাদি। অতএব ঘট কুণ্ডলাদি পদার্থ সকল যেরূপ মৃত্তিকা ও সুবর্ণাদি উপাদান হইতে ভিন্ন নহে, তবে অনিত্য হইলেও মিথ্যা নহে তদ্রূপ, জগতের কার্য্যপদার্থ সকল কারণ পদার্থ হইতে ভিন্ন নহে এবং অনিত্য হইলেও মিথ্যা নহে ॥ ১৭ ॥

—

যদুপাদায় পূর্ব্বস্তু ভাবো বিকুরুতেঽপরম্।
আদিরন্তো যদা যস্য তৎ সত্যমভিধীয়তে ॥ ১৮ ॥

অন্বয়। (নন্বেবং তর্হি স্বকার্য্যং প্রতি মহদাদীনামপি-আত্মত্বরূপত্বাৎ সত্যত্বং স্যাত্তত্রাহ) যৎ (রূপম্) উপাদায় (উপাদানকারণতয়া স্বীকৃত্য) পূর্ব্বঃ (কারণরূপো মহদাদিঃ) ভাবঃ অপরম্ (অহঙ্কারাদিকং ভাবং বিকুরুতে তু সৃজতি স এব সন্নিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ) যদা যস্য (কার্য্যস্য) আদিঃ অন্তঃ চ (বিবক্ষ্যতে তদা তু) তৎ (এব) সত্যম্ অভিধীয়তে ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ। যে বস্তুকে উপাদান কারণরূপে গ্রহণ করিয়া মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি অহঙ্কারাদি ভাব পদার্থ সকলের সৃষ্টি করে, সেই বস্তুই সত্য। যখন যে পদার্থ যাহার আদি ও অন্ত বলিয়া স্থিরীকৃত হয়, তখন তাহাই সত্য বলিয়া অভিহিত হয় ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ। কিঞ্চ কার্য্যকারণয়োরুভয়োঃ সত্যত্বেঽপি মৃত্তিকেত্যেব সত্যমিতি শ্রুত্যা যদুচ্যতে তৎ সত্যশব্দেন কারণমেবোচ্যত ইত্যাহ, যদ্বস্তু উপাদায় পূর্ব্বো ভাবঃ পরং বিকুরুতে সৃজতি তৎ সত্যং। যথা পিণ্ডো মৃদুপাদায় স্বয়ং নিমিত্তভূতো ঘটং সৃজতি তন্মৃদেব সত্যম্। কিঞ্চ। যদ্‌যদা যস্যাদিরন্তশ্চ ভবতি তথা সত্যমভিধীয়তে ইতি মৃদঃ সত্যত্ব ঘটমপেক্ষ্য কারণত্বমিতি মৃদাদীনামাপেক্ষিকং সত্যত্বম্। প্রকৃতেস্তু পরমকারণত্বলক্ষণমাত্যন্তিকং সত্যত্বমায়াতম্। অত্র কারণস্যৈব কার্য্যরূপত্বেন প্রতিপাদনাদুভয়োরপি কার্য্যকারণয়োর্বস্তুতঃ সত্যত্বেঽপি তৎ সত্যমভিধীয়ত ইত্যুক্তেঃ কারণস্য সত্যমিতি নাম্নৈব ভগবতা কৃতমিত্যবসীয়তে মৃত্তিকেত্যেব সত্যমিতিশ্রুতেঃ। সৎ কার্য্যবাদেঽপি ব্যাখ্যানার্থং। অতএব সৎ সত্যং ভবতীত্য-প্রযুজ্য তৎ সত্যমভিধীয়তে ইত্যুক্তম্। ব্যাখ্যানান্তরেঽধ্যায়েঽস্মিন্ মায়াবাদস্যাপ্রসঙ্গাৎ কার্য্যকারণয়োর্লক্ষণস্য সর্ব্বৈরেব জ্ঞাতত্বাদ্ বাক্যস্যাস্য বৈয়র্থ্যমেবাপদ্যেতে-ত্যবধেয়ম্ ॥ ১৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। আর কার্য্যকারণ উভয়েই সত্য হইলেও মৃত্তিকা—ইহাও সত্য, ইহা যাহা শ্রুতিতে কথিত হয়, তাহা সত্য শব্দদ্বারা কারণকেই বলা হয়, তাই বলিতেছেন। যেবস্তু উপাদানকারণরূপে স্বীকার করিয়া পূর্ব্ব (কারণরূপ মহদাদি) ভাব অপর (অহঙ্কারাদি ভাবকে) বিকার বা সৃষ্টি করে, তাহা সত্য, যেমন পিণ্ডমৃত্তিকা লইয়া স্বয়ং নিমিত্তভূত ঘট সৃষ্টি করে, সেই মৃত্তিকা সত্য। আর যাহা যে সময়ে যাহার আদি ও অন্ত হয়, তখন সত্য বলা হয়, এই ভাবে মৃত্তিকা সত্য ও ঘটের অপেক্ষায় কারণ, এইরূপে মৃত্তিকাদির আপেক্ষিক সত্যত্ব। কিন্তু প্রকৃতির পরমকারণত্ব লক্ষণ আত্যন্তিক সত্যত্ব, এই আসে (বুঝা যায়)। এস্থলে কারণ কার্য্যরূপে প্রতিপাদিত হওয়ায় কার্য্যকারণ উভয়ই বস্তুতঃ সত্য হইলেও তাহাকে সত্য বলা হয়, এই উক্তি অনুসারে কারণের সত্য নাম

ভগবানই করিয়াছেন জানা যায়, 'মৃত্তিকাই সত্য,' এই শ্রুতিবাক্যের সৎকার্য্যবাদেও ব্যাখ্যান জন্য। অতএব সৎ বা সত্য হইতেছে ; ইহা প্রয়োগ না করিয়া তাহাকে সত্য বলা হয়—ইহা কথিত হইয়াছে। অন্য ব্যাখ্যায় এই অধ্যায়ে মায়াবাদপ্রসঙ্গ না হওয়ায় কার্য্যকারণের লক্ষণ সকলেই জানেন বলিয়া এই বাক্য ব্যর্থ, ইহাই প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইহাতে অবধান করা উচিত ॥১৮॥

অনুদর্শিনী। শ্রীভগবানই সর্ব্বসত্ত্বাসংপাদক—ইহা বলিবার জন্য যুক্তি দেখাইতেছেন।

"যথা সৌম্যেকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্।"

ছান্দোগ্য ৬।১।৪

অর্থাৎ হে সৌম্য, একমাত্র মৃত্তিকার বিষয় জানিতে পারিলেই তাহা হইতে উৎপন্ন ঘট প্রভৃতি মৃন্ময় পাত্রগুলির বিষয় জানা যায় ; যেহেতু ঐ পদার্থগুলি মৃত্তিকারই রূপান্তর, নামমাত্র ভিন্ন।

এইরূপে একখণ্ড স্বর্ণপিণ্ড বা কার্ষ্ণায়নের জ্ঞানদ্বারা তজ্জাতীয় ; তদ্বিকার অথবা ভিন্ননামীয় সকল বস্তুই অবগত হওয়া যায় (ঐ ৫।৬ দ্রষ্টব্য)।

যদা ক্ষিতাবেব চরাচরস্য
বিদাম নিষ্ঠাং প্রভবঞ্চ নিত্যম্।
তন্নামতোঽন্যদ্ব্যবহারমূলং
নিরূপ্যতাং সৎ ক্রিয়য়ানুমেয়ম্ ॥

ভাঃ ৫।১২।৮

শ্রীভরত ঋষি রাজা রহূগণকে বলিলেন—আমরা যখন পৃথিবীতেই স্থাবর-জঙ্গমের নাশ ও উৎপত্তি সর্ব্বদা দর্শন করিতেছি, তখন পৃথিবী ভিন্ন অন্য কাহারও বিকার নাই। অন্য যাবতীয় পরিণামশীল বস্তু নামমাত্র ভিন্ন, যেহেতু সে সকল পৃথিবী হইতে অপৃথক্। যদি যথার্থ কোন ক্রিয়াদ্বারা অন্য মূল অনুমান করিতে পারেন. প্রদর্শন করান।

উপাদেয়, উপাদান্ হইতে অভিন্ন—

"তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ।" ব্রহ্মসূত্র ২।১।১৪

"চিজ্জড়াত্মক ব্রহ্মই সমস্ত জগতের উপাদান। সেই-জন্য ব্রহ্ম হইতে জগৎ ভিন্ন নহে। মনরে এই প্রকার বিনিশ্চয় করিয়া, উপাদানভূত ব্রহ্মকে জানিলেই," সমস্ত জগৎকে জানিতে পারা যায়। একমাত্র মৃৎপিণ্ডকে জানিলেই, সেই মৃৎপিণ্ডরূপ উপাদান হইতে সমুদ্ভূত ঘটাদি সমুদায় পদার্থকে জানিতে পারা যায়। ইহার কারণ এই, মৃৎপিণ্ড ও ঘট উভয়ে কোনরূপ অতিরিক্ততা নাই। তদ্রূপ সকলের উপাদানভূত ব্রহ্মকে জানিলেই তাঁহার উপাদেয় সমস্ত জগৎকেও জানিতে পারা যায়।

যদি বল, উপাদেয় ও উপাদান পরস্পর ভিন্ন বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। তাহার উত্তরে বলিতেছেন, মৃৎপিণ্ডের কম্বুগ্রীবাদিরূপ সংস্থান-সম্বন্ধ সংঘটিত হইলে, বাক্‌পূর্ব্ব ব্যবহারের সিদ্ধির জন্য তাহার বিকার নাম নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ইহার ভাবার্থ এই যে,—"ঘটদ্বারা জল আনয়ন কর" ইত্যাদি বাক্‌পূর্ব্ব ব্যবহার সিদ্ধির জন্য মৃদ্দ্রব্যই সংস্থান-বিশেষে পরিণত হইয়া ঘটাদি নাম ধারণ করিয়া থাকে। এইরূপে ঘটাদি অবস্থায় নীত হইলেও, তাহার নাম সেই মৃত্তিকা, ইহা সর্ব্বথা প্রামাণিক। আবার, তাহা হইতে সমুদ্ভূত ঘটাদিও যে মৃদ্দ্রব্য, অন্য পদার্থ নহে, ইহাও প্রমাণসিদ্ধ। অতএব সেই মৃদ্দ্রব্যেরই সংস্থানান্তরযোগমাত্রে শব্দাদি ভেদ সংঘটিত হইয়া থাকে। এইরূপে উপাদান হইতে উপাদেয় অভিন্ন।"

(গোবিন্দভাষ্য)

শ্রীমন্মহাপ্রভুরও বাল্যলীলায় দেখা যায় যে—

একদিন শচী খই-সন্দেশ আনিয়া।
বাটাভরি দিয়া বলে,—খাও ত' বসিয়া ॥
এত বলি' গেলা শচী গৃহে কর্ম্ম করিতে।
লুকাঞা লাগিলা শিশু মৃত্তিকা খাইতে ॥
দেখি শচী ধাঞা আইলা করি' হায়, হায়।
মাটি কাড়ি' লঞা বলে, মাটি কেনে খায় ॥
কাঁদিয়া বলেন শিশু—কেনে কর রোষ।
তুমি মাটি খাইতে দিলে, মোর কিবা দোষ ॥
খই-সন্দেশ-অন্ন, যতেক—মাটির বিকার।
ইহ মাটি, সেহ মাটি, কি ভেদ-বিচার।

মাটি—দেহ, মাটি—ভক্ষ্য, দেখহ বিচারি।
অবিচারে দেহ দোষ, কি বলিতে পারি॥
চৈঃ চঃ অা ১৪শ পঃ

"কারণের সত্তা—সার্ব্বকালিকী আর কার্য্যের সত্তা—কৈঞ্চিৎকালিকী। অতএব জগৎ সত্যই কিন্তু নশ্বরত্বহেতু অনিত্য। কারণের নিত্যত্ব, কার্য্যের কিন্তু সত্যত্বই, মিথ্যাত্বও নহে, নিত্যত্বও নহে। বিগীতজ্ঞানিগণ এই বিশ্বকে মিথ্যা মনোবিলাস এবং বিগীতকর্ম্মিগণ এই বিশ্বকে সত্য ও সার্ব্বকালিকসত্তা-বিশিষ্ট বলেন।"

(ভাঃ ১০।৮৭।৩৬-৩৭ শ্লোকের টীকায় শ্রীবিশ্বনাথ)

"এই বিশ্ব সচ্চিদানন্দ তত্ত্ব হইতে উত্থিত হইয়াছে বলিয়া ইহা 'নিত্য সত্য'—এরূপ বলিলে তর্কহত হইয়া ব্যভিচার উদয় হয়। আবার এই বিশ্ব ব্রহ্মের বিবর্ত্ত বলিয়া ইহাকে 'নিতান্ত মিথ্যা' বলিলে তর্কহত মিথ্যা কথা হয়। অতএব 'এই বিশ্ব সত্য হইয়াও নশ্বর'—এই কথা বলিলে সত্যের প্রতিষ্ঠা হয়। চিন্তামণি যেরূপ স্বর্ণাদি প্রসব করে, তদ্রূপ পারমেশ্বরী শক্তিও এই নশ্বর জগৎকে প্রসব করিয়াছেন।" - ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ

কার্য্যের আদিতে ও অন্তে যাহা থাকে, তাহাই সত্য। ঘটরূপ কার্য্যের আদিতে ও অন্তে মৃত্তিকা থাকে, সুতরাং মৃত্তিকাই সত্য আবার প্রকৃতি ঐ মৃত্তিকার কারণ বলিয়া প্রকৃতি মৃত্তিকা হইতেও সত্য। অর্থাৎ প্রকৃতি আত্যন্তিক সত্য আর মৃত্তিকাদি আপেক্ষিক সত্য। প্রকৃতি—পরমেশ্বরের শক্তি এবং নিত্যা। আর মৃত্তিকাদি নশ্বর বলিয়া আপেক্ষিক সত্য।

প্রকৃতি হইতে জগৎ প্রসূত হইলেও প্রকৃতির ঐ কার্য্যে স্বতঃকর্তৃত্ব নাই। পরমেশ্বরের ঈক্ষণশক্তিলাভে তাহার ঐ কার্য্যযোগ্যতা। অতএব পরমেশ্বরেরই পরমকারণত্ব বলিয়া তিনি নিত্য সত্য ও সর্ব্বকারণকারণ।

নশ্বরেষ্বিহ ভাবেষু তদসি ত্বমনশ্বরম্।
যথা দ্রব্যবিকারেষু দ্রব্যমাত্রং নিরূপিতম্॥
ভাঃ ১০।৮৫।১২

শ্রীবসুদেব শ্রীরামকৃষ্ণকে বলিলেন—মৃত্তিকা-সুবর্ণ প্রভৃতি বস্তুর বিকার জাত ঘটকুণ্ডল প্রভৃতি বিনশ্বর পদার্থসমূহের মধ্যে যেরূপ মৃত্তিকা-সুবর্ণ প্রভৃতি বস্তুই অবিনশ্বর-মূলরূপে নির্ণীত হয়, তদ্রূপ জগতে বিনাশশীল পদার্থসমূহের মধ্যে একমাত্র আপনিই অবিনশ্বররূপে বর্ত্তমান থাকেন।

সর্ব্বকারণ কারণ—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥
ব্রহ্মসংহিতা ৫।১

যস্যাংশাংশাংশভাগেন বিশ্বস্থিত্যপ্যয়োদ্ভবাঃ।
ভবন্তি কিল বিশ্বাত্মং স্তং ত্বাদ্যাহং গতিং গতা॥
ভাঃ ১০।৮৫।৩১

এই অধ্যায়ে মায়াবাদ প্রসঙ্গ নহে। উহা ভক্তিবিরুদ্ধ মত। মায়াবাদে—'ব্রহ্ম—চিৎস্বরূপ নিরাকার,' 'এই জগৎ মায়ামাত্র বা মিথ্যা' 'জীব বস্তুতঃ নাই',—কেবল 'অজ্ঞান-কল্পিত' এবং 'ঈশ্বরে মায়ামুগ্ধতারূপ অজ্ঞানই বিদ্যমান' ইত্যাদি বিচার আছে।

স্বরূপ কহে,—তথাপি মায়াবাদ-শ্রবণে।
'চিৎব্রহ্ম, মায়া মিথ্যা' এই মাত্র শুনে॥
'জীবজ্ঞান-কল্পিত,' 'ঈশ্বরে সকল অজ্ঞান।'
যাহার শ্রবণে ভক্তের ফাটে মন প্রাণ॥
চৈঃ চঃ অঃ ২ পঃ ১৮

প্রকৃতির্যস্যোপাদানমাধারঃ পুরুষঃ পরঃ
সতোঽভিব্যঞ্জকঃ কালো ব্রহ্ম তৎত্রিতয়ন্ত্বহম্॥১৯॥

অন্বয়। (ননু তথাপি প্রকৃতিপুরুষকালানামকার্য্যভূতানাং ভিন্নত্বাৎ কথমদ্বিতীয়তা তত্রাহ) অস্য সতঃ (কার্য্যস্য) উপাদানং যা প্রকৃতি (যশ্চ তস্যাঃ) আধারঃ (অধিষ্ঠাতা) পরঃ পুরুষঃ (যশ্চ গুণক্ষোভেণ তস্যাঃ) অভিব্যঞ্জকঃ কালঃ (ভবতি) তৎ ত্রিতয়ং তু ব্রহ্ম (ব্রহ্মস্বরূপঃ) অহম্ (অহমেব ন পৃথক) ॥১৯॥

অনুবাদ। এই জগৎকার্য্যের উপাদান প্রকৃতি, প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা পুরুষ, ও গুণক্ষোভদ্বারা অভিব্যঞ্জক কাল, এই পদার্থত্রয় ব্রহ্মস্বরূপ আমিই, আমা হইতে ভিন্ন নহে ॥১৯॥

বিশ্বনাথ। নম্ন তর্হি পরমেশ্বরস্ত তব কথং পরম কারণত্বলক্ষণমাত্যন্তিকসত্যত্বং তত্রাহ,—প্রকৃতির্হীতি। অস্ত সতঃ কার্য্যস্তোপাদানং যা প্রকৃতিঃ প্রসিদ্ধা যশ্চাস্ত আধারঃ কেষাঞ্চিন্মতে অধিষ্ঠানকারণং পুরুষঃ, যশ্চ গুণক্ষোভেণাভিব্যঞ্জকঃ কালো নিমিত্তং তত্ত্রিতয়ং ব্রহ্মরূপোঽহমেব প্রকৃতেঃ শক্তিত্বাৎ পুরুষস্ত মদংশত্বাৎ কালস্ত মচ্চেষ্টারূপত্বাৎ তত্ত্রিতয়মহমেব। এবঞ্চ প্রকৃতের্জগদুপাদানত্বাদেব মম জগদুপাদানত্বম্। কিঞ্চ তস্ত বিকারিত্বেঽপি ন মে বিকারিত্বং তস্তা মচ্ছক্তিত্বেঽপি মৎস্বরূপশক্তিত্বাভাবাৎ, কিন্তু বহিরঙ্গশক্তিত্বমেব মৎস্বরূপস্ত মায়াতীতত্বেন সর্ব্বশাস্ত্রপ্রসিদ্ধেঃ ॥১৯॥

বঙ্গানুবাদ। আচ্ছা, তাহা হইলে পরমেশ্বর আপনার পরম-কারণত্ব লক্ষণ আত্যন্তিক সত্যত্ব কিরূপে হয়? তাই বলিতেছেন। এই সৎ বা কার্য্যের উপাদান যে প্রকৃতি প্রসিদ্ধ, যেটী ইহার আধার, কাহারও কাহারও মতে অধিষ্ঠান কারণ পুরুষ, গুণক্ষোভদ্বারা অভিব্যঞ্জক যে কাল নিমিত্ত, সেই তিনটী—ব্রহ্মরূপ আমিই প্রকৃতির শক্তি বলিয়া, পুরুষ আমার অংশ বলিয়া ও কাল আমার চেষ্টারূপ বলিয়া সেই তিনটী আমিই। এইরূপে প্রকৃতি জগৎ-উপাদান বলিয়া আমিও জগদুপাদান। আর প্রকৃতি বিকারী হইলেও আমি বিকারী নয়, যেহেতু সে আমার শক্তি হইলেও আমার স্বরূপ শক্তি নয়, কিন্তু বহিরঙ্গশক্তিমাত্র। আমার স্বরূপ মায়াতীত বলিয়া সর্ব্বশাস্ত্র প্রসিদ্ধ ॥ ১৯ ॥

অনুদর্শিনী। প্রকৃতি, পুরুষ ও কাল যখন জগতের কার্য্যরূপ নহে, কারণস্থানীয়, তখন পরমেশ্বরের পরম কারণত্ব কিরূপে সিদ্ধ হয়? উত্তরে ভগবান্ বলিতেছেন—প্রকৃতি—উপাদান কারণ আমার বহিরঙ্গাশক্তি; পুরুষ—অধিষ্ঠান কারণ, আমার অংশ এবং কাল—নিমিত্ত-কারণ, আমার চেষ্টারূপ—এই তিনটি আমিই। অতএব আমিই পরম কারণ। তবে আমার বহিরঙ্গাশক্তি প্রকৃতি বিকারী, আমি নির্ব্বিকার এবং মায়াতীত।

বিশেষ দ্রষ্টব্য। প্রকৃতি, ভগবান্ শ্রীহরির বহিরঙ্গা শক্তি। অতএব শক্তির কার্য্য, শক্তিমানেরই। তাহা ছাড়া প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত জগতের উপাদান কারণ আপাতদৃষ্টিতে প্রকৃতি হইলেও শ্রীভগবানই মূল উপাদান।

'জগৎকারণ নহে প্রকৃতি জড়রূপা।
শক্তি-সঞ্চারিয়া তারে কৃষ্ণ করে কৃপা॥
কৃষ্ণশক্ত্যে প্রকৃতি হয় গৌণ কারণ।
অগ্নিশক্ত্যে লোহ যৈছে করয়ে জারণ॥
অতএব কৃষ্ণ মূল-জগৎকারণ।
প্রকৃতি—কারণ, যৈছে অজাগলস্তন॥'

চৈঃ চঃ আ ৫ পঃ

তবে মৃন্ময় ঘটের মৃত্তিকা ব্যতীত মৃদতীত বস্তু যেমন উপাদান কারণ হইতে পারে না; তদ্রূপ বিকারযুক্ত, গুণময় বিশ্বের উপাদানকারণ শ্রীভগবান্ও যে বিকারী ও গুণময় হইবেন, তাহা নহে। প্রাকৃত জগতে সূর্য্যই যখন আকাশে দৃষ্ট মেঘ-হিমাদির উপাদান কারণ হইয়াও তদতীত ও নির্ব্বিকার, তখন সূর্য্যেরও বরেণ্য সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ শ্রীহরি নির্ব্বিকার ও গুণাতীত ন'ন কি? অর্থাৎ নিশ্চয়ই নির্ব্বিকার ও গুণাতীত। ভক্ত শ্রীনারদ বলিয়াছেন—'যথা নভস্যব্‌ভ্রতমঃ প্রকাশা' ভাঃ ৪।৩১।১৭। দেবগণও শ্রীভগবানের স্তবমুখে বলিয়াছেন—'আত্মনৈবাক্রমমাণেন সগুণমগুণঃ সৃজসি পাসি হরসি।' ভাঃ ৬।৯।৩৩

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বকারণকারণ—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥ ব্রঃসঃ
"তেনৈকমাত্মানমশেষদেহিনাং
কালং প্রধানং পুরুষং পরেশম্।" ভাঃ ৪।৩১।১৮

ভক্ত শ্রীনারদ প্রচেতসগণকে বলিলেন—অতএব পরমেশ সর্ব্বকারণের কারণ, তিনি নিখিল দেহীর আত্মা, তিনি কাল অর্থাৎ নিমিত্তকারণ, প্রধান অর্থাৎ উপাদান কারণ, এবং পুরুষ অর্থাৎ কর্ত্তা। ভগবান্ বাসুদেব কেবল পরমকারণ নহেন, তিনিই পুরুষ এবং তিনিই প্রকৃতি—

ভক্ত উদ্ধব বলিয়াছেন—

"এতৌ হি বিশ্বস্য চ বীজযোনী

রামো মুকুন্দঃ পুরুষঃ প্রধানম্।" ভাঃ ১০।৪৬।৩১

রাম ও কৃষ্ণ এই বিশ্বের নিমিত্ত ও উপাদানস্বরূপ। ইঁহারা দুইজনেই পুরুষ এবং দুইজনেই প্রকৃতি।

শ্রীঅক্রূর বলিলেন—

"পুরুষেশ প্রধানায় ব্রহ্মণেঽনন্তশক্তয়ে।"

ভাঃ ১০।৪০।২৯

"প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতি, তৎপ্রবর্ত্তক পুরুষ, ঈশ অর্থাৎ কাল—এই ত্রিতয়াত্মা ব্রহ্ম আপনাকে নমস্কার"—শ্রীধর।

"তমেব দেবং বয়মাত্মদেবতং

পরং প্রধানং পুরুষং বিশ্বমন্যম্।" ভাঃ ৬।৯।২৬

দেবগণ স্তবমুখে বলিলেন—'তিনি জীবের উপাস্য, পরম কারণ প্রকৃতি ও পুরুষ—এই উভয়াত্মক এবং বিশ্বস্বরূপ হইয়াও বিশ্ব হইতে ভিন্ন অর্থাৎ প্রপঞ্চের ন্যায় বিকারযুক্ত নহেন।'

এই শ্লোকের টীকায় পূজ্যপাদ শ্রীল শ্রীধরস্বামী বলিয়াছেন—"যদি বল প্রকৃতি ও পুরুষই জগতের কারণ; তদুত্তর এই যে প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয়ই ভগবতাত্মক।" বৃদ্ধ বৈষ্ণব শ্রীপাদ মধ্বমুনি ব্রহ্মসূত্রের ১।৪।২৪—'অভিধ্যোপদেশাচ্চ' (অর্থাৎ সংকল্প ও বহু স্রষ্টৃত্বের উপদেশ দ্বারাও ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে) শ্লোকের ভাষ্যে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—'স্ত্রীশব্দা অপি তদিষয়েবেত্যাহ হস্তৈতমেব পুরুষং সর্ব্বাণি নামান্যভিবদন্তি। যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রায়ণাঃ সমুদ্রমভিবিশন্ত্যেবমেবৈতানি নামানি সর্ব্বাণি পুরুষমভিসংবিশন্তীতি প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ প্রকৃতিশব্দবাচ্যোঽপি স এব।'

অর্থাৎ প্রকৃতিশব্দ স্ত্রীবাচক হইলেও উহা ভগবৎপ্রতিপাদক। কেননা প্রবাহমান নদীসকল যেমন সমুদ্রে প্রবিষ্ট হয়, তদ্রূপ সর্ব্বপ্রকার নামই পরমপুরুষ ভগবানের অভিধায়ক। অতএব 'প্রকৃতি' শব্দ বিষ্ণুপর জানিতে হইবে। যথা পৈঙ্গিশ্রুতি—

"এষ হ্যেব পুরুষ এষ প্রকৃতিরেষ আত্মৈষ ব্রহ্মৈষ লোক এষ আলোকোঽসৌ হরিরাদিরনাদিরনন্তোঽতঃ পরমঃ পরাবিশ্বরূপঃ"

অর্থাৎ ইনিই স্ত্রী, ইনিই পুরুষ, ইনিই প্রকৃতি, ইনিই আত্মা, ইনিই ব্রহ্ম, ইনিই লোক, ইনিই আলোক। এই হরি আদি, অনাদি ও অনন্ত। অতএব তিনিই পরাৎপর বিশ্বরূপ।

শ্বেতাশ্বতরেও দেখা যায়—ত্বং স্ত্রী ত্বংপুমানসি' —৪র্থঅঃ ৩॥

এই স্থলে সন্দেহ হইতে পারে যে, ভগবানকে প্রকৃতি বলিলে তাঁহাকে বিকারী বলিতে হয়; কিন্তু মূলশ্লোকে 'অন্যম্' শব্দের দ্বারা তাহা নিরস্ত হইয়াছে। অর্থাৎ তিনি প্রকৃতি হইয়াও প্রকৃতির ন্যায় বিকারশীল নহেন। যথা নারদীয় পুরাণে—

অবিকারোঽপি পরমঃ প্রকৃতিস্তু বিকারিণী।

অনুপ্রবিশ্য গোবিন্দঃ প্রকৃতিশ্চাভিধীয়তে॥

অর্থাৎ পরমাত্মা অবিকারী, কিন্তু প্রকৃতি বিকারিণী। গোবিন্দ সেই প্রকৃতিতে অনুপ্রবিষ্ট হন বলিয়া তিনি প্রকৃতি নামে অভিহিত হন।

প্রকৃতি অব্যবধানে জগৎ প্রসব করেন বলিয়া তিনি (প্রকৃতি) জগৎকারণ বলিয়া কথিত হন। বস্তুতঃ ভগবান্ বাসুদেবই জগতের একমাত্র মূলকারণ। যথা ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—

সূতির্ব্যবধানেন প্রকৃতিত্বমিতি স্থিতিঃ।

উভয়াত্মকসূতিত্বাদ্বাসুদেবঃ পরঃ পুমান্।

প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চেতি শব্দৈরেকোঽভিধীয়তে॥

অর্থাৎ ব্যবধানরূপে যে জগৎপ্রসূতিত্ব তাহাই—পুরুষত্ব এবং অব্যবধানরূপে যে জগৎপ্রসূতিত্ব তাহাই—প্রকৃতিত্ব এই উভয় শক্তিবশতঃ এক বাসুদেবই প্রকৃতি ও পুরুষশব্দে অভিহিত হন। অতএব বাসুদেবই প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয়াত্মক বিশ্বস্বরূপ পরমকারণ॥১৯॥

—

সর্গঃ প্রবর্ত্ততে তাবৎ পৌর্ব্বাপর্য্যেণ নিত্যশঃ।

মহান্ গুণবিসর্গার্থঃ স্থিত্যন্তো যাবদীক্ষণম্॥২০॥

অন্বয়। যাবৎ ঈক্ষণং (যাবৎ কালং পরমেশ্বরস্য ঈক্ষণং ভবতি) তাবৎ নিত্যশঃ (অবিচ্ছেদেন) পৌর্ব্বা-

পর্য্যেণ (পিতৃপুত্রাদিরূপেণ) গুণবিসর্গার্থঃ (গুণেষু দেহেষু বিবিধতয়া সৃজ্যত ইতি গুণবিসর্গঃ জীবঃ তদর্থস্তদ্ভোগ-প্রয়োজনঃ) স্থিত্যন্তঃ (স্থিতেঃ অন্তঃ যাবৎ) মহান্ (বহুলঃ) সর্গঃ (সৃষ্টিপ্রবাহঃ) প্রবর্ত্ততে ॥২০॥

অনুবাদ। যে কাল পর্য্যন্ত পরমেশ্বরের সৃষ্টির অনুকূল পর্য্যবেক্ষণ থাকে, সেকাল পর্য্যন্ত গুণপ্রবাহে বিবিধভাবাপন্ন জীবগণের ভোগের জন্য পিতৃপুত্রাদি অবিচ্ছিন্নক্রমে বহুল সৃষ্টিপ্রবাহ প্রবর্ত্তিত থাকে ॥২০॥

বিশ্বনাথ। জগৎ সর্গোঽয়ং কিয়ৎ কালাবধিরিতি চেৎ স্থিতিকালপর্য্যন্ত ইত্যাহ,—সর্গ ইতি। মহানতি-বহুলঃ পৌর্ব্বাপর্য্যেণ পিতৃপুত্রাদিরূপেণ নিত্যশোঽ-বিচ্ছেদেন, কিমর্থঃ। গুণেষু দেহেষু বিবিধয়া সৃজ্যত ইতি গুণবিসর্গো জীবস্তদর্থস্তদ্ভোগাদিপ্রয়োজনকঃ স চ সর্গস্তাবৎ প্রবর্ত্ততে যাবৎ স্থিত্যন্ত স্থিতেঃ পালনস্যান্তঃ সমাপ্তিঃ। স চান্ত এব কিমবধিকস্তত্রাহ, যাবদীক্ষণং পালনেচ্ছানুকূলমিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

বঙ্গানুবাদ। এই সৃষ্টি বা জগৎ কিয়ৎকাল অবধি, ইহা যদি হয় তবে স্থিতিকাল পর্য্যন্ত, তাই বলিতেছেন। মহান্—অতিবহুল পৌর্ব্বাপর্য্যে পিতৃপুত্রাদিরূপে নিত্যশঃ—বা অবিচ্ছেদে। গুণবিসগার্থ—গুণ বা দেহে বিবিধভাবে যাহা সৃষ্ট, গুণ-বিসর্গ—জীব তদর্থ অর্থাৎ তাহার ভোগাদি প্রয়োজন। সেই সর্গ (সৃষ্টি) ততকাল প্রবৃত্ত থাকে, যতকাল স্থিত্যন্ত—স্থিতি অর্থাৎ পালনের অন্ত বা সমাপ্তি। সেই অন্ত কি অবধি, তাই বলিতেছেন—যাবৎ ঈক্ষণ অর্থাৎ পালনেচ্ছার অনুকূল, এই অর্থ ॥ ২০ ॥

অনুদর্শিনী। পরমেশ্বরই আত্যন্তিক সত্য, আদি-কালে সৃষ্টিকারণস্বরূপে, মধ্যে কার্য্যরূপে এবং অন্তে অবধিস্বরূপে তাঁহার স্থিতি। সৃষ্টি প্রবাহের সীমা প্রদর্শন করিতেছেন—যে কাল পর্য্যন্ত পরমেশ্বরের পালনেচ্ছার অনুকূল পর্য্যবেক্ষণ থাকে সেই কাল পর্য্যন্তই সৃষ্টিপ্রবাহ প্রবর্ত্তিত থাকে।

জীবের ভোগাদির জন্যই বিশ্বের সৃষ্ট্যাদি—'হেতুর্জী-বোঽস্য সর্গাদেঃ'—ভাঃ ১২।৭।১৮ "জীবার্থমেব ভগবতা বিশ্বস্য সর্গাদেঃ কৃতত্বাজ্জীবো নিমিত্তমিতি ভাবঃ।'

—শ্রীল বিশ্বনাথ।

বিরাণ্ময়াসাদ্যমানো লোককল্পবিকল্পকঃ।
পঞ্চত্বায় বিশেষায় কল্পতে ভুবনৈঃ সহ ॥ ২১ ॥

অন্বয়। (প্রলয়ং নিরূপয়তি) ময়া (কালাত্মনা) আসাদ্যমানঃ (ব্যাপ্যমানঃ) বিরাট্ (ব্রহ্মাণ্ডং) লোক-কল্পবিকল্পকঃ (লোকানামহর্ম্মহঃ কল্পাঃ সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়াঃ বিবিধাঃ কল্প্যন্তে যস্মিন্ তান্ বা যস্মিন্ বিকল্পয়তীতি স-তথাভূতোঽপি) ভুবনৈঃ সহ পঞ্চত্বায় (পঞ্চত্বরূপায়) বিশেষায় (বিভাগায়) কল্প্যতে (যোগ্যো ভবতি) ॥২১॥

অনুবাদ। কালাত্মক আমা কর্ত্তৃক পরিব্যাপ্ত লোক-গণের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের আধার-স্বরূপ ব্রহ্মাণ্ড ভুবন সকলের সহিত পঞ্চত্বরূপ বিভাগযোগ্য হইয়া থাকে ॥২১॥

বিশ্বনাথ। তদনন্তরং কিং ভবিষ্যতীতি চেৎ প্রলয় এবেতি তং নিরূপয়তি, বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ডং ময়া কালাত্মনা ব্যাপ্যমানঃ লোকানাং ভূরাদীনাং মনুষ্যতির্য্যগাদীনাং বা কল্পঃ সামান্যতঃ কল্পনা বিকল্পো বিশেষতশ্চ কল্পনা যত্র সঃ। পঞ্চত্বায় বিশেষায় পঞ্চত্বরূপো যো বিশেষঃ বিভাগস্তস্মৈ তং প্রাপ্তুং কল্পতে যোগ্যো ভবতি, পঞ্চত্বং মৃত্যুঃ ॥ ২১ ॥

বঙ্গানুবাদ। তাহার পর কি হইবে? এই যদি প্রশ্ন হয়, উত্তর - প্রলয়। সেই প্রলয় নিরূপণ করিতেছেন। বিরাট্ অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড কালাত্ম আমা কর্ত্তৃক আসাদ্যমান বা ব্যাপ্যমান হইয়া লোক কল্পবিকল্পক যাহাতে লোক অর্থাৎ ভূ প্রভৃতির অথবা মনুষ্যতির্য্যক্ প্রভৃতির কল্প অর্থাৎ সামান্যভাবে কল্পনা, বিকল্পনা অর্থাৎ বিশেষভাবে কল্পনা। পঞ্চত্বরূপ যে বিশেষ অর্থাৎ বিভাগ তাহা প্রাপ্তি জন্য যোগ্য হয়, পঞ্চত্ব—মৃত্যু ॥ ২১ ॥

অনুদর্শিনী। আমি কালাত্মক—

যোঽন্তঃ প্রবিশ্য ভূতানি ভূতৈরত্ত্যখিলাশ্রয়ঃ।
স বিষ্ণ্বাখ্যোঽধিযজ্ঞোঽসৌ কালঃ কলয়তাং প্রভুঃ ॥
ভাঃ ৩।২৯।৩৮

শ্রীকপিলদেব কহিলেন—কাল সকলের আশ্রয়, ভূত-গণের দ্বারাই ভূতগণকে সংহার করিতেছেন। ইনি সর্ব্ব যজ্ঞের ফল-বিধাতা এবং যাহারা অন্যকে বশীভূত করে, তাহাদিগের প্রভু বিষ্ণুরই একটী সংজ্ঞাবিশেষ।

কালাত্মক ভগবান্ ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় প্রভৃতি বিশেষধর্ম্ম উঁহাতে আরোপ করিয়াছিলেন।

লোক—ভূ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ, সত্য—সাতটী ঊর্দ্ধলোক এবং তল, অতল, বিতল, নিতল, তলাতল, মহাতল ও সুতল—সাতটী পাতাল—সাকল্যে চতুর্দ্দশ লোক।

জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জাদি প্রাণিসকল। পঞ্চস্বরূপ—ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতের পৃথক ভাব প্রাপ্তি॥ ২১॥

অন্নে প্রলীয়তে মর্ত্ত্যমন্নং ধানাসু লীয়তে।
ধানা ভূমৌ প্রলীয়ন্তে ভূমির্গন্ধে প্রলীয়তে॥
অপ্সু প্রলীয়তে গন্ধ আপশ্চ স্বগুণে রসে।
লীয়তে জ্যোতিষি রসো জ্যোতী রূপে প্রলীয়তে॥
রূপং বায়ৌ স চ স্পর্শে লীয়তে সোঽপি চাম্বরে।
অম্বরং শব্দতন্মাত্রে ইন্দ্রিয়াণি স্বযোনিষু॥
যোনির্বৈকারিকে সৌম্য লীয়তে মনসীশ্বরে।
শব্দো ভূতাদিমপ্যেতি ভূতাদির্মহতি প্রভুঃ॥
স লীয়তে মহান্ স্বেষু গুণেষু গুণবত্তমঃ।
তেঽব্যক্তে সম্প্রলীয়ন্তে তৎকালে লীয়তেঽব্যয়ে॥
কালো মায়াময়ে জীবে জীব আত্মনি মহ্যজে।
আত্মা কেবল আত্মস্থো বিকল্পাপায়লক্ষণঃ॥২২-২৭

অন্বয়। (প্রত্যুক্তসৃষ্টিক্রমপ্রাতিলোম্যেন প্রলয়মাহ) মর্ত্ত্যং (শরীরম্) অন্নে (যেনান্নেনোপচিত তস্মিন্নন্নে) প্রলীয়তে, অন্নং ধানাসু (স্বস্ববীজেষু) লীয়তে (বীজমাত্রাবশেষং ভবতীত্যর্থঃ); ধানাঃ (বীজানি) ভূমৌ প্রলীয়ন্তে (উপ্তা ন প্ররোহন্তীত্যর্থঃ), ভূমিঃ গন্ধে প্রলীয়তে, গন্ধঃ অপ্সু প্রলীয়তে, আপঃ চ স্বগুণে রসে (লীয়ন্তে), রসঃ জ্যোতিষি লীয়তে, জ্যোতিঃ রূপে প্রলীয়তে), (বায়ুনাভিভূয়মানং রূপমাত্রং সৎ তস্মিন্ লীয়তে) রূপং বায়ৌ (প্রলীয়তে), সঃ (বায়ুঃ) চ স্পর্শে লীয়তে, সঃ (স্পর্শঃ) চ অপি অম্বরে (আকাশে লীয়তে), অম্বরং শব্দতন্মাত্রে (লীয়তে), ইন্দ্রিয়াণি স্বযোনিষু (স্বপ্রবর্ত্তকদেবতাসু লীয়ন্তে), (হে) সৌম্য; যোনিঃ (যোনয়ো দেবতাস্তু) ঈশ্বরে (নিয়ন্তরি) মনসি লীয়তে, (মনশ্চ) বৈকারিকে (অহঙ্কারে লীয়তে), শব্দঃ ভূতাদিং (তামসাহঙ্কারম্) অপ্যেতি (তস্মিন্ লীয়ত ইত্যর্থঃ) প্রভুঃ (সমর্থঃ সর্ব্বজগন্মোহকরঃ) ভূতাদিঃ (ত্রিবিধোঽপ্যহঙ্কার ইতি যাবৎ) মহতি (মহত্তত্ত্বে জড়াংশং বিহায় জ্ঞানক্রিয়াশক্তিমাত্ররূপো ভবতি), গুণবত্তমঃ (জ্ঞানক্রিয়াশক্তিমান্) সঃ মহান্ স্বেষু গুণেষু (স্বকারণেষু গুণেষু) লীয়তে (তাদৃশং ভাবং বিহায় গুণমাত্ররূপো ভবতীত্যর্থঃ), তে (গুণাঃ) অব্যক্তে (প্রকৃতৌ) সংপ্রলীয়ন্তে (সাম্যাবস্থাং গচ্ছন্তীত্যর্থঃ), তৎ (অব্যক্তম্) অব্যয়ে (উপরতবৃত্তৌ) কালে লীয়তে (তেনৈকীভূয়াবতিষ্ঠতে) কালঃ মায়াময়ে (মায়াপ্রবর্ত্তকে জ্ঞানময়ে বা) জীবে (জীবয়তীতি জীবঃ তস্মিন্ মহাপুরুষে লীয়তে), জীবঃ আত্মনি অজে ময়ি (লীযতে), বিকল্পাপায়লক্ষণঃ (বিকল্পাপায়াভ্যাং বিশ্বোৎপত্তিলয়াভ্যাং লক্ষ্যতে অধিষ্ঠানত্বেনাবধিত্বেন বেত্তি তথা সঃ) কেবলঃ (নিরুপাধিঃ) আত্মা আত্মস্থঃ (স্বস্বরূপে স্থিতো ভবতি)॥ ২২-২৭॥

অনুবাদ। প্রলয়কালে মর্ত্ত্য শরীর অন্নে, অন্ন বীজে, বীজ পৃথিবীতে, পৃথিবী গন্ধ-তন্মাত্রে, গন্ধ জলে, জল রস-তন্মাত্রে, রস তেজে, তেজ রূপ-তন্মাত্রে, রূপ বায়ুতে, বায়ু স্পর্শ-তন্মাত্রে, স্পর্শ আকাশে, আকাশ শব্দ-তন্মাত্রে, ইন্দ্রিয় সকল স্ব স্ব প্রবর্ত্তক দেবগণে, দেবতাগণ নিয়ামক মনে, মন অহঙ্কারে, শব্দ তামসাহঙ্কারে, অহঙ্কারত্রয় মহত্তত্ত্বে, মহত্তত্ত্ব গুণসমূহে, গুণ সকল প্রকৃতিতে, প্রকৃতি কালে, কাল জ্ঞানময় জীবে এবং জীব আমাতে লীন হইয়া থাকে। বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় হেতুভূত নিরুপাধিক আমার অন্যত্র লয় হয় না, আমি স্ব-স্বরূপে অবস্থান করি॥ ২২—২৭॥

বিশ্বনাথ। তত্র "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্বায়ুঃ বায়োরগ্নিরগ্নেরাপঃ অদ্ভ্যঃ পৃথিবী পৃথিব্যা ওষধয়ঃ ওষধিভ্যোঽন্নং অন্নাৎ পুরুষঃ" ইতি শ্রুত্যুক্ত সৃষ্টিক্রম প্রাতিলোম্যেন প্রলয়মাহ,—মর্ত্ত্যং শরীরং.

বেনোপচিতং তস্মিন্নয়ে শতবর্ষব্যাপিন্যনাবৃষ্টির্বা ভবেৎ তন্মধ্য এব প্রথমং শরীরস্ত তদনন্তরমেবান্নস্য কাৎর্স্ন্যেন নাশাৎ ততশ্চান্নং ধানাসু স্ব-স্ববীজেষু ধানা ভূমৌ ভূমির্গন্ধে ইতি সম্বর্ত্তকাদিশোষিতা সঙ্কর্ষণমুখাগ্নিদগ্ধা চ সতী স্বগুণ-গন্ধমাত্রাবশেষা ভবতীত্যর্থঃ। ইন্দ্রিয়াণি স্বযোনিষু স্বযোনৌ তৈজসাহঙ্কারে। যোনিস্তৈজসাহঙ্কারো বৈকারিকাহঙ্কার-কার্য্যে মনসি। কুত ঈশ্বরে তৈজসাহঙ্কারস্ত জ্ঞানকর্ম্মময়-ত্বাজ্-জ্ঞানকর্ম্মণোশ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ম্মেন্দ্রিয়রূপত্বাৎ জ্ঞানে-ন্দ্রিয়কর্ম্মেন্দ্রিয়াণাঞ্চ মনস এব ঈশিতব্যত্বাৎ মন এব তেষামীশ্বর ইতি যুক্তেঃ। অম্বরং শব্দতন্মাত্র ইত্যুক্তং তত্র শব্দতন্মাত্রস্ত লয়মাহ—শব্দো ভূতাদিং তামসাহঙ্কারং অপ্যেতি তস্মিন্ লীয়ত ইত্যর্থঃ। ভূতাদিস্তামসাহঙ্কারো বৈকারিকাহঙ্কারশ্চ মহতি। স চ সূত্রসংযুতো মহান্ গুণেষু। তে চ গুণা অব্যক্তে প্রকৃতৌ গুণানাং বৈষম্য-ত্যাগ এব লয়ো বিবক্ষিতঃ। প্রকৃতেগুর্ণসাম্যরূপত্বাৎ। তৎ অব্যক্তং কালে লীয়ত ইতি—প্রকৃতের্লয়ো ব্যাখ্যাতুম-শক্যঃ। "ন তস্য কালাবয়বৈঃ পরিণামাদয়ো গুণাঃ। অনাদ্যনন্তমব্যক্তং নিত্যং কারণমব্যয়ম্" ইতি দ্বাদশোক্তৌ প্রকৃতের্নিত্যত্বশ্রবণাৎ জায়ন্তেয়োপাখ্যানেঽপ্যন্তরীক্ষেণ প্রলয়বর্ণনে প্রকৃতের্লয়ো নোক্তঃ। অতএবোক্তং— "লয়ঃ প্রাকৃতিকো হ্যেষ পুরুষাব্যক্তয়োর্যদা। শক্তয়ঃ সংপ্রলীয়ন্তে বিবশাঃ কালবিদ্রুতাঃ" ইতি তস্মাদেবং ব্যাখ্যেয়ং। তৎকালে তস্মিন্ কালে তে গুণা অব্যক্তে সংপ্রলীয়ন্তে ততশ্চ কালো লৌকিকঃ সূত্যঃ। মায়াময়ে মায়োপাধৌ জীবে লীয়তে ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ। ন ব্যেতীত্যব্যয়স্তস্মিন্নিতি জীবস্যাপি তটস্থশক্তিত্বান্নিত্যত্বেন তত্ত্বান্তরাণামিব স্বরূপলয়ানৌচিত্যাৎ স চ জীবঃ আত্মনি পরমাত্মনি ময়ি লীয়তে অব্যয়ত্বাদপ্রচ্যুতস্বরূপ এব সংশ্লিষ্টস্তিষ্ঠতীত্যর্থঃ। আত্মা স্বাত্মস্থ এব বিরাজতে কৈবল্যো নিরুপাধিঃ যতো বিকল্পাভ্যাং বিশ্বোৎপত্তিলয়াভ্যাং লক্ষ্যতে ॥ ২২—২৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। "সেই বা এই আত্মা অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী, পৃথিবী হইতে ওষধি ওষধি হইতে অন্ন, অন্ন হইতে পুরুষ" অর্থাৎ জীবশরীর উৎপত্তি ও বিনাশ লাভ করে। তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ২য় ব্রহ্মবল্ল্যধ্যায় ১ম অনুবাক ৩য় শ্লোক। কথিত সৃষ্টি ক্রমের প্রতিলোম (বিপরীত) ভাবে প্রলয় বলিতেছেন— মর্ত্ত্যশরীর যদ্দ্বারা পুষ্ট সেই অন্নে। শতবর্ষব্যাপী যে অনাবৃষ্টি হইবে তাহার মধ্যে প্রথমে শরীর তৎপরে অন্ন সমস্ত নষ্ট হইলে তাহার পর অন্ন ধানা বা নিজ নিজ বীজ সমূহে, ধানা ভূমিতে, ভূমি গন্ধে— সম্বর্ত্তকাদি শোষিত ও সঙ্কর্ষণ মুখাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া ভূমি স্বগুণ যে গন্ধ, সেই গন্ধমাত্রে তাহার অবশেষ হয়, এই অর্থ। ইন্দ্রিয়সমূহ স্বযোনি অর্থাৎ তৈজস অহঙ্কারে। যোনি—তৈজস অহঙ্কার বৈকারিক অহঙ্কার মনে, কেন, ঈশ্বরে—তৈজস অহঙ্কার জ্ঞান কর্ম্মময় বলিয়া, জ্ঞান কর্ম্ম জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ম্মেন্দ্রিয়রূপ বলিয়া এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ম্মেন্দ্রিয় মনেরই ঈশিতব্য। তাই মনই তাহাদের ঈশ্বর বা নিয়ন্তা,—এই যুক্তি অনুসারে। অম্বর—শব্দ তন্মাত্রে—ইহা বলা হইয়াছে, সেই শব্দ তন্মাত্রের লয়ের কথা বলিতেছেন—শব্দ ভূতাদি বা তামস অহঙ্কারও প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ তাহাতে লীন হয়, এই অর্থ। ভূতাদি বা তামস অহঙ্কার ও বৈকারিক অহঙ্কার মহত্তত্ত্বে। সেই সূত্র সংযুক্ত মহান্ (৬ শ্লোকে) আবার গুণসমূহে, সেই গুণাদি অব্যক্ত বা প্রকৃতিতে, গুণসমূহের বৈষম্য-ত্যাগই লয়, ইহার বলিবার ইচ্ছা, যেহেতু প্রকৃতির গুণ-সাম্যরূপ (ভাঃ ১১।২২।১২)। সেই অব্যক্ত কালে লয় প্রাপ্ত হয়, এ স্থলে প্রকৃতির লয় ব্যাখ্যা করা যায় না। "কালাবয়ব দ্বারা তাহার পরিণামাদি গুণ নাই। অনাদি অনন্ত অব্যক্ত নিত্য অব্যয় কারণ" এই দ্বাদশ অধ্যায়ে কথিত (ভাঃ ১২।৪।১৯) প্রকৃতির নিত্যত্ব শ্রবণহেতু, জায়ন্তের উপাখ্যানে ও (ভাঃ ১১।৩।৮-১৬) অন্তরীক্ষ হইতে প্রলয় বর্ণনে প্রকৃতির লয় উক্ত হয় নাই। অতএব বলা হইয়াছে (ভাঃ ১২।৪।২২) "যে সময় পুরুষ ও অব্যক্ত উভয়ের শক্তিসমূহ কালবিপ্লবে অবশ হইয়া

সম্যক্‌ভাবে প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত হয়, তৎকালে এই লয় প্রাকৃতিক প্রলয় নামে অভিহিত হইয়া থাকে।" অতএব এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে—সেই কালে সেই গুণসমূহ অব্যক্তে সম্যক্ প্রলয়গত হয়, সেইজন্য কাল লৌকিক সৃষ্টিযোগ্য। কাল মায়াময়—মায়া উপাধিযুক্ত জীবে লীন হয়, এই পূর্ব্বের সহিত অন্বয়। অব্যয়—যাহার ব্যয় হয় না, তাহাতে জীবও তটস্থশক্তি বলিয়া নিত্য, অতএব অন্য তত্ত্বগুলির ন্যায় স্বরূপলয় অনুচিত। সেই জীব আবার আত্মা বা পরমাত্মা আমাতে লয়প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ অব্যয় বলিয়া অপ্রচ্যুতস্বরূপে সংশ্লিষ্ট হইয়া থাকে, এই অর্থ। আত্মা কিন্তু আত্মস্বরূপে বিরাজ করেন, কেবল ও নিরুপাধি, বিকল্প ও অপায় অর্থাৎ বিশ্বোৎপত্তি ও লয় ব্যাপারেই লক্ষিত হ'ন ॥ ২২-২৭ ॥

অনুদর্শিনী। প্রলয়-প্রকার দেখাইতেছেন—সৃষ্টিকালে যে পদার্থ হইতে যে পদার্থ সৃষ্টি হইয়াছে, অন্তে সেই পদার্থে সেই পদার্থ লীন হইয়া, পর্য্যবসানে একমাত্র অবশিষ্ট হয়। অনুলোমক্রমে কারণ হইতে কার্য্যের প্রকাশই সৃষ্টি, ইহারই বিলোমে অর্থাৎ বিপরীতভাবে কার্য্যসমূহের কারণে লীন হওয়ার নাম প্রলয়।

প্রকৃতি—পরমেশ্বরের বহিরঙ্গা-শক্তি, নিত্যা।

দেবর্ষি নারদের নিকট দীক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া বেদব্যাস সমাধিযোগে দেখিলেন—

ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্॥ ভাঃ ১।৭।৪

ভক্তিযোগপ্রভাবে তদ্ভাবভুতমন সম্যক্‌রূপে সমাহিত হইলে বেদব্যাস পূর্ণ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে এবং তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে গর্হিতভাবে আশ্রিত মায়াকে দর্শন করিলেন।

অপাশ্রয়াং—অপ অপরঃ পশ্চিমভাগো এব আশ্রয়ো যস্তাস্তাং—শ্রীবিশ্বনাথ।

অপ অর্থাৎ অপর পশ্চিমভাগই আশ্রয় যাহার, তাহাকে। কারণ—

বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া। ভাঃ ২।৫।১৩

ব্রহ্মা বলিলেন—মায়া ভগবানের সাক্ষাৎ দৃষ্টিগোচরে আসিতে লজ্জাবোধ করে। অর্থাৎ ভগবানের পৃষ্ঠদেশেই অবস্থান করে। এইজন্য মায়া—বহিরঙ্গা-শক্তি।

শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণও বেদান্তভাষ্যে ১।১।১ বলিয়াছেন—

প্রকৃতিঃ সত্ত্বাদিগুণসাম্যাবস্থা তমোমায়াদিশব্দবাচ্যা তদীক্ষণবাপ্তসামর্থ্যা বিচিত্রজগজ্জননী।

অর্থাৎ সত্ত্বরজস্তমোগুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি। উহা তমোমায়াদিশব্দবাচ্যা এবং ঈশ্বরেক্ষণে উদ্বুদ্ধ হইয়া বিচিত্র জগৎ উৎপাদন করেন।

কৃষ্ণের অনন্ত-শক্তি, তাতে তিন—প্রধান।
'চিচ্ছক্তি', 'মায়াশক্তি', 'জীবশক্তি'—নাম ॥
'অন্তরঙ্গা', 'বহিরঙ্গা', 'তটস্থা' কহি যারে।
অন্তরঙ্গা 'স্বরূপশক্তি'—সবার উপরে॥ চৈঃ চঃ ম ৮ পঃ

অতএব প্রকৃতি বা মায়ার লয় বা নাশ নাই। তবে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ- এই ত্রিগুণের বৈষম্যত্যাগই লয়-শব্দে জানিতে হইবে। (ভাঃ ১১।২২।১২)

কাল—মায়াময় ও সৃজ্য—

কালং চরন্তং সৃজতীশ আশ্রয়ং।
প্রধানপুম্ভ্যাং নরদেব সত্যকৃৎ॥ ভাঃ ৭।১।১১

শ্রীশুকদেব কহিলেন—হে নরপতে, সেই ভগবান্ চিদচিদীশ্বর ও অমোঘ জগৎকর্ত্তা, তিনি নিমিত্তভূত প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুইয়ের সহায়তায় বর্ত্তমান কালকে আপনিই সৃষ্টি করেন। অতএব কাল তাঁহার চেষ্টাস্বরূপ হওয়ায় তিনি কালেরও পরতন্ত্র নহেন।

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তি পাদ বলেন—

জগৎসৃষ্ট্যাদিকই তাঁহার স্বেচ্ছাধীনা লীলাদ্বারাই হয়। যখন সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা হয়, তখন রজোবৃদ্ধিসৃষ্টিকাল উৎপন্ন হয়, যখন পালনের ইচ্ছা হয়, তখন সত্ত্ববৃদ্ধি-পালনকাল। যখন সংহারের ইচ্ছা হয়, তখন তমোবৃদ্ধি-নাশকাল, এই কালবিশেষ তাঁহাদ্বারাই সৃষ্ট হয়। (ভাঃ ৭।১।১০) শ্লোকস্থ যখন সৃষ্ট্যাদিকাল তখনই সৃষ্ট্যাদি করিবার ইচ্ছা হয়, 'যদা'শব্দ কালবিশেষই, কাল কিন্তু সৃজ্যই অর্থাৎ সৃষ্টিযোগ্য।

কাল তাঁহার চেষ্টাস্বরূপ—

দেবকী দেবী বলিলেন—

যোঽয়ং কালস্তস্য তেঽব্যক্তবন্ধো
চেষ্টামাহুশ্চেষ্টতে যেন বিশ্বম্।
নিমেষাদির্ব্বৎসরান্তো মহীয়াং—
স্তং ত্বেশানং ক্ষেমধাম প্রপদ্যে ॥

ভাঃ ১০।৩।২৬

অর্থ ১১।৬।১৫ শ্লোঃ দ্রষ্টব্য।

কালস্তু ভূতভবিষ্যদ্বর্ত্তমানযুগপচ্চিরক্ষিপ্রাদিব্যবহার-হেতুঃ ক্ষণাদিপরার্দ্ধান্তশ্চক্রবৎ-পরিবর্ত্তমানঃ প্রলয়সর্গ-নিমিত্তভূতো জড়দ্রব্যবিশেষঃ।—বেদান্তভাষ্য—১।১।১ শ্রীবলদেব।

অর্থ ভাঃ ১১।২৩।৪২ শ্লোঃ দ্রষ্টব্য।

অতএব সূক্ষ্ম এবং মায়াময় কাল মায়া-উপাধিযুক্ত জীবে লীন হয়।

জীব—পরমেশ্বরের তটস্থাশক্তি, নিত্য—

"নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ।"—গীঃ ২।২৪

"মায়াচিচ্ছক্ত্যোস্তটস্থবর্ত্তিত্বাত্তটস্থমিতি তন্নাম কৃতং।"

ভাঃ ১০।৮৭।৩২ শ্লোঃ টীকায় শ্রীবিশ্বনাথ।

অর্থাৎ মায়া ও চিচ্ছক্তির মধ্যবর্ত্তী বলিয়া জীবের তটস্থ নাম হইয়াছে।

সুতরাং জীবস্বরূপের লয় বা নাশ নাই। প্রলয়ে জীব অপ্রচ্যুতস্বরূপ ভগবানে সংশ্লিষ্ট হইয়া থাকে অর্থাৎ ভগবান্ ও জীব স্ব স্ব পৃথক্ সত্তায় একত্র অবস্থান করেন।

জীবের লয় ও জন্ম বলিলে—কার্য্যোপাধিসমূহের লয় হইতে জীবগণের 'লীনত্ব' তাহাদের (কার্য্যোপাধি-সমূহের) জন্মদ্বারা জীবগণের 'জন্ম' ব্যবহৃত হয়—ভাঃ ১০।৮৭।২৯ শ্লোঃ টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ।

পরমেশ্বর নিজে নিজের আশ্রয়—

'স আত্মা স্বাশ্রয়াশ্রয়ঃ'। ভাঃ ২।১০।৭

শ্রীশুকদেব বলিলেন—সেই পরমাত্মা নিজেই নিজের আশ্রয় এবং জীবেরও আশ্রয়।

অতএব—পরমেশ্বর সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের অনধীকারিরূপে স্ব-স্বরূপে স্থিত হন ॥ ২২-২৭ ॥

এবমন্বীক্ষমাণস্য কথং বৈকল্পিকো ভ্রমঃ।
মনসো হৃদি তিষ্ঠেত ব্যোম্নীবার্কোদয়ে তমঃ ॥২৮॥

অন্বয়। (অস্য কথনস্য প্রস্তুতোপযোগমাহ) অর্কো-দয়ে (সূর্য্যোদয়ে সতি ব্যোম্নি তমঃ ইব যথা ন তিষ্ঠতি তথা) এবং (উক্তরূপম্) অন্বীক্ষমাণস্য (বিচারয়তঃ জনস্য) মনসঃ কথং বৈকল্পিকঃ (ভেদনিমিত্তঃ) ভ্রমঃ (জাৎ, জাতো বা কথং) হৃদি তিষ্ঠেত (তিষ্ঠেৎ) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ। সূর্য্যের উদয়ে আকাশে যেরূপ অন্ধকার থাকিতে পারে না, তদ্রূপ যিনি এই সাংখ্যযোগ বিচার দ্বারা আত্মাকে দেহভিন্ন বলিয়া স্থির করেন তাঁহার ভেদজ্ঞান-নিবন্ধন মনের ভ্রম হৃদয়ে উপস্থিত হইবে কেন? অথবা ভেদজ্ঞান উপস্থিত হইলেও কোনরূপেই অবস্থান করিতে পারে না ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ। অন্বীক্ষমাণস্য বিচারয়তঃ বৈকল্পিকঃ দেহোঽহমিতি মনসো ভ্রমঃ হৃদি কথং তিষ্ঠেতেতি উক্ত-লক্ষণেন সাংখ্যেনাত্মানাত্মবিবেকে সতি দেহস্যানাত্মত্ব-নির্দ্ধারণাদিতি ভাবঃ ॥ ২৮ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
একাদশে চতুর্ব্বিংশঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীল চক্রবর্ত্তিঠকুর কৃতা শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ-স্কন্ধে চতুর্ব্বিংশাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

বঙ্গানুবাদ। অন্বীক্ষমাণ—বিচারপরায়ণ জীবের বৈকল্পিক অর্থাৎ 'আমি দেহ' এই মনের ভ্রম হৃদয়ে কিরূপে থাকিতে পারে? এই উক্তলক্ষণ সাংখ্য দ্বারা আত্ম-অনাত্ম-বিবেক হইলে দেহ যে অনাত্মতত্ত্ব তাহা নির্দ্ধারিত হয়, এই ভাব ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধের চতুর্ব্বিংশাধ্যায়ের সাধুজনসম্মতা ভক্তানন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

অনুদর্শিনী। সাংখ্য কথনের দ্বারা পরমেশ্বর-জীব-প্রকৃতি-কালাদিবিষয়ক আলোচনায় নিত্য ও অনিত্য বস্তুর জ্ঞান হয়। তখন জীব মায়ানির্ম্মিত দেহে 'আমি' বুদ্ধি ছাড়িয়া আপনাকে ভগবানের অংশ, নিত্য ও সেবকজ্ঞানে নিজ প্রভু-সেবায় নিযুক্ত হন ॥ ২৮ ॥

এষ সাংখ্যবিধিঃ প্রোক্তঃ সংশয়গ্রন্থিভেদনঃ।
প্রতিলোমানুলোমাভ্যাং পরাবরদৃশা ময়া ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদে সাংখ্যযোগো নাম চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়। (উপসংহরতি) পরাবরদৃশা (কার্য্যকারণতত্ত্বদর্শিনা) ময়া প্রতিলোমানুলোমাভ্যাং (উৎপত্ত্যুপসংহারক্রমাভ্যাং) সংশয়গ্রন্থিভেদনঃ (সংশয়গ্রন্থিনিরাসকঃ) এষঃ সাংখ্যবিধিঃ (প্রোক্তঃ প্রকর্ষেণ কথিতঃ) ॥ ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে চতুর্ব্বিংশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ সমাপ্তঃ।

অনুবাদ। হে উদ্ধব, নিখিল কার্য্যকারণদর্শী আমি উৎপত্তি-উপসংহারক্রমে সংশয়গ্রন্থির উন্মূলনস্বরূপ এই সাংখ্যযোগ বর্ণন করিলাম ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধের চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অনুদর্শিনী। শ্রীভগবান্ নিজকে 'কার্য্য-কারণ-দর্শী আমি' বলিয়া নিজেই নিজ ভগবদ্রূপের সর্ব্বাদিত্ব ও সর্ব্বশেষত্ব স্থাপন করিয়াছেন।

গুরুরূপে সাংখ্যজ্ঞানে তত্ত্ব আপনার।
দেখাইলা যেই হরি, পদে নতি তাঁর ॥

আমরা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের উপদেশের অনুকীর্ত্তনান্তে অধ্যায় শেষ করিতেছি—

"ব্রহ্ম হৈতে জন্মে বিশ্ব, ব্রহ্মেতে জীবয়।
সেই ব্রহ্মে পুনরপি হয়ে যায় লয় ॥
ব্রহ্ম শব্দে কহে পূর্ণ স্বয়ং ভগবান্।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ শাস্ত্রের প্রমাণ ॥
তিনকালে সত্য তিঁহো শাস্ত্র প্রমাণ ॥"

চৈঃ চঃ ম ৬পঃ ও ২৪ পঃ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে
চতুর্ব্বিংশতি অধ্যায়ের সারার্থানুদর্শিনী টীকা
সমাপ্তা।

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ

গুণানামসমিশ্রাণাং পুমান্ যেন যথা ভবেৎ।
তন্মে পুরুষবর্য্যেদমুপধারয় শংসতঃ ॥ ১ ॥

অন্বয়। (প্রকৃতিপুরুষবিবেকজ্ঞানবতোঽপি যাবৎ প্রযত্নবিশেষেণ গুণত্রয়বৃত্তিজয়ো ন স্যাৎ ন তাবৎ দেহোপরমঃ। অতস্তজ্জয়োপায়কথনায় গুণবৃত্তিনিরূপণার্থমাহ) শ্রীভগবান্ উবাচ—(হে) পুরুষবর্য্য (উদ্ধব,) অসমিশ্রাণাং (সহ মিশ্রীভূয় বর্ত্তমানাঃ সমিশ্রাঃ ন সমিশ্রাঃ অসমিশ্রাঃ তেষাং বিভক্তানাং) গুণানাং (মধ্যে) যেন (গুণেন) পুমান্ যথা (যাদৃশঃ) ভবেৎ শংসতঃ (কথয়তঃ) মে (মত্তঃ সকাশাৎ) তৎ ইদম্ উপধারয় (নিবোধ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ। শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ উদ্ধব, অসমিশ্র অর্থাৎ বিভক্ত গুণসমূহের মধ্যে যে গুণদ্বারা পুরুষ যেরূপ হয়, তাহা আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ

পঞ্চবিংশে নিরূপ্যন্তে সত্ত্বাদিগুণবৃত্তয়ঃ।
গুণযুক্তানি বস্তূনি গুণাতীতান্যপি ক্রমাৎ ॥

অথোক্তেন সাংখ্যেনাত্মানাত্মবিবেকবতোঽপি যাবদ্ গুণত্রয়বৃত্তিজয়ো ন স্যাত্তাবদ্দেহাধ্যাসো ন নিবর্ত্ততে ইতি গুণত্রয়বৃত্তীর্নিরূপয়িতুমাহ,—গুণানামিতি। সহ মিশ্রীভূয় বর্ত্তমানাঃ সমিশ্রা ন সমিশ্রাঃ অসমিশ্রাঃ গুণান্তরামিলিতাস্তেষাং গুণানাং মধ্যে যেন গুণেন যথা যাদৃশো ভবেত্তদিদং মে মত্তঃ শংসতো বদতস্ত্বমুপধারয় বুধ্যস্ব ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ। পঞ্চবিংশতি অধ্যায়ে সত্ত্বাদিগুণের বৃত্তিসমূহ, সগুণ ও নির্গুণ-বস্তুসমূহ ক্রমে নিরূপিত হইয়াছে।

উক্ত সাংখ্যদ্বারা আত্মানাত্মবিবেকবানেরও যে পর্য্যন্ত গুণত্রয়বৃত্তির জয় না হয়, সে পর্য্যন্ত দেহাধ্যাস নিবৃত্ত হয় না, এই জন্য গুণত্রয়বৃত্তিগুলি নিরূপণ করিবার জন্য বলিতেছেন। অসমিশ্র—সঙ্গে মিশিয়া থাকে সমিশ্র, সমিশ্র

নয় অর্থাৎ অন্ত গুণের সহিত অমিলিত গুণসমূহের মধ্যে যে গুণহেতু যেমন হইয়া থাকে, তাহা আমি বলিতেছি, আমার নিকট উপধারণ কর—বুঝিয়া লও ॥ ১ ॥

সারার্থানুদর্শিনী। প্রাকৃত জগতে সকলেই প্রকৃতির গুণত্রয়ে আবদ্ধ। কিন্তু ভগবান্ ও ভক্ত গুণময় জগতে থাকিয়াও গুণাতীত—

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া ॥

ভাঃ ১।১১।৩৮

অর্থ ১১।৬।৮ শ্লোকের অনুদর্শিনীতে দ্রষ্টব্য।

অতএব গুণাতীত ভগবান্ ও ভগবানের অনুগৃহীত ভক্তের উপদেশরূপ কৃপাব্যতীত গুণাধীন ব্যক্তির গুণত্যাগের সামর্থ্য নাই; তাই শ্রীভগবান্ নিজভক্ত উদ্ধবকে তাঁহারই নিকট হইতে ইহা বুঝিয়া লইতে বলিলেন।

শমো দমস্তিতিক্ষেক্ষা তপঃ সত্যং দয়া স্মৃতিঃ।
তুষ্টিস্ত্যাগোঽস্পৃহা শ্রদ্ধা হ্রীর্দয়াদিঃ স্বনির্বৃতিঃ ॥
কাম ঈহা মদস্তৃষ্ণা স্তম্ভ আশীর্ভিদা সুখম্।
মদোৎসাহো যশঃ প্রীতির্হাস্যং বীর্য্যং বলোদ্যমঃ ॥
ক্রোধো লোভোঽনৃতংহিংসা যাচ্ঞা দম্ভঃক্লমঃকলিঃ ॥
শোকমোহৌ বিষাদার্ত্তী নিদ্রাশা ভীরনুদ্যমঃ ॥
সত্ত্বস্য রজসশ্চৈতাস্তমসশ্চানুপূর্ব্বশঃ।
বৃত্তয়ো বর্ণিতপ্রায়াঃ সন্নিপাতমথো শৃণু ॥ ২-৫ ॥

অন্বয়। (তত্র সত্ত্ববৃত্তিমাহ) শমঃ (মনোনিগ্রহঃ) দমঃ (বাহেন্দ্রিয়নিগ্রহঃ) তিতিক্ষা (সহিষ্ণুত্বম্) ঈক্ষা (বিবেকঃ) তপঃ (স্বধর্ম্মবর্ত্তিত্বং) সত্যং (যথার্থভাষণং) দয়া (পরদুঃখাপহরণেচ্ছা) স্মৃতিঃ (পূর্ব্বাপরানুসন্ধানং) তুষ্টিঃ (যথালাভসন্তোষঃ) ত্যাগঃ (ব্যয়শীলত্বং) অস্পৃহা (বৈরাগ্যং) শ্রদ্ধা (আস্তিক্যং) হ্রীঃ (অনুচিতে কর্ম্মণি লজ্জা) দয়াদিঃ (দয়া দানং আদিশব্দেন আর্জ্জববিনয়াদিঃ) স্বনির্বৃতিঃ (আত্মরতিঃ)।

অন্বয়। (রজসো বৃত্তিমাহ) কামঃ (অভিলাষঃ) ঈহা (ব্যাপারঃ) মদঃ (দর্পঃ) তৃষ্ণা (লোভে সত্যপি অসন্তোষঃ) স্তম্ভঃ (গর্ব্বঃ) আশীঃ (ধনাভিলাষেণ দেবতাদিপ্রার্থনং) ভিদা (অহমন্য ইতি ভেদবুদ্ধিঃ) সুখং (বিষয়ভোগঃ) মদোৎসাহঃ (মদেন যুদ্ধাভিনিবেশঃ) যশঃপ্রীতিঃ (স্তুতিপ্রিয়তা) হাস্যম্ (উপহাসঃ) বীর্য্যং (প্রভাবাবিষ্কারঃ) বলোদ্যমঃ (বলেন উদ্যমঃ, ন্যায়েন উদ্যমস্তু সাত্ত্বিক এব)।

অন্বয়। (তমোবৃত্তীরাহ) ক্রোধঃ (অসহিষ্ণুতা) লোভঃ (ব্যয়পরাঙ্মুখতা) অনৃতম্ (অশাস্ত্রীয়ভাষণং) হিংসা (দ্রোহঃ) যাচ্ঞা (প্রার্থনা) দম্ভঃ (ধর্ম্মধ্বজিত্বং) ক্লমঃ (শ্রমঃ) কলিঃ (কলহঃ) শোকমোহৌ (অনুশোচনং ভ্রমশ্চ) বিষাদার্ত্তী (দুঃখং দৈন্যঞ্চ) নিদ্রা (তন্দ্রা) আশা (ইদং মে ভবিষ্যতীত্যপেক্ষা) ভীঃ (ভয়ম্) অনুদ্যমঃ (জাড্যম্)।

অন্বয়। অনুপূর্ব্বশঃ (ক্রমেণ) এতাঃ (শ্লোকত্রয়োক্তাঃ) সত্ত্বস্য রজসঃ তমসশ্চ বৃত্তয়ঃ বর্ণিতপ্রায়াঃ (অন্যা অপ্যূহ্যাঃ) অথ (অনন্তরং) সন্নিপাতং (মিশ্রীভূতানাং গুণানাং বৃত্তিং) শৃণু ॥ ২-৫ ॥

অনুবাদ। শম, দম, তিতিক্ষা, ঈক্ষা, তপস্যা, সত্য, দয়া, স্মৃতি, তুষ্টি, ত্যাগ, অস্পৃহা, শ্রদ্ধা, লজ্জা, দয়াদি সদ্গুণ ও আত্মরতি প্রভৃতি সত্ত্বগুণের বৃত্তি।

অনুবাদ। কাম, চেষ্টা, মদ, তৃষ্ণা, গর্ব্ব, দেবতাদির নিকট ধনাদিপ্রার্থনা, ভেদবুদ্ধি, বিষয়ভোগজন্য সুখ, মত্ততাহেতু যুদ্ধাদিতে অভিনিবেশ, স্তুতিপ্রিয়তা, উপহাস, বীর্য্য ও বলপূর্ব্বক উদ্যম—এই সকল রজোগুণের বৃত্তি।

অনুবাদ। ক্রোধ, লোভ, অনৃত, হিংসা, প্রার্থনা, দম্ভ, শ্রম, কলহ, শোক, মোহ, বিষাদ, আর্ত্তি, নিদ্রা, আশা, ভয় ও জাড্য—এইগুলি তমোগুণের বৃত্তি।

অনুবাদ। অমিশ্রীভূত সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের বৃত্তিসকল প্রায় বর্ণনা করিলাম। একণে গুণসমূহের মিশ্রীভাবের বৃত্তিসকল বর্ণন করিতেছি, শ্রবণকর ॥ ২-৫ ॥

বিশ্বনাথ। তত্র সত্ত্ববৃত্তীরাহ—শম ইতি। ঈক্ষা বিবেকঃ। অস্পৃহা বৈরাগ্যং পুনর্দয়া দানং দয়াদানগতি-

রক্ষণেষ্বিতি স্মরণাৎ। আদিশব্দেনার্জবং বিনয়শ্চ। স্বেনাত্মনৈব নির্বৃতিঃ সুখম্। রজসো বৃত্তীরাহ,—কাম ইতি। ঈহা ব্যাপারঃ। স্তম্ভোঽহঙ্কারঃ। আশীর্ধনা-ভভিলাষেণ দেবাদিপ্রার্থনম্। ভিদা সুখং বিষয়ভোগঃ। মদোৎসাহো মদেন যুদ্ধাদ্যুৎসাহঃ। যশঃপ্রীতিঃ স্তুতি-প্রিয়তা। হাস্যমুপহাসঃ। বীর্য্যং প্রভাবাবিষ্কারঃ। বলে-নোদ্যমঃ। ন্যায়েনোদ্যমস্তু সাত্ত্বিক এব। তমসো বৃত্তীরাহ,—ক্রোধ ইতি। দম্ভো ধর্ম্মধ্বজিত্বং। আশা ইদময়ং দাস্যতীত্যপেক্ষা। বর্ণিতপ্রায়া ইত্যন্যা অপি সন্তি তাশ্চৈবমূহ্যা ইতি ভাবঃ। যদ্বা, বর্ণিতপ্রায়া ইতি স্পষ্টীকৃত্যাবর্ণিতা অপি বর্ণিতা এবেত্যর্থঃ। ২-৫।

বঙ্গানুবাদ। তন্মধ্যে সত্ত্ববৃত্তিগুলি বলিতেছেন। ঈক্ষা—বিবেক, অস্পৃহা—বৈরাগ্য, দয়া, দান—'দয়া-দান-গতিরক্ষণমধ্যে'—এই স্মৃতি অনুসারে। আদিশব্দে আর্জব (সরলতা) ও বিনয়। স্বনিবৃত্তি—আপনা-আপনি নিবৃত্তি অর্থাৎ সুখ। রজের বৃত্তিগুলি বলিতেছেন। ঈহা—ব্যাপার, স্তম্ভ—অহঙ্কার, আশীঃ—ধনাদি অভিলাষ কারণ দেবতাদির নিকট প্রার্থনা, ভিদা—ভেদবুদ্ধি, সুখ—বিষয়ভোগ, মদোৎসাহ—মদহেতু যুদ্ধাদিতে উৎসাহ, যশঃপ্রীতি—স্তুতিপ্রিয়তা, হাস্য—উপহাস, বীর্য্য—প্রভাবের আবিষ্কার, বলোদ্যম—বলের সহিত উদ্যম। ন্যায়তঃ কিন্তু উদ্যম সাত্ত্বিকই।

তমের বৃত্তিগুলি বলিতেছেন। দম্ভ—ধর্ম্মধ্বজিত্ব, আশা—ইনি ইহা দিবেন এই অপেক্ষা।

বর্ণিতপ্রায়—এইগুলি ও অন্য সমস্তও আছে, সেই-গুলি এই এই রকম বুঝিতে হইবে। অথবা স্পষ্ট করিয়া বর্ণিত না হইলে বর্ণিতই, এই অর্থ। ২-৫।

অনুদর্শিনী। স্বনিবৃত্তি—"আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ" গী ২।৫৫। ২-৫।

সন্নিপাতস্ত্বহমিতি মমেত্যুদ্ধব যা মতিঃ।
ব্যবহারঃ সন্নিপাতো মনোমাত্রেন্দ্রিয়াসুভিঃ॥৬॥

অন্বয়। (হে) উদ্ধব, অহম্ ইতি (অহং শান্তঃ কামী ক্রোধীত্যাদিঃ তথা) মম ইতি (মম শান্তিরস্তি কামঃ ক্রোধ ইত্যাদিঃ) যা মতিঃ (বুদ্ধির্দৃশ্যতে সঃ) তু সন্নিপাতঃ (সংমিশ্রাণাং গুণানাং বৃত্তিঃ) মনোমাত্রেন্দ্রিয়াসুভিঃ (মনশ্চ মাত্রাণি চ ইন্দ্রিয়াণি চ অসবশ্চ তৈঃ) ব্যবহারঃ (বিষয় ব্যাপারশ্চ) সন্নিপাতঃ (মন আদীনাং সাত্ত্বিক-রাজসতামসত্বাদিত্যর্থঃ)॥ ৬॥

অনুবাদ। হে উদ্ধব, জীবগণের মধ্যে 'আমি শান্ত, কামী, ক্রোধী এবং আমার শান্তি, কাম ক্রোধ' ইত্যাদি যে বুদ্ধি দৃষ্ট হয়, তাহাতে উক্ত ত্রিবিধ-গুণের বৃত্তি সমভাবে অবস্থিত থাকায় উহা মিশ্রবৃত্তি এবং মন, ইন্দ্রিয় ও প্রাণ-দ্বারা বিষয়ব্যাপারও মিশ্রবৃত্তি জানিবে। ৬।

বিশ্বনাথ। অহমিতি মমেতি যা মতিঃ স সন্নি-পাতস্তস্চ মন আদিভিঃ সর্ব্বোঽপি ব্যবহারঃ সন্নিপাত ইত্যন্বয়ঃ। যদি কদাচিচ্ছমাদিকামাদিক্রোধাদীনামত্যু-দ্রেকো ভবেত্তদায়ং পুরুষো মূর্ত্তঃ শম ইতি মূর্ত্তঃ কাম ইতি মূর্ত্তঃ ক্রোধ ইত্যুচ্যতে। তেন পুরুষেণ ব্যবহারি-কাণামহঙ্কারমমকারমূলকো লৌকিকঃ কোঽপি ব্যবহারো ন সিদ্ধ্যতি। অতিশান্তস্যাহঙ্কারমমকারয়োঃ স্বত এবা-ভাবাৎ কামাদ্যস্য ক্রোধাদ্যস্য চ অহমমুকস্য প্রতিষ্ঠিতস্য পুত্রো মমেদমহঙ্চিত্তমিদমুচিত্তমিতি বিবেকগন্ধস্যাপ্যভাবা-দেব সতোঽপি তয়োরভাবাৎ ব্যবহারসিদ্ধিস্তু মন আদিভিঃ সত্ত্বাদিমিলনরূপেণ সমুচিতেনেতি। ৬।

বঙ্গানুবাদ। আমি ও আমার—এই যে মতি, তাহাই সন্নিপাত, তাহা হইতে মন প্রভৃতি দ্বারা সমস্ত ব্যাপারও সন্নিপাত, এই অন্বয়। যদি কখনও শমাদি, কামাদি ও ক্রোধাদির অতিশয় উদ্রেক হয় তাহা হইলে এই পুরুষকে মূর্ত্তশম, মূর্ত্তকাম বা মূর্ত্তক্রোধ বলা হয়। সেই পুরুষের ব্যবহারিকদিগের অহঙ্কার (আমি আমি) মমকার (আমার আমার)—মূলক লৌকিক কোনও ব্যবহার সিদ্ধ হয় না। অতি শান্তব্যক্তির অহঙ্কারমমকার

স্বতঃই নাই বলিয়া, কামান্ধ ও ক্রোধান্ধ ব্যক্তির আমি অমুক প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির পুত্র, আমার ইহা অনুচিত, কিন্তু এটী উচিত—এইরূপ বিবেকের গন্ধ পর্য্যন্তও না থাকায় কিন্তু ভয়ে থাকিলেও তাহাদের অভাবজন্য মন প্রভৃতিদ্বারা সমুচিত সত্বাদি মিলনরূপে ব্যবহারসিদ্ধি ॥৬॥

অনুদর্শিনী। আমি ও আমার যে মতি, তাহা সত্বাদি গুণের মিশ্রীভাবের বৃত্তি। আর মনোমাত্র ইন্দ্রিয় ও প্রাণদ্বারা যে ব্যবহার তাহাও মিশ্রগুণের বৃত্তি অর্থাৎ গুণত্রয় মিশ্রভাবাপন্ন হইলে রজোস্তমোগুণের ক্রিয়া সকল সত্বগুণের ক্রিয়াদ্বারা তিরোহিত হইয়া মন ও প্রাণমাত্র-দ্বারা ব্যবহৃত হয়। প্রথমে বাহিরে প্রকাশ পায় না, অনন্তর এক ক্রিয়া বলবতী হইলে প্রকাশ পায়, ইহা মিশ্রগুণের বৃত্তি ॥৬॥

ধর্ম্মে চার্থে চ কামে চ যদাসৌ পরিনিষ্ঠিতঃ।
গুণানাং সন্নিকর্ষোঽয়ং শ্রদ্ধারতিধনাবহঃ ॥৭॥

অন্বয়। অসৌ (পুরুষঃ) যদা ধর্ম্মে চ অর্থে চ কামে চ পরিনিষ্ঠিতঃ (ভবতি তদা) শ্রদ্ধারতিধনাবহঃ (শ্রদ্ধারতিধনানি সত্বরজোস্তমোময়ানি আবহতীতি তথা) অয়ং (ত্রিষু নিষ্ঠারূপঃ) গুণানাং সন্নিকর্ষঃ (সন্নিপাতকার্য্যং ভবতি) ॥৭॥

অনুবাদ। পুরুষ যখন ধর্ম্ম অর্থ ও কামবিষয়ে নিষ্ঠাবান্ হন, তখন শ্রদ্ধা, রতি ও ধন প্রাপক উক্ত নিষ্ঠা গুণত্রয়ের মিশ্র বৃত্তি জানিবে ॥৭॥

বিশ্বনাথ। তমেবাহ—অসৌ পুরুষো যদা ধর্ম্মাদিষু পরিনিষ্ঠিতো ভবতি তদাস্য গুণানাং সত্বতমোরজসাং সন্নিকর্ষঃ সন্নিপাতঃ স্যাৎ। শ্রদ্ধাভাবহঃ ধর্ম্মনিষ্ঠাতো ধর্ম্ম-বিষয়ক শ্রদ্ধাপ্রাপকঃ ফলতো ধর্ম্মপ্রাপক ইত্যর্থঃ। কাম-নিষ্ঠাতো রতিপ্রাপকঃ। অর্থনিষ্ঠাতো ধনপ্রাপকো ভবতি ॥৭॥

বঙ্গানুবাদ। তাই বলিতেছেন। ঐ পুরুষ যে কালে ধর্ম্মাদিতে পরিনিষ্ঠিত হ'ন, তখন উঁহার সত্ব, তমঃ রজঃ গুণ সকলের সন্নিকর্ষ বা সন্নিপাত হয়। শ্রদ্ধাদির আবহ—ধর্ম্মনিষ্ঠাবশতঃ ধর্ম্মবিষয়ক শ্রদ্ধা প্রাপক; ফলতঃ ধর্ম্মপ্রাপক, কামনিষ্ঠাহেতু রতিপ্রাপক, অর্থ নিষ্ঠাহেতু ধনপ্রাপক হয় ॥৭॥

অনুদর্শিনী। মিশ্রগুণাধীন পুরুষ ধর্ম্ম, অর্থ, কামাদিতে নিষ্ঠাবান্ হইলে গুণগণের মিশ্রভাবে ধর্ম্ম, রতি ও ধন প্রাপক নিষ্ঠালাভ করেন। "সাত্বিক্যাধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা"—পরে ২৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥৭॥

প্রবৃত্তিলক্ষণে নিষ্ঠা পুমান্ যর্হি গৃহাশ্রমে।
স্বধর্ম্মে চানু তিষ্ঠেত গুণানাং সমিতির্হি সা ॥৮॥

অন্বয়। প্রবৃত্তিলক্ষণে (কাম্যে ধর্ম্মে) যর্হি (যদা পুংসঃ) নিষ্ঠা (ভবতি তদা) পুমান্ গৃহাশ্রমে (এব আসক্তস্তিষ্ঠেৎ) অনু (পশ্চাৎ) স্বধর্ম্মে চ (নিত্য-নৈমিত্তিকে) তিষ্ঠেত (তিষ্ঠেৎ) সা (অপি) গুণানাং সমিতিঃ (সন্নিপাতঃ) হি (যস্মাৎ কাম্যধর্ম্ম-গৃহাসক্তি-স্বধর্ম্মা রজস্তমঃসত্বময়া ইত্যর্থঃ) ॥৮॥

অনুবাদ। যখন প্রবৃত্তি লক্ষণ কাম্যধর্ম্মাদিতে পুরুষের নিষ্ঠা হয় তখন তিনি গৃহাশ্রমে আসক্ত হন, পশ্চাৎ নিত্যনৈমিত্তিক স্বধর্ম্মে রত হন, ইহাও গুণ সকলের মিশ্র ভাবের বৃত্তি ॥৮॥

বিশ্বনাথ। পুনরপি সন্নিপাতং প্রপঞ্চয়তি। প্রবৃত্তি-লক্ষণে কাম্যধর্ম্মে যদা পুংসো নিষ্ঠা ভবতি তথা পুমান্ যদা গৃহাশ্রমে পরিনিষ্ঠিতো ভবেৎ। অনু নিরন্তরং স্বধর্ম্মে চ নিত্যনৈমিত্তিকে তিষ্ঠেৎ সাপি সমিতিঃ সন্নিপাতঃ হি যস্মাৎ কাম্যধর্ম্মগৃহাসক্তিস্বধর্ম্মা রজস্তমঃসত্বময়া ইত্যর্থঃ ॥৮॥

বঙ্গানুবাদ। পুনরায় সন্নিপাত সবিস্তার বলিতেছেন। প্রবৃত্তিলক্ষণ কাম্যধর্ম্মে যখন পুরুষের নিষ্ঠা হয়, সেইরূপ পুরুষ তখন গৃহাশ্রমে পরিনিষ্ঠিত হয়। অনু নিরন্তর নিত্যনৈমিত্তিক স্বধর্ম্মে থাকিবে, সেও সমিতি অর্থাৎ সন্নিপাত, যেহেতু যাহাদের কাম্যধর্ম্ম গৃহাসক্তি স্বধর্ম্ম, তাহারা রজঃ-তমঃ-সত্বময়, এই অর্থ ॥৮॥

অনুদর্শিনী। কাম্যধর্ম্মে—বর্গার্থক যাগাদিতে ॥৮॥

পুরুষং সত্ত্বসংযুক্তমনুমীয়াচ্ছমাদিভিঃ।
কামাদিভি রজোযুক্তং ক্রোধাদ্যৈস্তমসা যুতম্ ॥৯॥

অন্বয়। (তদেবং মিশ্রামিশ্রগুণবৃত্তীঃ প্রদর্শ্য ইদানীং পুমান্ যেন যথা ভবেদিতি যদুক্তং তদর্শয়তি) শমাদিভিঃ (লক্ষণৈঃ) পুরুষঃ সত্ত্বসংযুক্তম্ অনুমীয়াৎ, কামাদিভিঃ রজোযুক্তং (পুরুষমনুমীয়াৎ) ক্রোধাদ্যৈঃ তমসা যুতম্ (অনুমীয়াৎ) ॥৯॥

অনুবাদ। শমদমাদি লক্ষণে পুরুষকে সত্ত্বসংযুক্ত কামাদি লক্ষণে রজোগুণযুক্ত এবং ক্রোধলোভাদি লক্ষণে তমোযুক্ত অনুমান হয় ॥৯॥

বিশ্বনাথ। তদেবমমিশ্রা মিশ্রাশ্চ গুণবৃত্তীঃ প্রদর্শ্য ইদানীং পুমান্ প্রাধান্যেন ব্যপদেশা ভবন্তীতি ন্যায়েন যেন গুণেন যথা ভবেদিতি যদুক্তং তদর্শয়তি—পুরুষমিতি ॥৯॥

বঙ্গানুবাদ। অতএব এইরূপ অমিশ্র মিশ্র গুণবৃত্তিগুলি প্রদর্শন করিয়া এখন 'প্রধান ভাবে ব্যপদেশসমূহ হয়' এই ন্যায়ানুসারে যে গুণহেতু যেমন হইবে (প্রথম শ্লোকে) এই যে বলা হইয়াছে, তাহা প্রদর্শন করিতেছেন ॥৯॥

অনুদর্শিনী। শমাদিমৎ পুরুষ সাত্ত্বিক, কামাদিমৎ পুরুষ রাজস এবং ক্রোধাদিমৎ পুরুষ তামস ॥৯॥

যদা ভজতি মাং ভক্ত্যা নিরপেক্ষঃ স্বকর্ম্মভিঃ।
তং সত্ত্বপ্রকৃতিং বিদ্যাৎ পুরুষ স্ত্রিয়মেব বা ॥১০॥

অন্বয়। যদা নিরপেক্ষঃ (ফলানপেক্ষঃ সন্) ভক্ত্যা স্বকর্ম্মভিঃ মাং ভজতি (তদা) তং পুরুষং স্ত্রিয়ম্ এব বা সত্ত্ব প্রকৃতিং বিদ্যাৎ (জানীয়াৎ) ॥১০॥

অনুবাদ। যখন পুরুষ বা স্ত্রী নিষ্কাম হইয়া ভক্তির সহিত নিজ কর্ম্মদ্বারা আমার ভজনা করে, তখন সেই পুরুষ বা স্ত্রীকে সত্ত্বপ্রকৃতি বলিয়া জানিবে ॥১০॥

বিশ্বনাথ। পুরুষগুণযোগেন তত্র তত্র মদ্ভক্তিরপি সগুণা ভিদ্যেতেত্যাহ,—যদেতি ত্রিভ্যাম্ ॥১০॥

বঙ্গানুবাদ। পুরুষের গুণযোগে সেই সেই ক্ষেত্রে আমার ভক্তিও সগুণ হইয়া থাকে, তিনটি শ্লোকে ইহা বলিতেছেন ॥১০॥

অনুদর্শিনী

ভক্তিযোগো বহুবিধো মার্গৈর্ভামিনি ভাব্যতে
স্বভাবগুণমার্গেণ পুংসাং ভাবো বিভিদ্যতে ॥

ভাঃ ৩।২৯।৭

শ্রীকপিলদেব বলিলেন—হে মাতঃ। নানাবিধ মার্গনিবন্ধন এই ভক্তিযোগ নানাবিধ, মনুষ্যগণের স্বাভাবিক গুণ ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় অভিপ্রায়ও ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে, অর্থাৎ ফলসকল নানাবিধ বলিয়া ভক্তিও নানাবিধ হইয়া থাকে।

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন—"ভক্তি স্বরূপতঃ নির্গুণা হইলেও পুরুষগণের স্বাভাবিক তম-আদি গুণোপরক্তি হেতু ভক্তি তামসাদি নামদ্বারা সগুণা হয়।" এতৎ প্রসঙ্গে "অস্মাত্তস্য যতঃ" শ্লোকের টীকা ভক্তিযোগের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

সাত্ত্বিকী ভক্তি—

কর্ম্মনির্হারমুদ্দিশ্য পরস্মিন্ বা তদর্পণম্।
যজেৎ যষ্টব্যমিতি বা পৃথগ্ভাবঃ স সাত্ত্বিকঃ ॥

ভাঃ ৩।২৯।১০

অর্থাৎ যে ভেদদর্শী ব্যক্তি পাপক্ষয় বা পরমেশ্বরে কর্ম্মার্পণ উদ্দেশ করিয়া অথবা শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম অবশ্য করণীয় ঈদৃশ বোধে আমার যজনা করেন, তিনি সাত্ত্বিক ভক্ত ॥১০॥

যদা আশিষ আশাস্য মাং ভজেত স্বকর্ম্মভিঃ।
তং রজঃপ্রকৃতিং বিদ্যাৎ হিংসামাশাস্য তামসম্ ॥১১॥

অন্বয়। যদা আশিষঃ (বিষয়ান্) আশাস্য (অপেক্ষ্য) স্বকর্ম্মভিঃ মাং ভজেত (তদা) তং (পুরুষং) রজঃপ্রকৃতিং বিদ্যাৎ [যদা) হিংসাং (শত্রুমরণাদিকং) আশাস্য (সংকল্প্য ভজেত তদা তং) তামসং (তমঃপ্রকৃতিং বিদ্যাৎ) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ। যখন পুরুষ বিষয়সমূহের প্রার্থনায় স্বকর্মদ্বারা আমার ভজনা করে, তখন তাহাকে রজঃপ্রকৃতি এবং যখন শত্রুমরণাদিবাসনে আমার আরাধনা করে, তখন তমঃ প্রকৃতি জানিবে ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ। হিংসা শত্রুমরণাদিকম্ ॥ ১১ ॥

বঙ্গানুবাদ। হিংসা—শত্রুমরণাদিক ॥ ১১ ॥

অনুদর্শিনী। রাজসিকীভক্তি—

বিষয়ানভিসন্ধায় যশ ঐশ্বর্য্যমেব বা।
অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েদ্ যো মাং পৃথগ্ভাবঃ স রাজসঃ ॥
ভাঃ ৩।২৯।৯

শ্রীকপিলদেব কহিলেন—যে ভিন্নদর্শী ব্যক্তি বিষয়, যশ বা ঐশ্বর্য্য কামনা করিয়া প্রতিমাদিতে আমার অর্চ্চনা করে, সে রাজস ভক্ত।

তামসী ভক্তি—

অভিসন্ধায় যো হিংসাং দম্ভং মাৎসর্য্যমেব বা।
সংরম্ভী ভিন্নদৃগ্ভাবং ময়ি কুর্য্যাৎ স তামসঃ ॥
ভাঃ ৩।২৯।৮

অর্থাৎ যে ভিন্নদর্শী ক্রোধী ব্যক্তি হিংসা, দম্ভ অথবা মাৎসর্য্য করিবার সঙ্কল্প করিয়া আমাকে ভক্তি করে, সে তামস ভক্ত।

বৃহন্নারদীয় পুরাণেও দেখা যায়—

যশ্চান্যস্য বিনাশার্থং ভজতে শ্রদ্ধয়া হরিম্।
ফলবৎ পৃথিবীপাল সা ভক্তিস্তামসাধমা ॥

অর্থাৎ হে রাজন্, যে ব্যক্তি অন্যের বিনাশ বাসনায় শ্রদ্ধাসহকারে শ্রীহরির ভজনা করে, তাদৃশ ফলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির ভক্তি নিকৃষ্টা তামসী বলিয়া কথিত।

দৃষ্টান্তস্বরূপ—অদিতির প্রতি ভগবদ্বাক্য 'দেবমাতার্ত্ত-বত্যা মে'—'ক্রীড়তো দ্রষ্টুমিচ্ছসি' ॥ ভাঃ ৮।১৭।১২-১৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥ ১১ ॥

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণা জীবস্য নৈব মে।
চিত্তজা যৈস্তু ভূতানাং সজ্জমানো নিবধ্যতে ॥ ১২ ॥

অন্বয়। সত্ত্বং রজঃ তমঃ ইতি চিত্তজাঃ (জীবোপাধৌ চিত্তে জাতত্বে অভিব্যক্তত্বে) গুণাঃ জীবস্য এব (ভবন্তি) মে (মম) ন (ন ভবন্তি) যৈঃ তু (গুণৈঃ) ভূতানাং (দেহরূপাণাং অন্তেষাং মধ্যে) সজ্জমানঃ (আসক্তঃ সন্ জীবঃ সংসারপাশৈঃ) নিবধ্যতে (বদ্ধো ভবতি) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ। সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিনটী জীবো-পাধি চিত্তজ গুণ, আমার নহে। ঐ সকল গুণদ্বারা জীব দেহদৈহিকাদি পদার্থে আসক্ত হইয়া সংসারপাশে নিবদ্ধ হয় ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ। নমু তথাপি সৃষ্ট্যাদিকর্তৃত্বেন গুণবত্ত্বা-বিশেষাৎ কেন বিশেষণেন ত্বং সেব্যো জীবঃ সেবক ইতি নিয়মঃ। যতো মাং ভজেতেতি মুহুর্ব্রূষে তত্রাহ,—সত্ত্বমিতি। গুণা বন্ধকা জীবস্যৈব নতু মে কুতঃ যতশ্চিত্তজা জীবোপাধৌ চিত্তেঽভিব্যজ্যমানত্বাত্তত্র জাতাঃ ভূতানা-মিতি সপ্তম্যর্থে ষষ্ঠী। যৈ গুণৈর্ভূতভৌতিকেষু দেহ-দৈহিকেষু সজ্জমানো জীব এব নিবধ্যতে অহন্ত্বনাসজ্জমানঃ গুণনিয়ন্তৃত্বেন সৃষ্ট্যাদিকর্ত্তাপি নিত্যমুক্তঃ অতো মহান্ বিশেষ ইতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥

বঙ্গানুবাদ। আচ্ছা, তবুও সৃষ্টি-আদি-কর্ত্তা বলিয়া গুণবত্তাবিশেষজন্য কি বিশেষণে আপনি সেব্য ও জীব সেবক—এই নিয়ম হইবে। যেহেতু আমার ভজন করা উচিত, এই কথা মুহুঃ মুহুঃ আপনি বলেন। তাই বলিতেছেন। গুণ অর্থাৎ বন্ধনসমূহ জীবেরই, আমার নহে। কেন, যেহেতু চিত্তজ—জীবোপাধিতে চিত্তে অভিব্যজ্যমান বলিয়া তাহাতে জাত ভূতগণমধ্যে যে যে গুণে ভূতভৌতিক দেহদৈহিক বস্তু সকলে আসক্ত জীবই নিবদ্ধ হয়, কিন্তু আমি অনাসক্ত, গুণনিয়ন্তা বলিয়া সৃষ্ট্যাদিকর্ত্তা হইয়াও নিত্যমুক্ত. অতএব বহু প্রভেদ, এই ভাব ॥ ১২ ॥

অনুদর্শিনী। পরম করুণাময় ভগবান্ নিজেই নিজের উপাস্যত্বের পরিচয় দিতেছেন। ভক্তের নিকট তাঁহার গোপনীয় বিষয় কিছুই নাই; তাই ভক্তবর উদ্ধবকে লক্ষ্য করিয়া আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উপাস্য ও জীব উপাসক কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্ বলিলেন—তিনটী গুণ জীবোপাধি

চিত্তে অভিব্যক্ত হয় (—'সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণা বুদ্ধের্ন চাত্মনঃ'—ভাঃ ১১।১৩।১) ও সেই গুণগুলিদ্বারা জীব জড়-দেহে ও দেহ সম্পর্কিত বস্তুতে আসক্ত হয়।

আমি সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়াও গুণনিয়ন্তা ও অনাসক্ত—

"সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চেতি।" গোপাল-তাপনী উপনিষৎ। উঃ বিঃ ৯৭ শ্লোক।

সাক্ষী অর্থাৎ ঈক্ষণমাত্রেই কর্ত্তা, চিৎস্বরূপ, কেবল অর্থাৎ বিষয়াদি কর্ত্তৃক অনপেক্ষ নিত্যচৈতন্যরূপী এবং নির্গুণ অর্থাৎ গুণাতীত।

'হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।'

ভাঃ ১০।৮৮।৫

শ্রীহরিই প্রকৃতির অতীত ও সাক্ষাৎ গুণাতীত পুরুষোত্তম।

"সত্ত্বাদয়ো ন সন্তীশে যত্র চ প্রাকৃতা গুণাঃ।"
স শুদ্ধঃ সর্ব্বশুদ্ধেভ্যো পুমানাদ্যঃ প্রসীদতু॥"

শ্রীবিষ্ণু পুরাণ

সত্ত্বাদি প্রাকৃতগুণত্রয় ঈশ্বরে নাই। সর্ব্বশুদ্ধ হইতেও শুদ্ধ সেই আদিপুরুষ প্রসন্ন হউন।

"মায়াং ব্যুদস্য চিচ্ছক্ত্যা কৈবল্যে স্থিত আত্মনি।"

ভাঃ ১।৭।২৩

অর্জ্জুন বলিলেন—তুমি স্বরূপশক্তিপ্রভাবে বহিরঙ্গা মায়া শক্তিকে দূরে রাখিয়া কেবল স্বস্বরূপে অবস্থান কর।

জীব কিন্তু গুণাতীত হইয়াও দেহে অধ্যাস বশতঃ চিজ্জড়গুণে নিবদ্ধ ও আসক্ত—

"যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে॥"

ভাঃ ১।৭।৫

(অর্থ পূর্ব্বে ভাঃ ১১।২২।৫১-৫৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

সুতরাং আমাতে (ভগবানে) ও জীবে বহু প্রভেদ—

হ্লাদিন্যা সংবিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ।
স্বাবিদ্যা-সংবৃতো জীবঃ সংক্লেশ নিকরাকরঃ॥

শ্রীবিষ্ণুস্বামি-বাক্য।

অর্থাৎ ঈশ্বর—সর্ব্বদা সচ্চিদানন্দ এবং হ্লাদিনী ও সম্বিৎ শক্তিদ্বারা আশ্লিষ্ট; কিন্তু জীব—সর্ব্বদাই (আরোপিত) অবিদ্যাদ্বারা সংবৃত, সুতরাং সংক্লেশসমূহের আকর।

ভক্ত ধ্রুবও বলিয়াছেন—

ত্বং নিত্যমুক্তপরিশুদ্ধবিবুদ্ধ আত্মা
কূটস্থ আদিপুরুষো ভগবাংস্ত্র্যধীশঃ।
যদ্বুদ্ধ্যবস্থিতিমখণ্ডিতয়া স্বদৃষ্ট্যা
দ্রষ্টা স্থিতাবধিমখো ব্যতিরিক্ত আস্সে॥

ভাঃ ৪।৯।১৫

অর্থাৎ হে দেব, (১) আপনি নিত্য মুক্ত, জীব আপনার প্রসাদেই জড়বন্ধনমুক্ত হইয়া স্বরূপে অবস্থান করিতে পারে। (২) আপনি পরিশুদ্ধ, জীব মলিন; (৩) আপনি সর্ব্বজ্ঞ, পরন্তু জীব অল্পজ্ঞ; (৪) আপনি মায়াধীশ, জীব মায়াবশযোগ্য। (৫) আপনি নির্ব্বিকার, জীব মায়া সংস্পর্শে বিস্মৃতস্বরূপ, (৬) আপনি (জন্মরহিত) আদিপুরুষ, জীব আদিমান (জন্মযুক্ত)। (৭) আপনি পূর্ণৈশ্বর্য্যশালী, জীব স্বরূপাবস্থিতিতেও স্বল্পৈশ্বর্য্যযুক্ত। (৮) আপনি ত্রিগুণের অধীশ্বর স্বতন্ত্র পুরুষ, জীব গুণদ্বারা অভিভাব্য। (৯) আপনি স্বীয় অখণ্ডিত চিন্ময় দৃষ্টি দ্বারা সাক্ষীরূপে জীবের বুদ্ধির স্বপ্নাদি অবস্থা দর্শন করিয়া থাকেন, জীবের দৃষ্টি বুদ্ধির অবস্থাসমূহ দ্বারা খণ্ডিত; (১০) আপনি সর্ব্ব-জগৎ পালন করিয়া থাকেন, জীব আপনাকেও পালন করিতে অসমর্থ এবং (১১) আপনি যজ্ঞাদিকর্ম্মের অধিষ্ঠাতা, জীব যজ্ঞাদিকর্ম্মের অধীন সুতরাং আপনার সহিত জীবের বৈলক্ষণ্য আছে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বল্পাকারে বলিয়াছেন—

"চিৎকণ জীব, কিরণকণসম।
ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ কৃষ্ণ হয় সূর্য্যোপম॥
জীব, ঈশ্বরতত্ত্ব কভু নহে সম;
জ্বলদগ্নিরাশি যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ॥"

চৈঃ চঃ ম ১৮ পঃ

'মায়াধীশ' 'মায়াবশ'—ঈশ্বরে জীবে ভেদ।"

চৈঃ চঃ ম ৬ পঃ ১৬২

যদেতরৌ জয়েৎ সত্ত্বং ভাস্বরং বিশদং শিবম্।
তদা সুখেন যুজ্যেত ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ পুমান্ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়। (তদেবং মিশ্রামিশ্রগুণকার্য্যানি প্রদর্শ্য ইদানীমেকৈকগুণোদ্রেককার্য্যাণি দর্শয়তি) যদা ভাস্বরং (প্রকাশকং) বিশদং (স্বচ্ছং) শিবং (শান্তং) সত্ত্বম্ ইতরৌ (রজস্তমগুণৌ) জয়েৎ (অভিভবেৎ) তদা পুমান্ সুখেন ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ (আদিশব্দাচ্ছমদমাদিভিঃ) যুজ্যেত ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ। প্রকাশক, স্বচ্ছ ও শান্ত সত্ত্বগুণ যখন রজোগুণ ও তমোগুণকে অভিভূত করে, তখন পুরুষ সুখ, ধর্ম্ম, জ্ঞান ও শমদমাদিদ্বারা যুক্ত হইয়া থাকেন ॥১৩॥

বিশ্বনাথ। কিঞ্চ। ত্রিগুণময়ে জীবে গুণাঃ পরস্পরং বাধ্যবাধকভাবেনৈব তিষ্ঠন্তি তথা সতি জীবস্য যাদৃশী দশা স্যাত্তামাহ,—যদেতি ত্রিভিঃ। সত্ত্বং কর্ত্তৃ যদা ইতরৌ রজস্তমোগুণৌ জয়েৎ অভিভবেৎ ভাস্বরং প্রকাশকং বিশদং স্বচ্ছং শিবং শান্তং শিবত্ববিশদত্বভাস্বরত্বাংশানাং যথাক্রমং সুখধর্ম্মজ্ঞানহেতুত্বাত্তদা তৈঃ সুখাদিভিরেব যুজ্যেত আদিশব্দাৎ শমদমাদিভিশ্চ ॥ ১৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। আর ত্রিগুণময় জীবে গুণগুলি পরস্পর বাধ্যবাধকভাবে থাকে। সেরূপ হইলে জীবের যে প্রকার দশা হয় তাহাই তিনটী শ্লোকে বলিতেছেন। যে সময় সত্ত্ব অপর দুইটী অর্থাৎ রজঃ ও তমোগুণকে জয় বা অভিভব করে, ভাস্বর—প্রকাশক, বিশদ—স্বচ্ছ, শিব—শান্ত, শিবত্ব, বিশদত্ব ও ভাস্বরত্ব অংশসমূহ যথাক্রমে সুখ, ধর্ম্ম ও জ্ঞানহেতু তখন সেই সুখাদির সহিত যুক্ত হয়, আদিশব্দে শমদমাদিও বুঝাইতেছে ॥ ১৩ ॥

অনুদর্শিনী। মিশ্রগুণ-সকলের কার্য্য প্রদর্শন করাইয়া এক্ষণে এক একটী গুণের কার্য্য দেখাইতে সত্ত্ব-গুণের কার্য্য দেখাইতেছেন এবং পরে ১১৷২৫৷৩০ শ্লোকস্থ দ্রব্যদেশকালাদি যাবতীয় ভাবই ত্রিগুণাত্মক দেখাইবেন বলিয়া প্রথমে কালের ত্রিগুণাত্মকত্ব দেখাইতেছেন।

শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকেও বলিয়াছেন—

সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত গী ১৪৷১১

অর্থাৎ সত্ত্বগুণের বৃদ্ধিদ্বারা এই দেহের ইন্দ্রিয়গণ দ্বার সকলে প্রকাশগুণ বৃদ্ধি হয়, তাহাই ইন্দ্রিয়জ্ঞান ॥ ১৩ ॥

যদা জয়েৎ তমঃ সত্ত্বং রজঃ সঙ্গং ভিদা চলম্।
তদা দুঃখেন যুজ্যেত কর্ম্মণা যশসা শ্রিয়া ॥ ১৪ ॥

অন্বয়। যদা সঙ্গং (সঙ্গহেতুঃ) ভিদা (ভেদহেতুঃ) চলং (প্রবৃত্তিস্বভাবং) রজঃ (কর্ত্তৃ) তমঃ সত্ত্বং (কর্ম্ম-ভূতং) জয়েৎ (অভিভবেৎ) তদা (পুমান্ সঙ্গহেতুত্বাৎ) দুঃখেন কর্ম্মণা যশসা শ্রিয়া (চ) যুজ্যেত ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ। যখন সঙ্গহেতু ভেদের কারণ ও প্রবৃত্তি-স্বভাব রজোগুণ কর্ত্তৃক সত্ত্ব ও তমোগুণ পরাভূত হয়, তখন পুরুষ দুঃখ, কর্ম্ম, যশঃ ও শ্রী প্রভৃতি গুণযুক্ত হইয়া থাকেন। ১৪ ॥

বিশ্বনাথ। তমঃ সত্ত্বং কর্ম্মভূতং রজঃ কর্ত্তৃ যদা জয়েৎ সঙ্গং সঙ্গহেতুঃ ভিদা ভেদহেতুঃ। চলং প্রবৃত্তি-স্বভাবং তদা ভিদাহেতুত্বাদ্দুঃখেন যুজ্যেত দ্বিতীয়াদ্বৈ ভয়ং ভবতীতি শ্রুতেঃ। চলত্বাং কর্ম্মণা সঙ্গহেতুত্বাৎ যশসা শ্রিয়া চ যুজ্যেত তত্তৎকামঃ পুমান্ ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। তমঃ ও সত্ত্বকে কর্ম্মভূত রজঃ যখন জয় করে, সঙ্গ—সঙ্গহেতু, ভিদা ভেদহেতু; চল—প্রবৃত্তি স্বভাব। সে সময় ভেদহেতু দুঃখের সহিত যুক্ত হয়, 'দ্বিতীয় হইতে ভয় হয়' এই শ্রুতি অনুসারে। 'চল' বলিয়া কর্ম্মের সহিত সঙ্গহেতু বলিয়া যশও শ্রীর সহিত যুক্ত হয় অর্থাৎ পুরুষ সেই সেই কামবিশিষ্ট হয় ॥১৪॥

অনুদর্শিনী। ভয়ের কারণ—

"ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাৎ" ভাঃ ১১৷২৷৩৭

দ্বিতীয়াভিনিবেশ অর্থাৎ উপাধিভূত দেহেন্দ্রিয়াদিতে অহঙ্কার, তাহা হইতে ভয় হয়।

সেই সেই কামবিশিষ্ট হয়—অর্থাৎ যাহার দেহগেহা-দিতে আসক্তি, তাহারই যশ ও শ্রীকাম হয়।

লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্ম্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ গী ॥১৪৷১২

হে ভরতর্ষভ, যাহার রজোগুণ বৃদ্ধি হয়, তাহার লোভ, প্রবৃত্তি, আরম্ভ কর্ম্মাগ্রহতা ও স্পৃহা বৃদ্ধি হয় ॥ ১৪ ॥

যদা জয়েদ্রজঃ সত্ত্বং তমো মূঢ়ং লয়ং জড়ম্।
যুজ্যেত শোকমোহাভ্যাং নিদ্রয়া হিংসয়াশয়া ॥ ১৫॥

অন্বয়। যদা মূঢ়ং (বিবেকভ্রংশকং) লয়ম্ (আবরণাত্মকং) জড়ম্ (অনুদ্যমাত্মকং) তমঃ (কর্তৃ) রজঃ সত্ত্বং (চ কর্মভূতং) জয়েৎ (অভিভবেত্তদা পুমান্) শোকমোহাভ্যাং নিদ্রয়া হিংসয়া আশয়া (চ) যুজ্যেত ॥১৫॥

অনুবাদ। যখন বিবেকবিভ্রংশক, আবরণাত্মক অনুদ্যম স্বভাব তমোগুণ সত্ত্ব ও রজোগুণদ্বয়কে জয় করে, তখন পুরুষ শোক, মোহ, নিদ্রা, হিংসা ও আশাদ্বারা যুক্ত হন ॥১৫॥

বিশ্বনাথ। রজঃ সত্ত্বঞ্চ কর্মভূতং তমঃ কর্তৃ যদা জয়েৎ মূঢ়ং বিবেকভ্রংশকং। লয়মাবরণাত্মকং জড়মনুদ্যমাত্মকং তদা মূঢ়ত্বাচ্ছোকমোহহিংসাভিঃ। লয়ত্বান্নিদ্রয়া জড়ত্বাদুদ্যমাভাবেন কেবলমাশয়া যুজ্যেত। তত্রোত্তরগ্রন্থব্যাখ্যামনুসৃত্য তত্তৎকালোঽপি তত্তদ্‌গুণাত্মকো জ্ঞেয়ঃ। তথা যদা কেবলভক্ত্যা গুণত্রিকং জিতং স্যাত্তদা নির্গুণেন প্রেমানন্দেন যুজ্যেতেত্যেবমগ্রেঽপি ব্যাখ্যানশেষ উপন্যসনীয়ঃ ॥১৫॥

বঙ্গানুবাদ। রজঃ সত্ত্বকে কর্মভূত তমঃ যখন জয় করে, মূঢ়—বিবেকভ্রংশক, লয়—আবরণাত্মক, জড়—অনুদ্যমাত্মক। যে সময় মূঢ়ত্বহেতু শোকমোহহিংসার সহিত, লয়ত্বহেতু নিদ্রার সহিত, জড়ত্বহেতু উদ্যমাভাব ও কেবল আশার সহিত যুক্ত হয়। সে বিষয়ে গ্রন্থের ব্যাখ্যা অনুসারে সেই সেই কালও সেই সেই গুণাত্মক জানিতে হইবে। সেইরূপ সে সময়ে কেবলা ভক্তি ত্রিগুণকে জয় করিবে, সে সময়ে নির্গুণ প্রেমানন্দের সহিত যোগ হইবে, এইরূপ অগ্রেও ব্যাখ্যানশেষ উপন্যস্ত (উল্লিখিত) হইবে ॥১৫॥

অনুদর্শিনী। তমোগুণের কার্য্য—জ্ঞানাবরণ।
"তমসা গ্রস্যতে পুংসশ্চেতনা ব্যাপিনী দ্রুতম্" ॥ভাঃ ১১।২১।২০
অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন ॥গী ১৪।১৩

হে কুরুনন্দন, তমোবৃদ্ধি হইলে অপ্রকাশ, অপ্রবৃত্তি, প্রমাদ ও মোহ উৎপন্ন হয় ॥১৫॥

যদা চিত্তং প্রসীদেত ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ নির্বৃতিঃ।
দেহেঽভয়ং মনোঽসঙ্গং তৎ সত্ত্বং বিদ্ধি মৎপদম্ ॥১৬॥

অন্বয়। যদা (যস্মিন্ সময়ে) চিত্তং প্রসীদেত (প্রসীদেৎ স্বচ্ছং ভবেৎ) ইন্দ্রিয়াণাং চ নিবৃত্তিঃ (উপরতিঃ) দেহে অভয়ং মনঃ (চ) অসঙ্গং (বিষয়সঙ্গরহিতং ভবতি) তৎ (তদা) মৎপদং (মদুপলব্ধিস্থানং) সত্ত্বম্ (উদ্রিক্তং) বিদ্ধি (জানীহি) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ। যখন চিত্ত নির্ম্মল, ইন্দ্রিয়গণ প্রশান্ত, দেহ ভয়শূন্য ও মন বিষয়সঙ্গ-রহিত হয়, তখন আমার উপলব্ধির অধিষ্ঠানভূত সত্ত্বগুণকে উদ্রিক্ত বলিয়া জানিবে ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ। তদেবং বর্দ্ধমানো গুণো বাধকো ভবতি যদা তদা ক্ষীণৌ বাধ্যাবিত্যবগতং। ইদানীং কেন কেন লক্ষণেন কঃ কো গুণো বর্দ্ধমানো জ্ঞেয় ইত্যত আহ,—যদেতি ত্রিভিঃ। প্রসীদেৎ স্বচ্ছং ভবেৎ। নির্বৃতিবৈতৃষ্ণ্যলক্ষণমবৈয়গ্র্যং মনঃ সঙ্গরহিতমনাসক্তং স্যাত্তদা সত্ত্বমুদ্রিক্তং বিদ্ধি। মৎপদং ময়ি মৎপ্রাপ্তৌ পদং ব্যবসায়ো যস্মাৎ তৎ ॥ ১৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। অতএব এইরূপে বর্দ্ধনশীল গুণ যখন অপর দুইটী গুণের বাধক হইয়া দাঁড়ায়, তখন ঐ দুইটী ক্ষীণ ও বাধাপ্রাপ্ত ইহা জানা হইয়াছে। এখন কোন্ কোন্ লক্ষণদ্বারা কোন্ কোন্ গুণ বর্দ্ধনশীল, ইহা জানিতে হইবে, তাই তিনটী শ্লোকে বলিতেছেন। যখন চিত্ত-প্রসাদপ্রাপ্ত ও স্বচ্ছ হইবে, নিবৃত্তি—বিতৃষ্ণালক্ষণ অব্যগ্র মন সঙ্গরহিত বা অনাসক্ত হইবে, তখন সত্ত্বের উদ্রেক জানিবে। মৎপদ—যাহা হইতে আমাতে বা আমার প্রাপ্তিতে পদ অর্থাৎ ব্যবসায় (বিশেষ আগ্রহ) হয় ॥১৬॥

অনুদর্শিনী।

রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা ॥ গী ১৪।১০

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—যেখানে সত্ত্বগুণ প্রবল, সেখানে রজ ও তম পরাজিত। যেখানে রজোগুণ প্রবল, সেখানে

সত্ত্ব ও তমো পরাজিত, এবং যেখানে তমোগুণ প্রবল সেখানে সত্ত্ব ও রজ অভিভূত থাকে।

'সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানং' গী ১৪।১৭

অর্থাৎ সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। সত্ত্বগুণযুক্ত ব্যক্তিগণ বৈকুণ্ঠ-পতি বিষ্ণুর ভজনা করেন ॥ ১৬ ॥

ভাঃ ১।২।২৫ দ্রষ্টব্য

বিকুর্ব্বন্ ক্রিয়য়া চাধীরনিবৃত্তিশ্চ চেতসাম্।
গাত্রাস্বাস্থ্যং মনো ভ্রান্তং রজ এতৈর্নিশাময় ॥১৭॥

অন্বয়। (যদা) ক্রিয়য়া বিকুর্ব্বন্ (বিকারং প্রাপ্নুবন্) আধীঃ চ (আ সমন্তাৎ বিক্ষিপ্তা ধীর্যস্য সঃ তথা ভবতি) চেতসাং চ (বুদ্ধীন্দ্রিয়াণামপি) অনিবৃত্তিঃ (অনুপরতিঃ) গাত্রাস্বাস্থ্যং (গাত্রানি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি তেষামস্বাস্থ্যং বিকারাধিক্যং) মনঃ (চ) ভ্রান্তং (চঞ্চলম্) এতৈঃ হেতুভিরুৎকটং রজঃ নিশাময় (জানীহি) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ। পুরুষ যখন ক্রিয়াদ্বারা বিকৃত ও বিক্ষিপ্তচিত্ত, তাহার বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণের বিষয়ে সতৃষ্ণতা, কর্ম্মেন্দ্রিয়গণের বিকারাধিক্য ও মনের চঞ্চলতা পরিলক্ষিত হয়, তখন এই সকল কারণদ্বারা রজোগুণকে উদ্রিক্ত বলিয়া জানিবে ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ। যদা ক্রিয়য়া বিকুর্ব্বন্ বিকারং প্রাপ্নুবন্ আধীঃ আসমন্তান্নানাপদার্থগতত্বেন বিক্ষিপ্তা ধীর্যস্য তথাভূতো ভবতি। চেতসাং বুদ্ধীন্দ্রিয়াণাং। অনিবৃত্তিঃ সতৃষ্ণতা। এতৈর্লক্ষণৈস্তদা রজ উদ্রিক্তং জানীহি ॥১৭॥

বঙ্গানুবাদ। যে কালে ক্রিয়াহেতু বিকারপ্রাপ্ত ও আধী—যাহার আ অর্থাৎ সমন্তাৎ বা চারিদিকে অর্থাৎ নানা পদার্থগত বলিয়া বিক্ষিপ্ত ধী, সেইরূপ হয়। চেতঃ অর্থাৎ বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়গণের অনিবৃত্তি অর্থাৎ সতৃষ্ণতা; এই সকল লক্ষণদ্বারা তখন রজের উদ্রেক জানিবে ॥১৭॥

অনুদর্শিনী। "রজসো লোভ এব চ" গী ১৪।১৭ অর্থাৎ রজোগুণ হইতে লোভ উৎপন্ন হয়। বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়-গণের অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়গণের ॥ ১৭ ॥

সীদচ্চিত্তং বিলীয়েত চেতসো গ্রহণেঽক্ষমম্।
মনো নষ্টং তমো গ্লানিস্তমস্তদুপধারয় ॥ ১৮ ॥

অন্বয়। (যদা) সীদৎ (তিরোভবৎ) চেতসঃ গ্রহণে (চিদাকারপরিণামে) অক্ষমং (সৎ) চিত্তং বিলীয়েত, মনঃ (অপি সঙ্কল্পাত্মকং সৎ) নষ্টং (লীনং) তমঃ (অজ্ঞানং) গ্লানিঃ (বিষাদশ্চ ভবতি) তৎ (তদা) তমঃ (উৎকটং) উপধারয় (বিদ্ধি) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ। যখন চিত্ত ব্যাকুলিত হইয়া—চিদাকার গ্রহণে অসামর্থ্যহেতু লীন হয়, সঙ্কল্পাত্মক মনও লীন প্রায় হয় এবং অজ্ঞান ও বিষাদ উপস্থিত হয়, তখন তমোগুণকে উৎকট বলিয়া জানিবে ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ। যদা সীদৎ ব্যাকুলীভবৎ চিত্তং বিলীয়েত জড়ীভবতি যতশ্চেতসশ্চেতনায়া গ্রহণে অক্ষমম-সমর্থং ভবেৎ নিশ্চেতনত্বাদপ্রবুদ্ধং ভবতীত্যর্থঃ। মনোঽপি সংকল্পাত্মকং নষ্টং লীনং তমোঽজ্ঞানং গ্লানির্বিষাদঃ তত্তদা তম উৎকটম্। যদা তু কেবলয়া ভক্ত্যা গুণত্রয়পরাভবস্তদা নৈর্গুণ্যমবধারয়েতি শেষঃ ॥ ১৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। যে সময়ে চিত্ত অবসন্ন বা ব্যাকুল হইয়া বিলীন বা জড়ীভূত হয়, যেহেতু চেতঃ অর্থাৎ চেতনার গ্রহণে অক্ষম বা অসমর্থ অর্থাৎ নিশ্চেতন বলিয়া অপ্রবুদ্ধ হয়, এই অর্থ। মনও সঙ্কল্পাত্মক নষ্ট লীন তমঃ বা অজ্ঞান, গ্লানি অর্থাৎ বিষাদ, তাহা তখন উৎকট তমঃ। কিন্তু যখন কেবলাভক্তিদ্বারা—তিনটী গুণের পরাভব হয়, তখন নির্গুণতা বলিয়া অবধারণ করিবে, ইহা উহ্য ॥১৮॥

অনুদর্শিনী। "প্রমাদমোহৌ-তমসো ভবতোঽ-জ্ঞানমেবচ।" গী ১৪।১৭ অর্থাৎ তমোগুণ হইতে অজ্ঞান, প্রমাদ ও মোহ উৎপন্ন হয় ॥ ১৮ ॥

"তমসা গ্রস্ততে পুংসশ্চেতনা ব্যাপিনী ক্রমম।"

ভাঃ ১১।২৩।২০ দ্রষ্টব্য

এধমানে গুণে সত্ত্বে দেবানাং বলমেধতে।
অসুরাণাঞ্চ রজসি তমস্যুদ্ধব রক্ষসাম্ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়। (হে) উদ্ধব, সত্ত্বে গুণে এধমানে (বর্দ্ধমানে সতি) দেবানাং বলম্ এধতে (বর্দ্ধতে) রজসি

(এধমানে) অসুরাণাং (বলম্ এধতে) তমসি (এধমানে সতি) রক্ষসাং চ (রাক্ষসানাং বলম্ এধতে) ॥১৯॥

অনুবাদ। হে উদ্ধব, সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি হইলে দেবগণের, রজোগুণ বৃদ্ধি হইলে অসুরগণের এবং তমোগুণ বৃদ্ধি হইলে রাক্ষসগণের বল বৃদ্ধি হয় ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ। সত্ত্বাদীনাং বৃদ্ধিকালেষু যথা দেবাসুর-রাক্ষসা বর্দ্ধন্তে তথৈব ব্যষ্টিদেহেম্বিন্দ্রিয়াণাং নিবৃত্তিপ্রবৃত্তি-মোহস্বভাবা এব দেবাসুররাক্ষসা জ্ঞেয়া ইত্যাহ,—এধমানে ইতি। যদা ভক্তিহেতুকং নৈর্গুণ্যং বর্দ্ধতে তদা ভক্তানাং বলমেধতে ইতি শেষঃ ॥ ১৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। সত্ত্বাদিরবৃদ্ধিকালে যেমন দেব, অসুর, রাক্ষসগণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সেইরূপই ব্যষ্টিদেহসমূহে ইন্দ্রিয়গণের নিবৃত্তিস্বভাব দেবগণ, প্রবৃত্তিস্বভাব অসুর-গণ ও মোহস্বভাব রাক্ষসগণ, ইহা জানিতে হইবে, এই বলিতেছেন। যে সময়ে ভক্তিহেতুক নির্গুণত্ব বৃদ্ধি পায়, তখন ভক্তগণের বল বৃদ্ধি হয়, এইটী উহ্য ॥১৯॥

অনুদর্শিনী। কোন ব্যক্তির সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি হইলে দেবভাব, রজোগুণবৃদ্ধিতে অসুরভাব এবং তমোগুণবৃদ্ধিতে রাক্ষসভাব হয় কিন্তু ভক্তিবল বৃদ্ধিতে নির্গুণত্ব লাভ হয়, কারণ ভক্তি নির্গুণা ॥১৯॥

সত্ত্বাজ্জাগরণং বিদ্যাদ্রজসা স্বপ্নমাদিশেৎ।
প্রস্বাপং তমসা জন্তোস্তুরীয়ং ত্রিষু সন্ততম্ ॥ ২০ ॥

অন্বয়। (গুণোৎকর্ষতোঽবস্থাভেদং দর্শয়তি) সত্ত্বাৎ জন্তোঃ (জীবস্য) জাগরণং বিদ্যাৎ (জানীয়াৎ) রজসা স্বপ্নং আদিশেৎ (নির্দ্দিশেৎ) তমসা প্রস্বাপং (বিদ্যাৎ) তুরীয়ং (চতুর্থাবস্থান্তরং নাম) ত্রিষু (জাগরণা-দিষু) সন্ততম্ (একরূপমাত্মতত্ত্বমেবেত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

অনুবাদ। সত্ত্বগুণের উদ্রেকে জীবের জাগরণ, রজোগুণে স্বপ্ন এবং তমোগুণে সুষুপ্তি হইয়া থাকে। তুরীয় অবস্থা পূর্ব্বোক্ত অবস্থাত্রয়ের মধ্যে বিতত অর্থাৎ এক আত্মতত্ত্বরূপে অবস্থিত ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ। কস্মাদ্গুণাৎ কা অবস্থা ইত্যত আহ,—সত্ত্বাদিতি। তথৈব নির্গুণাবস্থামাহ—তুরীয়ং চতুর্থ-মবস্থান্তরং নাম ত্রিষু জাগরণাদিষু সন্ততং অন্বিতং পরমাত্মস্বরূপমেবেত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

বঙ্গানুবাদ। কোন্ গুণহেতু কি অবস্থা, তাই বলিতেছেন। সেই রূপই নির্গুণ অবস্থা বলিতেছেন। তুরীয় অর্থাৎ চতুর্থ-অবস্থান্তর তিনটী অর্থাৎ জাগরণাদিতে সন্তত অর্থাৎ অন্বিত পরমাত্মস্বরূপ ॥২০॥

অনুদর্শিনী। পূর্ব্বে ১১।১৩।২৭-২৮ শ্লো দ্রষ্টব্য ॥২০॥

উপর্য্যুপরি গচ্ছন্তি সত্ত্বেন ব্রাহ্মণা জনাঃ।
তমসাধোঽধ আমুখ্যাদ্রজসান্তরচারিণঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়। (গুণোৎকর্ষদ্বারেণ তত্তৎকর্ম্মফলনিষ্ঠাং দর্শয়তি) ব্রাহ্মণাঃ (বেদার্থানুষ্ঠানাভিযুক্তাঃ) (আব্রাহ্মণ ইতি তু পাঠে ব্রহ্মলোকমভিব্যাপ্যেত্যর্থঃ) জনাঃ সত্ত্বেন উপরি উপরি (ব্রহ্মলোকং যাবৎ) গচ্ছন্তি তমসা আমুখ্যাৎ (স্থাবরাণি অভিব্যাপ্য) অধঃ অধঃ (গচ্ছন্তি) রজসা অন্তরচারিণঃ (মনুষ্যা এব ভবন্তি) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ। বেদার্থবিজ্ঞ কর্ম্মঠ ব্রাহ্মণগণ সত্ত্বগুণে ঊর্দ্ধদেশে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত গমন করেন। তমোগুণযুক্ত ব্যক্তিগণ স্থাবর পর্য্যন্ত অধোগতি এবং রজোগুণযুক্ত ব্যক্তিগণ মনুষ্যগতি লাভ করিয়া থাকে ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ। আব্রহ্মণো জনা ইতি পাঠে ব্রহ্মলোক-মভিব্যাপ্যেত্যর্থঃ। আমুখ্যাৎ স্থাবরানভিব্যাপ্যেত্যর্থঃ। অন্তরচারিণঃ মনুষ্যা ভবন্তীত্যর্থঃ। নৈর্গুণ্যেন ভক্ত্যা ভগবৎপদং যান্তীতি শেষঃ ॥ ২১ ॥

বঙ্গানুবাদ। আব্রহ্মণ—এই পাঠ হইলে 'ব্রহ্মলোক ব্যাপিয়া'। আমুখ্য—স্থাবরগুলিকে ব্যাপিয়া, এই অর্থ। অন্তরচারী অর্থাৎ মনুষ্য হয়, এই অর্থ। নির্গুণতাহেতু ভক্তিদ্বারা ভগবৎপদ প্রাপ্ত হয়, এইটী উহ্য ॥২১॥

অনুদর্শিনী।

ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধোগচ্ছন্তি তামসাঃ ॥ গীঃ ১৪।১৮

সত্ত্বগুণস্থ ব্যক্তি ঊর্দ্ধগতি (সত্যলোক বা ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত) লাভ করে, রাজস লোকেরা মনুষ্যলোক লাভ করে। তামস ব্যক্তিগণ তমঃ তারতম্যে পশুপক্ষি-স্থাবরাদি যোনি লাভ করে। কিন্তু "মদ্ভক্তা যান্তি মৎপদম্" অর্থাৎ ভক্তগণ ভগবৎপদ প্রাপ্ত হন ॥২১॥

সত্ত্বে প্রলীনাঃ স্বর্যান্তি নরলোকং রজোলয়াঃ।
তমোলয়াস্তু নিরয়ং যান্তি মামেব নির্গুণাঃ ॥২২॥

অন্বয়। (দেহাদুৎক্রান্তকালীনগুণোৎকর্ষফলমাহ) সত্ত্বে (বৃদ্ধে সতি) প্রলীনাঃ (মৃতাঃ) স্বঃ (স্বর্গ-লোকং) যান্তি, রজোলয়াঃ (রজসি প্রবৃদ্ধে সতি লয়ো যেষাং তে) নরলোকং (যান্তি) তমোলয়াঃ (তমসি প্রবৃদ্ধে সতি লয়ো যেষাং তে) নিরয়ং (যান্তি), নির্গুণাঃ (নির্গুণা ইত্যত্র তু লয়শব্দানুপাদানাৎ জীবন্তোঽপি নির্গুণাশ্চেৎ) মামেব যান্তি (প্রাপ্নুবন্তি ॥২২॥

অনুবাদ। সত্ত্বগুণের প্রবৃদ্ধিকালে মৃত ব্যক্তিগণ স্বর্গলোকে গমন করেন, রজোগুণের প্রবৃদ্ধিকালে মৃতজন-গণ নরলোকে গমন করেন এবং তমোগুণের প্রবৃদ্ধি কালে মৃতব্যক্তিগণ নরকে গমন করেন, আর নির্গুণ ব্যক্তিগণ জীবিতাবস্থাতেই আমাকে লাভ করেন ॥২২॥

বিশ্বনাথ। দেহোৎক্রমণকালিকগুণোৎকর্ষফলমাহ, সত্ত্বে ইতি। যদাহি যো গুণঃ প্রবৃদ্ধো ভবতি তদা স গুণঃ পৃথগ্‌দৃষ্টো ভবতীত্যতঃ সত্ত্বে প্রলীনাঃ সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে সতি মৃতাঃ। রজোলয়াঃ রজসি প্রবৃদ্ধে সতি লয়ো যেষাং তে। এবং তমোলয়াঃ। নির্গুণা ইত্যত্র তু লয় শব্দানু-পাদানাৎ জীবন্তোঽপি মদ্ভক্তাশ্চেন্নির্গুণাশ্চেন্মামেব যান্তীত্যর্থঃ ॥২২॥

বঙ্গানুবাদ। দেহের উৎক্রমণ কালিক গুণের উৎকর্ষ ফল বলিতেছেন যে সময় যে গুণ প্রবৃদ্ধ হয়, তখন সেই গুণ পৃথকভাবে দৃষ্ট হয়। অতএব সত্ত্বে প্রলীন অর্থাৎ সত্ত্ব প্রবৃদ্ধ হইলে মৃত। রজোলয়—রজো প্রবৃদ্ধ হইয়া যাহাদের লয়। এইরূপ তমোলয়। নির্গুণ—এস্থলে 'কিন্তু' লয় শব্দ না থাকায় জীবন্ত থাকিয়াও আমার ভক্তগণ নির্গুণ হইলে আমাকে প্রাপ্ত হয়, এই অর্থ ॥২২॥

অনুদর্শিনী। গুণভেদে গতিভেদ দেখাইতেছেন। ভক্তগণ কিন্তু জীবন্তেই নির্গুণ হইয়া ভগবানকে লাভ করেন

তদা পুমান্ মুক্তসমস্তবন্ধন-
স্তদ্ভাবভাবানুকৃতাশয়াকৃতিঃ।
নির্দগ্ধবীজানুশয়ো মহীয়সা
ভক্তিপ্রয়োগেণ সমেত্যধোক্ষজম্

ভাঃ ৭।৭।৩৬

শ্রীপ্রহ্লাদ বলিলেন—তখন সকল বন্ধন মুক্ত সেই পুরুষ ভগবানের লীলাদি ধ্যান করায় মন ও শরীর অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দময়তা প্রাপ্ত হয়; সেই সময় অতিশয় ভক্তিহেতু তাঁহার অবিদ্যা প্রভৃতি অজ্ঞান এবং বাসনা-সমূহ নিঃশেষরূপে দগ্ধ হইয়া যায়, সুতরাং তখন সম্যক্ প্রকারে ভগবানকে প্রাপ্ত হন।

শ্রীভগবান্ ভক্ত অর্জ্জুনকেও বলিয়াছেন—

'জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন ॥"

গীঃ ৪।৯

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন—"স বর্ত্তমানং দেহং ত্যক্ত্বা পুনর্জন্মনৈতি কিন্তু মামেবৈতি। অত্র দেহং ত্যক্ত্বা ইত্যস্য আধিক্যাদেবং ব্যাচক্ষতে স্ম। স দেহং ত্যক্ত্বা পুনর্জন্মনৈতি কিন্তু দেহমত্যক্ত্বৈব মামেতি। 'মদীয় দিব্যজন্মচেষ্টিতযাথার্থ্যজ্ঞানেন বিধ্বস্ত-সমস্তমৎসমাশ্রয়ণবিরোধিপাপ্মা অস্মিন্নেব জন্মনি মামা-শ্রিত্য মদেকপ্রিয়ো মামেব প্রাপ্নোতি' ইতি শ্রীরামানুজা-চার্য্যচরণাঃ"।

অর্থাৎ "তিনি (অর্থাৎ এইরূপ তত্ত্বজ্ঞ ভক্ত) বর্ত্তমান দেহ ত্যাগ করিয়া পুনরায় জন্মলাভ করেন না, কিন্তু আমাকেই প্রাপ্ত হন। এই শ্লোকে 'দেহত্যাগ করিয়া'—এই পদের আধিক্যহেতু এইরূপই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তিনি দেহত্যাগ করিয়া পুনর্জ্জন্ম লাভ করেন না কিন্তু দেহত্যাগ না করিয়াই (অর্থাৎ এই জন্মেই) আমাকে পান। 'মদীয় দিব্যজন্মচেষ্টাদির যাথার্থ্য জ্ঞান দ্বারা মৎসমাশ্রয়ণবিরোধি সমস্ত পাপ বিধ্বস্ত হওয়ায়

এই জন্মেই আমাকে আশ্রয় করিয়া মদেকপ্রিয় আমাকেই পায়'—শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্য ইহাই বলেন।"

আলোচ্য শ্লোকে গুণময়ী ও নির্গুণা নিষ্ঠার আলোচনা হইয়াছে ॥২২॥

মদর্পণং নিষ্ফলং বা সাত্ত্বিকং নিজকর্ম্ম তৎ।
রাজসং ফলসঙ্কল্পং হিংসাপ্রায়াদি তামসম্ ॥২৩॥

অন্বয়। (ইদানীং গুণোৎকর্ষক্রমমেব তত্তৎফলসাধনকর্ম্ম ত্রৈবিধ্যমাহ) মদর্পণং (মৎপ্রীত্যুদ্দেশেন কৃতং) নিষ্ফলং বা (কেবলং দাসভাবেনৈব কৃতং যৎ) নিজকর্ম্ম (নিত্যাদিকৃত্যং) তৎ সাত্ত্বিকং (স্যাৎ) ফলসঙ্কল্পং (ফলং সঙ্কল্প্যতে যস্মিন্ তৎ) রাজসং (স্যাৎ) হিংসাপ্রায়াদি (হিংসাপ্রায়ং হিংসোদ্দেশেন কৃতং হিংসাবহুলঞ্চ। আদিশব্দাদ্ দম্ভমাৎসর্য্যাদিভিঃ কৃতং কর্ম্ম) তামসং (স্যাৎ) ॥২৩॥

অনুবাদ। আমার প্রীতিসাধনোদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম অথবা কেবল দাসভাবে অনুষ্ঠিত নিজ নিত্য-নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম সাত্ত্বিক, ফলসঙ্কল্পযুক্ত কর্ম্ম রাজস এবং হিংসাদিযুক্ত বা দম্ভমাৎসর্য্যাদিকৃত কর্ম্ম তামস ॥২৩॥

বিশ্বনাথ। ময়ি অর্পণং যস্য তৎ মদর্পণমিতি কৃতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণমিতি নারদোক্তের্ধর্ম্মশাস্ত্রবিহিতস্য কর্ম্মমাত্রস্যৈব ভগবদনর্পিতত্বে বৈয়র্থ্যশ্রবণান্মদর্পণমিত্যুত্তরত্রাপি যোজনীয়ম্। ততশ্চ। মদর্পণং নিত্যং কর্ম্ম তথা নিষ্ফলং ফলাভিসন্ধিরহিতং কাম্যং বা কর্ম্ম মদর্পিতং সাত্ত্বিকং স্যাৎ। ফলং সঙ্কল্প্যতে যস্মিংস্তৎ ফলাভিসন্ধিসহিতং কাম্যং কর্ম্ম মদর্পিতং রাজসং স্যাৎ। তথা অধর্ম্মশাস্ত্রোক্তং হিংসাপ্রায়ং হিংসোদ্দেশেন কৃতং কর্ম্ম তামসং স্যাৎ। আদিশব্দাৎ দম্ভমাৎসর্য্যাদিকৃতঞ্চ। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি শুদ্ধভজনন্তু নির্গুণমিতি শেষঃ ॥২৩॥

বঙ্গানুবাদ। আমাতে যাহার অর্পণ সেই মদর্পণ। 'যে কর্ম্ম সর্ব্ব সময়েই অমঙ্গলাত্মক, তাহা অনুত্তম অর্থাৎ সর্ব্বোত্তম (যাহা হইতে উত্তম নাই, এমন হইলেও) ঈশ্বরে সমর্পিত না হইলে তাহা কিরূপে শোভা পাইবে ?" (ভাঃ ১।৫।১২) নারদের এই উক্তি অনুসারে ধর্ম্মশাস্ত্রবিহিত কর্ম্মমাত্রই ভগবানে অর্পিত না হইলে ব্যর্থ বলিয়া শোনা যায় বলিয়া 'মদর্পণ' ইহা পরেও যোজনীয়। অতএব মদর্পণ নিত্যকর্ম্ম বা নিষ্ফল অর্থাৎ ফলাভিসন্ধিরহিত কাম্যকর্ম্ম মদর্পিত হইলে সাত্ত্বিক হইবে। যাহাতে ফল সঙ্কল্পিত হয় এমন ফলাভিসন্ধি সহিত কাম্যকর্ম্ম মদর্পিত রাজস হইবে। সেইরূপ অধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত হিংসাপ্রায় হিংসার উদ্দেশে কৃত তামস হইবে। 'আদি' শব্দপ্রয়োগে দম্ভমাৎসর্য্যাদিকৃতও বুঝাইতেছে। কিন্তু শ্রবণকীর্ত্তনাদি শুদ্ধভজন নির্গুণ, ইহা উহ্য ॥২৩॥

অনুদর্শিনী। ভগবানে কর্ম্মাদি অর্পণ ব্যতীত সবই নিষ্ফল—

> ক্ষেমং ন বিন্দন্তি বিনা যদর্পণং
> তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ ॥ ভাঃ ২।৪।১৭

লৌকিক কর্ম্মাদি ভগবানকে অর্পণজন্য ভগবানেরই আদেশ—

> যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
> যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥গী ৯।২৭

উহাতে 'মদর্পণ' প্রযোজ্য নহে। ভক্তি নির্গুণা বলিয়া ভক্তির অঙ্গ শ্রবণকীর্ত্তনাদিও নির্গুণ।

সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস কর্ম্মসম্বন্ধে গীঃ ১৮।২৩ ২৫ শ্লোঃ দ্রষ্টব্য ॥২৩॥

কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানং রজো বৈকল্পিকঞ্চ যৎ।
প্রাকৃতং তামসং জ্ঞানং মন্নিষ্ঠং নির্গুণং স্মৃতম্ ॥২৪॥

অন্বয়। (ইদানীং সগুণ-নির্গুণ ভেদেন জ্ঞানাদীনাং চাতুর্ব্বিধ্যমাহ) কৈবল্যং (দেহাদিব্যতিরিক্তাত্মবিষয়ং) জ্ঞানং সাত্ত্বিকং (স্মৃতং) যৎ (জ্ঞানং) বৈকল্পিকং চ (দেহাদি-বিষয়ং তৎ) রজঃ (রাজসং স্মৃতং) প্রাকৃতং জ্ঞানং (বালমূকাদিজ্ঞানতুল্যং জ্ঞানং) তামসং (স্মৃতং) মন্নিষ্ঠং (পরমেশ্বরবিষয়ং জ্ঞানং) নির্গুণং স্মৃতম্ ॥২৪॥

অনুবাদ। দেহাদিব্যতিরিক্ত আত্মবিষয়ক জ্ঞান সাত্ত্বিক, দেহাদিবিষয়ক জ্ঞান রাজস এবং বালমূকাদির তুল্য প্রাকৃত জ্ঞান তামস, আর পরমেশ্বরবিষয়ক জ্ঞান নির্গুণ বলিয়া অভিহিত হয় ॥২৪॥

বিশ্বনাথ। অথ কণ্ঠোক্ত্যৈব সগুণনির্গুণভেদেন জ্ঞানাদীনাং চাতুর্বিধ্যমাহ,—কৈবল্যং দেহাদিব্যতিরিক্তত্বেন কেবলজীবাত্মবিষয়ং যত্তৎ সাত্ত্বিকম্। বৈকল্পিকং দ্বৈতবিষয়ং সত্যমসত্যং বা জীবা নিত্যা জন্যা বেত্যাদিবিকল্পভবং জ্ঞানং যত্তদ্রাজসং প্রাকৃতমাহারবিহারাদিজ্ঞানং তামসং মন্নিষ্ঠং মদ্বিষয়কম্ ॥২৪॥

বঙ্গানুবাদ। অনন্তর কণ্ঠের উক্তিদ্বারাই সগুণনির্গুণভেদে জ্ঞানাদির চতুর্বিধত্ব বলিতেছেন। কৈবল্য—দেহাদির অতীত কেবল জীবাত্ম-বিষয় যাহা, তাহা সাত্ত্বিক। বৈকল্পিক—দ্বৈত, ইহা সত্য, না, অসত্য, জীব নিত্য, না জাত,ইত্যাদি বিকল্প-জনিত জ্ঞান রাজস। প্রাকৃত আহার-বিহারাদিজ্ঞান তামস। মন্নিষ্ঠ—মদ্বিষয়ক ॥২৪॥

অনুদর্শিনী। সগুণজ্ঞান ত্রিবিধ—সাত্ত্বিক, রাজস এবং তামস।

সর্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্ ॥
পৃথক্ত্বেন তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্।
বেত্তি সর্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্ ॥
যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহৈতুকম্।
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ গী ১৮।২০-২২

"একই জীবাত্মা নানাবিধ ফলভোগের জন্য ক্রমে মনুষ্যাদি সর্বভূতে বর্তমান। তিনি নশ্বরবস্তুমধ্যে থাকিয়াও অনশ্বর। অনেক জীব পরস্পর বিভিন্ন হইয়াও চিজ্জাতীয়ত্বে একরূপ—এইরূপ জ্ঞানকে সাত্ত্বিক জ্ঞান বলা যায়।

সর্বভূতে অর্থাৎ মনুষ্য তির্য্যগাদি যোনিতে যে সকল জীব আছেন, তাঁহারা পৃথক্ জাতীয় জীব। দেহনাশই আত্মার নাশ। আত্মা সুখদুঃখাশ্রয় বা সুখদুঃখাশ্রয় নহে, জড় না চেতন, ব্যাপক না অণু, অনেক না এক—এইরূপ (বৈকল্পিক) জ্ঞান রাজস।

স্নান, ভোজন ইত্যাদি দৈহিক-ব্যাপারকে বৃহৎ কার্য্য মনে করিয়া তাহাতে যিনি আসক্ত হন, তাহার জ্ঞান—অল্প ও তামস; যে হেতু সেই জ্ঞান অযথাভূত হইয়াও অহৈতুক অর্থাৎ 'ঔৎপত্তিক' বলিয়া প্রতিভাত হয়, তাহাতে তত্ত্বরূপ কোন অর্থলাভ হয় না।

সংক্ষেপে—দেহাদি অতিরিক্ত 'ত্বং—পদার্থজ্ঞান—সাত্ত্বিক। নানাবাদ-প্রতিপাদক ন্যায়াদিশাস্ত্রজ্ঞান—রাজস এবং স্নান ও ভোজনাদি ব্যবহারিকজ্ঞান—তামস।"—শ্রীলবিশ্বনাথ।

ভগবজ্জ্ঞান নির্গুণ—জীবাত্ম বিষয়কজ্ঞান সাত্ত্বিক—'সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানম্' গী ১৪।১৭। 'দেবানাং শুদ্ধসত্ত্বানামৃষীণাঞ্চামলাত্মনাং। ভক্তির্মুকুন্দচরণে ন প্রায়েণোপজায়তে ॥' ভাঃ ৬।১৪।২ অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্ব অমলাত্মা দেবগণের ও ঋষিগণের প্রায়ই মুকুন্দচরণে ভক্তি জন্মে না।—এই শ্লোক হইতে জানা যায় যে, অন্তঃকরণ শুদ্ধিতে যেমন জ্ঞানের স্বতঃ প্রকাশ হয়, ভক্তি বা ভগবজ্জ্ঞানের উদয় তদ্রূপ হয় না। উহা সাধুসঙ্গ ব্যতীত সম্ভবপর নহে। অতএব সত্ত্বাদি সত্ত্বাবেও যেখানে ভগবজ্জ্ঞানের উদয় নাই তখন উহা গুণাতীত। 'তস্মাৎ স্বতএব নির্গুণং ভগবজ্জ্ঞানম্'—সন্দর্ভ ॥২৪॥

বনন্তু সাত্ত্বিকো বাসো গ্রামো রাজস উচ্যতে।
তামসং দ্যূতসদনং মন্নিকেতন্তু নির্গুণম্ ॥২৫॥

অন্বয়। বনং তু (বিবিক্তত্বাৎ) সাত্ত্বিকঃ বাসঃ (বাসস্থানং) গ্রামঃ রাজসঃ (বাসঃ) উচ্যতে দ্যূতসদনং (অক্ষক্রীড়াদীনাং নিকেতনং) তামসম্ (তামসো বাস উচ্যতে) মন্নিকেতং তু (ভগবন্নিকেতনন্তু সাক্ষাত্তদাবির্ভাবাৎ) নির্গুণং (স্থানমুচ্যতে) ॥২৫॥

অনুবাদ। বন স্বরূপ নিবাস সাত্ত্বিক, গ্রাম্যবাস রাজস এবং অক্ষক্রীড়াদি স্থান তামস আর ভগবানের সাক্ষাৎ আবির্ভাবহেতু ভগবন্নিকেতন নির্গুণ ॥২৫॥

বিশ্বনাথ। ভগবন্নিকেতনন্তু সাক্ষাত্তদাবির্ভাবান্নির্গুণং স্থানমিতি স্বামিচরণাঃ ভগবৎসম্বন্ধমাহাত্ম্যেন নিকেতনস্য নৈর্গুণ্যং স্পর্শমণিন্যায়েনেতি সন্দর্ভঃ ॥২৫॥

বঙ্গানুবাদ। ভগবানের নিকেতন সাক্ষাৎ তাঁহার আবির্ভাবস্থান বলিয়া নির্গুণ (শ্রীধরস্বামিপাদ)। ভগবৎ-

সত্ত্বমাহাত্ম্যে নিকেতন নির্গুণ, স্পর্শমণিন্যায়ানুসারে, ইহাই ক্রমসন্দর্ভের মত ॥২৫॥

অনুদর্শিনী। সগুণ ও নির্গুণভেদে দেশেরও চতুর্ব্বিধত্ব দেখাইতেছেন। শ্রীভগবানের নিকেতন—ভগবানের আবির্ভাবক্ষেত্র বা ভগমন্দিরাদি। প্রাকৃত স্পর্শমণির স্পর্শে সকল ধাতুই যেরূপ স্বর্ণত্বপ্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ অপ্রাকৃত চিন্তামণি ভগবানের সম্বন্ধ মহিমায় প্রাকৃত দ্রব্যও নির্গুণ হয়। এইরূপ 'ভক্তিসম্পর্কহেতু স্পর্শমণিন্যায় ত্রিগুণময়ত্বই ত্রিগুণাতীত হয়। যেরূপ ধ্রুবাদির দেহ'—'ভগবৎ পাঞ্চভৌতিকঃ'—ভাঃ ১।৬।২৯ শ্লোকের টীকায় শ্রীলবিশ্বনাথ। তবে ভক্তিচক্ষুদ্বারাই ঐরূপ নির্গুণত্ব উপলব্ধি হয়। যেমন, 'দেবগণ যেখানে সকলকেই চতুর্ভুজ দর্শন করেন।'

বনে বানপ্রস্থগণের, গ্রামে গৃহস্থগণের, দ্যূতসদনে দুরাচারগণের বাস আর ভগবৎসেবাপরায়ণগণের কিন্তু ভগবানের নিকেতনেই বাস ॥২৫॥

সাত্ত্বিকঃ কারকোঽসঙ্গী রাগান্ধো রাজসঃ স্মৃতঃ।
তামসঃ স্মৃতিবিভ্রষ্টো নির্গুণো মদপাশ্রয়ঃ ॥২৬॥

অন্বয়। অসঙ্গী (অনাসক্তঃ) কারকঃ (কর্ত্তা) সাত্ত্বিকঃ (স্মৃতঃ) রাগান্ধঃ (অত্যভিনিবেশবান্ কর্ত্তা) রাজসঃ স্মৃতঃ স্মৃতিবিভ্রষ্টঃ (অনুসন্ধানশূন্যঃ কর্ত্তা) তামসঃ (স্মৃতঃ) মদপাশ্রয়ঃ (মদেকশরণঃ) নির্গুণঃ (নিরহঙ্কারত্বাৎ নির্গুণঃ স্মৃতঃ) ॥২৬॥

অনুবাদ। কর্ম্মের অনাসক্ত কর্ত্তা সাত্ত্বিক, অত্যন্ত অভিনিবেশবান্ কর্ত্তা রাজস এবং অনুসন্ধানশূন্য অর্থাৎ সদসৎ বিচারশূন্য কর্ম্মের কর্ত্তা তামস, আর একমাত্র আমারই আশ্রয় কর্ত্তা নির্গুণ বলিয়া কথিত ॥২৬॥

বিশ্বনাথ। কারকঃ কর্ত্তা অসঙ্গী অনাসক্তঃ। রাগান্ধঃ বিষয়াবিষ্টঃ স্মৃতিবিভ্রষ্টঃ অনুসন্ধানশূন্যঃ। মদপাশ্রয়ঃ মদেকশরণো ভক্তঃ ॥২৬॥

বঙ্গানুবাদ। কারক—কর্ত্তা, অসঙ্গী—অনাসক্ত, রাগান্ধ—বিষয়াবিষ্ট, স্মৃতিবিভ্রষ্ট—অনুসন্ধানশূন্য, মদপাশ্রয়—মদেকশরণ ভক্ত ॥ ২৬ ॥

অনুদর্শিনী। মদেক শরণ ভক্ত—'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকংশরণং ব্রজ' গীঃ ১৮।৬৬ শ্রীভগবানের এই বাক্যে যিনি ধর্ম্মজ্ঞানযোগদেবতান্তরাদি সকল ছাড়িয়া তাঁহারই শরণাগত। এরূপ ভক্ত নির্গুণ।

'হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। স সর্ব্বদৃগুপদ্রষ্টা তং ভজন্ নির্গুণো ভবেৎ ॥'—ভাঃ ১০।৮৮।৫—পরন্তু শ্রীহরি সর্ব্বদর্শী প্রকৃতির অতীত, সাক্ষী ও সাক্ষাৎ গুণাতীত পুরুষোত্তম বলিয়া তাঁহার আরাধনা করিলে পুরুষও তাদৃশ গুণাতীতই হইয়া থাকে। 'তং ভজন্নপি গুণলেপরহিতো নির্গুণো ভবেৎ।'—শ্রীল বিশ্বনাথ।

শ্রীভগবান্ নির্গুণ সুতরাং তাঁহার আশ্রয়গ্রহণকারী ব্যক্তিও নির্গুণ—

"জ্ঞানাত্মন্যগুণময়ে গুণগণতোঽস্য দ্বন্দ্বজালানি ॥"
ভাঃ ৬।১৬।৩৯

ভক্ত চিত্রকেতু বলিলেন—যেহেতু গুণসমূহ হইতেই জীবের সংসার এবং সুখ দুঃখাদি দ্বন্দ্বভাব ঘটিয়া থাকে। আপনি নির্গুণ বলিয়া চিন্ময়, গুণময় পদার্থ হইতে ভিন্ন, আপনার ভজনে ভজনকারীর সংসার হয় না, পরন্তু নির্গুণত্বই লাভ হইয়া থাকে।

রসকূপে পতিত বস্তু যেমন রসময় হয় তদ্রূপ কাম বাসনাযুক্ত বুদ্ধিও আপনাতে প্রবিষ্ট হইলে চিন্ময় হয়।'—শ্রীবিশ্বনাথ।

দ্রষ্টব্য—"অসঙ্গী কর্ম্মী বা জ্ঞানীর সাত্ত্বিকত্বে সাধকের অবগতির সঙ্গে 'আমার আশ্রিত ব্যক্তি নির্গুণ'—এই বাক্যে ভক্তকে সাধকই জানা যায়। তারপর জ্ঞানী জ্ঞানসিদ্ধিতে সাত্ত্বিকত্ব পরিত্যাগে গুণাতীত হয়। ভক্ত কিন্তু সাধক দশার আরম্ভ হইতেই গুণাতীত হন—এই অর্থ পাওয়া যায়।"—শ্রীবিশ্বনাথ।

সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস কর্ত্তা—'মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ। সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্ব্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে ॥ রাগী কর্ম্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ। হর্ষশোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোঽলসঃ। বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তা তামস উচ্যতে ॥"—গীতা ১৮।২৬-২৮

'ত্রিবিধ কর্ত্তার কথা বলিতেছেন। স্তব্ধ—বিষয়াসক্ত। নৈকৃতিক—পরাপমানকর্ত্তা। সাত্ত্বিক কর্ত্তার সাত্ত্বিক কর্ম্মনিষ্ঠজ্ঞান আশ্রয়নীয়, সাত্ত্বিক কর্ম্মই কর্ত্তব্য। ভক্তগণের কিন্তু ত্রিগুণাতীত জ্ঞান,ত্রিগুণাতীত ভক্তিযোগাখ্য আমার কর্ম কর্ত্তারাও ত্রিগুণাতীত।' অতএব গুণাতীত ভক্তগণের ভক্তিসম্বন্ধী জ্ঞানকর্ম্মশ্রদ্ধাদিতে স্বসুখাদি সকলই গুণাতীত। সাত্ত্বিক জ্ঞানিগণের জ্ঞানসম্বন্ধী সকলই সাত্ত্বিকই। রাজস কর্ম্মিগণের সেই সকলই রাজসই। উচ্ছৃঙ্খল তামসগণের সেই সকলই তামসই ইহা শ্রীগীতা ভাগবতার্থ দৃষ্টে জ্ঞাতব্য।"—শ্রীল বিশ্বনাথ ॥২৬॥

সাত্ত্বিক্যাধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা কর্ম্মশ্রদ্ধা তু রাজসী।
তামস্যধর্ম্মে যা শ্রদ্ধা মৎসেবায়ান্তু নির্গুণা ॥২৭॥

অন্বয়। আধ্যাত্মিকী (আত্মবিষয়া) শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকী কর্ম্মশ্রদ্ধা তু রাজসী, অধর্ম্মে (অধর্ম্মে ধর্ম্মইতি) যা শ্রদ্ধা (সা) তামসী মৎসেবায়াং তু (যা শ্রদ্ধা সা) নির্গুণা (ভবতি) ॥২৭॥

অনুবাদ। আধ্যাত্মিক শাস্ত্রাদিতে যে শ্রদ্ধা তাহা সাত্ত্বিকী, কর্ম্মকাণ্ডে শ্রদ্ধা রাজসী এবং অধর্ম্মে ধর্ম্ম বলিয়া যে শ্রদ্ধা তাহা তামসী আর আমার সেবায় শ্রদ্ধা নির্গুণা ॥২৭॥

অনুদর্শিনী। আধ্যাত্মিকী—বেদান্তশাস্ত্রবিষয়িণী। অধর্ম্মে—অধর্ম্মে ধর্ম্মবুদ্ধিতে শ্রদ্ধা।

শ্রীভগবানের সেবায় যে শ্রদ্ধা, তাহা নির্গুণা—'ময্যাবেশ্যমনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে। শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥'—গীঃ ১২।২ শ্রীভগবান্ কহিলেন—যিনি নির্গুণ শ্রদ্ধাসহকারে সমস্ত জীবনকে ভক্তিময় করিয়া আমাতে মনোনিবেশ করেন, সেই ভক্তই সকল যোগী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। 'পরয়া গুণাতীতয়া শ্রদ্ধয়া' যদুক্তং 'সাত্ত্বিক্যাধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা—মৎসেবায়ান্তু নির্গুণা'—ভাঃ ১১।২৫।২৭—শ্রীলবিশ্বনাথ ॥২৭॥

পথ্যং পূতমনায়স্তমাহার্য্যং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্।
রাজসঞ্চেন্দ্রিয়প্রেষ্ঠং তামসঞ্চার্ত্তিদাশুচি ॥ ২৮ ॥

অন্বয়। পথ্যং (হিতং) পূতং (শুদ্ধং) অনায়স্তম্ (অনায়াসতঃ প্রাপ্তম্) আহার্য্যং (ভক্ষ্যভোজ্যাদিঃ) সাত্ত্বিকম্ স্মৃতম্, ইন্দ্রিয়প্রেষ্ঠম্ (ইন্দ্রিয়াণাং প্রেষ্ঠং ভোগকালে সুখদং কট্বম্ললবণাদি) চ রাজসং (স্মৃতম্) আর্ত্তিদাশুচি (দৈন্যকরম্ অশুদ্ধঞ্চ) তামসং চ (চ শব্দান্মন্নিবেদিতং তু নির্গুণমিত্যভিপ্রেতম্) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ। হিতকর, শুদ্ধ, অনায়াসলব্ধ ভক্ষ্যভোজ্যাদি সাত্ত্বিক, কটু, অম্ল, লবণাদি যে সকল বস্তু ভোগকালে ইন্দ্রিয় সুখকর, তাহা রাজসিক এবং দৈন্যকর ও অশুদ্ধ ভোক্ষ্যভোজ্যাদি তামস আর আমাতে নিবেদিত ভক্ষ্যমাত্রই নির্গুণ ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ। অনায়স্তমনায়াসপ্রাপ্তং চ শব্দাৎ মন্নিবেদিতং নির্গুণম্ ॥ ২৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। অনায়স্ত—অনায়াসপ্রাপ্ত, চ শব্দে আমাতে নিবেদিত নির্গুণ ॥ ২৮ ॥

অনুদর্শিনী। দ্রব্য সম্বন্ধে বলিতেছেন। ভগবন্নিবেদিত অন্নাদি নির্গুণ। 'নৈবেদ্যং জগদীশস্য অন্নপানাদিকঞ্চ যৎ। ব্রহ্মবন্নির্ব্বিকারং হি যথা বিষ্ণুস্তথৈব তৎ ॥'—বিষ্ণুপুরাণ। অর্থাৎ শ্রীহরির নৈবেদ্য ও অন্নপানাদি যে কিছু ব্রহ্মের ন্যায় নির্ব্বিকার ও বিষ্ণুসদৃশ।

শ্রীগীতায়ও শ্রীভগবান্ ত্রিবিধ আহার্য্যের কথা বলিয়াছেন—"আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্য…আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥ কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণ…আহারা রাজসস্যেষ্টা…। যাতযামং গতরসং…ভোজনং তামসপ্রিয়ম্।'—১৭।৮-১০। "…অতএব ইহা পর্য্যালোচনা করিয়া বহির্ভৈবিগণের সাত্ত্বিক আহারই সেব্য। কিন্তু উহা সাত্ত্বিক হইলেও ভগবদনিবেদিত বলিয়া বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক ত্যাজ্যই, ভগবন্নিবেদিতান্নাদি কিন্তু নির্গুণ, ভক্তলোকপ্রিয়—ইহা শ্রীভাগবত হইতে জ্ঞেয়।"—শ্রীল বিশ্বনাথ। পূর্ব্বে 'ত্বয়োপভুক্তস্রগ্গন্ধ'—ভাঃ ১১।৬।৪৬ শ্লোঃ দ্রষ্টব্য ॥ ২৮ ॥

সাত্ত্বিকং সুখমাত্মোত্থং বিষয়োত্থন্তু রাজসম্ ।
তামসং মোহদৈন্যোত্থং নির্গুণং মদপাশ্রয়ম্ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়। আত্মোত্থং (আত্মানুভবজন্যং) সুখং সাত্ত্বিকং, বিষয়োত্থং (বিষয়ভোগজনিতং) তু (যৎ সুখং তৎ) রাজসং, মোহদৈন্যোত্থং (মোহাদ্ দৈন্যাচ্চ যৎ সুখমিতি জায়তে তৎসুখং) তামসং, মদপাশ্রয়ং (মৎকীর্ত্তনাদ্যুত্থং সুখং) নির্গুণম্ ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ। আত্মানুভবজন্য সুখ সাত্ত্বিক, বিষয়ভোগজনিতসুখ রাজস এবং মোহদৈন্যজনিতসুখ তামস, আর আমার সংকীর্ত্তনসেবাদি দ্বারা যে সুখ সমুৎপন্ন হয়, তাহা নির্গুণ ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ। আত্মোত্থং ত্বং পদার্থজ্ঞানোত্থং। মদপাশ্রয়ং মৎকীর্ত্তনাদ্যুত্থম্ ॥ ২৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। আত্মোত্থ—ত্বং পদার্থজ্ঞানজাত, মদপাশ্রয়—মৎকীর্ত্তনাদি হইতে জাত ॥ ২৯ ॥

অনুদর্শিনী। ত্বংপদার্থজ্ঞানজাত—অর্থাৎ আত্মজ্ঞান হইতে উৎপন্ন। পূর্ব্বে ২৪ শ্লোকে কৈবল্যজ্ঞানকে সাত্ত্বিক এবং পরমেশ্বর বিষয়কজ্ঞানকে নির্গুণ এই শ্লোকে আত্মানুভবজন্য সুখকে সাত্ত্বিক এবং তৎপদার্থ অর্থাৎ ভগবদনুভবোত্থ সুখকে নির্গুণ বলা হইয়াছে।

মৎকীর্ত্তনাদি হইতে—কীর্ত্তন শব্দে শ্রীনামকীর্ত্তন এবং আদি শব্দে কীর্ত্তন, শ্রবণ, স্মরণকে লক্ষ্য করে। আমরা শ্রীল শুকদেবের বাক্যে পাই—"এতন্নির্ব্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্। যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্ ॥" -ভাঃ ২।১।১১ 'ভাগবতশাস্ত্রে ভক্তিকেই অভিধেয় বলিয়া জানা যায়। সেই গ্রন্থে ভক্ত্যঙ্গসমূহের মধ্যে মহারাজচক্রবর্ত্তিতুল্য একটীকে মুখ্যত্বে নির্ণীত হইয়াছে কি? প্রশ্নের উত্তরে—নামকীর্ত্তন, সকল ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ—তিন মুখ্য। তিনটীর মধ্যে 'তস্মাদ্ভারত'—ভাঃ ২।১।৫ শ্লোকোক্ত সেই তিনের মধ্যে কীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ। কীর্ত্তনেই—নাম লীলাগুণসম্বন্ধী।'—শ্রীল বিশ্বনাথ।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেবও বলিয়াছেন—'ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি। কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি। তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সংকীর্ত্তন। নিরপরাধে নাম লইলে পায় প্রেমধন ॥—চৈঃ চঃ অ ৪ পঃ।

কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণ অভিন্ন—'নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ। পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ ॥"—পদ্মপুরাণ। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—'কৃষ্ণনাম' 'কৃষ্ণস্বরূপ'—দুইত সমান।—চৈঃ চঃ মঃ ১৭ অঃ। পুনঃ—'কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার। নাম হৈতে হয় সর্ব্ব জগৎ নিস্তার ॥' চৈঃ চঃ আঃ ১৭ পঃ

সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্ত্তনজাত সুখই নির্গুণ শ্রীকৃষ্ণানুভবসুখ।

দ্রব্যং দেশঃ ফলং কালো জ্ঞানং কর্ম্ম চ কারকঃ।
শ্রদ্ধাবস্থাকৃতির্নিষ্ঠা ত্রৈগুণ্যঃ সর্ব্ব এব হি ॥ ৩০ ॥

অন্বয়। (উক্তসংসারহেতুভূতং ত্রৈগুণ্যমুপসংহরতি) দ্রব্যং (পথ্যাপূতাদি) দেশঃ (বনগ্রামাদিঃ) ফলং (সাত্ত্বিকংসুখমিত্যাদি) কালঃ (যদা ভজেৎ মাং ভক্ত্যা যদেতরৌ জয়েৎ সত্ত্বমিত্যাদিনা যোঽর্থাদুক্তঃ) জ্ঞানং (কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানমিত্যাদি) কর্ম্ম (মদর্পণমিত্যাদি) কারকঃ চ (সাত্ত্বিকঃ কারকোঽসঙ্গীত্যাদিঃ) শ্রদ্ধা (সাত্ত্বিক্যাধ্যাত্মিকীত্যাদি) অবস্থা (সত্ত্বাজ্জাগরণমিত্যাদিঃ) আকৃতিঃ (উপর্য্যুপরিগচ্ছন্তীত্যাদিনোক্তা দেবত্বাদিরূপা) নিষ্ঠা (সত্ত্বে প্রলীনাঃ স্বর্যান্তীত্যাদিনোক্তঃ স্বর্গাদিঃ এবং) সর্ব্ব এব হি (সর্ব্বোঽপ্যয়ং ভাবঃ) ত্রৈগুণ্যঃ (ত্রিগুণাত্মকঃ) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ। দ্রব্য, দেশ, ফল, কাল, জ্ঞান, কর্ম্ম, কারক, শ্রদ্ধা, আকৃতি, নিষ্ঠা প্রভৃতি যাবতীয় ভাব ত্রিগুণাত্মক ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ। এবমুপসংহরন্নুক্তেষু ত্রিগুণময়েষু গুণাতীতেষু চ পদার্থেষু মধ্যে যে গুণময়া ভাবাস্তে জীবস্য সংসারহেতব ইত্যাহ,—সার্দ্ধত্রয়েন। দ্রব্যং পথ্যাপূতাদি দেশো বনগ্রামাদিঃ ফলং সাত্ত্বিকং সুখমিত্যাদি। কালঃ যদেতরৌ জয়েৎ সত্ত্বমিত্যাদিনা যোঽর্থাদুক্তঃ। জ্ঞানং

কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানমিত্যাদি। কর্ম্ম মদর্পণমিত্যাদি। কারকঃ সাত্ত্বিকঃ কারকোঽসঙ্গীত্যাদি। শ্রদ্ধা সাত্ত্বিক্যা-ধ্যাত্মিকীত্যাদি। অবস্থা সত্ত্বাজ্জাগরণমিত্যাদি। আকৃতিঃ উপর্য্যুপরি গচ্ছতীত্যাদিনোক্তা দেবত্বাদিরূপা। নিষ্ঠা সত্ত্বে প্রলীনাঃ স্বর্যান্তীত্যাদিনোক্তঃ স্বর্গাদিঃ এবং সর্ব্বোঽপ্যয়ং ভাবস্ত্রৈগুণ্যস্ত্রিগুণাত্মকঃ স্বার্থেষ্যঞ্‌॥ ৩০॥

বঙ্গানুবাদ। এইরূপে উপসংহারমুখে উক্ত ত্রিগুণময় ও গুণাতীত পদার্থসমূহমধ্যে যে সকল গুণময় ভাব, তাহারা জীবের সংসারহেতু, ইহাই আড়াইটী শ্লোকে বলিতেছেন। দ্রব্য—পথ্যপূতাদি (২৮ শ্লোক) দেশ—বন-গ্রামাদি (২৬ শ্লো), ফল—সাত্ত্বিক সুখ (২৯ শ্লো), কাল—যখন ইতর দুইটীকে জয় করিবে, সত্ত্ব ইত্যাদিদ্বারা যাহা অর্থহেতু কথিত (১৩-১৫ শ্লো), জ্ঞান—'কেবল জ্ঞান সাত্ত্বিক' (২৪ শ্লো) ইত্যাদি, কর্ম্ম—'মদর্পণ' (২৩ শ্লো) ইত্যাদি, কারক—অসঙ্গী কারক সাত্ত্বিক (২৬ শ্লো) ইত্যাদি, শ্রদ্ধা—'আধ্যাত্মিকী সাত্ত্বিকী' (২৭ শ্লো) ইত্যাদি, অবস্থা—'সত্ত্ব হইতে জাগরণ' (২০ শ্লো) ইত্যাদি, আকৃতি—'ক্রমশঃ ঊর্দ্ধদেশে যায়' (২২ শ্লো) ইত্যাদি কথিত দেবতাদিরূপা, নিষ্ঠা—'সত্ত্বে প্রলীন হইতে স্বর্গে যায়' (২২ শ্লো) ইত্যাদি কথিত স্বর্গাদি এবং এই সমস্ত ভাবই—ত্রৈগুণ্য অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মক ॥ ৩০॥

অনুদর্শিনী। বিষয়ের গুণময় ভাবেই জীবের বন্ধন এবং নির্গুণত্বই মোচন।

বিষয়	সাত্ত্বিক	রাজসিক	তামস	নির্গুণ
দ্রব্য	হিত, পবিত্র, অনায়াসলব্ধ	ইন্দ্রিয়সুখপ্রদ	দৈন্যজনক, অশুদ্ধ	ভগবন্নিবেদিত
দেশ	বন	গ্রাম	দ্যূতস্থান	ভগবন্নিকেতন
ফল	আত্মজ্ঞানজনিত	বিষয়ভোগজনিত	মোহদৈন্যজনিত	কীর্ত্তনাদি সেবাজনিত
কাল	সুখ-ধর্ম্মজ্ঞানলাভ	দুঃখ-যশ শ্রীলাভ	শোক মোহ লাভ	প্রেমানন্দলাভ
জ্ঞান	আত্মবিষয়ক	সংশয়াত্মক	আহারবিহারাদি বিষয়ক	পরমেশ্বর বিষয়ক
কর্ম্ম	ভগবদর্পিত নিষ্কামকাম্য	ভগবদর্পিত সকামকাম্য	অশাস্ত্রীয় হিংসাদি	শ্রবণকীর্ত্তনাদি
কারক	অনাসক্ত	বিষয়াবিষ্ট	অনুসন্ধানশূন্য	ভক্ত
শ্রদ্ধা	আত্মবিষয়িণী	কর্ম্মবিষয়িণী	অধর্ম্মবিষয়িণী	সেবাবিষয়িণী
অবস্থা	জাগরণ	স্বপ্ন	সুষুপ্তি	তুরীয়
আকৃতি	দেবত্ব	নরত্ব	স্থাবরত্ব	ভগবৎপদ
নিষ্ঠা	স্বর্গ	মর্ত্ত	নরক	জীবন্তে ভগবৎপ্রাপ্তি

অতএব পরমেশ্বর সম্বন্ধীয় দ্রব্যাদি ব্যতীত সকলই ত্রিগুণময় ॥৩০॥

সর্ব্বে গুণময়া ভাবাঃ পুরুষাব্যক্তধিষ্ঠিতাঃ।
দৃষ্টং শ্রুতমনুধ্যাতং বুদ্ধ্যা বা পুরুষর্ষভ ॥৩১॥

অন্বয়। (ন কেবলমেব এব কিন্তু যাবন্তঃ পুরুষা-ব্যক্তয়োর্ধিষ্ঠিতা অধিষ্ঠিতাস্তে সর্ব্বে ভাবা গুণময়া এব তৎ প্রপঞ্চয়তি) (হে) পুরুষর্ষভ (উদ্ধব) দৃষ্টং শ্রুতং বুদ্ধ্যা অনুধ্যাতং (বুদ্ধিবিবেচিতং) বা পুরুষাব্যক্তধিষ্ঠাতাঃ (পুরুষাব্যক্তয়োরধিষ্ঠিতাঃ) সর্ব্বে ভাবাঃ গুণময়াঃ (এব ভবন্তি) ॥৩১॥

অনুবাদ। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! দৃষ্ট, শ্রুত বা চিন্তিত যে সকল ভাব প্রকৃতি পুরুষে অধিষ্ঠিত, সে সকলই এই প্রকার ত্রিগুণময় জানিবে ॥৩১॥

বিশ্বনাথ। ন কেবলমেব এব কিন্তু যাবন্তঃ পুরুষা-ব্যক্তয়োর্ধিষ্ঠিতাস্তাবন্তোঽধিষ্ঠিতাস্তে সর্ব্বে ভাবা গুণময়া এব। তৎপ্রপঞ্চঃ দৃষ্টমিতি। বুদ্ধ্যা বা অবধারিতং ॥৩১॥

বঙ্গানুবাদ। কেবল এইমাত্র নহে, কিন্তু পুরুষ ও অব্যক্তে অধিষ্ঠিত—যে পর্য্যন্ত ভাবসমূহ উহাদের দ্বারা অধিষ্ঠিত হয় সে পর্য্যন্ত তাহারা সকলেই গুণময়। তাহার বিস্তারিত বর্ণনা—দৃষ্ট এই—বুদ্ধি দ্বারা অবধারিত ॥৩১॥

অনুদর্শিনী। কেবল পূর্ব্ববর্ত্তী দ্রব্যাদি একাদশ পদার্থ নহে, কিন্তু পুরুষ ও প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত এবং বুদ্ধি দ্বারা অবধারিত সকল পদার্থই গুণময় ॥৩১॥

ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাত্রিভির্গুণৈঃ ॥
গীতা ১৮।৪০

এতাঃ সংসৃতয়ঃ পুংসো গুণকর্ম্মনিবন্ধনাঃ।
যেনেমে নির্জ্জিতাঃ সৌম্য গুণা জীবেন চিত্তজাঃ।
ভক্তিযোগেন মন্নিষ্ঠো মদ্ভাবায় প্রপদ্যতে ॥ ৩২ ॥

অন্বয়। (ইদানীমুক্তং ত্রৈগুণ্যস্য সংসারহেতুত্বমনুবদন্ তন্নির্জয়ান্মোক্ষ ইত্যাহ) (হে) সৌম্য (উদ্ধব,) পুংসঃ গুণকর্ম্মনিবন্ধনাঃ (গুণকর্ম্মকারকাঃ) এতাঃ সংসৃতয়ঃ (সংসারহেতবঃ সন্তি) যেন জীবেন চিত্তজাঃ ইমে গুণাঃ নির্জ্জিতাঃ (সঃ পশ্চাদপ্যবিক্ষেপেণ) ভক্তিযোগেন মন্নিষ্ঠঃ (সন্) মদ্ভাবায় (মোক্ষায়) প্রপদ্যতে (যোগ্যো ভবতি) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ। হে সৌম্য, পুরুষের গুণকর্ম্মনিবন্ধন সংসারভাব হইয়া থাকে। যিনি চিত্তজ এই গুণসমূহকে জয় করিয়াছেন, তিনিই ভক্তিযোগে আমাতে নিষ্ঠাবান্ হইয়া মোক্ষলাভে সমর্থ হইয়া থাকেন ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ। সংসৃতয়ঃ সংসারহেতবঃ। অত্র-জ্ঞানাদীনাং সংসৃতিহেতুত্বমুক্তং শ্রীস্বামিচরণৈরপি সংসারহেতুভূতং ত্রৈগুণ্যমুক্তমুপসংহরতীত্যবতারণাৎ কিন্তু যেন জীবেন কর্ত্রা ভক্তিযোগেন করণেন ইমে গুণা নির্জ্জিতাঃ স মন্নিষ্ঠো নির্গুণো মদ্ভক্তঃ মদ্ভাবায় মৎসারূপ্যায় তথা মদ্ভাবায় মদ্দাস্যসখ্যাদিভাবার্থং বা প্রপদ্যতে অত্র যান্তি মামেব নির্গুণা ইতি নির্গুণো মদপাশ্রয় ইতি মদ্ভক্তস্য নির্গুণত্বম্ লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্যেত্যুদাহৃতমিতি কপিলদেবোক্তেরত্রাপি ভক্তিযোগেন গুণা নির্জ্জিতা ইত্যুক্ত্যা ভক্তিযোগস্য চ নির্গুণত্বং স চ ভক্তিযোগোঽর্চনাদির্গন্ধ-পুষ্প ধূপ-দীপ-ছত্র-চামরাদিঘটিত ইতি তত্তদ্-দ্রব্যাণামপি নির্গুণত্বং তদীয়-শ্রদ্ধাদীনাং নির্গুণত্বমুক্ত-মেবেত্যতো ভক্ত্যুপকরণমাত্রস্যৈব নির্গুণত্বমবগমিতং ভগবতা ॥ ৩২ ॥

বঙ্গানুবাদ। সংসৃতি—সংসারের হেতুসমূহ। এখানে জ্ঞানাদিকে সংসারের হেতু বলা হইয়াছে শ্রীধরস্বামিপাদও ত্রৈগুণ্যকে সংসারহেতুভূত বলিয়াছেন। কিন্তু যে জীব ভক্তিযোগদ্বারা এই সকল গুণ জয় করিয়াছেন, মন্নিষ্ঠ-নির্গুণ আমার সেই ভক্ত আমার ভাব অর্থাৎ আমার সারূপ্যনিমিত্ত অথবা আমার দাস্যসখ্যাদি-ভাবনিমিত্ত প্রপন্ন হ'ন। এস্থলে 'নির্গুণগণ আমাকেই প্রাপ্ত হ'ন' (২২ শ্লোক) ও 'আমার আশ্রিত (কারক) নির্গুণ' (২৬ শ্লোক)—এই উক্তি অনুসারে আমার ভক্ত নির্গুণ। 'নির্গুণ ভক্তিযোগের এই লক্ষণ উদাহৃত হইল' (ভাঃ ৩।২৯।১২) কপিলদেবের এই উক্তি-অনুসারে এবং এই শ্লোকেও 'ভক্তিযোগেরদ্বারা গুণসমূহ নির্জ্জিত'—এই উক্তিদ্বারা ভক্তিযোগের নির্গুণত্ব। সেই ভক্তিযোগ-গন্ধ-পুষ্প, ধূপ, দীপ, ছত্র, চামরাদিঘটিত অর্চ্চনাদি, ইহাতে সেই সেই দ্রব্যেরও নির্গুণত্ব। অর্চ্চনাদিতে শ্রদ্ধাদির নির্গুণত্ব (২৭ শ্লো) উক্তত' হইয়াছেই। অতএব ভক্তির উপকরণমাত্রই যে নির্গুণ, ইহা শ্রীভগবান্ জানাইয়াছেন ॥৩২॥

অনুদর্শিনী। 'সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানং' গী ১৪.১৭ অর্থাৎ সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। অতএব দ্রব্য-কালাদি ত' গুণময়ই, তাহাছাড়া জ্ঞানও গুণময় বলিয়া জীবের বন্ধনহেতু। ভক্তিযোগই নির্গুণ।

নির্গুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ—

মদ্গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥
ভাঃ ৩।২৯।১১-১২

শ্রীকপিলদেব কহিলেন—মাতঃ, আমার গুণ-শ্রবণমাত্র সর্ব্বচিত্ত-নিবাসী আমাতে সাগরের প্রতি গঙ্গাজল-প্রবাহের ন্যায় যে আত্মার অবিচ্ছিন্না স্বাভাবিকী গতি উদিত হয়, তাহাই নির্গুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ;

পুরুষোত্তম স্বরূপ আমাতে সেই ভক্তি ফলানুসন্ধানরহিতা এবং ভেদদর্শনরহিতা।

"অব্যবহিতা অর্থাৎ জ্ঞানকর্ম্মাদি-ব্যবধান শূন্যা যে ভক্তি তাহাই নিগুর্ণা। ভক্তির আস্পদ শ্রদ্ধা নিবাস সুখাদিরও নিগুর্ণত্ব। 'আমার আশ্রিত নিগুর্ণ' ১১।২৫।২৬ 'মন্নিষ্ঠক সুখ নিগুর্ণ' ১১।২৫,২৯, 'আমার শ্রদ্ধা নিগুর্ণা' (ভাঃ ১১।২৫।২৭) ইত্যাদি একাদশ স্কন্ধ হইতে জ্ঞাতব্য।" শ্রীবিশ্বনাথ।

সেই নিগুর্ণা ভক্তিদ্বারাই গুণসমূহ নির্জ্জিত হয়—

"ভক্তি নিগুর্ণা বলিয়া ভক্তিদ্বারাই ত্রিগুণের জয় হয়, অন্য প্রকারে হয় না। অতএব 'কথং চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ত্ততে' (গীঃ ১৪।২১) অর্থাৎ ত্রিগুণ অতিক্রম করিয়া তিনি কিরূপে বর্ত্তমান থাকেন—এই প্রশ্নোত্তরে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—'মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তি-যোগেন সেবতে। স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥' গী ১৪।২৬ অর্থাৎ যিনি অব্যভিচারী অর্থাৎ কেবল ভক্তিযোগে পরমেশ্বর আমার সেবা করেন তিনি গুণাতীত হইয়া আমার সাধর্ম্ম্য যে ব্রহ্মভাব তাহা লাভ করেন।" —গীতার সারার্থবর্ষিনী টীকায় শ্রীবিশ্বনাথ।

স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ।
যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণং মদ্ভাবায়োপপদ্যতে॥
ভাঃ ৩।২৯।১৪

শ্রীকপিলদেব বলিলেন—ইহাকেই (আমার সেবাব্যতীত অন্য কামনারাহিত্য) আত্যন্তিক ভক্তিযোগ বলা যায়। এই ভক্তিযোগের দ্বারা জীব ত্রিগুণময়ী মায়াকে অতিক্রম করিয়া আমার বিমলপ্রেম লাভ করে।

ভক্তিযোগের স্বরূপ—

"বিজ্ঞানঘনানন্দঘন সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতি।" গোপালতাপনী উঃ বিঃ ৭৯ শ্লোঃ।

অতএব সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীভগবান্ নিগুর্ণ, সচ্চিদানন্দৈকরসস্বরূপা ভক্তিও নিগুর্ণা। ভক্তিই—ভগবদ্ভজন বা সেবা—

"ভক্তিরস্য ভজনম্।" গোপালতাপনী পূঃ বিঃ ১৫ শ্লোঃ।

সুতরাং সেই নিগুর্ণ ভক্তি রসের পাত্র বা ভগবানের সেবক—ভক্তও নিগুর্ণ এবং ভক্তি বা ভগবৎসেবার উপকরণ মাত্রই নিগুর্ণ

ভক্তির আস্পদ ও উপকরণাদির নিগুর্ণত্ব বা অপ্রাকৃতত্ব প্রাপ্তির সমাধান—

"নৈবেদ্যং জগদীশস্য অন্নপানাদিকঞ্চ যৎ।
ব্রহ্মবন্নির্ব্বিকারং হি যথা বিষ্ণুস্তথৈব তৎ॥" পদ্মপুরাণ

অর্থাৎ বিষ্ণুর নিবেদনযোগ্য উপকরণ – অন্ন পানাদি যাহা কিছু সকলই ব্রহ্মবৎ নির্ব্বিকার এবং বিষ্ণুতুল্য বা তদীয়।

শ্রীভগবান্ আত্মারাম এবং সমস্ত বিষয়স্পৃহাবর্জ্জিত হইলেও "প্রযতাত্মা ভক্ত সকল আমাকে ভক্তিসহকারে পত্র, পুষ্প, ফল, জল যাহা কিছু দেন, তাহাই আমি আমার ভক্তের প্রদত্ত বলিয়া অত্যন্ত স্নেহ পূর্ব্বক স্বীকার করি (গী ৯।২৬)"—এই ভগবদ্ বাক্যানুসারে ভগবান্ নিজকৃত মর্য্যাদা পালনের জন্য স্বভক্তপ্রদত্ত মাল্য, চন্দন, শয্যাদি উপভোগেতেই রমণ করেন। ভগবান্ নিজ সাধু ভক্তগণ ব্যতীত নিজকে চান না (ভাঃ ৯।৪।৬৪)। ভগবান্ আত্মারাম হইলেও ভক্তবাৎসল্যপ্রযুক্ত ভক্তগণের সেবা-গ্রহণ করিবার জন্য অপূর্ণকামের ন্যায় অভিনয় করেন—ইহাই ভাবার্থ। মাল্য-চন্দনাদি (ভগবদ্বহির্মুখের ভোগ চক্ষে) প্রাকৃত বিষয় বলিয়া বোধ হইলেও ভগবানের জন্য বিশেষরূপে নিযুক্ত হইলে তৎক্ষণেই অপ্রাকৃত হয়।' তির্য্যঙ্মনুষ্যবিবুধাদিষু জীবযোনি—তস্মৈ নমো ভগবতে পুরুষোত্তমায়।"—ভাঃ ৩।৯।১৯ শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তী।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ 'জ্ঞানং বিশুদ্ধং পরমার্থমেকং'—ভাঃ ৫।১২।১১ শ্লোকের টীকায় আরও বলিয়াছেন যে—"এই জগতে যে যে বস্তুসমূহ মিথ্যাভূত বলিয়া উপলব্ধ হয়, সেই গুলিরই ভক্তিসম্পর্কদ্বারা মিথ্যাভূতত্ব বিদূরিত করিয়া স্বভক্তেচ্ছানুকূল ভগবৎ কর্ত্তৃক পরম সত্যত্বই তৎক্ষণেই সৃষ্ট হয়। এ বিষয়ে অচিন্ত্যশক্তি ভগবানের অশক্যতা আছে কি? অর্থাৎ নাই। অতএব 'মদ্বিষয়িনী শ্রদ্ধা নিগুর্ণা' 'মন্নিকেতন কিন্তু নিগুর্ণ' (ভাঃ ১১।২৫।২৭,২৫)

—ইত্যাদি ভগবদ্বাক্য সমূহই সিদ্ধান্ত। মহাভারত উত্তম পর্ব্ববচনে ভাষ্যকারও উদ্ধৃত করিয়াছেন—প্রকৃতির অতীত যে তত্ত্ব, তাহাই অচিন্ত্য লক্ষণ। সেই অচিন্ত্যভাবসকলে (প্রাকৃত) তর্ক যোজনা করিবে না।"

শ্রীচৈতন্ত মহাপ্রভুর বাল্যলীলায় দত্তাত্রেয়-ভাবে নিজজননী শ্রীশচীদেবীকে বলিয়াছেন—

একদিন মিশ্র চলিলেন কার্য্যান্তর।
পড়িতে না পায় প্রভু,—ক্রোধিত অন্তর॥
বিষ্ণুনৈবেদ্যের যত বর্জ্যহাঁড়ীগণ।
বসিলেন প্রভু হাঁড়ী করিয়া আসন॥
মা'য়ে বোলে,—'তুমি যে বসিলা মন্দস্থানে।
এবে তুমি পবিত্র বা হইবা কেমনে?'
প্রভু বলে—'মাতা, তুমি বড় শিশুমতি!
অপবিত্র স্থানে কভু মোর নহে স্থিতি॥
যথা মোর স্থিতি, সেই সর্ব্ব পুণ্যস্থান।
গঙ্গা-আদি সর্ব্বতীর্থ তঁহি অধিষ্ঠান॥
লোক-বেদ-মতে যদি অশুদ্ধ বা হয়।
আমি পরশিলেও কি অশুদ্ধতা রয়?
এ-সব হাঁড়ীতে মূলে নাহিক দূষণ।
তুমি যাতে বিষ্ণুলাগি' করিলা রন্ধন॥
বিষ্ণুর রন্ধন-স্থালী কভু দুষ্ট নয়।
সে হাঁড়ী-পরশে আর স্থান শুদ্ধ হয়॥

চৈঃ ভাঃ আঃ ৭ম অঃ

শ্রীচৈতন্যদেবের সন্ন্যাসলীলায় পুরী অবস্থানকালের ঘটনা হইতে জানা যায়—

(একদিন) গরুড়ের পাছে রহি' করেন দরশন।
দেখেন,—জগন্নাথ হয় মুরলীবদন॥
হেনকালে 'গোপাল-বল্লভ'—ভোগ লাগাইল।
শঙ্খ-ঘণ্টা আদি সহ আরতি বাজিল॥
ভোগ সরিলে জগন্নাথের সেবকগণ।
প্রসাদ লঞা প্রভু ঠাঞি কৈল আগমন॥
মালা পরাঞা প্রসাদ দিল প্রভুর হাতে।
আস্বাদ রহু, যার গন্ধে মন মাতে॥
বহুমূল্য প্রসাদ সেই বস্তু সর্ব্বোত্তম।
তার অল্প খাওয়াইতে সেবক করিল যতন॥
তার অল্প লঞা প্রভু জিহ্বাতে যদি দিলা।
আর সব গোবিন্দের আঁচলে বান্ধিলা॥

*   *

সন্ধ্যা-কৃত্য করি' পুনঃ নিজগণ-সঙ্গে।
নিভৃতে বসিলা নানা কৃষ্ণকথা-রঙ্গে॥

*   *

রামানন্দ সার্ব্বভৌম-স্বরূপাদি-গণে।
সবারে প্রসাদ দিল করিয়া বণ্টনে॥
প্রসাদের সৌরভ্য-মাধুর্য্য করি' আস্বাদন।
অলৌকিক আস্বাদে সবার বিস্ময় হৈল মন॥
প্রভু কহে,—"এই সব হয় 'প্রাকৃত' দ্রব্য।
ঐক্ষব, কর্পূর, মরিচ, এলাইচ, লবঙ্গ, গব্য॥
রসবাস, গুড়ত্বক—আদি যত সব।
'প্রাকৃত' বস্তুর স্বাদ সবার অনুভব॥
এই দ্রব্যে এত আস্বাদ, গন্ধ লোকাতীত।
আস্বাদ করিয়া দেখ,—সবার প্রতীত॥
আস্বাদ দূরে রহু, গন্ধে মাতে মন।
আপনা বিনা অন্য মাধুর্য্য করায় বিস্মরণ॥
তাতে এই দ্রব্যে কৃষ্ণাধরস্পর্শ হৈল।
অধরের গুণ সব ইহাতে সঞ্চারিল॥

চৈঃ চঃ অঃ ১৬ শঃ পঃ

কৃষ্ণভক্তিরসপাত্র বা ভক্ত অপ্রাকৃত—

প্রভু কহে—'বৈষ্ণবদেহ' 'প্রাকৃত' কভু নয়।
'অপ্রাকৃত' দেহ ভক্তের 'চিদানন্দময়'॥
দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম॥
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত-দেহে তাঁর চরণ ভজয়॥

চৈঃ চঃ অঃ ৪ পঃ

মীমাংসা—ভক্তিযোগ নির্গুণ। সেই নির্গুণ ভক্তিযোগে ভগবদর্চ্চনসেবার গন্ধ-পুষ্পাদি যাবতীয় দ্রব্যসমূহ

মায়িক হইলেও ভক্তির উপকরণ বলিয়া নির্গুণ বা মায়াতীত। এইরূপে মায়িক বস্তুসমূহ ভগবৎসম্বন্ধে নিযুক্ত হইলেই নির্গুণ হয়। ভগবান্ মায়াধীশ এবং তিনিই মায়িক ও মায়াতীত রাজ্যে সকল দ্রব্যেরই প্রকাশক। সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধীয় মায়িক বস্তু সকলের নির্গুণত্ব-প্রাপ্তিতে কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না। কেননা তিনি—'কর্তুমকর্তুমন্যথা কর্তুম্ সমর্থঃ'। অর্থাৎ করা না করা অন্যথা অর্থাৎ 'হয়'কে নয় ও 'নয়'কে হয় করিতে সামর্থ্য তাহাতে আছে। 'মাল্যচন্দনাদি প্রাকৃত বিষয় হইলেও ভগবানের জন্য বিশেষরূপে নিযুক্ত হইলে তৎক্ষণেই অপ্রাকৃত হয়'।—'রেমে নিরস্তবিষয়ো' ভাঃ ৩।৯।১৯ শ্লোকের টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ।

শ্রীভগবানের সেবার জন্য সমর্পিত দ্রব্যাদি নির্গুণ বা অপ্রাকৃত। কিন্তু অপ্রাকৃত শ্রীভগবানেই যাহার ভগবদ্দী প্রাকৃতী দৃষ্টি, তাহার দর্শনে ঐগুলি অপ্রাকৃত নহে। অতএব ভগবদ্বহির্মুখের ভোগনেত্রে বা ভক্তি-রহিত জ্ঞানীর ত্যাগনেত্রে উহা প্রাকৃত বিষয় হইলেও ভক্তের সেবোন্মুখনেত্রে উহাই অপ্রাকৃত বলিয়া দৃষ্ট হয়। আমরা কৃষ্ণপ্রেমপূর শ্রীলমাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামী প্রভুর চরিত্রে দেখিতে পাই যে, তিনি স্বীয় আরাধ্যের আদেশে তদীয় সেবোপকরণ চন্দন ও কর্পূর লইবার জন্য শ্রীবৃন্দাবন ধাম হইতে শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে শুভ বিজয় করেন। পথে বালেশ্বর জেলার রেমুণা গ্রামে বিখ্যাত শ্রীগোপীনাথ দরশন করিতে যান এবং তাঁহার সেবার সৌষ্ঠব দর্শনে কি কি ভোগ লাগে জিজ্ঞাসা করিলে পূজারী বলিলেন—

> সন্ধ্যায় ভোগ লাগে ক্ষীর—'অমৃতকেলি' নাম
> দ্বাদশ-মৃৎপাত্রে ভরি' অমৃত সমান॥
> 'গোপীনাথের ক্ষীর' বলিয়া প্রসিদ্ধ নাম যার।
> পৃথিবীতে ঐছে ভোগ কাহাঁ নাহি আর॥'

সেবাপ্রাণ শ্রীল মাধবেন্দ্র প্রভুপাদ সেইরূপ ক্ষীর নিজের আরাধ্য শ্রীগোপালদেবকে অর্পণ করিবার জন্য উহার আস্বাদ লইবার ইচ্ছা করিলেন। লোকশিক্ষক প্রভু অযাচিতবৃত্তি গ্রহণ করায় বাহিরে কোন কথাই প্রকাশ করিলেন না বটে কিন্তু তাঁহার হৃদয়দেবতার নিকট উহা গোপন রহিল না। এদিকে ঠাকুরের সেই ক্ষীরভোগ হইয়া গেলে আরতি হইল। পুরী গোস্বামীও নিঃশব্দে গ্রামের শূন্যহট্টে বসিয়া নামকীর্তন করিতে লাগিলেন।

ভক্ত নিশ্চিন্তে ভগবানের নাম গ্রহণ করিলেও প্রাণ ভগবান্ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন কি? পূজারী ঠাকুরের শয়ন-সেবা শেষ করিয়া নিজেও শয়ন করিলেন। ঠাকুর স্বপ্নে সেই পূজারীকে বলিলেন—

> উঠহ, পূজারী, কর দ্বার বিমোচন।
> ক্ষীর এক রাখিয়াছি সন্ন্যাসীকারণ॥
> ধড়ার অঞ্চলে ঢাকা ক্ষীর এক হয়।
> তোমরা না জানিলা তাহা আমার মায়ায়॥
> মাধবপুরী সন্ন্যাসী আছে হাটেতে বসিয়া।
> তাঁহাকে ত এই ক্ষীর শীঘ্র দেহ লঞা॥'

শ্রীগোপীনাথদেবের আদেশে পূজারী ঠাকুরঘরের কপাট খুলিয়া সিংহাসনে সেই ক্ষীর পাইলেন। তৎপরে স্থান লেপিয়া দ্বার বন্ধ করিলেন এবং ক্ষীরহস্তে সেই হাটে গিয়া শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী প্রভুকে অনুসন্ধান করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—

> 'ক্ষীর লহ এই, যার নাম মাধবপুরী।
> তোমা লাগি' গোপীনাথ ক্ষীর কৈল চুরি॥
> ক্ষীর লঞা সুখে তুমি করহ ভক্ষণে।
> তোমা সম ভাগ্যবান্ নাহি ত্রিভুবনে॥'

এই কথায় শ্রীলপুরীগোস্বামী নিজ পরিচয় দিলে পূজারী তাহাকে ক্ষীর দিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন এবং ক্ষীরের বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। শ্রীমাধবপুরী প্রেমাবিষ্ট হইয়া সেই ক্ষীর ভক্ষণ করিলেন। শুধু ক্ষীর সেবা করিলেন না—

> 'পাত্র প্রক্ষালন করি' খণ্ড খণ্ড কৈল।
> বহির্বাসে বান্ধি' সেই ঠিকারী রাখিল॥
> প্রতিদিন একখানি করেন ভক্ষণ।
> খাইলে প্রেমাবেশ হয়,—অদ্ভুত-কথন॥'
>
> চৈঃ চঃ ম ৪র্থঃ পঃ। ৩২।

তস্মাদ্দেহমিমং লব্ধ্বা জ্ঞানবিজ্ঞানসম্ভবম্।
গুণসঙ্গং বিনির্ধূয় মাং ভজন্তু বিচক্ষণাঃ ॥৩৩॥

অন্বয়। (তস্মাদ্বিবেকিনামিদমেব যুক্তমিত্যাহ) তস্মাৎ বিচক্ষণাঃ (বিবেকিনঃ) জ্ঞানবিজ্ঞানসম্ভবং (জ্ঞানবিজ্ঞানয়োঃ সম্ভবো যস্মিন্ তম্) ইমং (ইদং) দেহং (নরদেহং) লব্ধ্বা গুণসঙ্গং বিনির্ধূয় (ত্যক্ত্বা) মাং ভজন্তু (মদ্ভক্তিং কুর্বন্তু) ॥৩৩

অনুবাদ। অতএব বিচক্ষণ পুরুষগণের পক্ষে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের উৎপত্তি-স্বরূপ এই নরদেহ লাভ করিয়া গুণসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার ভজন করা কর্ত্তব্য ॥৩৩॥

বিশ্বনাথ। ইমং নরদেহং জ্ঞানবিজ্ঞানয়োর্ভক্ত্যুত্থয়োরপি সংভবো যত্র তম্ ॥৩৩॥

বঙ্গানুবাদ। এই নরদেহ ভক্তিজাত জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংভব-স্থান ॥ ৩৩ ॥

অনুদর্শিনী। ভক্তিদ্বারাই গুণত্রয় জয় হয়—অর্থাৎ ভক্তিই সাধন। ভক্তিদ্বারা গুণসম্বন্ধ দূর করিয়া ভজন কর অর্থাৎ ভক্তিই কর—এই বাক্য দ্বারা ভক্তিরই সাধ্যত্ব ব্যক্ত হইয়াছে।

সুতরাং ভক্তিই সাধন এবং ভক্তিই সাধ্য। ভক্তি-ব্যতীত ভগবৎ প্রাপ্তির অন্য পথ নাই। জ্ঞান ও বৈরাগ্য পৃথক সাধনের দ্বারা লাভ করিতে হয় না, উহারা ভক্তির অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গেই আনুষঙ্গিকভাবে উপস্থিত হয়—

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্ ॥ ভাঃ ১।২।৭
নরদেহ ভগবদ্ভজনের মূল।

পূর্ব্বে ১১।৯।২৮ শ্লোঃ দ্রষ্টব্য ॥৩৩॥

নিঃসঙ্গো মাং ভজেদ্বিদ্বানপ্রমত্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
রজস্তমশ্চাভিজয়েৎ সত্ত্বসংসেবয়া মুনিঃ ॥৩৪॥

অন্বয়। (ভজনপ্রকারমাহ) বিদ্বান্ (বিবেকী) অপ্রমত্তঃ (সাবধানঃ) জিতেন্দ্রিয়ঃ নিঃসঙ্গঃ (বিষয়াসক্তি-রহিতঃ সন্) মুনিঃ (মননশীলঃ জনঃ) মাং ভজেৎ (তথা) সত্ত্বসংসেবয়া (সাত্ত্বিকদ্রব্যসেবয়া) রজঃ তমঃ চ অভিজয়েৎ ॥৩৪॥

অনুবাদ। 'বিবেকী' ব্যক্তি অপ্রমত্ত, জিতেন্দ্রিয়, বিষয়াসক্তিশূন্য হইয়া আমার ভজনা করিবেন এবং সাত্ত্বিক-দ্রব্যাদি সেবাদ্বারা রজঃ ও তমোগুণকে জয় করিবেন ॥৩৪॥

বিশ্বনাথ। শুদ্ধভজনপ্রকারং শিক্ষয়তি, নিঃসঙ্গঃ অন্যকামনাজ্ঞানকর্ম্মাদিসঙ্গরহিতঃ ॥৩৪॥

বঙ্গানুবাদ। শুদ্ধভজনপ্রকার শিক্ষা দিতেছেন—নিঃসঙ্গ অর্থাৎ অন্য কামনা জ্ঞান কর্ম্মাদিতে আসক্তি রহিত ॥৩৪॥

অনুদর্শিনী। শুদ্ধভক্তিই পরম পুরুষার্থ এবং উহাই সাধন ও সাধ্য। সেই শুদ্ধভক্তির লক্ষণ—'অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্। আনুকূল্যেণ কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥'—ভঃরঃসিঃ অতএব নিঃসঙ্গ শব্দে ঐরূপ শুদ্ধাভক্তির আশ্রয়কে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

এই শ্লোকে 'সত্ত্বসংসেবাদ্বারা রজস্তমগুণকে অভিভূত করার' কথা আছে; আর পূর্ব্বে ভাঃ ১১।১৩।৬ শ্লোকে 'সাত্ত্বিকান্যেব সেবেত পুমান্ সত্ত্ববিবৃদ্ধয়ে' বলা হইয়াছে।

আমার ভজন করিবে অর্থাৎ আমার শ্রবণকীর্ত্তনাদির অনুশীলন কর ॥৩৪॥

সত্ত্বঞ্চাভিজয়েদ্যুক্তো নৈরপেক্ষ্যেণ শান্তধীঃ।
সংপদ্যতে গুণৈর্ম্মুক্তো জীবো জীবং বিহায় মাম্ ॥৩৫॥

অন্বয়। শান্তধীঃ (সঃ মুনিঃ) নৈরপেক্ষ্যেণ (উপশমাত্মকেন সত্ত্বেনৈব) যুক্তঃ (সন্) সত্ত্বং চ অভিজয়েৎ (ততঃ) গুণৈঃ মুক্তঃ জীবঃ জীবং (জীবত্বকারণং লিঙ্গ-শরীরং) বিহায় মাং সম্পদ্যতে (প্রাপ্নোতি) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ। অনন্তর শান্তচিত্ত ব্যক্তি উপশমাত্মক সত্ত্বগুণযুক্ত হইয়া মিশ্র সত্ত্বগুণকে জয় করিবেন, পরে গুণত্রয় হইতে মুক্ত হইয়া জীবোপাধি লিঙ্গশরীর পরিত্যাগ করিয়া আমাকে লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ। ননু চ যত্র মৎসেবায়াং শ্রদ্ধা নির্গুণাপি অথচ সাত্ত্বিক্যাধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধাপ্যস্তি রাজসী কর্ম্মশ্রদ্ধা তামসধর্ম্মশ্রদ্ধাপ্যস্তি। এবং মদ্ভক্ত্যুত্থং নির্গুণং সুখমস্তি তথা আত্মোত্থং বিষয়োত্থং মোহোত্থঞ্চ ত্রিগুণময়মপি

সুখমপি। এবমেবোক্তলক্ষণং সর্ব্বং নৈর্গুণ্যং ত্রৈগুণ্যকাপি তেনারব্ধভজনেন জনেন কিং কর্ত্তব্যমিতি চেৎ শ্রূয়তাং স যদি কেবলং ভক্তিমান্ স্যাৎ তদা ভক্ত্যৈব ত্রৈগুণ্যং নির্জ্জয়েদিত্যুক্তমেব। যেনেমে নির্জ্জিতাঃ সৌম্যগুণা ভক্তিযোগেনেত্যনেন পূর্ব্বশ্লোকেন যদি চ প্রধানীভূত ভক্তিমান্ স্যাত্তদা পুনরুপায়ান্তরমপি ত্রৈগুণ্যজয়েহস্তীত্যাহ, —রজ ইতি। সত্ত্বসংসেবয়া সাত্ত্বিকান্যেব সেবেতেতি প্রাগুক্তপ্রকারয়া। নৈরপেক্ষ্যেণ উক্তং খবৈতৃষ্ণ্যেন ॥৩৪-৩৫॥

বঙ্গানুবাদ। আচ্ছা, আপনার সেবাতে যাহার নির্গুণা শ্রদ্ধা আছে; অথচ সাত্ত্বিকী আধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধাও আছে, রাজসী কর্ম্মশ্রদ্ধা এবং তামসী অধর্ম্মশ্রদ্ধাও আছে। এইরূপ আপনার ভক্তিজাত নির্গুণ ভক্তিসুখ আছে, আবার আত্মজাত, বিষয়জাত, মোহজাত ত্রিগুণময় সুখও আছে। এইরূপ উপলক্ষণ নির্গুণত্ব ও ত্রিগুণত্ব সমস্তই আছে। সেই আপনার ভজন আরম্ভক জনের কি কর্ত্তব্য? —এই যদি প্রশ্ন হয়, তবে শ্রবণ কর। সে যদি কেবল ভক্তিমান্ হয়, তখন ভক্তিদ্বারাই ত্রিগুণত্ব নিঃশেষে জয় করিবে, ইহাই কথিত হইল। "ভক্তিযোগপ্রভাবে হে সৌম্য! যাহা দ্বারা এই সকল গুণ নির্জ্জিত" এই (৩২ সংখ্যক) পূর্ব্বশ্লোকে যদি প্রধানীভূতভক্তিমান্ হইতে পারে, তাহা হইলে পুনরায় ত্রৈগুণ্যজয়ে অন্য উপায় আছে, তাহাই বলিতেছেন, রজ ইত্যাদি। সত্ত্ব-সংসেবাদ্বারা—"সাত্ত্বিককেই সেবা করিবে (১৫ শ্লোক) এই পূর্ব্বকথিত প্রকারে। নৈরপেক্ষ্যদ্বারা—ভক্তিযুক্ত বৈতৃষ্ণ্যদ্বারা। তাহার পর আমাকে সংপন্ন বা সংপ্রাপ্ত হয়॥ ৩৪-৩৫॥

অনুদর্শিনী। ত্রিগুণময়ী শ্রদ্ধাদি বিশিষ্ট ভগবদ্ভজন-প্রবৃত্ত ব্যক্তির যদি কেবলা ভক্তিমান্ সাধুর সঙ্গ হয়, তবে তৎকৃপায় কেবলা ভক্তিলাভেই সহজে ত্রিগুণ নির্জ্জিত হইবে। নতুবা কর্ম্মজ্ঞানাবৃত প্রধানীভূতভক্তিমান্ হইলে সাত্ত্বিক বস্তুরই সেবা করিবেন। তদ্দ্বারা রজস্তম পরাজিত হইবে এবং ভগবজ্জ্ঞান-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেবাবৃত্তি বর্দ্ধিতা এবং বিষয়ে বিতৃষ্ণার উদয় হইবে। অবশেষে ঐ ভক্ত ভগবানকে লাভ করিবেন।

বিশেষ বিচার পূর্ব্বে ১১।১৩।৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥৩৪-৩৫॥

জীবো জীববিনির্মুক্তো গুণৈশ্চাশয়সম্ভবৈঃ।
ময়ৈব ব্রহ্মণা পূর্ণো ন বহির্নান্তরশ্চরেৎ ॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং একাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধব-সংবাদে পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়। (যাং প্রাপ্তস্য ন পুনঃ সংসার ইত্যাহ) জীববিনির্মুক্তঃ (লিঙ্গশরীরবিমুক্তঃ) আশয়-সম্ভবৈঃ (আশয়ঃ চিত্তং তত্র সম্ভবঃ প্রাদুর্ভাবঃ যেষাং তৈঃ) গুণৈঃ চ (সত্ত্বাদিভিঃ চ বিনির্মুক্তঃ) জীবঃ ব্রহ্মণা (ব্রহ্মরূপিণা) ময়া এব পূর্ণঃ (পরিতৃপ্তঃ সন্) ন বহিঃ (বিষয়ভোগেন) ন (বা) আন্তর (তৎস্মরণেন) চরেৎ ॥৩৬॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে পঞ্চবিংশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ সমাপ্তঃ।

অনুবাদ। এই প্রকারে লিঙ্গশরীর এবং চিত্তজাত গুণসমূহ হইতে বিমুক্ত জীব, ব্রহ্মস্বরূপ আমার অনুভবে পরিতৃপ্ত হইয়া বাহ্য বিষয় ভোগে এবং অন্তরে বিষয়চিন্তায় বিচরণ করেন না ॥৩৬॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধের পঞ্চবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ। ততশ্চ যাং সংপদ্যতে সংপ্রাপ্নোতি জীবং লিঙ্গশরীরম্। এবঞ্চ জীবেন লিঙ্গদেহেন অন্তঃকরণোত্থৈ-র্গুণৈঃ কামাদিভিশ্চ রহিতঃ বহিঃ প্রাকৃতশব্দাদিবিষয়ান্ আন্তরং শোকমোহাদিকঞ্চ ন চরেৎ ন প্রাপ্নুয়াৎ ॥৩৬॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
একাদশে পঞ্চবিংশঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তি ঠক্কুর কৃতা শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে পঞ্চবিংশাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

বঙ্গানুবাদ। তারপর আমাকে সম্যক্‌রূপে প্রাপ্ত হয়।

জীব-লিঙ্গ শরীর। এইরূপে জীব বিনির্মুক্ত বা জীব অর্থাৎ লিঙ্গদেহ অর্থাৎ অন্তঃকরণ হইতে উত্থিত গুণ ও কামাদিরহিত। বহিঃ—প্রাকৃত শব্দাদিবিষয়সমূহ, আন্তর—শোকমোহাদি, এই সকল লইয়া বিচরণ করিবে না অর্থাৎ এগুলি পাইবে না॥ ৩৬॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধের পঞ্চবিংশাধ্যায়ের সাধুজনসম্মতা ভক্তানন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

অনুদর্শিনী। লিঙ্গদেহমুক্ত পুরুষের অবস্থা—

"দগ্ধাশয়ো মুক্তসমস্ততদ্গুণো

নৈবাত্মনো বহিরন্তর্বিচষ্টে॥" ভাঃ ৪।২২।২৭

'দগ্ধ লিঙ্গদেহ, কর্তৃত্বাদি-ত্যক্ত পুরুষ নিজের বাহিঃ অর্থাৎ বাহ্য শব্দস্পর্শাদি ভোগ্য অর্থ এবং অন্তঃ অর্থাৎ আন্তর শোক মোহাদি দর্শন করেন না। অর্থাৎ অনুভব করেন না।' শ্রীবিশ্বনাথ।

দ্রষ্টব্য—লিঙ্গদেহই জীবের উপাধি। ঐ উপাধিতে 'আমি' মনে করিয়া সোপাধিক জীব আপনাকে ভোক্তাভিমানে বাহিরে ইন্দ্রিয়ভোগ্য রূপরসাদি বিষয়-সমূহকে ভোগার্থে গ্রহণ করে এবং অন্তরে ভোগোত্থ সুখদুঃখ, শোকমোহাদি অনুভব করে। লিঙ্গদেহের অভাবে তাহার ঐরূপ দর্শন থাকে না; তখন কিন্তু তাহার স্ব স্বরূপ ও পরস্বরূপের অনুভূতি হইয়া থাকে।

স্থূলদেহমাত্র জীবের বন্ধনের কারণ নহে। কেন না, তাহা হইলে জন্ম জন্মান্তরের বিচার নষ্ট হয় এবং দেহ-নাশে সংসারদশা হইতে মুক্তি অনিবার্য্য হয়। সুতরাং স্থূলদেহ ব্যতীত অন্য কোন আনুষঙ্গিক উপাধির প্রয়োজন। জীবের দেহ নাশ হইলেও যাহার সংসর্গচ্যুতি হয় না বরং যাহাকে স্বস্বরূপে গ্রহণ করিয়া জীব জন্ম-জন্মান্তর ভোগ করে; সেই উপাধিই সূক্ষ্মদেহ বা লিঙ্গ শরীর, আলোচ্য শ্লোকে সেই লিঙ্গ শরীর 'জীব' শব্দে অভিহিত হইয়াছে—

অতঃ পরং যদব্যক্তমব্যূঢগুণবৃংহিতম্।

অদৃষ্টাশ্রুতবস্তুত্বাৎ স জীবো যৎপুনর্ভবঃ। ভাঃ ১।৩।৩২

অর্থাৎ এই স্থূলদেহ ব্যতীত অন্য একটী সূক্ষ্মদেহ আছে, তাহা লিঙ্গদেহ নামে অভিহিত হয়। ঐ দেহে হস্তপদাদি অবয়ব সংস্থান নাই; উহা স্থূল-দৃষ্টির গোচর বা স্থূল শ্রবণেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহে। এই নিমিত্ত উহাকে অব্যক্ত বলা হয়। এই লিঙ্গদেহই পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণের অধীন হইয়া সংসারদশা ভোগ করিয়া থাকে।

'জীব' শব্দে—লিঙ্গ শরীর কথিত হইয়াছে—

'তং সর্ব্বগুণবিন্যাসং জীবে মায়াময়ে ন্যধাৎ।'

ভাঃ ৪।২৩।১৮

অর্থাৎ ঐ মহত্তত্ত্বকে মায়োপাধিপ্রধান অর্থাৎ জীবে যোজনা করিলেন।

'স জীবো যৎ পুনর্ভব ইত্যাদিষু জীবোপাধাবপি জীব-শব্দ প্রয়োগদর্শনাৎ।' —শ্রীল বিশ্বনাথ।

'ভুঃ ক্ষেত্রং জীবসংজ্ঞং যদনাদি নিজবন্ধনম্।'

ভাঃ ৬।৫।১১

'জীবসংজ্ঞং লিঙ্গশরীরং'—শ্রীল বিশ্বনাথ।

এই লিঙ্গশরীর ও চিত্তজাত গুণসমূহ হইতে বিমুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত জীবের অন্তরে ও বাহ্যে বিষয়ভোগ অনিবার্য্য। ভগবৎ প্রাপ্ত জীবের পুনরায় সংসার হয় না বলিবার জন্যই এই শ্লোকের অবতারণা। ভগবৎ-প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই লিঙ্গ-ভঙ্গ হয়। সুতরাং অন্তঃকরণ হইতে উত্থিত কামাদিরহিত হওয়ায় বাহিরে প্রাকৃত শব্দাদি বিষয় ভোগ অথবা অন্তরে বিষয়স্মরণাদিবশতঃ ভয়-শোক-মোহাদি থাকে না।

ভগবৎ প্রাপ্তির উপায়—

শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্ত্যভীক্ষ্ণশঃ

স্মরন্তি নন্দন্তি তবেহিতং জনাঃ।

ত এব পশ্যন্ত্যচিরেণ তাবকং

ভবপ্রবাহোপরমং পদাম্বুজম্॥ ভাঃ ১।৮।৩৬

শ্রীকুন্তী দেবী ভগবানকে বলিলেন—যে সকল ব্যক্তি তোমার চরিত কথা বারংবার শ্রবণ, কীর্ত্তন, উচ্চারণ কিম্বা অন্যে কীর্ত্তন করিলে আদর করেন, তাঁহারাই জন্ম-পরম্পরা-নিবর্ত্তক তোমার চরণারবিন্দ অবিলম্বে লাভ করেন।

তাই পূজ্যপাদ শ্রীধর-স্বামী কথিত শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন—

গুণকৃতামুরুসংসরণ ব্যথাম্

অজিতপুণ্যকথাকথনাদিভিঃ।

ধুনুত ভক্তিরসেন বিবেকিনো

নহি পুনঃ সুলভং জনুরীদৃশম্॥—শ্রীধর

অর্থাৎ হে বিবেকিগণ, অজিত ভগবানের পবিত্র কথা কীর্ত্তনাদি দ্বারা প্রাপ্ত শান্তাদি পঞ্চবিধ ভক্তিরসাম্বিত হইয়া গুণকৃত বহু জন্ম মরণাদি প্রবোধ দুঃখ বিদূরিত করুন্। পুনরায় এরূপ ভজনোপযোগী মনুষ্য জন্ম লাভ হইবে না॥ ৩৬॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে পঞ্চবিংশতি অধ্যায়ে সারার্থানুদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ

মল্লক্ষণমিমং কায়ং লব্ধ্বা মদ্ধর্ম্ম আস্থিতঃ।
আনন্দং পরমাত্মানমাত্মস্থং সমুপৈতি মাম্ ॥১॥

অন্বয়। শ্রীভগবান্ উবাচ। মল্লক্ষণং (মৎস্বরূপং-লক্ষ্যতে যেন তম্) ইমং কায়ং (নরদেহং) লব্ধ্বা মদ্ধর্ম্মে (ভক্তিলক্ষণে) আস্থিতঃ (সন্) আত্মস্থং (আত্মনি এব নিয়ন্তৃত্বেন স্থিতং) আনন্দং (পরমানন্দস্বরূপং) পরমাত্মানং মাং সমুপৈতি (সম্যক্ প্রাপ্নোতি) ॥১॥

অনুবাদ। শ্রীভগবান্ কহিলেন—আমার স্বরূপ অবগতির সাধনভূত নরদেহ প্রাপ্ত হইয়া যিনি আমার ভক্তিধর্ম্মে অবস্থান করেন, তিনি আত্মস্থিত পরমানন্দস্বরূপ পরমাত্মা আমাকে প্রাপ্ত হন ॥১॥

বিশ্বনাথ

স্ত্রীসঙ্গো মোহয়েল্লোকং সাধুসঙ্গঃ প্রবোধয়েৎ।
ইত্যাহৈলকথাচিত্রে ষড়্বিংশে হরিরুদ্ধবম্ ॥

নিঃসঙ্গো মাং ভজেদ্বিদ্বানিত্যুক্তং অত্র চ "উপায়ং চিন্তয়ন্ প্রাজ্ঞো হ্যপায়মপি চিন্তয়েৎ" ইতি ন্যায়েন স্ত্রীসঙ্গঃ খলু তত্র মহানন্তরায়স্তস্মাচ্চ জীবন্মুক্তেনাপি ভেতব্যমিতি বক্তুং পূর্ব্বপ্রক্রান্তং জীবন্মুক্তত্বমাহ, সার্দ্ধাভ্যাম্। মল্লক্ষণং মৎস্বরূপং লক্ষ্যতে যেন তমিমং নরদেহং লব্ধ্বা মদ্ধর্ম্মে ভক্তিলক্ষণে আস্থিতঃ সন্ আত্মস্থং আত্মন্যেব নিয়ন্তৃত্বেন স্থিতং পরমানন্দরূপমাত্মানং মাং সমুপৈতি সম্যক্ প্রাপ্নোতি ॥১॥

বঙ্গানুবাদ। ষড়্বিংশ অধ্যায়ে ঐল বা পুরূরবার কথাচিত্র বা উপাখ্যানে স্ত্রীসঙ্গ লোককে মোহিত করে ও সাধুসঙ্গ তাহাকে প্রবুদ্ধ করে—এই কথা হরি উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন।

"বিদ্বান্ নিঃসঙ্গ হইয়া আমার ভজন করিবে" ভাঃ (১১।২৫।৩৪) ইহা বলা হইয়াছে। এস্থলে 'প্রাজ্ঞ উপায় চিন্তা করিবেন, অপায়ও চিন্তা করিবেন'—এই ন্যায়ানুসারে সে বিষয়ে স্ত্রীসঙ্গ মহান্ অন্তরায়। তাহা জীবন্মুক্তেরও ভয়ের কারণ, ইহা বলিবার নিমিত্ত পূর্ব্বপ্রক্রান্ত জীবন্মুক্ত আড়াইটী শ্লোকে বলিতেছেন। মল্লক্ষণ—যদ্দ্বারা মৎস্বরূপ লক্ষ্য করা যায় সেই নরদেহ লাভ করিয়া ভক্তিলক্ষণ আমার ধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া আত্মস্থ—আত্মাতে নিয়ন্তৃভাবে স্থিত পরমানন্দরূপ আত্মা যে আমি; সেই আমাকে সম্যক্ প্রাপ্ত হয় ॥১॥

সারার্থানুদর্শিনী। সঙ্গই জীবের উত্থান ও পতনের মূল। সৎসঙ্গে জীবের উন্নতির চরম—ভগবানের পাদপদ্মলাভ,এবং অসৎসঙ্গে অবনতির চরম – নরকপ্রাপ্তি। অসৎ বলিতে স্ত্রী, স্ত্রীসঙ্গী ও বিষয়ীকে বুঝায়। শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর।" চৈঃ চঃ মঃ ২২পঃ

শ্রীঋষভদেব স্বপুত্রগণকেও বলিয়াছেন—

মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তে-
স্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গম্ ॥ভাঃ৫।৫।২

অর্থাৎ মহতের সেবা বিমুক্তির দ্বার এবং স্ত্রীসঙ্গির সঙ্গ তমোদ্বার।

স্ত্রীসঙ্গ সম্বন্ধে মহাপ্রভু সার্ব্বভৌমকে বলিয়াছেন—

আকারাদপি ভেতব্যং স্ত্রীণাং বিষয়িনামপি।
যথাহের্মনসঃ ক্ষোভস্তথা তস্যাকৃতেরপি ॥

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক

যেরূপ সর্প ও তাহার আকৃতি দেখিলে মনের ক্ষোভ জন্মে, সেইরূপ স্ত্রীলোক ও বিষয়ীর আকার দেখিলেও ভয় হইয়া থাকে।

এমন কি—"কাষ্ঠ নারী-স্পর্শে যৈছে উপজয় বিকার।" চৈঃ চঃ ম ১১ প,

শ্রীকপিলদেবও বলিয়াছেন—

ন তথাস্য ভবেন্মোহো বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎ সঙ্গাদ্ যথা পুংসো যথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ ॥ভাঃ৩।৩১।৩৫

ভক্তিলক্ষণ আমার ধর্ম্মে - শ্রবণকীর্ত্তনাদিতে, আত্মাতে অর্থাৎ জীবস্বরূপেই। অর্থ ও বিচার পূর্ব্বে

১১।১৪.৩০ শ্লোঃ দ্রষ্টব্য।

সাধকের কা কথা, জীবন্মুক্তেরও স্ত্রী এবং স্ত্রীসঙ্গির সঙ্গ ভজন পথে অন্তরায়। অতএব সংসারের পরপারে

গমনেচ্ছু ব্যক্তি স্ত্রীসঙ্গ হইতে দূরে থাকিবেন। নরদেহই ভগবদ্ভজনের উপযোগী—

যেঽভ্যর্থিতামপি চ নো নৃগতিং প্রপন্না
জ্ঞানঞ্চ তত্ত্ববিষয়ং সহধর্ম্ম যত্র।
নারাধনং ভগবতঃ বিতরন্ত্যমুষ্য
সম্মোহিতা বিততয়া বত মায়য়া তে ॥ভাঃ ৩।১৫।২৪।

শ্রীব্রহ্মা বলিলেন—হায়! যে মনুষ্যজন্ম আমাদিগেরও প্রার্থনীয় বস্তু, যাহা ভগবদ্ধর্ম্মের সহিত ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান-লাভের উপযোগী, তাদৃশ মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হইয়াও যাহারা শ্রীহরির ভজন না করে, তাহারা সেই ভগবানের বিস্তৃতা মায়াদ্বারা বিমোহিত।

ভগবৎ স্বরূপের অবগতির সাধনভূত নরদেহ লাভ করিয়া ভগবদ্ভজনে শ্রদ্ধান্বিত ব্যক্তি স্বস্বরূপে নিয়ন্তৃরূপে অবস্থিত পরমানন্দরূপ পরমাত্মাকে সম্যক্ প্রাপ্ত হইয়া জীবন্মুক্ত নামে কথিত হ'ন ॥১॥

গুণময্যা জীবযোন্যা বিমুক্তো জ্ঞাননিষ্ঠয়া।
গুণেষু মায়ামাত্রেষু দৃশ্যমানেষ্ববস্তুতঃ।
বর্ত্তমানোঽপি ন পুমান্ যুজ্যতেঽবস্তুভির্গুণৈঃ ॥২॥

অন্বয়। (ন চ এবম্ভূতস্য বিষয়সঙ্গো নাস্তীত্যাহ) জ্ঞাননিষ্ঠয়া গুণময্যা জীবযোন্যা (গুণময়ী যা জীবযোনিঃ জীবোপাধিস্তয়া) বিমুক্তঃ পুমান্ অবস্তুতঃ (অবাস্তববুদ্ধ্যা) দৃশ্যমানেষু মায়ামাত্রেষু গুণেষু (দেহাদিষু বিষয়েষু) বর্ত্তমানঃ অপি অবস্তুভিঃ (অবস্তুতুল্যৈঃ) গুণৈঃ ন যুজ্যতে (আসক্তো ন ভবতি) ॥২॥

বঙ্গানুবাদ। যিনি জ্ঞাননিষ্ঠাদ্বারা গুণময়ী জীবোপাধি হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন, তিনি বিষয়সকলকে অবস্তুভূত মায়ামাত্র অবগত হইয়া বিষয়ে বর্ত্তমান থাকিয়াও মিথ্যাভূত গুণময় বিষয়ে আসক্ত হন না ॥২॥

বিশ্বনাথ। স চ গুণময়ী যা জীবযোনির্জীবোপাধিস্তয়া বিমুক্তোঽতএব গুণেষু বিষয়েষু মায়ামাত্রেষু প্রাকৃতেষু ভগবৎসম্বন্ধগন্ধেনাপি রহিতেষিত্যর্থঃ। বর্ত্তমানোঽপি তৈস্তৈর্গুণৈরবস্তুভিরবস্তুতুল্যৈর্বস্তুভিরপি বা ন যুজ্যতে বদ্ধজীব ইব নাসক্তো ভবতি কুতঃ অবস্তুতঃ ন বস্তুতো দৃশ্যমানেষু বস্তুতো দৃষ্টিস্তস্য ময়ি পরমাত্মন্যেবেতি ভাবঃ ॥২॥

বঙ্গানুবাদ। সেই গুণময়ী যে জীবযোনি অর্থাৎ জীবোপাধি তাহা হইতে বিমুক্ত অতএব মায়ামাত্র প্রাকৃত অর্থাৎ ভগবৎসম্বন্ধগন্ধরহিত গুণ অর্থাৎ বিষয় সমূহে বর্ত্তমান হইয়াও সেই সকল গুণ দ্বারা অবস্তু অর্থাৎ অবস্তু-তুল্য বস্তুগণের সহিত বদ্ধজীবের ন্যায় যুক্ত হয় না অর্থাৎ আসক্ত হয় না। কেন? না, ঐ বিষয়সমূহ অবস্তুরূপে দৃশ্যমান। বস্তুতঃ দর্শনে তাহার পরমাত্মা আমাতেই যোগ, এইভাব ॥২॥

অনুদর্শিনী। জীবোপাধি—লিঙ্গশরীর। জীবন্মুক্ত ব্যক্তি উপাধিমুক্ত, সর্ব্বদা পরমাত্মার সহ যোগ বিশিষ্ট অতএব বদ্ধজীবের ন্যায় তিনি গুণময় অবস্তুতুল্য বস্তুসমূহে আসক্ত নহেন ॥২॥

সঙ্গং ন কুর্য্যাদসতাং শিশ্নোদরতৃপাং ক্বচিৎ।
তস্যানুগস্তমস্যন্ধে পতত্যন্ধানুগান্ধবৎ ॥ ৩ ॥

অন্বয়। (তথাপি সঙ্গং বর্জ্জয়েদিত্যাহ) শিশ্নোদর-তৃপাং (শিশ্নোদরে তর্পয়ন্তীতি শিশ্নোদরতৃপ তেষাম্) অসতাং সঙ্গং ক্বচিৎ (কদাচিৎ অপি) ন কুর্য্যাৎ। (যতঃ একস্যাপি) তস্য (অসতঃ) অনুগঃ (অনুবর্ত্তী জনঃ) অন্ধানুগান্ধবৎ (অন্ধং অনুগচ্ছতি যোঽন্ধস্তদ্বৎ) অন্ধে (ঘোরে) তমসি (নরকে) পততি ॥ ৩ ॥

অনুবাদ। শিশ্নোদরপরায়ণ অসৎ ব্যক্তিগণের সঙ্গ করা উচিত নহে। কারণ তাদৃশ বহু অসৎ ব্যক্তির সঙ্গের কথা দূরে থাকুক, একজনের সঙ্গ করিলেও অন্ধের অনুগ অন্ধের ন্যায় ঘোর নরকে পতিত হইতে হয় ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ। এবম্ভূতোঽপ্যসৎসঙ্গং ন কুর্য্যাৎ কিং পুনরন্যো নৈবম্ভূত ইত্যাহ, সঙ্গমিতি। অসতাং লক্ষণমাহ শিশ্নোদরে তর্পয়ন্তীতি তথা তেষাম্। কিঞ্চ। তেষাং বহূনাং সঙ্গ, আস্তামেকস্যাপি তস্যানুগঃ অনুবর্ত্তী পততি ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। এই প্রকারও অসৎসঙ্গ করিবে না, এই প্রকার নয়, অন্য অসৎসঙ্গ ত' দূরের কথা; তাই বলিতেছেন। অসৎদিগের লক্ষণ বলিতেছেন। শিশ্নোদর (অর্থাৎ আহার বিহার ইচ্ছা)-কেই যাহারা তৃপ্ত করে তাহাদের সহিত। তাহাদের বহুর সঙ্গত দূরে থাকুক, একটীর সঙ্গ করিবে না। তাহার অনুগ বা অনুবর্ত্তী পতিত হয়॥ ৩॥

অনুদর্শিনী। অসতের লক্ষণ এবং তাহাদের সঙ্গফল—

সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধির্হ্রীঃ শ্রীর্যশঃ ক্ষমা।
শমো দমো ভগশ্চেতি যৎসঙ্গাদ্ যাতি সংক্ষয়ম্॥
তেষ্বশান্তেষু মূঢ়েষু খণ্ডিতাত্মস্বসাধুষু।
সঙ্গং ন কুর্য্যাচ্ছোচ্যেষু যোষিৎ ক্রীড়ামৃগেষু চ।

—ভাঃ ৩।৩১।৩৩—৩৪।

শ্রীকপিলদেব কহিলেন—সত্য, পবিত্রতা, দয়া, মৌন, বুদ্ধি, লজ্জা, শোভা, কীর্ত্তি, ক্ষমা, শম, দম, উন্নতি প্রভৃতি সদ্‌গুণ ঐ সকল অসতের সংসর্গে একেবারেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়—ঐ সকল অশান্ত, দেহে আত্মবুদ্ধি বিশিষ্ট, যোষিতের ক্রীড়া মৃগ, মূঢ় ও অতীব শোচ্য অসাধু ব্যক্তিগণের সঙ্গ কখনও করা কর্ত্তব্য নহে।

অসতে সদ্‌বুদ্ধিকারী বিষয়ীর সঙ্গ করা কর্ত্তব্য নহে। যাহারা কেবল উদর ও উপস্থ ইন্দ্রিয়দ্বয়কে তৃপ্ত করে, তাহারা শিশ্নোদর-পরায়ণ। তাহাদের একজনের সঙ্গেই সর্ব্বনাশ, বহুর সঙ্গফল বর্ণনা করা যায় না। অন্ধের অনুবর্ত্তী অন্ধ যেমন কূপাদিতে নিমগ্ন হয়, তদ্রূপ অসতের অনুগ ব্যক্তি অসৎই হয়। তাই মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

জিহ্বার লালসে যেই ইতি-উতি ধায়।
শিশ্নোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥

চৈঃ চঃ অ ৬ পঃ॥৩॥

ঐলঃ সম্রাড়িমাং গাথামগায়ত বৃহচ্ছ্রবাঃ।
উর্ব্বশী বিরহান্মুহ্যন্ নির্ব্বিণ্ণঃ শোকসংযমে॥ ৪॥

অন্বয়। (অত্রেতিহাসমাহ) বৃহচ্ছ্রবাঃ (বৃহৎ শ্রবঃ কীর্ত্তির্যস্য সঃ) সম্রাট্ (চক্রবর্ত্তী) ঐলঃ (পুরূরবাঃ) উর্ব্বশী বিরহাৎ (প্রথমং) মুহ্যন্ (পশ্চাৎ কুরুক্ষেত্রে তাং সমাগম্য গন্ধর্ব্বদত্তেনাগ্নিনা দেবানিষ্ট্বা পুনরুর্ব্বশীলোকং প্রাপ্য) শোকসংযমে (শোকাপগমে সতি ততো) নির্ব্বিণ্ণঃ (সন্) ইমাং গাথাম্ অগায়ত॥ ৪॥

অনুবাদ। বিপুলকীর্ত্তি সম্রাট্ পুরূরবা উর্ব্বশীর বিরহে প্রথমতঃ শোকমুগ্ধ হইয়া পশ্চাৎ কুরুক্ষেত্রে তাহার সঙ্গ লাভ পূর্ব্বক গন্ধর্ব্বদত্ত অগ্নিদ্বারা সাধ্য যাগাদি সম্পাদনে দেবগণের তৃপ্তি সাধন পূর্ব্বক পুনরায় উর্ব্বশীলোক প্রাপ্ত হইয়া শোকাপগমে বিরাগ সহকারে এই সকল কথা গান করিয়াছিলেন॥ ৪॥

বিশ্বনাথ। অত্রেতিহাসমাহ, ঐলঃ পুরূরবাঃ প্রথমং মুহ্যংস্ততঃ কুরুক্ষেত্রে তাং সমাগম্য গন্ধর্ব্বদত্তেনাগ্নিনা দেবানিষ্ট্বা পুনরুর্ব্বশীলোকং প্রাপ্য শোকসংযমে ভোগাচ্ছোকাপগমে সতি বিস্মৃগিতমকস্মাদেবোত্থিতং ভক্তিজ্ঞানবৈরাগ্যং প্রাপ্য গাথামগায়তেতি নবমস্কন্ধ-কথানুসারেণ দ্রষ্টব্যম্॥ ৪॥

বঙ্গানুবাদ। এ সম্বন্ধে ইতিহাস বলিতেছেন। ঐল - পুরূরবা প্রথমে মোহপ্রাপ্ত হইয়া কুরুক্ষেত্রে উর্ব্বশীর সহিত মিলিয়া গন্ধর্ব্বপ্রদত্ত অগ্নিদ্বারা দেবতাগণের যজ্ঞ করিয়া পুনরায় উর্ব্বশীলোক প্রাপ্ত হইয়া শোকের সংযমে ভোগহেতু শোকাপগম হইলে বিস্মৃগিত অকস্মাৎ উত্থিত ভক্তিজ্ঞান বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইয়া গাথা গাহিয়াছিলেন, নবম স্কন্ধ কথানুসারে দ্রষ্টব্য॥ ৪॥

অনুদর্শিনী। এ সম্বন্ধে অর্থাৎ সঙ্গবর্জ্জনে। পুরূরবার ইতিহাস ভাঃ ৯।১৪। অধ্যায় দ্রষ্টব্য॥ ৪॥

———

ত্যক্ত্বাত্মানং ব্রজন্তীং তাং নগ্ন উন্মত্তবন্নৃপঃ।
বিলপন্নন্বগাজ্জায়ে ঘোরে তিষ্ঠেতি বিক্লবঃ॥৫॥

অন্বয়। আত্মানং (রাজানং) ত্যক্ত্বা ব্রজন্তীং (স্বলোকং গচ্ছন্তীং) তাং (উর্ব্বশীং) বিক্লবঃ (ব্যাকুলঃ) উন্মত্তবৎ নগ্নঃ নৃপ জায়ে ঘোরে তিষ্ঠ ইতি (অয়ে জায়ে, মনসা তিষ্ঠ ঘোরে ইত্যাদিমন্ত্রৈঃ) বিলপন্ অন্বগাৎ (পশ্চাৎ গতবান্)॥৫॥

অনুবাদ। উর্ব্বশী যখন রাজাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিজলোকে গমন করিতেছিল, তখন উর্ব্বশীর বিরহে

পুরূরবা ব্যাকুল হইয়া উন্মত্তের ন্যায় উলঙ্গ বেশে "অয়ে জায়ে, হে ঘোরে, তুমি যাইও না দাঁড়াও" এই বলিয়া বিলাপ করতঃ তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হইয়াছিলেন ॥৫॥

বিশ্বনাথ। তত্র প্রাক্তনীং মোহাবস্থামাহ—ত্যক্তে্তি। হে জায়ে, মৎপ্রাণহরণাৎ হে ঘোরে, তিষ্ঠেতি বিলপন্ অন্বগাৎ ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। তাহার প্রাক্তনী মোহাবস্থা বলিতেছেন। হে জায়ে, আমার প্রাণ হরণ জন্য হে ঘোরে, থাক এই বিলাপ করিয়া অনুগমন করিয়াছিল ॥ ৫ ॥

অনুদর্শিনী। হে জায়ে, হে ঘোরে, ভাবে অবস্থান কর। আমরা উভয়ে মিলিত হইয়া প্রেমালাপ করিব। আমাদের মন্ত্রণা অব্যক্ত হইবে না, প্রীতিমতি হইবে। পূর্ব্ব মন্ত্রণা সমূহ নষ্ট হইবে না ॥ ৫ ॥

কামানতৃপ্তোঽনুজুষন্ ক্ষুল্লকান্ বর্ষযামিনীঃ।
ন বেদ যান্তীর্নায়ান্তীরুর্ব্বশ্যাকৃষ্টচেতনঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়। উর্ব্বশ্যা আকৃষ্ট চেতনঃ (উর্ব্বশ্যা আকৃষ্টা চেতনা যস্য সঃ ঐলঃ) ক্ষুল্লকান্ (তুচ্ছান্) কামান্ অনুজুষন্ (সেবমানঃ) অতৃপ্তঃ (সন্) বর্ষযামিনীঃ (বর্ষাণাং যামিনীঃ রাত্রীঃ) যান্তীঃ (অপযান্তীঃ) আয়ান্তীঃ (আগামিনীঃ চ) ন বেদ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ। উর্ব্বশী কর্ত্তৃক হৃতচৈতন্য হইয়া ঐলরাজ নিরন্তর তুচ্ছ কাম্য বিষয়ের সেবা করিয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই। এইরূপে তিনি বহু সংবৎসর রাত্রি সকলের আরম্ভ ও অবসান জানিতে পারেন নাই ॥৬॥

বিশ্বনাথ। বৈক্লব্যে কারণমাহ, কামানিতি ॥৬॥

বঙ্গানুবাদ। বৈক্লব্যে বা মোহ প্রাপ্তিতে কারণ বলিতেছেন ॥ ৬ ॥

ঐল উবাচ

অহো মে মোহবিস্তারঃ কামকশ্মলচেতসঃ।
দেব্যা গৃহীতকণ্ঠস্য নায়ুঃখণ্ডা ইমে স্মৃতাঃ ॥৭॥

অন্বয়। ঐল উবাচ—কামকশ্মল-চেতসঃ (কামেন কশ্মলং ক্ষুভিতং চেতঃ যস্য তস্য) মে মোহবিস্তারঃ অহো (আশ্চর্য্যম্, যতঃ) দেব্যা (উর্ব্বশ্যা) গৃহীতকণ্ঠস্য (মম) ইমে (অহোরাত্ররূপাঃ) আয়ুঃখণ্ডাঃ (আয়ুষঃ খণ্ডাঃ) ন স্মৃতাঃ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ। ঐল বলিলেন—অহো, কামোন্মত্ত হইয়া আমার কি মোহই না হইয়াছিল যে, আমার পরমায়ুর অংশস্বরূপ এই সকল অহোরাত্র অতিবাহিত হইলেও তাহা আমি জানিতে পারি নাই ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ। কামগ্রস্তচেতসো মম ইমে আয়ুঃখণ্ডা ইমান্যায়ুঃখণ্ডানি ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। কামগ্রস্তচিত্ত আমার এই সমস্ত আয়ুখণ্ড ॥ ৭ ॥

অনুদর্শিনী। অহোরাত্র সকল জীবিত ব্যক্তির আয়ুষ্কালের খণ্ড ॥ ৭ ॥

নাহং বেদাভিনির্ম্মুক্তঃ সূর্য্যো বাভ্যুদিতোঽমুয়া।
মুষিতো বর্ষপূগানাং বতাহানি গতান্যুত ॥৮॥

অন্বয়। অমুয়া (উর্ব্বশ্যা) মুষিতঃ (বঞ্চিতঃ) অহম্ অভিনির্ম্মুক্তঃ (ময়ি রমমাণে অস্তং গতঃ) অভ্যুদিতঃ বা সূর্য্যঃ (ইতি ন বেদ) বত (খেদে) তথা বর্ষপূগানাং (বর্ষসমূহানাং) গতানি অহানি উত ন বেদ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ। উর্ব্বশী কর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়া আমি সূর্য্যের অস্ত বা উদয় কিছুই জানিতে পারি নাই। অহো, এইরূপে কত দিবস এবং কত সংবৎসর যে অতিবাহিত হইয়াছে, তাহারও কোন সংবাদ আমি রাখি নাই ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ। অস্মরণমেবাহ—নাহমিতি। অভিনির্ম্মুক্তঃ সূর্য্যোঽস্তে সতি স্বপন্ অভ্যুদিতঃ সূর্য্যে উদিতে সত্যপি স্বপন্নহং সূর্য্যাস্থ্যং ন বেদ নাজ্ঞাশিষং সূর্য্য ইতি দ্বিতীয়ার্থে প্রথমা বেদেতি ভূতেঽপি লট্ প্রথমপুরুষশ্চার্যঃ। "সুপ্তে যস্মিন্নস্তমেতি সুপ্তে যস্মিন্নুদেতি চ। অংশুমানভিনির্ম্মুক্তাভ্যুদিতৌ তৌ যথাক্রমম্" ইত্যমরঃ। কুতো নাজ্ঞাশিষমত আহ—অমুয়া উর্ব্বশ্যা মুষিতশ্চোরিতবিবেকসর্ব্বস্ব ইত্যর্থঃ। বতেতি খেদে বর্ষপূগানাং বর্ষসমূহানাং অহান্যপি ন বেদ ॥ ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। অমরণ বলিতেছেন। অভিনির্মুক্ত —সূর্য্য অস্ত গেলেও নিদ্রিত, অভ্যুদিত—সূর্য্য উদিত হইলেও নিদ্রিত আমি সূর্য্যাসূর্য্য জানি নাই। (ব্যাকরণ —সূর্য্য দ্বিতীয়ার্থে প্রথমা, বেদ—অতীতে লট্ ও উত্তম পুরুষে প্রথমপুরুষের আর্ষ-প্রয়োগ)। "যাহার সুপ্ত অবস্থায় সূর্য্য অস্ত যায় ও সূর্য্য উদিত হয়। যথাক্রমে তাহারা অভিনির্মুক্ত ও অভ্যুদিত" (অমরকোষ অভিধানে)। কেন? না, জানিতাম না। অতএব বলিতেছেন। ঐ উর্ব্বশীকৃত মুষিত—চোরিতবিবেক-সর্ব্বস্ব, এই অর্থ। বত—খেদ, বর্ষপূগ—বর্ষসমূহের দিনগুলি জানি নাই॥ ৮॥

অনুদর্শিনী। পুরূরবা উর্ব্বশীকে লাভ করিয়া ভোগে অত্যধিক প্রমত্ত হওয়ায় সূর্য্যের উদয় ও অস্ত জানিতে পারেন নাই। উর্ব্বশী তাহার বিবেক হরণ করায় তিনি বার্ষিক দিনগুলিরও সন্ধান রাখেন নাই॥৮॥

অহো মে আত্মসম্মোহো যেনাত্মা যোষিতাং কৃতঃ।
ক্রীড়ামৃগশ্চক্রবর্ত্তী নরদেবশিখামণিঃ॥ ৯॥

অন্বয়। অহো, মে মম আত্মসম্মোহঃ (আত্মনো মনসঃ মোহঃ) যেন (মোহেন) নরদেবশিখামণিঃ) (নরদেবানাং শিখামণিঃ সর্ব্বোত্তমঃ) চক্রবর্ত্তী (সার্ব্বভৌমঃ অপি অহং) যোষিতাং ক্রীড়ামৃগঃ (ক্রীড়ামৃগবদধীনঃ) ইব আত্মা (দেহঃ) কৃতঃ॥ ৯॥

অনুবাদ। অহো, আমার কি আত্মভ্রম, যে ভ্রমহেতু আমি রাজচক্রবর্ত্তী সম্রাট হইয়াও এই দেহকে কামিনীর ক্রীড়ামৃগস্বরূপ করিয়াছিলাম॥ ৯॥

বিশ্বনাথ। আত্মা দেহঃ যোষিতাং ক্রীড়ামৃগঃ কৃতঃ॥ ৯॥

বঙ্গানুবাদ। আত্মা দেহ যোষিৎদিগের ক্রীড়ামৃগ (ক্রীড়াসাধনভূত মৃগতুল্য) করা হইয়াছে॥৯॥

অনুদর্শিনী। ক্রীড়ামৃগ স্বাধীন নহে প্রভুর অধীন তাহারই ইচ্ছানুসারে যেমন মৃগকে যখন তখন নৃত্য করিতে হয় সেইরূপ কামুকগণ যোষিৎগণের অধীন, তাহারা যোষিৎগণের ইচ্ছায় চলে, নিজেদের স্বাধীনতা নাই।

রাজা মুচুকুন্দও বলিয়াছেন—গৃহেষু মৈথুন্যপরেষু যোষিতাং, ক্রীড়ামৃগং পুরুষ ঈশ নীয়তে। ভাঃ ১০।৫০।৫১

বলং মে পশ্য মায়ায়া স্ত্রীময্যা জয়িনো দিশাম্।
যা করোতি পদাক্রান্তান্ ভ্রূবিজৃম্ভেণ কেবলম্॥
ভাঃ ৩।৩১।৩৮

শ্রীকপিলদেব কহিলেন—মাতঃ, আমার স্ত্রীরূপিণী মায়ার প্রভাব দেখুন, এ প্রযোদরূপিণী মায়া একটি মাত্র ভ্রূভঙ্গে দিগ্বিজয়ী বীরগণকে পর্য্যন্ত পদানত করিয়া থাকে॥ ৯॥

সপরিচ্ছদমাত্মানং হিত্বা তৃণমিবেশ্বরম্।
যান্তীং স্ত্রিয়ঞ্চান্বগমং নগ্ন উন্মত্তবদ্রুদন্॥ ১০॥

অন্বয়। (ননু প্রণয়কুপিতায়া অনুনয়ার্থমধীনতা যুক্তৈব। সত্যম্। নত্বত্র তদপীত্যাহ) সপরিচ্ছদং (রাজ্যাদিসহিতং) ঈশ্বরং (চক্রবর্ত্তিনং) আত্মানং (মাং) তৃণমিব হিত্বা (ত্যক্ত্বা) যান্তীং (অপি) স্ত্রিয়ং (অহং) উন্মত্তবৎ নগ্ন (সন্) রুদন্ চ অন্বগমম্ (অনুগতোঽস্মি)॥ ১০॥

অনুবাদ। আমি রাজ্যৈশ্বর্য্যের সহিত স্বীয় রাজচক্রবর্ত্তিত্বকে তৃণের ন্যায় তুচ্ছ বুদ্ধিতে পরিত্যাগ করিয়া উন্মত্তের ন্যায় উলঙ্গ হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে গমনশীলা উর্ব্বশীর অনুগমন করিয়াছিলাম॥ ১০॥

বিশ্বনাথ। যতোঽহং আত্মানং মাং ঈশ্বরং চক্রবর্ত্তিনমপি তৃণমিব হিত্বা যান্তীং স্ত্রিয়মন্বগমম্॥ ১০॥

বঙ্গানুবাদ। যেহেতু ঈশ্বর অর্থাৎ চক্রবর্ত্তী আত্মা অর্থাৎ আমাকে তৃণের ন্যায় ত্যাগ করিয়া যে স্ত্রী (উর্ব্বশী) চলিয়া যাইতে লাগিল তাহাকে অনুগমন করিয়াছিলাম॥ ১০॥

অনুদর্শিনী। উর্ব্বশী রাজচক্রবর্ত্তীকেও তৃণের ন্যায় নগণ্য মনে করিতে পারিল, আমি কিন্তু কামোন্মত্ততায় সামান্য বারবণিতাকেই একমাত্র মৃগ্য জ্ঞান করিয়াছিলাম॥ ১০॥

কুতস্তস্যানুভাবঃ স্যাৎ তেজ ঈশত্বমেব বা।
যোঽবগচ্ছং স্ত্রিয়ং যান্তীং খরবৎ পাদতাড়িতঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়। (কিঞ্চ মম প্রভাবাভিমানো বৃথৈবেত্যাহ) খরবৎ পাদতাড়িতঃ (খরো যথা পাদতাড়িতোঽপি খরীমনুগচ্ছতি তদ্বৎ) যঃ (অহং) (মাং ত্যক্ত্বা) যান্তীং স্ত্রিয়ং অবগচ্ছং তস্য (মম) অনুভাবঃ (মাহাত্ম্যং) তেজঃ (বলং) ঈশিত্বং (সর্ব্বজননিয়ন্তৃত্বং) বা কুতঃ এব স্যাৎ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ। যে আমি গর্দ্দভীর অনুসরণে পাদতাড়িত গর্দ্দভের ন্যায় উর্ব্বশীর গমনকালে তাহার অনুসরণ করিয়াছিলাম, সেই আমার মাহাত্ম্য তেজ এবং প্রভুত্বই বা কোথায়? ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ। ননু ত্বং মহাতেজঃপ্রভাবৈশ্বর্য্যঃ কথমেবং দৈন্যমালম্বসে তত্রাহ—কুত ইতি, তস্য মম ॥ ১১ ॥

বঙ্গানুবাদ। আচ্ছা, তুমি মহাতেজা মহাপ্রভাব ও মহৈশ্বর্য্য কেন এরূপ দৈন্য অবলম্বন করিলে, তাই বলিলেন। তাহার অর্থাৎ সেই আমার ॥১১॥

অনুদর্শিনী। জীবের ভোগবাসনা প্রবল হইলে, তাহাকে শম-দম ঐশ্বর্য্যাদি ভুলিয়া নানাবিধ দুর্ব্বিষহ অপমান ও অনুবিধা ভোগ করিয়াও স্ত্রীসঙ্গে প্রবল আসক্তি দেখা যায়। পূর্ব্বে ভাঃ ১১।১৩।৮ শ্লো দ্রষ্টব্য ॥১১॥

কিং বিদ্যয়া কিং তপসা কিং ত্যাগেন শ্রুতেন বা।
কিং বিবিক্তেন মৌনেন স্ত্রীভির্যস্য মনো হৃতম্ ॥১২॥

অন্বয়। (এবম্ভূতস্য সর্ব্বং সাধনং ব্যর্থমিত্যাহ) স্ত্রীভিঃ যস্য মনঃ হৃতং (তস্য) বিদ্যয়া (শাস্ত্রজ্ঞানেন) কিং, তপসা কিং, ত্যাগেন (সন্ন্যাসেন) কিং, শ্রুতেন (অধ্যয়নাদিনা) বা কিং বিবিক্তেন (একান্তসেবয়া) কিং মৌনেন (বাঙ্নিয়মেন বা কিং ফলং ভবেৎ) ॥১২॥

অনুবাদ। যাহার মন স্ত্রীকর্ত্তৃকঅপহৃত হয়, তাহার বিদ্যা, তপস্যা, সন্ন্যাস, অধ্যয়ন, নির্জ্জনবাস অথবা মৌনাবলম্বন সকলই ব্যর্থ ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ। মত্তুল্যস্যান্যস্যাপি বিদ্যাদিকং সর্ব্বং ব্যর্থমিত্যাহ—কিমিতি ॥ ১২ ॥

বঙ্গানুবাদ। আমার তুল্য অন্যেরও বিদ্যাদি সব ব্যর্থ, ইহাই বলিতেছেন ॥ ১২ ॥

অনুদর্শিনী। স্ত্রীমুগ্ধ ব্যক্তির বিদ্যা, তপস্যা, স্বধর্ম্মাচরণ, ত্যাগাদি সকল সাধনই ব্যর্থ। কেন না, স্ত্রীচিন্তারত ব্যক্তি স্ত্রীলোকেরই সেবক। স্ত্রীসেবকের কোনও সদ্গুণ থাকিতে পারে না ॥ ১২ ॥

স্বার্থস্যাকোবিদং ধিঙ্মাং মূর্খং পণ্ডিতমানিনম্।
যোঽহমীশ্বরতাং প্রাপ্য স্ত্রীভির্গোখরবজ্জিতঃ ॥১৩॥

অন্বয়। (অনুতপ্তঃ সন্ আত্মানং নিন্দতি) যঃ অহং ঈশ্বরতাং (সর্ব্বজননিয়ন্তৃত্বং) প্রাপ্য (অপি) গোখরবৎ (গৌরিব খর ইব) স্ত্রীভিঃ জিতঃ (বশীকৃতঃ তং) স্বার্থস্য (শ্রেয়সঃ) অকোবিদং (অজ্ঞাতারং) পণ্ডিতমানিনং মাং ধিক্ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ। সংসারে মানবগণের প্রভুত্ব লাভ করিয়াও যখন আমি নারী কর্ত্তৃক গো এবং গর্দ্দভের ন্যায় বশীভূত হইয়াছি, তখন প্রকৃত শ্রেয়োলাভে অনভিজ্ঞ পণ্ডিতাভিমানী আমার ন্যায় মূর্খকে ধিক্ ॥ ১৩ ॥

সেবতো বর্ষপূগান্ মে উর্ব্বশ্যা অধরাসবম্।
ন তৃপ্যত্যাত্মভূঃ কামো বহ্নিরাহুতিভির্যথা ॥১৪॥

অন্বয়। আহুতিভিঃ বহ্নিঃ যথা (ন শাম্যতি প্রত্যুত বর্দ্ধতে, তথা) উর্ব্বশ্যাঃ অধরাসবং (অধরসুধাং) বর্ষপূগান্ (বর্ষসমূহান্) সেবতঃ (সেবমানস্য) মে (মম) আত্মভূঃ (মনসি পুনঃ পুনরুদ্ভবম্) কামঃ ন তৃপ্যতি (পরন্তু বৃদ্ধিমেবাধিগচ্ছতি) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ। আহুতিদ্বারা অগ্নি যেরূপ নির্ব্বাপিত না হইয়া বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ বহুবৎসর উর্ব্বশীর অধরসুধা পান করিয়াও আমার কামের তৃপ্তি হইল না, বরং আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ। সেবতঃ সেবমানস্য আত্মভূর্মনোজঃ ॥ ১৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। সেবতঃ—সেবমানের আত্মভূ—মনোজ ॥১৪॥

অনুদর্শিনী। কাম - মনোজন্ত অর্থাৎ মনোজাত। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

'সঙ্কল্পপ্রভবান্ কামান্' গীঃ ৬।২৪। ভাঃ ৮।১২।১৬

কামের স্বভাব—

'ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে' ॥ ভাঃ ৯।১৯।১৪

রাজা যযাতি যথেষ্ট বিষয়ভোগান্তেও অতৃপ্ত হইয়া নির্ব্বেদযুক্ত অবস্থায় স্বীয় স্ত্রীর নিকট বলিয়াছিলেন—ঘৃতদ্বারা অগ্নি যেরূপ নির্ব্বাপিত হয় না, বরং উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়; তদ্রূপ কাম্যবস্তুর উপভোগের দ্বারা কাম বা ভোগপিপাসা বর্দ্ধিতই হইয়া থাকে, উপশম প্রাপ্ত হয় না।

ঋষি সৌভরির চরিত্রেও দেখা যায় যে—'এবং গৃহেষভিরতো বিষয়ান্ বিবিধৈঃ সুখৈঃ। সেবমানো ন চাতুষ্যদাজ্যস্তোকৈরিবানলঃ ॥' ভাঃ ৯।৬।৪৮ অর্থাৎ তিনি গৃহমধ্যে এইরূপ বিবিধ সুখের সহিত বিষয়ভোগ করিয়াও ঘৃতবিন্দু সংযোগে অনল যেরূপ শান্ত হয় না, তিনিও তদ্রূপ আত্মশান্তি লাভ করিতে পারিলেন না।

ভক্ত প্রহ্লাদ বলিয়াছেন—'কামানলং মধুলবৈঃ শময়ন্ দুরাপৈঃ ॥' ভাঃ ৭।৯।২৫ অর্থাৎ (লোকসকল) দুর্লভ বিন্দুমাত্র সুখদ্বারা কামাগ্নিকে উপশম করিয়া (নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হয় না)।

'মধুলবে অনল যেমন উপশমিত হয় না প্রত্যুত বর্দ্ধিতই হয়' শ্রীবিশ্বনাথ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন —

"অনিত্য জড়ীয় কাম, শান্তিহীন অবিশ্রাম,
নাহি তাহে পিপাসার ভঙ্গ।" কল্যাণ কল্পতরু ॥১৪॥

পুংশ্চল্যাপহৃতং চিত্তং কোঽন্যো মোচিতুং প্রভুঃ।
আত্মারামেশ্বরমৃতে ভগবন্তমধোক্ষজম্ ॥১৫॥

অন্বয়। (এবমুক্তিভির্নির্ব্বেদো নিরূপিতঃ ইদানীং তত্ত্ববিবেকধাত্) পুংশ্চল্যা অপহৃতং চিত্তং মোচিতুং (মোচয়িতুং) আত্মারামেশ্বরং (আত্মনি রমন্তে যে তে আত্মারামাঃ মুনয়ঃ তেষাম্ ঈশ্বরং স্বামিনাং) ভগবন্তম্ অধোক্ষজং (অধঃকৃতম্ অতিক্রান্তং অক্ষজং ইন্দ্রিয়জজ্ঞানং যেন সঃ তং) ঋতে (বিনা) কঃ অন্যঃ প্রভুঃ (সমর্থো ভবেৎ) ॥১৫॥

অনুবাদ। পুংশ্চলী কর্তৃক অপহৃত চিত্তকে প্রত্যাবৃত্ত করিতে সেই আত্মারামগণের ঈশ্বর ভগবান্ অধোক্ষজ ব্যতীত অন্য কেহই সমর্থ নহে ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ। নমু তর্হীদানীং তদ্বাদধরাসবাৎ কেন মোচিতঃ প্রাপ্তৈতাদৃশবৈতৃষ্ণ্যোঽসি তত্রাহ—পুংশ্চল্যেতি। মোচিতুং মোচয়িতুং আত্মারামেশ্বরমিতি আত্মারামোঽপি মাদৃশস্য দেহারামস্য চিত্তং প্রায়ো ন শক্নোতি। কিন্তু আত্মারামেশ্বরঃ পরমেশ্বরঃ এব শক্নোতীতি ভাবঃ। তত্র হেতুর্নিরতিশয়ৈশ্বর্য্যমেবেত্যাহ—ভগবন্তং মন্মোচনে পরমসমর্থং। অধোক্ষজং অধঃকৃতং তিরস্কৃতং ভবেৎ। অধোক্ষজমৈন্দ্রিয়কং জ্ঞানং যস্মাত্তম্ ॥ ১৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। আচ্ছা তাহা হইলে এখন সেই অধরাসব (বদনসুধা) হইতে কাহার দ্বারা মুক্তিপ্রাপ্ত এরূপ বিতৃষ্ণা প্রাপ্ত হইয়াছ? তাই বলিতেছেন। আত্মারামও আমার ন্যায় দেহারামের চিত্তমোচন করিতে প্রায়শঃ সমর্থ ন'ন। কিন্তু আত্মারাম-ঈশ্বর অর্থাৎ পরমেশ্বরই সমর্থ, এইভাব। তাহাতে হেতু নিরতিশয় ঐশ্বর্য্য, তাই বলিতেছেন যে ভগবান্ আমার মোচনে পরম সমর্থ, অধোক্ষজ অর্থাৎ যাঁহা হইতে অক্ষজ বা ইন্দ্রিয়জাতজ্ঞান অধঃকৃত বা তিরস্কৃত হয় তিনি বিনা ॥১৫॥

অনুদর্শিনী। আত্মারামগণ দেহারামের চিত্তকে ত' মোচন করিতে পারেনই না অধিক কি পুংশ্চলী কর্তৃক অপহৃত নিজ চিত্তকে মোচন করিতে সমর্থ ন'ন, আমার ন্যায় দেহারামী অর্থাৎ দেহের সুখকেই পুরুষার্থবিচার-পরায়ণ ব্যক্তির কা কথা। একমাত্র অতীন্দ্রিয় শ্রীভগবানেরই কৃপায় জীব স্রীহৃতচিত্তকে মোচন করিতে পারে—

তস্মৈ নমো ভগবতে য ইদং স্বেন রোচিষা।
আত্মস্থং ব্যঞ্জয়ামাস স ধর্ম্মং পাতুমর্হতি ॥
ভাঃ ৩।১২।৩২

মরীচি প্রমুখ মুনিপুত্রগণ পিতা ব্রহ্মাকে নিজ কন্যার পশ্চাৎ ধাবিত হইলে সবিনয় বচনে প্রবোধ দিয়াও

অকৃতকার্য্য হইয়া বলিয়াছিলেন—যিনি স্বীয় তেজপ্রভাবে এই পরিদৃশ্যমান নিজ গর্ভস্থিত জগৎকে প্রকাশিত করিয়াছেন, সেই ভগবানকে নমস্কার করি, তিনিই ধর্মরক্ষা করিবার যোগ্য।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ এই শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন—'ভগবৎ-কৃপাং বিনা কামঃ প্রকারান্তরেণ নোপশম্যেদিতি সিদ্ধান্তমনুবৃত্য তে মুনয়ো ভগবন্তমেব প্রপন্নস্তে।'

অর্থাৎ ভগবৎকৃপাবিনা প্রকারান্তরে কাম উপশম হয় না—এই সিদ্ধান্ত অনুসরণ করিয়া সেই মুনিগণ ভগবানেই প্রপন্ন হইয়াছিলেন।

জড়েন্দ্রিয়ধারী ব্যক্তি মাত্রই নিজে ভোগ পরায়ণ এবং অপর ব্যক্তির ভোগবর্দ্ধনকারী। অতীন্দ্রিয় ভগবানই জীবের ভোগবাঞ্ছা বিদূরিত করিতে সমর্থ। তিনি মদনেরও মোহনকর্ত্তা অর্থাৎ মদনমোহন –

'সাক্ষান্মন্মথ-মন্মথঃ' ॥ ভাঃ ১০।৩২।২

শ্রীশুকদেব বলিলেন—'সাক্ষাৎ মদনমোহন'।

ভগবানই ভক্তচিত্তমোচনে সমর্থ, অন্য দেবগণ নহেন। অতএব তাঁহারই ভজন করিব ॥ ১৫ ॥

বোধিতস্যাপি দেব্যা মে সূক্তবাক্যেন দুর্ম্মতেঃ।
মনোগতো মহামোহো নাপযাত্যজিতাত্মনঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়। দেব্যা (উর্ব্বশ্যা) সূক্তবাক্যেন (পুরূরবো মা মৃথা প্রতপ্ত ইত্যাদিনা) সূক্তবাক্যেন (যথার্থবচনেন) বোধিতস্য অপি অজিতাত্মনঃ দুর্ম্মতেঃ মে (মম) মনোগতঃ মহামোহঃ ন অপযাতি (নাপযযৌ) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ। দেবী উর্ব্বশী আমাকে যুক্তিযুক্ত বাক্যে প্রবোধিত করিলেও অজিতেন্দ্রিয় দুর্ম্মতিবিশিষ্ট আমার মনোগত মহামোহ কিছুতেই দূরীভূত হয় নাই ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ। তয়ৈবোর্ব্বশ্যা বহুতরমুপদিষ্টাদ্বৈরাগ্যাদেব তব মোহোঽপগত ইতি চেন্নেত্যাহ। বোধিতস্যেতি নাপযাতি নাপযযৌ ॥ ১৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। সেই উর্ব্বশীরই বহুতর বৈরাগ্যের উপদেশ হেতুই তোমার মোহ অপগত হইয়াছে, ইহা যদি বলা যায়, তাহা নহে—এই কথা বলিতেছেন। অপগমন করে না অর্থাৎ যায় না ॥ ১৬ ॥

অনুদর্শিনী। 'আমি ভোক্তা,' 'দৃশ্য বস্তু আমার ভোগ্য'—এই অজ্ঞানেই জীব বদ্ধ। এই অজ্ঞান দূরীভূত না হইলে মোহনাশ হয় না। ঐ অজ্ঞান শ্রীভগবানেরই কৃপায় নষ্ট হয়, অন্য উপায়ে হয় না, অতএব ভগবানের প্রসাদ ব্যতীত দেবগণ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট বেদবাক্য হইতেও মোহের নিবর্ত্তন হয় না।

উর্ব্বশীর উপদেশ—

মা মৃথাঃ পুরুষোঽসি ত্বং মাস্ম ত্বাদ্যুর্বৃকা ইমে।
কাপি সখ্যং ন বৈ স্ত্রীণাং বৃকাণাং হৃদয়ং যথা ॥
স্ত্রিয়ো হ্যকরুণাঃ ক্রূরাঃ দুর্মর্ষাঃ প্রিয়সাহসাঃ।
ঘ্নন্ত্যল্পার্থেঽপি বিশ্রব্ধং পতিং ভ্রাতরমপ্যুত ॥
বিধায়ালীকবিশ্রম্ভমজ্ঞেষু ত্যক্তসৌহৃদাঃ।
নবং নবমভীপ্সন্ত্যঃ পুংশ্চল্যঃ স্বৈরবৃত্তয়ঃ ॥

ভাঃ ৯।১৪।৩৬-৩৮

(হে রাজন্) আপনি পুরুষ, সুতরাং অধৈর্য্য হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিবেন না, ধৈর্য্য অবলম্বন করুন। ইন্দ্রিয়রূপ বৃকগণ যেন আপনাকে ভক্ষণ না করে। স্ত্রীগণের হৃদয় বৃকগণের ন্যায়, সুতরাং তাহাদের কুত্রাপি সখ্য থাকে না। যেহেতু স্ত্রীগণ নির্দ্দয়া ও কুটীল স্বভাবা। তাহারা সামান্য দোষও সহ্য করে না এবং নিজ সুখের নিমিত্ত অধর্ম্মাদিতে ভীত হয় না, সামান্য কারণেই তাহারা বিশস্ত ভ্রাতা ও পতির প্রাণ নাশ করিয়া থাকে। স্বেচ্ছাচারিণী কুলটা, ত্যক্তসৌহৃদ স্ত্রীগণ অজ্ঞগণমধ্যে মিথ্যা প্রণয় স্থাপন পূর্ব্বক নিত্য নূতন নূতন সঙ্গ অভিলাষ করে ॥ ১৬ ॥

কিমেতয়া নোঽপকৃতং রজ্জ্বা বা সর্পচেতসঃ।
দ্রষ্টুঃ স্বরূপাবিদুষো যোঽহং যদজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়। এতয়া (উর্ব্বশ্যা) নঃ (অস্মাকং কামিনাং) কিম্ অপকৃতং (ন কিঞ্চিদপি) স্বরূপাবিদুষঃ সর্পচেতসঃ দ্রষ্টুঃ রজ্জ্বা বা (যথা রজ্জুস্বরূপাবিদুষো রজ্জুদ্রষ্টুঃ পুংসঃ স্বভাং সর্পকল্পনয়া খিদ্যমানস্যপি রজ্জ্বা কিমপি নাপকৃতং

ভবৎ) যৎ (যস্মাৎ) যঃ অহং অজিতেন্দ্রিয়ঃ (যঃ অহং এবম্ভূতঃ স এব অজিতেন্দ্রিয়ত্বাৎ অপরাধী) ॥১৭॥

অনুবাদ। উর্বশী আমার কি অপকার করিল? যে ব্যক্তি ভ্রান্তিবশতঃ রজ্জুকে সর্পজ্ঞান করিয়া ভীত হয়, সে ক্ষেত্রে যেরূপ রজ্জুর কোন দোষ নাই, সেইরূপ আমিও অজিতেন্দ্রিয়তাবশতঃ স্বয়ংই দোষী, পরন্তু উর্বশীর কোন দোষ নাই ॥১৭॥

বিশ্বনাথ। পুংশ্চল্যাপহৃতমিতি। পূর্ব্বমুক্তং ইদানীন্তু মমৈবায়ং দোষো ন তস্যা ইত্যাহ—কিমেতয়েতি। এতয়া উর্ব্বশ্যা নোঽস্মাকং কিমপকৃতং ন কিঞ্চিদপি। সর্পচেতসো জনস্য রজ্জ্বা বা কিমপকৃতং ন কিমপি। যতো রজ্জুস্বরূপমবিদুষস্তস্যৈব দোষঃ স হি স্বাজ্ঞানাদেব-বিভেতি। যদ্-যস্মাদহমপি তথৈবাজিতেন্দ্রিয়ো মোহ-মেতাদৃশমভজম্ ॥১৭॥

বঙ্গানুবাদ। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে (১৫ শ্লোকে) পুংশ্চলী বা বেশ্যাদ্বারা চিত্ত অপহৃত, কিন্তু এখন আমারই এই দোষ, তাহার নহে—এই কথা বলিতেছেন। এই উর্বশী কর্ত্তৃক আমাদের কি অপকার করা হইয়াছে? কিছুই নয়। সর্পচেতাঃ (যাহার মনে সর্প) লোকের রজ্জু কি অপকার করে? কিছুই নয়। রজ্জুস্বরূপ যে জানে না তাহারই দোষ, সে নিজের অজ্ঞানহেতুই ভয় পায়। যেহেতু অজিতেন্দ্রিয় আমিও সেইরূপই এইপ্রকার মোহের ভজন করিয়াছিলাম ॥১৭॥

অনুদর্শিনী। যে বস্তু যাহা নয়, তাহাকে সেই বস্তু বলিয়া জানাই ভ্রম বা অজ্ঞান। সর্পদর্শনে ভয় সঙ্গত। কিন্তু রজ্জুতে সর্পজ্ঞানজনিত ভয় অজ্ঞানেরই পরিচয়। উহাতে রজ্জুর যেমন দোষ নাই ভীত ব্যক্তিরই অজ্ঞানজ-দোষ, তদ্রূপ উর্বশীর প্রতি আমার আকৃষ্টির দোষভাগী তাহাতে রমমাণ আমিই, উর্বশী নহে ॥১৭॥

কায়ং মলীমসঃ কায়ো দৌর্গন্ধ্যাদ্যাত্মকোঽশুচিঃ।
ক গুণাঃ সৌমনস্যাদ্যা হ্যধ্যাসোঽবিদ্যয়া কৃতঃ ॥১৮॥

অন্বয়। অয়ং দৌর্গন্ধ্যাদ্যাত্মকঃ (অতিদুর্গন্ধবিশিষ্টঃ) অশুচিঃ মলীমসঃ (অতিমলিনঃ) কায়ঃ ক (কুত্রবর্ত্ততে) সৌমনস্যাদ্যাঃ (সুমনসাং কুসুমানামিব গন্ধসৌকুমার্য্যাদি সৌমনস্যং শোভনমনোভাবো বা তদাদ্যাঃ) গুণাঃ ক, (অতঃ) হি (নিশ্চিতং) অবিদ্যয়া কৃতঃ অধ্যাসঃ (আরোপঃ এব সর্ব্বঃ) ॥১৮॥

অনুবাদ। অতিমলিন দুর্গন্ধাদিবিশিষ্ট অশুচি এই নারীর কলেবর কোথায়! আর কোথায় বা পুষ্পতুল্য সৌরভ্য, সৌন্দর্য্য ও সৌকুমার্য্যাদি গুণ। তথাপি আমি অজ্ঞানবশতঃ উর্বশীর তাদৃশ দেহে তাদৃশ গুণসমূহের আরোপ করিয়াছিলাম ॥১৮॥

বিশ্বনাথ। ননু তদপি সৈব সৌরূপ্যসৌরভ্য-মাধুর্য্যাদি স্বগুণৈস্তদীয়সংমোহমূলমিতিচেন্মৈবং তেঽপি গুণা মদবিবেকপরিকল্পিতা এবেত্যাহ—কায়মিতি। বস্তুবিচারতো মলীমসোঽতিমলিন এব কায়ঃ ক। সুমনসাং পুষ্পানামিব সৌরভ্য-সৌকুমার্য্যাদিকং সৌমনস্যং তদাদ্যা গুণা বা ক। কিন্ত্বয়মধ্যাসস্তত্তামারোপো ময়া স্বমোহেনৈব কৃতঃ ॥১৮॥

বঙ্গানুবাদ। আচ্ছা, সেও সুরূপ, সৌগন্ধ, মাধুর্য্য প্রভৃতি নিজগুণদ্বারাই তোমার সংমোহমূল সেই উর্বশীই, এই যদি বল, তাহা নয়। সে সবগুণও আমার অবিবেকেরদ্বারা পরিকল্পিতমাত্র, ইহাই বলিতেছেন। বস্তুবিচারে মলীমস—অতি মলিনকায় কোথায়? আর সুমনঃ বা পুষ্পসমূহের সৌরভ, সুকুমারত্ব প্রভৃতি সৌমনস্য সেই সব গুণইবা কোথায়? কিন্তু এই অধ্যাস—তাহাতে (উর্বশীতে) আরোপ স্বমোহবশে আমারই কৃত ॥ ১৮ ॥

অনুদর্শিনী। উর্বশীর অতি মলিনকায় এবং রূপগুণযুক্ত পুষ্প পরস্পর বিরুদ্ধ। তবে আমি উর্বশীতে অভিনিবিষ্ট হওয়ায় তাহাতে রূপগুণের অভাবেও উহা দর্শন করিয়াছি। ইহা আমার অজ্ঞানজ মোহেরই কল্পনা। সৌমনস্য অর্থাৎ শোভন মনোভাবই ভাবহাবহেলাদি আত্মক ॥ ১৮ ॥

পিত্রোঃ কিং স্বং নু ভার্য্যায়াঃ স্বামিনোঽগ্নেঃ শ্বগৃধ্রয়োঃ।
কিমাত্মনঃ কিং সুহৃদামিতি যো নাবসীয়তে ॥ ১৯ ॥

অন্বয়। (মমত্বমপি তস্মিন্ পরিকল্পিতমেবেত্যাহ) (অয়ং কায়ঃ) কিং পিত্রোঃ স্বং (ধনং জনকত্বাৎ), ভার্য্যায়াঃ নু (ভোগপ্রদত্বাৎ) স্বামিনঃ (অধীনত্বাৎ) অগ্নেঃ বা (অন্ত্যেষ্ট্যাং তদাহুতিত্বাৎ) শ্বগৃধ্রয়োঃ (ভক্ষ্যত্বাৎ) কিং বা আত্মনঃ (তৎকৃতশুভাশুভভাগিত্বাৎ) সুহৃদাং (উপকারিত্বাৎ) ইতি (এবং) যঃ ন অবসীয়তে (ন নিশ্চীয়তে) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ। পিতামাতা হইতে উৎপন্ন বলিয়া এই দেহ কি তাহাদেরই সম্পত্তি, অথবা ভোগপ্রদ বলিয়া ভার্য্যার, অধীন বলিয়া স্বামীর, অন্তে আহুতিরূপে গ্রহণকারী অগ্নির, ভক্ষ্য বলিয়া কুক্কুর ও শকুনির, দেহকৃত শুভাশুভ-ফলভাগী বলিয়া জীবের অথবা উপকারিতা-নিবন্ধন সুহৃদগণেরই সম্পত্তি—এইরূপে দেহ যে কাহার সম্পত্তি তাহা কেহ নিরূপণ করিতে পারে না ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ। সামান্যতো দেহমাত্রেঽপি মমত্ববিবেক-কল্পিতমেবেত্যাহ—পিত্রোঃ কিং স্বময়ং কায়ঃ জনকত্বাৎ-নু বিতর্কে। ভার্য্যায়া বা ভোগপ্রদত্বাৎ স্বামিনঃ পত্যুর্বা ভোগ্যত্বাৎ। অগ্নের্বা অন্ত্যেষ্ট্যাংতদাহুতিরূপত্বাৎ। শ্বগৃধ্রয়োর্বা ভক্ষ্যত্বাৎ কিং বা আত্মনস্তৎকৃতশুভাশুভভাগিত্বাৎ সুহৃদাং বা তদুপকারকত্বাৎ এব যো ন হি নিশ্চীয়তে ॥ ১৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। সাধারণভাবে দেহমাত্রেও মমত্ব-বিবেক (আমার বলিয়া জ্ঞান) কল্পিতই, এই কথা বলিতেছেন—পিতামাতার কি নিজস্ব এই দেহ, তাঁহাদের হইতে জাত বলিয়া? ('নু' বিতর্ক বুঝাইতেছে) কিং বা ভার্য্যার? তাহার ভোগপ্রদ বলিয়া? কিম্বা স্বামী বা পতির—তাহার ভোগ্য বলিয়া? অথবা অগ্নির, অন্ত্যেষ্টি-কালে তাহার আহুতিরূপ বলিয়া? অথবা শ্বগৃধ্র বা কুক্কুর-শকুনির, তাহাদের ভক্ষ্য বলিয়া? অথবা আত্মা বা জীবের, তৎকৃত শুভাশুভভোগী বলিয়া? কিম্বা সুহৃদগণের, তাহাদের উপকারক বলিয়া? এইরূপে দেহ যে কাহার সম্পত্তি তাহা নিশ্চয় করা যায় না ॥ ১৯ ॥

অনুদর্শিনী। এই ভাবের শ্লোক ভাঃ ১০।১০।১১ দ্রষ্টব্য।

ভোগ্য বস্তুতে অভিনিবেশ বর্ণনা করিয়া জীব যে দেহকে 'আমি' জ্ঞান করে, সেই দেহের সহিত তাহারই বা কি সম্বন্ধ, তাহা বিচার করিতেছেন। বস্তুতঃ শরীরাদি জড় পদার্থে কাহারও বিশেষ সম্বন্ধ নাই। সকলই মনঃকল্পিত।

এবং সাধারণং দেহমব্যক্তপ্রভবাপ্যয়ম্।
কো বিদ্বানাত্মসাৎ কৃত্বা হন্তি জন্তূনৃতেঽসতঃ ॥
ভাঃ ১০।১০।১২

শ্রীনারদ বলিলেন—অব্যক্ত বা প্রকৃতি হইতে এই দেহের উৎপত্তি এবং প্রকৃতিতেই ইহার লয় হইয়া থাকে। এবম্বিধ সাধারণের ভোগ্য জড়দেহে আত্মবুদ্ধি করিয়া তাহার প্রীতির নিমিত্ত জীবহিংসা দুর্জ্জন ব্যতীত কোন পণ্ডিত ব্যক্তি করিয়া থাকেন? ১৯ ॥

তস্মিন্ কলেবরেঽমেধ্যে তুচ্ছনিষ্ঠে বিসজ্জতে।
অহো সুভদ্রং সুনসং সুস্মিতঞ্চ মুখং স্ত্রিয়াঃ ॥২০॥

অন্বয়। তস্মিন্ অমেধ্যে (অপবিত্রে) তুচ্ছনিষ্ঠে (তুচ্ছা কৃমিবিড়্ভস্মলক্ষণা নিষ্ঠা অন্তো যস্য তস্মিন্) স্ত্রিয়াঃ কলেবরে (কায়ে) অহো সুভদ্রং (সুখকরং) সুনসং (শোভন-নাসিকং) সুস্মিতং চ (শোভনং স্মিতম্ ঈষৎ হাস্যং যত্র তৎ চ) মুখম্ (ইতি মোহেন পুমান্) বিসজ্জতে (আসক্তো ভবতি) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ। জীব তাদৃশ অপবিত্র কৃমি-বিষ্ঠা বা ভস্মে পরিণামী স্ত্রীদেহে অহো, কি সৌন্দর্য্য, কি সুন্দর নাসিকা, কিবা মনোহর মৃদুহাস্যযুক্ত বদন—ইত্যাদি কল্পনা করিয়া আসক্ত হয় ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ। তুচ্ছ লোকনিষ্ঠে নিন্দ্যফলে বা বিসজ্জতে বিসজ্জনপ্রকারমাহ অহো ইতি ॥ ২০ ॥

বঙ্গানুবাদ। তুচ্ছ লোকনিষ্ঠ বা নিন্দ্যফল কলেবরে বিশেষভাবে আসক্ত হয়, তাহার প্রকার বলিতেছেন—অহো ইত্যাদি ॥ ২০ ॥

অনুদর্শিনী। তুচ্ছলোকনিষ্ঠ—নরকাদিলোক প্রাপ্তি-রূপ পরিণাম বা নিন্দ্যফলে—কৃমিবিষ্ঠাদিরূপ পরিণতি

হয় যে দেহের। অর্থাৎ দেহধারী জীব জীবত্তে অধর্মাচরণে দেহত্যাগে নরক লাভ করে এবং মৃত্যুতে দেহ কৃমি, বিষ্ঠা ও ভস্মে পরিণত হয়।

"দেহসংজ্ঞিতমপ্যন্তে কৃমিবিড়্ ভস্মসংজ্ঞিতম্॥"
ভাঃ ১০।১০।১০

শ্রীনারদ বলিলেন—এই রাজনামধারী দেহেরও বিনাশের পর কৃমি, বিষ্ঠা, ভস্ম প্রভৃতি সংজ্ঞা লাভ হইবে॥ ২০॥

"অন্তে অর্থাৎ মরণান্তর কুক্কুরাদি দ্বারা অভক্ষিত পুত্রাদিদ্বারা অদগ্ধ হইলে কৃমি সংজ্ঞা, ভক্ষিত হইলে বিষ্ঠা সংজ্ঞা এবং দগ্ধ হইলে ভস্মসংজ্ঞা হয়।"—শ্রীবিশ্বনাথ।

ত্বঙ্মাংসরুধিরস্নায়ুমেদোমজ্জাস্থিসংহতৌ॥
বিণ্মূত্রপূয়ে রমতাং কৃমীণাং কিয়দন্তরম্॥ ২১॥

অন্বয়। ত্বঙ্মাংসরুধিরস্নায়ুমেদোমজ্জাস্থিসংহতৌ (ত্বগাদিসংহতৌ তৎসংঘাতে) বিণ্মূত্রপূয়ে (বিষ্ঠামূত্রময়ে দেহে) রমতাং (রমণশীলানাং জনানাং তথা) কৃমীণাং (চ) কিয়ৎ অন্তরম্ (ভেদঃ কঃ)॥ ২১॥

অনুবাদ। যাহারা ত্বক-মাংস-রুধির-স্নায়ু-মেদ-মজ্জা ও অস্থি সমূহ এবং বিষ্ঠামূত্রের আধার স্বরূপ এই দেহে রমণ করে, কৃমিগণের সহিত তাহাদের আর প্রভেদ কি? ॥২১॥

বিশ্বনাথ। বিণ্মূত্রপূয়ে তন্ময়ে দেহে রমমাণানাং মাদৃশানাং কৃমীণাং কিয়দন্তরং ন কিয়দপি॥ ২১॥

বঙ্গানুবাদ। বিষ্ঠামূত্রপূয়ে অর্থাৎ তন্ময়দেহে রমণকারী আমার ন্যায় ব্যক্তিগণের ও কৃমিগণের মধ্যে কতটুকু অন্তর বা প্রভেদ? কিছুই না॥ ২১॥

অনুদর্শিনী। বিষ্ঠামূত্র ও পূয়ে রমণকারী কৃমির সহিত বিণ্মূত্রময়দেহে রমণকারী দেহারামীর কোনই প্রভেদ নাই॥ ২১॥

অথাপি নোপসজ্জেত স্ত্রীষু স্ত্রৈণেষু চার্থবিৎ।
বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগান্মনঃ ক্ষুভ্যতি নান্যথা॥২২॥

অন্বয়। অথাপি (তস্মাৎ) অর্থবিৎ (বিবেকী) স্ত্রীষু স্ত্রৈণেষু চ (স্ত্রীবশ্যেষু চ) ন উপসজ্জেত (অবলোকনাদিনাপি সঙ্গং ন কুর্য্যাৎ; যতঃ) বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাৎ (বিষয়েষু রূপাদিষু ইন্দ্রিয়াণাং সম্বন্ধাদেব) মনঃ ক্ষুভ্যতি (চঞ্চলং ভবতি) অন্যথা ন (ক্ষুভ্যতি)॥ ২২॥

অনুবাদ। অতএব বিবেকী পুরুষ স্ত্রী বা স্ত্রৈণ পুরুষের সহিত কখনই সঙ্গ করিবেন না। যেহেতু বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগেই মন চঞ্চল হয়, অন্যথা চঞ্চল হয় না॥ ২২॥

বিশ্বনাথ। যদপ্যেবং বীভৎসিতা এব স্ত্রিয়স্তথাপি তাসু জনা উপসজ্জন্তে বেত্যতো নিষিধ্যতি—অথাপীতি। অর্থবিৎ বিবেকী তু তথাপি ন তাসু বিসজ্জেত তদ্দর্শনাদপি দূরে তিষ্ঠেৎ যতো বিষয়েত্যাদি॥ ২২॥

বঙ্গানুবাদ। স্ত্রীগণ যদিও এইরূপ বীভৎস তথাপি লোকেরা তাহাদের সঙ্গ করে, ইহা নিষেধ করিতেছেন। কিন্তু অর্থবিৎ অর্থাৎ বিবেকী তাহাদের সঙ্গ করিবে না, তাহাদের দর্শন হইতেও দূরে থাকিবে, যেহেতু বিষয়েন্দ্রিয় ইত্যাদি॥ ২২॥

অনুদর্শিনী। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হইলেই মনের ক্ষোভ উপস্থিত হয়। অতএব বিষয় হইতে দূরে থাকা কর্ত্তব্য। পুরুষকে ঘৃতপূর্ণ-কুম্ভ সহ এবং স্ত্রীকে প্রজ্বলিত অগ্নি সহ তুলনা মূলে বলা হইয়াছে যে, অগ্নির সান্নিধ্য মাত্রেই যেমন কুম্ভস্থঘৃত দ্রব হইতে আরম্ভ হয়, তদ্রূপ স্ত্রী দর্শন-মাত্রেই পুরুষের চিত্ত চঞ্চল হয়, অতএব স্ত্রী দর্শন হইতে দূরে থাকাই কর্ত্তব্য।

নবাগ্নিঃ প্রমদা নাম ঘৃতকুম্ভসমঃ পুমান্।
সুতামপি রহো জহ্যাদন্যদা যাবদর্থকৃৎ॥
ভাঃ ৭।১২।৯

যেহেতু নারী অগ্নিতুল্যা ও পুরুষ ঘৃতকুম্ভ-সদৃশ, এই নিমিত্ত মনুষ্য নির্জ্জনে স্বীয় কন্যার সহিতও অবস্থান করিবেন না, এবং সর্ব্বসমক্ষেও প্রয়োজনের অতিরিক্তকাল তাহার নিকট অবস্থান কর্ত্তব্য নহে॥ ২২॥

অদৃষ্টাদশ্রুতাদ্ভাবান্ন ভাব উপজায়তে।
অসংপ্রযুঞ্জতঃ প্রাণান্ শাম্যতি স্তিমিতং মনঃ ॥২৩॥

অন্বয়। অদৃষ্টাৎ অশ্রুতাৎ (চ) ভাবাৎ (পদার্থাৎ) ভাবঃ (মনঃক্ষোভঃ) ন উপজায়তে (অতঃ) প্রাণান্ (ইন্দ্রিয়াণি) অসংপ্রযুঞ্জতঃ (নিযচ্ছতঃ জনস্য) মনঃ স্তিমিতং (নিশ্চলং সৎ) শাম্যতি ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ। কোন পদার্থের দর্শন ও শ্রবণ ব্যতীত মনের ক্ষোভ উপস্থিত হয় না। অতএব যিনি ইন্দ্রিয়-গণকে দর্শন ও শ্রবণ হইতে নিরোধ করিয়াছেন, তাহারই মন নিশ্চল এবং শান্ত হইয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ। নন্থ নির্জ্জনে স্থিতস্যাপি মুনের্মনঃ-ক্ষোভঃ কচিদৃশ্যতে সত্যং স খলু প্রাচীনস্ত্রীদর্শনসংস্কারোত্থ এবেতি সোপপত্তিকমাহ—অদৃষ্টাদিতি। তস্মাৎ প্রাণান্ ইন্দ্রিয়াণি স্ত্রীবিষয়ে ন সংপ্রযুঞ্জতো জনস্য মনঃ স্তিমিতং নিশ্চলং সৎ শাম্যতি ॥ ২৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। আচ্ছা, নির্জ্জনেস্থিত মুনিরও কোথাও কোথাও মনঃক্ষোভ দেখা যায়। তা' সত্য। তবে সে পূর্ব্বে স্ত্রীদর্শনের সংস্কার হইতে জাত, তাহাই সপ্রমাণ বলিতেছেন। অতএব প্রাণ বা ইন্দ্রিয়গুলিকে স্ত্রীবিষয়ে অসংপ্রযুঞ্জন্ অর্থাৎ দমনশীল লোকের মন স্তিমিত বা নিশ্চল হইয়া শান্ত হয় ॥২৩॥

অনুদর্শিনী। পূর্ব্বে স্ত্রীদর্শনের সংস্কারবশতঃ মনে মনে স্ত্রীচিন্তা উপস্থিত হইলেও যিনি স্ত্রীদর্শন ও তৎ-বিষয়ক শ্রবণস্মরণাদি হইতে বিরত হইয়াছেন, তাঁহারই মন নিশ্চল হইয়া শান্ত হয় ॥ ২৩ ॥

তস্মাৎ সঙ্গো ন কর্ত্তব্যঃ স্ত্রীষু স্ত্রৈণেষু চেন্দ্রিয়ৈঃ।
বিদুষাং চাপ্যবিস্রব্ধঃ ষড়্‌বর্গঃ কিমু মাদৃশাম্ ॥২৪॥

অন্বয়। তস্মাৎ ইন্দ্রিয়ৈঃ (ইন্দ্রিয়সুখার্থং) স্ত্রীষু স্ত্রৈণেষু চ সঙ্গং ন কর্ত্তব্যঃ ষড়্‌বর্গঃ (পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়াণি একং মনঃ) বিদুষাং চ অপি অবিস্রব্ধঃ (অবিশ্বসনীয়ঃ) মাদৃশাং (অবিবেকিনাং ন বিশ্বসনীয় ইতি) কিমু (বক্তব্যং) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ। অতএব ইন্দ্রিয়দ্বারা স্ত্রী ও স্ত্রৈণপুরুষের সঙ্গ করা কর্ত্তব্য নহে। যেহেতু জ্ঞানিগণেরও পঞ্চজ্ঞানে-ন্দ্রিয় ও মন এই ষড়্‌বর্গের উপর বিশ্বাস নাই; তখন মাদৃশ অজ্ঞজনের সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি ? ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ। অবিস্রব্ধঃ অবিশ্বসনীয় ইত্যর্থঃ। ষড়্‌বর্গঃ ষড়িন্দ্রিয়বর্গঃ ॥ ২৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। অবিস্রব্ধ—অবিশ্বসনীয়। ষড়্‌বর্গ —ষট্ইন্দ্রিয়বর্গ ॥ ২৪ ॥

অনুদর্শিনী। ষট্ইন্দ্রিয়বর্গ—চক্ষু, কর্ণ, নাসা, জিহ্বা, ত্বক এবং মন। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গের এক ইন্দ্রিয়দ্বারাও সঙ্গ করা কর্ত্তব্য নহে।

মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নাবিবিক্তাসনো বসেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি ॥ ভাঃ ৯।১৯।১৭

অর্থ পূর্ব্বে ১১।১৪।৩০ শ্লো দ্রষ্টব্য ॥ ২৪ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

এবং প্রগায়ন্ নৃপদেবদেবঃ
স উর্ব্বশীলোকমথো বিহায়।
আত্মানমাত্মন্যবগম্য মাং বৈ
উপারমজ্ জ্ঞানবিধূতমোহঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়। (ফলিতমাহ) শ্রীভগবান উবাচ, নৃপদেব-দেবঃ (নৃপেষু চ দেবেষু চ দীব্যতীতি তথা) সঃ (পুরূরবা) এবং প্রগায়ন্ (সন্) উর্ব্বশীলোকং বিহায় অথ (অনন্তরং) আত্মনি (স্বস্মিন্ মনসি) আত্মানম্ (পরমাত্মানং) মাং বৈ (মামেব) অবগম্য (জ্ঞাত্বা) জ্ঞানবিধূতমোহঃ (জ্ঞানেন বিধূতঃ মোহঃ যস্য সঃ তথাবিধঃ সন্) উপারমৎ (শান্তো বভূব) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ। শ্রীভগবান্ বলিলেন—নরদেবশিখামণি মহারাজ ঐল এই গাথা গান করিতে করিতে উর্ব্বশীলোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বকীয় হৃদয়মন্দিরে অন্তর্যামিস্বরূপ আমাকে অবগত হওয়ায় জ্ঞানলাভহেতু তাহার মোহ নিবৃত্ত হইয়াছিল এবং তিনি শান্তিলাভ করিয়াছিলেন ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ। নৃপেষু দেবেষু চ দীব্যতীতি তথা আত্মনি মনসি আত্মানং প্রেমাস্পদং মাং অবগম্য ভক্ত্যা অনুভূয় উপারমৎ শরীরং তত্যাজ ॥ ২৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। নৃপদেবদেব—নৃপ ও দেবগণের মধ্যে যিনি ক্রীড়া করেন (সেই রাজশ্রেষ্ঠ) আত্মাতে অর্থাৎ মনে আত্মাকে অর্থাৎ প্রেমাস্পদ আমাকে জানিয়া ভক্তি-যোগে অনুভব করিয়া উপরম করিয়াছিলেন অর্থাৎ শরীর ত্যাগ করিয়াছিলেন ॥ ২৫ ॥

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়। ততঃ (তস্মাৎ) দুঃসঙ্গম্ উৎসৃজ্য (ত্যক্ত্বা) বুদ্ধিমান্ (জনঃ) সৎসু (সাধুষু) সজ্জেত (আসক্তো ভবেৎ), সন্তঃ (সাধবঃ) এব অস্য (দুঃসঙ্গাভিভূতস্য জনস্য) মনোব্যাসঙ্গং (মনসো বিরুদ্ধামাসক্তিং) উক্তিভিঃ (হিতোপদেশৈঃ) ছিন্দন্তি ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ। অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাধুসঙ্গে আসক্ত হইবেন। কারণ সাধুগণই হিতোপদেশ দ্বারা জীবের মনের বিরুদ্ধা আসক্তি দূরীকরণে সমর্থ ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ। ব্যাসঙ্গং বিরুদ্ধামাসক্তিং সন্ত এবে-ত্যেবকারেণ সুকৃতিতীর্থদেবশাস্ত্রজ্ঞানাদীনাং ন তাদৃশং সামর্থ্যমিতি জ্ঞাপিতম্ ॥ ২৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। ব্যাসঙ্গ—বিরুদ্ধা আসক্তি। সাধুরাই কেবল, এরূপ সামর্থ্য সুকৃতি, তীর্থ, দেব, শাস্ত্রজ্ঞান প্রভৃতির নাই, ইহাই বুঝাইতেছে ॥ ২৬ ॥

অনুদর্শিনী। পুরূরবা ভক্তিযোগে আমাকে অনুভব করিয়াছিলেন—শ্রীভগবান্ এই কথা বলিয়া স্বভক্ত উদ্ধবকে লক্ষ্য করিয়া শ্রদ্ধালুজনগণকে জানাইতেছেন যে,—'ভক্তিযোগেই আমার অনুভব। সেই ভক্তি আমার ভক্ত সঙ্গেই লাভ হয়। সুতরাং বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সেই ভক্তি লাভ করিতে স্ত্রী, স্ত্রীসঙ্গী, বিষয়ী প্রভৃতি অভক্তগণের সঙ্গত্যাগ করিয়া আমার ভক্তসঙ্গই করিবেন। কেবল অসৎসঙ্গত্যাগেও কিছুই হইবে না। ভক্তই জীবের আমাব্যতীত অন্যত্র আসক্তি অর্থাৎ ভক্তিবিরুদ্ধ ভোগাসক্তি ছেদনে সমর্থ। সুকৃতি, তীর্থসেবা, দেবসেবা এবং শাস্ত্রজ্ঞানে জীবের চিত্তে সাময়িক নির্ম্মলতা ও সদসদ্ বিবেক উদিত হইলেও যে অজ্ঞান বা অবিদ্যাবশে জীব জানিয়া শুনিয়াও অন্যায়কার্য্যে রত সেই অবিদ্যা ধ্বংস করিবার ক্ষমতা সাধু ব্যতীত আর কাহারও নাই। অতএব তীর্থসেবাদিসঙ্গ হইতেও সাধুসঙ্গ শ্রেষ্ঠ।

কংসবধান্তে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত অক্রূরের গৃহে গমন করিলে অক্রূর নিজ প্রভুকে অর্চ্চনান্তে স্তব করার পর ভগবান্ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—

ভবদ্বিধা মহাভাগা নিষেব্যা অর্হসত্তমাঃ।
শ্রেয়স্কামৈর্নৃভির্নিত্যং দেবাঃ স্বার্থা ন সাধবঃ ॥
ভাঃ ১০।৪৮।৩০

অর্থাৎ আপনার ন্যায় পূজ্যতম সাধুগণ আত্মকল্যাণ-কামী মানবগণের নিকট সর্ব্বদাই পূজার যোগ্য। দেবগণ স্বকার্য্যসাধনতৎপর, কিন্তু সাধুগণ নিরন্তর পরানুগ্রহ-পরায়ণ।

আরও বলিয়াছিলেন—

ন হ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ।
তে পুনন্ত্যুরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ ॥ ১০।৪৮।৩১
অর্থ পূর্ব্বে ১১।৭।৪৪ শ্লোঃ দ্রষ্টব্য।

শাস্ত্রজ্ঞানের কথাও শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥
গী ৩।৩৩

অর্থাৎ জ্ঞানবান্ হইলেও বদ্ধজীব স্বীয় বহুকালাদৃত প্রকৃতির সদৃশ চেষ্টা করিবে। সহসা নিগ্রহ অবলম্বন করিলেই যে প্রকৃতি পরিত্যাগ হয়, তাহা নয়। বদ্ধজীব সকল সহজেই বহুকাল অভ্যস্ত চেষ্টারূপা প্রকৃতিকে অবলম্বন করে।

ভূতানি সর্ব্বে জনাঃ প্রকৃতিং পুরুষার্থ-বিভ্রংশহেতু-ভূতামপি তাং যান্ত্যনুসরন্তি। তত্র নিগ্রহঃ শাস্ত্রজ্ঞাতোঽপি দণ্ডঃ সৎপ্রসঙ্গশূন্যস্তু কিং করিষ্যতি। দুর্ব্বাসনায়াঃ-

প্রাবল্যতাং নিবর্ত্তয়িতুং ন শক্যাতীত্যর্থঃ। সৎসঙ্গ-সহিতস্ত তু তাং প্রবলামপি নিহন্তি, "সন্ত এবাস্ত ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভি"রিত্যাদি স্মৃতিভ্যঃ।—শ্রীবলদেব।

ভূত—সকলজন পুরুষার্থ-বিভ্রংশ হেতু ভূতা প্রকৃতিকেই অনুসরণ করে। সেখানে সৎপ্রসঙ্গশূন্য শাস্ত্রজ্ঞাতারও নিগ্রহ বা দণ্ড কি করিবে? দুর্ব্বাসনার প্রাবল্যতাকে নিবর্ত্তন করিতে সমর্থ নহে, এই অর্থ। সৎসঙ্গসহিতের কিন্তু প্রবলা দুর্ব্বাসনাকেও নিহত করে—'সাধুগণই কেবল ইহার মনোব্যাসঙ্গ উক্তিদ্বারা ছেদন করেন'—স্মৃতি হইতে জানা যায়।

প্রমাণস্বরূপে অজামিলের চরিত্রে দেখা যায়—

> স্তম্ভয়ন্নাত্মনাত্মানং যাবৎসত্ত্বং যথাশ্রুতম্।
> ন শশাক সমাধাতুং মনো মদনবেপিতম্।
>
> ভাঃ ৬।১।৬২

তাঁহার যতটুকু ধৈর্য্য ও শাস্ত্রজ্ঞান ছিল, তাহার সাহায্যে ও নিজ বুদ্ধিবলে তিনি আপনার চিত্তকে সংযত করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু মদনবেগকম্পিত মনকে নিগ্রহ করিতে পারিলেন না।

তীর্থের সেবা করিলে সাময়িক মন পবিত্র হয় বটে কিন্তু অবিদ্যা ধ্বংস না হওয়ায় মনের বিরুদ্ধ আসক্তি নষ্ট হয় না। সুতরাং তীর্থবাসীকেও পাপাচরণে প্রবৃত্ত দেখা যায়। কিন্তু তীর্থকে পবিত্র করেন, তীর্থতীর্থকারী-সাধুগণ—

> ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থভূতাঃ স্বয়ং প্রভো।
> তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা॥
>
> ভাঃ ১।১৩।১০

শ্রীযুধিষ্ঠির বিদুরকে কহিলেন—আপনার ন্যায় ভাগবতসকল স্বয়ং তীর্থস্বরূপ। তাঁহারা স্বীয় অন্তঃস্থিত ভগবানের পবিত্রতাবলে পাপীগণের পাপমলিন তীর্থ-সকলকে পবিত্র করেন। তীর্থ অপেক্ষাও সাধুসঙ্গ প্রার্থনীয়।

অতএব—

> সাধুসঙ্গ-কৃপা কিম্বা কৃষ্ণের কৃপায়।
> কামাদি 'দুঃসঙ্গ' ছাড়ি' শুদ্ধ ভক্তি পায়॥
>
> চৈ চ ম ২৪ পঃ ॥ ২৬ ॥

> সন্তোঽনপেক্ষা মচ্চিত্তাঃ প্রশান্তাঃ সমদর্শিনঃ।
> নির্ম্মমা নিরহঙ্কারা নির্দ্বন্দ্বা নিষ্পরিগ্রহাঃ ॥২৭॥

অন্বয়। (সতাং লক্ষণমাহ) সন্তঃ (হি) অনপেক্ষাঃ (নিষ্কামাঃ) মচ্চিত্তাঃ (ময়ি চিত্তং যেষাং তে মষ্যর্পিতঃ-ধিয়ঃ) প্রশান্তাঃ (কামক্রোধাদিরহিতাঃ) সমদর্শিনঃ নির্ম্মমাঃ (মমত্ববুদ্ধিরহিতাঃ) নিরহঙ্কারাঃ (অহঙ্কারশূন্যাঃ) নির্দ্বন্দ্বাঃ (দ্বন্দ্বধর্ম্মবিরহিতাঃ) নিষ্পরিগ্রহাঃ (কুতোঽপি কিঞ্চিদ্গ্রহণশূন্যাঃ) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ। সাধুগণ নিষ্কাম, মদ্গতচিত্ত, প্রশান্ত, সমদর্শী, মমত্ববুদ্ধিরহিত, অহঙ্কারশূন্য এবং নিষ্পরিগ্রহ ॥২৭॥

বিশ্বনাথ। সন্ত এব কে তে যে স্বসঙ্গিভ্যঃপ্রদাস্তে-বামুক্তয়শ্চ কা ইত্যপেক্ষায়ামাহ—সন্ত ইতি দ্বাভ্যাম্। অনপেক্ষাঃ কর্ম্মজ্ঞানাদীন্ স্বার্থং দেবমনুষ্যাদীংশ্চ নাপেক্ষন্তে ইতি তে তথা। তর্হি ত্বামপি নাপেক্ষন্তে তত্রাহ—মচ্চিত্তা ইতি। ত্বচ্চিত্তাঃ কংসাদয়োঽপ্যভূবংস্তত্রাহ—প্রশান্তাঃ অক্রোধনাঃ। যদি তান্ কেচিদ্দ্বিষন্তি তর্হি তেষু কথমক্রোধনাস্তত্রাহ—সমদর্শিনঃ। স্ববন্ধুশত্রুতটস্থা-দিষু তুল্যদৃষ্টয়ঃ তত্র হেতুরহঙ্কারজয় এবেত্যাহ—নির্ম্মমা নিরহঙ্কারা ইতি। অতএব মানাপমানাদ্যোস্তুল্যত্বাদ্বি-র্দ্বন্দ্বাঃ। নন্থ পুত্রকলত্রাদিমত্ত্বে নৈতাদৃশত্বং সম্ভবেত্তত্রাহ—নিষ্পরিগ্রহাঃ ত্যক্তপরিগ্রহাস্ত্যক্তভদাসক্তয়ো বা যে মদ্ভক্তাস্তে সন্তঃ॥ ২৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। সাধু কাহারা? তাঁহারা যাঁহারা আপন সঙ্গিগণের শুভদাতা। তাঁহাদের উক্তিগুলি কিরূপ? এই অপেক্ষায় দুইটী শ্লোকে বলিতেছেন। অনপেক্ষ অর্থাৎ তাঁহারা কর্ম্মজ্ঞান প্রভৃতি, স্বার্থ, দেব-মনুষ্যাদির অপেক্ষা রাখেন না। তাহা হইলে আপনারও অপেক্ষা রাখেন না। তাহাতে বলিতেছেন—মচ্চিত্ত। আপনাতে চিত্তবিশিষ্ট কংস প্রভৃতিও ছিল। তাহাতে

বলিতেছেন—প্রশান্ত অক্রোধন। তাঁহাদের যদি কেহ দ্বেষ করে, তাহা হইলে তাহাদের প্রতি কিরূপে অক্রোধন ? তাহাতে বলিতেছেন—সমদর্শী, নিজবন্ধু, শত্রু, তটস্থাদির প্রতি তুল্যদৃষ্টি। তাহাতে হেতু অহঙ্কার জয়, তাই বলিতেছেন—নির্মম, নিরহঙ্কার। অতএব মান অপমানাদিতে তুল্য বলিয়া নির্দ্বন্দ্ব। আচ্ছা, স্ত্রীপুত্র থাকিলে এরূপ সম্ভব নয়। তাহাতে বলিতেছেন—নিষ্পরিগ্রহ—পরিগ্রহ বা স্ত্রীপুত্রাদিতে আসক্তি তাঁহারা ত্যাগ করিয়াছেন। যাঁহারা আমার ভক্ত, তাঁহারা সাধু ॥২৭॥

অনুদর্শিনী। ভগবানের ভক্তই সাধু। তাঁহারা ভগবতচিত্ত হওয়ায় ইহলোকের বা পরলোক স্বর্গাদির এবং মোক্ষেরও অপেক্ষা করেন না, তাঁহারা ভগবানের সেবাতেই পরিতৃপ্ত।

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥ গীঃ ১০।৯

শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—অনন্য ভক্তগণ চিত্ত ও প্রাণকে আমাতে সমর্পণ পূর্ব্বক পরস্পর ভাববিনিময় ও আমার কথা শ্রবণ কীর্ত্তন করিয়া পরানন্দে অবস্থান করেন।

মচ্চিত্ত—মৎস্মৃতিপরায়ণ। মদ্গতপ্রাণ অর্থাৎ আমা-ব্যতীত প্রাণধারণে অক্ষম, জলবিহীন মৎস্যতুল্য।

—শ্রীবলদেব

যাঁহারা ভগবানে ভক্তিলাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই নিজ মঙ্গল প্রাপ্ত হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহারাই নিজ সঙ্গিগণের মঙ্গলদান করিতে পারেন, অপরে পারে না।

শ্রীসূত গোস্বামীর সঙ্গলাভে ষষ্টিসহস্র ঋষিমুখ্য শৌনকের উক্তি—

সূত জীব চিরং সাধো বদ নো বদতাং বর।
তমস্যপারে ভ্রমতাং নৃণাং ত্বং পারদর্শনঃ ॥ ভাঃ ১২।৮।১

হে বাগ্মীবর! সূত! আপনি চিরজীবী হউন। আপনি দুস্তর সংসারে ভ্রমণশীল মানবগণের পার-

সাধুর লক্ষণ সম্বন্ধে পূর্ব্বে ভাঃ ১১।১১।২৯-৩২ শ্লোঃ দ্রষ্টব্য।

ভক্তের তন্ময়তা—

ক্রীড়নকো বালো জড়বৎ তন্মনস্তয়া।
কৃষ্ণগ্রহগৃহীতাত্মা ন বেদ জগদীদৃশম্ ॥

ভাঃ ৭।৪।৩৭

শ্রীনারদ বলিলেন—তিনি (প্রহ্লাদ) শৈশবেই ক্রীড়া পরিত্যাগ করিয়া ভগবানে তন্মনা হইয়া জড়বৎ অবস্থা প্রাপ্ত হ'ন; তাঁহার মন কৃষ্ণগ্রহগ্রস্ত হওয়ায় জগৎ যে এইরূপ কৃষ্ণেতরপ্রতীতিময়, তাহা তিনি জানিতেন না।

অতএব জগৎ ঈদৃশং ব্যবহারময়ং ন বেদ কিন্তু কৃষ্ণ-ময়মেবেত্যর্থঃ। —শ্রীবিশ্বনাথ।

অতএব জগৎ এইপ্রকার ব্যবহারময় জানিতেন না, কিন্তু কৃষ্ণময়ই, এই অর্থ।

স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র স্ফুরয়ে তাঁর ইষ্টদেবমূর্ত্তি ॥

চৈ চঃ ম ৮ পঃ

অভক্তের তন্ময়তা—

আসীনঃ সংবিশংস্তিষ্ঠন্ ভুঞ্জানঃ পর্য্যটন্ মহীম্।
চিন্তয়ানো হৃষীকেশমপশ্যৎ তন্ময়ং জগৎ ॥

ভাঃ ১০।২।২৪

শ্রীশুকদেব কহিলেন—কংস সিংহাসনাদিতে উপবেশন, শয্যাদিতে শয়ন, অবস্থান, ভোজন, পৃথ্বী-পর্য্যটন প্রভৃতি সকল সময়ে শত্রুভাবে শ্রীহরিকে চিন্তা করিতে করিতে সমগ্র জগৎকে তন্ময় দেখিতে লাগিল।

মীমাংসা—তন্ময়দর্শনং প্রেম্ণা পরমানন্দজনকং ভয়েন তু পরমদুঃখজনকমিতি ভক্তবৈরিণোস্তন্ময়ত্বদর্শনস্য ভেদো দ্রষ্টব্যঃ। —শ্রীবিশ্বনাথ।

প্রেমযোগে তন্ময়দর্শন পরমানন্দজনক, ভয়ে কিন্তু পরমদুঃখজনক ইহাই ভক্ত-বৈরীর তন্ময়ত্ব দর্শনের ভেদ দ্রষ্টব্য।

ভক্ত সমদর্শী—

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ ॥ গী ১২।১৮

শ্রীভগবান্ বলিলেন—শত্রু মিত্র, মানাপমান, শীতোষ্ণ এবং সুখদুঃখের প্রতি সম এবং কুসঙ্গ শূন্য আমার ভক্ত আমার প্রিয় হ'ন।

ভক্ত নিরহঙ্কার—

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী॥ গী ১২।১৩

ভক্তগণ সর্ব্বভূতের প্রতি স্বভাবতঃ দ্বেষশূন্য, মৈত্র, করুণ, জড়ীয় দেহের সম্বন্ধে নির্ম্মম, অহঙ্কারশূন্য, দুঃখসুখে-সম এবং ক্ষমবান্।

ভক্ত ত' স্বভাবতঃই ক্রোধহীন ও অদ্বেষ্টা, বরং যে সকল লোক তাঁহার প্রতি দ্বেষ করে, তিনি তাহাদের প্রতি দ্বেষ করেন না, তাহাদের মঙ্গল চিন্তাই করেন—

তপোদীপ্ত দুর্ব্বাসা যে কালে ভক্তবর অম্বরীষের প্রতি অত্যাচার করিয়া সুদর্শন চক্র তাড়িত হইয়া ত্রিলোক ভ্রমণ করতঃ ব্রহ্মা ও শিবের নিকট সাহায্য পান নাই তখন শিবের পরামর্শে তিনি বৈকুণ্ঠে নারায়ণ সমীপে গমন করেন। তথায় ভক্তপ্রাণ ভগবানের নিকট অম্বরীষের নির্দ্দোষত্ব ও মহত্বাদি এবং নিজের অপরাধের বিষয় অবগত হইয়া তদাদেশে অম্বরীষের শরণ লইলেন। অহঙ্কারশূন্য অম্বরীষ নিজেরই ত্রুটী মনে করিয়া স্তবের দ্বারা সুদর্শনকে তুষ্ট করিলে দুর্ব্বাসার প্রাণ রক্ষা হওয়ায় তিনি বলিয়াছিলেন—

অহো অনন্তদাসানাং মহত্ত্বং দৃষ্টমদ্য মে।
কৃতাগসোঽপি যদ্রাজন্ মঙ্গলানি সমীহসে॥
দুষ্করো কো নু সাধূনাং দুস্ত্যজো বা মহাত্মনাম্।
যৈঃ সংগৃহীতো ভগবান্ সাত্বতামৃষভো হরিঃ॥

ভাঃ ৯।৫।১৪-১৫

অর্থাৎ হে রাজন্! অদ্য ভগবদ্ভক্তগণের মাহাত্ম্য দর্শন করিলাম। আমি অপরাধ করিয়াছি তথাপি আপনি আমার মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছেন।

যাঁহারা সাত্বতপতি ভগবান শ্রীহরিকে লাভ করিয়াছেন সেই সকল সাধুমহাত্মাদিগের অসাধ্য বা দুস্ত্যজ্য বিষয় কি আছে?

শ্রীগৌর-অবতারে যে কালে দুষ্ট কাজিগণের পরামর্শে মুলুকপতি গৌরভক্ত নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরকে বাইশ বাজারে প্রহারের দ্বারা মৃত্যু-আজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন তখন—

বাজারে বাজারে সব বেড়ি' দুষ্টগণে।
মারে সে নির্জ্জীব করি' মহাক্রোধ মনে॥
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' স্মরণ করেন হরিদাস।
নামানন্দে দেহ-দুঃখ না হয় প্রকাশ॥
সবে যে সকল পাপীগণ তাঁরে মারে।
তার লাগি' দুঃখমাত্র ভাবেন অন্তরে॥
'এ সব জীবেরে, কৃষ্ণ! করহ প্রসাদ।
মোর দ্রোহে নহু এ সবার অপরাধ॥'

প্রহারে মৃত্যু না হইলে কাজিগণের পরামর্শে তাঁহাকে গঙ্গায় ফেলা হয়, তিনি ভাসিতে ভাসিতে ফুলিয়ায় আসেন। তৎপরে মুলুকপতি তাঁহার নিকটে গমন করিয়া বলিয়াছিলেন –

তোমারে দেখিতে মুই আইলুঁ এথারে।
সব দোষ, মহাশয় ক্ষমিবা আমারে॥
সকল তোমার সম-শত্রুমিত্র নাই।
তোমা' চিনে,—হেন জন ত্রিভুবনে নাই॥

চৈঃ ভাঃ আ ১৬ অ

ভক্তগণ নিষ্পরিগ্রহ অর্থাৎ স্ত্রীপুত্রে আসক্তিশূন্য।

কংসের নিকট প্রতিশ্রুত বসুদেব নিজ জ্যেষ্ঠপুত্র কীর্ত্তিমন্তকে বধের জন্য তাহার হস্তে সমর্পণ করিলেন।

দৃষ্ট্বা সমত্বং তচ্ছৌরে সত্যে চৈব ব্যবস্থিতম্

ভাঃ ১০।১।৫৯

কংস বসুদেবের সমত্ব ও সত্যে এতাদৃশী আস্থা দর্শন করিয়া সন্তুষ্ট হইল এবং ঐ পুত্র হইতে তাহার মৃত্যুভয় নাই বলিয়া শিশুকে প্রত্যর্পণ করিল।

সমত্ব অর্থাৎ পুত্রেও মমত্বের অভাব সর্ব্বত্র সাম্য।

—শ্রীবিশ্বনাথ।

বসুদেবের চরিত্র সম্বন্ধে স্বয়ং শ্রীশুকদেব বলিলেন—

কিং দুঃসহং নু সাধূনাং বিদুষাং কিমপেক্ষিতম্।
কিমকার্য্যং কদর্য্যাণাং দুস্ত্যজং কিং ধৃতাত্মনাম্॥

ভাঃ ১০।১।৫৮

অর্থাৎ সত্যসন্ধ সাধুগণের নিকট কোন্ কার্য্যই বা দুঃসহ ? যাঁহারা ভগবানকেই একমাত্র বাস্তব বস্তু বলিয়া জানেন—সেই বিদুষগণের আবার কোন্ বিষয়ের অপেক্ষা আছে ? যাহাদের স্বভাবনিন্দিত, তাহাদের অকার্য্য কিছুই নাই, আর যাঁহারা ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন তাঁহারা কি না পরিত্যাগ করিতে পারেন ?

শ্রীগৌর অবতারে গৌরপার্ষদ শ্রীবাসের গৃহে মহাপ্রভু প্রতিরাত্রি কীর্ত্তন করিতেন। এক রাত্রি হঠাৎ শ্রীবাসের একমাত্র পুত্রের মৃত্যু হয়। ভিতরে ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া শ্রীবাস তথায় গমন করিয়া বলিলেন—

'তোমরা তো সব জান' কৃষ্ণের মহিমা।
সম্বর' রোদন সবে, চিত্তে দেহ' ক্ষমা ॥
অন্ত যেন কেহ এ আখ্যান না শুনয়ে।
পাছে ঠাকুরের নৃত্যসুখভঙ্গ হয়ে ॥
কলরব শুনি' যদি প্রভু বাহ্যপায়।
তবে আজি গঙ্গা প্রবেশিমু সর্ব্বথায় ॥

শ্রীবাস পুনরায় কীর্ত্তনে যোগদান করিলেন। অন্তর্যামী প্রভু হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন—মোর চিত্ত কেন এমন করিতেছে ? পণ্ডিতের ঘরে কি কোন দুঃখ হইয়াছে ? 'আপনার উপস্থিতিতে কোন্ দুঃখ ? বলিয়া শ্রীবাস উত্তর প্রদান করিলেন। তখন অন্যান্য ভক্তগণ শ্রীবাসপুত্রের বিয়োগকথা বলিলে মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন—

প্রভু বলে—"হেন সঙ্গ ছাড়িব কেমতে ?"
এত বলি' মহাপ্রভু লাগিলা কান্দিতে ॥
"পুত্রশোক না জানিল যে মোহার প্রেমে।
হেন সব সঙ্গ মুঞি ছাড়িব কেমনে ॥"

চৈঃ ভাঃ ম ১৫ অঃ

কৃষ্ণভক্তই সাধু—

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥

ভাঃ ৯।৪।৬৮

অর্থ পূর্ব্বে ১১।৬।১২ শ্লো দ্রষ্টব্য।

মহ্যং মম অম্বরীষং জ্বালয়িতুমিচ্ছংস্ত্বং মদ্ধৃদয়মেব জ্বালয়িতুং প্রবৃত্তোঽভূরিত্যর্থঃ। সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহং সাধুহৃদয়-প্রসাদে সত্যেব মৎপ্রসাদ ইতি। মদন্যত্তে ন জানন্তীতি মচ্চিকীর্ষিতমেবাম্বরীষেণ কৃতমিতি ভাবঃ। নাহং তেভ্যঃ সকাশাৎ মনাগপি অধিকং জানামীত্যর্থঃ।

—শ্রীল বিশ্বনাথ।

মহ্যং অর্থাৎ আমার, অম্বরীষকে জ্বালাইবার ইচ্ছা করিয়া তুমি আমার হৃদয়কেই জ্বালাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে, এই অর্থ। সাধুদিগের হৃদয় আমি অর্থাৎ সাধুহৃদয়প্রসাদে আমার প্রসাদ এই। তাঁহারা আমা-ব্যতীত অন্য কাহাকেও জানেন না অর্থাৎ আমারই অভিলষিত অম্বরীষ কর্তৃক কৃত হইয়াছে, এই ভাব। আমিও তাঁহাদের হইতে ঈষৎও অধিক জানি না, এই অর্থ।

ভক্ত, সেবাদ্বারা নিজপ্রভুকে কিরূপ সুখী এবং বশ করিয়াছেন, এই শ্লোকই তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ। ভগবানের সেবা ব্যতীত ভক্তের অন্য কামনা নাই এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণও নিজসেবা ব্যতীত ভক্তকে অন্য কোন বস্তু প্রদান করেন না। অতএব উপাস্যবিচারে শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র আরাধ্য এবং সাধুবিচারে কৃষ্ণভক্তই একমাত্র সাধু ॥ ২৭ ॥

তেষু নিত্যং মহাভাগ মহাভাগেষু মৎকথাঃ।
সম্ভবন্তি হি তা নৃণাং জুষতাং প্রপুনন্ত্যঘম্ ॥২৮॥

অন্বয়। (ন চ তেষু উপদেশাপেক্ষা অপিতু কেবলং তৎসন্নিধিরেব তারয়তীত্যাহ)। (হে) মহাভাগ, তেষু মহাভাগেষু (সাধুষু) নিত্যং (সর্ব্বদা) মৎকথাঃ সম্ভবন্তি (প্রবর্ত্তন্তে) তাঃ (কথাঃ) জুষতাং (আদরেণ শৃণ্বতাং) নৃণাং অঘং (পাপং) প্রপুনন্তি (নাশয়ন্তি) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ। হে মহাভাগ উদ্ধব, সেই মহাভাগ সাধুগণের মধ্যে সর্ব্বদা আমার কথা কীর্ত্তিত হইয়া থাকে

এবং সেই কথা শ্রদ্ধায় শ্রবণকারী ব্যক্তিগণের পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ। তেষামুক্তয়ো হি মৎকথা এবেত্যাহ—তেম্বিতি ॥ ২৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। তাঁহাদের কথাসমূহ আমারই কথা, তাই বলিতেছেন ॥ ২৮ ॥

অনুদর্শিনী। তাহা ছাড়া—সাধুগণ শ্রীভগবানে সমর্পিতাত্মা। সুতরাং তাঁহাদের সকল ইন্দ্রিয়ই সর্ব্বক্ষণ হৃষীকেশের সেবা-নিরত। "বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে" ভাঃ৯।৪।১৮

অর্থাৎ বাক্য সকলকে বৈকুণ্ঠ ভগবানের গুণানুকীর্ত্তনে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই স্বভাববিশিষ্ট ভক্তগণ কৃষ্ণেতর কথা বলেন না বলিয়া তাঁহাদের কথাসমূহই কৃষ্ণকথা।

'যত্র ভাগবতা রাজন্...স্পৃশন্ত্যশনতৃড়্ভয়শোকমোহাঃ'
—ভাঃ ৪।২৯।৩৯-৪০

শ্লোঃ ও 'যৎসঙ্গলব্ধং নিজবীর্য্যবৈভবং'
—ভাঃ ৫।১৮।১১ শ্লোঃ দ্রষ্টব্য ॥ ২৮ ॥

তা যে শৃণ্বন্তি গায়ন্তি হ্যনুমোদন্তি চাদৃতাঃ।
মৎপরাঃ শ্রদ্দধানাশ্চ ভক্তিং বিন্দন্তি তে ময়ি ॥২৯॥

অন্বয়। মৎপরাঃ যে (জনাঃ) আদৃতাঃ (ময়ি আদরবন্তঃ) শ্রদ্দধানা চ (শ্রদ্ধাযুক্তাশ্চ সন্তঃ) তাঃ (সাধুমুখসমুচ্চারিতাঃ মৎকথাঃ) শৃণ্বন্তি গায়ন্তি অনুমোদন্তি চ তে হি ময়ি ভক্তিং বিন্দন্তি (লভন্তে) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ। মৎপরায়ণ যে-সকল ব্যক্তি আদর ও শ্রদ্ধার সহিত সাধুমুখোচ্চারিত আমার কথা শ্রবণ করেন, গান করেন এবং অনুমোদন করেন তাঁহারাই আমাতে ভক্তিলাভ করিয়া থাকেন ॥ ২৯ ॥

ভক্তিং লব্ধবতঃ সাধোঃ কিমন্যদবশিষ্যতে।
ময্যনন্তগুণে ব্রহ্মণ্যানন্দানুভবাত্মনি ॥ ৩০ ॥

অন্বয়। অনন্তগুণে (নিরবধিককল্যাণগুণগণময়ে) আনন্দানুভবাত্মনি (চিৎসুখস্বরূপে) ব্রহ্মণি ময়ি ভক্তিং লব্ধবতঃ সাধোঃ অন্যৎ কিম্ অবশিষ্যতে (ন কিমপি)॥ ৩০ ॥

অনুবাদ। অনন্তগুণালয় চিদানন্দময় পরব্রহ্ম-স্বরূপ আমাতে যে সাধু ভক্তিলাভ করিয়াছেন তাঁহার আর অন্য কি লাভের অবশিষ্ট থাকে ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ। কিমন্যৎ ফলমবশিষ্যতে ন কিমপি। ভক্তেরেব সর্ব্বফলরূপত্বাদিতি ভাবঃ। তত্রানন্তগুণে অনন্তসচ্চিদানন্দাত্মকাহঙ্কারমমকারাদিগুণে ইতি প্রেমা ব্রহ্মণীতি মুক্তিঃ। আনন্দানুভবেতি ব্রহ্মসুখানুভবোঽপি তস্যানুষঙ্গিকঃ স্যাদেবেতি ভাবঃ ॥ ৩০ ॥

বঙ্গানুবাদ। অন্য কি ফল অবশিষ্ট থাকে? কিছুই না, যেহেতু ভক্তি সর্ব্বফলরূপা, এইভাব। সেই অনন্তগুণ অর্থাৎ অনন্ত সচ্চিদানন্দাত্মক অহঙ্কার মমাকার প্রভৃতি গুণময় ব্রহ্ম আমাতে প্রেমাই মুক্তি। আনন্দানুভব—ব্রহ্মসুখানুভবও তাহারই আনুষঙ্গিক হইবে ॥ ৩০ ॥

অনুদর্শিনী। ভক্তি সর্ব্বফলরূপা—"ভগবদীয়ত্বেনৈব পরিসমাপ্তসর্ব্বার্থাঃ। ভাঃ ৫।৬।১৭

"ভগবদীয়ত্বেনৈব পরিতঃ সম্যক্প্রাপ্তাঃ সর্ব্বেঽর্থাঃ।"
—শ্রীল বিশ্বনাথ।

অর্থাৎ (তাঁহারা) ভগবদ্বিষয়িণী ভক্তিপ্রভাবেই সকল (পুরুষার্থই) সম্যক্রূপ লাভ করিয়াছেন।

"কো বীশ তে পাদসরোজভাজাং
সুদুর্লভোঽর্থেষু চতুর্ষ্বপীহ।" ভাঃ ৩।৪।১৫

ভক্ত উদ্ধব বলিলেন—হে পরমেশ্বর যে সকল ব্যক্তি আপনার চরণকমলের সেবক, এই সংসারে তাঁহাদিগের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই পুরুষার্থ চতুষ্টয়ের মধ্যে কোনটাই দুর্লভ নহে।

এমন কি ঋষিবর দুর্ব্বাসাও বলিয়াছেন—

যন্নামশ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্ম্মলঃ।
তস্য তীর্থপদঃ কিম্বা দাসানামবশিষ্যতে॥ ভাঃ ৯।৫।১৬

যাঁহার নামমাত্রশ্রবণে জীব নির্ম্মল হয়, সেই তীর্থপদ ভগবানের ভক্তগণের অলব্ধই বা কি আছে?

প্রেমাই মুক্তি—অপবর্গশ্চ ভবতি, যোঽসৌ ভগবতি সর্ব্বভূতাত্মন্যনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নে পরমাত্মনি বাসুদেবে-

২নন্তনিমিত্ত ভক্তিযোগলক্ষণো নানাগতিনিমিত্তাবিত্তাগ্রন্থি-রন্ধনদ্বারেণ যদা হি মহাপুরুষপুরুষপ্রসঙ্গঃ।" ভাঃ ৫।১৯।১৯

(অপবর্গের স্বরূপ কি, এবং তাহা কি প্রকারে লব্ধ হয়, তাহা শ্রীশুকদেব বলিতেছেন)—জন্মজন্মান্তরের পরিপুষ্টসুকৃতিফলে যৎকালে ভগবদ্ভক্তের প্রকৃষ্টসঙ্গলাভ হয়, তৎকালে দেব-তির্য্যক্-মনুষ্যাদি-যোনিতে জন্মগ্রহণের হেতুস্বরূপ কাম্যকর্ম্মাদির মূল যে অবিত্তাগ্রন্থি, তাহা ছিন্ন হইয়া যায় এবং তাহার ফলে সর্ব্বভূতাত্মা, রাগাদিরহিত, বাক্যের অগোচর, অনাধার (নিজেই নিজের আশ্রয়-স্বরূপ), পরমাত্মা ভগবান্ বাসুদেবে অহৈতুকী ভক্তি-যোগ লাভ হয়, উহাই অপবর্গস্বরূপ।

'জ্ঞানেন বৈয়াসকিশব্দিতেন ভেজে

খগেন্দ্রধ্বজপাদমূলম্।' ভাঃ ১।১৮।১৬

পরীক্ষিতের দৃষ্টান্তে ভক্তগণ আমাদের মতে ভগবচ্চ-রিতাস্বাদন—জ্ঞান এবং তৎফল ভগবৎপ্রাপ্তিই মোক্ষ।'

শ্রীবিশ্বনাথ।

"নিশ্চলা ত্বয়ি ভক্তির্যা সৈব মুক্তির্জনার্দ্দন।'

স্কান্দে রেবাখণ্ডে।

অর্থাৎ হে জনার্দ্দন, তোমাতে নিশ্চলা ভক্তিই মুক্তি।

পুরানান্তরেও দেখা যায়—হরাবৈকান্তিকীং ভক্তিং

মোক্ষমাহুর্মনীষিণঃ।

অর্থাৎ মনীষিগণ হরিতে ঐকান্তিকী ভক্তিকে মোক্ষ বলেন।

ভক্তরাজ প্রহ্লাদ বলিয়াছেন—

"অধোক্ষজালম্ভমিহাশুভাত্মনঃ

* * * *

তৎব্রহ্মনির্ব্বাণসুখং বিদুর্বুধাঃ"। ভাঃ ৭।৭।৩৭

অর্থাৎ যাহার চিত্ত রাগাদিযুক্ত—সেই ব্যক্তিও যদি মনোদ্বারা ভগবানকে স্পর্শ করে ইহাই প্রেমসেবারূপ মোক্ষপ্রাপ্তি—ইহা পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন।

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন—"আচ্ছা, ব্রহ্মনির্ব্বাণসুখই পুরুষার্থসার বলিয়া প্রসিদ্ধি? উত্তর—সত্য, তাহাও অধোক্ষজসংযোগসুখেই অন্তর্ভুক্ত আছে অধোক্ষজের আলম্ভ অর্থাৎ মনোদ্বারা। ঈষৎ স্পর্শ অথবা সাক্ষাৎপ্রাপ্তি সংসৃতিচক্রের নিবর্ত্তক এবং তাহাই ব্রহ্ম-নির্ব্বাণসুখ। অধোক্ষজই ব্রহ্ম বলিয়া তাঁহার চরণ-মাধুর্য্যানুভবই পরমানন্দরূপত্ব নির্ব্বাণসুখ। তাহাতে আবার দাস্যাদিভাবে মমতাবিশেষ হইতে সুখ কিন্তু অধিক এবং অপার।"

"অধোক্ষজ—অতীন্দ্রিয় বা অপ্রাকৃত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ।"

অতএব পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণে প্রেমলাভই মুক্তি এবং সেই সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরব্রহ্মের সেবানন্দানুভবে ব্রহ্মসুখানুভবও আনুষঙ্গিক।

ভক্তিতে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্—এই ত্রিবিধ অনুভূতিই লাভ হয়—

তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয়ো জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া।

পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মানং ভক্ত্যা শ্রুতগৃহীতয়া ॥ ভাঃ ১।২।১২

শ্রদ্ধাবান্ মুনিগণ বেদান্তাদি শ্রবণ করিয়া জ্ঞানবৈরাগ্য-বিশিষ্ট ভক্তিদ্বারাই স্বীয় শুদ্ধহৃদয়ে সেই পরমতত্ত্ব দর্শন করিয়া থাকেন।

"ভক্তগণ ভক্ত্যুত্থ রতি-ভক্তিকে প্রেম বলিয়াই জানেন। সেই ত্রিরূপ (ব্রহ্ম-পরমাত্ম-ভগবান্)-জ্ঞান ভক্তগণ ভক্তিদ্বারাই অনুভব করিতে সমর্থ হন। তচ্ছ্রদ্দধান অর্থাৎ কেহ কেহ সেই ত্রিরূপই অনুভব করিতে অভিলাষী হন। তখন ভক্তিদ্বারাই দর্শন করেন। অতএব ব্রহ্ম-পরমাত্মার সাধন—জ্ঞান ও যোগমার্গ ভক্তিদ্বারাই সিদ্ধিলাভ করে।"—শ্রীলবিশ্বনাথ।

ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদবিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে।

সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মণ্যপি জগদ্গুরো ॥

হরিভক্তিসুধোদয়ে।

অর্থাৎ হে জগদ্গুরো, আমি তোমার স্বরূপের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া আহ্লাদরূপ-বিশুদ্ধসমুদ্রে অবস্থান করিতেছি। আর সমস্ত সুখ এমন কি ব্রহ্মসুখানুভবও আমার নিকট গোষ্পদস্বরূপ বোধ হইতেছে।

কেননা—

"ব্রহ্মানন্দো ভবেদেষ চেৎ পরার্দ্ধগুণীকৃতঃ।

নৈতি ভক্তিসুধাম্ভোধেঃ পরমাণুতুলামপি ॥

ভঃ রঃ সিঃ, পূঃ লহরী।

অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দ যদি পরার্দ্ধগুণীকৃত হয়, তাহা হইলেও ইহা ভক্তিসুখসমুদ্রের পরমাণুতুল্যতাও প্রাপ্ত হয় না।

শ্রীগৌরকৃষ্ণও কাশীর মায়াবাদী সন্ন্যাসিগুরু প্রকাশানন্দকে বলিয়াছেন —

"পরমপুরুষার্থ—প্রেমানন্দামৃতসিন্ধু।
ব্রহ্মাদি আনন্দ যার নহে একবিন্দু॥"

* * *

কৃষ্ণপ্রেমে যে আনন্দসিন্ধু আস্বাদন।
ব্রহ্মানন্দ তার আগে খাতোদক-সম॥"

চৈঃ চঃ আ। ৭ম পঃ

বিশেষ দ্রষ্টব্য। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বৃহৎ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বলিয়া ('ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাঽহম্'—গী ১৪।২৭) পরমবৃহত্তম, সর্ব্বাংশে পূর্ণ, গুণে অনন্তগুণা অর্থাৎ মধুরানন্তগুণবৈচিত্রীমতি। এবম্ভূত তৎবিষয়ক ভক্তি ও পরমপুরুষার্থের উপযুক্তা কেননা তদ্ভক্তিও তাদৃশ আনন্দাত্মক। এবং শ্রীকৃষ্ণই ব্রহ্ম (যে বা অয়ং ব্রহ্ম— ভাঃ ৭।১০।৪৯) বলিয়া তদীয় সেবানন্দানুভবে ব্রহ্ম-সুখও আনুষঙ্গিকভাবে অনুভূত হয়॥৩০॥

যথোপশ্রয়মাণস্য ভগবন্তং বিভাবসুম্।
শীতং ভয়ং তমোঽপ্যেতি সাধূন্ সংসেবতস্তথা ॥৩১॥

অন্বয়। ভগবন্তং বিভাবসুং (অগ্নিং) উপশ্রয়মাণস্য (সেবমানস্য জনস্য) যথা শীতং ভয়ং তমঃ (অন্ধকারশ্চ) অপ্যেতি (নশ্যতি), তথা সাধূন্ সংসেবতঃ (জনস্য শীতং কর্ম্মজাড্যং, ভয়ং আগামি-সংসারভয়ং, তন্মূলমজ্ঞানঞ্চ নশ্যতীত্যর্থঃ) ॥৩১॥

অনুবাদ। ভগবান্ অগ্নিদেবের আশ্রয়ে যেমন শীত, ভয়, ও অন্ধকার বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ সাধুগণের আশ্রয়ে জীবের কর্ম্মজাড্য, সংসারভয় ও সংসারমূলক অজ্ঞান বিনষ্ট হয় ॥৩১॥

বিশ্বনাথ। বিভাবসুমগ্নিং। স্বীয়ৌদনসিদ্ধ্যর্থ-মুপাশ্রয়মাণস্য অপ্যেতি নশ্যতি। তথৈব ভজনসিদ্ধ্যর্থং সাধূন্ সংসেবমানস্য কর্ম্মাদিজাড্যং, সংসারভয়ং, ভজনবিঘ্নশ্চ ॥৩১॥

বঙ্গানুবাদ। বিভাবসু—স্বীয় অন্ন সিদ্ধ করিবার জন্য অগ্নিকে আশ্রয়শীল ব্যক্তিরও শীত প্রভৃতি নাশ পায়, সেইরূপই ভজনসিদ্ধিনিমিত্ত সাধুগণকে সেবাকারীর কর্ম্ম-প্রভৃতিজড়তা, সংসারভয় ও ভজনবিঘ্নরূপ তমঃ দূর হয় ॥৩১॥

অনুদর্শিনী। অগ্নিদেবতাকে আশ্রয় করিলে যেমন অন্নাদিলাভের সঙ্গে সঙ্গে শীত ভয় ও অন্ধকার নাশ হয়, তেমন আবার অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া অন্ন নষ্ট, গৃহ-দাহাদির সঙ্গে সঙ্গে দেহজ্বালা ও ভয় উপস্থিত হয়। কিন্তু সাধুকে আশ্রয় করিলে ভক্তিলাভে ভগবৎপ্রাপ্তি হয়, আনুষঙ্গ ফল সংসারগতিতে বার বার জন্মমরণমালা গ্রহণ করিতে হয় না। আর যদিও ভক্তের জন্ম হয় তথাপি বদ্ধজীবের ন্যায় তাহার সংসারভ্রমণ হয় না, প্রেমানন্দে ভগবৎসেবায় বিচরণ হয়। অতএব দেবতা-গণ মঙ্গল ও অমঙ্গল উভয়-দাতা আর সাধুগণ নিত্য মঙ্গল দাতা।

কেননা—

ভূতানাং দেবচরিতং দুঃখায় চ সুখায় চ।
সুখায়ৈব হি সাধূনাং ত্বাদৃশমচ্যুতাত্মনাম্॥

ভাঃ ১১।২।৫

শ্রীবসুদেব, নারদকে বলিলেন—দেবগণের আচরণে প্রাণিগণের সুখ-দুঃখ উভয়ই সংঘটিত হইয়া থাকে, কিন্তু ভবাদৃশ ভগবদ্ভক্ত সাধুগণের চরিত নিখিল প্রাণিগণের কেবলমাত্র সুখই উৎপাদন করে।

'অতএব দেবগণ সহ সাধুদিগের উপমা অনুচিত, —শ্রীবিশ্বনাথ॥ ৩১॥

নিমজ্জ্যোন্মজ্জতাং ঘোরে ভবাব্ধৌ পরমায়ণম্
সন্তো ব্রহ্মবিদঃ শান্তা নৌর্দৃঢ়েবাপ্সু মজ্জতাম্ ॥৩২॥

অন্বয়। অপ্সু মজ্জতাং (জলমগ্নানাং) যথা দৃঢ়া নৌ (উত্তরণ সাধনং তথা) ঘোরে (ভয়ঙ্করে) ভবাব্ধৌ নিমজ্জ্যোন্মজ্জতাং (উচ্চাবচ যোনীর্গচ্ছতাং জনানাং সম্বন্ধে) শান্তাঃ ব্রহ্মবিদঃ (ব্রহ্মজ্ঞাঃ) সন্তঃ (সাধব এব) পরমায়ণং (পরমাশ্রয়ঃ) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ। জলমগ্নব্যক্তির পক্ষে সুদৃঢ় নৌকাই যেমন উৎকৃষ্ট অবলম্বন ও উদ্ধারের উপায়, এই ঘোর সংসারে উচ্চনীচ-যোনি-ভ্রমণশীল জনগণের পক্ষে তেমন শান্তচিত্ত ব্রহ্মজ্ঞ সাধুগণই পরম আশ্রয় ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ। নিমজ্জ্যোন্মজ্জতাং নীচোচ্চযোনীর্গচ্ছতাং পরমায়ণং পরমাশ্রয়ঃ ॥ ৩২ ॥

বঙ্গানুবাদ। নিমগ্ন ও উন্মগ্ন জনগণের অর্থাৎ নীচ-উচ্চ-যোনিপ্রাপ্তগণের পরমায়ণ অর্থাৎ পরমাশ্রয় ॥ ৩২ ॥

অনুদর্শিনী। জলমগ্ন ব্যক্তি তরীকে আশ্রয় করিয়া প্রাণ লাভ করে বটে কিন্তু পুনরায় নৌকাডুবি হইয়াই মরে; অথবা জল হইতে উদ্ধার হইয়াও মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে না, কিন্তু সাধুকে আশ্রয় করিলে জীবের আর উচ্চনীচযোনি ভ্রমণ করিতে হয় না, মৃত্যুকে জয় করিয়া সর্ব্বোপরি শ্রীগোলোকে গোলোকপতির সেবাপ্রাপ্তি হয়। অতএব তরী কেবল জলমগ্ন ব্যক্তির তাৎকালিক সভয় আশ্রয়, সাধু কিন্তু সর্ব্বজীবের সর্ব্বাবস্থায় পরম অভয়প্রদ নিত্য আশ্রয়। অতএব সাধুগণ অতুলনীয় ॥ ৩২ ॥

অন্নং হি প্রাণিনাং প্রাণ আর্ত্তানাং শরণন্ত্বহম্।
ধর্ম্মো বিত্তং নৃণাং প্রেত্য সন্তোঽর্ব্বাগ্‌বিভ্যতোঽরণম্ ॥৩৩॥

অন্বয়। অন্নং (যথা) প্রাণিনাং প্রাণঃ (জীবনম্), আর্ত্তানাং (যথা) অহম্ তু (এব) শরণং (রক্ষকঃ), (যথা চ) প্রেত্য (পরলোকে) ধর্ম্মঃ (এব) নৃণাং বিত্তং (ধনং তথা) অর্ব্বাক্ (সংসারপতনাৎ) বিভ্যতঃ (পুংসঃ) সন্তঃ (এব) অরণং (শরণং ভবতি) ॥৩৩॥

অনুবাদ। অন্ন যেমন প্রাণিগণের প্রাণ, আমি যেমন অনাথগণের রক্ষক এবং ধর্ম্ম যেমন মানবগণের পরলোকের ধন, তদ্রূপ সাধুগণই সংসার-পতনে ভীত ব্যক্তিগণের শ্রেষ্ঠ রক্ষক ॥৩৩॥

বিশ্বনাথ। যথা প্রাণিনামন্নার্থিনামন্নমেব প্রাণাঃ। অন্নং বিনা প্রাণা ন সিদ্ধ্যন্তি, তথৈব ভক্তীচ্ছূনাং সন্ত এব ভক্তিঃ। তান্ বিনা ভক্তির্ন সিদ্ধ্যতি। যথৈবার্ত্তানামনাথানামহমেব শরণং রক্ষকস্তথৈব-ভক্তীচ্ছূনাং সন্ত এব রক্ষকাঃ। যথৈব নৃণাং প্রেত্য মৃত্বা কালপাশাদ্বিভ্যতাং ধর্ম্ম এব বিত্তং শরণং, তথৈব নরস্য ভজনমার্গং প্রাপ্য বর্ত্তমানস্য অর্ব্বাক্ ইতস্ততঃ কামক্রোধাদিবর্ত্মপাতিপাশাদ্বিভ্যতঃ সন্ত এব ভক্তিমার্গরক্ষকাঃ শরণম্ ॥৩৩॥

বঙ্গানুবাদ। যেরূপ অন্নার্থী প্রাণিগণের অন্নই প্রাণ, অন্ন বিনা প্রাণ সিদ্ধ হয় না, সেইরূপ ভক্তি-ইচ্ছুগণের সাধুগণই ভক্তি, তাঁহারা বিনা ভক্তি সিদ্ধ হয় না। যেরূপ আর্ত্ত বা অনাথগণের আমিই শরণ বা রক্ষক, সেইরূপ ভক্তিপ্রার্থিগণের সাধুরাই রক্ষক, যেরূপ প্রেত্য অর্থাৎ মরণের পর কালপাশভীত নরগণের ধর্ম্মই ধন বা শরণ, সেইরূপ ভজনমার্গপ্রাপ্ত হইয়া তাহাতে স্থিত, অথচ অর্ব্বাক্ বা ইতস্ততঃ কামক্রোধাদিপথবঞ্চকের অতি-পাশভীত মনুষ্যের সাধুগণই ভক্তিরক্ষক শরণ ॥৩৩॥

অনুদর্শিনী। অন্ন প্রাণির প্রাণ হইলেও অধিক অন্নভোজনে প্রাণ বিয়োগ হয়, অতএব অন্নার্থীর পক্ষে অন্ন শুভাশুভ ফল প্রদান করে, ধর্ম্ম মৃতব্যক্তির ধন বা আশ্রয় হইলেও ঐ ব্যক্তিকে স্বর্গাদি পুণ্যলোক লাভ করাইয়া ভোগের দ্বারা নিজের ক্ষয়শীলতায় পুনরায় জন্মগ্রহণের হেতু হয়। জন্মগ্রহণ করিলেই মৃত্যু অনিবার্য্য। অতএব ধর্ম্ম মৃতব্যক্তির যেমন পরলোকের ধন, তেমনই পুনরায় মৃত্যু-হেতু বলিয়া অধন ও অনাশ্রয়, কিন্তু সাধুগণ জীবের নিত্য আশ্রয়। তাঁহাদিগকে আশ্রয় করিলে ভক্তিধন লাভ হয়। মৃত্যুভয় থাকে না। অতি বিস্তৃত নিবিড়-বনাচ্ছন্ন প্রদেশ অতিক্রম করিয়া গমনকারী। সুদীর্ঘ পথের পথিককে যেমন বাটপাড় (পথদস্যু)-গণ বন্ধন করিয়া সর্ব্বস্ব অপহরণ করে, তদ্রূপ কোটিকণ্টক-রুদ্ধ শ্রীভক্তিপথের পথিককে বৈকুণ্ঠ গমনকালে কামক্রোধাদি বাটপাড়গণ পাশবদ্ধ করিয়া ভক্তিধন অপহরণ করে; কিন্তু পথিকগণ যেমন রাজকীয়পুরুষের সাহায্যে ধন ও প্রাণরক্ষা করে তেমনি ভক্তিপথের পথিকগণ কৃষ্ণপুরুষ অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তের কৃপায় কামাদি জয় করেন।

কামক্রোধাদি—বাটপাড়—

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী স্বরচিত মনঃশিক্ষায় বলিয়াছেন—

অসচ্চেষ্টা-কষ্টপ্রদবিকট-পাশালিভিরিহ
প্রকামং কামাদি-প্রকটপথপাতিব্যতিকরৈঃ।
গলে বদ্ধা হন্তেঽহমিতি বকভিদ্বর্ত্মপগণে
কুরু ত্বং ফুৎকারানবতি স যথা ত্বাং মন ইতঃ ॥ ৫॥

শুদ্ধভক্তির আচার্য্য শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ইহার ব্যাখ্যা গীতাকারে করিয়াছেন—

কামক্রোধলোভমোহ, মদমৎসরতা-সহ,
জীবের জীবনপথে বসি'।
অসচ্চেষ্টা রজ্জুফাঁসে, পথিকের ধর্ম্মনাশে,
প্রাণল'য়ে করে কষাকষি ॥
মন, তুমি ধর বাক্য মোর।
এই সব বাটপাড়, অতিশয় দুর্নির্ব্বার,
যথন ঘেরিয়া করে জোর ॥
আর কিছু না করিয়া বৈষ্ণবের নামলঞা,
ফুকারিয়া ডাক উচ্চরায়।
(বকারি-কৃষ্ণ) বকশত্রু সেনাগণে, কৃপাকরি' নিজজনে
যাতে করে উদ্ধার তোমার ॥

তাই সাধুগণ জীবের কৃষ্ণভক্তিদাতা এবং ভক্তিরক্ষক।

অতএব 'ভক্তের সমান নাহি অনন্ত ভুবনে।'

চৈঃ ভাঃ মঃ ১০ অঃ

শ্রীভগবান্ অন্তর্যামিরূপে অনাথগণের শরণ বা রক্ষক আর ভক্তগণ ভক্তিপ্রার্থিগণের সাক্ষাৎ শরণ বা রক্ষক। অর্থাৎ অন্তর্যামী ভগবানই ভক্তরূপে শরণাগত জীবের আশ্রয়—

কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে।
গুরু-অন্তর্যামীরূপে শিখায় আপনে ॥

চৈঃ চঃ মঃ ২২ প ॥ ৩৩ ॥

সন্তো দিশন্তি চক্ষূংষি বহিরর্কঃ সমুত্থিতঃ।
দেবতা বান্ধবাঃ সন্তঃ সন্ত আত্মাহমেব চ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়। সমুত্থিতঃ (সম্যক্ উদিতঃ) অর্কঃ (সূর্য্যঃ যথা) বহিঃ (বহির্বিষয়ে) চক্ষূংষি (দিশতি, তথা) সন্তঃ (সাধবঃ জ্ঞানাত্মকানি চক্ষূংষি দিশন্তি, অতঃ) সন্ত (এব) দেবতাঃ (পূজ্যাঃ ন তু ইন্দ্রাদ্যাঃ) বান্ধবাঃ (আত্মীয়া ন তু পিতৃপিতৃব্যাদয়ঃ) চ আত্মা (প্রেমাস্পদং) অহম্ এব (সেব্যাঃ) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ। সূর্য্য উদিত হইয়া যেরূপ অন্ধকার হরণ করতঃ জীবের বাহ্য-বিষয়-দর্শনে চক্ষুর প্রকাশ করিয়া থাকে, তদ্রূপ সাধুগণ জীবকে ভগবৎ সাক্ষাৎকারে জ্ঞানচক্ষুঃ প্রদান করিয়া থাকেন। সাধুগণই জীবের দেবতা, বান্ধব, আত্মা ও আমার ন্যায় ইষ্টদেবস্বরূপ ॥৩৪॥

বিশ্বনাথ। কিং বহুনা সতাং মার্গে প্রতিষ্ঠাস্নূনাং নৃণাং সন্ত এব সর্ব্বনির্ব্বাহকা ইত্যাহ—সন্ত এব মাং সাক্ষাদ্ দর্শয়িতুং চক্ষূংষি নববিধভজনানি দিশন্তি দদতি। কিঞ্চ সূর্য্যং বিনা চক্ষুর্ভিরপি ন কার্য্যসিদ্ধিরিতি চেৎ সন্ত এব বহিঃস্থিতঃ সম্যগুত্থিতোঽর্কঃ ভজনচক্ষুঃপ্রকাশক ইতি ভাবঃ। তস্মাদ্ভক্তিবর্ত্মচারিণাং সন্ত এব দেবতা ন ত্বিন্দ্রাদ্যাঃ। সন্ত এব বান্ধবা ন তু পিতৃপিতৃব্যমাতুলাদয়ঃ। সন্ত এব আত্মা প্রেমাস্পদং নতু দেহে জীবাত্মা বা এবং সন্ত এবাহমিষ্টদেবো নতু ভাংস্যাক্তা প্রতিমা-রূপোঽহমপীতি ভাবঃ ॥ ৩৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। বেশী কথা কি? সাধুগণের পথে সুপ্রতিষ্ঠিত জীবন মনুষ্যগণের সাধুগণই সর্ব্বনির্ব্বাহক, তাই বলিতেছেন। সাধুগণই আমাকে সাক্ষাৎ দর্শন করাইবার চক্ষুঃ যে নববিধ ভজন, তাহা দেন বা দান করেন। আর সূর্য্য বিনা চক্ষুঃ দ্বারাও কার্য্য সিদ্ধি হয় না, এই যদি বলা হয়, তবে সাধুগণই বহিঃস্থিত সম্যক্ উত্থিত সূর্য্য অর্থাৎ ভজনচক্ষুঃ-প্রকাশক, এইভাব। অতএব ভক্তিপথ-চারিগণের সাধুগণই দেবতা, ইন্দ্রাদি নহে। সাধুগণই বান্ধব, পিতা-পিতৃব্য-মাতুল প্রভৃতি নহে। সাধুগণই আত্মা প্রেমাস্পদ, দেহ বা জীবাত্মা নয়। এইরূপ সাধুগণই ইষ্টদেব আমি, তাঁহাদিগকে

ত্যাগ করিয়া প্রতিবারূপ আমিও ইষ্টদেব নয়, এই ভাব ॥৩৪॥

অনুদর্শিনী। নববিধ ভজন—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥
ভাঃ ৭।৫।২৩-২৪

শ্রীপ্রহ্লাদ বলিলেন—শ্রীবিষ্ণুর শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন—এই নয়টী ভক্তির লক্ষণ; যে ব্যক্তি বিষ্ণুতে পূর্ব্বেই সমর্পণপূর্ব্বক পরে এই নবধা ভক্তির সাক্ষাৎ অনুষ্ঠান করেন, আমার মতে তিনি উত্তম অধ্যয়ন বা শিক্ষা করিয়াছেন।

সূর্য্য যেরূপ জীবের চক্ষুকে দৃষ্টিশক্তি দান করেন, সাধুও তদ্রূপ জীবের ভজনচক্ষু-প্রকাশক। সূর্য্যের অভাবে লোক চক্ষু থাকিতেও অন্ধ। কিন্তু সাধুর কৃপায় অন্ধও দিব্যচক্ষুদ্বারা নিজ হৃদয়স্থিত হৃৎ-পতিকে দর্শন করিতে পারেন।

সাধূনাং সমচিত্তানাং সুতরং মৎকৃতাত্মনাম্।
দর্শনান্নো ভবেদ্বন্ধঃ পুংসোঽক্ষ্ণোঃ সবিতুর্যথা॥
ভাঃ ১০।১০।৪১

শ্রীভগবান্ গুহ্যকদ্বয়কে কহিলেন—সূর্য্যের দর্শনে যেরূপ চক্ষুর বন্ধন থাকে না তদ্রূপ একান্তভাবে আমার প্রতি আসক্ত সমদর্শী সাধুগণের সাক্ষাৎকারেও জীবের সংসার বন্ধন থাকিতে পারে না। অতএব সূর্য্য হইতেও তিনি পূজ্য এবং উপকারক।

দেবতাগণ নিজ নিজ আরাধকের নিকট হইতে পূজা গ্রহণ করিয়াও সেবকগণকে দুঃখপ্রদ অনিত্য বিষয়দানে বিষয়ী করিয়া রাখেন (ভাঃ ৫।৫।১৮ শ্লোঃ দ্রষ্টব্য—) এবং সমুপেত মৃত্যু হইতে রক্ষা করিতে পারেন না। আর সাধুগণ আশ্রিত জনগণকে জীবত্বেই কৃষ্ণসেবানন্দ প্রদানে চিরকৃতার্থ করেন—জগদ্গুরু শ্রীল শুকদেবের কৃপা প্রাপ্ত হইয়া মহারাজ পরীক্ষিৎ বলিয়াছিলেন—

সিদ্ধোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি ভবতা করুণাত্মনা।
শ্রাবিতো যচ্চ মে সাক্ষাদনাদি নিধনো হরিঃ॥
অজ্ঞানঞ্চ নিরস্তং মে জ্ঞানবিজ্ঞাননিষ্ঠয়া।
ভবতা দর্শিতং ক্ষেমং পরং ভগবতঃ পদম্॥ভাঃ ১২।৬।২-৭

হে মুনিবর, যেহেতু আপনি আমাকে অনাদি নিধন শ্রীহরির চরিতকথা শ্রবণ করাইয়াছেন, সেইজন্য করুণ-হৃদয় আপনাকর্ত্তৃক আমি অনুগৃহীত ও কৃতার্থ হইয়াছি।

জ্ঞান-বিজ্ঞান-নিষ্ঠা দ্বারা মদীয় অজ্ঞান নিরস্ত হইয়াছে এবং আপনি আমাকে ভগবান্ শ্রীহরির নিত্য কল্যাণপ্রদ পরমস্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন।

তাহা ছাড়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত অক্রূরকে বলিয়াছেন—

"ভবদ্বিধা মহাভাগা নিষেব্যা অর্হসত্তমাঃ।
শ্রেয়স্কামৈর্নৃভির্নিত্যং দেবাঃ স্বার্থান সাধবঃ॥"
ভাঃ ১০।৪৮।৩০

অর্থাৎ আপনার ন্যায় পূজ্যতম সাধুগণ আত্মকল্যাণ-কামী মানবগণের নিকট সর্ব্বদাই পূজার যোগ্য—দেবগণ কেবল স্বার্থপর, সাধুরা তদ্রূপ নহেন। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল শ্রীধরস্বামী বলেন—"মনুষ্যগণ দেবতাদিগের সেবা করিয়া থাকে ইহা প্রসিদ্ধ আছে সত্য, কিন্তু দেবগণ কেবল স্বকার্য্যসাধনে তৎপর, সাধুগণ স্বার্থপর নহে কেবল পরানুগ্রহপরায়ণ। পরমার্থ বিচারে সাধুগণই দেবতা, অতএব তাঁহারাই সেব্য।

অতএব সাধুগণই জীবের প্রকৃত পূজার দেবতা।

পিতা-পিতৃব্য মাতুলাদি আমাদের হিতবাঞ্ছাকারী বান্ধব বটে, কিন্তু তাহারা জগতের যে অনিত্য সুখকে নিত্য বলিয়া দুঃখের পশ্চাতে দুঃখলাভ করিয়াও মোহ-বশতঃ তাহা ত্যাগ করিতে পারেন না, আমাদিগকে সেই বিষয়োন্মুখতাই শিক্ষা দেন এবং সমুপেত মৃত্যু হইতে নিজদিগকে ও আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারেন না। (ভাঃ ৫।৫।১৮ শ্লোঃ দ্রষ্টব্য) কিন্তু সাধুগণ এতই কৃপালু যে—

বৈরাগ্যযুগ্ ভক্তিরসং প্রযত্নৈরপায়য়ন্মামনভীপ্সুমন্ধম্।
কৃপাম্বুধির্যঃ পরদুঃখদুঃখী সনাতনং তং প্রভুমাশ্রয়ামি॥
শ্রীলদাসগোস্বামিকৃত বিলাপকুসুমাঞ্জলি।)

অর্থাৎ যিনি সর্ব্বদা পরদুঃখে কাতর ও দয়ার সাগর, আমি অনিচ্ছুক থাকিলেও যিনি যত্নসহকারে অজ্ঞানান্ধ আমাকে বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিরস পান করাইয়াছেন, সেই সনাতন প্রভুতে আমি প্রপন্ন হইতেছি।

এক এব পরোবন্ধুর্বিষমে সমুপস্থিতে।
গুরুঃ সকলধর্ম্মাত্মা যত্রাকিঞ্চনগো হরিঃ॥

"বন্ধুগুরুরহংসখে" (ভাঃ ১১।১৯।৫৩।)

অর্থ পূর্ব্বে ১১।১৯।৪৩ শ্লোকে অনুদর্শিনী দ্রষ্টব্য।

সেই সে পরম বন্ধু সেই পিতা মাতা।
শ্রীকৃষ্ণচরণে যেই প্রেমভক্তি দাতা॥ চৈঃ মঃ ম খঃ

অতএব সাধুগণই জীবের প্রকৃত বান্ধব।

জীবের নিজের দেহই নিজের বন্ধন এবং অনিত্য। ইহাকে যতই ভালবাসা যায়, ততই ভোগে প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পায় এবং ক্ষয়িষ্ণুতাহেতু অন্তিমে অনিচ্ছায়ও ত্যাগ করিতে হয় (কিমাত্মনানেন জহাতি যোঽন্ততঃ—ভাঃ—৮।২২।৯ দ্রষ্টব্য)। জীবের আত্মা পরমাত্মার সেবাবিমুখ হইয়া বদ্ধ। অতএব নিজেকে নিজে উদ্ধার করিতে পারিতেছে না। জীবন্মুক্ত কিন্তু সাধুতে মমতা করিলে জীব তাঁহার কৃপায় এই সুদুর্লভ নরতনুতে থাকিয়াই আত্মার দ্বারা পরমাত্মার সেবা করিয়া দেহের স্বার্থকতা লাভ এবং আত্মাকে উদ্ধার করিতে পারেন।

অতএব জীবের নিজ দেহ ও আত্মা হইতে সাধুগণই প্রেমাস্পদ।

অবশেষে ভগবান্ বলিয়াছেন—যে সাধুরূপে আমিই জগতে বিচরণ করি। অতএব সাধুগণই জীবের ইষ্টদেব—'মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা' (ভাঃ ১১।২৯।২১) অর্থাৎ 'আমার পূজা হইতে আমার ভক্তের পূজা বড়' বলিতে বলিলেন আমার শ্রীমূর্ত্তি-পূজা হইতে সাধুর পূজা শ্রেষ্ঠ—(ভাঃ ১১।১৪।১৫)।

ভক্তগণ ভগবানের সেবক; আর ভগবান্ ভক্তেরই সেবক 'ভগবান্ ভক্তভক্তিমান্'—ভাঃ ১০।৮৬।৫৯ শ্লোকে নিজভক্ত শ্রীশুকদেবের বাক্যের সত্যতা দেখাইলেন। তাই ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাসঠাকুর গাহিয়াছেন—

ভক্তনাথ ভক্তবশ-ভক্তের জীবন। চৈঃ ভাঃ অঃ ৮অ।

এই শ্লোকস্থ সিদ্ধান্তসমূহের সুদৃঢ়ত্ব ও মৌলিকত্ব প্রমাণস্বরূপ শ্রীভগবানেরই বাক্য—

গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যান্ন পতিশ্চ স স্যাৎ
ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেতমৃত্যুম্॥ ভাঃ ৫।৫।১৮

ভগবান্ শ্রীঋষভদেব পুত্রগণকে বলিলেন—ভক্তিপথের উপদেশ দ্বারা যিনি সমুপস্থিত মৃত্যুরূপ সংসার হইতে মোচন করিতে না পারেন, সেই গুরু 'গুরু' নহেন, সেই স্বজন 'স্বজন' নহেন, সেই পিতা 'পিতা' নহেন, অর্থাৎ তাঁহার পুত্রোৎপত্তি বিষয়ে যত্ন করা উচিত নহে সেই জনিনী 'জননী' নহেন অর্থাৎ সেই জনিনীর গর্ভধারণ কর্ত্তব্য নহে, সেই দেবতা 'দেবতা' নহেন অর্থাৎ যে সকল দেবতা জীবের সংসারমোচনে অসমর্থ, মানবের নিকট হইতে তাঁহাদিগের পূজাগ্রহণ করা উচিত নহে, আর সেই পতি 'পতি' নহেন অর্থাৎ তাঁহার পাণিগ্রহণ করা উচিত নহে।

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচি-
জ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥—১০।৮৪।১৩

অর্থাৎ যিনি এই স্থূলশরীরে আত্মবুদ্ধি, স্ত্রী ও পরিবারাদিতে মমত্ববুদ্ধি, মৃন্ময়াদি জড়বস্তুতে ঈশ্বরবুদ্ধি এবং জলাদিতে তীর্থবুদ্ধি করেন, কিন্তু ভগবত্তত্ত্বজ্ঞ সাধুগণে আত্মবুদ্ধি, মমতা, পূজ্যবুদ্ধি ও তীর্থবুদ্ধি করেন না, তিনি গরুদিগের মধ্যে গাধা অর্থাৎ অতিশয় নির্ব্বোধ।

তাই শ্রীগৌররূপী কৃষ্ণ বলিয়াছেন—

এতেকে বৈষ্ণব-সেবা পরম উপায়।
ভক্তসেবা হৈতে সে সবাই কৃষ্ণ পায়॥
চৈঃ ভাঃ অ ৩ অ

ভক্ত বই আমার দ্বিতীয় আর নাই।
ভক্ত মোর পিতা মাতা বন্ধু পুত্র ভাই॥
ঐ অ ১ম: ॥৩৪॥

বৈতসেনস্ততোঽপ্যেবমুর্ব্বশ্যা লোকনিস্পৃহঃ।
মুক্তসঙ্গো মহীমেতামাত্মারামশ্চচার হ॥ ৩৫॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধব সংবাদে ঐলগীতং নাম ষড়বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৬॥

অন্বয়। বৈতসেনঃ (বীতা স্ত্রীভাবং প্রাপ্তা সেনা যস্য তস্য স্ত্রীভাবং প্রাপ্তস্য পুত্রো বৈতসেনঃ পুরূরবাঃ) এবম্ (উক্তপ্রকারেণ) উর্ব্বশ্যাঃ লোকনিস্পৃহঃ (লোকাৎ স্থানাৎ অবলোকনাৎ বা নিস্পৃহঃ) ততোঽপি (সৎসঙ্গাদপি হেতোঃ) মুক্তসঙ্গঃ (সন্) আত্মারামঃ (ভূত্বা) এতাং মহীং চচার হ ॥৩৫॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে ষড়বিংশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ সমাপ্তঃ।

অনুবাদ। পুরূরবা ঐল এইরূপে উর্ব্বশীর স্থান বা সন্দর্শন হইতে নিস্পৃহ হইয়া এবং সৎসঙ্গহেতু মুক্তসঙ্গ ও আত্মারাম হইয়া এই পৃথিবী পর্য্যটন করিয়াছিলেন ॥৩৫॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধের ষড়বিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

বিশ্বনাথ। অধ্যায়ার্থমুপসংহরতি,—বৈতসেন ইতি। বীতা স্ত্রীত্বপ্রাপ্ত্যা বৈরূপ্যং প্রাপ্তা সেনা যস্য স বীতসেনঃ সুদ্যুম্নো নবমস্কন্ধে খ্যাতস্তস্য পুত্রো বৈতসেনঃ পুরূরবাঃ। এবমুক্তপ্রকারেণ ততোঽপি উর্ব্বশীলোকাদপি এতাং মহীং চচার। যত উর্ব্বশ্যা লোকাৎ স্থানাদবলোকনাদ্বা নিস্পৃহঃ ॥ ৩৫ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
একাদশে তু ষড়বিংশ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীলবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিঠকুরকৃতা শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে ষড়বিংশাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা ॥

বঙ্গানুবাদ। অধ্যায়ের অর্থের উপসংহার করিতেছেন। বৈতসেন—বীত স্ত্রীত্ব পাইয়া বৈরূপ্য প্রাপ্ত সেনা যাঁহার সেই বীতসেন সুদ্যুম্ন নবম স্কন্ধে খ্যাত, তাঁহার পুত্র বৈতসেন পুরূরবা এইরূপে উর্ব্বশীর লোক হইতেও এই পৃথিবীতে বিচরণ করিয়াছিলেন ॥৩৫॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে ষড়বিংশ অধ্যায়ের সাধুজনসম্মতা ভক্তানন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

অনুদর্শিনী। এক সময়ে ব্রতপরায়ণ ঋষিগণ মহাদেবকে দর্শন করিতে সুমেরু পর্ব্বতের নিম্নদেশে সুকুমার বনে উপস্থিত হইলেন। পার্ব্বতী তখন বিবস্ত্রা ছিলেন, তিনি তাঁহাদিগের দর্শনে লজ্জিতা দেখিলে তাহারা তথা হইতে বদরিকাশ্রমে গমন করেন। প্রিয়া পার্ব্বতীর প্রীতিকামনায় শ্রীশিব এই কথা বলিয়াছিলেন যে, 'যে পুরুষ এই স্থানে প্রবেশ করিবে সে স্ত্রী হইয়া যাইবে'। রাজা সুদ্যুম্ন এক সময়ে অমাত্যগণসহ মৃগয়ার্থ তথায় প্রবেশ করিবামাত্রই গণসহ সকলেই স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হ'ন। পরে নিজ গুরু বশিষ্ঠের কৃপায় মহাদেবকে তুষ্ট করেন এবং তৎপ্রসাদে একমাস স্ত্রীত্ব ও একমাস পুংস্ত্বলাভের বর প্রাপ্ত হ'ন। এই বীতসেনের পুত্র—পুরূরবা।

ভোগে প্রমত্ত থাকাকালে পুরূরবা উর্ব্বশী লোকে উর্ব্বশীসহ বিহারকেই প্রকাম্য মনে করিতেন কিন্তু যখন ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন বুঝিয়াছিলেন যে ভগবানের ভজনের অনুকূলতা হেতু ভারতভূমি স্বর্গাদিলোক হইতেও শ্রেষ্ঠ—(ভাঃ ১১।২৬।১ শ্লো দ্রষ্টব্য)। এবং নরদেহে ভোগসুখ প্রমত্ততা অপেক্ষা ভজনানন্দই প্রকাম্য ॥ ৩৫ ॥

বিশেষ দ্রষ্টব্য—কেবল প্রাচীন সংস্কারই পুরূরবার বিরাগের কারণ নহে। কিন্তু অর্ব্বাচীন সৎসঙ্গও হেতু। সুতরাং এই প্রকরণে সৎসঙ্গসহিতা ভক্তিই অভিধেয় জানিতে হইবে।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে ষড়বিংশ অধ্যায়ের সারার্থানুদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীউদ্ধব উবাচ

ক্রিয়াযোগং সমাচক্ষ্ব ভবদারাধনং প্রভো ।
যস্মাৎ ত্বাং যে যথার্চ্চন্তি সাত্বতাঃ সাত্বতর্ষভ ॥ ১ ॥

অন্বয়। শ্রীউদ্ধবঃ উবাচ—(হে) সাত্বতর্ষভ, (হে) প্রভো, যে সাত্বতাঃ (যে ভক্তা অধিকারিণঃ) যস্মাৎ (অধিষ্ঠানাৎ) যথা (যেন প্রকারেণ) ত্বাম্ অর্চ্চন্তি ভবদারাধনং (ভবদারাধনরূপং তৎ) ক্রিয়াযোগং সমাচক্ষ্ব (কথয়) ॥ ১ ॥

অনুবাদ। শ্রীউদ্ধব বলিলেন—হে ভক্তজনাশ্রয়, হে প্রভো, ভক্তগণের মধ্যে যে যে পুরুষ যে অধিষ্ঠানে যে প্রকারে আপনার অর্চ্চন করেন, আপনার আরাধনা-রূপ সেই সকল ক্রিয়াযোগ আমার নিকট বর্ণন করুন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ।

ক্রিয়াযোগাভিধা ভক্তিঃ সপ্তবিংশেঽর্চ্চনাত্মিকা ।
নানোপচারৈরর্চ্চায়াং স্বধর্ম্মসহিতোচ্যতে ॥

উক্তলক্ষণ সৎসঙ্গসহিতা ভক্তিঃ পুত্রকলত্রাদ্যাসক্তচিত্তৈর্দুর্লভেত্যতস্তেষামপি নিস্তারিকামাগমোক্তার্চ্চনভক্তিমনুসৃত্য পৃচ্ছতি,—ক্রিয়াযোগমিতি । যস্মাৎ যং ক্রিয়াযোগমাশ্রিত্য ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ। সপ্তবিংশ অধ্যায়ে নানা উপচারে অর্চ্চাবিগ্রহে স্বধর্ম্মসহিতা ক্রিয়াযোগ নাম্নী অর্চ্চনাত্মিকা ভক্তি বলা হইয়াছে।

উক্ত লক্ষণ সৎসঙ্গ-সহিত—ভক্তি পুত্রকলত্রাদিতে আসক্তচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে দুর্লভ। অতএব তাহাদেরও নিস্তারিকা আগম-কথিতা অর্চ্চন-ভক্তি-অনুসরণে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। যেহেতু যে ক্রিয়াযোগ আশ্রয় করিয়া ইত্যাদি ॥১॥

সারার্থানুদর্শিনী। ষড়বিংশ অধ্যায়ের সৎসঙ্গে কৃষ্ণভজনে দুঃসঙ্গত্যাগের রীতি শুনিয়া গৃহস্থগণের যখন অসঙ্গাদি অসম্ভব তখন তাহাদিগের মঙ্গল চিন্তা করিয়া সর্ব্বজীবকল্যাণকামী উদ্ধব ভক্তজনাশ্রয়-ভগবানের নিকট পুত্রকলত্রাদিতে আসক্ত ব্যক্তির ভক্তি-লাভের উপায় ভগবানের অর্চ্চনমার্গের কথা ভগবানেরই শ্রীমুখ হইতে প্রকাশের জন্য প্রশ্ন করিলেন ॥১॥

এতদ্বদন্তি মুনয়ো মুহুর্নিঃশ্রেয়সং নৃণাম্ ।
নারদো ভগবান্ ব্যাস আচার্য্যোঽঙ্গিরসঃ সুতঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়। (অত্র পুনর্বিশেষতঃ প্রশ্নে কারণমাহ) নারদঃ ভগবান্ ব্যাসঃ আচার্য্যঃ (সুরাচার্য্যঃ) অঙ্গিরসঃ সুতঃ (বৃহস্পতিঃ) মুনয়ঃ এতৎ (তদর্চ্চনং) নৃণাং নিশ্রেয়সং (নিঃশ্রেয়স-করং) মুহুঃ বদন্তি (পুনঃ পুনঃ কথয়ন্তি) ॥ ২ ॥

অনুবাদ। নারদ, ভগবান্ ব্যাস, সুরাচার্য্য, বৃহস্পতি প্রভৃতি মুনিগণ আপনার অর্চ্চনই মানুষ্যগণের নিঃশ্রেয়সজনক বলিয়া পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করিয়াছেন ॥ ২ ॥

অনুদর্শিনী। শ্রীনারদ—

মন্যে মহাভাগবতং নারদং দেবদর্শনম্ ।
যেন প্রোক্তঃ ক্রিয়াযোগঃ পরিচর্য্যা বিধির্হরেঃ ॥
ভাঃ ৪।১৩।৩

শ্রীবিদুর মৈত্রেয়কে বলিলেন—হে দেব, আমি দেবর্ষি নারদকে একজন মহাভাগবত, ভগবত্তত্ত্বজ্ঞ-পুরুষ বলিয়াই জানি। তিনি ভগবানের পরিচর্য্যাবিধিরূপ ক্রিয়াযোগ পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্রে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

ভাগবত-সম্প্রদায় দুইটী (শ্রীধর—ভাঃ ৩।১)—(১) ভগবান্ শ্রীনারায়ণ ব্রহ্মাকে ('জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে' ভাঃ ২।৯।৩০) ভাগবত বলেন—ব্রহ্মা নারদকে ('প্রোক্তং ভগবতা প্রাহ প্রীতঃ পুত্রায় ভূতকৃৎ ॥' ভাঃ ২।৯।৪৩) নারদ ব্যাসকে ('নারদঃ প্রাহ মুনয়ে-ব্যাসায়ামিততেজসে'। ভাঃ ২।৯।৪৪) ; ব্যাস শুককে ('তদিদং গ্রাহয়ামাস সুতমাত্মবতাং বরম্ ।'—ভাঃ ১।৩।৪১) ; শুক পরীক্ষিতকে ('স তু সংশ্রাবয়ামাস মহারাজং পরীক্ষিতম্ ॥' ভাঃ ১।৩।৪২), বলেন। (পরীক্ষিতের সভায় শুকমুখে সূত ভাগবত শ্রবণ করেন—'অহকাধ্যগমং তত্র নিবিষ্টস্তদনুগ্রহাৎ ॥' —ভাঃ ১।৩।৪৪)।

(২) ভগবান্ শ্রীসঙ্কর্ষণ সনৎকুমারকে ভাগবত বলিয়াছিলেন ; সনৎকুমার সাংখ্যায়ন মুনিকে, সাংখ্যায়ন

ঋষি তদনুগত পরাশর ঋষি ও সুরগুরু বৃহস্পতির নিকট ঐ পবিত্র পুরাণ উপদেশ করেন। পরাশর, পুলস্ত্য মুনির উক্তি-অনুসারে মৈত্রেয়কে এবং মৈত্রেয় বিদুরকে ঐ ভাগবত শ্রবণ করান। ভাঃ ৩।৮।২, ৭-৯ শ্লো দ্রষ্টব্য।

অতএব গুরাচার্য্য বৃহস্পতি শ্রীসঙ্কর্ষণ সম্প্রদায়ী ॥২॥

নিঃসৃতং তে মুখাম্ভোজাদ্ যদাহ ভগবানজঃ।
পুত্রেভ্যো ভৃগুমুখ্যেভ্যো দেব্যৈ চ ভগবান্ ভবঃ॥
এতদ্বৈ সর্ব্ববর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ সম্মতম্।
শ্রেয়সামুত্তমং মন্যে স্ত্রীশূদ্রাণাঞ্চ মানদ ॥৩-৪॥

অন্বয়। ভগবান্ অজঃ (ব্রহ্মা) তে (তব) মুখাম্ভোজাৎ নিঃসৃতং (ত্বয়োপদিষ্টমিত্যর্থঃ) যৎ (ত্বদর্চ্চনং) ভৃগুমুখ্যেভ্যঃ পুত্রেভ্য আহ (উপদিষ্টবান্) ভগবান্ ভবঃ (শিবঃ) চ দেব্যৈ (পার্ব্বত্যৈ) যদাহ, (হে) মানদ এতৎ বৈ (তৎপূজনমেব) সর্ব্ববর্ণানাং (ত্রৈবর্ণিকানাম্) আশ্রমাণাং চ স্ত্রীশূদ্রাণাং চ শ্রেয়সাং (শ্রেয়ঃসাধনানাং মধ্যে উত্তমং সম্মতং (শ্রেষ্ঠত্বেন নির্ণীতং) মন্যে ॥৩-৪॥

অনুবাদ। ভগবান্ ব্রহ্মা আপনার মুখপদ্ম-বিনির্গলিত আপনার অর্চ্চন-বিষয়ে যে সকল উপদেশ লাভ করিয়া ভৃগুপ্রভৃতি পুত্রগণকে উপদেশ দিয়াছিলেন এবং ভগবান্ শিবও পার্ব্বতীর নিকট এই অর্চ্চনবিষয়ে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, হে মানদ! আপনার এই উপাসনাই সর্ব্ববর্ণ ও সর্ব্বআশ্রমস্থিত পুরুষগণের এবং স্ত্রীশূদ্রগণেরও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রেয়ঃসাধন বলিয়া মনে করি ॥৩-৪॥

বিশ্বনাথ। এতৎ ত্বদর্চ্চনম্ ॥৩-৪॥

বঙ্গানুবাদ। ইহা অর্থাৎ আপনার অর্চ্চন ॥৩-৪॥

অনুদর্শিনী। পূর্ব্বে ১১।১৮।৪৩ শ্লোকস্থ 'আমার আরাধনা সকলবর্ণাশ্রমী নিখিলজীবেরই একমাত্র নিত্যধর্ম্ম' এই ভগবদুক্তি অবলম্বনে এই অর্চ্চনবিষয়ক প্রশ্ন ॥৩-৪॥

এতৎ কমলপত্রাক্ষ কর্ম্মবন্ধবিমোচনম্।
ভক্তায় চানুরক্তায় ব্রূহি বিশ্বেশ্বরেশ্বর ॥৫॥

অন্বয়। (হে) কমল-পত্রাক্ষ (পদ্মপলাশলোচন), বিশ্বেশ্বরেশ্বর (বিশ্বেশ্বরা যে তেষামীশ্বর) ভক্তায় অনুরক্তায় চ (মহ্যম্) এতৎ কর্ম্মবন্ধবিমোচনম্ (কর্ম্ম-বন্ধস্য বিমোক্ষণং যস্মাৎ তৎ) ব্রূহি ॥৫॥

অনুবাদ। হে পদ্মপলাশলোচন, বিশ্বেশ্বরগণেরও ঈশ্বর, আপনি আপনার ভক্ত ও অনুরক্ত আমাকে এই কর্ম্মবন্ধন বিমোচনের উপায় বলুন ॥৫॥

বিশ্বনাথ। ননু ত্বং মদ্ভক্তঃ পরমানুরাগী ভবসি ভবানেন কিং তত্রাহ,—ভক্তায়াপি অনুরক্তায়াপি ব্রূহি ॥৫॥

বঙ্গানুবাদ। আচ্ছা, তুমি ত' আমার পরম অনুরাগী ভক্ত, ইহা লইয়া তোমার কি হইবে? তাই বলিতেছেন ভক্ত ও অনুরক্তকেও বলুন ॥৫॥

অনুদর্শিনী। সাধনভক্তি—দুই প্রকার, বৈধী ভক্তি ও রাগানুগা ভক্তি। শ্রীভগবানে স্বাভাবিক অনুরাগরহিতজন শাস্ত্রের আজ্ঞায় যে ভজন করেন—উহা বৈধীভক্তি। আর ভগবানে স্বাভাবিক অনুরাগ বিশিষ্ট সৌভাগ্যবান্ জন ব্রজবাসী-জনানুগমনে যে ভজন করেন, উহা রাগানুগাভক্তি। উদ্ধব অনুরাগী ভক্ত। কিন্তু বিধিমার্গস্থিত ব্যক্তির পক্ষে অর্চ্চনাধিকার। তাই ভগবান্ বলিলেন তোমার অর্চ্চনের কি প্রয়োজন? জীবের মঙ্গলের জন্যই উদ্ধব ঐ অর্চ্চন বিষয়ক প্রশ্ন করিয়াছেন তাই ভগবানকে উহা বলিবার জন্য প্রার্থনা জানাইলেন ॥৫॥

শ্রীভগবানুবাচ

ন হ্যন্তোঽনন্তপারস্য কর্ম্মকাণ্ডস্য চোদ্ধব।
সংক্ষিপ্তং বর্ণয়িষ্যামি যথাবদনুপূর্ব্বশঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়। শ্রীভগবান্ উবাচ—(হে) উদ্ধব, অনন্ত-পারস্য (নাস্তি অন্তঃ প্রান্ততঃ পারং বা অনুষ্ঠানতো যস্য তস্য) কর্ম্মকাণ্ডস্য অন্তঃ চ ন হি (নিশ্চিতম্) অনুপূর্ব্বশঃ (ক্রমেণ) যথাবৎ সংক্ষিপ্তং বর্ণয়িষ্যামি ॥ ৬ ॥

অনুবাদ। শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে উদ্ধব, আমার উপাসনারূপ কর্ম্মকাণ্ড অসীম ও অপার, ইহার অন্ত নাই, অতএব আনুপূর্ব্বিকক্রমে কেবলমাত্র সংক্ষেপে যথাযথরূপে, ইহার বর্ণন করিব। ৬ ॥

বিশ্বনাথ। মদর্চ্চনলক্ষণস্য কর্ম্মকাণ্ডবিশেষস্য নাস্ত্যন্তঃ। যতোঽনন্তপারস্য নাস্ত্যন্তঃ শাস্ত্রতঃ পারঞ্চানুষ্ঠানতোঽপি যস্য ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। আমার অর্চ্চনলক্ষণ কর্ম্মকাণ্ড-বিশেষের অন্ত নাই, যেহেতু উহা অনন্তপার—শাস্ত্রানুসারে যাহার অন্ত নাই, অনুষ্ঠান অনুসারে পারও নাই ॥ ৬ ॥

অনুদর্শিনী। "অনন্ত পার"—এই কথা শ্রীভগবানের বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, আমি নিজে বলিতাম না কিন্তু তোমার ইচ্ছানুসারে সংক্ষেপে বলিব।

'রূপং ভবৈতৎ পুরুষর্ষভেজ্যং,
শ্রেয়োঽর্থিভির্বৈদিকতান্ত্রিকেণ।'

ভাঃ ৮।৬।৯

শ্রীব্রহ্মা বলিলেন—হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, শ্রেয়স্কাম ব্যক্তিরা বৈদিক ও তান্ত্রিক উপায়দ্বারা সর্ব্বদা আপনার এই মূর্ত্তির পূজা করিয়া থাকেন ॥ ৬ ॥

বৈদিকস্তান্ত্রিকো মিশ্র ইতি মে ত্রিবিধো মখঃ।
ত্রয়াণামীপ্সিতেনৈব বিধিনা মাং সমর্চ্চয়েৎ ॥ ৭ ॥

অন্বয়। বৈদিকঃ (বৈদিক এব মন্ত্রো বৈদিকান্যেবাঙ্গানি চ যস্মিন্ পুরুষসূক্তাদৌ স বৈদিকঃ) তান্ত্রিকঃ (তন্ত্রোক্ত এব মন্ত্রঃ অঙ্গানি চ যস্মিন্ সঃ) মিশ্রঃ (অষ্টাক্ষরাদিঃ) ইতি ত্রিবিধঃ মে (মম) মখঃ (পূজা ভবতি) ত্রয়াণাং (মধ্যে) ঈপ্সিতেন এব (যদীপ্সিতং তেনৈব) বিধিনা মাং সমর্চ্চয়েৎ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ। হে উদ্ধব, বৈদিক, তান্ত্রিক ও মিশ্র, আমার পূজা এই তিন প্রকার। এই ত্রিবিধ প্রকারের মধ্যে পুরুষ নিজ অভীষ্ট-বিধি অনুসারে আমার অর্চ্চনা করিবেন ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ। বৈদিক এব মন্ত্রো বৈদিকান্যেবাঙ্গানি চ যস্মিন্ পুরুষসূক্তাদৌ স বৈদিকঃ। এবং তান্ত্রিকঃ গোতমীয়তন্ত্রাদ্যুক্তঃ। মিশ্রোঽষ্টাক্ষরাদিরুভয়োক্তঃ মখঃ পূজা ত্রয়াণাং মধ্যে যদীপ্সিতং তেনৈব ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। বৈদিক—যে পুরুষসূক্তাদিতে বৈদিক মন্ত্রসমূহ ও বৈদিক অঙ্গসমূহ, এইরূপ তান্ত্রিক—গৌতমতন্ত্রাদিউক্ত। মিশ্র—অষ্টাক্ষরাদি উভয় কথিত। মখ—পূজা। তিন প্রকারের মধ্যে যেটী ঈপ্সিত তদ্দ্বারা ॥৭॥

অনুদর্শিনী। আমার পূজা তিন প্রকার—বৈদিক, তান্ত্রিক বা পাঞ্চরাত্রিক ও মিশ্রবিধিসমূহ। ঈপ্সিত অর্থাৎ স্ব স্ব অধিকার প্রাপ্ত তথা সশ্রদ্ধানুসারে। স্ত্রী-শূদ্রগণের পক্ষে কেবল তান্ত্রিক, অন্য লোকের পক্ষে বৈদিকমিশ্র ॥ ৭ ॥

যদা স্বনিগমেনোক্তং দ্বিজত্বং প্রাপ্য পুরুষঃ।
যথা যজেত মাং ভক্ত্যা শ্রদ্ধয়া তন্নিবোধ মে ॥ ৮॥

অন্বয়। যদা (গর্ভাষ্টমৈকাদশদ্বাদশাব্দাদি কালে) পুরুষঃ (ত্রৈবর্ণিকঃ পুমান্) স্বনিগমেন (স্বাধিকার প্রবৃত্তেন বেদেন) উক্তং দ্বিজত্বম্ (উপনয়নং) প্রাপ্য ভক্ত্যা যথা (যেন প্রকারেণ) মাং যজেত তৎ (এতৎ প্রকারং) শ্রদ্ধয়া মে (মত্তঃ) নিবোধ (শৃণু) ॥ ৮॥

অনুবাদ। যেকালে ত্রৈবর্ণিক পুরুষ, স্বাধিকার প্রবৃত্ত বেদবিধি অনুসারে উপনয়ন লাভ করিয়া ভক্তির সহিত যে প্রকারে আমার অর্চ্চনা করিবেন, তাহা শ্রদ্ধাসহকারে শ্রবণ কর ॥ ৮॥

বিশ্বনাথ। স্বনিগমেন স্বাধিকারপ্রবৃত্তেন বেদেনোক্তং দ্বিজত্বং প্রাপ্য পুরুষঃ যদা যথা যজেত তন্নিবোধেত্যন্বয়ঃ ॥ ৮॥

বঙ্গানুবাদ। স্বনিগম—স্বাধিকার প্রবৃত্ত বেদে কথিত দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হইয়া পুরুষ যে সময় যেরূপ যজন করিবে, তাহা শ্রবণ কর, এই অন্বয় ॥ ৮ ॥

অনুদর্শিনী। দ্বিজত্ব প্রাপ্তগণের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের অর্চ্চন প্রকার বলিতেছেন।

একায়ন স্কন্ধ ও বহ্বয়নশাখা—উভয়বিধ নিগম বহুপ্রকার। তত্তৎ-পদ্ধতিমতে দ্বিতীয় জন্মলাভ করিয়া আদৌ শ্রদ্ধাবান্, পরে সঞ্জাতরুচি হইয়া সেবা-প্রক্রিয়ার দ্বারা ভগবানকে পূজা এবং পরিশেষে ভজন করা যায় ॥৮॥

অর্চ্চায়াং স্থণ্ডিলেঽগ্নৌ বা সূর্য্যে বাপ্সু হৃদি দ্বিজঃ।
দ্রব্যেণ ভক্তিযুক্তোঽর্চ্চেৎ স্বগুরুং মামমায়য়া ॥৯॥

অন্বয়। দ্বিজঃ ভক্তিযুক্তঃ (সন্) অর্চ্চায়াং (প্রতিমাদৌ) স্থণ্ডিলে (ভূমৌ) অগ্নৌ বা (অথবা) সূর্য্যে বা অপ্সু (জলে বা) হৃদি (হৃদয়ে বা) দ্রব্যেণ (বিধ্যুক্তেনোপচারেণ) অমায়য়া (কাপট্যত্যাগেন) স্বগুরুং (নিজেষ্টদেবং) মাম্ অর্চ্চেৎ (পূজয়েৎ) ॥ ৯॥

অনুবাদ। দ্বিজ ভক্তিযুক্ত হইয়া প্রতিমাতে, স্থণ্ডিলে, অগ্নিমধ্যে, সূর্য্যে, জলে অথবা নিজ হৃদয়ে বিধিনির্দ্দিষ্ট উপচারদ্বারা অকপটভাবে নিজ ইষ্টদেব স্বরূপ আমার পূজা করিবেন ॥৯॥

বিশ্বনাথ। অর্চ্চায়াং প্রতিমায়াম্ ॥৯॥

বঙ্গানুবাদ। অর্চ্চা অর্থাৎ প্রতিমাতে ॥৯॥

অনুদর্শিনী। শ্রীকশ্যপ পত্নী অদিতিকে বলিলেন—
নির্ব্বর্ত্তিতাত্মনিয়মো দেবমর্চ্চেৎ সমাহিতঃ।
অর্চ্চায়াং স্থণ্ডিলে সূর্য্যে জলে বহ্নৌ গুরাবপি ॥
ভাঃ ৮।১৬।২৮

তৎপর নিত্যনৈমিত্তিক নিয়ম সমাপন করিয়া একাগ্রচিত্তে ভগবানের অর্চ্চামূর্ত্তিতে, স্থণ্ডিলে, সূর্য্যে, জলে অগ্নিতে অথবা গুরুতে ভগবানের অর্চ্চনা করিবে।

প্রতিমা শ্রীভগবানের নিত্যপ্রকাশময় অধিষ্ঠানরূপ কৃপাবতার।

ভগবদুক্তিতে প্রতিমাপূজক শ্রীভগবানের প্রিয়—
মথুরামণ্ডলে-যস্ত জম্বুদ্বীপে স্থিতোঽপি বা।
যোঽর্চ্চয়েৎ প্রতিমাঞ্চেতি স মে প্রিয়তরো ভুবি ॥
গোপাল তাপনী উঃ বি ৪৭

শ্রীগোপালদেব ব্রহ্মাকে কহিলেন—হে পদ্মযোনে, যে ব্যক্তি মথুরামণ্ডলে অথবা জম্বুদ্বীপের যে কোন স্থানেই হউক, অবস্থিত হইয়া প্রতিমারূপী আমাকে অবনীতলে পূজা করে, সে আমার প্রিয়তম ॥৯॥

পূর্ব্বং স্নানং প্রকুর্ব্বীত ধৌতদন্তোঽঙ্গশুদ্ধয়ে।
উভয়ৈরপি চ স্নানং মন্ত্রৈর্ম্মৃদ্গ্রহণাদিনা ॥ ১০ ॥

অন্বয়। (স্নানে বিশেষমাহ) ধৌতদন্তঃ (সন্) অঙ্গশুদ্ধয়ে (অঙ্গশুদ্ধ্যর্থং) পূর্ব্বং (প্রথমং) স্নানং প্রকুর্ব্বীত (কুর্য্যাৎ) উভয়ৈঃ (বৈদিকৈস্তান্ত্রিকৈশ্চ) মন্ত্রৈঃ মৃদ্গ্রহণাদিনা (দেহে মৃদাদিলেপনাদিভিঃ) স্নানং (কুর্য্যাৎ) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ। পুরুষ দন্তধাবন পূর্ব্বক দেহ শুদ্ধির জন্য স্নান করিবেন, পরে বৈদিক ও তান্ত্রিক মন্ত্র দ্বারা দেহে মৃত্তিকাদি লেপন করিয়া পুনর্ব্বার স্নান করিবেন ॥১০॥

বিশ্বনাথ। উভয়ৈর্বৈদিকৈস্তান্ত্রিকৈশ্চ মন্ত্রৈঃ ॥১০॥

বঙ্গানুবাদ। উভয়—বৈদিক ও তান্ত্রিক মন্ত্রদ্বারা ॥ ১০ ॥

অনুদর্শিনী। বৈদিক ও তান্ত্রিক মন্ত্রদ্বারা মৃত্তিকা গ্রহণ, গঙ্গাদি স্মরণ, তীর্থার্ঘ্য সমর্পণ ও অঘমর্ষণে দ্বিতীয়বার স্নানের ব্যবস্থা।

মৃত্তিকা গ্রহণ মন্ত্রঃ—
"অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বসুন্ধরে।
মৃত্তিকে হর মে পাপং যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতম্" ॥১০॥

সন্ধ্যোপাস্ত্যাদিকর্ম্মাণি বেদেনাচোদিতানি মে।
পূজাং তৈঃ কল্পয়েৎ সম্যক্‌সঙ্কল্পঃ কর্ম্মপাবনীম্ ॥১১॥

অন্বয়। (যস্য যানি) সন্ধ্যোপাস্ত্যাদিকর্ম্মাণি (সন্ধ্যোপাসনাদীনি কর্ম্মাণি) বেদেন আচোদিতানি (সাকল্যেন বিহিতানি) তৈঃ (সহ ন তু তানি পরিত্যজ্য) সম্যক্‌সঙ্কল্পঃ (সম্যক্ পরমেশ্বরবিষয় এব সংকল্পো যস্য তথাভূতঃ সন্) কর্ম্মপাবনীং (কর্ম্মনির্হারিণীং) মে (মম) পূজাং কল্পয়েৎ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ। যাহার সম্বন্ধে যেরূপ সন্ধ্যোপাসনাদি কার্য্য বেদাদিতে ব্যবস্থা আছে, সেই সকল সমাপন করিয়া পরমেশ্বরে একান্ত ভক্তিসহকারে কর্ম্মপাশবিমোচনী আমার পূজার অনুষ্ঠান করিবে ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ। বেদেনাচোদিতানি শাস্ত্রবিহিতানি যানি তৈঃ সহ পূজাং কল্পয়েৎ কুর্য্যাৎ স এব সম্যক্‌সঙ্কল্পঃ পূর্ণমনোরথঃ। কর্ম্মপাবনীং কর্ম্মনির্হারিণীম্ ॥ ১১ ॥

বঙ্গানুবাদ। বেদকর্ত্তৃক আচোদিত—যেগুলি শাস্ত্রবিহিত, তদ্বারা পূজা করিবে। সেই সম্যক্ সঙ্কল্প—পূর্ণমনোরথ; কর্ম্মপাবনী কর্ম্মনির্হারিণী (যাহাতে কর্ম্মের নির্হার বা কর্ম্ম হইতে মুক্তি হয়) ॥১১॥

অনুদর্শিনী। শাস্ত্রবিহিত অনুষ্ঠানদ্বারা পূজা করিলে মনোরথ পূর্ণ হয় এবং কর্ম্ম হইতে মুক্তি হয় ॥১১॥

শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী।
মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতা ॥ ১২ ॥

অন্বয়। (অর্চ্চাভেদানাহ) শৈলী (শিলাময়ী) দারুময়ী (কাষ্ঠময়ী) লৌহী (সুবর্ণাদিধাতুময়ী) লেপ্যা (মৃচ্চন্দনাদিময়ী) লেখ্যা (চিত্রপটময়ী) চ সৈকতী (বালুকাময়ী) মনোময়ী (হৃদিপূজায়াং মনোময়ী মনসৈব চিন্তিতা) মণিময়ী (চ ইতি) অষ্টবিধা প্রতিমা স্মৃতা ॥ ১২ ॥

অনুবাদ। শিলাময়ী, দারুময়ী, সুবর্ণাদিধাতুময়ী, লেপ্যা, অর্থাৎ মৃচ্চন্দনাদিময়ী, লেখ্যা অর্থাৎ চিত্রপটময়ী, বালুকাময়ী, মনোময়ী এবং মণিময়ী এই আট প্রকার প্রতিমার কথা শাস্ত্রাদিতে উক্ত হইয়াছে ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ। প্রতিমাভেদানাহ, শৈলী শিলাময়ী লৌহী স্বর্ণাদিময়ী ॥ ১২ ॥

বঙ্গানুবাদ। প্রতিমাভেদগুলি বলিতেছেন। শৈলী শিলাময়ী, লৌহী—স্বর্ণাদিধাতুময়ী ॥ ১২ ॥

চলাচলেতি দ্বিবিধা প্রতিষ্ঠা জীবমন্দিরম্।
উদ্বাসাবাহনে ন স্তঃ স্থিরায়ামুদ্ধবার্চ্চনে ॥ ১৩ ॥

অন্বয় (হে) উদ্ধব, চলা অচলা ইতি দ্বিবিধা প্রতিষ্ঠা (প্রকর্ষেণ তিষ্ঠত্যস্যামিতি প্রতিষ্ঠা প্রতিমা) জীবমন্দিরং (জীবস্য ভগবতো মন্দিরং ভবতি) স্থিরায়াম্ (অচলপ্রতিমায়াম্) অর্চ্চনে উদ্বাসাবাহনে (আবাহন-বিসর্জ্জনে) ন স্তঃ (ন ভবতঃ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ। হে উদ্ধব, চলা ও অচলা এই দুই প্রকার প্রতিমাই ভগবানের মন্দির-স্বরূপ। অচলা প্রতিমার অর্চ্চনাতে আবাহন বা বিসর্জ্জন নাই ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ। প্রকর্ষেণ স্থীয়তেঽস্যামিতি প্রতিষ্ঠা প্রতিমা জীবমন্দিরম্ সর্ব্বজীবানামাশ্রয়ঃ সাক্ষাদহমেবেত্যর্থঃ। সা চাচলা শ্রীজগন্নাথাদিঃ চলা বালমুকুন্দাদিঃ উদ্বাসো বিসর্জ্জনঞ্চ আবাহনঞ্চ তে স্থিরায়াং অচলায়াং চলায়াঞ্চ ন স্ত ইতি প্রতিষ্ঠা সময়ে এব নিত্যস্থায়িত্বেনাবাহনাৎ ॥১৩॥

বঙ্গানুবাদ। প্রতিষ্ঠা—যাহাতে প্রকর্ষে থাকে অর্থাৎ প্রতিমা, জীবমন্দির—সর্ব্বজীবের আশ্রয় অর্থাৎ সাক্ষাৎ আমিই। সেই প্রতিমা অচলা যেমন শ্রীজগন্নাথাদি ও চলা যেমন বালমুকুন্দাদি উদ্বাস—বিসর্জ্জন, আবাহনও স্থিরা অর্থাৎ অচলা প্রতিমাতে নাই, চলাতে ত' নাইই, যেহেতু প্রতিষ্ঠা সময়েই নিত্য স্থায়িভাবে আবাহন হয় ॥১৩॥

অনুদর্শিনী। জীবমন্দির—যে আমি সর্ব্বজীবের আশ্রয়, সেইরূপই ভাবনা করিবে। যথা—'স্নাতং মাং প্রপূজয়েৎ'—২৪শ্লোক, 'অলঙ্কুর্বীত সপ্রেম মদ্ভক্তো মাং যথোচিতং'—৩২শ্লোক এবং 'শিরো মৎ-পাদয়োঃ কৃত্বা'—৪৬শ্লোক।

চলা ও অচলা ভেদে প্রতিমা দুইপ্রকার
অচলা এবং জীবহৃদয়ে অবস্থিত অন্তর্যামীরূপে চলা। পুনরায় শ্রীজগন্নাথাদি অচলা এবং বালমুকুন্দাদি চলা মূর্ত্তিদ্বয়। নিত্যস্থিরা শ্রীমূর্ত্তির আবাহন ও বিসর্জ্জন নাই ॥১৩॥

অস্থিরায়াং বিকল্পঃ স্যাৎ স্থণ্ডিলে তু ভবেদ্দ্বয়ম্।
স্নপনং ত্ববিলেপ্যায়ামন্যত্র পরিমার্জ্জনম্ ॥১৪॥

অন্বয়। অস্থিরায়াং (প্রতিমায়াং) বিকল্পঃ স্যাৎ (কুত্রচিৎ সৈকত্যাং কুর্য্যাৎ কুত্রচিদ্বা শালগ্রামে ন কুর্য্যাৎ) স্থণ্ডিলে তু দ্বয়ম্ (আবাহন বিসর্জ্জনে ভবেৎ) অবিলেপ্যায়াং (মৃন্ময়লেখ্যব্যতিরিক্তায়াং) তু স্নপনং (কুর্য্যাৎ) অন্যত্র বিলেপ্যায়াং- লেখ্যায়াঞ্চ) পরিমার্জ্জনম্ (এব কুর্য্যাৎ) ॥১৪॥

অনুবাদ। চল প্রতিমায় কোন কোন স্থানে আবাহন ও বিসর্জন আছে ও কোন কোন স্থানে নাই। স্থণ্ডিলে আবাহন ও বিসর্জন দুইআছে। মৃন্ময়ী ও লেখ্যা ব্যতীত অন্য প্রতিমাকে জলদ্বারা স্নান করাইবে। কিন্তু উক্ত প্রতিমাদ্বয়কে কেবলমাত্র পরিমার্জ্জন করিবে ॥১৪॥

বিশ্বনাথ। অস্থিরায়ামস্থৈর্য্যস্বভাবায়াং সৈকত্যাং লেপ্যায়াঞ্চ বিকল্পঃ। সা যদি কতিচিদ্দিনানি স্থিরীকৃতা স্যাত্তদা ভক্তিবিশ্বাসভেদবশাৎ কশ্চিন্ন কুরুতে অন্যথা তু কুরুতে চ। শালগ্রামে তু নৈব কুর্য্যাৎ। স্থণ্ডিলে। উপলিপ্ত-স্থলে ত্বিত্যুপলক্ষণং। সৈকত্যামপি কুর্য্যাদেবেত্যর্থঃ। অবিলেপ্যায়াং লেপ্যলেখ্যমূর্ত্তি-ব্যতিরিক্তায়াং স্নপনং অন্যত্র লেপ্যালেখ্যয়োস্তথা দারুময্যাঞ্চ পরিমার্জ্জনমেব ॥১৪॥

বঙ্গানুবাদ। অস্থিরা বা অস্থৈর্য্যস্বভাবা সৈকতী (বালুকাময়ী) ও লেপ্যা প্রতিমাতে বিকল্প (— কোনও স্থলে আবাহন বিসর্জ্জন করিবে, কোনও স্থলে বা করিবেনা)। উহা যদি কয়েকদিন স্থির রাখা হয়, তাহা হইলে ভক্তিবিশ্বাসভেদবশে কেহ বা (আবাহন বিসর্জ্জন) করেনা, অন্যথা করে। কিন্তু শালগ্রামে করিবে না। কিন্তু স্থণ্ডিল বা উপলিপ্ত স্থলে, আবার উপলক্ষণদ্বারা সৈকতীতেও করিবে, এই অর্থ। অবিলেপ্যা অর্থাৎ লেপ্য-লেখ্যমূর্ত্তি ব্যতীত অন্য মূর্ত্তিতে স্নপন (স্নান করান)। অন্যত্র লেপ্যলেখ্য মূর্ত্তিতে এবং দারুময়ীতেও পরিমার্জ্জন হইবে ॥১৪॥

অনুদর্শিনী। শালগ্রামের বিসর্জ্জন নাই। তন্মাহাত্ম্যে দেখা যায় যে ঐরূপে বিষ্ণুর নিত্য স্থিতি ॥১৪॥

দ্রব্যৈঃ প্রসিদ্ধৈর্ম্মদ্‌যাগঃ প্রতিমাদিষমায়িনঃ
ভক্তস্য চ যথালব্ধৈর্হ্রদি ভাবেন চৈব হি ॥১৫॥

অন্বয়। (ইদানীং সকাম নিষ্কামভেদেন বিশেষমাহ) প্রতিমাদিষু প্রসিদ্ধৈঃ (প্রকর্ষেণ সিদ্ধৈঃ সুশোভনৈঃ) দ্রব্যৈঃ অমায়িনঃ (নিষ্কামস্য) ভক্তস্য তু যথালব্ধৈঃ (যদৃচ্ছয়া প্রাপ্তৈঃ দ্রব্যৈঃ) হৃদি মদ্‌যাগঃ (মদারাধনং চ এব ভাবেনহি (ভাবনয়া যদা হৃদিচেন্মদ্‌ যাগস্তদা তাদৃশ মনোময়ৈ-দ্রব্যৈরিত্যর্থঃ) ॥১৫॥

অনুবাদ। প্রতিমাদিতে সুশোভন দ্রব্যসমূহ-দ্বারা আমার পূজা হইয়া থাকে। কিন্তু নিষ্কাম ভক্তের যথালব্ধ দ্রব্য ও হৃদগত ভাবদ্বারাই অথবা মানস উপচার দ্বারাই সুসম্পন্ন হইয়া থাকে ॥১৫॥

বিশ্বনাথ। প্রসিদ্ধৈঃ প্রকর্ষেণ ধনাদিসিদ্ধৈঃ ঘণ্ডগুরু-চন্দনকুঙ্কুমাদিভিঃ অমায়িনো নিস্পৃহস্য ভক্তস্য তু যথালব্ধৈর্য-দৃচ্ছয়া প্রাপ্তৈর্দ্রব্যৈর্হৃদি ভাবেন ভাবনয়া চ মনসৈবোপস্থা-পিতৈর্দুর্লভৈরপি সুরভিপয়ঃ পরমান্নাদিভিরপীত্যর্থঃ ॥১৫॥

বঙ্গানুবাদ। প্রসিদ্ধ—প্রকর্ষে ধনাদিদ্বারা সিদ্ধ অর্থাৎ ঘণ্ডগুরুচন্দন কুঙ্কুমাদিদ্বারা। কিন্তু অমায়ী অর্থাৎ নিস্পৃহ ভক্তের পক্ষে যথালব্ধ অর্থাৎ যদৃচ্ছাক্রমে প্রাপ্ত দ্রব্যাদিদ্বারা হৃদয়ে ভাব বা ভাবনাদ্বারাও অর্থাৎ মনের দ্বারা উপস্থাপিত দুর্লভ সুরভির দুগ্ধে পরমান্ন প্রভৃতি দ্বারাও হয় ॥১৫॥

অনুদর্শিনী। সকাম ও নিষ্কামভেদে পূজার বিশেষত্ব বলিতেছেন। সকাম ধনী ভক্ত সাক্ষাৎভাবে উত্তম উত্তম দ্রব্যদ্বারা ভগবানের সেবা করিবেন। নিস্পৃহ নির্ধন ভক্তের মানসোপচারেও নিজ ইষ্টদেবের সেবা হয়।

মানসেনোপচারেণ পরিচর্য্য হরিং মুদা।
পরে বাঙ্মনসোঽগম্যং তং সাক্ষাৎ প্রতিপেদিরে ॥

ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ২। ৭৯

মনঃ কল্পিত উপচারদ্বারা আনন্দচিত্তে হরির পরিচর্য্যা করিয়া কোন কোন ব্যক্তি বাক্য মনের অগম্য সেই হরির সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন।

শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রেও শ্রীনারায়ণের বাক্যে মানস পূজারই মহিমা এরূপভাবে বর্ণিত আছে,—"এই যে মানস যোগ উহা জরা, ব্যাধি, ভয় হরণ করে। হে মহামতে মুনিবর, যিনি পরম ভক্তিসহকারে ও ক্রমবিধিঅনুসারে একবার মাত্রও মানস পূজা করেন, আমি তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকি।" মানস পূজা বিষয়ে ব্রহ্ম বৈবর্ত্তপুরাণে একটী উপখ্যানও আছে, যথা—

'প্রতিষ্ঠানপুরে কোন এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি দরিদ্র হইলেও নিজকে কর্ম্মবাধ্য মনে করিয়া শান্তচিত্তই ছিলেন। একদিন সেই সরলমতি ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণসভায়

অর্চ্চনমূলক বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা সমূহ শ্রবণ করিয়াছিলেন। ঐ সকল ধর্ম্ম মনের দ্বারাও অনুষ্ঠান করা যায় শুনিয়া, ব্রাহ্মণ তদবধি উহা মনে মনে আচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রত্যহ গোদাবরী-জলে স্নান এবং নিত্যকর্ম্ম সম্পাদন পূর্ব্বক শান্তচিত্ত হইয়া নির্জ্জনে আসন প্রাণায়ামাদি করিয়া স্থির হইয়া মনে মনে স্বাভিমত শ্রীহরির মূর্ত্তি সংস্থাপন করিতেন। অনন্তর নিজেই মনে মনে বসন পরিধান ও উত্তরীয়াদি ধারণ পূর্ব্বক সেই ভগবন্মন্দির মার্জ্জন ও প্রণাম করিয়া রজত ও সুবর্ণময় কলসে গঙ্গাদি সমস্ত তীর্থের জল আহরণ, নানাবিধ সেবোপকরণ আনয়ন, স্নানাদি ক্রিয়া হইতে আরম্ভ করিয়া আরাত্রিক সমাপন পর্য্যন্ত যাবতীয় অনুষ্ঠান মহারাজোপচারে সমাধান করিয়া প্রতিদিন অতিশয় সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। এইভাবে বহুকাল গত হইলে একদিন মনে মনে ঘৃতাক্ত পরমান্ন প্রস্তুত করিয়া স্বর্ণপাত্রে স্থাপনপূর্ব্বক স্বীয় মনোময়ী মূর্ত্তিকে ভোজন করাইবার নিমিত্ত উঠাইয়া ধরিলেন, কিন্তু উহা অত্যন্ত তপ্ত বলিয়া স্ফূর্ত্তি হওয়ায়, তদভ্যন্তরে স্বীয় অঙ্গুষ্ঠযুগল দগ্ধ হইয়াছে মনে করিয়া "হায়, কি দুর্দ্দৈব ঘটিল!" দুঃখিতচিত্তে এই বলিতে বলিতে সমাধিভঙ্গ হইলে, বাহিরেও অঙ্গুষ্ঠ দগ্ধীভূত হওয়ায় পীড়া অনুভব করিতে লাগিলেন। তাহা জানিয়া বৈকুণ্ঠে উপবিষ্ট শ্রীনারায়ণ হাস্য করিলে লক্ষ্মী প্রভৃতি তত্রত্য সকলেই তাঁহার হাস্যের কারণ জিজ্ঞাসা করায়, ভগবান বিমান-দ্বারা তাঁহাকে নিকটে আনয়ন এবং তদবস্থাতেই তাঁহাকে প্রদর্শন পূর্ব্বক স্বসমীপে বাসযোগ্য স্থানে নিজধামে স্থাপন করিলেন (অর্থাৎ সামীপ্যমুক্তি প্রদান করিলেন) ॥১৫॥

স্নানালঙ্করণং প্রেষ্ঠমর্চ্চায়ামেব তূদ্ধব।
স্থণ্ডিলে তত্ত্ববিন্যাসো বহ্নাবাজ্যপ্লুতং হবিঃ ॥
সূর্য্যে চাভ্যর্হণং প্রেষ্ঠং সলিলে সলিলাদিভিঃ।
শ্রদ্ধয়োপাহৃতং প্রেষ্ঠং ভক্তেন মম বার্য্যপি ॥ ১৬-১৭ ॥

অন্বয়। (অধিষ্ঠানভেদেন প্রধানোপচারমাহ) (হে) উদ্ধব, অর্চ্চায়াং (প্রতিমায়াং) তু স্নানালঙ্করণ (স্নানং অলঙ্করণঞ্চ) এব প্রেষ্ঠং (প্রিয়তমম্) স্থণ্ডিলে তত্ত্ববিন্যাসঃ (যথাস্থানমঙ্গপ্রধানদেবতানাং তত্তন্মন্ত্রৈঃ স্থাপনং প্রেষ্ঠং) বহ্নৌ আজ্যাপ্লুতং (আজ্যেন ঘৃতেন আপ্লুতং সিক্তং) হবিঃ (তিলাদিকং যজ্ঞীয়ং বস্তু প্রেষ্ঠং) সূর্য্যে চ অভ্যর্হণং (উপস্থানার্ঘ্যাদিনা পূজনং প্রেষ্ঠং) সলিলে সলিলাদিভিঃ (তর্পণাদিনা যজনং প্রেষ্ঠং) ভক্তেন শ্রদ্ধয়া উপাহৃতং (দত্তং) বারি (জলম্) অপি মম প্রেষ্ঠং (প্রিয়তমম্ ভবতি) ॥ ১৬-১৭ ॥

অনুবাদ। হে উদ্ধব, প্রতিমাদিতে স্নান ও অলঙ্কারাদি অর্পণ আমার প্রিয়তম, স্থণ্ডিলে তত্ত্ববিন্যাস, অগ্নিতে ঘৃতসিক্ত তিল ও চরু প্রভৃতি দ্রব্যের অর্পণ, সূর্য্যে অর্ঘ্যাদিদান, জলে জলাদিদ্বারা তর্পণ এবং ভক্তকর্ত্তৃক শ্রদ্ধা-সহকারে সমর্পিত জলও আমার প্রিয় হইয়া থাকে ॥১৬-১৭॥

বিশ্বনাথ। তত্ত্বানামঙ্গপ্রধানদেবতানাং বিশেষতো যথাস্থানং ন্যাসস্তত্তন্মন্ত্রৈঃ স্থাপনমাত্রং ন ত্বলঙ্করণাদিকং। আজ্যেন প্লুতং সিক্তং হবিস্তিলাদিকং যজ্ঞিয়ং বস্তু। অভ্যর্হণং অর্ঘ্যোপস্থাপনাদি। সলিলে তু সলিলাদিভিরেব যজনম্ ॥ ১৬-১৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। তত্ত্ববিন্যাস—তত্ত্ব অর্থাৎ অঙ্গ প্রধান দেবতাদিগের বিশেষভাবে যথাস্থান ন্যাস অর্থাৎ তত্তৎমন্ত্রে স্থাপন মাত্র, অলঙ্কারাদি নহে। আজ্য বা ঘৃতদ্বারা প্লুত বা সিক্ত হবিঃ বা তিলাদি যজ্ঞীয় বস্তু। অভ্যর্হণ অর্থাৎ অর্ঘ্য-উপস্থাপনাদি। কিন্তু সলিলে সলিলাদিদ্বারাই যজন ॥ ১৬-১৭ ॥

অনুদর্শিনী। অঙ্গ অর্থাৎ মুখাদি। স্থণ্ডিলে আবরণদেবতাদিগের—সেই সেই অঙ্গে "পরায় শক্তত্ত্বাত্মনে নমঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে স্থাপন মাত্র, প্রধান দেবতাদিগের অর্থাৎ জীবতত্ত্বাদির সর্ব্বশরীরাদিতে "পরায় জীবতত্ত্বাত্মনে নমঃ"—ইত্যাদি মন্ত্রে স্থাপন। অলঙ্কারাদি প্রদান করিতে হইবে না। ঘৃতসিক্ত তিলাদি যজ্ঞীয় বস্তু অগ্নিতে অর্পণ আর জলে জলদ্বারাই যজন করিতে হইবে।

আলোচ্যশ্লোকদ্বয়ের তৃতীয় পদে 'সূর্য্যে চাভ্যর্হণং' অনুরূপ পদ পদ্মপুরাণে ব্যাসাম্বরীষ সংবাদে পাওয়া যায়—

'হৃদ্যো চাভ্যর্হণং শ্রেষ্ঠং সলিলে সলিলাদিভিঃ।' এবং বৌধায়ন স্মৃতিতে দেখা যায় যে—'হবিষাগ্নৌ জলে পুষ্পৈর্ধ্যানেন হৃদয়ে হরিম্। অর্চ্চন্তি সূরয়ো নিত্যং জপেন রবিমণ্ডলে॥'

অর্ঘ্য—'আপঃ ক্ষীরং কুশাগ্রঞ্চ দধি সর্পিঃ সতণ্ডুলম্।
যব সিদ্ধার্থকশ্চৈব অষ্টাঙ্গোঽর্ঘঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥'
১৬-১৭ ॥

ভূর্য্যপ্যভক্তোপাহৃতং ন মে তোষায় কল্পতে।
গন্ধো ধূপঃ সুমনসো দীপোঽন্নাদ্যঞ্চ কিং পুনঃ ॥১৮॥

অন্বয়। অভক্তোপাহৃতম্ (অভক্তেন সংগৃহীতং ভূরি অপি (প্রচুরতরমপি বস্তু) মে (মম) তোষায় ন কল্পতে (ন ভবতি, ভক্তেন চেৎ) গন্ধঃ ধূপঃ সুমনসঃ (পুষ্পাণি) দীপঃ অন্নাদ্যং চ (প্রেষ্ঠমিতি) পুনঃ কিং (বক্তব্যং) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ। অভক্তগণ কর্ত্তৃক উপহৃত ভূরি বস্তুও আমার প্রীতিকর হয় না। অধিক কি বলি, ভক্ত গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও অন্নাদি যাহা অর্পণ করে, তাহা যে আমার অত্যন্ত প্রিয়, এ বিষয়ে আর বক্তব্য কি? ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ। সুমনসঃ পুষ্পাণি ॥ ১৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। সুমনাঃ—পুষ্প ॥ ১৮ ॥

অনুদর্শিনী। এই শ্লোকের প্রথমপাদের অনুরূপ ভাঃ ১০।৮১।৩ শ্লোকের তৃতীয় পাদ।

ভক্তের দ্রব্যে ভগবানের পরিতুষ্টি—'পরিজনানুরাগ বিরচিতশবলসংশব্দসলিল-সিতকিশলয়তুলসিকাদূর্ব্বাঙ্কুরৈরপি সংভৃতয়া সপর্য্যয়া কিল পরমতুষ্যতি।' ভাঃ ৫।৩।৫

নাভির যজ্ঞে আবির্ভূত ভগবানকে ঋত্বিকগণ বলিলেন—হে পরিপূর্ণ স্বরূপ, আপনার নিজজন অনুরাগ-ভরে বাষ্পগদ্‌গদস্তুতিবাক্য, জল, শুদ্ধপল্লব, তুলসী ও দূর্ব্বাঙ্কুরদ্বারাও সুষ্ঠুভাবে আপনার যে পূজা-সম্পাদন করেন আপনি নিশ্চয়ই সেই পূজাদ্বারা বিশেষভাবে সন্তুষ্ট হন।

শ্রীভগবান্‌ও অর্জ্জুন ও সুদামাকে বলিয়াছেন—
পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥
গী ৯।২৬, ভাঃ ১০।৮১।৪

শ্রীভগবান্ অভক্তের পূজাও গ্রহণ করেন না,—
"ন ভজতি কুমনীষাং স ইজ্যাং" ভাঃ ৪।৩১।২১

ভক্ত নারদ প্রচেতাগণকে বলিলেন—শ্রীহরি অভক্তের পূজাও গ্রহণ করেন না।

শ্রীগৌরাঙ্গদেবও দরিদ্র ভক্ত শুক্লাম্বরের ভিক্ষাঝুলি হইতে তণ্ডুল লইয়া চিবাইতে চিবাইতে বলিয়াছেন—

প্রভু বলে—"তোর খুদ্‌কণ মুঞি খাও।
অভক্তের অমৃত উলটি' নাহি চাও॥"
চৈঃ ভাঃ ম ১৬ শ অঃ ॥ ১৮ ॥

শুচিঃ সংভৃতসম্ভারঃ প্রাগ্‌দর্ভৈঃ কল্পিতাসনঃ।
আসীনঃ প্রাগুদগ্বার্চ্চেদর্চ্চায়ামথ সম্মুখঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়। (এবমধিকারাদিব্যবস্থামুক্ত্বা ইদানীং পূজা-প্রকারমাহ) শুচিঃ সম্ভৃতসম্ভারঃ (সম্ভৃতাঃ সম্ভারাঃ পূজাসাধনানি যেন সঃ) প্রাগ্‌দর্ভৈঃ কল্পিতাসনঃ (কল্পিতং আসনং যেন সঃ) প্রাক্ (প্রাঙ্মুখঃ) উদক্ (উদঙ্মুখো) বা অথ অর্চ্চায়াং তু (স্থিরায়াং) সম্মুখঃ (অর্চ্চাভিমুখঃ) আসীনঃ (উপবিষ্টঃ সন্) অর্চ্চেৎ ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ। শুচি পুরুষ পূজার উপকরণ সমূহ আহরণ পূর্ব্বক পূর্ব্বাগ্রকুশ দ্বারা আসন কল্পনা করিয়া পূর্ব্বমুখ ও উত্তরমুখ কিন্তু স্থিরপ্রতিমায় পূজাকালে তদভি-মুখে উপবিষ্ট হইয়া পূজা করিবেন ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ। ইদানীং পূজাপ্রকারমাহ,—শুচিরিতি। প্রাগুদগ্বা প্রাঙ্মুখো বা অর্চ্চায়ামচলায়াং তু সম্মুখঃ অর্চ্চাভিমুখঃ ॥ ১৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। এক্ষণে পূজার প্রকার বলিতেছেন। প্রাক্-প্রাঙ্মুখ, উদক্-উদঙ্মুখ। অর্চ্চা অচলা হইলে তাহার সম্মুখ, অর্চ্চাভিমুখ ॥ ১৯ ॥

অনুদর্শিনী। প্রাঙ্মুখ—পূর্ব্বমুখ, উদঙ্মুখ—উত্তরমুখ এবং অচলা প্রতিমার তদভিমুখ। 'শুচিঃ সম্মুখমাসীনঃ'—ভাঃ ১১।৩।৪৯ শ্লোঃ দ্রষ্টব্য ॥ ১৯ ॥

কৃতন্যাসঃ কৃতন্যাসাং মদর্চ্চাং পাণিনামৃজেৎ।
কলশং প্রোক্ষণীয়ঞ্চ যথাবদুপসাধয়েৎ ॥ ২০ ॥

অন্বয়। (অনন্তরং গুর্ব্বাদিনমস্কারপূর্ব্বকং যথোপদেশং স্বস্মিন্) কৃতন্যাসঃ (কৃতো মূলমন্ত্রন্যাসো যেন সঃ) কৃতন্যাসাং (কৃতো ন্যাসো যস্যাং তাং) মদর্চ্চাং (মম অর্চ্চাং) পাণিনা আমৃজেৎ (নির্ম্মাল্যাদ্যপকর্ষণাদিনা শোধয়েৎ) প্রোক্ষনীয়ং (প্রোক্ষণার্থমুদকপাত্রং) কলশং (পূর্ণকুম্ভং) চ যথাবৎ (যথারীতি) উপসাধয়েৎ (চন্দনপুষ্পাদিভিঃ সংস্কুর্য্যাৎ) ॥২০॥

অনুবাদ। পরে গুর্ব্বাদি নমস্কার পূর্ব্বক তদাদেশে আত্মমধ্যে ও প্রতিমায় ন্যাসক্রিয়া সম্পাদন পূর্ব্বক হস্তদ্বারা মদীয় প্রতিমার নির্ম্মাল্যাদি অপসারণ করিবেন ও প্রোক্ষণার্থ জলপূর্ণকুম্ভ যথারীতি চন্দনপুষ্পাদি দ্বারা সংশোধিত করিবেন ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ। ততশ্চ গুর্ব্বাদিনমস্কারপূর্ব্বকং যথোপদেশং স্বস্মিন্ কৃতন্যাসঃ। কৃতো মূলমন্ত্রেণ ন্যাসো যস্যাং তাং। মমার্চ্চাং আমৃজেৎ নির্ম্মাল্যাদিদূরীকরণেন শোধয়েৎ। প্রোক্ষণীয়ং প্রোক্ষণীয়োদকপাত্রং উপসাধয়েৎ পুষ্পাদিভিঃ সংস্কুর্য্যাৎ ॥ ২০ ॥

বঙ্গানুবাদ। তাহার পর গুরু প্রভৃতিকে নমস্কার করিয়া যথোপদেশ আপনাতে কৃতন্যাস—যাহাতে মূলমন্ত্রদ্বারা ন্যাস করা হইয়াছে এইরূপ আমার অর্চ্চা বা প্রতিমাকে আমার্জ্জিত বা নির্ম্মাল্যাদি দূরীকরণ দ্বারা শোধিত করা উচিত। প্রোক্ষণীয়—প্রোক্ষণার্থ উদকপাত্র উপসাধন করিবে—পুষ্পাদিদ্বারা সংস্কার করিবে ॥২০ ॥

অনুদর্শিনী। 'হৃদাদিভিঃ কৃতন্যাসো মূলমন্ত্রেণ চার্চ্চয়েৎ'—ভাঃ ১১।৩।৫১ শ্লোঃ দ্রষ্টব্য।

পূজক মূলমন্ত্রন্যাসে নিজেকে সংশোধন করিবেন। মূলমন্ত্র—'ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়'—এই দ্বাদশাক্ষরাত্মক মন্ত্র অথবা স্ব স্ব গুরূপদিষ্ট মন্ত্র।

ন্যাস শব্দে হৃদয়াদিতে প্রণবসম্পুটিত 'ওঁ বিষ্ণবে নমঃ'—এই মন্ত্রের এক এক অক্ষরের ন্যাস বুঝিতে হইবে। নারায়ণ কবচে উক্ত আছে—

ন্যাসেদ্ধৃদয় ওঁকারং বিকারমনু মূর্দ্ধনি।
ষকারং তু ভ্রুবোর্মধ্যে ণ কারং শিখয়া দিশেৎ ॥
বেকারং নেত্রয়োর্যুঞ্জ্যান্নকারং সর্ব্বসন্ধিষু।
মকারমস্ত্রমুদ্দিশ্য মন্ত্রমূর্ত্তির্ভবেদ্ বুধঃ।
সবিসর্গং ফডন্তং তৎ সর্ব্বদিক্ষু বিনির্দিশেৎ ॥

ভক্তগণের ভূতশুদ্ধ্যাদি করা অনুচিত। সেই স্থলে নিজাভিলষিত ভগবৎসেবোপযোগী তৎপার্ষদ দেহভাবনা-পর্য্যন্তই সেবক তৎসেবক পুরুষার্থিগণ কর্ত্তৃক কর্ত্তব্য। নিজ আনুকূল্যের জন্য নিজাভীষ্টরূপম্বের চিন্তাবিহিত হইয়াছে। পার্ষদবিগ্রহত্ব ভাবনায় অহংগ্রহোপাসনা হওয়ায় শুদ্ধভক্তগণের দ্বেষের কারণ। পার্ষদগণের ভগবচ্ছিৎশক্তিবৃত্তি শুদ্ধাংশবিগ্রহত্ব। —শ্রীজীব ॥ ২০ ॥

তদদ্ভির্দেবযজনং দ্রব্যাণ্যাত্মানমেব চ।
প্রোক্ষ্য পাত্রাণি ত্রীণ্যদ্ভিস্তৈস্তৈর্দ্রব্যৈশ্চ সাধয়েৎ ॥২১॥

অন্বয়। তদদ্ভিঃ (প্রোক্ষণীয়াদ্ভিঃ) দেবযজনং (দেবপূজাস্থানং) দ্রব্যাণি আত্মানং (স্বদেহম্) এব চ প্রোক্ষ্য (অভিষিচ্য পাদ্যাদ্যর্থং) ত্রীণি পাত্রাণি (কলসোদকৈঃ পূরিতানি) তৈঃ তৈঃ দ্রব্যৈঃ চ (গন্ধপুষ্পাদিভিঃ) সাধয়েৎ (কল্পয়েৎ) ॥২১॥

অনুবাদ। প্রোক্ষণার্থ সংস্থাপিত সেই জলদ্বারা পূজার স্থান, পূজার দ্রব্য সকল ও নিজ দেহকে প্রোক্ষিত করিয়া পাদ্যাদির জন্য তিনটী জলপূর্ণ কলসকে গন্ধপুষ্পাদিদ্বারা সজ্জিত করিবেন ॥২১॥

বিশ্বনাথ। তদদ্ভিঃ প্রোক্ষণীয়াভিরদ্ভির্দেবযজনং দেবপূজাস্থানং তৈস্তৈর্দ্রব্যৈরিতি। "পাদ্যং শ্যামাকদূর্ব্বাজবিষ্ণুক্রান্তাভিরিষ্যতে। গন্ধপুষ্পাক্ষতযবকুশাগ্রতিলসর্ষপাঃ। দূর্ব্বা চেতি ক্রমাদর্ঘ্যদ্রব্যাষ্টকমুদীরিতম্। জাতীলবঙ্গকক্কোলৈর্মতমাচমনীয়কম্" ইতি ॥ ২১॥

বঙ্গানুবাদ। সেই প্রোক্ষণীয় জলদ্বারা দেবযজন দেবপূজাস্থান সেই সেই দ্রব্যদ্বারা। শ্যামাক, দূর্ব্বা, অব্জদ্বারা অপরাজিতা পাদ্য ঈপ্সিত। গন্ধ, পুষ্প, অক্ষত, যব, কুশাগ্র, তিল, সর্ষপ, দূর্ব্বা এই আটটীকে অর্ঘ্যদ্রব্য বলা হয়। জাতী, লবঙ্গ কক্কোলদ্বারা আচমনীয় ॥ ২১॥

অনুদর্শিনী। পাদ্য—শ্যামাক, দূর্ব্বা, পদ্ম ও অপরাজিতা।

অর্ঘ্য—গন্ধ, পুষ্প, আতপতণ্ডুল, যব, কুশাগ্র, তিল, সর্ষপ ও দূর্ব্বা।

আচমনীয়—জাতী, লবঙ্গ ও কক্কোল (গন্ধদ্রব্য-বিশেষ) ॥২১॥

পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়ার্থং ত্রীণি পাত্রাণি দেশিকঃ।
হৃদা শীর্ষ্ণাথ শিখয়া গায়ত্র্যা চাভিমন্ত্রয়েৎ ॥ ২২॥

অন্বয়। দেশিকঃ (পূজকঃ) পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়ার্থং (তানি) ত্রীণি পাত্রাণি (যথাক্রমং) হৃদা শীর্ষ্ণা অথ শিখয়া (হৃদয়াদিমন্ত্রৈস্তথা) গায়ত্র্যা চ অভিমন্ত্রয়েৎ (মন্ত্রসংস্কৃতানি কুর্য্যাৎ) ॥ ২২॥

অনুবাদ। পূজক পাদ্য অর্ঘ্য ও আচমনীয়ের নিমিত্ত সংস্থাপিত পাত্রত্রয়কে যথাক্রমে হৃদয়, মস্তক ও শিখামন্ত্রে এবং গায়ত্রীদ্বারা সংস্কৃত করিবেন ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ। তানি চ ত্রীণি। দেশিকঃ পূজকঃ। ক্রমেণ হৃদয়াদিমন্ত্রৈঃ গায়ত্র্যা চ ॥ ২২ ॥

বঙ্গানুবাদ। সেই তিনটী দেশিক অর্থাৎ পূজক হৃদয়াদিমন্ত্র ও গায়ত্রীদ্বারা ॥ ২২ ॥

অনুদর্শিনী। "হৃদয়ায় নমঃ" "শিরসে স্বাহা" এবং 'শিখায়ৈ বষট্' এই হৃদয়-মস্তক ও শিখামন্ত্র ও গায়ত্রী-দ্বারা তিনটি পাত্রই অভিমন্ত্রিত করিবেন ॥২২॥

পিণ্ডে বায়্বগ্নিসংশুদ্ধে হৃৎপদ্মস্থাং পরাং মম।
অণ্বীং জীবকলাং ধ্যায়েন্নাদান্তে সিদ্ধভাবিতাম্ ॥২৩॥

অন্বয়। (তদনন্তরং) পিণ্ডে (দেহে) বায়্বগ্নি-সংশুদ্ধে (কোষ্ঠগতেন বায়ুনা শোষিতে আধারগতেনাগ্নিনা দগ্ধে পুনর্ললাটস্থচন্দ্রমণ্ডলামৃতপ্লাবনেনামৃতময়ে জাতে তস্মিন্) নাদান্তে (প্রণবস্য অকার-উকার-মকার-বিন্দু-নাদাঃ পঞ্চাংশাঃ তত্র) সিদ্ধভাবিতাং (সিদ্ধৈর্ধ্যাতাং) হৃৎপদ্মস্থাং অণ্বীং (সূক্ষ্মাং) মম পরাং (শ্রেষ্ঠাং) জীবকলাং (শ্রীনারায়ণমূর্ত্তিং) ধ্যায়েৎ (চিন্তয়েৎ) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ। অনন্তর দেহকে কোষ্ঠগত বায়ুদ্বারা শোষিত, আধারগত অগ্নিদ্বারা দগ্ধ এবং ললাটস্থিত চন্দ্রমণ্ডলের অমৃতপ্লাবনদ্বারা পুনরায় অমৃতময় করিয়া নাদমধ্যে সিদ্ধগণ কর্ত্তৃক চিন্তিতা হৃদয়কমলে অবস্থিতা সূক্ষ্মাকৃতি মদীয় শ্রেষ্ঠা শ্রীনারায়ণ মূর্ত্তির চিন্তা করিবেন ॥২৩॥

বিশ্বনাথ। ততশ্চ পিণ্ডে দেহে বায়্বগ্নিসংশুদ্ধে ইতি কোষ্ঠগতেন বায়ুনা শোষিতে আধারগতেনাগ্নিনা দগ্ধে পুনর্ললাটস্থ চন্দ্রমণ্ডলামৃতপ্লাবনেনামৃতময়ে জাতে তস্মিন্ হৃৎপদ্মস্থাং পরাং শ্রেষ্ঠাং জীবকলাং জীবঃ কলা যস্যাস্তাং শ্রীনারায়ণমূর্ত্তিং ধ্যায়েৎ। নাদান্তে ইতি প্রণবস্যাকারোকারমকারবিন্দুনাদাঃ পঞ্চাংশাস্তত্র নাদান্তে সিদ্ধৈর্ধ্যাতাম্। তথাচ শ্রুতিঃ 'যো বেদাদৌ স্বরঃ প্রোক্তো বেদান্তে চ প্রতিষ্ঠিতঃ' ইতি ॥ ২৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। তাহার পর পিণ্ডে—দেহে, বায়ু-অগ্নি-সংশুদ্ধ-কোষ্ঠগত বায়ুদ্বারা শোষিত, আধারগত অগ্নি-দ্বারা দগ্ধ পুনরায় ললাটস্থ চন্দ্রমণ্ডলের অমৃত প্লাবনদ্বারা অমৃতময় সেই দেহে, হৃৎপদ্মস্থা পরা-শ্রেষ্ঠা জীবকলা-যাহাতে জীবকলামাত্র সেই শ্রীনারায়ণমূর্ত্তি ধ্যান করিবে। নাদান্তে—প্রণবের অকার মকার বিন্দুনাদ পঞ্চাংশ নাদান্তে সিদ্ধগণ কর্ত্তৃক ধ্যাত। শ্রুতি—'বেদের আদিতে যে স্বর প্রাপ্ত, বেদের অন্তে তাহা প্রতিষ্ঠিত" ॥ ২৩ ॥

অনুদর্শিনী। ভূতশুদ্ধি প্রকার বলিতেছেন—প্রাণায়ামানুষ্ঠানে প্রথমে বামনাসাপুটে দেহগত বায়ু গ্রহণ করিয়া নাভিমণ্ডলে লইতে হইবে। পরে কুম্ভক করিয়া যে বায়ু উত্থাপিত হইবে তদ্দ্বারা শোষিত হইলে পরে মূলাধারগত বায়ুর মত উত্থাপক বায়ু দক্ষিণনাসাপুটে মূলাধারে লইয়া কুম্ভক করিয়া যে অগ্নি উত্থাপিত হইবে, তদ্দ্বারা দগ্ধ হইলে পুনরায় বামনাসাপুটে ললাটস্থ চন্দ্রের প্রতি লইয়া কুম্ভক করিয়া চন্দ্রমণ্ডলস্থ যে অমৃত উত্থাপিত হইবে, তদ্দ্বারা প্লাবিত হইয়া অমৃতময় হইলে, সেই পূজার উপযোগী দেহে নারায়ণমূর্ত্তি ধ্যান করিতে হইবে।

শ্রুতি বলেন—বেদের আদি ও অন্তে অর্থাৎ প্রথমে

ওঁ কারের উচ্চারণ করিয়া বেদের উচ্চারণ করিতে হয় এবং বেদের উচ্চারণের শেষে ওঁকার উচ্চারণ করিতে হয়।

'পিণ্ডং বিশুদ্ধ্য'—ভাঃ ১১।৩।৪৯ শ্লোঃ দ্রষ্টব্য ॥২৩॥

তয়াত্মভূতয়া পিণ্ডে ব্যাপ্তে সংপূজ্য তন্ময়ঃ।
আবাহ্যার্চ্চাদিষু স্থাপ্য ন্যস্তাঙ্গং মাং প্রপূজয়েৎ ॥২৪॥

অন্বয়। আত্মভূতয়া (স্বেনৈব ভাবেন চিন্তিতয়া) তয়া (মূর্ত্ত্যা) পিণ্ডে ব্যাপ্তে (পিণ্ডে দেহে দীপেন প্রভয়া গৃহ ইব ব্যাপ্তে সতি তস্মিন্নেবাদৌ) সম্পূজ্য (মানসৈরূপ-চারৈঃ পূজয়িত্বা) তন্ময়ঃ (সন্) অর্চ্চাদিষু আবাহ্য স্থাপ্য (স্থাপনমুদ্রয়া স্থাপয়িত্বা) ন্যস্তাঙ্গং মাং (কৃতাঙ্গন্যাসম্ মাং) প্রপূজয়েৎ ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ। আত্মরূপে চিন্তিতা উক্ত মূর্ত্তিদ্বারা দেহ ব্যাপ্ত হইলে, তাহাতে মানসোপচারে পূজা করিয়া তন্ময়-ভাবে প্রতিমাদিতে আবাহন ও স্থাপন পূর্ব্বক মদীয় অঙ্গে ন্যাসক্রিয়া সমাপন করিয়া পূজা করিবেন ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ। তয়া ভগবন্মূর্ত্ত্যা আত্মভূতয়া পরমাত্ম-স্বরূপয়া স্বপ্রভাভিঃ পিণ্ডে দেহে দীপেন স্বপ্রভাভির্গেহে ইব ব্যাপ্তে সতি প্রথমং সংপূজ্য মানসৈরুপচারৈরভ্যর্চ্য তন্ময়ঃ সন্নর্চ্চাদিষু আবাহ্য স্থাপয়িত্বা ন্যস্তাঙ্গং মাং মদঙ্গে ন্যাসান্ কৃত্বেত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। আত্মভূতা—পরমাত্মস্বরূপ সেই ভগবন্মূর্ত্তি স্বপ্রভাদ্বারা পিণ্ড অর্থাৎ দেহে দীপ যেমন স্ব-প্রভাদ্বারা গৃহে ব্যাপ্ত হয় সেইরূপ ব্যাপ্ত হইলে প্রথমে সংপূজা অর্থাৎ মানস-উপচারসমূহে অভ্যর্চ্চন করিয়া তন্ময় হইয়া অর্চ্চনাদিতে আহ্বান করিয়া ও স্থাপন করিয়া ন্যস্তাঙ্গ আমাকে অর্থাৎ আমার ন্যাসক্রিয়া করিয়া, এই অর্থ ॥২৪॥

অনুদর্শিনী। 'আত্মানং তন্ময়ং ধ্যায়ন্ মূর্ত্তিং সং-পূজয়েদ্ধরেঃ'—ভাঃ ১১।৩।৫৪ শ্লোকের প্রথম পাদে শ্রীমূর্ত্তির ধ্যাতাকে কথিত শ্লোকের ন্যায় 'তন্ময়' হইয়া ধ্যান করিতে বলা হইয়াছে। কিন্তু তথায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ টীকায় বলিয়াছেন—তন্ময় শব্দে নিজকে ভগবদাকার ভাবিলে অহংগ্রহোপাসনা হয়।—উহা ভক্তিমার্গের বিরুদ্ধ তাহা-হইলে এস্থলে দ্রষ্টব্য এই যে—'তন্ময়' শব্দের অর্থ—'তদাবিষ্ট' যেমন স্ত্রীময়োঽয়ং জাল্মঃ। জীব—ভগবানের অংশ, ভগবান্—অংশী ও ব্যাপক। সুতরাং তদাসক্ত-বৃত্তিকহেতু 'কামুকগণ কামিনীময়'—এই ন্যায়ে তদাবিষ্ট-হেতু নিজস্বরূপসহ অভেদভাবে চিন্তিত। অন্য প্রকার ব্যাখ্যাকারী যদি বলেন যে, ঈশ্বরে ও জীবে নিত্যভেদ নাই, উহা তাৎকালিক ঔপাধিকমাত্র। তদুত্তরে এই বলা যায় যে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমুখে এই শ্লোকে ধ্যাতৃ-ধেয় ভাবের ও পূজ্য-পূজকভাবের কথা বলায় ঈশ্বরে ও জীবে নিত্যভেদই প্রমাণিত, ব্যাখ্যান্তর উপেক্ষিত।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদও 'পুত্রেতিতন্ময়তয়া'—ভাঃ ১।২।২ শ্লোকের টীকায় বলেন—যো হি যস্মিন্নাসজ্জতি স তন্ময় উচ্যতে। যথা স্ত্রীময়ঃ কামুক ইতি। শাস্ত্রেও দেখা যায়, বিষ্ণোর্ভূত্যোঽহমিত্যেব সদা স্যাদ্ভগবন্ময়ঃ। নৈবাহং বিষ্ণুরস্মীতি বিষ্ণুঃ সর্ব্বেশ্বরো হ্যজঃ ॥ ২৪ ॥

পাদ্যোপস্পর্শার্হণাদীনুপচারান্ প্রকল্পয়েৎ।
ধর্ম্মাদিভিশ্চ নবভিঃ কল্পয়িত্বাসনং মম ॥
পদ্মমষ্টদলং তত্র কর্ণিকাকেসরোজ্জ্বলম্।
উভাভ্যাং বেদতন্ত্রাভ্যাং মহ্যং তূভয়সিদ্ধয়ে ॥২৫-২৬॥

অন্বয়। (কথং পূজয়েত্তদাহ) ধর্ম্মাদিভিঃ (ধর্ম্ম-জ্ঞানাদিভিঃ) নবভিঃ চ (শক্তিভিঃ) মম আসনং কল্পয়িত্বা তত্র (আসনে চ) কর্ণিকাকেসরোজ্জ্বলং (কর্ণিকয়া কেসরৈস্তত্রস্থসূর্য্যাদিমণ্ডলৈশ্চোজ্জ্বলমিত্যর্থঃ) অষ্টদলং পদ্মং (চ কল্পয়িত্বা) উভয়সিদ্ধয়ে (বেদতন্ত্রোক্তভুক্তিমুক্তি-প্রাপ্তয়ে) তু উভাভ্যাং বেদতন্ত্রাভ্যাং মহ্যং পাদ্যোপস্পর্শার্হ-ণাদীন্ (পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়াদীন্) উপচারান্ প্রকল্পয়েৎ ॥ ২৫-২৬ ॥

অনুবাদ। ধর্ম্মজ্ঞানাদি ও নববিধশক্তিদ্বারা আমার আসন কল্পনা করিয়া তথায় কর্ণিকা কেসরদ্বারা সমুজ্জ্বল অষ্টদল পদ্ম কল্পনা করিবেন, এবং ভোগমোক্ষ সিদ্ধির জন্য বেদোক্ত ও তন্ত্রোক্ত বিবিধ মন্ত্রদ্বারা পাদ্য, অর্ঘ্য ও আচমনীয়াদি উপচার অর্পণ করিবেন ॥ ২৫-২৬ ॥

বিশ্বনাথ। উপস্পর্শ আচমনং অর্হণমর্ঘ্যং প্রকল্পয়েৎ সমর্পয়েৎ। কিং কৃত্বা ধর্মাদিভিরাগ্নেয়াদিকোণেষু ধর্মজ্ঞানবৈরাগ্যৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ব্বাদিদিক্ষু তথৈবাধর্ম্মাদ্যৈশ্চ তন্মধ্যে নবভিঃ শক্তিভির্বিমলাদ্যাভিশ্চ মমাসনং যোগপীঠং তত্রাষ্টদলং পদ্মঞ্চ কল্পয়িত্বা বেদ-তন্ত্রাভ্যাং বেদোক্তেন তন্ত্রোক্তেন চ প্রকারেণ উভয়সিদ্ধয়ে ভুক্তিমুক্তিপ্রাপ্তয়ে মহ্যমুপচারান্ দদ্যাৎ ॥ ২৫-২৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। উপস্পর্শ—আচমন, অর্হণ—অর্ঘ্য, প্রকল্প বা সমর্পণ করিবে। কি করিয়া? ধর্মাদিদ্বারা অগ্নি প্রভৃতি কোণে, ধর্মজ্ঞানবৈরাগ্য-ঐশ্বর্য্যদ্বারা পূর্ব্বাদি দিকে সেইরূপই আবার অধর্ম্মাদিদ্বারা তন্মধ্যে নবশক্তি বিমলাদিদ্বারা আমার আসন যোগপীঠ, তাহাতে অষ্টদল পদ্ম কল্পন করিয়া বেদতন্ত্র অর্থাৎ বেদোক্ত ও তন্ত্রোক্ত প্রকারে উভয়সিদ্ধি অর্থাৎ ভুক্তিমুক্তিপ্রাপ্তিনিমিত্ত আমাকে উপচার প্রদান করিবে ॥২৫-২৬॥

অনুদর্শিনী। আসন কল্পনার নির্দ্দেশ করিতেছেন—ধর্ম্ম জ্ঞান-বৈরাগ্য-ঐশ্বর্য্য—পর্য্যঙ্কাসনে আগ্নেয়াদি কোণে পাদসমূহ। অধর্ম্ম-অজ্ঞান-অবৈরাগ্য-অনৈশ্বর্য্য—পূর্ব্বাদি চারিদিকের গাত্রসমূহ। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—ত্রিগুণ, পট্টিকা। বিমলা, উৎকর্ষিণী, জ্ঞানা, ক্রিয়া, যোগা, প্রহ্বী, সত্যা, ঈশানা ও অনুগ্রহা—নববিধা শক্তি পূর্ব্বাদিক্রমে দিক্‌সমূহে এবং মধ্যে অবস্থিত। এবং কর্ণিকার কেসরস্থিত সূর্য্যমণ্ডলদ্বারা সমুজ্জ্বল।

ধর্মাদি চারিশক্তি—

ধর্ম্মজ্ঞানবলৈশ্বর্য্যবৈরাগৈঃ পাদবিগ্রহৈঃ।
ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বাণরূপৈর্নিত্যং কৃতং ক্রমাৎ ॥ পাদ্মে,

এতৎপ্রসঙ্গে 'অধ্যর্হণীয়াসনমাস্থিতং পরম্' ভাঃ ২।৯।১৬ শ্লোঃ দ্রষ্টব্য ॥ ২৫-২৬ ॥

সুদর্শনং পাঞ্চজন্যং গদাসীষুধনুর্হলান্।
মুষলং কৌস্তুভং মালাং শ্রীবৎসঞ্চানুপূজয়েৎ ॥২৭॥

অন্বয়। (আয়ুধাদিপূজামাহ) সুদর্শনং পাঞ্চজন্যং (শঙ্খং) (গদাসীষুধনুর্হলান্ (গদা চ অসিশ্চ, ইষুশ্চ, ধনুশ্চ হলঞ্চ এতান্) মুষলং কৌস্তুভং মালাং শ্রীবৎসং চ অনুপূজয়েৎ (ক্রমেণ পূজয়েৎ) ॥২৭॥

অনুবাদ। আমার পূজার পর সুদর্শন, পাঞ্চজন্য, গদা, অসি, বাণ, ধনুঃ, হল, মুষল, কৌস্তুভ মালা এবং শ্রীবৎসের, পূজা করিবে ॥২৭॥

বিশ্বনাথ। সুদর্শনাদিমুষলান্তায়ুধানি অষ্টদিক্ষু কৌস্তুভমালা-শ্রীবৎসানুরসি পূজয়েৎ ॥২৭॥

বঙ্গানুবাদ। সুদর্শন হইতে মুষল পর্য্যন্ত অস্ত্রগুলি আটদিকে, আর বক্ষে কৌস্তুভ মালা, শ্রীবৎসকে পূজা করিবে ॥২৭॥

অনুদর্শিনী। (১) সুদর্শন (২) পাঞ্চজন্য, (৩) গদা, (৪) অসি, (৫) বাণ, (৬) ধনু, (৭) হল ও (৮) মুষল—আটদিকে; বক্ষে কৌস্তুভ-মালা এবং শ্রীবৎস,বক্ষের দক্ষিণভাগে রোমাবলীর দক্ষিণাবর্ত্ত-ভৃগুলাঞ্ছনসংজ্ঞক শ্রী—বক্ষের বামভাগে রোমসমূহের আবর্ত্ত) কে পূজা করিবে।

সুদর্শনাদির পরিচয়—

সুদর্শনং চক্রমসহ্যতেজো
ধনুশ্চ শার্ঙ্গং স্তনয়িত্নুঘোষম্ ॥
পর্জ্জন্যঘোষো জলজঃ পাঞ্চজন্যঃ
কৌমোদকী বিষ্ণুগদা তরস্বিনী।
বিদ্যাধরোঽসিঃ শতচন্দ্রযুক্ত-
স্তূণোত্তমাবক্ষয়সায়কৌ চ ॥ ভাঃ ৮।২০।৩০-৩১

অর্থাৎ সুদর্শন চক্র অসহ্যবেগসম্পন্ন, মেঘতুল্য শব্দশালী শার্ঙ্গনামক ধনু। মেঘবৎ গভীরনাদযুক্ত পাঞ্চজন্য শঙ্খ, অতিবেগবতী কৌমোদকীগদা, শতচন্দ্রাকৃতিফলকযুক্ত বিদ্যাধর-নামক অসি, এবং অক্ষয়সায়ক-নামক শ্রেষ্ঠ তূণ-যুগল—

শ্রীহরিবংশেও দেখা যায়—

হলং সম্বর্ত্তকং নাম সৌনন্দং মুষলস্তথা।
ধনুষাং প্রবরং শার্ঙ্গং গদাং কৌমোদকীং তথা ॥২৭॥

নন্দং সুনন্দং গরুড়ং প্রচণ্ডং চণ্ডমেবচ।
মহাবলং বলঞ্চৈব কুমুদং কুমুদেক্ষণম্ ॥২৮॥

অন্বয়। নন্দং সুনন্দং প্রচণ্ডং চণ্ডম এব চ মহাবলং বলং চ এব কুমুদং কুমুদেক্ষণম্ (নন্দাদীন্ পার্ষদান্ অষ্টদিক্ষু পুরতঃ) গরুড়ং (পূজয়েৎ) ॥২৮॥

অনুবাদ। অনন্তর অষ্টদিকে নন্দ, সুনন্দ, প্রচণ্ড, চণ্ড, মহাবল, বল, কুমুদ ও কুমুদেক্ষণ—এই অষ্টপার্ষদ এবং সম্মুখে গরুড়ের পূজা করিবে ॥২৮॥

দুর্গাং বিনায়কং ব্যাসং বিষ্বক্‌সেনং গুরূন্ সুরান্।
স্বে স্বে স্থানে ত্বভিমুখান্ পূজয়েৎ প্রোক্ষণাদিভিঃ ॥২৯॥

অন্বয়। দুর্গাং বিনায়কং ব্যাসং বিষ্বক্‌সেনং (এতাঃ দেবতাঃ কোণেষু, বামতঃ) গুরূন্ সুরান্ (ইন্দ্রাদিলোকপালান্ পূর্ব্বাদিদিক্ষু) স্বে স্বে স্থানে (স্থিতান্ দেবস্য) অভিমুখান্ (এতান্) প্রোক্ষণাদিভিঃ (অর্ঘ্যাদিভিঃ) পূজয়েৎ ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ। কোণ চতুষ্টয়ে দুর্গা, বিনায়ক, বেদব্যাস ও বিষ্বক্‌সেন, বামভাগে গুরুগণ এবং পূর্ব্বাদি দিক্ সকলে ইন্দ্রাদিলোকপালগণের পূজা করিবেন। ইঁহারা সকলেই স্ব স্ব স্থানে স্থিত ও ইষ্টদেবতার অভিমুখে আছেন এই প্রকার চিন্তা করিতে হইবে ॥ ২৯ ॥

অনুদর্শিনী। ভগবান্ শ্রীনারায়ণের পীঠাবরণ দেবতা গণেশদুর্গাদি বিষ্বক্‌সেনাদির ন্যায় নিত্য বৈকুণ্ঠবাসী। ইঁহাদের পূজা শ্রীনারায়ণের অর্চ্চনকালে অবশ্য কর্ত্তব্য। এই গণেশ দুর্গাদি মায়াশক্ত্যাত্মক দেবীধামের অর্থ ও কাম (সিদ্ধি) দাতা গণেশ ও দুর্গা নহেন—'যে তু তত্র শ্রীভগবৎপীঠাবরণপূজায়াং গণেশ দুর্গাদ্যা বর্ত্তন্তে তে হি বিষ্বক্‌সেনাদিবৎ ভগবতো নিত্যবৈকুণ্ঠসেবকাঃ। ততশ্চ তে গণেশ দুর্গাদ্যা বৈৎপরে মায়াশক্ত্যাত্মকা গণেশ-দুর্গাদ্যাস্তে তু ন ভবন্তি'। —নাঃ পঃ রাঃ

চন্দনোশীরকর্পূর-কুঙ্কুমাগুরুবাসিতৈঃ।
সলিলৈঃ স্নাপয়েন্মন্ত্রৈর্নিত্যদা বিভবে সতি ॥
স্বর্ণঘর্ম্মানুবাকেন মহাপুরুষবিদ্যয়া।
পৌরুষেণাপি সূক্তেন সামভী রাজনাদিভিঃ ॥৩০-৩১॥

অন্বয়। বিভবে (সম্পদি) সতি স্বর্ণঘর্ম্মানুবাকেন সুবর্ণং ঘর্ম্মং পরিবেদনমিত্যাদিনা তথা) মহাপুরুষবিদ্যয়া (জিতন্তে পুণ্ডরীকাক্ষেত্যাদ্যয়া) পৌরুষেণ সূক্তেন (সহস্রশীর্ষেত্যাদি পুরুষসূক্তেন তথা) রাজনাদিভিঃ (ইন্দ্রং নরো নে নেমধিতাহবন্ত ইত্যস্যামৃচি গীতৈঃ সামভিঃ (মন্ত্রৈঃ) অপি চন্দনোশীরকর্পূরকুঙ্কুমাগুরুবাসিতৈঃ (চন্দনম্ উশীরং বীরণমূলং কর্পূরং কুঙ্কুমম্ অগুরু এভির্বাসিতৈঃ) সলিলৈঃ নিত্যদা (প্রতিদিনং) স্নাপয়েৎ ॥ ৩০-৩১ ॥

অনুবাদ। অর্থ-সামর্থ্য থাকিলে স্বর্ণঘর্ম্মাদিমন্ত্র, মহাপুরুষ-বিদ্যা, পুরুষ-সূক্তবাক্য এবং রাজন প্রভৃতি সামমন্ত্রে চন্দন, বীরণমূল, কর্পূর, কুঙ্কুম এবং অগুরু-সুবাসিত জলে প্রতিদিন স্নান করাইবে ॥ ৩০-৩১ ॥

বিশ্বনাথ। স্বে স্বে স্থানে ন ত্বভিমুখানিতি নন্দাদীন্ পার্ষদান্ অষ্টদিক্ষু গরুড়ং পুরতঃ দুর্গাদীন্ কোণেষু গুরূন্ বামতঃ সুরানিন্দ্রাদিলোকপালান্ পূর্ব্বাদিদিক্ষু। প্রোক্ষণাদিভিঃ প্রোক্ষণপূর্ব্বকার্ঘ্যাদিভিঃ। কেন মন্ত্রেণ পূজয়েত্তত্রাহ—স্বর্ণঘর্ম্মানুবাকেন। স্বর্ণং ঘর্ম্মং পরিবেদনমিত্যাদিনা মহাপুরুষবিদ্যয়া জিতন্তে পুণ্ডরীকাক্ষ নমস্তে বিশ্বভাবনেত্যাদিকয়া পৌরুষেণ সূক্তেন সহস্রশীর্ষেত্যাদিনা সামভিঃ রাজনাদিভিঃ। ইন্দ্রং নরো নেমধিতা ইত্যস্যামৃচিঃ গীতৈঃ আদিশব্দেন রৌহিণ্যাদ্যৈঃ ॥ ২৮—৩১ ॥

বঙ্গানুবাদ। স্ব স্ব স্থানে কিন্তু অভিমুখ নয়,—নন্দ প্রভৃতি পার্ষদগণকে আটটিদিকে, গরুড়কে সম্মুখে, দুর্গাদিকে কোণগুলিতে, গুরুগণকে বামদিকে, সুর অর্থাৎ ইন্দ্রাদিলোকপালগণকে পূর্ব্বাদিদিকে—প্রোক্ষণাদি—প্রোক্ষণপূর্ব্বক অর্ঘ্যাদিদ্বারা। কি মন্ত্রে পূজা করিবে, তাই বলিতেছেন—স্বর্ণ-ঘর্ম্মানুবাক—'সুবর্ণ-ঘর্ম্মংপরিবেদনম্'। মহাপুরুষবিদ্যা—"জিতন্তে পুণ্ডরীকাক্ষ নমস্তে বিশ্বভাবন" ইত্যাদি। পৌরুষসূক্ত—"সহস্রশীর্ষ"

ইত্যাদি। 'রাজনাদিনাম—'ইন্দ্রং নরো নেমধিতা' এই ঋক্‌সূক্তে গীতযারা। 'আদি' শব্দে রোহিণী প্রভৃতি যারা ॥২৮-৩১॥

অনুদর্শিনী। পার্ষদগণ—নন্দ, সুনন্দ, প্রচণ্ড চণ্ড, মহাবল, বল, কুমদ ও কুমুদেক্ষণ অষ্টদিকে।

"সুনন্দনন্দপ্রমুখৈঃ পার্ষদৈঃ"। ভাঃ ১০।৩৯।৫৩

"এখানে পার্ষদগণ পূর্ব্বাদি অষ্টদিকে"—শ্রীবিশ্বনাথ।

গরুড়কে—সম্মুখে; দুর্গা, বিনায়ক, ব্যাস ও বিষ্বক্‌সেন—চারিকোণে, গুরুগণ—বামদিকে, ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নৈঋত, বরুণ, বায়ু, কুবের ও মহাদেব—পূর্ব্বাদিদিকে।

মন্ত্র—(১) স্বর্ণ ঘর্ম্মানুবাক—স্বর্ণ-ঘর্ম্ম নামক বেদের অনুবাক্—

"সুবর্ণ ঘর্ম্মং পরিবেদনম্"।

অর্থাৎ সুবর্ণ—কুঙ্কুমাদিবাসিত সুবর্ণতুল্য জলাদি ভগবানের ঘর্ম্ম বিনাশক।

(২) মহাপুরুষ বিদ্যা—

'জিতন্তে পুণ্ডরীকাক্ষ নমস্তে বিশ্বভাবন।

সুব্রহ্মণ্য নমস্তেঽস্তু মহাপুরুষ পূর্ব্বজ' ॥

(৩) পুরুষসূক্ত—

"ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।

স ভূমিং বিশ্বতোবৃত্বাঽত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্ ॥" ইত্যাদি

(৪) রাজনাদি—'ইন্দ্রং নরো মে মধিতাহবন্ত'।

অর্থাৎ অতিশয় জ্ঞানবান্ নর ইন্দ্র অর্থাৎ পরমেশ্বরকে উদ্দেশ করিয়া হোমোপলক্ষিত যাগ করিবে ॥২৮ ৩১॥

বস্ত্রোপবীতাভরণপত্রস্রগ্‌গন্ধলেপনৈঃ।

অলঙ্কুর্ব্বীত সপ্রেম মদ্ভক্তো মাং যথোচিতম্ ॥৩২॥

অন্বয়। মদ্ভক্তঃ বস্ত্রোপবীতাভরণ পত্রস্রগ্‌গন্ধলেপনৈঃ (বস্ত্রাণি উপবীতং যজ্ঞসূত্রং আভরণং পত্রাণি কপোলবক্ষঃস্থলাদিষু লিখিতাঃ পত্রভঙ্গ্যঃ) সপ্রেম (যথা ভবতি তথা) যথোচিতং মাম্ অলংকুর্ব্বীত ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ। মদীয় ভক্ত বস্ত্র, উপবীত, আভরণ, পত্র রচনা, তুলসীমালা, পুষ্পমালা, গন্ধ ও অনুলেপনাদিদ্বারা প্রীতিসহকারে যথোচিত আমাকে ভূষিত করিবেন ॥৩২॥

বিশ্বনাথ। পত্রস্রক্ তুলসী পত্রমালা ॥৩২॥

বঙ্গানুবাদ। পত্রস্রক্—তুলসীপত্রমালা ॥৩২॥

অনুদর্শিনী। তুলসী শ্রীভগবানের অতিপ্রিয়া। 'মালয়া দয়িতগন্ধ তুলস্যা'—(ভাঃ ১০।৩৫।১৮) অর্থাৎ অতিপ্রিয় গন্ধযুক্ত তুলসীর মালায় বিভূষিত হইয়া। শ্রীনারায়ণের নামই—'তুলসীভূষণ' (ভাঃ ৩।১৫।১৯ দ্রষ্টব্য)। শ্রীনারদ ধ্রুবকে বলিয়াছেন "অর্চ্চেৎ তুলস্যা প্রিয়য়া প্রভুম্"। ভাঃ ৪।৮।৫৫ ॥৩২॥

পাদ্যমাচমনীয়ঞ্চ গন্ধং সুমনসোঽক্ষতান্।

ধূপদীপোপহার্য্যাণি দদ্যান্মে শ্রদ্ধয়ার্চ্চকঃ ॥৩৩॥

অন্বয়। (উক্তার্থে সর্ব্বসাধারণং শ্রদ্ধালক্ষণং গুণং বিধত্তে) অর্চ্চকঃ (পূজকঃ) শ্রদ্ধয়া পাদ্যম্ আচমনীয়ং গন্ধং সুমনসঃ (পুষ্পম্) অক্ষতান্ (আতপতণ্ডুলান্) ধূপদীপোপহার্য্যাণি চ মে (মহ্যং) দদ্যাৎ ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ। অর্চ্চক শ্রদ্ধাসহকারে পাদ্য, আচমনীয়, গন্ধ, পুষ্প, আতপতণ্ডুল, ধূপ, দীপ ও অন্যান্য উপকরণাদি আমাকে অর্পণ করিবেন ॥৩৩॥

গুড়পায়সসর্পীংষি শষ্কুল্যাপূপমোদকান্।

সংযাবদধিসূপাংশ্চ নৈবেদ্যং সতি কল্পয়েৎ ॥৩৪॥

অন্বয়। (নৈবেদ্যবৈভবলক্ষণং গুণং বিধত্তে) সতি (বিভবে) গুড়পায়সসর্পীংষি (গুড়শ্চ পায়সশ্চ) সর্পিশ্চ তানি) শষ্কুল্যাপূপমোদকান্ (শষ্কুল্যঃ তৈলপক্কবিশেষাঃ আপূপাঃ অপূপানাং মণ্ডকাদীনাং সমূহান্ লাড্ডুকাদি-কাস্তান্ তথা) সংযাবদধিসূপাংশ্চ (সংযাব যবান্নং দধি সূপান্ ব্যঞ্জনানি চ) নৈবেদ্যং (মহ্যং) কল্পয়েৎ ॥৩৪॥

অনুবাদ। বৈভব থাকিলে গুড়, পায়স, ঘৃতপক্ক-দ্রব্য, পিষ্টক, মোদক, সংযাব, দধি ও ব্যঞ্জন প্রভৃতি দ্রব্যে আমার নৈবেদ্য কল্পনা করিবে ॥৩৪॥

বিশ্বনাথ। গুড়বিকারান্ মৎস্তীকাশিতাদীন্ পায়সং পরমান্নং। শষ্কুল্যঃ কর্ণকারাঃ ঘৃতপক্কাঃ গুকা ইতি খ্যাতাঃ। আপূপা পুয়া ইতি খ্যাতাঃ সতি বিভব ইতি শেষঃ ॥৩৪॥

বঙ্গানুবাদ। গুড়বিকার (গুড় হইতে প্রস্তুতদ্রব্য) সবৃহৎ অর্থাৎ মৎস্যণ্ডী (মিশ্রী) ফাণিত (বাতাসা) প্রভৃতি, পায়স—পরমান্ন, শষ্কুলী-কর্ণকার ঘৃতপক্ব গুব্বা বলিয়া খ্যাত খাদ্য বিশেষ, আপূপ (মণ্ডকাদি) পুয়া নামেখ্যাত, থাকিলে (সতি)-বিত্ত (উরু) থাকিলে ॥৩৪॥

অনুদর্শিনী। বৈভব থাকিলে উক্তদ্রব্যাদিদ্বারা নৈবেদ্য রচনা করিবে।

নিবেদয়েদুত্তমান্নং ন কদন্নং কদাচন।
উত্তমং বিধিনা প্রাপ্তমথবা যদযাচিতম্॥
গৌতমীয়ে

উত্তমান্ন নিবেদন করিবে। কদাচ কদান্ন নহে।
বিধিদ্বারাপ্রাপ্ত অথবা অযাচিত অন্নই উত্তম ॥৩৪॥

অভ্যঙ্গোন্মর্দ্দনাদর্শ-দন্তধাবাভিষেচনম্।
অন্নাদ্যগীতনৃত্যানি পর্ব্বণি স্যুরুতান্বহম্ ॥৩৫॥

অন্বয়। (কালভেদেন গুণান্ বিধত্তে) পর্ব্বণি (একাদশ্যাদৌ) উত (অথবা) (বিভবে সতি) অন্বহং (প্রত্যহং বা) অভ্যঙ্গোন্মর্দ্দনাদর্শদন্তধাবাভিষেচনম্ (অভ্যঙ্গং গন্ধ-তৈলাদিকম্ উন্মর্দ্দনং কর্পূরাদি চূর্ণাদিকম্ আদর্শঃ দর্পণং দন্তধাবঃ দন্তকাষ্ঠম্ অভিষেচনং পঞ্চামৃতাদ্যৈঃ সুগন্ধীকৃতজলম্ এষাং সমাহারঃ) অন্নাদ্যগীতনৃত্যানি (অন্নাদ্যম্ অন্নপ্রভৃতিকং) গীতং নৃত্যঞ্চ তানি স্যুঃ (কল্পিতানি ভবেয়ুঃ ॥৩৫॥

অনুবাদ। সেইরূপ একাদশী প্রভৃতি পর্ব্বদিনে অথবা সামর্থ্য থাকিলে প্রতিদিন অভ্যঙ্গ, উন্মর্দ্দন, দর্পণ, দন্তকাষ্ঠ, অভিষেকদ্রব্য ও অন্ন-ব্যঞ্জনাদি ভক্ষ্যদ্রব্য অর্পণ করিবে এবং নৃত্যগীতাদি করিবে ॥৩৫॥

বিশ্বনাথ। অভ্যঙ্গেতি। প্রথমং দন্তধাবনং ততঃ সুগন্ধিতৈলেনাভ্যঙ্গঃ ততঃ কুঙ্কুমকর্পূরচূর্ণাদিভিরুদ্বর্ত্তনং। ততঃ পঞ্চামৃতাদ্যৈঃ সুগন্ধিজলেন চ স্নপনং ততোঽত্রানুক্তমপি অনর্ঘ্যকৌষেয়বস্ত্ররত্নালঙ্কারচন্দনাদ্যালেপ-স্রগাদিকং। তত আদর্শো দর্পণঃ। ততো গন্ধপুষ্প-ধূপদীপাচমনীয়াদি দেয়ানি। অন্নাদ্যেতি চতুর্ব্বিধস্বাদ্ব-সুগন্ধজলতাম্বূলমালারাত্রিকপুষ্পশয্যাব্যজনাদিকং ততো বাদ্যগীতনৃত্যানি স্যুঃ। পর্ব্বণ্যুৎসবে সতি উত বিত্তবে সত্যন্বহমপি স্যুঃ ॥৩৫॥

বঙ্গানুবাদ। প্রথমে দন্তধাবন, তাহার-পর সুগন্ধিতৈলে অভ্যঙ্গ, তাহার পর কুঙ্কুমকর্পূরচূর্ণাদিদ্বারা উদ্বর্ত্তন, তাহার পর পঞ্চামৃতাদি সুগন্ধিজলে স্নপন বা স্নানবিধান, তাহার পর এস্থলে যাহা উক্ত হয় নাই এরূপও অমূল্য-কৌষেয়বস্ত্র, রত্ন-অলঙ্কার, চন্দনাদির আলেপ, স্রক্ (মাল্য) প্রভৃতি। আদর্শ—দর্পণ, তাহার পর গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ আচমনীয় দেয়। অন্নাদিচতুর্ব্বিধ স্বাদু অন্ন, সুগন্ধ জল, তাম্বূল, মালা, আরাত্রিক, পুষ্পশয্যা, ব্যজনাদি। তাহার পর বাদ্য, গীত, নৃত্য হইবে। পর্ব্ব অর্থাৎ উৎসব থাকিলে অর্থ বিভব থাকিলে অন্বহম্ প্রত্যহ হইবে ॥৩৫॥

অনুদর্শিনী। পঞ্চামৃত—দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মধু ও চিনি।

চতুর্ব্বিধ অন্ন—ভক্ষ্য (চর্ব্ব্য), ভোজ্য (চুষ্য) লেহ্য ও পেয়।

একাদশ্যাদি উৎসব-উপলক্ষে বিশেষ আয়োজন করিবে এবং সমর্থ হইলে প্রত্যহই ঐরূপ সেবা করিবে ॥ ৩৫ ॥

বিধিনা বিহিতে কুণ্ডে মেখলাগর্ত্তবেদিভিঃ।
অগ্নিমাধায় পরিতঃ সমূহেৎ পাণিনোদিতম্ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়। মেখলাগর্ত্তবেদিভিঃ (উপলক্ষিতে) বিধিনা (স্বগৃহোক্ত প্রকারেণ) বিহিতে (নির্ম্মিতে) কুণ্ডে উদিতং (উজ্জ্বলিতম্) অগ্নিম্ আধায় পাণিনা (হস্তেন) পরিতঃ সমূহেৎ (একত্র মেলয়েৎ) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ। স্ববেদোক্ত বিধি অনুসারে নির্ম্মিত মেখলা গর্ত্ত ও বেদিদ্বারা সুশোভিত কুণ্ডমধ্যে প্রজ্বলিত অগ্নি আধান পূর্ব্বক হস্তদ্বারা একত্র মিলিত করিবেন ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ। কলত্রয়ব্যাপ্তিনোঽগ্নাবপি পূজাপ্রকার-মাহবিধিনেতি। "বিত্তরাচ্ছায়ভত্তিস্রো মেখলাশ্চতুরঙ্গুলাঃ। হস্তমাত্রো ভবেদ্গর্ত্তঃ সযোনির্বেদিকা তথা" ইতি বিধিঃ। উদিতং প্রজ্বলিতমগ্নিং সমূহেৎ একত্র মেলয়েৎ ॥ ৩৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। বহুকলপ্রার্থীর অগ্নিতেও পূজা-প্রকার বলিতেছেন। "যথাবিধিবিস্তার উচ্চতার তিনগুণ, মেখলা চারি অঙ্গুলি পরিমাণ, গর্ত্ত একহস্তমাত্র হইবে, আর বেদিকা সযোনি বা মূল সমেত"—এই বিধি। উদিত—প্রজ্বলিত অগ্নিসমূহ অর্থাৎ একত্র করিবে॥ ৩৬॥

অনুদর্শিনী। হোমকুণ্ডনির্ম্মাণের নিয়ম লিখিত হইয়াছে। বেদিদ্বারা শোভিত কুণ্ডমধ্যে প্রজ্বলিত অগ্নি একত্র করিবে।

মেখলা—সোপানতুল্য সীমাসূত্র॥ ৩৬॥

পরিস্তীর্য্যাথ পর্য্যুক্ষেদন্বাধায় যথাবিধি।
প্রোক্ষণ্যাসাদ্য দ্রব্যাণি প্রোক্ষ্যাগ্নৌ ভাবয়েত মাম্॥৩৭॥

অন্বয়। অথ (অনন্তরং দর্ভৈঃ) পরিস্তীর্য্য (আবৃত্য) পর্য্যুক্ষেৎ (পরিতঃ প্রোক্ষয়েৎ ততঃ) যথাবিধি অন্বাধায় (অন্বাধানসংজ্ঞকং ব্যাহৃতিভিঃ সমিৎপ্রক্ষেপাদিরূপং কর্ম্ম কৃত্বা) দ্রব্যাণি (হোমোপযোগীনি) আসাদ্য (নিধায়) প্রোক্ষণ্যা (প্রোক্ষণীপাত্রোদকেন) প্রোক্ষ্য অগ্নৌ মাং ভাবয়েৎ (ধ্যায়েৎ)॥ ৩৭॥

অনুবাদ। অনন্তর কুশদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া যথাবিধি ব্যাহৃতিদ্বারা সমিৎপ্রক্ষেপাদিরূপ অন্বাধান নামক কার্য্যান্তে হোমোপযোগী দ্রব্যসমূহ অগ্নির উত্তরদিকে সংস্থাপন করিয়া প্রোক্ষণীপাত্রস্থিত জলদ্বারা তাহা প্রোক্ষিত করিয়া অগ্নিমধ্যে আমার ধ্যান করিবেন॥ ৩৭॥

বিশ্বনাথ। ততশ্চ দর্ভৈঃ পরিস্তীর্য্য আবৃত্য পরিতঃ প্রোক্ষয়েৎ। অন্বাধায় অন্বাধানসংজ্ঞকং ব্যাহৃতিভিঃ সমিৎপ্রক্ষেপণাদিরূপং কর্ম্ম কৃত্বা আসাদ্য অগ্নেরুত্তরতো নিধায় প্রোক্ষণ্যা প্রোক্ষণীপাত্রোদকেন প্রোক্ষ্য মাং অন্তর্যামিতয়া বহ্নৌ বর্ত্তমানম্॥ ৩৭॥

বঙ্গানুবাদ। তাহার পর দর্ভ (কুশ) পরিস্তৃত বা আবৃত করিয়া সর্ব্বতঃ প্রোক্ষণ করিবে। অন্বাধান করিয়া—ঐ নামের ব্যাহৃতিদ্বারা সমিৎ প্রোক্ষণাদিরূপ কর্ম্ম করিয়া, অগ্নির উত্তরে রাখিয়া (আসাদ্য) প্রোক্ষণী—প্রোক্ষণীপাত্র-জলে প্রোক্ষণ করিয়া অন্তর্যামিরূপে অগ্নিতে বর্ত্তমান আমাকে ভাবনা করিবে॥৩৭॥

তপ্তজাম্বূনদপ্রখ্যং শঙ্খচক্রগদাম্বুজৈঃ।
লসচ্চতুর্ভুজং শান্তং পদ্মকিঞ্জল্কবাসসম্॥
স্ফুরৎ কিরীটকটক-কটিসূত্রবরাঙ্গদম্।
শ্রীবৎসবক্ষসং ভ্রাজৎ কৌস্তুভং বনমালিনম্॥
ধ্যায়ন্নভ্যর্চ্চ্য দারূণি হবিষাভিঘৃতানি চ।
প্রাস্যাজ্যভাগাবাঘারৌ দত্ত্বা চাজ্যপ্লুতং হবিঃ॥
জুহুয়ান্মূলমন্ত্রেণ ষোড়শর্চ্চাবদানতঃ।
ধর্ম্মাদিভ্যো যথান্যায়ং মন্ত্রৈঃ স্বিষ্টিকৃতং বুধঃ॥৩৮-৪১॥

অন্বয়। (অথ) তপ্তজাম্বূনদপ্রখ্যং (তপ্তস্বর্ণবর্ণং) শঙ্খ-চক্র-গদাম্বুজৈঃলসচ্চতুর্ভুজং (লসন্তঃ শোভমানাঃ চত্বারঃ ভুজাঃ যস্য তং) শান্তং পদ্মকিঞ্জল্কবাসসং (পদ্মকেশরবৎ পীতবসনং) স্ফুরৎকিরীটকটককটিসূত্রবরাঙ্গদং (স্ফুরন্তি কিরীটাদীনি যস্য তং) শ্রীবৎসবক্ষসং (শ্রীবৎসঃ বক্ষসি যস্য তং ভ্রাজৎ কৌস্তুভং) (ভ্রাজন্ দীপ্যমানঃ কৌস্তুভঃ যস্য তং) বনমালিনং (মাং) ধ্যায়ন্ (চিন্তয়ন্) অভ্যর্চ্চ্য (পূজয়িত্বা) হবিষা (ঘৃতেন) অভিঘৃতানি (সংসিক্তানি) দারূণি (শুষ্ক-সমিধঃ) প্রাস্য (প্রক্ষিপ্য) আঘারৌ (তৎসংজ্ঞকৌ ভাগৌ আজ্যভাগৌ আজ্যপ্লুতং (ঘৃতসিক্তং) হবিঃ চ (অগ্নৌ) দত্ত্বা বুধঃ (প্রাজ্ঞঃ) মূলমন্ত্রেণ (অষ্টাক্ষরেণ) ষোড়শর্চ্চাবদানতঃ (ষোড়শ ঋচো যস্মিন্ তেন পুরুষসূক্তেন চ অবদানতঃ প্রত্যৃচমাহুতিগ্রহণেনেত্যর্থঃ) মন্ত্রৈঃ (স্বাহান্তৈর্নামমন্ত্রৈঃ) যথান্যায়ং (পূজাক্রমেণৈব) ধর্ম্মাদিভ্যঃ স্বিষ্টিকৃতম্ (অগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে স্বাহেত্যেবং জুহুয়াৎ (হোমং কুর্য্যাৎ)॥৩৮-৪১॥

অনুবাদ। অনন্তর অগ্নিমধ্যে তপ্তকাঞ্চনবর্ণ, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম বিভূষিত চতুর্ভুজযুক্ত,প্রশান্ত, পদ্মকেশরতুল্য পীতবস্ত্র পরিহিত, সমুজ্জ্বল কিরীট-কটক-কটিসূত্র ও নূপুর সমন্বিত, শ্রীবৎসবক্ষঃ, দীপ্তিমান কৌস্তুভমণিধারী, বনমালা-বিশিষ্ট মদীয় রূপের চিন্তা ও পূজা করিয়া ঘৃতসিক্ত সমিধ অগ্নিতে প্রক্ষেপ করিয়া আঘার নামক যজ্ঞদ্বয়, আজ্যভাগ-দ্বয় ও ঘৃতসিক্ত হবিঃ প্রদান করিবেন। পরে অষ্টাক্ষর মূলমন্ত্রে ও পুরুষসূক্ত ষোড়শ মন্ত্রের প্রতিমন্ত্রে আহুতি গ্রহণ দ্বারা স্বাহান্ত নাম মন্ত্রে যথাবিধি ধর্ম্মাদির উদ্দেশে স্বিষ্টি-কৃত হোম করিবেন॥৩৮-৪১॥

বিশ্বনাথ। হবিষা অভিঘৃতানি সিক্তানি। ঘৃঙ্ সেচনে। প্রাক্ অগ্নৌ প্রক্ষিপ্য আঘারৌ তৎসংজ্ঞকৌ যাগৌ এবমাজ্যভাগৌ চ দত্ত্বা তদর্থং আহুতীদত্ত্বেত্যর্থঃ। আজ্যপ্লুতং ঘৃতসিক্তং হবিস্তিলাদিকং যজ্ঞিয়ং ষোড়শ ঋচো যস্মিংস্তেন পুরুষসূক্তেন চ। অবদানতঃ প্রতিঋচমাহুতি-গ্রহণেনেত্যর্থঃ। যথাম্নায়ং পূজাক্রমেণ মন্ত্রৈঃ স্বাহান্তৈঃ অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে স্বাহেত্যেবং স্বিষ্টিকৃতঞ্চ হুত্বা ॥৩৮-৪১॥

বঙ্গানুবাদ। হবিঃদ্বারা অভিঘৃত বা সিক্ত (ঘৃঙ্ধাতু সেচনার্থ) প্রাক বা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া আঘার—সেই নামে দুইটী যাগ আজ্যভাগ দিয়া অর্থাৎ সেই উদ্দেশ্যে দুইটী আহুতি দিয়া আজ্যপ্লুত—ঘৃতসিক্ত হবিঃ—যজ্ঞীয় তিলাদিক। ষোড়শার্চ্চাবদান—যাহাতে ষোলটী ঋক মন্ত্র সেই পুরুষসূক্ত দ্বারা অবদান অর্থাৎ প্রতি ঋকমন্ত্র সহিত আহুতি গ্রহণপূর্ব্বক। যথাম্নায়—পূজাক্রমে স্বাহান্তমন্ত্রসমেত অর্থাৎ "অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে স্বাহা" বলিয়া হোম করিয়া ॥ ৩৮-৪১ ॥

অনুদর্শিনী। অগ্নিতে তদন্তর্যামিরূপ শ্রীভগবানের চিন্তাসহকারে অগ্নিমধ্যে অর্চ্চনা করিয়া কতকগুলি ঘৃতসিক্তসমিধ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া আঘার—'প্রজা-পতয়ে স্বাহা', 'ইন্দ্রায় স্বাহা' এই মন্ত্রদ্বয়ে দুইটী আহুতি দিয়া ঘৃতসিক্ত যজ্ঞীয় তিলাদিক 'অগ্নয়ে স্বাহা', 'সোমায় স্বাহা' বলিয়া অগ্নিতে আহুতি দিবে। পরে পুরুষসূক্ত ষোড়শমন্ত্রদ্বারা আহুতি দান করিয়া "অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে স্বাহা" বলিয়া হোম করিয়া—॥৩৮-৪১॥

অভ্যর্চ্চ্যাথ নমস্কৃত্য পার্ষদেভ্যো বলিং হরেৎ।
মূলমন্ত্রং জপেদ্ব্রহ্ম স্মরণ্ নারায়ণাত্মকম্ ॥৪২॥

অন্বয়। (ততো বহিস্থং ভগবন্তম্) অর্চ্যচ্চ্য অথ নমস্কৃত্য পার্ষদেভ্যঃ (নন্দাদিভ্যঃ) বলিং হরেৎ, নারায়ণাত্মক ব্রহ্মস্মরণ্ (যথাশক্তি) মূলমন্ত্রং জপেৎ ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ। অনন্তর বহিস্থ ভগবানের পূজা ও নমস্কার পূর্ব্বক নন্দাদি পার্ষদগণের পূজা ও নারায়ণস্বরূপ পরব্রহ্মের স্মরণপূর্ব্বক যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপ করিবেন ॥৪২॥

দত্ত্বাচমনমুচ্ছেষং বিষ্বক্সেনায় কল্পয়েৎ।
মুখবাসং সুরভিমৎ তাম্বুল্যাদ্যমথার্হয়েৎ ॥৪৩॥

অন্বয়। (ততঃ) আচমনং দত্ত্বা উচ্ছেষং (নৈবেদ্য-ভাগং) বিষ্বক্সেনায় কল্পয়েৎ (নিবেদয়েৎ) অথ (পশ্চাৎ) সুরভিমৎ (সুগন্ধবৎ) তাম্বুলাদ্যং মুখবাসং (দত্ত্বা পুনরপি পুষ্পাঞ্জলিনা) অর্হয়েৎ (পূজয়েৎ) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ। অনন্তর আচমনীয় জল প্রদান পূর্ব্বক অবশিষ্ট নৈবেদ্যভাগ বিষ্বক্সেনকে অর্পণ করিয়া সুগন্ধযুক্ত তাম্বুলাদি মুখবাস ও পুষ্পাঞ্জলি দ্বারা পূজা করিবেন ॥৪৩॥

বিশ্বনাথ। নারায়ণস্বরূপং ব্রহ্ম স্মরণ্ মূলমন্ত্রং জপেৎ। উচ্ছেষং বিষ্বক্সেনায় কল্পয়িত্বা তদনুজ্ঞয়া স্বয়ং ভুঞ্জীতেতি স্বামিচরণাঃ ॥ ৪২-৪৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। নারায়ণস্বরূপ ব্রহ্ম স্মরণের সহিত মূলমন্ত্র জপ করিবে। উচ্ছেষ—বিষ্বক্সেনের উদ্দেশে কল্পন (নৈবেদ্যভাগ অর্পণ) করিয়া তাঁহার অনুজ্ঞাক্রমে স্বয়ং ভোজন করিবে, ইহা শ্রীধরস্বামিপাদের ব্যাখ্যা ॥৪২-৪৩॥

অনুদর্শিনী। নারায়ণস্বরূপ ব্রহ্ম অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীনারায়ণের শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী সবিশেষরূপের স্মরণ করিতে হইবে, নির্ব্বিশেষরূপ নহে। মন্ত্র—'ওঁ নমো নারায়ণায়।'

বিষ্বক্সেন—শ্রীবিষ্ণুর নির্ম্মাল্যধারী পার্ষদ চতুর্ভুজ দেবতা। "বিষ্বক্সেনায় দাতব্যং নৈবেদ্যং তচ্ছতাংশকম্।" হঃ ভঃ বিঃ ৮ম বিঃ।

ভগবন্নিবেদিত তদুচ্ছিষ্টপ্রসাদ বিষ্বক্সেনকে সমর্পণ করিয়া পশ্চাৎ সেই প্রসাদ-সম্মানই—শাস্ত্রীয়বিধি।

আচার্য্যলীলাভিনয়কারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের আচরণে দেখা যায়—

'যথাবিধি করি' প্রভু গোবিন্দ-পূজন।
আসিয়া বসিলা গৃহে করিতে ভোজন॥
তুলসীর মঞ্জরী সহিত দিব্য অন্ন।
মা'য়ে আনি' সম্মুখে করিলা উপসন্ন॥
বিষ্বক্সেনেরে তবে করি নিবেদন।
অনন্তব্রহ্মাণ্ডনাথ করেন ভোজন॥
চৈঃ ভাঃ মঃ ১ অঃ ॥ ৪২-৪৩ ॥

উপগায়ন্ গৃণন্ নৃত্যন্ কর্ম্মাণ্যভিনয়ন্ মম।
মৎকথাঃ শ্রাবয়ন্ শৃণ্বন্ মুহূর্ত্তং ক্ষণিকো ভবেৎ ॥৪৪॥

অন্বয়। মৎকথাঃ উপগায়ন্ গৃণন্ (উচ্চারয়ন্) শ্রাবয়ন্ শৃণ্বন্ (স্বয়মাকর্ণয়ন্) মম কর্ম্মাণি অভিনয়ন্ (স্বস্মিন্নাবিষ্কুর্ব্বন্) নৃত্যন্ মুহূর্ত্তং ক্ষণিকঃ (বৈয়গ্র্যং পরিত্যজ্য লব্ধাবসরঃ) ভবেৎ ॥৪৪॥

অনুবাদ। পরে কিয়ৎকাল আমার চরিতকথা গান, কীর্ত্তন, অন্যের নিকট বর্ণন, স্বয়ং শ্রবণ, আমার চরিতাদির অভিনয় এবং নৃত্য করিয়া কিছুকাল উৎসবমগ্ন থাকিবেন ॥৪৪॥

বিশ্বনাথ। ক্ষণ উৎসবত্বেন দীব্যতীতি ক্ষণিকঃ উৎসবঃ মগ্নোভবেদিত্যর্থঃ ॥৪৪॥

বঙ্গানুবাদ। ক্ষণিক—ক্ষণ অর্থাৎ উৎসব লইয়া ক্রীড়াশীল অর্থাৎ উৎসবমগ্ন হইবে ॥৪৪॥

অনুদর্শিনী। উৎসবমগ্ন—কীর্ত্তনাদিময় উৎসবে মগ্ন বা আবিষ্ট হইবে ॥৪৪॥

স্তবৈরুচ্চাবচৈঃ স্তোত্রৈঃ পৌরাণৈঃ প্রাকৃতৈরপি।
স্তুত্বা প্রসীদ ভগবন্নিতি বন্দেত দণ্ডবৎ ॥৪৫॥

অন্বয়। (স্তবস্তোত্রাণাং ভেদং দর্শয়তি) পৌরাণৈঃ (প্রাচীনৈঃ) স্তোত্রৈঃ প্রাকৃতৈঃ (স্বরচিতৈঃ) উচ্চাবচৈঃ (উৎকৃষ্টাপকৃষ্টৈঃ) স্তবৈঃ অপি স্তুত্বা ভগবন্ প্রসীদ ইতি (বিজ্ঞাপয়ন্) দণ্ডবৎ বন্দেত (প্রণমেৎ) ॥৪৫॥

অনুবাদ। অতঃপর পৌরাণিক এবং স্বরচিত উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট স্তবসমূহদ্বারা স্তুতি করিয়া "ভগবন্! প্রসন্ন হউন" এইরূপে বারংবার উচ্চারণ করিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিবেন ॥৪৫॥

বিশ্বনাথ। স্তবস্তোত্রয়োরার্ষপৌরুষত্বেন ভেদঃ কল্প্যঃ,—প্রসীদ ভগবন্নিতি বিজ্ঞাপয়ন্ দণ্ডবৎ ভূমৌ পতন্ বন্দেত ॥৪৫॥

বঙ্গানুবাদ। স্তব ও স্তোত্রের মধ্যে আর্ষ অর্থাৎ ঋষি-প্রণীত ও পৌরুষ অর্থাৎ স্বপ্রণীত এই ভেদকল্পনা করা হয়। 'হে ভগবন্, প্রসন্ন হউন' এই জানাইয়া দণ্ডবৎ ভূমিতে পড়িয়া বন্দন করিবেন ॥৪৫॥

অনুদর্শিনী। ঋষিপ্রণীত স্তব—

"প্রোক্তা মনীষিভির্গীতাস্তবরাজাদয়ঃ স্তবাঃ।"

ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ

অর্থাৎ মনীষিগণকর্ত্তৃক গীত স্তবসমূহ স্তব বলিয়া কথিত।

স্বপ্রণীতস্তব—

যঃ স্বয়ং গদ্যপদ্যাভ্যাং ঘটিতাভ্যাং নমস্কৃতিঃ।
ক্রিয়তে ভক্তিযুক্তেন বাচিকস্তুত্তমস্তু সঃ ॥ কালিকাপুরাণ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজের রচিত গদ্য বা পদ্যের দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক বাচিকস্তব করেন, তাঁহার সে কার্য্যকে উত্তম কার্য্য বলিয়া গণনা করিতে হইবে।

দণ্ডবৎ অর্থাৎ ভূমিতে দণ্ডতুল্য পতিত হইয়া অষ্টাঙ্গে প্রণাম—

নিধায় দণ্ডবদ্দেহং প্রসার্য্য চরণৌ করৌ।
বদ্ধা মুকুলবৎ পাণী প্রণামো দণ্ডসংজ্ঞিতঃ ॥

অর্থাৎ ভূমিতে দেহকে দণ্ডবৎ রাখিয়া পদদ্বয় ও করদ্বয় প্রসারিত করিয়া দুই হস্তকে মুকুলতুল্য একত্র করিয়া প্রণাম দণ্ডবৎ প্রণাম বলিয়া কথিত।

এ বিষয়ে পূর্ব্বে ১১।৬।৭ শ্লোকের সারার্থদর্শিনী টীকা দ্রষ্টব্য ॥ ৪৫ ॥

শিরো মৎপাদয়োঃ কৃত্বা বাহুভ্যাঞ্চ পরস্পরম্।
প্রপন্নং পাহি মামীশ ভীতং মৃত্যুগ্রহার্ণবাৎ ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়। (কথং প্রণমেদিত্যপেক্ষায়ামাহ) শিরঃ মৎপাদয়োঃ কৃত্বা (সংস্থাপ্য) বাহুভ্যাং চ (দক্ষিণোত্তরাভ্যাং) পরস্পরং (মম দক্ষিণোত্তরৌ পাদৌ গৃহীত্বা) (হে) ঈশ, মৃত্যুগ্রহার্ণবাৎ (মৃত্যুরেব গ্রহঃ মকরঃ যস্মিন্ তস্মাৎ সংসারসাগরাৎ) ভীতং প্রপন্নং (শরণাগতং) মাং পাহি (ইত্যাদি বিজ্ঞাপ্য প্রণমেৎ) ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ। মদীয় পদযুগলে মস্তক সংস্থাপিত করিয়া দক্ষিণ ও বামবাহুদ্বারা আমার দক্ষিণ ও বামপদ স্পর্শ করিয়া "হে প্রভো, ভীত ও শরণাগত আমাকে

মৃত্যুগ্রহরূপ সংসার সমুদ্র হইতে উদ্ধার করুন" এই বলিয়া প্রণাম করিবেন ॥ ৪৬ ॥

বিশ্বনাথ। তত্র দণ্ডবদ্বন্দনে প্রকারমাহ,—শির ইতি। অত্র 'অগ্রে পৃষ্ঠে বামভাগে সমীপে গর্ভমন্দিরে। জপহোমনমস্কারান্ন কুর্য্যাৎ কেশবালয়ে' ইত্যগ্রপৃষ্ঠাদৌ প্রণতিনিষেধাম্মৎ পাদয়োর্দক্ষিণপার্শ্বে কিঞ্চিদ্দূরে শিরঃ কৃত্বা বন্দেত। কীদৃশং বাহুভ্যাঞ্চ পরস্পরং সম্মুখী ভূততর্কমুদ্রাভ্যাং সহিতমিতি শেষঃ। কিং ব্রুবাণ ইত্যপেক্ষায়ামাহ প্রপন্নমিত্যর্দ্ধম্ ॥ ৪৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। সেই দণ্ডবৎ বন্দনের প্রকার বলিতেছেন। 'কেশবালয়ে অগ্রে, পৃষ্ঠে, বামভাগে, সমীপে, গর্ভমন্দিরে—জপ, হোম ও নমস্কার করিবে না' এই বিধি অনুসারে অগ্র ও পৃষ্ঠাদিতে প্রণতির নিষেধ বলিয়া আমার চরণদ্বয়ের দক্ষিণ-পার্শ্বে কিছু দূরে মস্তক রাখিয়া প্রণাম করিবে। কিরূপ ?—বাহু দুইটি পরস্পর সম্মুখীভূতভাবে তর্কমুদ্রার সহিত। কি বলিয়া ? এই অপেক্ষায় "প্রপন্ন" প্রভৃতি এই অর্দ্ধ-শ্লোক বলিতেছেন ॥ ৪৬ ॥

অনুদর্শিনী। তর্কমুদ্রা—

"তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠয়োরগ্রে মিথঃ সংযোজ্য চাঙ্গুলীঃ।
প্রসার্য্য বন্ধনং প্রাহুস্তর্কমুদ্রেতি মান্ত্রিকাঃ॥" (যোগশাস্ত্র)

অর্থাৎ তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগকে পরস্পর মিলিত রাখিয়া অন্যান্য অঙ্গুলিত্রয়কে প্রসারিত রাখাকেই মান্ত্রিকগণ তর্কমুদ্রা বলেন।

দুই হস্তে এইরূপ দুইটি তর্কমুদ্রাসহ বাহু দুইটি পরস্পর সম্মুখীভূতভাবে রাখিয়া দণ্ডতুল্য দেহকে ভূমিতে পাতিত করতঃ শ্লোকস্থ বক্ষ্যমাণ বাক্যে শ্রীভগবানকে প্রণাম করিতে হইবে ॥ ৪৬ ॥

ইতি শেষাং ময়া দত্তাং শিরস্যাধায় সাদরম্।
উদ্বাসয়েচ্চেদুদ্বাস্যং জ্যোতির্জ্যোতিষি তৎ পুনঃ ॥৪৭॥

অন্বয়। (তত্র শেষাগ্রহণপূর্ব্বকং বৈকল্পিকোদ্বাসন প্রকারমাহ) ইতি (অনয়ৈব প্রার্থনয়া) শেষাং (নির্ম্মাল্যং) ময়া দত্তাং (ধ্যাত্বা) সাদরং শিরসি আধায় (ধৃত্বা) চেৎ (যদি) উদ্বাসয়েৎ (বিসর্জয়েৎ তর্হি প্রতিমায়াং যদুদ্বাস্যং) জ্যোতিঃ তৎ পুনঃ (পুনরপি) জ্যোতিষি (হৃৎ-পদ্মস্থজ্যোতিষ্যেব) উদ্বাস্যম্ (উদ্বাসনীয়ম্) ॥৪৭॥

অনুবাদ। এই প্রকার প্রার্থনাদ্বারা আমার প্রদত্ত নির্ম্মাল্য মস্তকে ধারণ করিবেন। যদি প্রতিমার বিসর্জ্জন করিতে হয়, তাহা হইলে প্রতিমাতে স্থিতজ্যোতিঃ পুনরায় নিজ হৃৎপদ্মস্থ জ্যোতিঃমধ্যে উদ্বাসিত করিবেন ॥ ৪৭ ॥

বিশ্বনাথ। ইতি বন্দনানন্তরং শেষাং নির্ম্মাল্যং ময়া কৃপয়া দত্তাং ধ্যাত্বা শিরস্যাধায় জ্যোতির্ম্মদীয়ং সৈকত-প্রতিমাদিস্থমুদ্বাস্যঞ্চেৎ পুনরপি জ্যোতিষি স্বহৃৎপদ্মস্থে এব। উদ্বাসয়েৎ উৎকর্ষেণ বাসয়েৎ ॥ ৪৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। এইরূপে বন্দনের পর শেষ নির্ম্মাল্য আমার দত্ত এইভাবে ধ্যান করিয়া মস্তকে রাখিয়া সৈকত-প্রতিমাদিস্থ আমার জ্যোতিঃ পুনরায় স্বীয় হৃৎপদ্মস্থ জ্যোতিঃ মধ্যেই উদ্বাসিত করিবে অর্থাৎ উৎকর্ষে বাস করাইবে ॥ ৪৭ ॥

অর্চ্চাদিষু যদা যত্র শ্রদ্ধা মাং তত্র চার্চ্চয়েৎ।
সর্ব্বভূতেষ্বাত্মনি চ সর্ব্বাত্মাহমবস্থিতঃ ॥৪৮॥

অন্বয়। (এতেষধিষ্ঠানেষু কিং মুখ্যমিত্যপেক্ষায়া-মাহ) অর্চ্চাদিষু (মধ্যে) যদা যত্র শ্রদ্ধা (জায়তে তদা) তত্র চ (তত্রৈবাধিষ্ঠানে) মাম্ অর্চ্চয়েৎ (যতঃ) সর্ব্বাত্মা (সর্ব্বেষাম্ আত্মা) অহং সর্ব্বভূতেষু আত্মনি (স্বস্মিন্) চ অবস্থিতঃ ॥৪৮॥

অনুবাদ। প্রতিমাদিতে যে সময়ে যে অধিষ্ঠানে শ্রদ্ধা হয়, তখন সেই অধিষ্ঠানেই আমার পূজা করিবেন। যেহেতু আমি সর্ব্বান্তর্যামিরূপে সর্ব্বভূতে এবং নিজের মধ্যে সর্ব্বদা অবস্থান করিতেছি ॥৪৮॥

বিশ্বনাথ। যদ্যপ্যেবমর্চ্চায়ামেব প্রাধান্যমুক্তং তদপি শ্রদ্ধৈব মমাবির্ভাবে কারণং যাং বিনা সাক্ষাদ্ভূতস্যাপ্যস্য মমোপলব্ধির্বিরাড়বিদুষামিত্যাদিবন্ন স্যাদিত্যভিপ্রেত্য শ্রদ্ধায়া আবশ্যকত্বং দর্শয়িতুমাহ,—অর্চ্চাদিষিতি। অধি-ষ্ঠানেষু প্রাধান্যমেব দর্শয়িতুমর্চ্চাদ্যা উক্তাঃ কিন্তু শ্রদ্ধাধিক্যে সতি মম সর্ব্বং বস্ত্বেবাধিষ্ঠানং হিরণ্যকশিপুস্তম্ভাদাবপি মৎস্ফুলতদ্দর্শনাদিত্যাহ, সর্ব্বভূতেষ্বিতি ॥৪৮॥

বঙ্গানুবাদ। যদিও অর্চ্চাতেই প্রাধান্য উক্ত হইয়াছে, তথাপি শ্রদ্ধাই আমার আবির্ভাবের কারণ, যাহা বিনা সাক্ষাৎভূত হইলেও আমার উপলব্ধি 'অজ্ঞগণের নিকট বিরাট্ পুরুষ' (ভাঃ ১০।৪৩।১৭) প্রভৃতির ন্যায় হয় না, এই অভিপ্রায়ে শ্রদ্ধার আবশ্যকতা দেখাইতে বলিতেছেন। অধিষ্ঠানসমূহে প্রাধান্য দেখাইবার জন্য অর্চ্চনাদি কথিত কিন্তু শ্রদ্ধার আধিক্য হইলে সমস্ত বস্তুই আমার অধিষ্ঠান, হিরণ্যকশিপু সম্বন্ধে স্তম্ভাদিতে পর্য্যন্ত আমি সুলভ, ইহা দেখিয়া বলিতেছেন 'সর্ব্বভূতেষু' ইত্যাদি ॥৪৮॥

অনুদর্শিনী। শ্রীভগবান্ যে কেবল অর্চ্চাতেই আছেন, তাহা নহে, তিনি সর্ব্বত্র সকল বস্তুরই অন্তর্যামিরূপে বর্ত্তমান। কিন্তু অজ্ঞ ব্যক্তির সে ধারণা না থাকায় কৃপালু ভগবান্ তাহাকেও বিজ্ঞ করিবার জন্য শ্রীঅর্চ্চামূর্ত্তিতে অবতীর্ণ। তিনি অর্চ্চামূর্ত্তিতে আসিলে কি হইবে? জীবের যদি শ্রদ্ধা না থাকে তাহা হইলে স্বয়ং ভগবান্ সম্মুখে উপস্থিত হইলেও তাঁহার উপলব্ধি হয় না। তাহার প্রমাণ ভাগবতের ১০।৪৩।১৭ শ্লোক। অর্থাৎ এই শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্ বলদেব সঙ্গে কংসরক্ষিত কুবলয়পীড় নামক হস্তী ও তাহার মাহুতকে বধ করিয়া কতিপয় গোপজন বেষ্টিত হইয়া গজদন্তরূপ আয়ুধ ধারণপূর্ব্বক যখন রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিয়াছিলেন তখন অজ্ঞগণ অর্থাৎ কংসের পুরোহিতাদি অপরাধিগণ ইঁহাকে প্রাকৃত মনুষ্য বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন এমন কি, তাহারা বলিয়াছিলেন—"ওহে ব্রাহ্মণগণ ইহাকেই কি পরমেশ্বর বলে? এ কিন্তু পরদার গমন, গবাদিঘাতক শুনিয়াছিলাম। সম্প্রতি আমাদের সম্মুখে প্রাণীর অস্থিরক্তাক্ত শরীর মনুষ্যের মধ্যেও অনাচার ও ঘৃণাস্পদ দেখিতেছি।"

ভাঃ ১০।৪৩।১৭ শ্লোকস্থ 'বিরাড়বিদুষাম' শব্দের টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ।

অতএব যে যে অর্চ্চাতে ভগবানের স্বরূপ উদ্বোধন হয়, তত্তৎ প্রতিমায় শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ভগবানের অর্চ্চন করিতে হইবে। অর্চ্চামূর্ত্তির গঠন, উপাদান লইয়া যাঁহারা অর্চ্চাকে জাগতিক বস্তুজ্ঞানে বাহিরে অর্চ্চনের আবাহন করেন, তাঁহাদের অর্চ্চাবিগ্রহে আদৌ শ্রদ্ধা নাই জানিতে হইবে। বিশ্বাস সহকারে শাস্ত্রকথিত নানা উপচারে অর্চ্চার সেবা করা কর্ত্তব্য। অর্চ্চক চেতন আত্মা। কিন্তু তিনি বর্ত্তমানে জড়দেহে আবদ্ধ। শুধু তাহাই নহে, জড় দেহকে 'আমি' এই অভিমানযুক্ত। অতএব জড় দেহে আবদ্ধ জীব, অর্চ্চামূর্ত্তিতে অবস্থিত ভগবানের উপলব্ধি করিবে কি করিয়া? কিন্তু অর্চ্চামূর্ত্তি অর্চ্চকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া তাহার মঙ্গল বিধানে উন্মুখ। অর্চ্চক শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া অর্চ্চার সেবা করিলে অর্চ্চাই তাহাকে যোগ্যতা দানে দর্শন প্রদান করেন।

সুতরাং অর্চ্চনক্রিয়ায় অর্চ্চাতে শ্রদ্ধাই মূল। উহার অভাবে অর্চ্চনফলে ভগবদ্দর্শনের স্থলে ভগবচ্চরণে অপরাধই লভ্য।

কিন্তু এই শ্রদ্ধার স্বরূপ কি? ইহার সন্ধান করা আবশ্যক। শ্রদ্ধা কি জীবের স্বকপোলকল্পিত বাক্য না অন্য কিছু? শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু বলিয়াছেন।

শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়॥ চৈঃ চঃ মঃ ২২পঃ

আবার এই শ্রদ্ধার উৎপত্তি হৈল সাধুসঙ্গ। অতএব সাধুসঙ্গজাত শ্রদ্ধা ব্যতীত অন্য শ্রদ্ধা অশাস্ত্রীয়। কেননা শ্রদ্ধালু ব্যক্তির সঙ্গেই শ্রদ্ধার উৎপত্তি। সাধুই সেই শ্রদ্ধার ভাণ্ডার। তিনি কিরূপ শ্রদ্ধালু তাই দেখাইবার জন্য বলা হইয়াছে যে, হরিবিরোধী হিরণ্যকশিপু যখন পরম ভক্ত প্রহ্লাদকে প্রশ্ন করিয়াছিল—'তোর হরি কোথায়?'

প্রহ্লাদ বলিয়াছিলেন 'আমার প্রভু সর্ব্বত্রই বিরাজিত।' তখন হিরণ্যকশিপু কোথাও হরিকে দেখিতে না পাইয়া বলিয়াছিল—

যস্ত্বয়া মন্দভাগ্যোক্তো মদন্যো জগদীশ্বরঃ।
ক্বাসৌ যদি স সর্ব্বত্র কস্মাৎ স্তম্ভে ন দৃশ্যতে॥
(ভাঃ ৭।৮।১২)

অর্থাৎ ওরে হতভাগ্য, তুই বলিয়াছিস্ যে আমি ভিন্নও একজন জগদীশ্বর আছেন, তাহা হইলে তিনি কোথায় আছেন? যদি তিনি সর্ব্বত্রই থাকেন, তবে স্তম্ভে কেন তাঁহাকে দেখিতে পাই না?

ভক্ত প্রহ্লাদ বলিলেন—"দেখুন"। কিন্তু তিনি বলিলেও দৈত্যপতির দেখিবার যোগ্যতা কোথায়? ভক্তের হৃদয়ে ভগবান্ সর্ব্বদাই সেবাযোগে আবদ্ধ এবং "ভক্তগণে স্ফুরি আমি বাহিরে অন্তরে। যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা দেখয়ে আমারে॥" চৈ চঃ ম ২৫। আর অভক্তের হৃদয়ে বিরাজিত থাকিয়াও তিনি উদাসীন। তাই অভিমানদৃপ্ত দৈত্যাধিপতি ভগবদ্দর্শনে অপারগ হইয়া পুত্রের প্রতি আসুরস্বভাবের পরিচয় দিতে লাগিল।

হিরণ্যকশিপু ক্রোধাবেশে দুর্ব্বাক্যদ্বারা সেই মহাভাগবত প্রহ্লাদকে বলিল—"আমি আত্মশ্লাঘাকারী তোর শরীর মস্তক হইতে বিচ্ছিন্ন করিব; তোর অভীপ্সিত রক্ষক হরি আসিয়া এখন তোকে রক্ষা করুক"।

দৈত্যপতি কেবল দুর্ব্বাক্য প্রয়োগে নীরব হইল না, বারংবার তর্জ্জন করিয়া খড়্গ গ্রহণ পূর্ব্বক সিংহাসন হইতে উত্থিত হইয়া স্তম্ভের উপর মুষ্টি প্রহার করিল। সেই মুষ্টিপ্রহারে স্তম্ভ হইতে অতি ভীষণ শব্দ নির্গত হইবার সঙ্গে সঙ্গে—

সত্যং বিধাতুং নিজভৃত্যভাষিতং
ব্যাপ্তিঞ্চ ভূতেষখিলেষু চাত্মনঃ।
অদৃশ্যতাত্যদ্ভুতরূপমুদ্বহন্
স্তম্ভে সভায়াং ন মৃগং ন মানুষম্॥ (ভাঃ ৭।৮।১৭)

অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীহরি আপনার ভৃত্য প্রহ্লাদের বাক্য এবং স্বীয় সর্ব্বত্র-ব্যাপ্তি—সত্য রক্ষা করিবার মানসে অত্যদ্ভুত অমানুষ ও অসিংহ দৈত্যঘাতক অতি ভীষণরূপ ধারণপূর্ব্বক সভামধ্যে সেই স্তম্ভে দৃষ্ট হইলেন।

সুতরাং ভক্ত প্রহ্লাদের শ্রদ্ধায় হিরণ্যকশিপু স্তম্ভে সহজে ভগবদ্দর্শন পাইলেন।

অতএব ভক্তের আনুগত্যেই অর্চ্চামূর্ত্তির সেবা করা আবশ্যক। এই জন্যই পূজার আদিতে শ্রীগুরুপূজা এবং পূজার অন্তে ভক্তপূজার ব্যবস্থা আছে। যাহারা অর্চ্চার পূজা করিয়া ভক্তের পূজা করে না, তাহারা—

অভ্যর্চ্চয়িত্বা গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়ন্তি যে।
ন তে বিষ্ণুপ্রসাদস্য ভাজনং দাম্ভিকা জনাঃ॥
(হরিভক্তিসুধোদয়)

অর্থাৎ যাহারা শ্রীগোবিন্দের পূজা করিয়া সেই গোবিন্দের ভক্তগণের পূজা না করে, তাহারা দাম্ভিক—কখনই বিষ্ণুর কৃপার পাত্র নহে।

অর্চ্চামূর্ত্তি সাক্ষাৎ ভগবান্। আবার ভক্তের হৃদয়ে সাক্ষাৎ ভগবান্ সর্ব্বদা অনুভূত হইয়া বিরাজিত। কিন্তু শ্রদ্ধার অভাবে অর্চ্চামূর্ত্তির বহুকাল সেবা করিলেও জীবের মঙ্গল হয় না, কিন্তু স্বল্পকাল ভক্তের সেবা করিলে তৎফলে শ্রদ্ধা লাভ হয় এবং অর্চ্চার অপ্রাকৃতত্ব উপলব্ধি হয়। শুধু তাহাই নহে, শ্রদ্ধা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া রতিভক্তি ও প্রেমলাভে নিজহৃদয়ে ও সর্ব্ববস্তুর অভ্যন্তরে অবস্থিত শ্রীভগবানের দর্শন লাভ হয়। অতএব অর্চ্চামূর্ত্তির পূজা অপেক্ষা অপ্রাকৃত ভক্ত সেবাই জীবের মঙ্গলদায়ক—ইহা শ্রীভগবানেরই মত। (পূর্ব্বে ১১।২৬।৩৪ শ্লোঃ, ভাঃ ১০।৪৮।৩১ দ্রষ্টব্য)

সিদ্ধির্ভবতি বা নেতি সংশয়োঽচ্যুত সেবিনাম্।
নিঃসংশয়স্তু তদ্ভক্ত পরিচর্য্যারতাত্মনাম্॥ (বরাহপুরাণ)

অর্থ—পূর্ব্বে ভাঃ ১১।১১।৪৮ শ্লোকের অনুদর্শিনী দ্রষ্টব্য।

অতএব ভগবানের পূজা বা সেবায় কেবল তাঁহারই সেবা হয়, আর ভক্তসেবায় ভক্ত ও ভগবানের উভয়েরই সেবা হয়। তাই ভক্তসেবা শ্রেষ্ঠ।

সর্ব্বভূতে ভগবানের অবস্থিতি-জ্ঞানরহিত অর্চ্চামূর্ত্তি-পূজক সম্বন্ধে—

শ্রীকপিলদেব বলিয়াছেন—

অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা।
তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্ত্যঃ কুরুতেঽর্চ্চাবিড়ম্বনম্॥
(ভাঃ ৩।২৯।২১)

মাতঃ, আমি অন্তর্যামিরূপে নিখিল জীবের অন্তরে অবস্থিত, যে মর্ত্ত্যজীবসমূহ আমার অধিষ্ঠানভূত প্রাণিসমূহে কার্ষ্ণবুদ্ধি না করিয়া বস্তুতঃ আমারই অবমাননা করেন, তাহারা প্রাকৃত বুদ্ধিতে যে প্রতিমাদি পূজা করিয়া থাকেন, তাহার দ্বারা শ্রীঅর্চ্চার-অবজ্ঞাই করা হয়।

সর্ব্বভূতে আছেন শ্রীবিষ্ণু, না জানিয়া।
বিষ্ণুপূজা করে অতি প্রাকৃত হইয়া॥ (চৈঃ ভাঃ ম ৫অঃ)

আরও বলিয়াছেন—

যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরম্।
হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ॥
(ভাঃ ৩।২৯।২২)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান পরমাত্মস্বরূপ আমাকে উপেক্ষা করিয়া মূঢ়তাবশতঃ কেবল লৌকিকী রীতি অনুসারে প্রাকৃতবুদ্ধিতে অর্চ্চামূর্ত্তির পূজা করে, সে ব্যক্তি ভস্মে আহুতি প্রদান করিয়া থাকে।

শ্রীঅর্চ্চাতে 'কাঠ' 'পাথর' বুদ্ধি মূঢ়তাবশতঃই উদিত হয়। যাঁহারা শুদ্ধ মহাভাগবতের চরণ আশ্রয় করেন নাই, তাঁহাদের প্রাকৃতবুদ্ধি প্রবলা। লোকরীতির পক্ষপাতী। সেই লোকরীতি অনুসারে যাঁহারা সর্ব্বভূতে কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণরূপে অবস্থিত ভগবৎ-স্বরূপকে উপেক্ষা করিয়া, প্রাকৃত-বুদ্ধিদ্বারা অর্চ্চার সহিত ভগবানের ঐক্য কল্পনা-পূর্ব্বক পত্র, পুষ্প, ফল, তোয় প্রভৃতি প্রদান করেন, তাহাদের শ্রম ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় ব্যর্থ হয়। কিন্তু শুদ্ধভক্ত অর্চ্চাতে প্রাকৃতবুদ্ধি করেন না তিনি ভগবানের অর্চ্চাবতারকে সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দাকার ভগবানের নিত্য অপ্রাকৃত স্বরূপবিগ্রহ বলিয়া জানেন। তাঁহার সর্ব্বভূতে কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ দর্শন হয়। সুতরাং এইরূপ শুদ্ধ মহাভাগবতের চরণাশ্রয়ী কনিষ্ঠভক্তগণ প্রাকৃত ভক্তনামে কথিত হইলেও তাঁহারা শুদ্ধ মহাভগবতের চরণাশ্রয় করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদিগের অর্চ্চা-পূজাকালে ভগবদ্ভক্তের কৃপায় মঙ্গল-দায়ক হইয়া থাকে। তাঁহাদের ক্রমে ক্রমে ভক্তসেবা-প্রবৃত্তি ও শ্রীঅর্চ্চায় চিন্ময়বুদ্ধির উদয় হয়। অর্চ্চাতে প্রাকৃতবুদ্ধিবিশিষ্ট গতানুগতিক লোকগণের নিন্দা অগ্নি-পুরাণে শ্রীদশরথ-হতপুত্রের শোকে পুত্রবিরহিত তপস্বীর বিলাপে দৃষ্ট হয়। তপস্বী বিলাপ করিয়া বলিতেছেন- 'আমি কি হরির প্রতিমাতে শিলাবুদ্ধি করিয়াছি? কিম্বা পথে কোন বিষ্ণুভক্তের দর্শন পাইয়া তাঁহার বিষ্ণু-মন্দিরাঙ্কিত দেহের প্রতি চিন্তদ্বারাও অনাদর করিয়াছি যে কর্ম্ম-বিপাকবশতঃ আমার এইরূপ পুত্রশোক হইল? যেহেতু শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, বিষ্ণুর শ্রীঅর্চ্চাতে শিলাবুদ্ধি, গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি, বিষ্ণু এবং বৈষ্ণবের কলিমল বিধৌতকারী পরম পবিত্র পাদোদকে জল সামান্য বুদ্ধি, সকল কলুষনাশী নামমন্ত্রে শব্দসামান্যবুদ্ধি, সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুতে তাঁহার অধীনস্থ দেবতাগণের সহিত সমবুদ্ধি-বিশিষ্ট ব্যক্তি নারকী। অতএব যাহাদের সর্ব্বভূতে কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ দর্শন হয় নাই, তাহারা মূঢ়তাবশতঃ আমাকে অবজ্ঞা করিয়া ভস্মে ঘৃতাহুতি প্রদান করিয়া থাকে। লোকরীতি অনুসারে যাঁহারা প্রতিমাতে ভক্তি করিয়া থাকেন, তাঁহাদের ভক্তি শুদ্ধভক্তিনামে কথিত হইতে পারে না। উহা মিছাভক্তি মাত্র। ঐরূপ মিছাভক্ত শুদ্ধ মহাভাগবতের চরণাশ্রয় না করা পর্য্যন্ত প্রাকৃত কনিষ্ঠ ভক্তের পদবীতে পর্য্যন্ত আরোহণ করিতে পারেন না। যাঁহারা শুদ্ধ মহাভাগবত সদ্‌গুরুর পদাশ্রয় করিয়া শ্রীহরির অর্চ্চাতে শ্রদ্ধাসহকারে পূজা করিয়া থাকেন, কিন্তু ভগবদ্ভক্তে যাঁহাদের তখনও পূজ্যবুদ্ধির উদয় হয় নাই, তাঁহারাই 'প্রাকৃত বা কনিষ্ঠ ভক্ত' এইরূপ কনিষ্ঠ ভক্তের প্রারদ্ধ ভক্তি ক্রমে ক্রমে উত্তমা ভক্তিতে পরিণত হইবে।

('শ্রীজীব'ও "শ্রীচক্রবর্ত্তী' টীকার মর্ম্ম)' ॥৪৮॥

এবং ক্রিয়াযোগপথৈঃ পুমান্ বৈদিকতান্ত্রিকৈঃ।
অর্চ্চন্নুভয়তঃ সিদ্ধিং মত্তো বিন্দত্যভীপ্সিতাম্॥৪৯॥

অন্বয়ঃ। পুমান্ এবং (ক্রমেণ) বৈদিকতান্ত্রিকৈঃ ক্রিয়াযোগপথৈঃ (পূজামার্গৈঃ) অর্চ্চন্ (পূজয়ন্) মত্তঃ (সকাশাৎ) উভয়তঃ (ইহামুত্র চ) অভীপ্সিতাং সিদ্ধিং বিন্দতি (লভতে)॥ ৪৯॥

অনুবাদ। পুরুষ এই প্রকার বৈদিক ও তান্ত্রিক ক্রিয়াযোগদ্বারা আমার পূজা করিয়া আমার নিকট হইতে ইহলোকে ও পরলোকে অভিলষিত সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন॥ ৪৯॥

বিশ্বনাথ। উভয়তঃ ইহামুত্র চ॥ ৪৯॥

বঙ্গানুবাদ। উভয়তঃ—ইহলোকে ও পর-লোকে॥ ৪৯॥

মদর্চ্চাং সম্প্রতিষ্ঠাপ্য মন্দিরং কারয়েদ্দৃঢ়ম্।
পুষ্পোদ্যানানি রম্যাণি পূজাযাত্রোৎসবাশ্রিতান্ ॥৫০॥

অন্বয়। (সমর্থং প্রত্যাহ) মদর্চ্চাং (মৎপ্রতিমাং) সংপ্রতিষ্ঠাপ্য দৃঢ়ং মন্দিরং (তথা) রম্যাণি পুষ্পোদ্যানানি (চ) পূজাযাত্রোৎসবাশ্রিতান্ (পূজা প্রত্যহং, যাত্রা বিশিষ্টপর্ব্বণি বহুজনসমাগমঃ, উৎসবঃ বসন্তাদিমহোৎসবঃ তদাশ্রিতান্ ক্ষেত্রাদীন্) কারয়েৎ ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ। আমার প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়া সুদৃঢ় মন্দির সুরম্য পুষ্পোদ্যান এবং পূজা-যাত্রা-মহোৎসবাদির স্থানের ব্যবস্থা করিবেন ॥ ৫০ ॥

বিশ্বনাথ। সমর্থং প্রত্যাহ,—পূজা প্রাত্যহিকী যাত্রা জন্মাষ্টম্যাদ্যা উৎসবো বসন্তাদিমহোৎসবশ্চ তান্ অস্মাকময়ং ভাব ইতি সদ্ভাবেন আশ্রিতা যে ধার্ম্মিকা ধনিনস্তান্ মন্দিরাদিকান্ কারয়েৎ ॥ ৫০ ॥

বঙ্গানুবাদ। সমর্থের প্রতি বলিতেছেন। পূজা—প্রাত্যহিক, যাত্রা—জন্মাষ্টমী আদি উৎসব, বসন্তাদি মহোৎসব—এই সমস্ত আমাদিগের এইরূপ সদ্ভাব আশ্রয় করিয়া যে ধার্ম্মিকগণ আছেন, ধনিগণ তাঁহাদিগকে মন্দিরাদি করিয়া দিবেন ॥ ৫০ ॥

অনুদর্শিনী। বসন্তাদি মহোৎসবে—আদি শব্দে হোলিকা হিন্দোলাদি অন্তর্ভুক্ত জানিতে হইবে।

ভক্তদত্ত সামান্য জলও ভগবান্ আদরে গ্রহণ করেন কিন্তু অভক্তদত্ত প্রভূত বস্তুও গ্রহণ করেন না (১৭ ও ১৮ শ্লোঃ দ্রষ্টব্য), কেননা ভক্ত ভগবানকেই সর্ব্বস্ব জানেন। তাঁহার সেবাই ভক্তের জীবন। অতএব ধনিগণ ঐরূপ শুদ্ধভক্তগণকে মন্দির করিয়া দিবেন। তাহা হইলে তথায় সত্যসত্যই ভক্তবাধ্য ভগবানের পূজা অনুষ্ঠিত হইবে। তাহা ছাড়া ঐ নিত্যপূজাদি-ভোগ এবং ব্যয় সম্পাদনের জন্য শস্যক্ষেত্র ও সম্পত্তি দিবেন ॥ ৫০ ॥

পূজাদীনাং প্রবাহার্থং মহাপর্ব্বস্বথান্বহম্।
ক্ষেত্রাপণপুরগ্রামান্ দত্ত্বা মৎসার্ষ্টিতামিয়াৎ ॥৫১॥

অন্বয়। মহাপর্ব্বসু অথ অন্বহং (প্রতিদিনঞ্চ) পূজাদীনাং প্রবাহার্থং (সন্ততানুবৃত্ত্যর্থং) ক্ষেত্রাপণপুরগ্রামান্ দত্ত্বা মৎসার্ষ্টিতাং (মৎসমানৈশ্বর্য্যম্) ইয়াৎ (প্রাপ্নুয়াৎ) ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ। মহাপর্ব্বসমূহে এবং প্রতিদিন পূজাদি নির্ব্বাহের জন্য ভূমি, আপণ, পুর ও গ্রামাদি দান করিলে আমার সমান ঐশ্বর্য্য লাভ হইয়া থাকে ॥ ৫১ ॥

বিশ্বনাথ। তে ধনিনোঽপি কৃতার্থা ভবন্তীত্যাহ—পূজাদীনামিতি। মৎ সার্ষ্টিতাং মৎসমানৈশ্বর্য্যম্ ॥ ৫১ ॥

বঙ্গানুবাদ। সেই ধনীরাও কৃতার্থ হ'ন, তাই বলিতেছেন। মৎসার্ষ্টিতা—আমার সমান ঐশ্বর্য্য ॥৫১॥

অনুদর্শিনী। ক্ষেত্রাদি দানের দ্বারা ধনীর ভগবৎ সদৃশ ঐশ্বর্য্য লাভ হয় ॥৫১॥

প্রতিষ্ঠয়া সার্ব্বভৌমং সদ্মনা ভুবনত্রয়ম্।
পূজাদীনা ব্রহ্মলোকং ত্রিভির্মৎসাম্যতামিয়াৎ ॥৫২॥

অন্বয়। (প্রতিষ্ঠাদীনাং ব্যস্তসমস্তানাং ফলমাহ) প্রতিষ্ঠয়া (ভগবৎ-প্রতিমাসংস্থাপনেন) সার্ব্বভৌমং, সদ্মনা (মন্দিরনির্ম্মাণেন) ভুবনত্রয়ং (ত্রিলোকাধিপত্যং) পূজাদিনা ব্রহ্মলোকং ত্রিভিঃ (প্রতিষ্ঠাদিভিঃ তু) মৎ-সাম্যতাং (ময়া সাম্যম্) ইয়াৎ (প্রাপ্নুয়াৎ) ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ। আমার প্রতিমা সংস্থাপনে সার্ব্বভৌম-পদ, আমার মন্দির নির্ম্মাণে ত্রিলোকাধিপত্য এবং আমার পূজাতে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়; আর একত্রে উক্ত ত্রিবিধ অনুষ্ঠানে আমার সাম্য প্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥৫২॥

বিশ্বনাথ। প্রতিষ্ঠাদীনাং পার্থক্যেন সামস্ত্যেন চ ফলমাহ,—প্রতিষ্ঠয়া ভগবৎ প্রতিমাস্থাপনেন সদ্মনা মন্দির-নির্ম্মাণেন পূজাদিনির্ব্বাহেণ মৎসাম্যতাং মৎসারূপ্যং স্বার্ষ্টৈশ্বর্য্যঞ্চ ॥৫২॥

বঙ্গানুবাদ। পৃথক্‌ভাবে ও সমস্তভাবে প্রতিষ্ঠাদির ফল বলিতেছেন। প্রতিষ্ঠা—ভগবৎ প্রতিমা স্থাপন-পূর্ব্বক, সদ্ম অর্থাৎ মন্দির নির্ম্মাণপূর্ব্বক, পূজাদি নির্ব্বাহ-পূর্ব্বক, মৎসাম্যতা—মৎসাম্য অর্থাৎ মৎসারূপ্য ॥ ৫২ ॥

অনুদর্শিনী। ফলাকাঙ্ক্ষিগণের জন্য গুণভূতা ভক্তির ফল বলিতেছেন। শুদ্ধভক্ত কিন্তু ভগবানের সেবার বিনিময়ে কিছুই গ্রহণ করেন না, এমন কি—

সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্য সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎ সেবনং জনাঃ॥
(ভাঃ ৩।২৯।১৩)॥৫২॥

মামেব নৈরপেক্ষ্যেণ ভক্তিযোগেন বিন্দতি।
ভক্তিযোগং স লভত এবং যঃ পূজয়েত মাম্ ॥৫৩॥

অন্বয়। (সকামং প্রত্যুক্তং অহৈতুকং ভক্তং প্রত্যাহ) নৈরপেক্ষ্যেণ (ফলাভিসন্ধিরহিতেন) ভক্তি-যোগেন মাম্ এব বিন্দতি (লভতে) যঃ মাম্ এবং (পূর্ব্বোক্তবিধিনা) পূজয়েত সঃ ভক্তিযোগং লভতে ॥৫৩॥

অনুবাদ। যিনি নিষ্কাম ভক্তিযোগদ্বারা আমার অর্চ্চনা করেন, তিনি আমাকেই প্রাপ্ত হন। যিনি পূর্ব্বোক্ত বিধিক্রমে আমার পূজা করেন, তাহারই ভক্তিযোগ লাভ হইয়া থাকে ॥৫৩॥

বিশ্বনাথ। যস্তু নৈরপেক্ষ্যেণ জ্ঞানকর্ম্মকামনাস্তব-রাহিত্যেনৈব এবং মাং পূজয়েৎ। অর্চ্চনং কুর্য্যাৎ। যদ্বা ধনক্ষেত্রাপণাদিদানেন পূজাং কারয়েৎ স ভক্তিযোগং প্রেমাণং লভতে ততশ্চ ভক্তিযোগেন প্রেম্না মামেব বিন্দতি ॥৫৩॥

বঙ্গানুবাদ। যিনি নিরপেক্ষভাবে জ্ঞানকর্ম্ম ও অন্যাভিলাষরহিত হইয়াই এইরূপে আমার পূজা বা অর্চ্চন করেন অথবা ধন-ক্ষেত্র-আপণাদি দান করিয়া পূজা করান, তিনি ভক্তিযোগ অর্থাৎ প্রেমলাভ করেন, তাহার পর প্রেমদ্বারা আমাকে লাভ করেন॥ ৫৩॥

অনুদর্শিনী। নিরপেক্ষ বা নিষ্কাম সেবক এবং সেই সেবকের অনুগত নিষ্কাম ধনিগণও ভক্তি-প্রেম লাভ করিয়া অবশেষে ভগবানকে লাভ করেন। ভগবান্ প্রেমদ্বারাই লভ্য ॥৫৩॥

যঃ স্বদত্তাং পরৈর্দত্তাং হরেত সুরবিপ্রয়োঃ।
বৃত্তিং স জায়তে বিড়্ভুগ্‌বর্ষাণামযুতাযুতম্ ॥৫৪॥

অন্বয়। (দাতুঃ ফলমুক্তং অপহর্ত্তারং নিন্দতি) যঃ সুরবিপ্রয়োঃ (দেবব্রাহ্মণয়োঃ) স্বদত্তাং পরৈঃ (বা) দত্তাং বৃত্তিং হরেত (অপহরেৎ) সঃ বর্ষাণাম্ অযুতাযুতং (ব্যাপ্য) বিড়্ভুক্ (বিষ্ঠাভোজী কৃমিঃ) জায়তে ॥৫৪॥

অনুবাদ। যে ব্যক্তি স্বদত্ত বা পরদত্ত দেবতা ও ব্রাহ্মণের বৃত্তি অপহরণ করে, সে অযুত অযুত বৎসর বিষ্ঠাভোজী কৃমিজন্ম লাভ করিয়া থাকে ॥৫৪॥

বিশ্বনাথ। ভগবৎ পূজার্থং ধনক্ষেত্রাদিদাতুর্ব্বিবিধং ফলমুক্তং তদপহর্ত্তুঃ ফলমাহ,—য ইতি ॥৫৪॥

বঙ্গানুবাদ। ভগবৎ পূজাজন্য ধনক্ষেত্র প্রভৃতি দাতার বিবিধ ফল বলা হইল। এক্ষণে সে সমস্ত অপহরণ-কারীর ফল বলিতেছেন॥ ৫৪॥

কর্ত্তুশ্চ সারথের্হেতোরনুমোদিতুরেব চ।
কর্ম্মণাং ভাগিনঃ প্রেত্য ভূয়ো ভূয়সি তৎফলম্ ॥৫৫॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ একাদশস্কন্ধে সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৭॥

অন্বয়। (কর্ত্তুর্যৎ ফলং তদেবান্যেষামপ্যাহ) কর্ত্তুঃ (অপহরণকর্ত্তুঃ পুংসোর্যৎ ফলং) সারথেঃ (সহকারিণঃ) হেতোঃ (প্রযোজকস্য) অনুমোদিতুঃ এব চ প্রেত্য (মরণানন্তরং) তৎ (এব) ফলং (ভবতি, যতঃ এতে) কর্ম্মণাং ভাগিনঃ (ভাগার্হাঃ) ভূয়সি (কর্ম্মণি সারথ্যাদৌ) ভূয়ঃ (অধিকং) ফলং (ভবতি) ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে সপ্তবিংশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ সমাপ্তঃ।

অনুবাদ। কর্ত্তার যে ফল তাহাই পরলোকে তৎসহকারী, প্রযোজক ও অনুমোদনকারীর হইয়া থাকে; যেহেতু ইহারাও কর্ম্মের ভাগী। বিশেষতঃ সারথি অর্থাৎ যিনি প্রযোজক তাহার ফলভোগ অধিক হইয়া থাকে ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধের সপ্তবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ। অপহর্তুর্যৎফলং তদেব তৎ সহায়াদীনামপি ইত্যাহ,—কর্তুরিতি। সারথেঃ সহকারিণঃ হেতোঃ প্রয়োজকস্য অনুমোদিতুশ্চ প্রেত্য মরণানন্তরং তৎ ফলমিত্যন্বয়ঃ। কুতঃ যতঃ কর্ম্মণামেতে ভাগিনঃ ভাগার্হাঃ। তত্রাপি বিশেষমাহ—ভূয়সি কর্ম্মণি সারথ্যাদৌ ভূয়োঽধিকমেব ফলম্ ॥ ৫৫ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
একাদশে সপ্তবিংশঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠকুরকৃতা শ্রীমদ্ভাগবতে
একাদশস্কন্ধে সপ্তবিংশাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী
টীকা সমাপ্তা।

বঙ্গানুবাদ। অপহরণকারীর যে ফল, তাহাকে সাহায্যদানকারীরও তাহাই, এই কথা বলিতেছেন। সারথি—সহকারী, হেতু—প্রযোজক, অনুমোদনকারীর মরণান্তর সেই ফল, এই অন্বয়। কি হেতু? যেহেতু ইহারা কর্ম্মের ভাগী। এস্থলেও বিশেষ বলিতেছেন—বহু কার্য্যে সারথি প্রভৃতিরও বহু পরিমাণে অধিক ফল ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে সপ্তবিংশাধ্যায়ের সাধুজনসম্মতা ভক্তানন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

অনুদর্শিনী। যে ব্যক্তি শ্রীভগবানের সেবার উদ্দেশে প্রদত্ত ধনাদি অপহরণ করে তাহারও যে ফল লাভ হয়, তাহার সহকারী, প্রযোজক বা উৎসাহদাতা এবং অনুমোদনকারীরও মরণান্তর সেই ফল হয়। কার্য্যের আধিক্যে সহকারী প্রভৃতির ফলভোগও অধিক হয় ॥ ৫৫ ॥

'কর্তুঃ শাস্তৃরনুজ্ঞাতুস্তুল্যং যৎ প্রেত্য তৎফলম্।'
(ভাঃ ৪।২১।২৬)

আদিরাজ পৃথু কহিলেন—যেহেতু কর্ত্তা, শিক্ষাদাতা ও অনুমন্তার পরলোকে তুল্যফল লাভ হয়।

যার পদে জল-পত্র করিলে অর্পণ।
প্রীত হ'ন, সেই কৃষ্ণ—আমার শরণ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে সপ্তবিংশতি অধ্যায়ের
সারার্থানুদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ

পরস্বভাবকর্ম্মাণি ন প্রশংসেন্ন গর্হয়েৎ।
বিশ্বমেকাত্মকং পশ্যন্ প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ ॥ ১ ॥

অন্বয়। (ইদানীমতিবিস্তরেণোক্তং জ্ঞানযোগং সংক্ষেপেণবক্তুমাহ) শ্রীভগবান্ উবাচ। প্রকৃত্যা পুরুষেণ (প্রকৃতীক্ষণকর্ত্রা নিমিত্তভূতেন) চ (সহ) বিশ্বং একাত্মকং (একঃ সর্ব্বাবয়বীয়ঃ পরমাত্মা এব আত্মা মূলস্বরূপং যস্য তথাভূতং) পশ্যন্ পরস্বভাবকর্ম্মাণি (পরেষাং স্বভাবান্ শান্তঘোরাদীন্ কর্ম্মাণি চ) ন প্রশংসেৎ (চ) ন গর্হয়েৎ (নাপি নিন্দেৎ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ। শ্রীভগবান্ বলিলেন—প্রকৃতি ও পুরুষের সহিত বিশ্বের একাত্মতা দর্শন করিয়া অর্থাৎ এক অন্তর্যামি পরমাত্মা কর্ত্তৃকই নিয়ন্ত্রিত জানিয়া অন্য লোকের শান্তঘোরাদি স্বভাব ও সৎ অসৎ কর্ম্মের নিন্দা বা প্রশংসা করিবে না ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ।

অষ্টাবিংশে জ্ঞানযোগং জগন্মিথ্যাত্ববাদিনাম্।
অদ্বৈতদর্শিনাং প্রাথ্যং প্রভুঃ সর্ব্বমতং ব্রুবন্ ॥

বেদাষ্টসপ্ত্যাধিকবিংশ ঈরিতে মতে জগৎ স্যাৎ সদসত্ত্বহেতুভে। কিমস্তি নাস্তি ব্যপদেশভূষিতমিত্যুক্তিরত্রৈব বিধেহরেরপি। অদ্বৈতদর্শিনো জ্ঞানিনো হি দ্বিবিধা ভবন্তি। বিশ্বস্যাস্য পরব্রহ্মোপাদানকত্বেঽবস্তুব্যাখ্যেয়ে পরিণামবাদে ব্রহ্মণো বিকারপ্রসক্তেস্তমনঙ্গীকৃত্য বিবর্ত্তবাদমেবাঙ্গীকুর্ব্বাণা ব্রহ্মণো নির্ব্বিকারত্বং বিশ্বস্যাস্য তু মিথ্যাত্বমাচক্ষতে খল্বেকে। অন্যে তু প্রকৃতেঃ স্বশক্তিত্বাত্তদ্বারৈব পরব্রহ্মণো জগদুৎপাদনত্বমতস্তস্যাঃ কিল বিকারিত্বেঽপি স্বরূপতস্তদতীতস্য পরব্রহ্মণো নির্ব্বিকারত্বমেবেতি পরিণামবাদে কিল ন কাপি ক্ষতিঃ। তথাচোক্তং ভগবতা—"প্রকৃতির্হ্যস্যোপাদানমাধারঃ পুরুষঃ পরঃ। সতোঽভিব্যঞ্জকঃ কালো ব্রহ্ম তৎ ত্রিতয়ন্ত্বহম্ ॥" ইত্যতঃ সত্যপি দ্বৈতে প্রকৃতিকার্য্যাণাং তদনন্যত্বাৎ প্রকৃতেশ্চ পরমেশ্বরানন্যত্বাৎ পরমেশ্বরস্য তু বহুমূর্ত্তিত্বেঽপ্যৈক্যাদদ্বৈত-

মেব ব্রহ্মেত্যাহঃ—উভয়েষামেব জ্ঞানিত্বেঽপ্যুত্তরে এব শ্রীভাগবতসম্মতাঃ। পূর্ব্বেষামপি মধ্যে যে ভগবদ্বিগ্রহ-ভক্তধামনামাভতিরিক্তপদার্থানামেব মিথ্যাত্বং ব্যাচক্ষতে তেষাং মতমাদিভরতচরিতাদৌ কচিৎ কচিদুট্টঙ্কিতমিতি তন্মতমপি সর্ব্বমতজিজ্ঞাসুরুদ্ধবমাহ,—পরস্বভাবকর্ম্মাণীতি পঞ্চভিঃ। ততঃপরমধ্যায়পরিসমাপ্তিপর্য্যন্তং বিবর্ত্তবাদিনাং পরিণামবাদিনাঞ্চ মতে ব্যাখ্যানং তুল্যমেব, কিন্তু অসদাদিশব্দৈর্বিবর্ত্তবাদিনাং মতে অবস্ত্বেবোচ্যতে, পরিণামবাদিনাং মতে তু অসর্ব্বকালসত্তাকং বস্তূচ্যতে ইত্যেতাবানেব ভেদো দ্রষ্টব্যঃ। কার্য্যাণাং সত্ত্বেঽপ্যচিরস্থায়িত্বমসত্ত্বমেবেতি পরিণামবাদিনঃ। কার্য্যাণাং মিথ্যাত্বমেবাসত্ত্বমিতি বিবর্ত্তবাদিন আহুরিতি তত্র তত্র বিবেচনীয়মিতি ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ। অষ্টাবিংশ অধ্যায়ে প্রভু সর্ব্বমত বলিবার কালে জগন্মিথ্যাবাদী অদ্বৈতদর্শীদিগের জ্ঞানযোগ প্রকৃষ্টভাবে বলিয়াছেন।

অষ্টাবিংশ সংখ্যা বর্ণিতমতে জগৎকে সৎ অসৎ ও এই উভয় বলিয়া জানে। ব্যপদেশভূষিত কি আছে, (ভাঃ ১০।১৪।১২) না আছে—এই উক্তি আছে দ্বিধি (ব্রহ্মা) হরিরও (ভাঃ ১১।২৮।২১)। অদ্বৈতদর্শী জ্ঞানিগণ দ্বিবিধ। এই বিশ্বের উপাদান পরব্রহ্ম, এইরূপ অবশ্য ব্যাখ্যাত পরিণামবাদে ব্রহ্মের বিকার সম্ভাবনাহেতু তাহা স্বীকার না করিয়া বিবর্ত্তবাদ অঙ্গীকার বলিয়া একপক্ষ বলেন—ব্রহ্ম নির্ব্বিকার ও বিশ্ব মিথ্যা। অন্য পক্ষ বলেন—প্রকৃতি পরব্রহ্মের স্বশক্তি বলিয়া তদ্দ্বারা তিনি জগতের উপাদান, শক্তি বিকারযোগ্য হইলেও স্বরূপতঃ তাহার অতীত পরব্রহ্ম নির্ব্বিকারই, এইরূপ (শক্তি-) পরিণামবাদে কোনও ক্ষতি নাই। ভগবান্ বলিয়াছেন (ভাঃ ১১।২৪।১৯) 'এই সৎকার্য্যের উপাদান প্রকৃতি, প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা পুরুষ এবং তাহার অভিব্যঞ্জক কাল, এই পদার্থত্রয় আমারই স্বরূপ, আমা হইতে ভিন্ন নহে', অতএব দ্বৈত হইলেও প্রকৃতি-কার্য্যসমূহ তাহা হইতে অনন্য বলিয়া ও প্রকৃতি পরমেশ্বর হইতে অনন্য বলিয়া পরমেশ্বরের বহু মূর্ত্তি থাকিলেও ঐক্যহেতু (ভাঃ ১০।৪০।৭) ব্রহ্ম অদ্বৈত—ইহাই বলেন। উভয়পক্ষ জ্ঞানী হইলেও পরবর্ত্তিগণের মতই শ্রীভাগবত-সম্মত। পূর্ব্ববর্ত্তিগণের মধ্যেও যাঁহারা ভগবদ্বিগ্রহ, ভক্ত, ধাম, নামাদি অতিরিক্ত পদার্থগুলি মিথ্যা ব্যাখ্যা করেন, তাঁহাদের মত আদি-ভরতচরিত প্রভৃতিতে কোথাও কোথাও ইঙ্গিত করা হইয়াছে। অতএব সেই মতও সর্ব্বমতজিজ্ঞাসু উদ্ধবকে পাঁচটী শ্লোকে বলিতেছেন। তাহার পর অধ্যায় সমাপ্তি-পর্য্যন্ত বিবর্ত্তবাদী ও পরিণামবাদিগণের মতে ব্যাখ্যান তুল্যপ্রকারই। কিন্তু অসৎ প্রভৃতি শব্দদ্বারা বিবর্ত্ত-বাদিগণের মতে অবস্তুই বলা হয়; অথচ পরিণাম-বাদিগণের মতে অসর্ব্বকাল সত্তাময়-বস্তু বলা হয়—এইরূপ ভেদ দেখা যায়। পরিণামবাদীর মতে অসত্ত্ব বলিতে কার্য্যের সত্তা সত্ত্বেও অচিরস্থায়িত্ব উদ্দিষ্ট। বিবর্ত্তবাদী বলেন—কার্য্যের মিথ্যাত্বকেই অসত্ত্ব বলে। এইরূপ তত্তৎস্থলে বিবেচনা করিতে হইবে ॥ ১ ॥

সারার্থানুদর্শিনী। বিবর্ত্তবাদ—ব্রহ্ম সত্য ও নির্ব্বিকার। মায়া মিথ্যা, সুতরাং মায়ার কার্য্য বিশ্বও অসত্য অর্থাৎ মিথ্যা।

'বিবর্ত্ত' শব্দের বৈজ্ঞানিক অর্থ এইরূপ—

অতত্ত্বতোঽন্যথা বুদ্ধির্বিবর্ত্ত ইত্যুদাহৃতঃ।

অর্থাৎ যে বস্তু যাহা নয়, তাহাকে সেই বস্তু বলিয়া প্রতীতি করার নাম বিবর্ত্ত। জীব চিৎকণ বস্তু, জড়ীয় স্থূল লিঙ্গদেহে আবদ্ধ হইয়া তত্ত্বভ্রমে আপনাকে লিঙ্গ ও স্থূল শরীরের সহিত এক মনে করিয়া দেহকে 'আমি' বলিয়া যে পরিচয় দেন, তাহাই তত্ত্বজ্ঞানশূন্য অন্যথা-বুদ্ধি—ইহাই বেদ-সম্মত একমাত্র বিবর্ত্তের উদাহরণ। যথা—কেহ এরূপ বুদ্ধি করিতেছেন যে, আমি সনাতন ভট্টাচার্য্যের পুত্র রমানাথ ভট্টাচার্য্য; কেহ বা মনে করিতেছেন, আমি বিশে চাঁড়ালের পুত্র সাধু চাঁড়াল। এই বুদ্ধি নিতান্ত ভ্রম—চিৎকণজীব রমানাথ ভট্টাচার্য্য বা সাধু চাঁড়াল ন'ন; তথাপি দেহে আত্মবুদ্ধি করিয়া সেরূপ প্রতীতি হইতেছে। রজ্জুতে সর্পভ্রম ও শুক্তিতে রজতভ্রম ঐ প্রকার। অতএব এই সমস্ত উদাহরণ দ্বারা মায়িক-দেহে আত্মবুদ্ধিরূপ বিবর্ত্তকে দূর করিবার পরামর্শ

বেদে দেখা যায়। শ্রীগৌর ভগবান কাশীবাসী মায়াবাদিগণকে বলিয়াছেন—

বস্তুতঃ পরিণামবাদ সেই সে প্রমাণ।
দেহে আত্মবুদ্ধি হয় বিবর্ত্তের স্থান॥
(চৈঃ চঃ আঃ ৭ পঃ)

মায়াবাদিগণ বেদের যথার্থ তাৎপর্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক এক প্রকার কৌতুকাবহ বিবর্ত্তবাদ স্থাপন করিয়াছেন। 'আমি ব্রহ্ম'—ইহাই তাত্ত্বিক বুদ্ধি, তাহার অন্যথা 'আমি জীব' এই বুদ্ধিকে তাঁহারা বিবর্ত্ত বলিয়াছেন; বস্তুতঃ, ওরূপ বিবর্ত্তবাদে সত্যের নির্ণয় হয় না। বিবর্ত্তবাদ বস্তুতঃ শক্তি পরিণামবাদের বিরোধী নয়, কিন্তু মায়াবাদীর বিবর্ত্তবাদ নিতান্ত হাস্যাস্পদ। মায়াবাদীর বিবর্ত্তবাদ কয়েক প্রকার—তন্মধ্যে (১) জীবভ্রমক্রমে ব্রহ্মের জীবত্ব, (২) প্রতিবিম্বিত হইয়া ব্রহ্মের জীবত্ব এবং (৩) স্বপ্নে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ পৃথক্ জীব ও জড়জগতের ব্রহ্মেতর বুদ্ধি,— এই তিন প্রকার বিবর্ত্তবাদ বিশেষরূপে প্রচারিত আছে।

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত 'জৈবধর্ম্ম' ১৮শ অঃ)

পরিণামবাদ—পরম ব্রহ্ম সত্য ও নির্ব্বিকার। মায়া বা প্রকৃতি তাঁহার শক্তি, অতএব সত্য। প্রকৃতির পরিণাম বিশ্ব সত্য, কিন্তু সত্যসত্ত্বেও বিশ্ব অচিরস্থায়ী।

শক্তি পরিণামবাদ—ব্রহ্ম অবিকৃত আছেন, তাঁহার অঘটনঘটন-পটীয়সী শক্তি কোনস্থলে অণুরূপে জীবরূপে পরিণত হইতেছেন। কোনস্থলে ছায়াকরে জড়ব্রহ্মাণ্ড-রূপে পরিণত হইতেছেন। ব্রহ্ম ইচ্ছা করিলেন যে, জীবজগৎ হউক, অমনি তাঁহার পরাশক্তিগত জীবশক্তি (গীঃ ৭।৫) অনন্ত জীব প্রকট করিল। ব্রহ্ম ইচ্ছা করিলেন যে, জড়জগৎ হউক অমনি পরাশক্তির ছায়ারূপ মায়াশক্তি (গীঃ ৭।৬) এই অসীম জড়জগৎকে প্রকট করিল—ইহাতে ব্রহ্মের নিজ-বিকার নাই। যদি বল, ইচ্ছাই তাঁহারই বিকার; সে বিকার ব্রহ্মে কিরূপে থাকে? তাহার উত্তর এই, তুমি জীবের ইচ্ছা লক্ষ্য করিয়া ব্রহ্মের ইচ্ছাকে বিকার বলিতেছ; জীব ক্ষুদ্র, তাহার যে ইচ্ছা হয়, তাহা অন্যশক্তি-সংস্পর্শী; এইজন্য জীবের ইচ্ছাটা 'বিকার'। ব্রহ্মের ইচ্ছা সেরূপ নয়, ব্রহ্মের নিরঙ্কুশ ইচ্ছাই ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ—ব্রহ্মের শক্তি হইতে অপৃথক্ হইয়াও তাহা পৃথক্। অতএব, ব্রহ্মের ইচ্ছাই ব্রহ্মের স্বরূপ, তাহাতে বিকারের স্থল নাই এবং তাহার পরিণতিও নাই; ইচ্ছা হইবামাত্র শক্তি ক্রিয়াবতী হ'ন। শক্তিরই পরিণাম। এই সূক্ষ্ম বিভাগ জীবের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অতীত—কেবল বেদ-প্রমাণ দ্বারাই জানা যাইতেছে। এখন শক্তির পরিণাম কিরূপ, তাহাই বিচার্য্য; দুগ্ধ যেরূপ দধি হইয়াছে, তাহা যে শক্তি-পরিণামের একমাত্র পরিচয়, তাহা নয়; যদিও প্রাকৃত-বস্তুদ্বারা অপ্রাকৃত-তত্ত্বের উদাহরণ সম্পূর্ণরূপে হয় না, তথাপি কোন অংশে উদাহৃত হইয়া অপ্রাকৃত-তত্ত্বকে স্পষ্ট করিতে পারে। এরূপ কথিত আছে যে, প্রাকৃত চিন্তামণি নানারত্নরাশি প্রসব করিয়াও অবিকৃত থাকে,—

শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্য—

অবিচিন্ত্য-শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্।
ইচ্ছায় জগৎরূপে পায় পরিণাম॥
তথাপি অচিন্ত্যশক্ত্যে হয় অবিকারী।
প্রাকৃত চিন্তামণি তাহে দৃষ্টান্ত ধরি॥
নানা রত্নরাশি হয় চিন্তামণি হৈতে।
তথাপিহ মণি রহে স্বরূপে অবিকৃতে॥
প্রাকৃত বস্তুতে যদি অচিন্ত্যশক্তি হয়।
ঈশ্বরের অচিন্ত্যশক্তি—ইথে কি বিস্ময়॥
(চৈঃ চঃ আঃ ৭ পঃ)

অপ্রাকৃততত্ত্বে ঈশ্বরের সৃষ্টিকে সেইরূপ মনে কর। অনন্তজীবময় জৈবজগৎ এবং চতুর্দ্দশ লোকান্তর্গত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড অচিন্ত্যশক্তিদ্বারা ইচ্ছামাত্র সৃষ্টি করিয়াও পরমেশ্বর বিকারশূন্য থাকেন।

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকৃত 'জৈবধর্ম্ম' ১৮ অঃ।)

'বিকারশূন্য' শব্দদ্বারা এরূপ মনে করিও না যে, তিনি কেবল নির্ব্বিশেষ। বৃহদ্বস্তু ব্রহ্ম সর্ব্বদা ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবৎ-স্বরূপ, কেবল নির্ব্বিশেষ বলিলে তাঁহার চিচ্ছক্তি স্বীকৃত হয় না। অচিন্ত্যশক্তিদ্বারা তিনি নিত্য-সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ; কেবল নির্ব্বিশেষ মানিলে অর্দ্ধস্বরূপ-মাত্র মানা হয় এবং তাহাতে পূর্ণতার হানি হয়। সেই

পরতত্ত্বে 'অপাদান,' 'করণ' ও 'অধিকরণ'রূপ তিনটী কারকত্ব শ্রুতিগণ কর্ত্তৃক বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে বলিয়াছেন—

বেদ-পুরাণে কহে ব্রহ্মনিরূপণ।
সেই ব্রহ্ম-বৃহদ্বস্তু, ঈশ্বর-লক্ষণ॥
সর্ব্বৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাঁরে নিরাকার করি' করহ ব্যাখ্যান॥
নির্ব্বিশেষ তাঁরে কহে যেই শ্রুতিগণ।
'প্রাকৃত' নিষেধি করে 'অপ্রাকৃত' স্থাপন॥
ব্রহ্ম হইতে জন্মে বিশ্ব, ব্রহ্মেতে জীবয়।
সেই ব্রহ্মে পুনরপি হয়ে যায় লয়॥
'অপাদান', 'করণ', 'অধিকরণ'-কারক তিন।
ভগবানের সবিশেষে এই তিন চিন্॥

(চৈঃ চঃ মঃ ৬ পঃ)

তাঁরে 'নির্ব্বিশেষ' কহি, চিচ্ছক্তি না মানি।
অর্দ্ধস্বরূপ না মানিলে পূর্ণতা হয় হানি॥

(ঐ—আঃ ৭ পঃ)

এই পক্ষ শ্রীভাগবত-সম্মত। পূর্ব্ববর্ত্তী বিবর্ত্তবাদিগণের মধ্যে যাহারা ভগবানের বিগ্রহ, ভক্ত, ধাম, নামাদি অতিরিক্ত পদার্থগুলিকে মিথ্যা বলেন, তাহাদের মত আদি-ভরত-চরিতে কোথাও কোথাও ইঙ্গিত করা হইয়াছে।—"শ্রীভরতও রহূগণের প্রবোধনের জন্য 'অয়ং জনো নাম চলন্ পৃথিব্যাম্'—ইত্যাদি বাক্যদ্বারা বিশ্বের মিথ্যাত্ব বলিয়া তাহা হইলে সত্য কি? এই অপেক্ষায় 'ভগবচ্ছব্দসংজ্ঞং যদ্বাসুদেবং কবয়ো বদন্তি'—ভাঃ ৫।১২।৫—১১ শ্লোঃ দ্রষ্টব্য—এই উপসংহার করিয়াছেন।" 'আবাধিতোঽপি হ্যাভাসো'—ভাঃ ৭।১৫।৫৮ শ্লোকের টীকায়—শ্রীল বিশ্বনাথ।

পরমেশ্বরের বহুমূর্ত্তি থাকিলেও ঐক্যহেতু অদ্বৈত—"বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকম্"—ভাঃ ১০।৪০।৭, 'তোমার মূর্ত্তিসমূহ চিন্ময়ী বলিয়া বহু হইয়াও ঐক্যহেতু এক। 'একো বশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্যঃ, একোঽপি সন্ বহুধা যোঽবভাতি'—গোঃ তাঃ পূঃ বিঃ ২১"—শ্রীল বিশ্বনাথ।

* বিশেষ দ্রষ্টব্য :—প্রকৃতি পুরুষসহ বিশ্বের একাত্মতা বিচার 'আদাবন্তে জনানাং সদ্বহিরন্তঃ পরাবরম্'—'জাগ্রৎস্বাপৌ যথা স্বপ্নে তথা বিধিনিষেধতা'—ভাঃ ৭।১৫।৫৭।৬১ শ্লোকসমূহের ব্যাখ্যানরীতি দ্রষ্টব্য ॥১॥

পরস্বভাবকর্ম্মাণি যঃ প্রশংসতি নিন্দতি।
স আশু ভ্রশ্যতে স্বার্থাদসত্যভিনিবেশতঃ ॥২॥

অন্বয়। (বিপক্ষে দোষমাহ) যঃ পরস্বভাবকর্ম্মাণি প্রশংসতি বা নিন্দতি সঃ অসতি (মিথ্যাভূতে দ্বৈতে) অভিনিবেশতঃ (অহংমমাত্মকাৎ হেতোঃ) স্বার্থাৎ (জ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণাৎ) আশু (শীঘ্রং) ভ্রশ্যতে ॥২॥

অনুবাদ। যে ব্যক্তি অন্যের স্বভাব ও কর্ম্মসমূহের প্রশংসা বা নিন্দা করেন, তিনি অসৎকার্য্যে অর্থাৎ দেহ-গৃহাদিতে অহং-মমাভিমানে আসক্ত হইয়া শীঘ্রই পরমাত্মাভিনিবেশরূপ স্বার্থ হইতে ভ্রষ্ট হন ॥২॥

বিশ্বনাথ। বিপক্ষে দোষমাহ—পরেতি। স জ্ঞানী স্বার্থাৎ জ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণাৎ অসতি মিথ্যাভূতে দ্বৈতেঽভিনিবেশাৎ ॥২॥

বঙ্গানুবাদ। বিপক্ষে দোষ বলিতেছেন। সেই জ্ঞানী অসৎ অর্থাৎ মিথ্যাভূত দ্বৈতে অভিনিবেশহেতু জ্ঞাননিষ্ঠলক্ষণ স্বার্থ হইতে চ্যুত হন ॥২॥

অনুদর্শিনী। মিথ্যাভূত—পরমাত্মসত্তারহিত।

যিনি অসৎ দেহগেহাদিতে আসক্ত; তিনিই অজ্ঞ, অপস্বার্থপর এবং অন্যের নিন্দা-প্রশংসায় ব্যস্ত, কিন্তু যিনি সৎ আত্মা ও পরমাত্মার চিন্তায় নিরত, তিনিই স্বার্থপর এবং জ্ঞানী। পরনিন্দা বা পরপ্রশংসায় আত্ম-অর্থ নাই বলিয়া তিনি সে বিষয়ে উদাসীন। যদি কোন জ্ঞানীকে নিন্দা-প্রশংসায় নিযুক্ত দেখা যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, তিনি আত্ম-পরমাত্মাভিনিবেশ পরিত্যাগ করিয়াই অসতে অভিনিবিষ্ট হওয়ায় প্রকৃত স্বার্থচ্যুত হইয়া অপস্বার্থপর হইয়াছেন ॥ ২ ॥

তৈজসে নিদ্রয়াপন্নে পিণ্ডস্থো নষ্টচেতনঃ।
মায়াং প্রাপ্নোতি মৃত্যুং বা তদ্বন্নানার্থদৃক্ পুমান্ ॥৩॥

অন্বয়। তৈজসে (রাজসাহঙ্কারকার্য্যে ইন্দ্রিয়গণে) নিদ্রয়া আপন্নে (অভিভূতে সতি) পিণ্ডস্থঃ (জীবঃ) মায়াং প্রাপ্নোতি (কেবলং মনোমাত্রেণ মায়াং স্বপ্নরূপাং প্রাপ্নোতি, ততো মনসি লীনে সতি) নষ্টচেতনঃ (সন্) মৃত্যুং বা (মৃত্যুতুল্যাং সুষুপ্তিং বা প্রাপ্নোতি) তদ্বৎ নানার্থদৃক্ পুমান্ (দ্বৈতাভিনিবেশী বিক্ষেপং লয়ঞ্চ প্রাপ্নোতি) ॥৩॥

অনুবাদ। রাজসাহঙ্কারকার্য্য ইন্দ্রিয়গণ নিদ্রায় অভিভূত হইলে শরীরস্থ জীব যেরূপ মনের দ্বারা কেবল-মাত্র স্বপ্নরূপ মায়াকে প্রাপ্ত হয় এবং মনের লয় হইলে নষ্টচৈতন্ত হইয়া মৃত্যুতুল্যা সুষুপ্তি অবস্থা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ দ্বৈতাভিনিবেশী পুরুষও বিক্ষেপ ও লয় প্রাপ্ত হয় ॥৩॥

বিশ্বনাথ। ভ্রংশমেব দৃষ্টান্তেন দর্শয়তি—তৈজসে রাজসাহঙ্কারকার্য্যে ইন্দ্রিয়গণে নিদ্রয়া স্বাপেন আপন্নে অভিভূতে সতি পিণ্ডস্থো জীবঃ কেবলং মনোমাত্রেণ মায়াং স্বপ্নরূপাং প্রাপ্নোতি ততো মনস্তপি লীনে সতি নষ্টচেতনঃ সন্ মৃত্যুং বা মৃত্যুতুল্যাং সুষুপ্তিং বা প্রাপ্নোতি যথা তদ্বদেব নানার্থদৃক্ দ্বৈতাভিনিবেশী বিক্ষেপং লয়ঞ্চ প্রাপ্নোতীতি ॥৩॥

বঙ্গানুবাদ। ভ্রংশ বা চ্যুতি দৃষ্টান্ত-সহকারে দেখাইতেছেন। যেমন তৈজস অর্থাৎ রাজস-অহঙ্কার-কার্য্য ইন্দ্রিয়গণ নিদ্রায় আপন্ন বা অভিভূত হইলে পিণ্ডস্থ জীব কেবল মনোমাত্রদ্বারা স্বপ্নরূপা মায়া প্রাপ্ত হয়, পরে মন লীন হইয়া গেলে নষ্টচেতন হইয়া মৃত্যু বা মৃত্যুতুল্যা সুষুপ্তি প্রাপ্ত হয়; সেইরূপই নানার্থদৃক্—দ্বৈতাভিনিবেশী বিক্ষেপ ও লয় প্রাপ্ত হয় ॥৩॥

অনুদর্শিনী। যেরূপ পুরুষ বাহিরের চেতনতা লুপ্ত হইলে স্বপ্ন এবং বাহিরে ও অন্তরে নষ্টচেতন হইলে মৃত্যুতুল্যা সুষুপ্তি প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ দ্বৈতাভিনিবেশী জ্ঞানী পরাত্মৈক দৃষ্টির অভাবে চিত্ত-বিক্ষেপ এবং লয় প্রাপ্ত হয় ॥৩॥

কিং ভদ্রং কিমভদ্রং দ্বৈতস্যাবস্তুনঃ কিয়ৎ।
বাচোদিতং তদনৃতং মনসা ধ্যাতমেব চ ॥৪॥

অন্বয়। অবস্তুনঃ (মিথ্যাভূতস্য পৃথগবয়বিস্বরূপস্য) দ্বৈতস্য (মধ্যে) কিং ভদ্রং (স্তুতিযোগ্যং) কিং বা অভদ্রং (নিন্দাযোগ্যং) (তথা) কিয়ৎ (ভদ্রং কিয়দ্বা অভদ্রং ভবতি) (যতঃ) বাচা উদিতং (উক্তং, চক্ষুরাদিভিঃ যদ্দৃষ্টং) মনসা ধ্যাতং চ (যৎ কিয়ৎ অপি বস্তু) তৎ (সর্ব্বং) অনৃতং (অসত্যং) এব ॥৪॥

অনুবাদ। যেহেতু দ্বৈতমাত্রই অসত্য, সেজন্য তন্মধ্যে ইহা ভাল, ইহা মন্দ, এই অংশ উৎকৃষ্ট, এই অংশ অপকৃষ্ট এইরূপ বিচারে একটী বস্তুও প্রশংসা বা নিন্দার পাত্র হইতে পারে না। পরন্তু বাক্যদ্বারা যাহা উক্ত হয় এবং মনের দ্বারা যাহা চিন্তিত হয়, সে সকলই মিথ্যা বলিয়া জানিবে ॥৪॥

বিশ্বনাথ। দ্বৈতস্যাসত্যতয়া স্তুতিনিন্দয়োর্নির্বিষয়ত্বং প্রপঞ্চয়তি—সার্দ্ধৈঃ ষড়্ভিঃ কিং ভদ্রমিতি। অবস্তুন ইতি মদ্বিগ্রহধামনামভক্তাদিকং চিদ্রূপত্বাদ্ ব্রহ্মবত্ত্বেন তদ্ভিন্নস্য দ্বৈতস্য সম্বন্ধি। যদ্বাচা উদিতং যন্মনসা ধ্যাতং তৎ সর্ব্বমনৃতং কিং ভদ্রং কিং বা অভদ্রং কিয়দ্বা ভদ্রমিত্যন্বয়ঃ। যতঃ স্তুতিনিন্দে স্যাতামিতি ভাবঃ। এবমগ্রেঽপ্যসচ্ছব্দেন চিন্তিমমেব জ্ঞেয়ং, ব্যাখ্যান্তরে "সত্যজ্ঞানানন্তানন্দমাত্রৈকরসমূর্ত্তয়" ইতি তাসাং মধ্যে সাক্ষাদ্ব্রহ্ম গোপালপুরী হীতি," "আ অস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবিক্তনেতি," প্রযুজ্যমানে ময়ি তাং শুদ্ধাং ভাগবতীং তনুমিতি," "মন্নিকেতন্তু নির্গুণমিতি," "নির্গুণো মদপাশ্রয়" ইত্যাদিবচনেভ্যো গুণাতীতত্বেনাবগমিতেষ্বপি বস্তুষনৃতত্বপ্রসিদ্ধিঃ স্যাদতস্তন্নোপাদেয়ম্ ॥৪॥

বঙ্গানুবাদ। দ্বৈত অসত্য বলিয়া স্তুতি ও নিন্দার বিষয় নহে—সাড়ে ছয়টী শ্লোকে ইহাই সবিস্তার বলিতেছেন। অবস্তু—আমার বিগ্রহ, ধাম, নাম, ভক্তাদি চিদ্রূপ ব্রহ্মবস্তুই। তদ্ভিন্ন দ্বৈতসম্বন্ধে যাহা কথায় উদিত হয়, মনে ধ্যাত হয়, সে সমস্তই মিথ্যা, ভদ্রই বা কি, অভদ্রই বা কি, বা কি পরিমাণ ভদ্র—এই অন্বয়। যেহেতু

স্তুতিনিন্দা থাকিবে, এই ভাব। ব্যাখ্যান্তরে 'সত্য, জ্ঞান, অনন্ত, আনন্দময় অদ্বিতীয় বিগ্রহ'—ভাঃ (১০।১৩।৫৪) 'তাহাদের মধ্যে গোপালাখ্যা সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপা পুরী'— (গোঃ তাঃ উঃবিঃ ২৯শ্লোঃ), ('হে বিষ্ণো! তোমার নাম চিৎস্বরূপ, অতএব তাহা স্বপ্রকাশরূপ,) সুতরাং এই নামের সম্যক্ উচ্চারণাদি-মাহাত্ম্য না জানিয়াও যদি তাহা ঈষন্মাত্র অবগত হইয়াই নামোচ্চারণ করি' (ঋগ্বেদ ১মণ্ডল ১৫৬সূক্ত ৩য় ঋক্) 'শ্রীহরির প্রতিশ্রুত আমি সেই শুদ্ধসত্ত্বময় অপ্রাকৃত চিন্ময় ভগবৎপার্ষদোচিত শরীর লাভ করিতে উপযুক্ত হইলে' (ভাঃ ১।৬।২৯) 'আমার নিকেতন নির্গুণ' (ভাঃ ১১।২৫।২৫) 'আমার আশ্রিত কর্ত্তা নির্গুণ' (ভাঃ ১১-২৫-২৬)—ইত্যাদি বচন হইতে গুণাতীত বলিয়া জ্ঞাপিত বস্তুসমূহে মিথ্যাত্ব প্রসিদ্ধি হইয়া পড়ে। অতএব তাহা উপাদেয় নয় ॥৪॥

অনুদর্শিনী। শ্রীভগবানই অন্যের অপেক্ষাশূন্য অর্থাৎ নিরপেক্ষ এবং কেবল বা একমাত্র অদ্বয় বাস্তব বস্তু। দৃশ্য জগৎ তাঁহারই অপেক্ষাযুক্ত দ্বৈত।—

অনন্যাপেক্ষতত্ত্বেকো হরিরন্যদ্দ্বয়ং স্মৃতম্।
অন্যাপেক্ষতত্ত্বেন প্রাপ্তত্বাদ্দ্বৈতমুচ্যতে ॥—নারদীয়ে।

সুতরাং জাগতিক বস্তুসমূহ বাস্তব বা নিত্য নহে— 'দ্বৈতে ধ্রুবার্থবিশ্রম্ভং ত্যজ'—ভাঃ ৬।১৫।২৭। দৃষ্ট পদার্থসমূহ তাত্ত্বিকস্বরূপ ব্যতীত মনের কল্পনায় পরিচিত হয় মাত্র। যদি তাহাদের প্রকৃতস্বরূপ দৃষ্ট হইত, তবে কখনই ক্ষণান্তরে তাহার পরিবর্ত্তন বা নাশ দৃষ্ট হইত না। অতএব স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুসমূহের অস্তিত্ব না থাকিলেও যেমন স্বপ্নে তাহাদের সত্তা প্রতীত হয়, স্বপ্নভঙ্গে দেখা যায় না তদ্রূপ দৃশ্যমান্ অর্থসমূহও মনঃকল্পিত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। যদিও প্রশ্ন হয় যে, মীমাংসকগণ ভোগ্য অর্থসমূহকে পূর্ব্ব-সঞ্চিত পুণ্যাপুণ্য কর্ম্মের ফলস্বরূপ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা কিরূপে মনঃকল্পিত হইতে পারে?—এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে,—

'মনসো দ্বেষরাগাভ্যাং পুণ্যপাপসমুদ্ভবঃ।
পুত্রাদিপুণ্যপাপাভ্যাং তস্মাৎ সর্ব্বং মনোভবম্ ॥'
—নারদীয়ে।

'দৃশ্যমানা বিনার্থেন ন দৃশ্যন্তে মনোভবাঃ।
কর্ম্মভির্ধ্যায়তো নানা কর্ম্মাণি মনসোঽভবন্ ॥
(ভাঃ ৬।১৫।২৪)

অর্থাৎ মনের রাগদ্বেষ হইতে পুণ্যপাপের উদ্ভব এবং পুণ্যপাপ হইতে পুত্রাদি প্রাপ্তি; অতএব সকলই মনোভব।

ঋষি অঙ্গিরা চিত্রকেতুকে বলিলেন—হে রাজন্! দৃশ্যমান্ (স্ত্রীপুত্রাদি বিষয়বৈভব)—মনঃকল্পিত; এইসকল বিষয়ের বাস্তব-সত্তা না থাকায় কালান্তরে দৃষ্ট হয় না, (সুতরাং অনিত্য)—প্রাক্তন কর্ম্মবাসনা অনুসারে জীব বিষয়চিন্তা করে, সুতরাং পুরুষের মন হইতে নানাবিধ কর্ম্মের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

'অর্থ-ব্যতীত অর্থাৎ ব্যাঘ্রসর্পাদি ব্যতীত স্বপ্নে দৃশ্যমান্ ঐ সকল বিষয় স্বপ্নভঙ্গে যেরূপ দৃষ্ট হয় না, তদ্রূপ অবাস্তব-বস্তুভূত দারাদি এবং স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু-সকলই মনোবাসনাজন্য মনোভব। কর্ম্মসমূহও মনোভব বলিয়া কর্ম্মসাধ্য অর্থসমূহও মনোভব।'—শ্রীল বিশ্বনাথ।

সুতরাং অনিত্যবস্তুর ভালমন্দ, উৎকর্ষ-অপকর্ষ, স্তুতি-নিন্দার বিচার ভ্রমমাত্র। কেননা, দ্বৈতনিষ্ঠ বুদ্ধিই ভ্রম— 'ভ্রমমিদং দ্বিতয়ম্'—(ভাঃ ৬।১৫।২৮)—তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র-জ্ঞান সব মনোধর্ম্ম।
এই ভাল, এই মন্দ—এই সব ভ্রম ॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৪পঃ)

অদ্বয়জ্ঞান কৃষ্ণপ্রতীতি ব্যতীত তদ্‌ভিন্ন মায়িকপ্রতীতি-বিশিষ্ট দ্বৈতবস্তুর অবাস্তবতাহেতু বাক্যদ্বারা কথিত এবং মনঃকর্ত্তৃক ধ্যাত যাহা কিছু, তাহা সমস্তই 'অনৃত', অতএব তাহাতে ভদ্রই বা কি অভদ্রই বা কি? অর্থাৎ তাহাতে 'ভদ্র' বা 'অভদ্র' এরূপ জড়ীয় ভেদ আছে বটে, কিন্তু অদ্বয়জ্ঞান-বস্তুর প্রতীতি সে রকম কিছুই নাই। (শ্রীল ভক্তিবিনোদ)।

শ্রুতিও বলিয়াছেন—

যদাতমস্তন্ন দিবা ন রাত্রির্ন সন্ন চাসচ্ছিব এব কেবলঃ।
তদক্ষরং তৎ সবিতুর্বরেণ্যং প্রজ্ঞা চ তস্মাৎ প্রসৃতা পুরাণী ॥
(শ্বেঃ ৪-১৮)

অর্থাৎ যখন 'অতম' অর্থাৎ জ্ঞানের প্রকাশ হয়, তখন প্রাকৃত দিবা বা রাত্রি থাকে না, সৎ ও অসৎ থাকে না,

অর্থাৎ দ্বৈতে ভদ্রাভদ্রজ্ঞানরূপ মনোধর্ম লুপ্ত হয়; কেবল পরম মঙ্গলময় অদ্বয়জ্ঞান ভগবানই থাকেন। তিনিই অক্ষর, তিনি সবিতার বরণীয় তেজ, তাঁহা হইতেই সনাতন জ্ঞান প্রকাশিত হয়।

মনে চিন্তিত বস্তুরই কথা বাক্যদ্বারা অপরের নিকট ব্যক্ত হয়। মন যাহা চিন্তা করে না, বাক্য তাহা ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারে না, অদৃষ্ট বস্তু আবার মনের দ্বারা চিন্তিত হয় না। চক্ষুকর্ণাদি দ্বারা রূপরসাদি বিষয়গ্রহণকারী মন জাগ্রদবস্থায় প্রত্যক্ষ দৃষ্ট বিষয়-ব্যতীত কল্পনায় আনীত বিষয়লাভে যেরূপ আনন্দলাভ করে স্বপ্নেও সেই মনোপনীত বিষয় প্রাপ্তিতে সুখ লাভ হয়। অতএব মনোরথোপনীত পুত্রাদিলাভানন্দ, স্বপ্নে প্রত্যক্ষদৃষ্ট মনের দ্বারা উপস্থাপিত স্ত্রীসম্ভোগাদি সুখ এবং মনোপ্রধান ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যসুখাদিও মিথ্যা- যথা—'মনোরথঃ স্বপ্নঃ সর্ব্বমৈন্দ্রিয়কং মৃষা।' (ভাঃ ৭।২।৪৮)

শ্রীভগবানের বিগ্রহ, ধাম, নাম, ভক্ত এবং ভগবৎ-সম্বন্ধীয় নিকেতনাদি যাবতীয় বস্তু চিন্ময়, অপ্রাকৃত ব্রহ্ম-বস্তুই। তাঁহারা কৃপাপ্রকাশে গুণময় বিশ্বে অবতীর্ণ হইলেও গুণাতীত, নিন্দা প্রশংসাতীত এবং নিত্যোপাস্য। তাহা-দিগকে মিথ্যা বলিলে অর্থাৎ জড়ীয় বস্তুর সহিত তুলনা করিলে মহা অপরাধ হয়। তাই, জগদ্গুরু শ্রীব্যাসদেব বলিয়াছেন—

অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি—
র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকল কলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি—
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ॥
(পদ্মপুরাণ)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি পূজার বিগ্রহে শিলাবুদ্ধি, বৈষ্ণব-গুরুতে মরণশীল মানববুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, বিষ্ণু-বৈষ্ণব-পাদোদকে জলবুদ্ধি, সকল কল্মষবিনাশী বিষ্ণুনাম-মন্ত্রে শব্দসামান্যবুদ্ধি এবং সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুকে অপর দেবতার সহ সমবুদ্ধি করে, সে নারকী॥৪॥

ছায়াপ্রত্যাহ্বয়াভাসা হ্যসন্তোঽপ্যর্থকারিণঃ।
এবং দেহাদয়ো ভাবা যচ্ছন্ত্যামৃত্যুতো ভয়ম্॥৫॥

অন্বয়। (নম্বেবং সতি দেহাদিভাবনায়প্যসত্ত্বাৎ কথং ভয়হেতুত্বং তত্র সদৃষ্টান্তমাহ) (যথা) ছায়া প্রত্যাহ্বয়া-ভাসাঃ (ছায়া প্রতিবিম্বঃ, প্রত্যাহ্বয়ঃ প্রতিধ্বনিঃ, আভাসঃ শুক্তিরজতাদিঃ এতে) হি (নিশ্চিতং) অসন্তঃ (অবস্তুভূতাঃ) অপি অর্থকারিণঃ (পদার্থত্বেন অর্থক্রিয়া-কারিণ ইব ভান্তি, তথা) এবং দেহাদয়ঃ (অপি) ভাবাঃ (পদার্থাঃ অবস্তুভূতা অপি) আমৃত্যুতঃ (মৃত্যুমভিব্যাপ্য কিম্বা মৃত্যুর্লয়ঃ যাবন্নৈব লীয়ন্তে তাবৎপর্য্যন্তং) ভয়ং (সংসারভয়ং জীবেভ্যঃ) যচ্ছন্তি (দদতি)॥৫॥

অনুবাদ। ছায়া, প্রতিধ্বনি ও শুক্তি প্রভৃতিতে রজতাদির আভাস যেমন মিথ্যা হইয়াও ভয়মোহাদি-অর্থকারী হইয়া থাকে, তদ্রূপ দেহ প্রভৃতি দ্বৈতবস্তুসকল মিথ্যা হইলেও মৃত্যুকাল বা মুক্তি পর্য্যন্ত জীবকে সংসার-ভয় প্রদান করিয়া থাকে॥৫॥

বিশ্বনাথ। নন্ম যদি দ্বৈতমসত্যমেব কথং তর্হি ঘটপটাদিময়স্য তস্যার্থক্রিয়াকারিত্বং তত্রাহ,— ছায়া প্রতিবিম্বঃ প্রত্যাহ্বয়ঃ প্রতিধ্বনিঃ আভাসঃ শুক্তিরজতাদিঃ, এতে খল্বসন্তোঽপ্যর্থকারিণো যথা ভবন্তি তথৈবাসদপি দ্বৈতমর্থক্রিয়াকারীত্যর্থঃ। এবমেব দেহাদয়ো ভাবা মিথ্যাভূতা অপি আমৃত্যুতো মৃত্যুর্লয়স্তৎ-পর্য্যন্তমেব ভয়ং সংসারদুঃখময়ং যচ্ছন্তি জীবেভ্যো দদতি॥৫॥

বঙ্গানুবাদ। আচ্ছা, যদি দ্বৈত অসত্যই হয়, তবে কিরূপে ঘটপটাদিময় উহা অর্থক্রিয়াকারী হয়, তাই বলিতেছেন। ছায়া—প্রতিবিম্ব, প্রত্যাহ্বয়—প্রতিধ্বনি, আভাস—শুক্তিরজতাদি। ইহারা যেরূপ অসৎ অর্থাৎ মিথ্যা হইয়াও অর্থকরী হয়; সেইরূপই অসৎ হইলেও দ্বৈত অর্থক্রিয়াকারী, এই অর্থ। এইরূপই দেহাদি-ভাবসমূহ মিথ্যাভূত হইয়াও আমৃত্যুতঃ—মৃত্যু বা লয় পর্য্যন্তই—সংসার-দুঃখময় ভয় জীবগণকে প্রদান করে॥৫॥

অনুদর্শিনী। অর্থকরী হয়—ব্যবহারপ্রযোজক হয়। বস্তুর প্রতিবিম্ব, শব্দের প্রতিধ্বনি এবং শুক্তিকাদিতে

রজতাদির আভাস প্রকৃতপ্রভাবে মিথ্যা হইয়াও ব্যবহার প্রযোজক হয় এবং তজ্জন্য লোকে ভয়, প্রমাদ ও দুঃখাদি-সহ করিয়া থাকে, সেইরূপ দেহাদি বস্তুতঃ অলীক হইয়াও ভ্রান্তিনিবন্ধন সত্যরূপে প্রতীয়মান হইয়া ব্যবহার প্রযোজক হয় এবং জীবকে লয় পর্যন্ত সংসার-ভয় প্রদান করে। অজ্ঞানধ্বংস হইলে জীবের অসত্যে সত্য-প্রতীতি থাকে না তখন জীব শোক-মোহ-ভয়মুক্ত হয় ॥৫॥

আত্মৈব তদিদং বিশ্বং সৃজ্যতে সৃজতি প্রভুঃ।
ত্রায়তে ত্রাতি বিশ্বাত্মা হ্রিয়তে হরতীশ্বরঃ ॥
তস্মান্ন হ্যাত্মনোঽন্যস্মাদন্যো ভাবো নিরূপিতঃ।
নিরূপিতেঽয়ং ত্রিবিধা নির্মূলা ভাতিরাত্মনি।
ইদং গুণময়ং বিদ্ধি ত্রিবিধং মায়য়া কৃতম্ ॥৬-৭॥

অন্বয়। ঈশ্বরঃ প্রভুঃ বিশ্বাত্মা তৎ (অবয়বিরূপং) ইদং বিশ্বং আত্মা এব (আত্মনোঽভিন্নম্ অতঃ স্বয়মেব) সৃজতি সৃজ্যতে ত্রাতি (পালয়তি) ত্রায়তে (পাল্যতে) হরতি হ্রিয়তে (বিনশ্যতে চ) তস্মাৎ (সৃজ্যবস্তুনঃ স্বতন্ত্র-সত্তাভাবাৎ) অন্যস্মাৎ (সৃজ্যাদিব্যতিরিক্তাৎ) আত্মনঃ (পরমেশ্বরাৎ) অন্যঃ ভাবঃ (পদার্থঃ) ন হি নিরূপিতঃ (তথা) নিরূপিতে আত্মনি (জীবাত্মনি) ত্রিবিধা (আধ্যাত্মিকাদিরূপা) নির্মূলা (ভ্রান্তিরূপা) ভাতিঃ (প্রতীতিঃ) (যতঃ) ইদং (আধ্যাত্মিকাদি) ত্রিবিধং গুণময়ং মায়য়া কৃতং বিদ্ধি (জানীহি) ॥৬-৭॥

অনুবাদ। প্রভু, বিশ্বাত্মা পরমেশ্বর এই বিশ্বকে আত্মাতে অভিন্নরূপে সৃষ্টি করেন ও অভিন্নরূপে স্বয়ং সৃষ্ট হইয়া থাকেন, রক্ষা করেন ও স্বয়ং রক্ষিত হইয়া থাকেন এবং সংহার করেন ও সংহৃত হইয়া থাকেন। এই সৃষ্ট পদার্থসকলের স্বতন্ত্র স্থিতি নাই অর্থাৎ সৃষ্ট-পদার্থসকল পরমেশ্বর অপেক্ষায় অতিরিক্ত নহে। সুতরাং বস্তুতত্ত্ব এইভাবে নিরূপিত হওয়ায় আত্মার আধ্যাত্মিকাদি যে ত্রিবিধ প্রতীতি, তাহা মিথ্যা বলিয়া জানিবে। কারণ, আধ্যাত্মিকাদি গুণময় ত্রিবিধ ভাব মায়া-কল্পিতই হইয়া থাকে অর্থাৎ উহা ত্রিগুণময়ী মায়াকৃত বিলাসমাত্র জানিবে ॥৬-৭॥

বিশ্বনাথ। নমু চ সৃষ্ট্যাদিপ্রভৃতিভিরেব দ্বৈতং নিরূপিতং কথমসত্যং স্যাত্তত্রাহ—আত্মৈবেতি যাভ্যাম্। সৃজ্যতে সৃজতীতি সৃষ্ট্যাদেঃ কর্ত্তাপি কর্ম্মাপ্যাত্মৈব ন দ্বৈতং ততোঽন্যদিতি ভাবঃ। ত্রায়তে পাল্যতে। আত্মনঃ পরমাত্মনঃ সকাশাদন্যো ভাবঃ পদার্থো ন। আত্মনঃ কীদৃশাৎ—অন্যস্মাৎ সৃজ্যাদিবস্তুব্যতিরিক্তাৎ। ত্রিবিধা আধ্যাত্মিকাদিরূপা ভাতিঃ প্রতীতিঃ নির্মূলৈ-বেতি। যদি পরমাত্মৈব বিশ্বমভূৎ তদা পরমাত্মনস্ত্রৈ-বিধ্যাভাবাৎ কুত আয়াতমেতত্ত্রৈবিধ্যমিতি নির্মূলত্বম্। নমু কথং ত্রৈবিধ্যং প্রতীয়তে তত্রাহ—মায়য়া কৃতং মায়য়া দুর্ঘটশক্ত্যেতি পরিণামবাদিনঃ, মায়য়া অজ্ঞানেনেতি বিবর্ত্তবাদিনঃ ॥৬-৭॥

বঙ্গানুবাদ। আচ্ছা, সৃষ্টি প্রভৃতির শক্তিদ্বারা দ্বৈত নিরূপিত, তাহা কেন অসত্য হইবে? তাই দুই শ্লোকে বলিতেছেন। সৃষ্ট হয়, সৃষ্টি করে—এইরূপ সৃষ্টি প্রভৃতির কর্ত্তাও কর্ম্মও আত্মাই, তাহা হইতে অন্য দ্বৈত নাই, ইহাই ভাব। ত্রাণ বা পালন করা হয়। আত্মা পরমাত্মা হইতে অন্য ভাব বা পদার্থ নাই। কিরূপ আত্মা? অন্য অর্থাৎ সৃজ্যাদি বস্তু হইতে অতিরিক্ত। ত্রিবিধ—আধ্যাত্মিকাদি রূপ। ভাতি—প্রতীতি নির্মূল বা ভিত্তিহীন। যদি পরমাত্মাই বিশ্ব হইলেন, তাহা হইলে পরমাত্মা ত্রিবিধ নন বলিয়া এই ত্রিবিধত্ব কোথা হইতে আসিল? অতএব, উহা মূলহীন। আচ্ছা, কিরূপে ত্রিবিধ বলিয়া প্রতীতি হয়, তাই বলিতেছেন। মায়াদ্বারা কৃত—পরিণামবাদিমতে মায়া—দুর্ঘটশক্তি। বিবর্ত্তবাদিমতে—মায়া—অজ্ঞান ॥ ৬-৭॥

অনুদর্শিনী। শক্তি ও শক্তিমান্ অভেদ। ভগবানের ঈক্ষণে তদীয় মায়াশক্তি হইতে এই বিশ্ব সৃষ্ট, রক্ষিত ও বিনষ্ট হয়। সুতরাং বিশ্বের সৃষ্ট্যাদি তাঁহার শক্তিকার্য্য হেতু তাঁহারই কার্য্য। অতএব তিনিই কর্ত্তা ও কর্ম্ম।

আবার মায়া তাঁহার বহিরঙ্গা শক্তি, জীব তাঁহার তটস্থাশক্তি এবং তিনি সকল শক্তিরই আশ্রয়। অতএব পরমাত্মা ব্যতীত অন্য দ্বৈত না থাকায় তিনি অদ্বৈত।

সোঽয়ং তেঽভিহিতস্তাত ভগবান্ বিশ্বভাবনঃ।
সমাসেন হরের্নান্যদন্যস্মাৎ সদসচ্চ যৎ॥ (ভাঃ ২।৭।৫০)

শ্রীশুকদেব কহিলেন—হে বৎস, সেই বিশ্বপ্রকাশ ভগবানের স্বরূপ তোমাকে বলিলাম। সমষ্টিব্যষ্ট্যাত্মক জগৎরূপ কার্য্য এবং জীব ও মায়ারূপ কারণ হরি ছাড়া অপর বস্তু নহেন। অর্থাৎ হরিই একমাত্র অদ্বয় বস্তু।

অতএব—

আত্মনঃ পরমেশস্য তস্মাদন্যো ভাবো নাস্তি।
সৃষ্টিঃ স্থিতিশ্চ সংহারো ভাবনং সমুদাহৃতম্।
তদ্ যঃ করোতি পুরুষঃ স ভাব ইতি কীর্ত্ত্যতে॥
(বিবেকে)

অর্থাৎ পরমাত্মা পরমেশ্বর ব্যতীত অন্য ভাব নাই। সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার-ভাবন বলিয়া কথিত হয়। তাহা যিনি করেন, সেই পুরুষ ভাব বলিয়া কীর্ত্তিত হন।
(ভাঃ ১০।১৪।৫৭ শ্লোঃ দ্রষ্টব্য)

অন্য হইতে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের প্রমাণাভাব—

অন্যস্মাৎ সৃষ্টিসংহারৌ স্থিতিশ্চ পরমাত্মনঃ।
নিরূপিতা ন বিদ্বদ্ভিঃ প্রমাণাভাবতোঃ হরেঃ॥
(ব্রহ্মতর্কে)

পরমাত্মা হরি ব্যতীত অন্য হইতে সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার প্রমাণাভাবে বিজ্ঞজনকর্ত্তৃক নিরূপিত হয় নাই।

সৃষ্ট্যাদি ব্যাপার সত্ত্বাদিগুণাধীন—

গুণসম্বন্ধযোগ্যানামুৎপত্ত্যাদ্যা স্যুরন্যতঃ।
সর্ব্বদা নির্গুণস্যাস্য সর্গাদ্যা স্যুঃ কুতোঽন্যতঃ॥ (ঐ)

অর্থাৎ গুণসম্বন্ধযোগ্য বস্তুসমূহের অন্য হইতে উৎপত্ত্যাদি হয়। নিত্য নির্গুণ পুরুষ ব্যতীত অন্য হইতে সর্গাদি কিরূপে হয়?

কিন্তু শ্রীহরি জীবশক্তি ও মায়াশক্তির শক্তিমান্ প্রভু হইয়াও অতিরিক্ত বা পৃথক। এইরূপে যুগপৎ পৃথক্ ও অপৃথক্ হওয়ায় অচিন্ত্য ভেদাভেদতত্ত্ব।—পরিণামবাদিমতে—

অধ্যাত্ম, অধিদৈব ও অধিভূত—এই ভাবত্রয় পরমেশ্বরে নাই। উহা মায়ারই। কিন্তু ভগবানের দুর্ত্তর্ক্যমায়াশক্তি দ্বারাই কৃতমাত্র—

"সেয়ং ভগবতো মায়া যন্নয়েন বিরুধ্যতে।"
(ভাঃ ৩।৭।৯)

শ্রীমৈত্রেয় বলিলেন—'তাহা অচিন্ত্যস্বরূপশক্তিসমন্বিত ভগবানের মায়াখ্যা শক্তিরই কার্য্য, উহা তর্কের দ্বারা বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন বলিয়া বোধ হয়

"অচিন্ত্যৈশ্বর্য্য ভগবানের প্রসিদ্ধা সেই মায়া এই যাহা অতর্ক্যা। নিজে অচিদ্রূপ হইয়াও চিন্মাত্র ভগবানেরই শক্তি, তাহারই সত্ত্বাদি গুণ ভগবানেরই গুণ বলিয়া কথিত হয়। তাহা হইলেও ভগবান্ স্বরূপতঃ নির্গুণই। যেমন মেঘ, অন্ধকার এবং হিমাদি জ্যোতির প্রতিকূল হইয়াও জ্যোতিমাত্র সূর্য্যেরই হয় (যথৈব সূর্য্যাৎ প্রভবন্তি বারঃ—ভাঃ—৪।৩১।১৫) এইরূপই স্বরূপতঃ নির্ব্বিকার ভগবানের শক্তি—মায়াদ্বারাই বিশ্বসৃষ্ট্যাদিক্রিয়া "শক্তি ও শক্তিমান্ অভেদ"—এই ন্যায়ানুসারে শ্রীভগবানের ক্রিয়া বলিয়া কথিত হয় এবং শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন "সৎকার্য্যের উপাদান প্রকৃতি, পুরুষ, কাল—এই তিনতত্ত্ব আমিই"—ভাঃ ১১।২৪।১৯।—শ্রীল বিশ্বনাথ।

আরও বিবর্ত্তবাদিমতে—উহা অজ্ঞানকৃত। অর্থাৎ মূলে কিছুই নাই, দৃষ্ট হইতেছে মাত্র॥ ৬-৭॥

এতদ্বিদ্বান্ মদুদিতং জ্ঞানবিজ্ঞাননৈপুণম্।
ন নিন্দতি নচ স্তৌতি লোকেচরতি সূর্য্যবৎ॥৮॥

অন্বয়। (অতঃ যঃ) এতৎ মদুদিতং (মদুক্তং) জ্ঞানবিজ্ঞাননৈপুণং (জ্ঞানবিজ্ঞানয়োঃ নৈপুণং নিষ্ঠাং) বিদ্বান্ (জানন্ সন্) লোকে (জগতি) সূর্য্যবৎ (সমোভূত্বা) চরতি (কমপি) ন নিন্দতি ন চ স্তৌতি॥৮॥

অনুবাদ। যিনি আমার উপদিষ্ট এই জ্ঞানবিজ্ঞানযুক্ত বাক্য যথার্থরূপে অবগত হইয়া লোকমধ্যে সূর্য্যের ন্যায় সমভাবাপন্ন হইয়া বিচরণ করেন তিনি কাহারও নিন্দা বা স্তব করেন না॥৮॥

বিশ্বনাথ। অত এতদনুদিতং ময়ক্তং জ্ঞানবিজ্ঞানয়োর্নৈপুণ্যং বিদ্বান্ জানন্ সূর্য্যবৎ সমো ভূযেত্যর্থঃ ॥৮॥

বঙ্গানুবাদ। অতএব আমার এই কথিত বা উক্ত জ্ঞানবিজ্ঞানের নৈপুণ্য জানিয়া সূর্য্যের ন্যায় সম হইয়া—এই অর্থ ॥৮॥

অনুদর্শিনী। সূর্য্যের কিরণ পেচক ও কুমুদাদির দুঃখদ এবং চক্রবাক ও কমলাদির সুখদ হইলেও বৈষম্য-রহিত সমদর্শী সূর্য্য যেমন উহাদের নিন্দা এবং স্তুতিতে উদাসীন হইয়া কিরণ বিতরণ করেন; তদ্রূপ জ্ঞানবিজ্ঞান-নিপুণজন নিন্দা-স্তুতিতে সমভাবপন্ন হইয়া বিশ্বে বিচরণ করিবেন ॥৮॥

— –

প্রত্যক্ষেণানুমানেন নিগমেনাত্মসংবিদা।
আদ্যন্তবদসজ্জ্ঞাত্বা নিঃসঙ্গো বিচরেদিহ ॥৯॥

অন্বয়। (এতন্নিষ্ঠাপ্রাপ্ত্যুপায়মাহ) প্রত্যক্ষেণ (ঘটাদি) অনুমানেন (সাবয়বত্বেন দৃশ্যং পৃথিব্যাদি) নিগমেন (অপ্রত্যক্ষম্ আকাশাদি) আত্মসংবিদা (স্বানুভবেন চ বিশ্বম্) আদ্যন্তবৎ (সোৎপত্তিবিনাশকং) অসৎ মিথ্যাভূতং জ্ঞাত্বা নিঃসঙ্গঃ (সন্) ইহ (সংসারে) বিচরেৎ ॥৯॥

অনুবাদ। তাঁহারা প্রত্যক্ষ, অনুমান, শ্রুতিবাক্য ও স্বীয় অনুভবদ্বারা এই বিশ্বকে উৎপত্তি-বিনাশশীল মিথ্যা পদার্থ জানিয়া নিঃসঙ্গভাবে সংসারে বিচরণ করেন ॥৯॥

বিশ্বনাথ। প্রত্যক্ষেণাদ্যন্তবৎ ঘটাদি, অনুমানেনাদ্যন্তবৎ দৃশ্যং পৃথিব্যাদি, নিগমবাক্যেনাপ্রত্যক্ষমাদ্যন্তবদাকাশাদি, আত্মসংবিদা স্বানুভবেন সর্ব্বং চিচ্চিন্নং দৃশ্যমাদ্যন্তবৎ অসচ্চেতি জ্ঞাত্বেত্যর্থঃ ॥৯॥

বঙ্গানুবাদ। প্রত্যক্ষদ্বারা আদ্যন্তবৎ ঘটাদি, অনুমানদ্বারা আদ্যন্তবৎ দৃশ্য পৃথিবী-আদি, নিগমবাক্যদ্বারা অপ্রত্যক্ষ আদ্যন্তবৎ আকাশাদি, আত্মসম্বিৎদ্বারা—স্বানুভবদ্বারা সমস্ত চিচ্চিন্ন দৃশ্য আদ্যন্তবৎ অসৎ বলিয়াই জানিয়া, ইহাই অর্থ ॥৯॥

অনুদর্শিনী। আদ্যন্তবিশিষ্ট—জন্মনাশযুক্ত। প্রত্যক্ষ-জ্ঞানে ঘটের এই অবস্থা জানিয়া অনুমান অর্থাৎ পশ্চাৎ পরবর্ত্তী জ্ঞানে দৃশ্য পৃথিব্যাদি জন্মনাশযুক্ত। নিগমবাক্য—তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মনঃ আকাশঃসম্ভূতঃ—অর্থাৎ সেই পরমাত্মা হইতে আকাশ উদ্ভূত হইয়াছে।

স্বানুভবদ্বারা—(১) পরিণামবাদিমতে—বিশ্ব—আদ্যন্তবৎ।

(২) বিবর্ত্তবাদিমতে—অসৎ।

উভয় লক্ষণেই অনাসক্ত হইতে উপদেশ ॥৯॥

শ্রীউদ্ধব উবাচ।

নৈবাত্মনো ন দেহস্য সংসৃতির্দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ
অনাত্মস্বদৃশোরীশ কস্য স্যাদুপলভ্যতে ॥১০॥

অন্বয়। শ্রীউদ্ধবঃ উবাচ। (হে) ঈশ, অনাত্মস্বদৃশোঃ (জড়াজড়য়োঃ) দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ (দ্রষ্টা জীবঃ দৃশ্যঃ দেহঃ তয়োঃ) আত্মনঃ দেহস্য চ সংসৃতিঃ (সুখ-দুঃখাদ্যনুভবরূপা) এব নস্যাৎ (ন সম্ভবতি, তর্হি) কস্য (ইয়ং সংসৃতিঃ) উপলভ্যতে (দৃশ্যতে) ॥১০॥

অনুবাদ। শ্রীউদ্ধব বলিলেন—হে প্রভো, আত্মা স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানসম্পন্ন চেতন—দেহ জড়। অতএব আত্মা ও দেহ এতদুভয়ের সংসার হইতে পারে না। তাহা হইলে এই সংসার কাহার দৃষ্ট হইতেছে? ॥১০॥

বিশ্বনাথ। নন্বাদ্যন্তয়োরসত্ত্বেঽপি মধ্যে যাবৎ সত্ত্বং প্রতীয়তে তাবৎ কস্য সংসারঃ স্যাৎ দ্রষ্টুর্দৃশ্যস্য বেত্যাহ—নৈবেতি। দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ দ্রষ্টা জীবো দৃশ্যো দেহস্তয়োর্দ্বয়োঽপি সংসৃতির্ন সংভবেৎ। কুতঃ অনাত্মস্বদৃশোঃ। দেহো হ্যনাত্মা জড়ত্বাৎ সংসারদুঃখানুভবাসম্ভবাৎ। জীবো হি স্বদৃক্ স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানঃ তস্য জ্ঞানলোপাসম্ভবাৎ। যাবদ্ দ্বয়োরপি—তত্রাহ উপলভ্যত ইতি ॥১০॥

বঙ্গানুবাদ। আচ্ছা, আদ্যন্ত অসৎ হইলেও মধ্যে যে পর্য্যন্ত সত্ত্ব বলিয়া প্রতীত হয়, সেপর্য্যন্ত কাহার সংসার হইবে? দ্রষ্টার, না দৃশ্যের? তাই বলিতেছেন।

দ্রষ্টা—জীব, দৃশ্য—দেহ, এই দুইয়েরই সংসৃতির সম্ভাবনা নাই। অনাত্মবদৃক্—অনাত্মা দেহ জড়, তাহার সংসার-দুঃখানুভব অসম্ভব, জীব স্বদৃক্, তাহার স্বতঃসিদ্ধজ্ঞান, তাহার জ্ঞানলোপ অসম্ভব। দুইয়েরই না হউক, তাই বলিতেছেন·· উপলব্ধ বা দৃষ্ট হয়—॥১০॥

অনুদর্শিনী। সুচতুর উদ্ধব ভগবানের নিকট প্রশ্ন করিলেন যে, পরিণামবাদিমতে—বিশ্বাদি আত্মত্ব এবং বিবর্ত্তবাদিমতে বিশ্ব অসৎ হইলেও এবং জড়দেহ ও অজড় আত্মার সংসার না হইলে দৃষ্ট সংসার কাহার? ॥১০॥

—

আত্মাঽব্যয়োঽগুণঃ শুদ্ধঃ স্বয়ংজ্যোতিরনাবৃতঃ।
অগ্নিবদ্দারুবদচিদ্দেহঃ কস্যেহ সংসৃতিঃ ॥১১॥

অন্বয়। আত্মা অব্যয়ঃ (অবিনাশী) অগুণঃ (রাগাদিশূন্যঃ) শুদ্ধঃ (পাপপুণ্যাদিরহিতঃ) স্বয়ংজ্যোতিঃ (স্বপ্রকাশঃ) অগ্নিবৎ অনাবৃতঃ (নির্লেপশ্চ ভবতি, তথা) দেহঃ দারুবৎ অচিৎ (জড়ঃ) ইহ (দ্বয়োর্মধ্যে) কস্য সংসৃতিঃ (ঘটতে ?) ॥১১॥

অনুবাদ। আত্মা অবিনাশী, রাগাদিশূন্য, পাপপুণ্যরহিত, স্বপ্রকাশ এবং অগ্নির ন্যায় আবরণশূন্য কিন্তু দেহ কাষ্ঠের ন্যায় অচেতন; সুতরাং এতদুভয়ের মধ্যে সংসারদশা কাহার হইয়া থাকে ॥১১॥

বিশ্বনাথ। এতৎ প্রপঞ্চয়তি—আত্মেতি। অব্যয় ইতি নাশাদ্যভাবঃ। অগুণ ইতি রাগাদ্যভাবঃ, শুদ্ধ ইতি পাপপুণ্যাদ্যভাবঃ। স্বয়ংজ্যোতিরিত্যজ্ঞানাভাবঃ। অনাবৃতো ন কেনাপ্যাবৃতঃ বস্তুতো ন বদ্ধ ইতি বন্ধাভাবশ্চোক্তঃ। অচিৎ অচেতনঃ। অয়ংভাবঃ—যথৈবাগ্নি দারুণোভেদেনানুপলভ্যেঽপি দারু প্রকাশ্য-মেবাগ্নিঃ প্রকাশকঃ তথা দেহাত্মনোরপি দেহঃ প্রকাশ্য এব জীবাত্মা প্রকাশকঃ, কিন্তু স্বপরমাত্ম-প্রকাশিত এব প্রকাশকঃ সংসৃতিস্তয়োরন্যতরস্যাপি ন ঘটত ইতি ॥১১॥

বঙ্গানুবাদ। এই কথাই সবিস্তার বলিতেছেন। অব্যয়—অতএব নাশাদির অভাব, অগুণ—অতএব রাগাদির অভাব, শুদ্ধ—অতএব পাপপুণ্যাদির অভাব, স্বয়ংজ্যোতি—অতএব অজ্ঞানের অভাব, অনাবৃত—কাহারও দ্বারা আবৃত নয় বস্তুতঃ বদ্ধ নয়—অতএব বন্ধের অভাবও কথিত। অচিৎ অচেতন। এইভাব—যেমন অগ্নি ও দারুর ভেদহেতু অনুপলভ্য হইলেও দারু প্রকাশ্য, অগ্নি প্রকাশক। সেইরূপ দেহ ও আত্মারও দেহ প্রকাশ্য জীবাত্মা প্রকাশক, কিন্তু স্বপরমাত্ম-প্রকাশিতই প্রকাশক। তাহাদের উভয়ের কোনটীরই সংসৃতি ঘটে না ॥১১॥

অনুদর্শিনী। দারু প্রভৃতির আশ্রয় ব্যতীত অগ্নিকে পৃথক্‌ভাবে উপলব্ধি করা যায় না, এবং দারু-সঙ্গত অগ্নিই যেমন দারুকে প্রকাশ করে, সেইরূপ দেহাতিরিক্ত আত্মার পৃথক্ অস্তিত্ব কুত্রাপি অনুভূত হয় না, দেহাদিতে সঙ্গত আত্মাই দেহকে প্রকাশ করে। কিন্তু জীবাত্মা অব্যয়াদি পঞ্চলক্ষণযুক্ত চেতন, আর দেহ অচেতন। অতএব দেহ প্রকাশ্য, আর জীবাত্মা নিজের আরাধ্য, শ্রেষ্ঠ, পরমাত্মাপ্রকাশিত প্রকাশক। অতএব চেতন জীবাত্মার ও জড়দেহের কোনটীরই সংসার না হইলে তবে সংসার কাহার? ইহাই উদ্ধবের প্রশ্ন ॥১১॥

—

শ্রীভগবানুবাচ

যাবদ্দেহেন্দ্রিয়প্রাণৈরাত্মনঃ সন্নিকর্ষণম্।
সংসারঃ ফলবাংস্তাবদপার্থোঽপ্যবিবেকিনঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়। শ্রীভগবান্ উবাচ—আত্মনঃ দেহেন্দ্রিয়-প্রাণৈঃ (সহ) যাবৎ সন্নিকর্ষণং (সম্বন্ধঃ) তাবৎ অবিবেকিনঃ (বিবেকরহিতস্য জনস্য সম্বন্ধে) অপার্থঃ (মিথ্যাভূতঃ) অপি সংসারঃ ফলবান্ (ফলং স্ফূর্ত্তিঃ ন তু তত্ত্বতোঽস্তি) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ। শ্রীভগবান্ কহিলেন—যে পর্য্যন্ত দেহ, ইন্দ্রিয় ও প্রাণের সহিত আত্মার সম্বন্ধ থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত অবিবেকী ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে মিথ্যাভূত সংসারও ফলবান্‌রূপে প্রতীয়মান হয় ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ। সত্যং জীবস্যাবিবেক এব সংসারা-বলম্বনমিত্যাহ—পঞ্চভিঃ যাবদিতি। সন্নিকর্ষণং সম্বন্ধঃ। তাবদেবাপার্থো মিথ্যাভূতোঽপি সংসারঃ ফলবান্ ফলতি।

নন্বসতঃ কুতঃ সম্বন্ধস্তত্রাহ—অবিবেকিনঃ অজ্ঞানকৃতঃ ইত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

বঙ্গানুবাদ। সত্যই জীবের অবিবেকই সংসারাশ্রয়, ইহাই পাঁচটী শ্লোকে বলিতেছেন। সন্নিকর্ষণ—সম্বন্ধ। সেই পর্য্যন্তই অপার্থ—মিথ্যাভূত সংসার ফলবান্ হয়। অসতের কিরূপ সম্বন্ধ, তাই বলিতেছেন। অবিবেকী—অজ্ঞানকৃত ॥ ১২ ॥

অনুদর্শিনী। জীব ও দেহের উভয়েরই সংসার না হইলেও 'সত্য'—এই অঙ্গীকারে জীবাত্মার সংসার অঘটনেও সংসারদশা বলিতেছেন যে, উহা অজ্ঞানকৃত—

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা-
দীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ
তন্মায়য়াতো··· (ভাঃ ১১।২।৩৭)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ভগবানের প্রতি বিমুখ হয়, ভগবানের মায়াবলে তাহারই স্বরূপ-বিষয়ে বিস্মৃতি ঘটিয়া থাকে এবং তাহা হইতে 'আমি দেহ' এই জ্ঞানরূপ বিপর্য্যয়, তাহা হইতে দ্বিতীয়াভিনিবেশ অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদিতে অহঙ্কার ও তাহা হইতে যাবতীয় ভয়ের উপস্থিতি থাকে।

"অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ॥"
গীঃ ৫।১৫

অর্থাৎ জীব স্বাভাবিক জ্ঞানস্বরূপ। অবিদ্যাকর্তৃক সেই স্বরূপ আবৃত হওয়ায় জীবের বদ্ধদশাপ্রযুক্তই দেহাত্মাভিমানরূপ মোহলাভ করতঃ আপনাকে কর্ম্মকর্ত্তা বলিয়া অভিমান করে। অতএব জীবের ভগবদ্বহির্ম্মুখতাবশতঃ মায়াকৃত আত্মজ্ঞানলোপ এবং দেহাত্মবুদ্ধি।

'কিন্তু ভদীয়া খলু যা শক্তিরবিদ্যা, সৈব জীবজ্ঞানমাবৃণোতি।'—শ্রীল বিশ্বনাথ ॥১২॥

অর্থে হ্যবিদ্যমানেঽপি সংসৃতির্ন নিবর্ত্ততে।
ধ্যায়তো বিষয়ানস্য স্বপ্নেঽনর্থাগমো যথা ॥ ১৩॥

অন্বয়। (নন্বসতো দেহাদেঃ কুতঃ সংসারস্ফূর্ত্তিহেতুত্বমপি তত্রাহ) স্বপ্নে (মিথ্যাভূতে অপি বিষয়ান্ ধ্যায়তঃ পুংসঃ) অনর্থাগমঃ (ব্যাঘ্র-সর্পভয়ানুভবঃ) যথা (ভবতি তথা) অর্থে (বস্তুনি) অবিদ্যমানে অপি বিষয়ান্ ধ্যায়তঃ অস্য (আত্মনঃ) সংসৃতিঃ (সংসারঃ) ন নিবর্ত্ততে ॥ ১৩॥

অনুবাদ। স্বপ্নে যেরূপ মিথ্যাভূত ব্যাঘ্র-সর্পাদিদর্শনজনিত ভয়াদি উপস্থিত হয়, তদ্রূপ বিষয়-চিন্তায় ব্যাকুল জীবের পক্ষে সংসার মিথ্যা হইলেও অবিবেকনিবন্ধন উহার নিবৃত্তি হয় না ॥ ১৩॥

বিশ্বনাথ। নন্বু দেহাদীনামসত্বাৎ কুতস্তৈঃ সম্বন্ধঃ যতঃ সংসারঃ তাত্রাহ—অর্থে বস্তুনি অবিদ্যমানে অসত্যপি সংসৃতিঃ স্যাদেব। যথা স্বপ্নে মিথ্যাভূতেঽপি বিষয়ধ্যায়িনো জনস্য অনর্থাগমঃ ব্যাঘ্র-সর্পাদিভয়ানুভবঃ ॥ ১৩॥

বঙ্গানুবাদ। আচ্ছা, দেহাদি যখন অসৎ, তখন তাহাদের সহিত কিরূপে সম্বন্ধ হইল, যাহাতে সংসার হইবে? তাই বলিতেছেন। অর্থ—বস্তু অবিদ্যমান হইলেও অর্থাৎ না থাকিলেও সংসৃতি হইবেই। যেমন স্বপ্ন মিথ্যাভূত হইলেও বিষয়-অনুধ্যায়ী লোকের অনর্থাগম—ব্যাঘ্রসর্পাদিভয়ের অনুভব, সেইরূপ ॥ ১৩॥

অনুদর্শিনী। বাহ্যেন্দ্রিয় জ্ঞান-হারিণী নিদ্রা যেরূপ নিদ্রাভিভূত জীবকে স্বপ্নে অবিদ্যমান ব্যাঘ্রাদিদ্বারা ভয়াদির উৎপাদন করে; তদ্রূপ জীব-স্বরূপ-জ্ঞান-বিমোহী অজ্ঞানও বদ্ধজীবকে মিথ্যা সংসারে সত্যজ্ঞানে আবদ্ধ রাখে।

পূর্ব্বে ভাঃ ১১।২২।৫৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

এই শ্লোকের অনুরূপ শ্লোক—ভাঃ ৩।২৭।৪, ৪।২৯।৩৫, ৭।৩, ভাঃ ৬।১৫।২৪ এবং ভাঃ ১১।২২।৫৬ ॥১৩॥

যথা হ্যপ্রতিবুদ্ধস্য প্রস্বাপো বহ্বনর্থভৃৎ।
স এব প্রতিবুদ্ধস্য ন বৈ মোহায় কল্পতে ॥ ১৪ ॥

অন্বয়। যথা হি অপ্রতিবুদ্ধস্য (স্বপ্নান্ পশ্যতঃ পুরুষস্য) প্রস্বাপঃ (স্বপ্নঃ) বহ্বনর্থভৃৎ (বহূন্ অনর্থান্ বিভর্ত্তি), স এব (প্রস্বাপঃ) প্রতিবুদ্ধস্য, (স্বপ্নাদুত্থিতস্য) মোহায় ন বৈ কল্পতে ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ। যেমন নিদ্রিত ব্যক্তির পক্ষে স্বপ্ন বহু অনর্থ উৎপাদন করে, কিন্তু জাগ্রৎ অবস্থায় সেই স্বপ্ন আর মোহ জন্মাইতে পারে না ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ। ননু তর্হি বিবেকিনো জীবন্মুক্তস্যাপি যৎকিঞ্চিদ্বিষয়ধ্যানং দুর্বারমিত্যনির্মোক্ষপ্রসঙ্গস্তত্রাহ—যথাহীতি। প্রস্বাপঃ স্বপ্নঃ বহূন্ অনর্থান বিভর্তি, প্রতিবুদ্ধস্য প্রাপ্তজাগরস্য ন মোহায়, তস্য মিথ্যাত্বনিশ্চয়াৎ ॥ ১৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। আচ্ছা, তাহা হইলে বিবেকী জীবন্মুক্তেরও যৎকিঞ্চিৎ বিষয়ধ্যান দুর্নিবার, এই অনির্মোক্ষ-প্রসঙ্গ। তাই বলিতেছেন। প্রস্বাপ—স্বপ্ন বহু অনর্থ ধারণ করে, প্রতিবুদ্ধ—প্রাপ্ত জাগর লোকের মোহ করিতে পারে না, তাহা মিথ্যা বলিয়া নিশ্চয় হেতু ॥ ১৪ ॥

অনুদর্শিনী। দেহধারী জীবমাত্রেরই বিষয়-চিন্তা স্বাভাবিক এবং যে বিষয়ের অনুধ্যান করা যায় সেই বিষয়ের স্ফূর্তিও অনিবার্য্য। তাহা হইলে এই সংসারে জীবন্মুক্ত পুরুষেরও বিষয়-চিন্তা বর্ত্তমান থাকায় সংসারে কাহারও মোক্ষ হইতে পারে না—এই প্রশ্ন হইলে তদুত্তরে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন যে,—নিদ্রাভিভূত ব্যক্তির পক্ষে স্বপ্ন বহু অনর্থ ধারণ করে। কেননা, তৎকালে ঐ স্বপ্ন-দৃষ্ট ব্যক্তি অসত্য বস্তুকেও সত্য বলিয়া ধারণা করে। কিন্তু জাগরকালে ঐ ব্যক্তির চিত্তে সেই স্বাপ্নিক বস্তুর স্মৃতি থাকিলেও উহা তিনি অসত্য জানেন বলিয়া ঐ সকল চিন্তিত স্বাপ্নিক বিষয় যেমন তাহার আর মোহ উৎপাদন করিতে পারে না, তদ্রূপ জীবন্মুক্ত ব্যক্তির হৃদয়ে যৎকিঞ্চিৎ বিষয়-স্ফূর্তি হইলেও অর্থাৎ ভোজনাদিকালে অন্নাদির জ্ঞান হইলেও বিষয়সমূহের স্বরূপ-জ্ঞান থাকায় উহা তাঁহার মোহের কারণ হয় না। অতএব অবিবেক অবস্থায় যাহা অনর্থের হেতু, তাহা কিন্তু বিবেক-লাভে অনর্থ-হেতু নহে।

এই শ্লোকের অনুরূপ শ্লোক—ভাঃ ৩।২৭।২৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥ ১৪ ॥

শোকহর্ষভয়ক্রোধলোভমোহস্পৃহাদয়ঃ।
অহঙ্কারস্য দৃশ্যন্তে জন্ম মৃত্যুশ্চ নাত্মনঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়। (অহঙ্কারলক্ষণো দেহাদিসন্নিকর্ষ এব সংসারাবলম্বনমিত্যন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং দর্শয়তি) শোক-হর্ষভয়ক্রোধলোভমোহস্পৃহাদয়ঃ জন্ম মৃত্যুঃ চ অহঙ্কারস্য (দেহাভিমানস্য এব) দৃশ্যন্তে, ন (তু) আত্মনঃ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ। শোক, হর্ষ, ভয়, ক্রোধ, লোভ, মোহ, স্পৃহা এবং জন্ম ও মৃত্যু এই সকল অহঙ্কার অর্থাৎ দেহাদিতে যে অভিমান, তাহারই কার্য্য জানিবে, আত্মার নহে ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ। ন চ ভয়শোকাদয়ো বস্তুত আত্মধর্ম্মা ইত্যাহ—শোকেতি সুষুপ্ত্যাদৌ তেষামদর্শনাদিতি ভাবঃ। যদ্যপ্যহঙ্কারস্যৈব শোকাদয়স্তদপি তস্য জড়ত্বাদেব এতদনুভব ইতি নাস্তি তস্য সংসার ইতি ভাবঃ ॥ ১৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। ভয় শোকাদি বস্তুতঃ আত্মধর্ম নহে। তাই বলিতেছেন। সুষুপ্তি প্রভৃতিতে তাহারা দৃষ্ট হয় না বলিয়া, এই ভাব। যদিও অহঙ্কারেরই শোকাদি, তথাপি তাহার জড়ত্ব বলিয়াই সেই সেই অননুভব, অতএব তাহার সংসার নাই, এই ভাব ॥ ১৫ ॥

অনুদর্শিনী। লব্ধবস্তুর অভাব জন্য শোক, স্বভোগ্য-আগমনে উৎসাহ—হর্ষ, লব্ধবস্তুর বিনাশ বা অমঙ্গল লাভের আশঙ্কা—ভয়, ভোগ-প্রতিঘাত—ক্রোধ, আত্যন্তিক ভোগলালসা—লোভ, দেহাদিতে 'আমি' বুদ্ধি—মোহ এবং বিষয়লিপ্সা—স্পৃহাদি সুষুপ্তি অর্থাৎ গাঢ় নিদ্রাকালে অথবা সমাধিতে দেখা যায় না।

"সুপ্তেঽহমি ন দৃশ্যন্তে সুখদোষপ্রবৃত্তয়ঃ।
অতো তস্যৈব সংসারো ন মে সংসৃতিসাক্ষিণঃ ॥"

অর্থাৎ সুষুপ্তিতে যখন অহঙ্কারে সুখ-দোষ প্রবৃত্তিসমূহ দৃষ্ট হয় না, তখন সেই অহঙ্কারেরই সংসার, সংসারসাক্ষী আমার নহে।

অহঙ্কারাত্তু সংসারো ভবেজ্জীবস্য ন স্বতঃ।
—তন্ত্রভাগবতে।

ক্ষেত্রজ্ঞ এতা মনসো বিভূতী-
র্জীবস্য মায়ারচিতস্য নিত্যাঃ।
আবিহিতাঃ কাপি তিরোহিতাশ্চ
শুদ্ধো বিচষ্টে হ্যবিশুদ্ধ কর্তুঃ॥ (ভাঃ ৫।১১।১২)

ব্রহ্মজ্ঞ ভরত বলিলেন—ভগবদ্বিমুখ কর্মকর্তা, মায়া-রচিত জীবোপাধি মনের অনন্ত বিভূতি আছে, ঐ সকল অনাদিকাল হইতে বর্তমান। উহারা জাগ্রৎ ও স্বপ্না-বস্থায় আবির্ভূত হয় এবং সুষুপ্তি ও সমাধিতে তিরোহিত হয়; সংসারমুক্ত ক্ষেত্রজ্ঞ জীব ঐ সকলের দ্রষ্টা।

অতএব শোক-মোহাদি আত্মধর্ম নহে, অহঙ্কারের ধর্ম। আবার অহঙ্কার মনেরই বৃত্তি (পূর্বে ১১।২৩।৪৯ শ্লোকের অঃ দঃ দ্রষ্টব্য)। তাই, ঐ ভাবসমূহ মনেই প্রকাশ পায়। আর অহঙ্কার জড় বলিয়া তাহার ঐগুলির অনুভব না থাকায় অহঙ্কারের সংসার নাই॥ ১৫॥

দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোঽভিমানো
জীবোঽন্তরাত্মা গুণকর্মমূর্তিঃ।
সূত্রং মহানিত্যুরুধেব গীতঃ
সংসার আধাবতি কালতন্ত্রঃ॥ ১৬॥

অন্বয়। দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোঽভিমানঃ (দেহঃ ইন্দ্রিয়াণি প্রাণাঃ মনশ্চ তেষু অভিমানো যস্য সঃ) অন্তরাত্মা (তেষামন্তর্হিত আত্মা জীবঃ) গুণকর্মমূর্তিঃ (গুণকর্মময়ী মূর্তির্যস্য সঃ) সূত্রং মহান্ ইতি (ইত্যাদি শব্দৈঃ) উরুধা (বহুধা) এব গীতঃ জীবঃ এব কালতন্ত্রঃ (কলয়তীতি কালঃ পরমেশ্বরঃ তস্য অধীনঃ সন্) সংসারে আধাবতি (আ সর্বতঃ ধাবতি)॥ ১৬॥

অনুবাদ। দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও মনে অভিমান-শীল এবং গুণকর্মমূর্তি অর্থাৎ গুণকর্মদ্বারা স্বতন্ত্রভাবাপন্ন সূত্র মহান্ ইত্যাদি শব্দে কথিত ও দেহাদির মধ্যস্থিত জীব, পরমেশ্বরের অধীনে অবিদ্যানিবন্ধন সংসারে সর্বত্র ধাবিত হইয়া থাকেন॥ ১৬॥

বিশ্বনাথ। ননু যদি শোকহর্ষাদয়োঽহঙ্কারস্যৈব ধর্মা ন ত্বাত্মনস্তর্হি কথমাত্মা তান্ ধর্মান্ স্বীকৃত্য সংসার-দুঃখমনুভবতি নহি কশ্চিৎ স্বদুঃখার্থং পরধর্মমুপাদত্তে ইত্যত আহ—দেহেতি। অভিমানোঽহঙ্কার এব জীবো জীবোপাধিঃ। গুণকর্মাভ্যাং মূর্তির্যস্য তথাভূতঃ সন্ সংসারে নিমিত্তে আধাবতি জীবাত্মানং স্বধর্মান্ গ্রাহয়িতুং প্রাপ্তো ভবতি। কালতন্ত্রঃ কলয়তীতি কালঃ ঈশ্বর-স্তদধীনঃ। কীদৃশঃ। দেহাদিশব্দৈরুরুধৈব জ্ঞানশাস্ত্রেণ গীতঃ। দেহশ্চ ইন্দ্রিয়াণি চ প্রাণাশ্চ তেষাং মধ্যৈক্যম্। অন্তরাত্মা বুদ্ধিঃ। তেন বলাদেবাহঙ্কারলক্ষণয়া অবিদ্যা নিবধ্য জীবঃ সংসারদুঃখে পাত্যত ইতিভাবঃ॥ ১৬॥

বঙ্গানুবাদ। আচ্ছা, যদি শোক-হর্ষাদি অহঙ্কারের ধর্ম, আত্মার নয়, তাহা হইলে আত্মা কেন সেই সব ধর্ম স্বীকার করিয়া সংসার-দুঃখ অনুভব করে? কেহ নিজ-দুঃখ-নিমিত্ত পরধর্ম স্বীকার করে না। তাই বলিতেছেন। অভিমান—অহঙ্কারই জীব—জীবোপাধি। গুণকর্মমূর্তি—যাহার গুণ কর্ম লইয়া মূর্তি সেইরূপ হইয়া নিমিত্ত-সংসারে আধাবন করে বা সর্বতঃ ধাবিত হয় অর্থাৎ জীবাত্মাকে স্বধর্ম গ্রহণ করাইবার জন্য প্রাপ্ত হয়। কালতন্ত্র—কলনহেতু কাল ঈশ্বর, তাহার অধীন। কিরূপ? দেহাদিশব্দদ্বারা জ্ঞানশাস্ত্রে বহুপ্রকারে গীত। (দেহ, ইন্দ্রিয় ও প্রাণ—ইহাদের মধ্যে একত্ব ব্যবহৃত)। অন্তরাত্মা—বুদ্ধি। তৎকর্তৃক অহঙ্কার-লক্ষণা অবিদ্যা দ্বারা বলে বদ্ধ করিয়া জীবকে সংসার-দুঃখে পাতিত করা হয়। এই ভাব॥ ১৬॥

অনুদর্শিনী। অচেতন বা জড়ের অনুভূতি নাই বলিয়া জড়ের ধর্মও জড়ের অনুভূতির বিষয় নহে। চেতনের অনুভূতি আছে, কিন্তু জড়ের ধর্ম তাহাতে নাই। তাহা হইলে জড়ের ধর্মগ্রহণে চেতনের কিরূপে সংসার-দুঃখাদি প্রাপ্তি হয়? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, জড়দেহের ধর্ম—জরা, বার্দ্ধক্যাদি সেই দেহদ্বারা অনুভূত না হইলেও ঐ দেহগত জীবাত্মা যেমন 'আমিই দেহ' —এই অভিমানে নিজেকে জরাগ্রস্ত ও বৃদ্ধ বলিয়া অনুভব করে এবং অপর দেহাভিমানী আত্মাও তাহাকে তদ্রূপে দর্শন করে; তেমনি মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার-চিত্তাত্মক সূক্ষ্মদেহরূপ উপাধিতে (যদিও 'অহমিতি প্রবদতি

জীবম্' ভাঃ ১১।৩।৩৭, অর্থাৎ অহঙ্কারই জীবের উপাধি; তথাপি উহা মনঃপ্রধান বলিয়া) উপহিত জীবাত্মা ঐ সূক্ষ্ম দেহকে 'আমি' অভিমানে অহঙ্কারের ধর্মসমূহ—শোক হর্ষাদি অনুভব করিয়া থাকে এবং ঐরূপ অজ্ঞ জীবাত্মাও তাহাকে শোকগ্রস্ত ও হর্ষযুক্ত দর্শন করে। দেবর্ষি নারদ প্রাচীন বর্হিকে বলিয়াছেন—"হর্ষং শোকং ভয়ং দুঃখং সুখকানেন বিন্দতি॥" ভাঃ ৪।২৯।৭৫—অর্থাৎ এই লিঙ্গদেহদ্বারাই দেহী জীব, হর্ষ, শোক, ভয়, দুঃখ ও সুখাদি অনুভব করিয়া থাকে। অতএব লিঙ্গদেহে অভিমান দ্বারাই জীবের সংসার।

পরমেশ্বরের ঈক্ষণে প্রকৃতি হইতে সত্ত্বাংশে মহত্তত্ত্ব' রজোহংশে সূত্র-তত্ত্ব এবং তমোহংশে অহং বা অহঙ্কারতত্ত্ব, সেই অহঙ্কার হইতে মন, বুদ্ধি, কর্মেন্দ্রিয়; জ্ঞানেন্দ্রিয় প্রাণ, দেহ, পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চমহাভূতের উৎপত্তি—(ভাঃ ২।৫।২২—৩১ শ্লোঃ দ্রষ্টব্য।) সুতরাং গুণ-ক্রিয়াদির মূর্ত্তি অহঙ্কারবদ্ধ জীবও গুণকর্মযুক্ত দৃষ্ট হয়।

জীব, শ্রীকৃষ্ণের তটস্থাশক্তিসম্ভূত। তটস্থাশক্তি বলিয়া চিজ্জগৎ ও জড়জগতে বিচরণক্ষম। ভগবদ্ভজনে উন্মুখতা ও বিমুখতাই সেই যোগ্যতার সহায়ক। অতএব ভজনশীল জীবের উপর মায়ার বিক্রম বা প্রভাব নাই। কিন্তু যাহারা ভজন-বিহীন, বিষয়োন্মুখ, তাহাদের উপর মায়াদেবীর পরাক্রম দৃষ্ট হয়। চেতন-জীবাত্মার স্বরূপে সংসার-ভোগ হয় না বলিয়া মায়াদেবী তাহাকে সূক্ষ্ম-স্থূল দেহদ্বয়ে আবদ্ধ করিয়া সেই দেহদ্বয়ে অভিমান বা অহঙ্কাররূপ অজ্ঞানদ্বারা জীবকে সংসার-দুঃখে পাতিত করায়—"'কৃষ্ণভুলি' সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ। অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ॥ কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়। দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥" (চৈঃ চঃ মঃ ২০ পঃ।)

যদি প্রশ্ন হয় যে, অহঙ্কার কিরূপে আত্মার বন্ধন? তদুত্তরে আমরা শ্রীশুকদেবের বাক্যে পাই যে,—

> যথা ঘনোঽর্কপ্রভবোঽর্কদর্শিতো
> হ্যর্কাংশভূতস্য চ চক্ষুষস্তমঃ।
> এবং ত্বহং ব্রহ্মগুণস্তদীক্ষিতো
> ব্রহ্মাংশকস্যাত্মন আত্মবন্ধনঃ॥ (ভাঃ ১২।৪।৩২)

অর্থাৎ 'মেঘ যেরূপ সূর্য্যরশ্মিসমূহের পরিণাম-বিশেষ হইতে উৎপন্ন এবং সূর্য্য কর্ত্তৃকই প্রকাশিত হইয়া সূর্য্যেরই অংশভূত চক্ষুর সূর্য্যদর্শনে প্রতিবন্ধক হয়, সেইরূপ ব্রহ্মবস্তু হইতে উৎপন্ন এবং তৎকর্ত্তৃক প্রকাশিত অহঙ্কার ব্রহ্মাংশভূত জীবের ব্রহ্মস্বরূপদর্শনে প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে।

'অহঙ্কারই আত্মা অর্থাৎ জীবের আত্মবন্ধন অর্থাৎ নিজে নিজদ্বারাই জীবকে বন্ধন করে।' শ্রীবিশ্বনাথ।

তত্র ভগবতে দেখা যায়—'অহংকারাত্তু সংসারো ভবেজ্জীবস্য ন স্বতঃ। কুতশ্চিদানন্দতনোঃ স্বরূপেচ্ছাযুতস্য সঃ॥' অর্থাৎ চিদানন্দতনু, স্বরূপেচ্ছাযুত জীবের নিজ হইতে সংসার হয় কি? না, অহঙ্কার হইতেই তাহার সংসার॥ ১৬॥

> অমূলমেতদ্বহুরূপরূপিতং
> মনোবচঃপ্রাণশরীরকর্ম।
> জ্ঞানাসিনোপাসনয়া শিতেন
> চ্ছিত্ত্বা মুনির্গাং বিচরত্যতৃষ্ণঃ॥ ১৭॥

অন্বয়। (তদেবমহঙ্কারকৃতং বন্ধনমুপপাদ্য ইদানীং জ্ঞানেন তন্নিবৃত্তৌ মুক্তিরিত্যাহ) এতৎ (অহঙ্কারবন্ধনং) অমূলং (বস্তুতো মূলশূন্যমজ্ঞানত্বাৎ) বহুরূপরূপিতং (বহুভী রূপৈর্দেবাদিশরীরৈ রূপিতং প্রকাশিতম্ ঐন্দ্রজালিকতুল্যমিতিবা) মনোবচঃপ্রাণশরীরকর্ম (মন আদিষু ক্রিয়ত ইতি কর্ম অহঙ্করণম্) উপাসনয়া (গুরোরুপাসনয়া) শিতেন (তীক্ষ্ণেন) জ্ঞানাসিনা (জ্ঞানখড়্গেন) ছিত্ত্বা মুনিঃ অতৃষ্ণঃ (বিষয়াভিলাষরহিতঃ সন্) গাং (পৃথ্বীং) বিচরতি॥ ১৭॥

অনুবাদ। এই অহঙ্কারবন্ধনস্বরূপ সংসার বস্তুতঃ মূলশূন্য হইলেও অজ্ঞানবশতঃ ইহা ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় বহুরূপে প্রকাশিত হইয়া মন, বাক্য, প্রাণ, শরীর ও কর্ম্মে পরিণত হয়। মুনি সেই অহঙ্কারকে গুরূপাসনালব্ধ তীক্ষ্ণ জ্ঞানখড়্গে ছিন্ন করিয়া বাসনাশূন্য-হৃদয়ে পৃথিবী বিচরণ করিয়া থাকেন॥ ১৭॥

বিশ্বনাথ। তর্হি কথমহঙ্কারবন্ধাদস্মাকং মুক্তিরিত্যত আহ—অমূলং এতদহঙ্কারবন্ধনং বস্তুতো মূলশূন্যং অথচ বহুতীরূপৈ রূপিতং নিরূপিতং। বহুরূপত্বমাহ—মন ইতি মন আদীনাং বপুঃ। উপাসনয়া ভক্ত্যা শিতেন তীক্ষ্ণীকৃতেন ॥ ১৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। তাহা হইলে কিরূপে অহঙ্কার-বন্ধন হইতে আমাদিগের মুক্তি, এই হেতু বলিতেছেন। অমূল অর্থাৎ অহঙ্কার-বন্ধন বস্তুতঃ মূলশূন্য অথচ বহুরূপে নিরূপিত। বহুরূপত্ব বলিতেছেন, মনঃ প্রভৃতি। উপাসনা অর্থাৎ ভক্তিদ্বারা শিত তীক্ষ্ণীকৃত ॥ ১৭ ॥

অনুদর্শিনী। জীব স্বাভাবিক জ্ঞানস্বরূপ, অবিদ্যা-শক্তি কর্তৃক সেই স্বরূপ আবৃত হওয়ায় জীবের বদ্ধদশা। তাহা হইতেই স্থূল ও সূক্ষ্মদেহরূপ উপাধিদ্বয়ে আত্মাভিমান ও কর্তৃত্বাভিমান—(অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং···গীঃ ৫।১৫)। সেই অভিমান বা অহঙ্কারই জীবাত্মার উপাধি।

অহঙ্কার ত্রিবিধ—(১) বৈকারিক অর্থাৎ সাত্ত্বিক, যাহা হইতে মন ও ইন্দ্রিয়বর্গের অধিষ্ঠাতৃ দেববৃন্দের উৎপত্তি; (২) তৈজস অর্থাৎ রাজসিক, যাহা হইতে বুদ্ধি, কর্মেন্দ্রিয় - জ্ঞানেন্দ্রিয়বর্গ ও প্রাণের ক্রিয়াশক্তির উৎপত্তি এবং (৩) তামস, যাহা হইতে রূপরসাদি পঞ্চ তন্মাত্র এবং ক্ষিত্যাদি পঞ্চ মহাভূতের উৎপত্তি। (ভাঃ ৩২৬।২৪-৪৯ শ্লোঃ দ্রষ্টব্য)।

সুতরাং অহঙ্কারই ঐন্দ্রজালিক ব্যাপারের ন্যায় মন, বাক্য, প্রাণ ও শরীরাদি বহুরূপে পরিচয় দিয়া থাকে। অহঙ্কারকে নিবারণ করিতে হইলে, তাহার মূল কারণ অজ্ঞানের নিরসন হওয়া প্রয়োজন। অজ্ঞান আবার জ্ঞান ব্যতীত নিবারণ হয় না। সুতরাং জীবস্বরূপে বর্তমান নিত্যজ্ঞানের উজ্জ্বলতা বিধান করিতে পারিলে জ্ঞানাবরক অজ্ঞানের নিরসন হয়।

ভগবানের মায়াই জীবের জ্ঞানাবরণকারিণী। অতএব ভগবানের দয়া ব্যতীত সেই মায়া বা অজ্ঞান দূরীকরণের অন্য উপায় নাই। কিন্তু মায়াবদ্ধ জীবের পক্ষে সেই ভগবানের সন্ধানলাভ অসম্ভব জানিয়া ভগবান্‌ই গুরুরূপে স্বয়ং ও স্বভক্তি শিক্ষা দিয়া জীবকে অজ্ঞানমুক্ত করিয়া নিজ সেবায় নিযুক্ত করেন। তাই, শ্রীগুরু প্রণামমন্ত্রে পাওয়া যায়—'অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া। চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥' অতএব হরি-গুরুর সেবা অর্থাৎ ভক্তিদ্বারাই অবিদ্যার আবরণে আবৃত জীবস্বরূপের নিত্যজ্ঞান তীক্ষ্ণীকৃত হয় এবং শাণিত খড়্গের ন্যায় অজ্ঞান ও তজ্জনিত অহঙ্কার ছিন্ন করে। তাই, ব্রহ্মর্ষি ভরত রাজা রহূগণকে বলিয়াছেন—

'অসজ্জিতাত্মা হরিসেবয়া শিতং
জ্ঞানাসিমাদায় তরাতি পারম্ ॥' (ভাঃ ৫।১২।১৬)

অর্থাৎ (আপনিও) বিষয়াসক্তি পরিত্যাগপূর্বক হরিসেবাদ্বারা শাণিত জ্ঞান-অসির সাহায্যে মায়াপাশ ছিন্ন করিয়া সংসারমার্গের পরপারে গমন করুন।

শ্রীশুকদেবও বলিয়াছেন—

ঘনো যদার্কপ্রভবো বিদীর্য্যতে
চক্ষুঃ স্বরূপং রবিমীক্ষতে তদা।
যদা হ্যহঙ্কার উপাধিরাত্মনো
জিজ্ঞাসয়া নশ্যতি তর্হ্যনুস্মরেৎ ॥ (ভাঃ ১২।৪।৩৩)

অর্থাৎ যেকালে সূর্য্যসঞ্জাত মেঘ, বায়ু সঞ্চালনে বিচ্ছিন্ন হয়, তখনই চক্ষুঃ যেরূপ সূর্য্যদর্শন করিতে পারে; তদ্রূপ যেকালে আত্মার উপাধি—অহঙ্কার, বিচারদ্বারা নষ্ট হয়, তখনই জীবও স্বরূপভূত ব্রহ্মদর্শনে সমর্থ হন।

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্তিপাদ বলেন—'মেঘ বিনাশ হইলে তখন চক্ষু কর্তৃক রবি দৃষ্ট হয়'—এই বাক্যে মনুষ্যাদির চক্ষু সূর্য্য দেখে; কিন্তু উলূকাদির চক্ষু নহে। তদ্রূপ ভক্তিমান্ জ্ঞানিগণের ব্রহ্ম দর্শন হয়; কিন্তু অভক্ত-জ্ঞানিগণের নহে। ভগবান্‌ও বলিয়াছেন—'আমি ঐকান্তিকী ভক্তিলভ্য' (ভাঃ ১১।১৪।২১।)

অতএব ভগবানে ভক্তি ব্যতীত অহঙ্কার নিরসনের অন্য উপায় নাই ॥ ১৭ ॥

জ্ঞানং বিবেকো নিগমস্তপশ্চ
প্রত্যক্ষমৈতিহ্যমথানুমানম্।
আদ্যন্তয়োরস্য যদেব কেবলং
কালশ্চ হেতুশ্চ তদেব মধ্যে ॥১৮॥

অন্বয়। (তদেব জ্ঞানং স্বরূপসাধনকৈর্নিরূপয়তি) নিগমঃ (বেদঃ) তপঃ (স্বধর্ম্মঃ) প্রত্যক্ষং (স্বানুভবঃ) ঐতিহ্যং (উপদেশঃ) অথ কালঃ (কলয়তি প্রকাশয়তীতি কালঃ) হেতুঃ চ (উপাদানঞ্চ এভির্হেতুভূতৈঃ) অনুমানং চ (তর্কঃ) অস্য (জগতঃ) আদ্যন্তয়োঃ যৎ (অস্তি) এব মধ্যে (অপি) কেবলং এব তৎ (বিশ্বমেতৎ যেন ব্রহ্মণা প্রকাশিতং তদাত্মকমেব ইতি যঃ) বিবেকঃ (তৎ) জ্ঞানম্ ॥১৮॥

অনুবাদ। এই জগতের আদি ও অন্তে যাহা স্থায়ী মধ্যেও সেই পরমকারণ উপাদানরূপে এবং প্রকাশক কালরূপে বিরাজিত। বেদাধ্যয়ন, তপস্যারূপ স্বধর্ম্মের অনুশীলন, প্রত্যক্ষানুভূতি, গুরুর উপদেশ, অনুমান, কাল, উপাদান, এই সকল প্রমাণ দ্বারা এই জগতের আদি ও অন্তে যাহা স্থায়ী, মধ্যেও ইহা তাঁহারই স্বরূপ, অর্থাৎ এই বিশ্ব যাঁহা কর্ত্তৃক প্রকাশিত, তাঁহারই স্বরূপ—এরূপ যে বিবেক তাহাই প্রকৃত জ্ঞানশব্দে অভিহিত হয় ॥১৮॥

বিশ্বনাথ। তচ্চ জ্ঞানং বিবেক এব। তস্য সাধনান্যাহ—নিগমো বেদঃ। তপঃ স্বধর্ম্মঃ। প্রত্যক্ষং স্বানুভবঃ। ঐতিহ্যমুপদেশঃ। অনুমানং তর্কঃ। ফলমাহ। আদ্যন্তয়োরস্য জগতো যদেব তদেব কেবলং মধ্যেঽপি, নতু জগৎ। তদেব কিং—কালঃ কলয়তি প্রকাশয়তীতি কালো ব্রহ্মৈব হেতুঃ কারণঞ্চ ব্রহ্মৈব ॥১৮॥

বঙ্গানুবাদ। সেই জ্ঞানই বিবেক. তাহার সাধন বলিতেছেন। নিগম—বেদ, তপঃ—স্বধর্ম্ম। প্রত্যক্ষ—স্বানুভব। ঐতিহ্য—উপদেশ। অনুমান—তর্ক। ফল বলিতেছেন—জগতের আদি ও অন্তে যাহা, কেবল তাহাই মধ্যেও, জগৎ নয়। তাহা কি? কাল—যিনি কলন বা প্রকাশ করেন, সেই ব্রহ্মই হেতু, কারণও ব্রহ্ম ॥১৮॥

অনুদর্শিনী। বিবেকই অহন্তার নিবর্ত্তক। সেই বিবেক ব্রহ্মাংশে সুতরাং নিগমাদি দ্বারা সেই বিবেকলাভে ব্রহ্মেরই স্ফূর্ত্তিলাভ হয়। তখন জানা যায় যে, যে ব্রহ্ম হইতে এ জগৎ উদ্ভূত হইয়াছে এবং অবশেষে এই জগৎ যে ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হয়, সেই ব্রহ্ম কেবলমাত্র আদি ও অন্তে অবস্থিত নন, মধ্যেও তিনি। অর্থাৎ তদতিরিক্ত বস্তু নাই। যে জগৎ দৃষ্ট হইতেছে তাহা কার্য্যপ্রকাশাত্মক তদাত্মকই এবং তিনি কারণপ্রকাশাত্মক। অতএব প্রকাশ্য প্রকাশকমে অভেদ। "যস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" (মুণ্ডক ৩।১।১০।) এবং

একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা।
পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদমখিলং জগৎ ॥ (বিষ্ণুপুরাণ।)

অর্থাৎ একস্থানস্থিত অগ্নির জ্যোৎস্না বা আলোক যেরূপ বিস্তৃত, পরব্রহ্মের শক্তি অখিল জগৎ সেইরূপ ব্যাপ্ত করিয়া আছে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের বাক্য—

'পরিণামবাদ'—ব্যাস-সূত্রের সম্মত।
অচিন্ত্যশক্তি ঈশ্বর জগদ্রূপে পরিণত ॥
মণি যৈছে অবিকৃতে প্রসবে হেমভার।
জগদ্রূপ হয় ঈশ্বর, তবু অবিকার ॥ চৈঃ চঃ মঃ ৬ পঃ

ব্রহ্মই কাল—

"স বিষ্ণ্বাখ্যোঽধিযজ্ঞোঽসৌ কালঃ কলয়তাং প্রভুঃ।"
(ভাঃ ৩।২৯।৩৮।)

অর্থাৎ কাল সর্ব্বযজ্ঞের ফলবিধাতা এবং যাহারা অন্যকে বশীভূত করে, তাহাদিগের প্রভু বিষ্ণুরই একটী সংজ্ঞা বিশেষ।

বিবর্ত্তবাদিমতে—জগৎ সত্তাবিশিষ্ট হইলেও তদাত্মক নহে, মিথ্যা ॥১৮॥

— —

যথা হিরণ্যং সুকৃতং পুরস্তাৎ
পশ্চাচ্চ সর্ব্বস্য হিরণ্ময়স্য।
তদেব মধ্যে ব্যবহার্য্যমাণং
নানাপদেশৈরহমস্য তদ্বৎ ॥১৯॥

অন্বয়। (তত্র নানাভেদব্যবহারাবলম্বনস্যাপি বিশ্বস্য কারণমাত্রাত্মকত্বং সদৃষ্টান্তমাহ) যথা সুকৃতং (সুষ্ঠু কুণ্ডলাদিরূপেণ বিরচিতং) হিরণ্যং সর্ব্বস্য হিরণ্ময়স্য

(কটককুণ্ডলাদেঃ উৎপত্তেঃ) পুরস্তাৎ (পূর্ব্বতঃ) পশ্চাৎ চ কটককুণ্ডলাদেঃ নাশাৎ পরঞ্চ যদস্তি) তদেব (হিরণ্যমেব) মধ্যে নানাপদেশৈঃ (কটককুণ্ডলাদিনামভিঃ) ব্যবহার্য্যমাণং (ব্যবহারং প্রাপ্যমানমপি বস্তুতঃ সুবর্ণাৎ ন পৃথক্) অস্য (বিশ্বস্য কারণভূতঃ) অহম্ (এব নানাব্যবহারাবলম্বনং ন তু মত্তঃ পৃথগ্ বিশ্বমিতি) ॥১৯॥

অনুবাদ। যেমন শোভনরূপে গঠিত স্বর্ণ, সুবর্ণময় বলয় ও কুণ্ডলাদির নাশের পরে সুবর্ণমাত্রে পরিণত হয়, কেবল মধ্যদশায় বলয় কুণ্ডল প্রভৃতি আকার ভেদে ভিন্ন সংজ্ঞায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু ঐ সকল বস্তুতঃ সুবর্ণ ভিন্ন আর কিছুই নহে, তদ্রূপ বিশ্বের কারণরূপী আমিও নানাবিধ ব্যবহারের অবলম্বন-স্বরূপ ; বস্তুতঃ বিশ্বের অন্তর্গত নানাভাব আমা হইতে পৃথক্ নহে ॥১৯॥

বিশ্বনাথ। সুকৃতং সুষ্ঠু কুণ্ডলাদিরূপেণ বিরচিতমপি হিরণ্যমেব হিরণ্ময়স্য কটককুণ্ডলাদেঃ পুরস্তাৎ পশ্চাচ্চ বর্ত্তমানং যত্তদেব মধ্যেঽপি নানাপদেশৈঃ কুণ্ডলাদিনামভির্ব্যবহার্য্যমাণমপি ন বস্তুতস্তদন্যৎ, তদ্বদেবাহমস্য বিশ্বস্য পুরস্তাৎ পশ্চান্মধ্যেঽপি ॥১৯॥

বঙ্গানুবাদ। সুকৃত—সুষ্ঠু কুণ্ডলাদিরূপে বিরচিত হিরণ্য, হিরণ্ময় কটককুণ্ডলাদির সম্মুখে ও পশ্চাতে যাহা বর্ত্তমান মধ্যেও নানা অপদেশে কুণ্ডলাদি নামে ব্যবহার্য্যমান হইলেও বস্তুতঃ তাহা হইতে অন্য নহে। সেইরূপই আমি এই বিশ্বের সম্মুখে, পশ্চাতে ও মধ্যে ॥১৯॥

অনুদর্শিনী। এই শ্লোকে নানাভেদব্যবহারাবলম্বনযুক্ত বিশ্বের ব্রহ্মের কারণাত্মকত্ব দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইতেছেন—

কটককুণ্ডলাদি সুবর্ণ হইতে বিরচিত, বিরচিত অবস্থায় নানা নামে ও আকারে দৃষ্ট হইলেও সুবর্ণ এবং অন্তে সুবর্ণমাত্রে পরিণত হয়, সেইরূপ কৃষ্ণই বিশ্বের আদি, মধ্য ও অন্তে অবস্থিত।

> যস্মিন্নিদং যতশ্চেদং যেনেদং য ইদং স্বয়ম্—
>
> যস্যাগ্র আসীৎ যদি মধ্য আসীৎ
> যস্যান্ত আসীদিদমব্যয়াত্মনঃ।
> যমাদিরন্তো জগতোঽস্য মধ্যং
> ঘটস্য মৃৎস্নেব পরঃ পরস্মাৎ ॥ (ভাঃ ৮।৬।১০)

শ্রীব্রহ্মা ভগবানকে স্তবমুখে বলিলেন—আপনি অব্যয়, এই বিশ্ব আদিতে মধ্যভাগে ও অন্তে আপনাতে অবস্থান করে। যেমন ঘটের আদি, মধ্য ও অন্ত, তদ্রূপ প্রধান হইতেও শ্রেষ্ঠ আপনি এই বিশ্বের আদি, মধ্য ও অন্ত।

"মৃত্তিকাদৃষ্টান্তে প্রভাবিত পরিণামকে নিষেধ করা হইতেছে। ভগবান্ প্রধান হইতেও শ্রেষ্ঠ। প্রধানই বিশ্বরূপে পরিণত হয়, আপনি নহেন।"—শ্রীবিশ্বনাথ।

যেমন স্বর্ণালঙ্কারের মধ্যে আশ্রয়রূপে বিদ্যমান স্বর্ণই অলঙ্কার প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বে ছিল, অলঙ্কারাবস্থায় আছে এবং অলঙ্কারভাব নষ্ট হইলেও থাকে, সেইরূপ এই দৃষ্ট বিশ্বের আদি, মধ্য ও অন্তে বিদ্যমান সর্ব্বাশ্রয় অবিনশ্বর ও ধ্রুব পদার্থ এক ভগবানই। অথচ তিনি আদি, মধ্য ও অন্তরহিত—'আদাবন্তে জনানাং সদ্ধ্রুবং তদেবান্তরালেঽপি' ॥ (ভাঃ ৬।১৬।৩৬)

'যেহেতু কার্য্যবস্তুসমূহের আদি ও অন্তে যাহা ধ্রুব অর্থাৎ কারণত্বে স্থির, তাহাই সুবর্ণাদির ন্যায় অন্তরালেও (বর্ত্তমান)। অতএব তুমিই সর্ব্বকারণ বাস্তব বস্তু—অন্য সকল কার্য্যজাত অবাস্তব বস্তু।'—শ্রীবিশ্বনাথ।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বাক্য—

> "ব্রহ্ম হৈতে জন্মে বিশ্ব ব্রহ্মেতে জীবয়।
> সেই ব্রহ্মে পুনরপি হ'য়ে যায় লয় ॥"
>
> চৈঃ চঃ মঃ ৬ পঃ ॥১৯॥

> বিজ্ঞানমেতৎ ত্রিয়বস্থমঙ্গ
> গুণত্রয়ং কারণকার্য্যকর্ত্তৃ।
> সমন্বয়েন ব্যতিরেকতশ্চ
> যেনৈব তুর্য্যেণ তদেব সত্যম্ ॥২০॥

অন্বয়। অঙ্গ, (হে উদ্ধব,) ত্রিয়বস্থং (জাগ্রদাদি ত্র্যবস্থং যৎ) বিজ্ঞানং (মনঃ অবস্থাত্রয়স্য কারণীভূতং) গুণত্রয়ং কারণকার্য্যকর্ত্তৃ (যচ্চ কারণমধ্যাত্মং কার্য্যমধিভূতং কর্ত্তৃ অধিদৈবম্ এবং গুণত্রয়কার্য্যভূতং ত্রিবিধং জগৎ) এতৎ যেন তুর্য্যেণ (সাধারণজ্ঞানমাত্রেণ) সমন্বয়েন (ভবতি যেনানুগতং প্রকাশতে ইত্যর্থঃ) ব্যতিরেকতশ্চ (সমাধ্যাদৌ যদস্তি) তৎ এব সত্যং (ভবতি) ॥২০॥

অনুবাদ। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়-সম্পন্ন মন, অবস্থাত্রয়ের কারণীভূত সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই গুণত্রয়, অধ্যাত্ম, অধিভূত ও অধিদৈব এবং ত্রিগুণের কার্য্যভূত ত্রিবিধ জগৎ—এই সকল পদার্থ যে তুরীয় চৈতন্যের অন্বয় ব্যতিরেক দ্বারা সিদ্ধ হয়, সেই সমাধি-সাক্ষী পরব্রহ্মই সত্য ॥২০॥

বিশ্বনাথ। তদেবং কার্য্যস্য কারণমাত্রাত্মকতামুক্ত্বা প্রকাশ্যস্য প্রকাশমাত্রাত্মকতামাহ—বিজ্ঞানং বুদ্ধিতত্ত্বম্। ত্রিস্রো জাগরাদ্যা অবস্থা যত্র তৎ ত্রিয়বস্থং, ব্যাড়ি-গালবয়োর্মতেন বকারব্যবধানম্। তদবস্থা-কারণভূতং যদ্-গুণত্রয়ং যচ্চ কারণকার্য্যকর্তৃ। কারণমধ্যাত্মং কার্য্যমধিভূতং কর্তৃ অধিদৈব এবং গুণত্রয়কার্য্যভূতং ত্রিবিধং জগৎ। এতৎ যেন তুর্য্যেণ সামান্যজ্ঞানমাত্রেণ সমন্বয়েন ভবতি যেনানুগতং প্রকাশত ইত্যর্থঃ। "তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" ইতি, তথা চক্ষুষশ্চক্ষুরুত শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো যে মনো বিদুঃ" ইতি শ্রুতেঃ। নমু বিশেষবিজ্ঞানব্যতিরেকেণ ন তুর্য্যমুপলভামহে, তত্রাহ—ব্যতিরেকতঃ সমাধ্যাদৌ যদস্তি তদেব সত্যম্ ॥২০॥

বঙ্গানুবাদ। এইরূপে কার্য্য যে কারণাত্মক, তাহা বলিয়া প্রকাশ্য যে প্রকাশমাত্রাত্মক, তাহাই বলিতেছেন। বিজ্ঞান বুদ্ধিতত্ত্ব। যেখানে জাগর প্রভৃতি তিনটি অবস্থা তাহা ত্রিয়বস্থ (ব্যাড়ি-গালবের মতে 'য' কারের পৃথক্ পাঠ) ত্র্যবস্থ। সেই অবস্থার কারণভূত যে গুণত্রয় ও যাহা কারণ-কার্য্য-কর্ত্তা। কারণ অধ্যাত্ম, কার্য্য অধিভূত, কর্ত্তা অধিদৈব, এইরূপ গুণত্রয় কার্য্যভূত ত্রিবিধ জগৎ। ইহা যে তুর্য্য বা চতুর্থ অর্থাৎ সামান্য জ্ঞানমাত্র সমন্বয় সহিত থাকে অর্থাৎ যাহার অনুগত হইয়া প্রকাশ পায়, এই অর্থ। 'দীপ্তিমান্ তাঁহারই পশ্চাৎ সমস্ত বস্তু দীপ্তি পায়, তাঁহার দীপ্তি দ্বারাই এই সমস্ত দীপ্তিমৎ' (কঠ ২।২।১৫), 'চক্ষুর চক্ষু, কর্ণের কর্ণ, মনের যে মন' বলিয়া যাহাকে জানেন এই শ্রুতি বচন অনুসারে। আচ্ছা বিশেষ-বিজ্ঞান ব্যতিরেকে আমরা তুর্য্য বা চতুর্থটী প্রাপ্ত হই না, তাই বলিতেছেন—ব্যতিরেকভাবে অর্থাৎ সমাধি প্রভৃতিতে যাহা থাকে, তাহাই সত্য ॥২০॥

অনুদর্শিনী। ছন্দের অনুরোধে 'য' কারের পৃথক পাঠ। 'একে যথা ব্যবধীয়ন্তে'। ইতি শব্দসূত্রেঃ।

জাগর, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়সম্পন্ন বুদ্ধিতত্ত্ব ও সেই অবস্থাত্রয়ের কারণ যে সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই গুণত্রয়, কারণ—সূক্ষ্ম অধ্যাত্ম ইন্দ্রিয়বর্গ, কার্য্য—স্থূল অধিভূত দেহ এবং কর্ত্তা—অধিদৈব দেবতাবর্গ।—ইহারা যে চতুর্থ বস্তু অর্থাৎ ব্রহ্মেরই।

সামান্য জ্ঞানমাত্র—অর্থাৎ নিরুপাধি প্রকাশমাত্র কর্তৃ-দ্বারা যে সম্যগ্‌ব্যাপ্তি, তাহাদ্বারাই বিশিষ্ট হয় অর্থাৎ যে পরমাত্মার অনুগত হইয়া এ-ই ব্যাপ্ত বিশ্ব প্রকাশ পায়। সেই স্বতঃপ্রকাশমান পরমাত্মাকে অনুলক্ষ করিয়া সর্ব্ববিশ্ব প্রকাশ পায়। অতএব বিশ্বের স্বতন্ত্র সত্তা নাই। চক্ষুর চক্ষু অর্থাৎ রূপাদি প্রকাশন-শক্তি সেই পরমাত্মারই, কিন্তু চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গের নহে, এ ক্ষেত্রেও প্রকৃতির স্বতন্ত্র সত্তা নিষিদ্ধা হইল। অতএব অন্বয় ভাবে প্রকাশ্য বিশ্ব তৎ প্রকাশক—ব্রহ্মাত্মকই।

সমাধি 'প্রভৃতি' শব্দে বৈকুণ্ঠাদি গ্রহণ করা হইয়াছে সুতরাং সেই বৈকুণ্ঠই সত্য ॥২০॥

ন যৎ পুরস্তাদুত যন্ন পশ্চা-
ন্মধ্যে চ তন্ন ব্যপদেশমাত্রম্।
ভূতং প্রসিদ্ধঞ্চ পরেণ যদ্ যৎ
তদেব তৎ স্যাদিতি মে মনীষা ॥২১॥

অন্বয়। পুরস্তাৎ (সৃষ্টেঃ পূর্ব্বং) যৎ ন (আসীৎ) উত (অপি চ) পশ্চাৎ (নাশাৎ পরমপি) যৎ ন (ন স্থাস্যতি) মধ্যে চ (স্থিতিকালেঽপি) তৎ ন (ন পৃথক্ অস্তি কিন্তু) ব্যপদেশমাত্রং (সংজ্ঞামাত্রং যতঃ) যৎ যৎ পরেণ (অন্যেন) ভূতং (জাতং) প্রসিদ্ধং চ (প্রকাশিতঞ্চ) তৎ তৎ এব (কারণং প্রকাশকঞ্চ তাবৎমাত্রং) স্যাৎ (ন পৃথক্) ইতি মে (মম) মনীষা (বুদ্ধিঃ) ॥২১॥

অনুবাদ। সৃষ্টির পূর্ব্বে যাহা ছিল না, নাশের পরেও থাকিবে না, স্থিতিকালেও পৃথক ভাবে নাই, কেবল নামমাত্র অবস্থিত, অথচ অন্য কোন বস্তু হইতে উৎপন্ন,

ও প্রকাশিত হইয়া ভিন্নরূপে প্রতীয়মান হয়, এতাদৃশ বস্তু-সমূহ কারণ ও প্রকাশক হইতে অভিন্ন তাহার কোন পৃথক সত্তা নাই—আমি এইরূপই বিবেচনা করিয়া থাকি ॥২১॥

বিশ্বনাথ। এবং কালত্রয়েঽপ্যব্যভিচারিণঃ সত্যত্ব-মুক্তং, ব্যভিচারিণস্বসত্যতামাহ—ন যদিতি। মধ্যে চ তৎ পৃথক্ নাস্তি কিন্তু ব্যপদেশমাত্রং নামমাত্রম্। কুতঃ যতঃ যৎ যৎ পরেণ অন্যেন ভূতং জাতং প্রসিদ্ধং প্রকাশিতঞ্চ তত্তদেব কারণং প্রকাশকং তাবন্মাত্রং স্যান্ন ততঃ পৃথগিতি মে মনীষা বুদ্ধিঃ ॥২১॥

বঙ্গানুবাদ। এইরূপে কালত্রয়েও যাহা অব্যভিচারী, তাহাই সত্য, এই কথা বলা হইয়াছে। ব্যভিচারীর অসত্যত্ব বলিতেছেন। মধ্যেও তাহা হইতে পৃথক্ নাই, কিন্তু ব্যপদেশমাত্র—'নাম মাত্র' কি হেতু? যেহেতু যাহা যাহা পর বা অন্যকর্ত্তৃক ভূত বা জাত ও প্রসিদ্ধ অর্থাৎ প্রকাশিত, তাহা তাহাই কারণ প্রকাশক, সেইমাত্র হইবে, তাহা হইতে পৃথক্ নয়, এই আমার মনীষা বুদ্ধি ॥২১॥

অনুদর্শিনী। পরমাত্মাই ভূত-ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান—এই ত্রিকালে অব্যভিচারী এবং সত্য। বৈশেষিকাদি স্বীকৃত পরমাত্মা হইতে পৃথক সত্তাবিশিষ্ট ব্যভিচারী দৃষ্ট বিশ্বের কিন্তু মিথ্যাত্ব। যেমন মৃত্তিকার বিকার ঘটশরাবাদি কার্য্যাবস্থা বাক্যে এবং ব্যবহারেই সম্বন্ধযুক্ত। ঐ আখ্যা কিন্তু নামমাত্র। সকলই মৃত্তিকা লক্ষণ একই দ্রব্য। মৃত্তিকা হইতে কিঞ্চিৎ ও পৃথকসত্তাক নহে, ইহা সত্য।

অর্থাৎ কারণ প্রকাশকব্যতীত কার্য্যপ্রকাশ্যের অননুভব।

বিবর্ত্তবাদিমতে—"সর্ব্বংখল্বিদং ব্রহ্ম"

পরিণামবাদিমতে—সকলই তচ্ছক্তি—তচ্ছরীর, তদ্ব্যাপ্য এবং তদায়ত্তবৃত্তিক।

শ্রীব্রহ্মাও বলিয়াছেন—

> বিনস্তি নাস্তি ব্যপদেশভূষিতং
> তবাস্তি মুক্তেঃ কিয়দপ্যনন্তঃ॥ (ভাঃ ১০।১৪।১২)

অর্থাৎ হে অনন্ত, এই ব্রহ্মাণ্ডের ভাব, অভাব অথবা স্থূল, সূক্ষ্ম, কার্য্য, কারণ প্রকৃতি শব্দবাচ্য সমস্তই আপনার উদরগত, কোনটিই বহির্ভূত নহে।

'অতঃ সর্ব্বস্য ত্বৎকুক্ষিগতত্বেন এবাপি তথাত্বাৎ'।—শ্রীধর। 'তথাত্বাৎ—তৎকুক্ষিগতত্বাৎ।—শ্রীলবিশ্বনাথ ॥২১॥

> অবিদ্যমানোঽপ্যবভাসতে যো
> বৈকারিকো রাজসসর্গ এষঃ।
> ব্রহ্ম স্বয়ং জ্যোতিরতো বিভাতি
> ব্রহ্মেন্দ্রিয়ার্থাত্মবিকারচিত্রম্ ॥ ২২ ॥

অন্বয়। যঃ (অয়ং) বৈকারিকঃ (বিকারসমূহঃ সঃ) এষঃ (প্রাক্) অবিদ্যমানঃ (প্রাক্ অসন্নপি) রাজসসর্গঃ (রজোদ্বারেণ ব্রহ্মকার্য্যভূত ইত্যর্থঃ) অবভাসতে (ব্রহ্ম প্রকাশ্যশ্চেত্যর্থঃ) ব্রহ্ম (তু) স্বয়ং (স্বতঃসিদ্ধং নতু কার্য্যমিত্যর্থঃ) জ্যোতিঃ (প্রকাশকঞ্চ) অতঃ ইন্দ্রিয়ার্থাত্মবিকারচিত্রং (ইন্দ্রিয়ানি চ অর্থাঃ তন্মাত্রাণি চ, আত্মা মনশ্চ, বিকারাঃ পঞ্চ মহাভূতানি এবং চিত্রং বিশ্বম্) ব্রহ্ম (এব) বিভাতি ॥২২॥

অনুবাদ। এই পরিদৃশ্যমান বিকার পদার্থসমূহ পূর্ব্বে অবিদ্যমান হইয়াও যাহা বিদ্যমানরূপে প্রকাশিত হয়, তাহাকে রাজসসর্গ অর্থাৎ রজোগুণদ্বারা ব্রহ্ম কার্য্যভূত বলা যায়। ব্রহ্ম স্বতঃসিদ্ধ ও স্বয়ংপ্রকাশ বস্তু, সুতরাং ইন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র, মন ও পঞ্চ মহাভূত এই সমুদয়দ্বারা চিত্রিত এই বিশ্ব সকলই ব্রহ্ম ॥২২॥

বিশ্বনাথ। এবং সামান্যতঃ কার্য্যপ্রকাশ্যয়োঃ কারণপ্রকাশকাত্যামভেদং মৃৎপাত্র প্রভৃতে তত্ত্বতয়বিবেকপূর্ব্বকং প্রপঞ্চস্য ব্রহ্মাভেদমাহ—অবিদ্যমানঃ প্রাগসন্নপি যোঽয়মবভাসতে বিদ্যমানত্বেন ভাতি বৈকারিকঃ বিকারেভ্যো মহদাদিভ্যো জাতঃ স এব রাজসসর্গঃ রজোদ্বারেণ ব্রহ্মকার্য্যভূত ইত্যর্থঃ। ব্রহ্ম তু স্বয়ং স্বতঃসিদ্ধং নতু কার্য্যং জ্যোতিঃ প্রকাশকং অতো হেতোঃ ইন্দ্রিয়াণি চ অর্থাস্তন্মাত্রাণি চ আত্মা মনশ্চ বিকারাঃ পঞ্চভূতানি চ এতৈশ্চিত্রং বিশ্বমিদং ব্রহ্মৈব ভাতীতি ॥২২॥

বঙ্গানুবাদ। এইরূপে সামান্যভাবে কার্য্য ও প্রকাশ্য যে কারণ ও প্রকাশক হইতে অভেদ তাহা প্রমাণ করিয়া সেই উভয় বিবেকসহিত ব্রহ্ম হইতে প্রপঞ্চের অভেদ বলিতেছেন। অবিদ্যমান অর্থাৎ পূর্ব্বে না থাকিয়াও এই যে অবভাসিত হয় অর্থাৎ বিদ্যমান থাকিয়া দীপ্তিপ্রাপ্ত হয়, বৈকারিক—বিকার মহৎ আদি হইতে জাত, সেই রাজসসর্গ—রজোদ্বারে ব্রহ্মকার্য্যভূত, এই অর্থ। কিন্তু ব্রহ্ম স্বয়ং স্বতঃসিদ্ধ, কার্য্য নহে, জ্যোতিঃ—প্রকাশক, এই হেতু ইন্দ্রিয়ার্থাত্মবিকারচিত্র—ইন্দ্রিয়সমূহ ও অর্থ বা তন্মাত্র-সমূহ ও আত্মা বা মন ও বিকার বা পঞ্চভূত, এই সকল সমেত বিচিত্র এই বিশ্বরূপে ব্রহ্মই প্রকাশমান ॥২২॥

অনুদর্শিনী। ব্রহ্ম নির্ব্বিকার, স্বতঃসিদ্ধ এবং সর্ব্ব-প্রকাশক। তাঁহার ঈক্ষণে তাঁহারই বহিরঙ্গাশক্তি প্রকৃতি বা মায়া হইতে এই বিচিত্র বিশ্ব প্রকাশিত হইয়াছে। প্রকাশ পর্য্যায়ে প্রথমে মহৎ হইতে অহংকার ঐ অহঙ্কার ত্রিবিধ—বৈকারিক, তৈজস ও তামস। ঐ ত্রিবিধ অহঙ্কার হইতেই মন, ইন্দ্রিয়, ও ভূতগণের উৎপত্তি হয়। সুতরাং ব্রহ্মই এই বিশ্বের কারণ ও প্রকাশক, বিশ্ব কার্য্য ও প্রকাশ্য। এইজন্য নানাবিধ বিশ্ব রূপে ব্রহ্মই স্বাভাবিক অচিন্ত্যশক্তিদ্বারা প্রকাশমান বলা হইয়াছে।

ব্রহ্মই জগৎপ্রকাশক, প্রকাশ্য বিশ্ব ব্রহ্মৈব—

> সত্ত্বং রজস্তম ইতি ত্রিবৃদেকমাদৌ
> সূত্রং মহানহমিতি প্রবদন্তি জীবম্।
> জ্ঞানক্রিয়ার্থফলরূপতয়োরুশক্তি
> ব্রহ্মৈব ভাতি সদসচ্চ তয়োঃ পরং যৎ॥
>
> (ভাঃ ১১।৩।৩৭)

শ্রীপিপ্পলায়ন বলিলেন—তাদৃশ ব্রহ্মবস্তু প্রথমে অদ্বিতীয়রূপে অবস্থিত থাকিয়া পশ্চাৎ বহিরঙ্গরূপে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণাত্মক অবস্থায় প্রধানসংজ্ঞায়, ক্রিয়া-শক্তিযুক্ত অবস্থায় সূত্রসংজ্ঞায়,জ্ঞানশক্তিযুক্ত অবস্থায় মহত্তত্ত্ব সংজ্ঞায় এবং জীবের উপাধিভূত অবস্থায় অহঙ্কার সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকেন। অনন্তর অচিন্ত্য অনন্ত-শক্তিবিশিষ্ট উক্ত ব্রহ্মবস্তুই দেবতা, ইন্দ্রিয়, বিষয়, তৎ-ফলাদিক বা তদনুভবজনিত সুখদুঃখাদিরূপে এবং পরম-কারণ বলিয়া তিনিই স্থূলসূক্ষ্ম যাবতীয় বস্তুরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন।

'ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বম্'—ছান্দোগ্যে—এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সমস্তই ব্রহ্ম। 'তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি'—মুণ্ডক—সেই ব্রহ্মের জ্যোতিতে এই সকল অর্থাৎ দৃশ্য জগৎ—দীপ্তি প্রাপ্ত হয়। এই শ্রুতিকথিত বাক্য হইতে পাওয়া যায় যে, বস্তুমাত্রই ব্রহ্মের কার্য্য; অতএব সমস্তই ব্রহ্ম।—শ্রীবিশ্বনাথ।

বিশ্ব—ব্রহ্মই—

> "ইদং হি বিশ্বং ভগবানিবেতরো
> যতো জগৎস্থাননিরোধ সম্ভবাঃ।"
>
> (ভাঃ ১।৫।২০)

শ্রীনারদ শ্রীব্যাসকে বলিলেন—ভগবান্ হইতে এই বিশ্বের স্থিতি, প্রলয় ও সৃষ্টি হইয়া থাকে; অতএব বিশ্ব ভগবান্ হইতে অভিন্ন বা পৃথক না হইলেও ভগবান্ বিশ্ব হইতে পৃথক।

"এই দৃশ্যমান বিশ্ব ভগবান্ হইতে অভিন্ন, সত্তের ন্যায়, চেতনের ন্যায়, আনন্দরূপের ন্যায়; কিন্তু সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দরূপ ভগবান্ নহে। অর্থাৎ ভগবানের সত্তাদি সার্ব্বকালিক আর বিশ্বের সত্তাদি কাচিৎকালিক। যেহেতু ঐ ভগবান্ এই বিশ্ব হইতে অন্য বা পৃথক। যদি প্রশ্ন হয় যে, বিশ্ব কিরূপে ভগবান্ হইতে অভিন্ন এবং ভগবান্ কিরূপে বিশ্ব হইতে অন্য? তদুত্তরে বলা যায় যে—মায়াশক্তিমান্ ভগবান্ হইতে এই জগতের স্থিতি, লয় ও উৎপত্তি। অতএব বিশ্বের কার্য্যরূপত্বহেতু কোন কোন অংশেই তদ্রূপত্ব কিন্তু ভগবানের তৎ কারণত্ব হেতু বিশ্ব হইতে অন্যত্ব। ছান্দোগ্যে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সমস্তই ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যসমূহদ্বারা জগৎ ব্রহ্ম কার্য্যত্বহেতু ব্রহ্মত্বাতিদেশ জানাইতেছে।"—শ্রীবিশ্বনাথ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—

অতিদেশ—অর্থাৎ অন্য ধর্ম্মের অন্যত্র আরোপ। যথা 'গোসদৃশো গবয়ঃ।' গবয়—গলকম্বলবিহীন গরুর ন্যায় পশু বিশেষ। এস্থলে গো-অবয়বসমূহের মধ্যে কোন কোন

অবয়ব গবয় পশুর অঙ্গের তুল্যত্বহেতু তাহাকে যেমন গোসদৃশ বলা হইয়াছে, তদ্রূপ বিশ্বকে ব্রহ্মসদৃশ বা ব্রহ্মই বলা হইয়াছে। অতএব মায়িক বিশ্ব ভগবদ্রূপ হইলেও ভগবৎস্বরূপ নহে ॥২২॥

— —

এবং স্ফুটং ব্রহ্মবিবেকহেতুভিঃ
পরাপবাদেন বিশারদেন।
ছিত্ত্বাত্মসন্দেহমুপারমেত
স্বানন্দতুষ্টোঽখিলকামুকেভ্যঃ ॥২৩॥

অন্বয়। (উপসংহরতি) এবং (নিগমতপঃপ্রত্যক্ষৈতিহ্যানুমানৈঃ) স্ফুটং (যথা ভবতি তথা) ব্রহ্মবিবেকহেতুভিঃ বিশারদেন (নিপুণেন গুরুণা নিমিত্তভূতেন) পরাপবাদেন (পরস্য দেহাদেঃ অপবাদেন আত্মত্বনিরসনেন) আত্মসন্দেহং (আত্মবিষয়কং সন্দেহং) ছিত্ত্বা স্বানন্দতুষ্টঃ (সন্) অখিলকামুকেভ্যঃ (অখিলেভ্যঃ কামুকেভ্যঃ ইন্দ্রিয়াদিভ্যঃ) উপারমেত (নিঃসঙ্গো ভবেৎ) ॥২৩॥

অনুবাদ। এইরূপ বেদ, তপস্যা, প্রত্যক্ষ, উপদেশ, অনুমান প্রভৃতি ব্রহ্মজ্ঞানের সুস্পষ্ট কারণসমূহ ও সুনিপুণ গুরুর অনুকূলতায় দেহাত্মভাবনিরসনে আত্মবিষয়ক সন্দেহ ছেদনপূর্ব্বক আত্মানন্দে পরিতুষ্ট হইয়া কামপরতন্ত্র ইন্দ্রিয়গণের বিষয় হইতে উপরত হইবে ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ। এবং প্রত্যক্ষৈতিহ্যানুমানৈঃ স্ফুটং যথা স্যাত্তথা ব্রহ্মবিবেকহেতুভিঃ তথা পরস্য দেহাদেরপবাদেন আত্মত্বনিরসনেন চ। কীদৃশেন বিশারদেন নিপুণেন আত্মবিষয়কং সন্দেহং ছিত্ত্বা স্বানন্দতুষ্টঃ সন্ অখিলেভ্যঃ কামুকেভ্য ইন্দ্রিয়েভ্যঃ উপারমেত নিঃসঙ্গো ভবেৎ ॥২৩॥

বঙ্গানুবাদ। এইরূপে প্রত্যক্ষ, ঐতিহ্য, অনুমান দ্বারা স্ফুট অর্থাৎ স্পষ্টভাবে ব্রহ্মবিবেকহেতুদ্বারা আর পরাপবাদ—পর অর্থাৎ দেহাদির অপবাদ অর্থাৎ আত্মত্বনিরাসদ্বারা। কিরূপ ? বিশারদ অর্থাৎ সুনিপুণ, তদ্দ্বারা আত্মসন্দেহ—আত্মবিষয়ক সন্দেহ ছেদন করিয়া স্বানন্দতুষ্ট হইয়া অখিলকামুক অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি হইতে উপরম লাভ করিবে অর্থাৎ নিঃসঙ্গ হইবে। ২৩ ॥

অনুদর্শিনী। পূর্ব্বে ১৭শ শ্লোকস্থ জ্ঞানরূপ খড়্গ এবং ১৮শ শ্লোকস্থ জ্ঞান, বেদ, স্বধর্ম্মাদির বিশেষত্বে দেখান হইতেছে—বেদ, স্বধর্ম্ম, প্রত্যক্ষ, ঐতিহ্য ও অনুমান দ্বারা স্পষ্টভাবে ব্রহ্মবিষয়ক বিবেক লাভ করা যায়। ব্রহ্মবিবেক এবং সুনিপুণ গুরুর অনুকূলতায় দেহাদিতে আত্মভাব নিরসন হয়। আত্মাতে আত্মবুদ্ধি হয়। আত্মবিষয়ক সন্দেহ ছেদন হইলে জীব আত্মানন্দেই তুষ্ট হন এবং কামপরতন্ত্র ইন্দ্রিয়গণের বিষয় গ্রহণ হইতে উপরতি লাভ করেন।

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাৎ আত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে ॥ (গীঃ ৩।১৭)

অর্থাৎ যিনি আত্মরত, আত্মতৃপ্ত এবং আত্মবস্তুতে সন্তুষ্ট তাহার কোন কার্য্য নাই ॥ ২৩ ॥

———

নাত্মা বপুঃ পার্থিবমিন্দ্রিয়াণি
দেবা হ্যসুর্বায়ুর্জলং হুতাশঃ।
মনোঽন্নমাত্রং ধিষণা চ সত্ত্ব-
মহঙ্কৃতিঃ খং ক্ষিতিরর্থসাম্যম্ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়। পার্থিবং বপুঃ (শরীরং) আত্মা ন (ন ভবতি পার্থিবত্বাৎ ঘটবৎ) ইন্দ্রিয়াণি দেবাঃ (ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতারঃ) অসুঃ (প্রাণঃ) মনঃ ধিষণা (বুদ্ধিঃ) সত্ত্বং (চিত্তম্) অহঙ্কৃতিঃ (অহঙ্কারঃ এতে আত্মা ন ভবন্তি যতঃ) অন্নমাত্রং (অন্নোপষ্টভ্যত্বাৎ শরীরবৎ) বায়ুঃ জলং হুতাশঃ (তেজঃ) খম্ (আকাশং) ক্ষিতি (ইতি পঞ্চভূতানি) অর্থসাম্যম্ (অর্থাঃ শব্দাদয়ঃ সাম্যম্ প্রকৃতিঃ চ ন আত্মা জড়ত্বাৎ ঘটবদিত্যর্থঃ) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ। এই দেহ ঘটতুল্য পার্থিব পদার্থ বলিয়া শরীর আত্মা নহে, ইন্দ্রিয়সমূহ ও তদধিষ্ঠাতৃদেবগণ, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার ইহারাও শরীরের ন্যায় অন্নকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান থাকায় অন্নবিকারহেতু ইহারাও আত্মা নহে। বায়ু, জল, অগ্নি, আকাশ, ক্ষিতি এই পঞ্চভূত ও শব্দাদি বিষয়-পঞ্চক এবং প্রকৃতি ঘটতুল্য জড় বলিয়া ইহারাও আত্মা নহে ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ। পরাপবাদং প্রপঞ্চয়তি—বপুরাত্মা ন ভবতি, কুতঃ পার্থিবং পার্থিবত্বাদঘটবৎ। তথা ইন্দ্রিয়াণি তদধিষ্ঠাতারো দেবা ধিষণা বুদ্ধিঃ সত্ত্বং চিত্তং অহঙ্কৃতিরিত্যেতে আত্মা ন ভবন্তি, কুতঃ অন্নমাত্রং অন্নোপষ্টভ্যত্বাৎ শরীরবৎ। বায়ুর্জলং হুতাশস্তেজঃ খং ক্ষিতিরিতি পঞ্চ মহাভূতানি অর্থাঃ শব্দাদয়ঃ প্রকৃতিশ্চ আত্মা ন জড়ত্বাদঘটবদিতি ॥ ২৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। পরাপবাদ সবিস্তার বলিতেছেন। বপুঃ আত্মা নহে কেন? পার্থিব—পার্থিব বলিয়া ঘটের ন্যায়। আর ইন্দ্রিয়সমূহ তাহাদের অধিষ্ঠাতা দেবগণ। ধিষণা—বুদ্ধি, সত্ত্ব—চিত্ত, অহঙ্কৃতি—এই সব আত্মা নহে। কেন? অন্নমাত্র—অন্নোপষ্টভ্য বা অন্নকে আশ্রিত বলিয়া শরীরের ন্যায়। বায়ু, জল, হুতাশ বা তেজ, খ (আকাশ), ক্ষিতি ও পঞ্চমহাভূত, অর্থ—শব্দাদি ও প্রকৃতি—ইহারা আত্মা নহে, জড় বলিয়া ঘটের ন্যায় ॥ ২৪ ॥

অনুদর্শিনী। ঘটাদির ন্যায় স্থূলদেহ কখন আত্মা নহে। কারণ ঘট যেমন অন্যের গ্রাহ্য, স্বয়ং কিছু অবধারণ করিতে পারে না, সেইরূপ জড়দেহ চৈতন্য-স্বরূপ অন্য কাহারও গ্রাহ্য। দেহ নিজে কিছু অবধারণে সমর্থ নহে।

ইন্দ্রিয়সমূহ আত্মা নহে। উহারা কর্ত্তা বা চেতন নহে, প্রদীপতুল্য করণ। দেবগণ আত্মা নহে—জড়সাত্ত্বিকাহঙ্কার কার্য্য বলিয়া মনোতুল্য বিকারযুক্ত। বুদ্ধি আত্মা নহে—ইন্দ্রিয়তুল্য করণ। চিত্ত—আত্মা নহে, বুদ্ধিতুল্য করণ। অহংকৃতি—আত্মা নহে, ইন্দ্রিয়তুল্য জড় ও করণ। কেননা অন্নই ইহাদের উপজীব্য বা আশ্রয়। বায়ু—আত্মা নহে, ঘটের ন্যায় স্পর্শযোগ্য। জল—আত্মা নহে, শীতলতাযুক্ত বলিয়া শীতলশিলার মত। অগ্নি—আত্মা নহে, আতপের ন্যায় স্পর্শযোগ্য। এইরূপ অবশিষ্ট সকলও অনুমানের দ্বারা বুঝা যায় যে, তাহারা আত্মা নহে। স্পর্শযোগ্য ঘটের ন্যায় জড়বস্তু ॥ ২৪ ॥

সমাহিতৈঃ কঃ করণৈর্গুণাত্মভি-
র্গুণো ভবেন্মৎসুবিবিক্তধাম্নঃ।
বিক্ষিপ্যমাণৈরুত কিং নু দূষণং
ঘনৈরুপেতৈর্বিগতৈ রবেঃ কিম্ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়। মৎসুবিবিক্তধাম্নঃ (মম সুষ্ঠু বিবিক্তং ধাম স্বরূপং যেন তস্য) গুণাত্মভিঃ (ত্রিগুণময়ৈঃ) সমাহিতৈঃ (নিশ্চলৈঃ) করণৈঃ (ইন্দ্রিয়ৈঃ) উত (বা) বিক্ষিপ্যমাণৈঃ কো গুণঃ নু (ভো) কিং বা দূষণং (ন কিমপি) ঘনৈঃ (মেঘৈঃ) উপেতৈঃ (সমাগতৈঃ) বিগতৈঃ অপগতৈর্ব্বা রবেঃ কিম্? ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ। যিনি সম্যগ্‌ভাবে আমার স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন, তাঁহার ত্রিগুণময় ইন্দ্রিয়বর্গ সমাহিত বা বিক্ষিপ্তই হউক, তাহাতে তাঁহার দোষই বা কি, গুণই বা কি? যদ্রূপ মেঘের আগমনে বা অপগমে সূর্য্যের কোনই ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ। এবং বিবেকজ্ঞানবতো মদ্ভক্তস্য ন ইন্দ্রিয়াদিকৃতগুণদোষসম্বন্ধ ইত্যাহ—সমাহিতৈরিতি। মম সুষ্ঠু বিবিক্তং বিচারিতং ধাম স্বরূপং যেন তস্য ইন্দ্রিয়ৈঃ সমাহিতৈর্নিশ্চলৈর্ব্বা কো গুণঃ, বিক্ষিপ্যমাণৈশ্চঞ্চলৈর্ব্বা কো দোষঃ ॥ ২৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। এইরূপ বিবেকজ্ঞানবান্ আমার ভক্তের ইন্দ্রিয়াদিকৃত গুণদোষ সম্বন্ধ নাই, ইহাই বলিতেছেন। আমার সুবিবিক্তধাম—সুষ্ঠু বিবিক্ত বিচারিত ধাম-স্বরূপ যদ্দ্বারা তাহার সমাহিত বা নিশ্চল ইন্দ্রিয়সমূহ লইয়া কি গুণ হইবে? অথবা বিক্ষিপ্যমান—চঞ্চল ইন্দ্রিয়সমূহেও কি দোষ? ॥ ২৫ ॥

অনুদর্শিনী। ভগবৎ-স্বরূপের অভিজ্ঞান-বিশিষ্ট সেবোন্মুখ মুক্তাত্মা প্রপঞ্চে ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারা যে সকল কার্য্য করেন সেই কার্য্যগুলিকে ত্রিগুণাত্মিকা বলিয়া মনে হইলেও তাহা ভগবৎসেবা ব্যতীত অন্য অনুষ্ঠান নহে। অতএব ভক্তের ইন্দ্রিয়কৃত গুণদোষ সম্বন্ধ নাই ॥ ২৫ ॥

যথা নভো বায়্বনলাম্বুভূগুণৈ-
র্গতাগতৈর্বর্তুগুণৈর্ন সজ্জতে।
তথাক্ষরং সত্ত্বরজস্তমোমলৈ-
রহংমতেঃ সংসৃতিহেতুভিঃ পরম্ ॥২৬॥

অন্বয়। (অসঙ্গব্রহ্মত্বেনাবস্থিতস্য ন কেঽপিগুণদোষা ইত্যাকাশদৃষ্টান্তেনাহ) নভঃ (আকাশং) যথা বায়্বনলাম্বুভূগুণৈঃ (বায়ুঃ অনলঃ অম্বু জলং ভূঃ আসাং-গুণৈঃ শোষণ-দহন-ক্লেদন-রজো ধূসরত্বাদিগুণৈঃ) গতাগতৈঃ (আগমপায়িভিঃ) ঋতুগুণৈঃ (শীতোষ্ণাদিভিঃ) বা ন সজ্জতে (ন যুজ্যতে) তথা অহংমতেঃ (অহঙ্কারাৎ) পরম্ অক্ষরং (অবিনাশী ব্রহ্ম) সংসৃতিহেতুভিঃ সত্ত্বরজস্তমোমলৈঃ (সত্ত্বাদিমলৈঃ ন সজ্জতে নাসক্তং ভবতি) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ। আকাশ যেমন বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী ইহাদিগের শোষণ, দহন, ক্লেদন ও রজো ধূসরত্বাদি গুণ দ্বারা বা আগমাপায়ী শীতোষ্ণাদি ঋতুগুণদ্বারা যুক্ত হয় না, তদ্রূপ অহঙ্কারের পারে অবস্থিত পরমাত্মা সংসারে কারণস্বরূপ সত্ত্বাদি গুণমল দ্বারা লিপ্ত হন না ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ। জীবন্মুক্তঃ খলু ব্রহ্মৈব ভবেদতস্তত্র ন কেঽপি গুণদোষা ইত্যাকাশদৃষ্টান্তেনাহ—যথেতি। বায়্বাদীনাং শোষণ-দহন-ক্লেদন-রজোধূসরত্বাদিভির্গতাগতৈরাগমপায়িভির্ঋতুগুণৈঃ শীতোষ্ণাদিভির্নভো যথা ন যুজ্যতে তথৈবাহম্মতেরহঙ্কারাৎ পরমক্ষরং ব্রহ্ম সংসৃতিহেতুভিঃ সত্ত্বাদিমলৈর্ন যুজ্যতে ॥ ২৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। জীবন্মুক্ত ব্রহ্মই হ'ন, অতএব তাহাতে কোন গুণদোষ থাকে না, আকাশের দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহাই বলিতেছেন। বায়ু প্রভৃতির শোষণ, দহন, ক্লেদন, রজোধূসরত্বাদি বা গতাগত আগমপায়ী ঋতুগুণ শীতোষ্ণাদি দ্বারা নভঃ যেমন যুক্ত হয় না, সেইরূপ অহম্মতি—অহঙ্কারহেতু পর অক্ষর ব্রহ্ম সংসৃতিহেতু সত্ত্বাদিমলদ্বারা যুক্ত হ'ন না ॥ ২৬ ॥

অনুদর্শিনী। যেমন বায়ু প্রভৃতির আশ্রয় অসঙ্গ আকাশ বায়ু, অগ্নি প্রভৃতির গুণ দ্বারা বা আগমপায়ী ঋতুগুণদ্বারা যুক্ত হয় না, তদ্রূপ সংসারে কারণস্বরূপ গুণাতীত পরমাত্মা গুণত্রয়ে লিপ্ত হ'ন না। সেই পরমাত্মাকে যিনি লাভ করেন, তিনিও ত্রিগুণময় সংসারে অবস্থান করিয়াও ত্রিগুণাধীন হ'ন না।

জীবন্মুক্ত পুরুষ, ব্রহ্মস্বরূপের জ্ঞান লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে নিজস্বরূপেরও জ্ঞান লাভ করেন। অর্থাৎ ছান্দোগ্যোপনিষদে লিখিত মুক্তস্বরূপের অষ্টলক্ষণ—১। অপহত পাপ (মায়ার অবিদ্যাদি পাপবৃত্তি সম্বন্ধশূন্য) ২। বিজর (জরাধর্মরহিত নিত্য নূতন), ৩। বিমৃত্যু (আর পতন হয় না), ৪। বিশোক (সুখদুঃখাদিরহিত), ৫। বিজিঘৎস (ভোগবাসনারহিত), ৬। অপিপাসো (অন্যাভিলাষশূন্য—কেবল প্রিয়তমের সেবাব্যতীত আর কিছুই চান না), ৭। সত্যকাম (কৃষ্ণসেবোপযুক্তকামনা) ৮। সত্যসংকল্প (যাহা বাসনা করেন, তাহা সিদ্ধ হয়—আবির্ভাব হয়—'ভগবন্তং বাসুদেবমুপাসীনঃ কালেন তন্মহিমানমবাপ'—ভাঃ ৫।৪।৫ শ্লোকের টীকায় শ্রীবীররাঘব)।

জীবাত্মা ও পরমাত্মা নিত্য এবং উভয়ের স্বরূপে সত্তাগত ও পরিমাণগত ভেদাভেদ নিত্য বর্তমান। সুতরাং জীবন্মুক্ত পুরুষ জড়দেহে বর্তমান থাকিয়াও পরব্রহ্ম-স্বরূপেরই অংশ—নিজশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপের উপলব্ধি করায় তাহাকেও 'ব্রহ্ম' বলা হইয়াছে। যাহারা ব্রহ্মকেই মায়াবশে 'জীব' এবং মায়ামুক্তিতে 'ব্রহ্ম' বলেন, তাহাদের বিচার সুসঙ্গত নহে।

'জীবন্মুক্ত ব্রহ্মই হ'ন।' এই কথা বলিলে—একই শুদ্ধ চৈতন্য মায়াদ্বারা মোহিত হইয়া—'জীব', তাহাই অমোহিত—'পরমাত্মা' ইহা বলা যোগ্য হয় না। নিজ মায়াদ্বারা নিজেই যুগপৎই মোহিত এবং অমোহিত এরূপ হয় না। সেইজন্য যাহারা এরূপ জিজ্ঞাসা করেন এবং কষ্টেসৃষ্টে সমাধান করেন, তাহারাই মায়ামোহিত জানিতে হইবে। বস্তুতঃ পরমাত্মা ও জীবাত্মা সূর্য্য এবং তাহার কিরণ, স্বরূপেই পরস্পর বিলক্ষণ, চৈতন্য, চৈতন্যকণ—ইহাই সিদ্ধান্ত। 'সেয়ং ভগবতো মায়া'—ভাঃ ৩।৭।৯ শ্লোকের টীকায় শ্রীবিশ্বনাথ।

জীব যখন পরব্রহ্মের অংশ—
(মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ—গীঃ-১৫।৭)
তখন পরিমাণগত পূর্ণত্ব ও অণুত্ব ভেদ থাকিলেও চেতনত্বে সমত্ব আছে। "শুদ্ধজীব পূর্ণ সচ্চিদানন্দস্বরূপ সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের বিভিন্নাংশ সুতরাং শুদ্ধ জীবেও কিঞ্চিদৈশ্বর্য্য আছে, এইজন্য শুদ্ধ জীবাত্মাও 'ঈশ্বর' শব্দের দ্বারা উক্ত হয়" "যেমন রাজকীয় পুরুষও 'রাজা' নামে কথিত হয় সেইরূপ ঈশশব্দ-বাচ্য ঈশ্বরের শক্তি শুদ্ধজীবও 'ঈশ্বর' শব্দে উক্ত হইয়াছে।" ভাঃ ৩।৭।৯ ও ৩।২৮।৭ শ্লোঃ দ্রষ্টব্য।—শ্রীবিশ্বনাথ

অপর "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি" এই বাক্যের বিচারে দেখা যায়—

> যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং
> কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
> তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়
> নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥
>
> মুণ্ডক (৩।১।৩)

অর্থাৎ যে কালে (জীবাত্মা) হেমবর্ণবিগ্রহ (হিরণ্যগর্ভ) জগৎকর্ত্তাকে দেখিতে পান, তখন পরাবিদ্যালাভফলে পাপপুণ্য ধারণা সম্যগ্রূপে ধৌত করিয়া নির্ম্মল হন ও সমতা লাভ করেন।

> ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ।
> সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥
>
> (গীঃ ১৪।২)

সেই নির্গুণজ্ঞান আশ্রয় করিলে জীব আমার সাধর্ম্ম্য লাভ করে। তাহা হইলে আর জীব সৃষ্টিসময়ে জড়জগতে জন্মলাভ করে না এবং প্রলয়ে আত্মবিনাশরূপ ব্যথা পায় না।

মীমাংসা—"এবং বাক্যেষু সাম্যমিতি" (মুণ্ডক)—"সাধর্ম্ম্যমিতি" (গীঃ)—মোক্ষেঽপি ভেদোক্তেস্তাত্ত্বিকো ভেদঃ। এবঞ্চ ব্রহ্মৈবেত্যত্র ব্রহ্মতুল্য ইত্যেবার্থঃ। এবোপম্যে অবধারণে" ইতি বিশ্বঃ।
—(প্রমেয়রত্নাবলীর ৪র্থ প্রমেয়ে কান্তিমালা টীকা)।

অর্থাৎ মুণ্ডক (৩।১।৩) শ্লোকে 'সাম্য' ও গীঃ ১৪।২ শ্লোকে 'সাধর্ম্ম্য' শব্দ আছে, সেই শব্দদ্বারা মোক্ষাবস্থাতেও জীব ও ঈশ্বরের ভেদ আছে জানিতে হইবে এবং 'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি' এই বাক্যে 'ব্রহ্মৈব' শব্দে ব্রহ্মতুল্য জানিতে হইবে। 'এব' শব্দ তুল্যার্থে সাধর্ম্ম্য অর্থাৎ ভগবানের সমান ধর্ম্মপ্রাপ্তি (শ্রীশুকদেব)—জন্মমরণাদি-রাহিত্য লক্ষণ, পরন্তু স্রষ্টৃত্বাদি লক্ষণ নহে।—ভাঃ ৫।১।২৭ শ্লোঃ দ্রষ্টব্য।

গীতার ১৪।২ শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বলদেব প্রভু বলেন—"গুরূপাসনয়েদং বক্ষ্যমাণং জ্ঞানং উপাশ্রিত্য প্রাপ্য জনাঃ সর্ব্বেশস্য মম নিত্যাবির্ভূতগুণাষ্টকস্য সাধর্ম্ম্যং সাধনাবির্ভাবিতেন তদষ্টকেন সাম্যমাগতাঃ সন্তঃ.........জন্মমৃত্যুভ্যাং রহিতা মুক্তা ভবন্তীতি মোক্ষে জীববহুত্ব মুক্তং; "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ" (সামবেদ ; কঠোপনিষৎ ১।৩।৯) ইত্যাদি শ্রুতিভ্যশ্চৈতদবগতম্।"

অর্থাৎ গুরু-উপাসনাদ্বারা কথিত জ্ঞানলাভ করিয়া জীবসকল সাধনায় আবির্ভূত সর্ব্বেশ্বর আমার নিত্য আবির্ভূত গুণাষ্টকের সমতা প্রাপ্ত হইয়া জন্মমৃত্যুরহিত মুক্ত হয়। মোক্ষে জীবের বহুত্ব কথিত হইয়াছে শ্রুতিসমূহ হইতে অবগত হওয়া যায়, তাহাই বিষ্ণুর পরম পদ—সূরিসকল সর্ব্বদা দর্শন করেন।" ইত্যাদি।

"জ্ঞান সামান্যতঃ সগুণ। নির্গুণ জ্ঞানকে উত্তম জ্ঞান বলা যায়। সেই নির্গুণ জ্ঞান আশ্রয় করিলে জীব আমার সাধর্ম্ম্য অর্থাৎ আমার নিত্য অষ্টগুণযুক্ততা লাভ করে। জড়বুদ্ধি নরগণ মনে করে যে, প্রাকৃত ধর্ম্ম, প্রাকৃত রূপ ও প্রাকৃত অবস্থা পরিত্যাগ করিলে জীব ধর্ম্ম, রূপ ও অবস্থাশূন্য হয়। তাহারা জানে না যে জড়জগতে যেরূপ বিশেষ-নামক ধর্ম্মদ্বারা বস্তুসকলের পার্থক্য আছে, তদ্রূপ জড়া-প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া যে মহামহরূপ বৈকুণ্ঠ আছে তাহাতেও একটী বিশুদ্ধ বিশেষ ধর্ম্ম আছে। সেই বিশেষদ্বারা অপ্রাকৃত ধর্ম্ম, অপ্রাকৃত রূপ ও অপ্রাকৃত অবস্থা নিত্য ব্যবস্থাপিত আছে। তাহাকে আমার

নির্গুণ সাধর্ম্য বলে। নির্গুণ জ্ঞানদ্বারা প্রথমে সগুণ জগৎকে অতিক্রম করতঃ নির্গুণ ব্রহ্ম লাভ হয় এবং তল্লাভান্তে অপ্রাকৃত গুণসকল উদিত হয়। বিনাশরূপ ব্যথা পায় না—ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ॥২৬॥

———

তথাপি সঙ্গঃ পরিবর্জ্জনীয়ো
গুণেষু মায়ারচিতেষু তাবৎ।
মদ্ভক্তিযোগেন দৃঢ়েন যাবদ্
রজো নিরস্যেত মনঃকষায়ঃ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়। তথাপি (বিবেকরহিতেন পুংসা তু) যাবৎ দৃঢ়েন মদ্ভক্তিযোগেন মনঃ কষায়ঃ রজঃ (রাগঃ) (ন) নিরস্যেত তাবৎ মায়ারচিতেষু গুণেষু (বিষয়েষু) সঙ্গঃ পরিবর্জ্জনীয়ঃ ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ। তথাপি বিবেকহীনব্যক্তির পক্ষে যে কাল পর্য্যন্ত দৃঢ় ভক্তিযোগদ্বারা বিষয়ানুরাগরূপ মনের আসক্তি নিবৃত্ত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত মায়ারচিত বিষয় সমূহেব সঙ্গ ত্যাগ করা কর্ত্তব্য ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ। মুক্তবদসম্যগ্ জ্ঞানী ন যথেষ্টমাচরেদিত্যাহ দ্বাভ্যাম্। গুণেষু বিষয়েষু, রজো রাগঃ ॥ ২৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। মুক্তের ন্যায় অসম্যক্ জ্ঞানী যথেচ্ছ আচরণ করিবেন না, ইহাই দুইটী শ্লোকে বলিতেছেন। গুণ—বিষয়সমূহে, রজঃ—রাগ ॥২৭॥

অনুদর্শিনী। দেহে আত্মাভিমানই জীবের বন্ধন। সুতরাং সেই অভিমানকে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করা বিধেয়। অভিমানকে পরিত্যাগ করিতে হইলে, বিষয়াসক্তি পরিত্যাগ করা প্রয়োজন। কিন্তু বিষয়চিন্তাদ্বারা বিষয়াসক্তি ত্যাগ করা যায় না,—কেবলমাত্র পরমানন্দস্বরূপ শ্রীভগবানের চিন্তাদ্বারাই রাগ উৎকৃষ্ট বিষয়লাভে নিকৃষ্ট বিষয়রস ত্যাগ করে—

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে ॥
গীঃ ২।৫৯

অর্থ পূর্ব্বে ১১।৮।২০ শ্লোকের অনুদর্শিনী দ্রষ্টব্য।

জীবন্মুক্ত পুরুষগণ সেই পরমানন্দরসে নিমগ্ন থাকায় বিষয়-রসে উদাসীন। কিন্তু যাহারা মুক্ত না হইয়াই মুক্তাভিমানী, তাঁহারা যদি মুক্ত ব্যক্তির আচরণের অনুকরণ করিয়া যথেচ্ছ বিষয়গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাহাদের কোন মঙ্গল হইবে না। কেননা, বিষয়ে অনুরাগই জীবকে বিষয়সেবী করিয়া দেয়। যেমন কষায় দুর্নিবর্ত্ত্য তদ্রূপ রাগও দুর্নিবর্ত্ত্য। অতএব আত্মমঙ্গলকামী ব্যক্তি জীবন্মুক্তদিগের আচরণের অনুকরণ না করিয়া তাঁহারা যে ভাবে ভগবানে দৃঢ় ভক্তিযোগে বিষয়রাগ পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই আচরণেরই অনুসরণ করিবেন ॥ ২৭ ॥

যথাময়োঽসাধু চিকিৎসিতো নৃণাং
পুনঃ পুনঃ সন্তুদতি প্ররোহন্।
এবং মনোঽপক্ককষায়কর্ম্ম
কুযোগিনং বিধ্যতি সর্ব্বসঙ্গম্ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়। (তদেব দৃষ্টান্তেনোপপাদয়তি) যথা নৃণাং আময়ঃ (রোগঃ) অসাধু (অসম্যগ্ যথা ভবতি তথা) চিকিৎসিতঃ পুনঃ পুনঃ প্ররোহন্ (প্রাদুর্ভবন্) সন্তুদতি (পীড়য়তি) এবং অপক্ককষায়কর্ম্ম (অপক্কাঃ অদগ্ধাঃ কষায়া রাগাদয়ঃ তন্মূলাণি কর্ম্মাণি চ যস্মিন্ তৎ অতএব) সর্ব্বসঙ্গং (সর্ব্বেষু পুত্রাদিষু সজ্জমানং) মনঃ কুযোগিনং (অসম্যগ্ জ্ঞানিনং) বিধ্যতি (ভ্রংশয়তি) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ। দেহিগণের রোগ সম্যক্‌রূপে নিঃশেষিত হইয়া চিকিৎসিত না হইলে উহা যেমন পুনঃ পুনঃ উদ্ভূত হইয়া পীড়া দান করে, তদ্রূপ মনোগত রাগাদি-কষায় ও তন্মূলক কর্ম্মসমূহ সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট না হইলে তাদৃশ পুত্র-কলত্রাদিতে আসক্ত মন অল্পজ্ঞানী মনুষ্যকে স্বার্থ হইতে ভ্রষ্ট করে ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ। অসাধু অসম্যগ্ যথা তাদৃশা চিকিৎসিতঃ। ন পক্কাঃ কষায়াস্তন্মূলাণি কর্ম্মাণি চ যস্মিংস্তন্মনঃ কর্ত্তৃ ॥ ২৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। অসাধু অসম্যক্ ভাবে চিকিৎসিত।- অপক্ক কষায়কর্ম্ম—যাহাতে কষায়-(রাগাদি) সমূহ ও তাহাদের মূল কর্ম্মসমূহ অপক্ক তাহার মন বিদ্ধ বা ভ্রষ্ট করে ॥ ২৮ ॥

অনুদর্শিনী। অসম্যক্ জ্ঞানীর মনোমল অর্থাৎ বিষয়ে রাগ, দ্বেষ, অভিমানাদি সম্যক্‌রূপে নির্মূলিত না হওয়ায় ঐ রাগাদি দ্বারা তিনি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন এবং কর্ম্ম-সম্বন্ধবশতঃ বিষয়ে আসক্ত তাহার মনই তাহাকে ভ্রষ্ট করে ॥ ২৮ ॥

কুযোগিনো যে বিহিতান্তরায়ৈ-
র্মনুষ্যভূতৈস্ত্রিদশোপসৃষ্টৈঃ।
তে প্রাক্তনাভ্যাসবলেন ভূয়ো
যুঞ্জন্তি যোগং ন তু কর্ম্মতন্ত্রম্ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়। (ননু কথঞ্চিৎ বিষয়সঙ্গে যদি যোগভ্রংশঃ স্যাৎ অলং তর্হি সোপায়েণ যোগমার্গেণ কর্ম্মযোগমেব পুনঃ পুনঃ করোম্বিতি চেৎ তত্রাহ) মনুষ্যভূতৈঃ (বন্ধু-শিষ্যাদিরূপৈঃ) ত্রিদশৈঃ (দেবৈঃ) উপসৃষ্টৈঃ (প্রেরিতৈঃ) অন্তরায়ৈঃ (বিঘ্নৈঃ) যে কুযোগিনঃ (অসম্যগ্ জ্ঞানিনঃ) বিহতাঃ (ভ্রংশিতাঃ) হি প্রাক্তনাভ্যাসবলেন (পূর্ব্বাভ্যস্ত যোগবলেন) ভূয়ঃ (জন্মান্তরে অপি) যোগং যুঞ্জতি (কুর্ব্বন্তি) ন তু কর্ম্মতন্ত্রং (কর্ম্মবিস্তারং) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ। কুযোগিগণ দেবগণ-প্রেরিত বন্ধু-শিষ্যাদিরূপধারী বিঘ্নসমূহ কর্ত্তৃক যোগভ্রষ্ট হইলেও তাহারা জন্মান্তরে পূর্ব্বসংস্কারবলে পুনরায় যোগেরই অনুশীলনে রত হন, কর্ম্মবিস্তার প্রাপ্ত হন না ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ। ত্রিদশোপসৃষ্টৈর্দেবপ্রেরিতৈর্মনুষ্যভূতৈ-র্বন্ধুশিষ্যাদিরূপৈর্নতু স্বীয়ভোগাভিনিবেশৈঃ। অতএব। "যদি ন সমুদ্ধরন্তি যতয়ো হৃদি কামজটা" ইত্যত্রোক্তা যতয় এতেভ্যো ভিন্না ইতি জ্ঞেয়ম্। তথাচ শ্রুতিঃ— "তস্মাদেষাং ন প্রিয়ং যদেতন্মনুষ্যা বিদুঃ" ইতি। ভূয়ো জন্মান্তরেঽপি ॥ ২৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। ত্রিদশোপসৃষ্ট—দেবপ্রেরিত, মনুষ্য-ভূত—বন্ধুশিষ্যাদিরূপধারা, স্বীয় ভোগাভিনিবেশদ্বারা-নহে। অতএব 'যতিগণ হৃদয়স্থ কামসমূহের মূলোৎপাটন না করিলে' (ভাঃ ১০।৮৭।৩৯)—এই শ্লোকোক্ত যতিগণ ইহা হইতে ভিন্ন জানিতে হইবে। এ সম্বন্ধে শ্রুতিপ্রমাণ—'যেহেতু মনুষ্যে এই ব্রহ্ম জানিবে, যে ব্রহ্মজ্ঞান হইতে নিজ অপকর্ষহেতু দেবগণের প্রিয় নহে।' ভূয়ঃ—জন্মান্তরেও ॥ ২৯ ॥

অনুদর্শিনী। যোগিগণ কথঞ্চিৎ বিষয়সঙ্গে যোগ-ভ্রষ্ট হইয়া জন্মান্তর লাভ করিলেও কর্ম্মীর ন্যায় পুনঃ পুনঃ কর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত না হইয়া পুনরায় যোগানুশীলনেই প্রবৃত্ত হন। (পরবর্ত্তী ৪৪ শ্লোকে ভগবদুক্তি দ্রষ্টব্য)। সেই জন্মে দেবগণ বন্ধুশিষ্যাদি দ্বারা অর্থাৎ সেই সেই লোকের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া কখনও বা শত্রু এবং কখনও বা মিত্রভাবে তাহাদিগকে বিষয়ে অভিনিবিষ্ট করিবার যত্ন করেন। কিন্তু তাহারা বন্ধুশিষ্যাদির প্রতিকূলাচরণে বিরক্ত না হইয়া, স্থিরভাবে প্রারব্ধ ভোগ করিতে করিতে স্বীয় উপাস্যেরই শরণাগত হ'ন। এইরূপে প্রারব্ধ ভোগান্তে পূর্ব্বাভ্যস্ত যোগেরই অনুশীলন করিয়া থাকেন। এইরূপে পর পর জন্মেও যোগানুশীলন করিবেন ॥ ২৯ ॥

করোতি কর্ম্ম ক্রিয়তে চ জন্তুঃ
কেনাপ্যসৌ চোদিতো আনিপাতাৎ।
ন তত্র বিদ্বান্ প্রকৃতৌ স্থিতোঽপি
নিবৃত্ততৃষ্ণঃ স্বসুখানুভূত্যা ॥৩০॥

অন্বয়। (ননু বিদুষামপি সর্ব্বথা কর্ম্ম দুষ্পরিহর-মিতি পুনঃ সংসারঃ স্যাদত আহ) অসৌ (বিদুষঃ অন্যঃ) জন্তুঃ (জীবঃ) কেন অপি (সংস্কারাদিনা) চোদিতঃ (প্রেরিতঃ সন্) আনিপাতাৎ (মরণপর্য্যন্তং) কর্ম্ম (ভোজনাদি) করোতি ক্রিয়তে চ (বিক্রিয়তে চ তেন কর্ম্মণা পুষ্ট্যাদ্যপি প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ)। তত্র বিদ্বান্ (জ্ঞানী তু) প্রকৃতৌ (দেহে) স্থিতঃ অপি স্বসুখানুভূত্যা (স্বানন্দানুভবেন) নিবৃত্ততৃষ্ণঃ (সন্) ন (নিরহঙ্কারত্বাৎ হর্ষবিষাদাদিভিঃ সংসারং ন প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ) ॥৩০॥

অনুবাদ। জীবগণ কোনও সংস্কার কর্তৃক প্রেরিত হইয়া মরণ পর্য্যন্ত ভোজনাদি কর্ম করে ও সেই কর্মদ্বারা বিকৃত অর্থাৎ পুষ্টি ইত্যাদি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু বিদ্বান্ পুরুষ দেহে অবস্থিত হইয়াও স্বানুভবানন্দে পরিতৃপ্ত হইয়া নিরহঙ্কারতাহেতু সংসার প্রাপ্ত হন না ॥৩০॥

বিশ্বনাথ। কর্মীর জ্ঞানী পুনর্বন্ধনং প্রাপ্নো-তীত্যাহ—করোতীতি। অসৌ জীবঃ কেনাপ্যন্তর্যামিণা চোদিতঃ প্রেরিতঃ কর্ম করোতি। তথা ক্রিয়মাণেন কর্মণা তেনাসৌ জন্তুঃ শূকর-কুক্কুরাদিযোনিগতোঽপি ক্রিয়তে। নিপাতো লয়স্তৎপর্য্যন্তং। তত্র তন্মধ্যে বিদ্বান্ জ্ঞানী তু প্রকৃতৌ দেহে স্থিতোঽপি কর্ম ন করোতি নাপি কর্মণা তথাভূতঃ ক্রিয়তে ॥৩০॥

বঙ্গানুবাদ। কর্মীর ন্যায় জ্ঞানী পুনঃ বন্ধনপ্রাপ্ত হ'ন না। তাই বলিতেছেন।• ঐ জীব কোনও অন্তর্য্যামি কর্তৃক চোদিত বা প্রেরিত হইয়া কর্ম করে। সেইরূপে ক্রিয়মাণ সেই কর্মদ্বারা ঐ জন্তু শূকর-কুক্কুরাদিযোনিগত হইয়াও কৃত হয়, অনিপাত লয় পর্য্যন্ত। তন্মধ্যে বিদ্বান্ জ্ঞানী প্রকৃতি অর্থাৎ দেহে স্থিত হইয়াও কর্ম করেন না, কর্মদ্বারা ঐ প্রকার কৃতও হ'ন না ॥৩০॥

অনুদর্শিনী। কর্মী দেহে আত্মবুদ্ধিতে দুঃখ-নিবারণে সুখের-প্রার্থনায় কর্ম করে। সুতরাং ইহজীবনে দেহনিষ্ঠ সুখদুঃখ ভোগ করে এবং পরজীবনে কৃতকর্মের ফলানুসারে শূকরাদি যোনি লাভ করিয়াও কর্ম করিতে থাকে। তাহার কর্মের বিরাম না থাকায় লয়পর্য্যন্ত দেহত্যাগে দেহান্তর লাভেরও বিরতি হয় না। কিন্তু বিদ্বান্ বা জ্ঞানী দেহাভিমানশূন্য বলিয়া নিরহঙ্কার এবং নিবৃত্ত পরগৃহে বাসের ন্যায় দেহে স্থিত হইয়াও কর্মীর ন্যায় ঐরূপ কর্ম করেন না এবং ঐরূপ কর্মলভ্য গতিও পান না। 'যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা'—গীঃ ৫।৭ শ্লোঃ দ্রষ্টব্য ॥৩০॥

তিষ্ঠন্তমাসীনমুত ব্রজন্তং শয়ানমুক্ষন্তমদন্তমন্নম্।
স্বভাবমন্যৎ কিমপীহমানমাত্মানমাত্মস্থমতির্ন বেদ ॥৩১॥

অন্বয়। (কিঞ্চ আত্মাংতাবদ্দৈহিককর্মতিবিকারশঙ্কা যতো দেহমপ্যসৌ ন পশ্যতীত্যাহ) তিষ্ঠন্তং আসীনং উত (বা) ব্রজন্তং শয়ানং উক্ষন্তং (মূত্রয়ন্তং) অন্নম্ অদন্তং (ভক্ষয়ন্তং) তথা স্বভাবং স্বভাবপ্রাপ্তং) অন্যৎ কিম্ অপি (দর্শনস্পর্শনাদিকং) ঈহমানং (কুর্বন্তং) আত্মানং (দেহং) আত্মস্থমতিঃ (আত্মন্যা মতির্যস্য তাদৃশো জনঃ) ন বেদ (নানুসন্ধত্তে) ॥৩১॥

অনুবাদ। যাঁহার মন সর্বদা আত্মাতেই স্থিত, তাদৃশ ব্যক্তির দেহ অবস্থান, উপবেশন, গমন, শয়ন, মূত্রবিসর্জন, অন্নভক্ষণ অথবা অন্য কোন স্বাভাবিক ক্রিয়াই করুক না কেন, তিনি তাহা জানিতে পারেন না ॥৩১॥

বিশ্বনাথ। জ্ঞানী দেহস্থোঽপি দেহং নানুসন্ধত্তে ইত্যাহ—তিষ্ঠন্তমিতি। উক্ষন্তং মূত্রয়ন্তং। আত্মানং দেহং। আত্মস্থমতিঃ পরমাত্মনি স্থিতধীঃ ॥৩১॥

বঙ্গানুবাদ। জ্ঞানী দেহস্থ হইয়াও দেহকে অনুসন্ধান করে না,-তাই বলিতেছেন। উক্ষন্—মূত্রণরত, আত্মা—দেহকে, আত্মস্থমতি—পরমাত্মায় স্থিতধী ॥ ৩১ ॥

অনুদর্শিনী। যাঁহার বুদ্ধি পরমাত্মায় অবস্থিত তিনি দৈহিক ক্রিয়াদি করিয়াও দেহের অনুসন্ধান করেন না। কেননা, তাঁহার দেহস্মৃতি নাই।

'দেহস্থোঽপি ন দেহস্থো বিদ্বান্ স্বপ্নাৎ যথোত্থিতঃ।' পূর্বে ১১।১১।৮ দ্রষ্টব্য ॥ ৩১ ॥

যদি স্ম পশ্যত্যসদিন্দ্রিয়ার্থং
নানানুমানেন বিরুদ্ধমন্যৎ।
ন মন্যতে বস্তুতয়া মনীষী
স্বাপ্নং যথোত্থায় তিরোদধানম্ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়। (ননু ইন্দ্রিয়বতঃ সর্বথা কথমদর্শনং সম্ভবতি তত্রাহ) যদি অসদিন্দ্রিয়ার্থং (অসতাং বহির্মুখাণাং ইন্দ্রিয়াণাং অর্থং বিষয়ং) পশ্যতি স্ম (তথাপি) স্বাপ্নং তিরোদধানং উত্থায় যথা (যথা স্বপ্নাদুত্থায় প্রবুধ্য সংস্কারেণ স্ফুরন্তং স্বয়মেব তিরোভবন্তং স্বাপ্নং বিষয়ং বস্তুতয়া ন মন্যতে তথা) মনীষী (বিবেকী) নানানুমানেন বিরুদ্ধং (নানাত্বাৎ মিথ্যা স্বপ্নবদিতি অনুমানেন বাধিতং সৎ) অন্যৎ (আত্মব্যতিরিক্তং) বস্তুতয়া (যথার্থত্বেন) ন মন্যতে (ন স্বীকরোতি) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ। বিবেকী ব্যক্তি যদিও অসৎ ইন্দ্রিয়গণের বিষয়সমূহ দর্শন করেন, তথাপি স্বপ্নোত্থিত পুরুষ যেরূপ স্বপ্নদৃষ্ট তিরোহিত বিষয়সমূহকে সত্য বলিয়া মনে করেন না, তদ্রূপ তিনিও আত্ম-ব্যতিরিক্ত পদার্থসমূহ অনুমান বিরুদ্ধহেতু সত্য বলিয়া স্বীকার করেন না ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ। কিঞ্চ। যদি কদাচিৎ সমাধিভঙ্গে সতি নানাভূতং অসদিন্দ্রিয়ার্থং পশ্যতি তদপি কার্য্যং কারণাভিন্নং পটবদিত্যনুমানেন বিরুদ্ধং বাধিতং সৎ অতদাত্মব্যতিরিক্তং মনীষী বস্তুতয়া ন মন্যতে, তথা স্বপ্নাদুত্থায় স্থিতঃ পুরুষঃ স্বাপ্নং বিষয়ং সংস্কারমাত্রেণ স্ফুরন্তং বস্তুতয়া ন মন্যতে যথা স্বয়মেব তিরোদধানম্ ॥৩২॥

বঙ্গানুবাদ। আর যদি কখনও সমাধিভঙ্গ হইলে নানাভূত অসৎ ইন্দ্রিয়ার্থ দেখেন, সেই কারণাভিন্ন পটের ন্যায়, এই অনুমানদ্বারা বিরুদ্ধ বা বাধাপ্রাপ্ত অন্য অর্থাৎ আত্মব্যতিরিক্ত কার্য্যকে মনীষী বস্তু বলিয়া মনে করেন না। সেইরূপ স্বপ্ন হইতে উত্থিত পুরুষ স্বপ্নের বিষয়কে সংস্কারমাত্রবশে স্ফুরিত হয় বলিয়া বস্তুরূপে মনে করেন না, যেহেতু উহা স্বয়ংই তিরোহিত হয় ॥৩২॥

অনুদর্শিনী। স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়কে নিবারণ করিতে কোন প্রয়াসের প্রয়োজন হয় না, সে আপনা হইতে নিবৃত্ত হইয়া যায়, এবং কথঞ্চিৎকাল সংস্কাররূপে মনোমধ্যে অবস্থান করিলেও উহা অস্তিত্বরহিত বলিয়া বুঝা যায় এবং কালান্তরে তাহার স্মৃতির লেশমাত্রও হৃদয়ে থাকে না, সেইরূপ সমাধিভঙ্গে জ্ঞানী অনিত্য ইন্দ্রিয়সমূহের প্রয়োজনীয় রূপাদি বিষয়-দর্শন করিলেও উহা কারণরূপ ভগবানের প্রকৃতির অনাত্ম কার্য্য বলিয়া জানেন, নিজের অভীষ্ট বস্তু বলিয়া মনে করেন না। সংস্কারবশে স্মৃতিপথে উদিত হইয়া স্বয়ংই চলিয়া যায় ॥ ৩২ ॥

পূর্ব্বং গৃহীতং গুণকর্ম্মচিত্র-
মজ্ঞানমাত্মন্যবিবিক্তমঙ্গ।
নিবর্ত্ততে তৎ পুনরীক্ষয়ৈব
ন গৃহ্যতে নাপি বিসৃজ্য আত্মা ॥৩৩॥

অন্বয়। অঙ্গ, (হে উদ্ধব!), পূর্ব্বং (বদ্ধাবস্থায়াং) গুণকর্ম্মচিত্রং (গুণৈঃ কর্ম্মভিশ্চ চিত্রং তথা) অজ্ঞানং (অজ্ঞানকার্য্যং দেহেন্দ্রিয়াদিলক্ষণং) আত্মনি (অধ্যাসেন) অবিবিক্তং (অবিচারিতং) গৃহীতং (আসীৎ) তৎ (অজ্ঞানং) পুনঃ ঈক্ষয়া (জ্ঞানেন) নিবর্ত্ততে, আত্মা (কেনাপি রূপেণ) ন গৃহ্যতে নাপি বিসৃজ্যঃ (ভবতি) ॥৩৩॥

অনুবাদ। হে উদ্ধব, বদ্ধাবস্থায় আত্মাতে অবিচারিতভাবে গুণকর্ম্মদ্বারা বিচিত্রভাবাপন্ন দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিতে আত্মার অধ্যাসরূপ অজ্ঞান গৃহীত হয়, এবং মুক্তিকালে জ্ঞানদ্বারা উহা নিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। (অতএব জ্ঞানই পূর্ব্ব ও উত্তর দশায় অগৃহীত ও গৃহীত হইয়া থাকে।) আত্মা কোন বিষয়কর্ত্তৃক কখনও গৃহীত বা পরিত্যক্ত হন না ॥৩৩॥

বিশ্বনাথ। তস্মাদজ্ঞাননিবর্ত্তকং জ্ঞানমেবোপাদেয়মিত্যাহ—পূর্ব্ববদ্ধাবস্থায়াং গুণকৃতকর্ম্মভির্বিচিত্রং যৎ অজ্ঞানমেবাত্মনি স্বপদার্থবিষয়ে গৃহীতমাসীৎ। কীদৃশং অবিবিক্তং কুত আগতং কিংস্বরূপমেতদিত্যবিচারিতং তদেবাজ্ঞানং মুক্তদশায়াং ঈক্ষয়া জ্ঞানেন নিবর্ত্তত ইত্যতঃ খলু জ্ঞানমেব পূর্ব্বোত্তরদশয়োরগৃহীতং গৃহীতঞ্চ ভবেৎ। স্বং পদার্থং আত্মা তু ন গৃহ্যতে নাপি বিসৃজ্যতে কদাপীতি স একরস এবেতি ভাবঃ ॥৩৩॥

বঙ্গানুবাদ। অতএব অজ্ঞান-নিবর্ত্তক জ্ঞানই উপাদেয়, ইহাই বলিতেছেন। পূর্ব্বে বদ্ধদশায় গুণকৃত কর্ম্মদ্বারা বিচিত্র যে অজ্ঞান স্বম্ পদার্থ বিষয়-আত্মাতে গৃহীত হইয়াছিল। কিরূপ? অবিবিক্ত অর্থাৎ কোথা হইতে আসিল? কি স্বরূপ? এই ভাবে বিচারিত নয়। সেই অজ্ঞান মুক্ত দশায় ঈক্ষা বা জ্ঞান দ্বারা নিবৃত্ত হয়। অতএব জ্ঞানই পূর্ব্ব ও উত্তর দশায় অগৃহীত ও গৃহীত হয়। স্বং পদার্থ আত্মা কিন্তু গৃহীত হয় না,

কখনও ত্যক্তও হয় না। কিন্তু উহা এক রসই, এই ভাব ॥৩৩॥

অনুদর্শিনী। আত্মার বিকার নাই পূর্ব্বেই ভগবান্ বলিয়াছেন, কিন্তু এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে যে, বদ্ধাবস্থাকে পরিত্যাগ করিয়া আত্মা যখন মুক্তাবস্থা গ্রহণ করেন, তখন আত্মা বিকৃত না হইলে গ্রাহ্য ও ত্যাজ্য হইতে পারে না। ধান্য ধান্যভাব কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া তণ্ডুলভাব কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া কি বিকৃত হয় না? অবশ্যই হয় বলিতে হইবে। তাহা হইলে আত্মার বিকার নাই ইহা কি প্রকারে উপপন্ন হইল? তাহাই বলিতে যাইয়া বলিতেছেন যে, বদ্ধদশায় সত্ত্বাদি গুণকৃত কর্ণদ্বারা দেহের ধর্ম—'আমি বধির, আমি অন্ধ'—অজ্ঞান বশতঃ আত্মস্বরূপের ধর্ম বলিয়া গৃহীত হয়। মুক্তদশায় জ্ঞান দ্বারা নিজ স্বরূপের উপলব্ধিতে সেই অজ্ঞান নিবৃত্ত হয়; অতএব জ্ঞানই পূর্ব্বদশায় অগৃহীত ও উত্তর দশায় গৃহীত হয়। আত্মা কোন বিষয় কর্ত্তৃক গৃহীত বা ত্যক্ত হ'ন না। আত্মার বন্ধন ও মোক্ষ দুই নাই (ভাঃ ১১।১১।১ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। সেই আত্মায় আরোপিত অজ্ঞানই বন্ধন এবং তন্নিবৃত্তিই মুক্তি। সুতরাং আত্মার বিকার নাই, উহা একরসই ॥৩৩॥

যথাহি ভানোরুদয়ো নৃচক্ষুষাং
তমো নিহন্যান্ন তু সদ্বিধত্তে।
এবং সমীক্ষা নিপুণা সতী মে
হন্যাৎ তমিস্রং পুরুষস্য বুদ্ধেঃ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়। (এতদেব দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি) যথা হি ভানোঃ (সূর্য্যস্য) উদয়ঃ নৃচক্ষুষাং তমঃ (অন্ধকারং) নিহন্যাৎ (নাশয়তি) ন তু সৎ (বস্তু কিঞ্চিৎ) বিধত্তে (বিরচয়তি) এবং সতী (যথার্থা) নিপুণা (নিশ্চয়াত্মিকা) মে (মম) সমীক্ষা (আত্মবিদ্যা) পুরুষস্য বুদ্ধেঃ তমিস্রং (মোহকং অজ্ঞানং) হন্যাৎ (নাশয়তি, ন তু কিঞ্চিৎ বস্তু বিরচয়তি) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ। সূর্য্যের উদয় যেরূপ লোকচক্ষুর অন্ধকারকে বিনষ্ট করে, পরন্তু কোন বস্তুর উৎপাদন করে না, উহারা পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান থাকে, তদ্রূপ আমার নিপুণা আত্মবিদ্যাও জীবের বুদ্ধিগত স্বরূপাবরক অজ্ঞানেরই নাশ করিয়া থাকে, জীবস্বরূপের সৃষ্টি করে না, পরন্তু আত্মা স্বতঃই সর্ব্বদা অবস্থিত ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ। সদা বর্ত্তমান এবাত্মা জ্ঞানে সতি স্বত এবোপলভ্যতে তন্নিবৃত্তি নোপলভ্যতে সূর্য্যপ্রকাশে সতি অসতি চ ঘটপটাদিরিবেত্যাহ—যথাহীতি। চক্ষুষস্তম আবরণমেব হন্যাৎ নতু সৎ চক্ষুর্বিদধে বস্তুঃ সচ্চক্ষুস্তু সদৈব বর্ত্তমানমেকরসমেবেতি ভাবঃ। এবং নিপুণা মে সমীক্ষা দৃঢ়ং জ্ঞানং মদীয়া বিদ্যাশক্তিরিত্যর্থঃ। পুরুষস্য ত্বম্পদার্থবুদ্ধের্বুদ্ধ্যু পহিতস্য তমিস্রং জ্ঞানাবরণমেব হন্যাৎ ॥ ৩৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। আত্মা সর্ব্বদাই বর্ত্তমান—জ্ঞান হইলে স্বতঃই বুঝিতে পারা যায়, জ্ঞান না হইলে পারা যায় না, সূর্য্যের প্রকাশ হইলে ও না হইলে ঘটপটাদি যেমন হয়। ইহাই বলিতেছেন। চক্ষুর তম বা আবরণকে হত করে, সেই চক্ষুর সৃষ্টি করে না, যেহেতু নিত্যচক্ষু সর্ব্বদাই বর্ত্তমান একরস,—এই ভাব। এইরূপ নিপুণ আমার সমীক্ষা দৃঢ়জ্ঞান অর্থাৎ মদীয় বিদ্যাশক্তি। বুদ্ধি উপহিত ত্বংপদার্থবুদ্ধি পুরুষের তমিস্র বা জ্ঞানাবরণই হত করে ॥ ৩৪ ॥

অনুদর্শিনী। সূর্য্যালোক ঘটপটাদিকে প্রকাশ করে মাত্র, সৃষ্টি করে না; আবার অন্ধকার উহাদিগকে আবরণ করে মাত্র, বিনাশ করে না।

আবার সূর্য্যের উদয়ে যেমন কেবল দৃষ্টিশক্তিযুক্ত লোকচক্ষুর আবরণরূপ তমঃই বিদূরিত করে, চক্ষুর সৃষ্টি করে না; তদ্রূপ মদীয় বিদ্যাশক্তি, জীবের যে বুদ্ধি অর্থাৎ স্বরূপভূতজ্ঞান তাহার আবরক অজ্ঞানকেই নাশ করে, স্বরূপ সৃষ্টি করে না। আত্মার সেই প্রকাশই মুক্তি। তাহাতে আত্মার কোন বৈলক্ষণ্য ঘটে না; সুতরাং আত্মা অবিকারী ॥ ৩৪ ॥

এষ স্বয়ংজ্যোতিরজোঽপ্রমেয়ো
মহানুভূতিঃ সকলানুভূতিঃ।
একোঽদ্বিতীয়ো বচসাং বিরামে
যেনেষিতা বাগসবশ্চরন্তি ॥৩৫॥

অন্বয়। (আত্মনো নির্ব্বিকারতাং প্রপঞ্চয়তি) এষ: (পরমাত্মা) স্বয়ংজ্যোতিঃ (স্বপ্রকাশঃ) অজঃ (জন্মাদি-বিকাররহিতঃ) অপ্রমেয়ঃ (প্রমাতুমশক্যঃ) মহানুভূতিঃ (চিৎপুঞ্জঃ)। সকলানুভূতিঃ (সর্ব্বজ্ঞঃ) একঃ (পরমেশ্বরান্তরাভাবাৎ সজাতীয়ভেদরহিতঃ) অদ্বিতীয়ঃ (জীব মায়য়োঃ তচ্ছক্তিত্বেনৈক্যাৎ বিজাতীয়ভেদরহিতঃ) বচসাং বিরামে (অগোচরত্বেন নিবৃত্তৌ সত্যাং) যেন ঈষিতা (প্রেরিতাঃ সন্তঃ) বাগসবঃ (বাচঃ অসবঃ প্রাণাশ্চ তে) চরন্তি (স্ব স্ব বিষয়ে প্রবর্ত্তন্তে) ॥৩৫॥

অনুবাদ। জীব হইতে ভিন্ন এই পরমাত্মা স্বপ্রকাশ, অজ, অপ্রমেয়, সর্ব্বব্যাপক, চিৎপুঞ্জ, সর্ব্বজ্ঞ, স্বজাতীয়-বিজাতীয়ভেদরহিত। বাক্যের অগোচর সেই পরমাত্মা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া প্রাণ ও বাক্য স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে প্রবর্ত্তিত হয় ॥৩৫॥

বিশ্বনাথ। ততশ্চ শুদ্ধেন ত্বম্পদার্থেন আত্মনা পরমাত্মানং সূর্য্যস্থানীয়ং ভক্ত্যা কিং নয়ং পশ্যেৎ স তু জীবাত্মবিলক্ষণ এবেত্যাহ—এষ ইতি। স্বয়ংজ্যোতিঃ স্বপ্রকাশঃ, জীবস্তু তৎপ্রকাশ্যঃ,অজঃ জীবস্তূপাধি দ্বারা জন্যঃ, অপ্রমেয়ঃ সর্ব্বব্যাপকত্বাৎ প্রমাতুমশক্যঃ,জীবস্তু ন তথাভূতঃ, মহানুভূতিশ্চিৎপুঞ্জঃ, জীবস্তু চিৎকণঃ, সকলানুভূতিঃ সর্ব্বজ্ঞঃ, জীবস্ত্বল্পজ্ঞঃ, একঃ পরমেশ্বরান্তরাভাবাৎ সজাতীয়ভেদ-রহিতঃ,জীবস্ত্বনেকঃ অদ্বিতীয়ঃ জীবমায়য়োস্তচ্ছক্তিত্বেনৈক্যাৎ-বিজাতীয়ভেদরহিতশ্চ,জীবস্তু নৈবম্ভূতঃ ন চ জীববদ্বাঙ্মনস-গোচর ইত্যাহ—বচসাংবিরামে অগোচরত্বেন নিবৃত্তৌ সত্যাং। যথা চ শ্রুতিঃ—"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" ইতি। প্রত্যেতব্য ইত্যাহ—যেনেষিতাঃ যৎ-প্রেরিতা বাগসবশ্চরন্তি। যদুক্তং—"গুণপ্রকাশৈরনুমীয়তে ভবান্" ইতি ॥৩৫॥

বঙ্গানুবাদ। তাহার পর শুদ্ধ ত্বম্পদার্থ আত্মাদ্বারা সূর্য্যস্থানীয়-পরমাত্মাকে ভক্তিদ্বারা কি নয় দেখিতে পাওয়া যাইবে? তিনি ত' জীবাত্মা হইতে বিলক্ষণ। তাই বলিতেছেন। স্বয়ংজ্যোতিঃ—স্বয়ং প্রকাশ, কিন্তু জীব তাঁহার দ্বারা প্রকাশ্য; অজ, কিন্তু জীব উপাধিদ্বারা জন্মলাভযোগ্য; অপ্রমেয়—সর্ব্বব্যাপক বলিয়া পরিমাণ-করণের অযোগ্য, কিন্তু জীব সেরূপ নহে; মহানুভূতি—চিৎপুঞ্জ, কিন্তু জীব চিৎকণ; সকলানুভূতি—সর্ব্বজ্ঞ কিন্তু জীব অল্পজ্ঞ; এক—অন্য পরমেশ্বর না থাকাতে সজাতীয়-ভেদরহিত, কিন্তু জীব অনেক, অদ্বিতীয়—জীব ও মায়া তাঁহার শক্তি বলিয়া বিজাতীয় ভেদরহিতও, জীব কিন্তু এরূপ নহে। আর জীবের ন্যায় বাক্য ও মনের গোচর নহেন, তাই বলিতেছেন—বাক্য সমূহের বিরামে অর্থাৎ অগোচর বলিয়া নিবৃত্তি হইল। এ বিষয়ে শ্রুতি বলিতেছেন—'যে পুরুষকে না পাইয়া বাক্য, মনের সহিত নিবৃত্ত হয় (তৈঃ ২।৪।১)। প্রতীতির যোগ্য তাই বলিতেছেন—যাঁহার দ্বারা ঈষিত বা প্রেরিত হইয়া—বাক্ (বাক্য) ও অসু (প্রাণ) চলে (বা প্রবর্ত্তিত হয়)। এবিষয়ে উক্তি আছে—"গুণ প্রকাশের দ্বারা আপনি অনুমিত হ'ন" ভাঃ (১০।২।৩৫) ॥৩৫॥

অনুদর্শিনী। মায়িক স্থূল সূক্ষ্ম রূপদ্বয় পরিহার করিয়া শুদ্ধ জৈবস্বরূপে কাহারও কাহারও ভগবৎ পার্ষদরূপে অবস্থানের নাম মুক্তি—'মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ' (ভাঃ ২।১০।৬)। সুতরাং পর-মাত্মাতে ভক্তিদ্বারা জীবের নিজ স্বাস্থ্যই লাভ হয়, লয় হয় না। কেননা, জীব নিত্য। এই শ্লোকে জীবাত্মা হইতে ভিন্ন পরমাত্মার স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। সুতরা সঙ্গে সঙ্গে জীবস্বরূপেও পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে।

পরমাত্মা সকলেরই প্রেরক—

কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ
কেন প্রাণঃ পততি প্রৈতি যুক্তঃ।
কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি
চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি ॥১॥

শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্
বাচো হ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ।
চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি ॥২॥
(কেনোপনিষৎ ১ম খণ্ড)

উমাপতি ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—কাহার ইচ্ছানুসারে প্রেরিত হইয়া মন স্ববিষয়ের প্রতি গমন করে? শরীরাভ্যন্তরস্থ শ্রেষ্ঠ প্রাণ কাহার নিয়োগ অনুসারে নিজ কার্য্য সম্পাদন করে? এবং কোন দেবতাই বা চক্ষু ও কর্ণকে স্বীয় স্বীয় বিষয়ে প্রেরণ করেন?

ব্রহ্মা বলিতেছেন—যিনি শ্রোত্রের শোত্র অর্থাৎ শব্দ-প্রকাশক শক্তিপ্রদ, মনের মন, অর্থাৎ মননশক্তিপ্রদ, বাক্যের বাক্য অর্থাৎ শব্দোচ্চারণশক্তিপ্রদ, তিনিই প্রাণের প্রাণ অর্থাৎ প্রাণনশক্তি, চক্ষুর চক্ষু অর্থাৎ দর্শনশক্তিপ্রদ, তিনি শ্রোত্রাদিনিয়ন্তা আপনার দৃষ্ট দেবতা, ধীর ব্যক্তি-গণ সেই পরমাত্মাকে শ্রোত্রাদির প্রেরক জানিয়া ইহলোক হইতে লৌকিক দেহ ত্যাগান্তে লিঙ্গদেহ ত্যাগে মুক্ত হইয়া থাকেন।

সেই পরমাত্মা প্রতীতিযোগ্য—

ভগবান্ সর্ব্বভূতেষু লক্ষিতঃ স্বাত্মনা হরিঃ।
দৃশ্যৈর্বুদ্ধ্যাদিভির্দ্রষ্টা লক্ষণৈরনুমাপকৈঃ ॥
ভাঃ ২।২।৩৫

অর্থ ও বিচার পূর্ব্ববর্ত্তী ভাঃ ১১।৭।২৩ শ্লোকের অনু-দর্শিনী দ্রষ্টব্য ॥৩৫॥

এতাবানাত্মসম্মোহো যদ্বিকল্পস্তু কেবলে।
আত্মন্নৃতে স্বমাত্মানমবলম্বো ন যস্য হি ॥৩৬॥

অন্বয়। (অদ্বিতীয়স্বরূপপাদয়িতুং ভেদস্য অবাস্তবত্বমাহ) যৎ (যঃ) কেবলে (অভিন্নে) আত্মন্ (আত্মনি) বিকল্পঃ (ভেদঃ সঃ) এতাবান্ (সর্ব্বোঽপি) আত্মসম্মোহঃ (আত্মনঃ মনসঃ সম্মোহ ভ্রম এব হি যতঃ) স্বম্ আত্মানম্ ঋতে (বিনা) যস্য (বিকল্পস্য) অবলম্বনঃ (আশ্রয়ঃ) ন (অস্তি) ॥৩৬॥

অনুবাদ। অভিন্ন বিকল্পরহিত আত্মস্বরূপে যে বিকল্প তাহাই আত্মসম্মোহ। যেহেতু স্বীয় আত্মা ব্যতীত বিকল্পের অন্য কোন আশ্রয় নাই ॥৩৬॥

বিশ্বনাথ। নন্বু বিশ্বস্যাস্য পৃথক্ প্রত্যক্ষত্বাৎ কথমদ্বিতীয়ত্বং তত্রাহ—এতাবানিতি। কেবলে একস্মিন্-প্যাত্মন্ আত্মনি সতি বিকল্প ইতি যৎ এতাবানেব আত্ম-সংমোহঃ স্বীয়সম্যগবিবেকঃ। যস্য আত্মসংমোহস্য স্বমাত্মানং ঋতে স্বীয়ং জীবাত্মানং বিনা অবলম্বনো নাস্তি জীবাত্মন এবাজ্ঞানেন দ্বৈতং পৃথক্ প্রতীতং তস্য দ্বৈতস্য পরমাত্মকার্য্যত্বেন পরমাত্মৈক্যং "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইত্যাদিশ্রুতেঃ পার্থক্যং নাস্তীত্যর্থঃ ॥৩৬॥

বঙ্গানুবাদ। আচ্ছা, যখন এই বিশ্বকে পৃথক্ প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে, তখন কিরূপে তিনি অদ্বিতীয় হইলেন? তাই বলিতেছেন। এই যে কেবল অর্থাৎ এক আত্মাতে বিকল্প বা ভেদ, এই সমস্তই আত্মসংমোহ—স্বীয় সম্যক্ অবিবেক যাহার অর্থাৎ যে আত্মসংমোহের স্ব অর্থাৎ জীবাত্মা বিনা অবলম্বন নাই, জীবাত্মারই অজ্ঞান হেতু দ্বৈত পৃথক্ প্রতীত, সেই দ্বৈত পরমাত্মার কার্য্য বলিয়া পরমাত্মার সহিত ঐক্য। ব্রহ্মস্বরূপে কোনরূপ জড়ীয় ভেদ নাই ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য অনুসারে (বৃহদারণ্যক ৪।৪।১৯। কঠ ২।১।১১) পার্থক্য নাই। এই অর্থ ॥৩৬॥

অনুদর্শিনী। পরমাত্মা কারণ, বিশ্ব কার্য্য। অতএব বিশ্ব পরমাত্মা হইতে অভিন্ন। সুতরাং পরমাত্মা বিকল্প বা ভেদরহিত। সেই অভিন্ন বিকল্প-রহিত পরমাত্মার যে বিকল্প, তাহারই নাম আত্ম-সম্মোহ অর্থাৎ মনোভ্রমমাত্র। পরমাত্মায় যখন বিকল্পের অধিষ্ঠান নাই, তখন জীবাত্মা ব্যতীত বিকল্পের আর অবলম্বনই নাই, জীবাত্মাই ভ্রমের আলয়—

হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিত্ত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে ॥
বৈষ্ণবে।

হে ভগবন্, সর্ব্বাশ্রয় নির্গুণ যে তুমি, তোমাতে হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ ত্রিবিধ ব্যাপারই চিন্ময়। মায়াবশযোগ্য জীব মায়াবিষ্ট হইয়া মায়ার ত্রিগুণ আশ্রয়বশতঃ যে অবস্থা লাভ করিয়াছে, তাহাতে শক্তি হ্লাদকরী, তাপকরী ও মিশ্রা—এই তিনপ্রকার ভাব পাইয়াছে। কিন্তু সর্ব্বগুণাতীত যে তুমি, তোমাতে ঐ শক্তি নির্ম্মলা ও নির্গুণস্বরূপে একাকার।

সর্ব্বজ্ঞসূত্রেও দেখা যায়—

হ্লাদিনী সংবিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ।
স্বাবিদ্যা-সংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ॥

অর্থাৎ ঈশ্বর—সর্ব্বদা সচ্চিদানন্দ এবং হ্লাদিনী ও সম্বিৎ শক্তিদ্বারা আশ্লিষ্ট, কিন্তু জীব সর্ব্বদাই স্বীয় (আরোপিত) অবিদ্যাদ্বারা সংবৃত, সুতরাং সংক্লেশসমূহের আকর॥ ৩৬॥

যন্নামাকৃতিভির্গ্রাহ্যং পঞ্চবর্ণমবাধিতম্।
ব্যর্থেনাপ্যর্থবাদোঽয়ং দ্বয়ং পণ্ডিতমানিনাম্॥৩৭॥

অন্বয়। (কেচিৎ পুনঃ প্রত্যক্ষাদিপ্রতীতস্য প্রপঞ্চস্য বাধাযোগাৎ বেদান্তার্থানাঞ্চ কর্ম্মকর্ত্তৃপ্রতিপাদনপরত্বেন অর্থবাদত্বাৎ দ্বৈতং সত্যমিতি মন্যন্তে, তন্মতমনূদ্য দূষয়তি) নামাকৃতিভিঃ গ্রাহ্যং (নামরূপোপলক্ষিতং) পঞ্চবর্ণং (পঞ্চভূতাত্মকং) দ্বয়ং (দ্বৈতং) যৎ (তৎ) অবাধিতং (সত্যমিতি) পণ্ডিতমানিনাম্ (অত্র বয়মেব পণ্ডিতা ইতি অভিমানবতাং) ব্যর্থেন অপি (অর্থেন বিনাপি) অয়ম্ অর্থবাদঃ (অর্থপ্রতীতিঃ, ন তত্ত্ববিদাম্)॥ ৩৭॥

অনুবাদ। নাম ও রূপদ্বারা গ্রাহ্য পঞ্চভূতাত্মক প্রপঞ্চকে পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিগণই সত্য বলিয়া মনে করেন, পরন্তু বিষয়ব্যতীত ভ্রান্ত বিষয়ের প্রতীতি তাহাদেরই পক্ষে সম্ভবপর, তত্ত্ববিদ্গণের নহে॥ ৩৭॥

বিশ্বনাথ। তস্মাৎ 'কার্য্যকারণবস্ত্বৈক্য-দর্শনং পটতন্তুবদি'তি ন্যায়েন কার্য্যস্য পৃথক্ত্বং বাধিতমেব তদপ্যবাধিতমিতি যে মন্যন্তে তে পণ্ডিতমানিন এব ন তু পণ্ডিতা ইত্যাহ,—যৎ নামক্রিয়াকৃতিভীরূপৈশ্চ সহিতমিন্দ্রিয়ৈর্গ্রাহ্যং পঞ্চবর্ণং পঞ্চভূতাত্মকং তৎ দ্বয়ং দ্বৈতমবাধিতমেবেতি পণ্ডিতমানিনামেব মতং নতু পণ্ডিতানাং যতো ব্যর্থেন বিনাপ্যর্থেন অর্থবাদঃ অর্থ ইতি বাদোঽয়ং নহ্যান্তবানর্থঃ সত্যো ভবেৎ। "প্রত্যক্ষেণানুমানেন নিগমেনাত্মসম্বিদা। আদ্যন্তবদসজ্জ্ঞাত্বা নিঃসঙ্গো বিচরেদিহ" ইতি মদুক্তেঃ॥ ৩৭॥

বঙ্গানুবাদ। অতএব কার্য্য, কারণ ও বস্তুর ঐক্য-দর্শন পট ও তন্তুর ন্যায় এই ন্যায়ানুসারে কার্য্যের পৃথকত্ব বাধাপ্রাপ্তই (অর্থাৎ কার্য্য অপৃথক), তাহা বাধাপ্রাপ্ত নহে (অর্থাৎ কার্য্য পৃথক্) ইহা যাহারা মনে করেন, তাঁহারা পণ্ডিতাভিমানী, পণ্ডিত নহেন, তাই বলিতেছেন। যাহা নাম, আকৃতি, রূপসহিত ইন্দ্রিয়গণের গ্রাহ্য, পঞ্চবর্ণ—পঞ্চভূতাত্মক, সেই দ্বয় বা দ্বৈত অবাধিত (সত্য)—ইহা পণ্ডিতমানিগণের মত, পণ্ডিতগণের নয়, যেহেতু ব্যর্থ অর্থাৎ অর্থ বিনাও অর্থবাদ—অর্থ বলিয়া বাদ মাত্র, আদ্যন্তবান্ অর্থ সত্য নহে, আমার উক্তি (ভাঃ ১১।২৮।৯) 'প্রত্যক্ষ, অনুমান, শ্রুতি, স্বানুভবদ্বারা সমস্ত অচিৎ দৃশ্যকে আদ্যন্তবৎ (উৎপত্তি ও বিনাশযুক্ত) অতএব অসৎ জা নয়া নিঃসঙ্গভাবে সংসারে বিচরণ করিবে'—অনুসারে॥ ৩৭॥

অনুদর্শিনী। নাম, আকৃতি ও রূপদ্বারা গ্রাহ্য পঞ্চভূতাত্মক দ্বৈত জগৎ সত্য এবং অর্থ ব্যতিরেকেও বেদান্ত অর্থের বাদমাত্র করিয়াছেন—এই দুইটী মতই পণ্ডিতমানিগণের (কোন কোন মীমাংসকের) অভিপ্রেত; তত্ত্ববিদ্গণের নহে। তাঁহাদের মতে—

তস্মাদিদং জগদশেষমসৎস্বরূপং
স্বপ্নাভমস্তধিষণং পুরুদুঃখদুঃখম্।
ত্বয্যেব নিত্যসুখবোধতনাবনন্তে
মায়াত উদ্যদপি যৎ সদিবাবভাতি॥
ভাঃ ১০।১৪।২২

অর্থ ও বিচার ১১।১৩।৩৪ শ্লোঃ দ্রষ্টব্য॥ ৩৭॥

যোগিনোঽপক্কযোগস্য যুঞ্জতঃ কায় উত্থিতৈঃ।
উপসর্গৈর্বিহন্যেত তত্রায়ং বিহিতো বিধিঃ॥ ৩৮॥

অন্বয়। যুঞ্জতঃ (যোগাভ্যাসং কুর্ব্বতঃ) অপক্কযোগস্য (অনিষ্পন্নযোগস্য) যোগিনঃ কায়ঃ (যদি) উত্থিতৈঃ

(অত্রেবোৎপন্নৈঃ) উপসর্গৈঃ (রোগাদ্যুপদ্রবৈঃ) বিহন্যেত (অভিভূয়েত) তত্র অয়ং বিধিঃ (প্রতিকারঃ) বিহিতঃ ॥৩৮॥

অনুবাদ। যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত যোগীর অপক্কাবস্থায় শরীর যদি যোগকালে রোগাদি উপদ্রবদ্বারা আক্রান্ত হয়, তাহা হইলে এরূপ প্রতিকার উক্ত হইয়াছে ॥৩৮॥

বিশ্বনাথ। তদেব জ্ঞানযোগং সপরিকরং নিরূপ্যেদানীং তু শ্রেষ্ঠ বিঘ্নপ্রতিকারমাহ—যোগিন ইতি ত্রিভিঃ। যুঞ্জতঃ যোগাভ্যাসং কুর্বতঃ কায়ো যদি দৈবাদুপসর্গৈরোগাদ্যুপসর্গৈরভিভূয়েত তত্রায়ং বিধিঃ প্রতিকারঃ ॥৩৮॥

বঙ্গানুবাদ। এইরূপে সপরিকর জ্ঞানযোগ নিরূপণ করিয়া এক্ষণে তন্নিষ্ঠের বিঘ্নপ্রতিকার তিনটী শ্লোকে বলিতেছেন। যুঞ্জন্ বা যোগাভ্যাসকারীর কায় যদি দৈবাৎ রোগাদি উপসর্গদ্বারা অভিভূত হন, সেক্ষেত্রে এই বিধি বা প্রতিকার ॥৩৮॥

অনুদর্শিনী। সপরিকর অর্থাৎ পরিকর—বাধকের নিরাস ও সাধকের কথন তৎসহ। তন্নিষ্ঠ—জ্ঞানযোগনিষ্ঠব্যক্তির ॥৩৮॥

যোগধারণয়া কাংশ্চিদাসনৈর্ধারণান্বিতৈঃ
তপোমন্ত্রৌষধৈঃ কাংশ্চিদুপসর্গান্ বিনির্দহেৎ ॥৩৯॥

অন্বয়। কাংশ্চিৎ (সন্তাপশৈত্যাদীন্) যোগধারণয়া (সোমসূর্য্যাদিধারণয়া) উপসর্গান্ বিনির্দহেৎ (নিবর্ত্তয়েৎ) ধারণান্বিতৈঃ (বায়ুধারণান্বিতৈঃ) আসনৈঃ (কাংশ্চিদ্ বাতাদিরোগান্ নাশয়েৎ) তথা কাংশ্চিৎ উপসর্গান্ (পাপগ্রহসর্পাদিকৃতান্) তপোমন্ত্রৌষধৈঃ বিনির্দহেৎ ॥৩৯॥

অনুবাদ। সোমসূর্য্যাদিধারণারূপ যোগদ্বারা সন্তাপশৈত্যাদিনিবন্ধন বিঘ্নসমূহ, আসন সাহায্যে প্রাণায়ামদ্বারা বাতাদিরোগজন্ত বিঘ্নসমূহকে এবং তপস্তা, মন্ত্র ও ঔষধদ্বারা গ্রহ ও সর্পাদিকৃত বিঘ্নসমূহকে নাশ করিবে ॥৩৯॥

বিশ্বনাথ। যোগধারণয়া [illegible] সন্তাপশৈত্যাদীন্। আসনৈর্বায়ুধারণান্বিতৈর্বা তপোমন্ত্রৌষধৈঃ পাপগ্রহসর্পাদিকৃতান্ ॥৩৯॥

বঙ্গানুবাদ। যোগধারণ—সোমসূর্য্যাদিধারণাদ্বারা সন্তাপ-শৈত্যাদি, বায়ুধারণান্বিত আসনসমূহদ্বারা বাতাদিরোগ, তপোমন্ত্রৌষধিদ্বারা পাপগ্রহ ও সর্পাদিকৃত উপসর্গ বিনষ্ট করিবে।

অনুদর্শিনী। সোমসূর্য্যাদিধ্যেরণাদ্বারা অগ্ন্যাদিধারণা পরিগ্রহ এবং সন্তাপ-শৈত্যাদিদ্বারা বন্যাদ্যাদির সংস্তম্ভনপরিগ্রহ।

"অগ্ন্যাদিভির্ন হন্যেত মুনের্যোগময়ং বপুঃ।" ধারণা-সিদ্ধিপ্রসঙ্গে অর্থাৎ মুনির যোগময় বপু অগ্ন্যাদিদ্বারা আহত হয় না ॥৩৯॥

কাংশ্চিন্মমানুধ্যানেন নামসঙ্কীর্ত্তনাদিভিঃ।
যোগেশ্বরানুবৃত্ত্যা বা হন্যাদশুভদান্ শনৈঃ ॥৪০॥

অন্বয়। কাংশ্চিৎ (কামাদীন্) অশুভান্ (বিঘ্নান্) মম অনুধ্যানেন নামসঙ্কীর্ত্তনাদিভিঃ (চ) বা (অথবা) যোগেশ্বরানুবৃত্ত্যা (যোগেশ্বরাঃ মদ্ভক্তাস্তেষাং অনুবৃত্ত্যা আনুগত্যেন) শনৈঃ (ক্রমেণৈব) অশুভদান্ (দম্ভমানাদীন্ বিঘ্নান্) হন্যাৎ ॥৪০॥

অনুবাদ। কামাদি বিঘ্নসমূহকে আমার অনুধ্যান এবং নামসঙ্কীর্ত্তনাদি দ্বারা এবং অশুভপ্রদ দম্ভমানাদিকে যোগেশ্বরগণের আনুগত্যে বিনষ্ট করিবে ॥৪০॥

বিশ্বনাথ। মমানুধ্যানাদিভিঃ কামাদীন্ যোগেশ্বরানুবৃত্ত্যা দম্ভমানাদীন্ হন্যাৎ ॥৪০॥

বঙ্গানুবাদ। আমার অনুধ্যানাদিদ্বারা কামাদি, যোগেশ্বরগণের অনুবৃত্তি বা আনুগত্যদ্বারা দম্ভমানাদি হত করিবে ॥৪০॥

অনুদর্শিনী। ভগবানের চিন্তা ও নামসঙ্কীর্ত্তনের দ্বারা কামাদি রিপু এবং ভক্তগণের আনুগত্যদ্বারা

দম্ভমানাদি হত হয়। "দম্ভং মহদুপাসয়া"—ভাঃ ৭।১৫।২২ অর্থাৎ মহতের সেবাদ্বারা দম্ভকে জয় করিবে ॥৪০॥

কেচিদ্দেহমিমং ধীরাঃ সুকল্পং বয়সি স্থিরম্।
বিধায় বিবিধোপায়ৈরথ যুঞ্জন্তি সিদ্ধয়ে ॥৪১॥

অন্বয়। (অন্যে তু দেহসিদ্ধ্যর্থমেবৈতৎ সর্ব্বং কুর্ব্বন্তি তদ্ দূষয়তি) কেচিৎ ধীরাঃ (এতৈঃ অন্যৈশ্চ) বিবিধোপায়ৈঃ ইমং দেহং সুকল্পং (জরারোগাদিরহিতং) বয়সি (তারুণ্যে) স্থিরং বিধায় অথ সিদ্ধয়ে (অবন্ধপরকায়প্রবেশাদিসিদ্ধয়ে) যুঞ্জন্তি (তত্তদ্ধারণারূপং যোগং যুঞ্জন্তি ন তু জ্ঞাননিষ্ঠারূপম্) ॥৪১॥

অনুবাদ। কোন কোন ধীর ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত এবং অন্যান্য বিবিধ উপায় দ্বারা এই শরীরকে জরারোগাদিরহিত স্থিরযৌবনবিশিষ্ট করিয়া পরকায়প্রবেশাদি সিদ্ধির নিমিত্ত যোগচর্য্যা করিয়া থাকেন।

বিশ্বনাথ। কেচিৎ পুনর্বিবিধোপায়ৈরেভৈরন্যৈশ্চোপায়ৈর্দেহমেব সুকল্পং জরারোগাদিরহিতং বয়সি তারুণ্যে স্থিরঞ্চ কৃত্বা অবন্ধপরকায়প্রবেশাদিসিদ্ধয়ে তত্তদ্ধারণারূপং যোগং যুঞ্জন্তি ন তু জ্ঞাননিষ্ঠারূপম্ ।৪১॥

বঙ্গানুবাদ। কেহ কেহ আবার এই সমস্ত বিবিধ উপায় ও অন্যান্য উপায়দ্বারা দেহকে সুকল্প অর্থাৎ জরারোগাদিরহিত, বয়সি বা তারুণ্যে স্থির করিয়া অর্থাৎ স্থিরযৌবন করিয়া অবন্ধপরকায়প্রবেশাদি সিদ্ধি-নিমিত্ত সেই সেই ধারণারূপ যোগসাধন করে, জ্ঞাননিষ্ঠারূপ যোগ নহে ॥৪১॥

অনুদর্শিনী। পরব্রহ্মে জ্ঞাননিষ্ঠারূপ যোগলাভের জন্যই যোগসাধন প্রয়োজন। যে যোগী তাহা না করিয়া ঐ যোগচর্য্যা কেবল অনিত্য দেহসুখে ও বাহ্যসিদ্ধিলাভের জন্য অনুষ্ঠান করেন সেই সকাম যোগানুষ্ঠান দূষণীয় ॥৪১॥

নহি তৎ কুশলাদৃত্যং তদায়াসো হ্যপার্থকঃ।
অন্তবত্বাচ্ছরীরস্য ফলস্যেব বনস্পতেঃ ॥৪২॥

অন্বয়। তৎ (তাদৃশযোগানুষ্ঠানং) ন হি কুশলাদৃত্যং (কুশলৈঃ প্রাজ্ঞৈরাদরণীয়ং ন ভবতি)। হি (যস্মাৎ) বনস্পতেঃ ফলস্য ইব শরীরস্য অন্তবত্বাৎ (বনস্পতিবদাত্মৈব স্থায়ী শরীরন্তু ফলবন্নশ্বরমিতি হেতোঃ) তদায়াসঃ (শরীরস্থৈর্য্যপ্রয়াসঃ) অপার্থকঃ (নিরর্থকঃ এব) ॥৪২॥

অনুবাদ। নিপুণ ব্যক্তিগণ ঐরূপ সিদ্ধিপ্রদ যোগানুষ্ঠানকে আদর করেন না। কারণ আত্মা বৃক্ষের ন্যায় স্থায়ী কিন্তু দেহ ফলতুল্য বিনশ্বর বলিয়া দেহবিষয়ক স্থিরতাসাধন-প্রযত্ন নিরর্থকই হইয়া থাকে ॥৪২॥

বিশ্বনাথ। কুশলৈঃ প্রাজ্ঞৈরাদরণীয়ং তন্নভবতি। বনস্পতিবদাত্মৈব স্থায়ী শরীরন্তু ফলবন্নশ্বরমিত্যর্থঃ ॥৪২॥

বঙ্গানুবাদ। কুশল অর্থাৎ প্রাজ্ঞগণকর্ত্তৃক আদৃত্য—আদরণীয় তাহা হয় না। বনস্পতির ন্যায় আত্মাই স্থায়ী, কিন্তু শরীর ফলের ন্যায় নশ্বর ॥৪২॥

অনুদর্শিনী। বৃক্ষফলের যেপ্রকার কালবশতঃ জন্মাদি ছয়টী বিকার ও নশ্বরতা দেখা যায় কিন্তু বৃক্ষ স্থায়ীভাবে থাকে, সেইরূপ দেহের কালক্রমে উদ্ভব, বাল্যাদি অবস্থাসমূহ এবং অবশেষে বিনাশ দৃষ্ট হয়। কিন্তু আত্মা নিত্য এবং সনাতন।

জন্মাদ্যাঃ ষড়িমে ভাবা দৃষ্টা দেহস্য নাত্মনঃ।
ফলানামিব বৃক্ষস্য কালেনেশ্বরমূর্ত্তিনা ॥

ভাঃ ৭।৭।১৮

অতএব প্রাজ্ঞগণ ঐ প্রকার দেহসিদ্ধি-চেষ্টাকে আদর করেন না ॥৪২॥

যোগং নিষেবতো নিত্যং কায়শ্চেৎ কল্পতামিয়াৎ।
তচ্ছ্রদ্দধ্যান্ন মতিমান্ যোগমুৎসৃজ্য মৎপরঃ ॥৪৩॥

অন্বয়। (অতঃ) নিত্যং যোগং নিষেবতঃ (জনস্য) কায়ঃ চেৎ (যদি) কল্পতাং (জরারোগাদিরহিততাম্) ইয়াৎ (প্রাপ্নুয়াৎ তথাপি) মৎপরঃ (মৎপরায়ণঃ) মতিমান্ (বিবেকী) যোগং (জ্ঞানযোগং) উৎসৃজ্য (ত্যক্ত্বা) তৎ (তাং দেহসিদ্ধিং) ন শ্রদ্দধ্যাৎ (বিশ্বসেৎ) ॥৪৩॥

অনুবাদ। নিত্য যোগাভ্যাসপর ব্যক্তির দেহ জরারোগাদিরহিত হইয়া দেহসিদ্ধিলাভ করে সত্য,

তথাপি বঞ্চক বিবেকী যোগপুরুষ তাদৃশসিদ্ধিপ্রদ যোগানুষ্ঠানে শ্রদ্ধা করেন না ॥৪৩॥

বিশ্বনাথ। তৎ কারকরম্ ॥৪৩॥

বঙ্গানুবাদ। তাহা কারকর ॥৪৩॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
একাদশেঽষ্টাবিংশোঽয়ং সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীলবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠক্কুরকৃতা শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে অষ্টাবিংশাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে অষ্টাবিংশাধ্যায়ের সাধুজনসম্মতা ভক্তানন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

অনুদর্শিনী। কায়কর অর্থাৎ জরারোগাদি রহিত্য ॥৪৩॥

যোগচর্য্যামিমাং যোগী বিচরন্ মদপাশ্রয়ঃ।
নান্তরায়ৈর্বিহন্যেত নিঃস্পৃহঃ স্বসুখানুভূঃ ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশস্কন্ধে ভগবদুদ্ধবসংবাদে পরমার্থনির্ণয়োঽষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

অন্বয়। মদপাশ্রয়ঃ (মদেকশরণঃ) যোগী ইমাং যোগচর্য্যাং বিচরন্ (আচরন্) স্বসুখানুভূঃ (স্বসুখে আত্মসুখে অনুভূঃ অনুভূতির্যস্য সঃ অতএব) নিস্পৃহঃ (নিষ্কামঃ সন্) অন্তরায়ৈঃ (বিঘ্নৈঃ) ন বিহন্যেত (ন অভিভূয়েত) ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে অষ্টাবিংশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ সমাপ্তঃ।

অনুবাদ। মদেকশরণ যোগিপুরুষ এতাদৃশ যোগচর্য্যানুশীলনে আত্মানুভবসুখে নিষ্কাম হইয়া বিঘ্ন দ্বারা অভিভূত হন না ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধের অষ্টাবিংশাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অনুদর্শিনী। অধ্যায়ের অন্তিমে শ্রীভগবান্ স্বভক্তিযোগেরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রচারমুখে ভক্ত উদ্ধবকে বলিলেন যে, ভক্তিযোগই বরণীয়, যেহেতু, উহাতে কোন বিঘ্ন নাই। যোগচর্য্যাকারিগণ নিজ নিজ গন্তব্য পথে অগ্রসর হইয়াও বাসনাহেতু বিঘ্নবশতঃ সকলকাম হন না। যোগিগণ সেই ভক্তির আশ্রয় করিলে নির্ব্বিঘ্নে সচ্চিদানুভূতি লাভ করিয়া আনন্দপূর্ণ হইতে পারেন ॥৪৪॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে অষ্টাবিংশ অধ্যায়ের সারার্থানুদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

ঊনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীউদ্ধব উবাচ

সুদুস্তরামিমাং মন্যে যোগচর্য্যামনাত্মনঃ।
যথাঞ্জসা পুমান্ সিদ্ধ্যেৎ তন্মে ব্রূহ্যঞ্জসাচ্যুত ॥১॥

অন্বয়। শ্রীউদ্ধব উবাচ। (হে) অচ্যুত, অনাত্মনঃ (অবশীকৃতমনসঃ) ইমাং (পূর্ব্বোক্তাং) যোগচর্য্যাং সুদুস্তরাং (দুঃসাধ্যাং) মন্যে, (অতঃ) পুমান্ অঞ্জসা (অনায়াসেন) যথা সিদ্ধ্যেৎ তৎ অঞ্জসা (সুবোধং যথা ভবতি তথা) মে ব্রূহি (উপদিশ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ। শ্রীউদ্ধব কহিলেন - হে অচ্যুত, যাহার মন বশীকৃত হয় না, তাদৃশ ব্যক্তিগণের পক্ষে পূর্ব্বোক্ত যোগানুষ্ঠান দুঃসাধ্য বলিয়া মনে করি, অতএব পুরুষ যাহাতে অনায়াসে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে, তাহাই আমাকে সুখবোধরূপে উপদেশ করুন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ

মহাতীর্থমহাভক্তাশ্রয়াদ্ভক্তির্যথা তথা।
ভূতেষ্বাত্মেক্ষণান্মুক্তিশ্চোনত্রিংশে নিরূপিতা ॥
কৃষ্ণো যৎ সুদৃঢ়ং জ্ঞানং যত্নাদুপদিদেশ তৎ।
নাগ্রহীদুদ্ধবস্তেন জ্ঞাপকং শ্লোকপঞ্চকম্ ॥

অনাত্মনো দেহাধ্যাসরহিতস্য যোগিনো যোগচর্য্যা উক্তা, ইমামন্যৈঃ সুদুস্তরাং মন্যে। অঞ্জসা শীঘ্রং যথা সিধ্যেত্তথা ত্বং শীঘ্রং কথয়েত্যঞ্জসেত্যস্য ক্রিয়াভেদান্ন পৌনরুক্ত্যদোষঃ ॥১॥

বঙ্গানুবাদ। ঊনবিংশ অধ্যায়ে মহাতীর্থ-মহাভক্তের আশ্রয় হইতে ভক্তি ও ভূতসমূহে আত্মদর্শন হইতে মুক্তি নিরূপিত হইয়াছে।

কৃষ্ণ যে সুদৃঢ় জ্ঞানের যত্নপূর্ব্বক উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধব গ্রহণ করেন নাই, পাঁচটী শ্লোক তাহারই জ্ঞাপক। দেহধ্যাস-রহিত যোগীর যোগচর্য্যা বলা হইয়াছে। অন্যের পক্ষে ইহার আচরণ দুষ্কর বলিয়া আমি মনে করি। অঞ্জসা অর্থাৎ শীঘ্র যাহাতে সিদ্ধি তাহাই আপনি শীঘ্র বলুন ক্রিয়া ভেদ বলিয়া [(১) সিদ্ধ হয়, (২) বলুন] 'অঞ্জসা' দুইবার বলিলেও পুনরুক্তিদোষ হয় না ॥ ১ ॥

সারার্থানুদর্শিনী। "আপনা লুকাইতে কৃষ্ণ নানা যত্ন করে। তথাপি তাঁহার ভক্ত জানয়ে তাঁহারে॥" (চৈঃ চঃ আ ৭ পঃ)

এই স্বভাবযুক্ত উত্তরের আলোচনায় ভগবানের কথিত সুদুষ্কর যোগ-পন্থা (ভাঃ ১১।২৮।৪৪) উদ্ধব স্বীকার না করিয়া সুখকর পন্থা - ভক্তিযোগের বিষয় উপদেশ প্রার্থনা করিলেন।

অজ্ঞের পক্ষে—অর্থাৎ দেহাধ্যাসযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে॥ ১॥

প্রায়শঃ পুণ্ডরীকাক্ষ যুঞ্জন্তো যোগিনো মনঃ।
বিষীদন্ত্যসমাধানান্মনোনিগ্রহকর্শিতাঃ ॥২॥

অন্বয়। (হে) পুণ্ডরীকাক্ষ ! (পদ্মপলাশলোচন !) মনঃ যুঞ্জন্তঃ (নিগৃহ্নন্তঃ) (অতএব) মনোনিগ্রহকর্শিতাঃ (কথঞ্চিন্মনসো নিগ্রহে চ কর্শিতাঃ শ্রান্তাঃ সন্তঃ) অসমাধানাৎ (অনিগ্রহাৎ) যোগিনঃ প্রায়শঃ বিষীদন্তি (ক্লিশ্যন্তি) ॥২॥

অনুবাদ। হে পদ্মপলাশলোচন ! মনের নিগ্রহে বিশেষ পরিশ্রম করিলেও তাহার সমাধানে যোগিগণ সহজে কৃতকার্য্য হইতে পারেন না, সুতরাং তজ্জন্য বিশেষ কষ্টই পাইয়া থাকেন ॥২॥

বিশ্বনাথ। উক্তলক্ষণযোগচর্য্যায়াঃ সুদুশ্চরত্বং প্রপঞ্চয়তি—প্রায়শ ইতি। যুঞ্জন্তঃ ব্রহ্মণি মনোনিবেশয়ন্তঃ। অসমাধানাৎ সমাধ্যসামর্থ্যাৎ মনসো নিগ্রহে কর্ষিতাঃ শ্রান্তাঃ ॥২॥

বঙ্গানুবাদ। ঐরূপ লক্ষণযুক্ত যোগচর্য্যা যে সুদুশ্চর, তাহাই সবিস্তার বলিতেছেন। যুঞ্জন্ অর্থাৎ ব্রহ্মে মনোনিবেশকারিগণ অসমাধান—সমাধিতে অক্ষমতা হেতু মনের নিগ্রহে কর্ষিত—শ্রান্ত ॥২॥

অনুদর্শিনী। (১) নিরাকার ব্রহ্মে মনোনিবেশ করাই কষ্টসাধ্য ব্যাপার—

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥ গীঃ ১২।৫

শ্রীভগবান্ বলিলেন—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মনিষ্ঠব্যক্তিগণের অধিকতর দুঃখভোগ হইয়া থাকে, কেননা দেহাভিমানী জীবের বাক্য ও মনের অগোচর অব্যক্ততত্ত্বে যে নিষ্ঠা—তাহাতে দুঃখমাত্রই লাভ হইয়া থাকে।

'ভগবানে ভক্তি বিনা কেবল ব্রহ্মোপাসকের কেবল ক্লেশই লাভ'—শ্রীল বিশ্বনাথ। এতৎপ্রসঙ্গে 'যৎপাদপঙ্কজপলাশবিলাসভক্ত্যা' 'কৃচ্ছ্রো মহানিহ ভবার্ণবমপ্লবেশাং' —ভাঃ ৪।২২।৩৯-৪০ শ্লোক আলোচ্য।

(২) বাসনাবিশিষ্ট মনকে নিগ্রহ করা সুদুষ্কর—

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্॥ গীঃ ৬।৩৪

(৩) যোগকালে বিঘ্নসমূহ।

মুমুক্ষূনামভক্তানাং প্রাণায়ামাদিভির্মনঃ।
অক্ষীণবাসনং রাজন্ দৃশ্যতে পুনরুত্থিতম্॥ ভাঃ ১০।৫১।৬০
ব্যাখ্যা পূর্ব্বে ভাঃ ১১।৭।১৫ শ্লোঃ দ্রষ্টব্য।

অথাত আনন্দদুঘং পদাম্বুজং
হংসাঃ শ্রয়েরন্নরবিন্দলোচন।
সুখং নু বিশ্বেশ্বর যোগকর্ম্মভি-
র্ম্মায়য়ামী বিহতা ন মানিনঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়। (হে) অরবিন্দলোচন ! (কমলনয়ন !), (হে) বিশ্বেশ্বর ! অথাতঃ (অতএব যে) হংসাঃ (সারাসারবিবেকচতুরাস্তে তু) আনন্দদুঘং (সমস্তানন্দ-পরিপূরকং তব) পদাম্বুজং (এব) সুখং নু (সুখং যথা ভবতি তথা নিশ্চিতং) শ্রয়েরন্ (সেবন্তে), যোগকর্ম্মভিঃ মানিনঃ (অভিমানবন্তঃ) অমী (কুযোগিনঃ) ন (ন সেবন্তে তে) ত্বন্মায়য়া বিহতাঃ (ভবন্তি) ন তু মুচ্যন্ত ইত্যর্থঃ ॥৩॥

অনুবাদ। হে কমলনয়ন ! হে বিশ্বেশ্বর ! অতএব সারাসারবিবেকচতুর ব্যক্তিগণ নিখিলানন্দপ্রদ আপনার চরণকমলকেই সুখে আশ্রয় করেন। আর কুযোগিগণ যোগ-কর্ম্মের অভিমান-নিবন্ধন আপনার চরণকমল আশ্রয় করে না, কেবল আপনার মায়ায় মোহিত হয় ও কোন উপায়েই মুক্তিলাভ করিতে পারে না ॥৩॥

বিশ্বনাথ। হংসাঃ সারাসারবিবেচনপরাঃ সুখং যথা তাস্তথা শ্রয়েরন্ শ্রয়ন্তে। যে তু যোগিকর্মিভির্মানিনঃ বয়ং যোগিনো বয়ং জ্ঞানিনো বয়ং কর্মিণ ইত্যভিমানবন্তস্তে তু ত্বন্মায়য়া বিহতাঃ সন্তো নাশ্রয়েরন্। অতএব বিষীদন্তি ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। সারাসার বিবেচনপর হংসগণ সুখে আশ্রয় বা সেবা করেন। কিন্তু যাহারা যোগ ও কর্মদ্বারা মানী অর্থাৎ আমরা যোগী, আমরা জ্ঞানী, আমরা কর্মী এইরূপ অভিমানী তাঁহারা আপনার মায়াকর্তৃক বিহত (নষ্টপ্রায়) হইয়া আশ্রয় করেন না, অতএব দুঃখ পান ॥ ৩ ॥

অনুদর্শিনী। হংসগণ—শুদ্ধভক্তগণ। তাঁহারা সুখে শ্রীভগবানের সেবা করেন। কেননা—'তং সুখারাধ্যমৃজুভিরনন্যশরণৈর্নৃভিঃ। কৃতজ্ঞো কো ন সেবেত দুরারাধ্যমসাধুভিঃ ॥'—ভাঃ ৩।১৯।৩৬, সেই অনন্যশরণ নিষ্কপট মানবগণের সুখারাধ্য এবং অসাধুগণের দুরারাধ্য ভগবানকে কোন্ কৃতজ্ঞ ব্যক্তি, তিনি যে শরণাগতপালক, ইহা জানিয়া তাঁহার সেবা না করিবে?

ভক্তগণ শ্রীভগবানকে আশ্রয় করায় তাঁহার মায়াদ্বারা বিহত হন না এবং ভক্তির অনুষ্ঠানে অন্তরায় বা বাধা পান না। তাহারা জানেন যে স্বপ্রযত্নে পুরুষার্থ-সাধন হয় না, উহা শ্রীভগবানেরই নিরুপাধি কৃপাসাপেক্ষ। সুতরাং তাঁহারা সর্বদা দৈন্যে অবস্থিত বলিয়া নিরভিমানী। আর কর্মী, যোগী ও জ্ঞানী স্বপ্রযত্নে পুরুষার্থ-সাধনে তৎপর বলিয়া অভিমানী এবং শ্রীভগবানের আশ্রিত না হওয়ায় তাঁহার মায়াদ্বারা মোহিত হইয়া ভজনকালে নানা অন্তরায় প্রাপ্ত হন এবং ফলকালেও মুক্ত হন না ॥ ৩ ॥

কিং চিত্রমচ্যুত তবৈতদশেষবন্ধো
দাসেষনন্যশরণেষু যদাত্মসাত্ত্বম্।
যোঽরোচয়ৎ সহ মৃগৈঃ স্বয়মীশ্বরাণাং
শ্রীমৎকিরীটতটপীড়িতপাদপীঠঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়। (ভক্তানাং ত্বৎপ্রসাদেন কৃতার্থা ভবন্তীতি নাতিচিত্রমিত্যাহ) (হে) অচ্যুত! (শ্রীকৃষ্ণ!) অশেষবন্ধো (নিখিলবান্ধব!) স্বয়ং ঈশ্বরাণাং (ব্রহ্মাদীনাং) শ্রীমৎকিরীটতটপীড়িতপাদপীঠঃ (যানি শ্রীমন্তি কিরীটানি তেষাং তটাগ্রাণি তৈঃ পীড়িতং বিলুণ্ঠিতং পাদপীঠং যস্য স তথাভূতোঽপি) যঃ (ভবান্ শ্রীরামরূপেণ) মৃগৈঃ (বানরৈঃ) সহ (সাহিত্যং সখ্যমিতি যাবৎ) অরোচয়ৎ (প্রীত্যা কৃতবান্ তস্য) তব অনন্যশরণেষু (নাস্তি অন্যঃ শরণং যেষাং তেষু) দাসেষু (শুদ্ধভক্তেষু-নন্দ-গোপী-বলি প্রভৃতিষু) যৎ আত্মসাত্ত্বং (তদধীনত্বং তৎ) এতৎ কিং চিত্রং (আশ্চর্য্যং) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ। হে বিশ্ববন্ধো! হে অচ্যুত, ব্রহ্মাদি-দেবেন্দ্রগণ উজ্জ্বল কিরীটসহ মস্তক অবনত করিয়া যাঁহার চরণপ্রান্তে লুণ্ঠিত হন, সেই আপনি যখন শ্রীরামাবতারে বনমৃগের সহিতও প্রীতিভাবে সখ্যতা স্থাপন করিয়াছিলেন, তখন অনন্যশরণ-নন্দ-গোপী-বলি প্রভৃতি দাসগণের নিকট আপনার অধীনতা স্বীকার করায় আর বিশেষ বিচিত্র কি? ॥৪॥

বিশ্বনাথ। ত্বাং কেবলং ভজন্তস্ত্ব বাৎসল্যপাত্রী ভবন্তীতি ন চিত্রমিত্যাহ,—কি চিত্রমিতি। অনন্যশরণেষু জ্ঞানযোগকর্মাদ্যনুষ্ঠানরহিতেষু দাসেষু আত্মসাত্ত্বং তেষাং ব আত্মা তদধীনত্বমিতি সমর্থঃ। রাজা স্বপুরং বিপ্রসাৎকৃতং বিপ্রাধীনং কৃতমিতিবৎ দাসৈরাত্মসাৎকৃত ইতি তব আত্মসাত্ত্বং আত্মসাৎকৃতত্বমিত্যর্থঃ। তদেবাহ—যো ভবান্ শ্রীরামরূপেণ মৃগৈর্বানরৈঃ সহেতি সহত্বাদ্ সখ্যং অরোচয়ৎ স্বস্মৈ রোচিতমকরোৎ। যথা মৃগৈর্বালক-হরিণৈঃ সাহিত্যং পাণ্ডাররময়োচয়ৎ তথা মৃগৈর্বানরৈশ্চ সাহিত্যং নবনীতং চোরয়ন্নরোচয়ৎ। তেন মদ্ভক্তলক্ষণমিদং জ্ঞানযোগং কিং তৈরজ্ঞাতং আনীয়, যতস্তেষাং ত্বদধীন এব বর্তসে। কথং বা অদ্বৈতবাদিনাং জ্ঞানিনাং ত্বং ন কস্যাপ্যধীনঃ কাপি প্রতোঽন্তো দাসা বয়ং ন জ্ঞান-যোগমিদং স্বীকুর্ম ইতি ব্যতিব্যাকিতং পীড়িতং সখ্যৈ বিলুণ্ঠিতম্ ॥৪॥

বঙ্গানুবাদ। কেবল আপনাকে যাঁহারা ভজন করেন, তাঁহারা আপনার বাৎসল্যের পাত্র, ইহাতে আশ্চর্য্য কিছুই নয়। তাই বলিতেছেন। অনন্যশরণ

অর্থাৎ জ্ঞানযোগকর্ম্মাদির অনুষ্ঠান-রহিত দাসগণের উপর আত্মসাৎ অর্থাৎ তাঁহাদের যে আত্মা তাহার অধীনত্ব—এই ক্রমসন্দর্ভের মত। রাজা শ্রীরপুর বিপ্রসাৎ বা বিপ্রাধীন করিয়াছেন, এইরূপ দাসগণ আপনাকে আত্মসাৎ করিয়াছেন, এই আপনার আত্মসাত্ব অর্থাৎ আত্মসাৎকৃতত্ব। তাই বলিতেছেন—যে আপনি শ্রীরামরূপে মৃগ অর্থাৎ বানরগণের সহ সহভাব বা সখ্য নিজেতে রোচিত বা রুচিযোগ্য করিয়াছিলেন, অথবা মৃগ—বৃন্দাবনস্থ হরিণদিগের সহিত গোচারণে রুচি করিয়াছিলেন, সেইরূপ মৃগ—বানরগণের সহিত নবনীত অপহরণে রুচি করিয়াছিলেন। অতএব আপনার কথিত লক্ষণযুক্ত এই জ্ঞানযোগ কি তাহাদের অভ্যস্ত বলিয়া জানিব? যেহেতু আপনি তাঁহাদের অধীনরূপ থাকেন। আর কেনই বা অদ্বৈতবাদী জ্ঞানীদের মধ্যে কাহারও অধীন বলিয়া আপনাকে কোথায়ও শুন, যায় নাই, অতএব দাস আমরা এই জ্ঞানযোগ স্বীকার করি না, ইহাই সূচিত হইতেছে ॥৪॥

অনুদর্শিনী। শ্রীভগবান্ যে কেবল ভজনকারী ভক্তের প্রতি বৎসল ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্য যে তিনি ভজনবিরোধী অভক্ত অসুরগণেরও মোক্ষাদিদানে নিরুপাধিহিতকারী—'বিদ্বিট্ দ্বিষাঃ স্বরূপং যযুঃ'—ভাঃ ১০।৯০।৪৭ অর্থাৎ শত্রুমিত্র সকলেই তৎস্বরূপ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। 'যাঁহার বিদ্বেষী কংসাদি, মিত্র গোপ্যাদি সাযুজ্য এবং ত্বদীয় শ্রীবিগ্রহকে সংভোগ করিতে পাইয়াছিলেন'—শ্রীলবিশ্বনাথ।

ভক্তগণ ভগবানের অধীন এবং ভগবান্ও ভক্তাধীন—

> অজিত জিতঃ সমমতিভিঃ
> সাধুভির্ভবান্ জিতাত্মভির্ভবতা।
> বিজিতাস্তেঽপি চ ভজতা-
> মকামাত্মনাং য আত্মদোঽতিকরুণঃ॥
>
> ভাঃ ৬।১৬।৩৪

চিত্রকেতু বলিলেন—হে অজিত, আপনি অন্যকর্ত্তৃক অজিত হইলেও সমচিত্ত সাধুগণকর্ত্তৃক জিত অর্থাৎ তাঁহারা আপনাকে তাঁহাদের নিজের অধীন করিয়া ফেলিয়াছেন, তাহার কারণ এই যে, আপনি অতীব কারুণিক, নিষ্কাম ভজনকারিগণকে আত্মদান করিয়া থাকেন, সেইজন্য আপনিও তাঁহাদিগকে বশীকৃত করিয়াছেন।

> পরস্পর-বশীভাব-লভ্যানন্দরসাম্বুধৌ।
> মজ্জেতাং ভগবদ্ভক্তৌ ভক্ত্যেবেত্যাহ সংস্তবম্॥
>
> —শ্রীল বিশ্বনাথ

প্রভো, আপনি ত' নিজমুখেই বলিয়াছেন—(১)

"অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।" ভাঃ ৯।৪।৬৩

অর্থাৎ হে দ্বিজ, আমি ভক্তের অধীন, সুতরাং অস্বতন্ত্রের ন্যায়।

(২) আপনার দাসগণই আপনার অত্যধিক প্রিয়—

"নাহমাত্মানমাশাসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভির্বিনা।"

ভাঃ ৯।৪।৬৪

অর্থাৎ সাধুগণ ব্যতীত আমি আমার নিজস্বরূপগত আনন্দ অভিলাষ করি না।

"ভক্তনাথ ভক্তবশ ভক্তের জীবন।" চৈঃ ভাঃ অ৮অঃ

হে প্রভো, আপনি জগদ্বন্দ্য হইয়াও যে পাণ্ডবগণের স্নেহে বশীভূত হইয়া যুদ্ধে সারথ্য-পারষদ-সেবন-সখ্য-দৌত্যবীরাসন-অনুগমন-স্তবন-প্রণামাদি দ্বারা স্বয়ং দাসগণেরও প্রীতিসম্পাদন করিয়াছেন—

'সারথ্য-পারষদ-সেবন-সখ্য-দৌত্য'—ভাঃ ১।১৬।১৭

হে প্রভো, তাই আপনি সর্ব্বত্রই 'ভক্তবৎসল' নামে কীর্ত্তিত, কিন্তু কখনও কুত্রাপি 'জ্ঞানিবৎসল' বলিয়া অভিহিত হন না—

> "তথাপি ভক্তেশ ভবোপধাবতা-
> মনন্যবৃত্ত্যানুগৃহাণ বৎসল॥" ভাঃ ৪।৭।৩৮

শ্রীযোগেশ্বরগণ বলিলেন—তথাপি হে 'ভক্তবৎসল', যাঁহারা অব্যভিচারিণী ভক্তি-সহকারে আপনার ভজনা করেন, আপনি আমাদিগকে তাঁহাদিগের তাদৃশী ভক্তি প্রদান পূর্ব্বক অনুগৃহীত করুন।

"তুমি 'ভক্তবৎসল'—ইহা সর্ব্বত্র শুনা যায় কিন্তু 'জ্ঞানিবৎসল' নহে।"—শ্রীল বিশ্বনাথ।

আপনার লীলাকীর্ত্তনকারী স্বয়ং শ্রীল শুকদেব গোস্বামীও বলিয়াছেন—'ভগবান্ ভক্তবৎসল'—ভাঃ ৯।৪।৬৫

শ্রীরাম বলিয়াছেন—"ভবতস্তং পাহ্যপহৃতং ভজন্ তে ভক্তবৎসল।"—ভাঃ ৭।৮।৪১

ভক্ত উদ্ধব আরও বলিলেন—হে প্রভো, শ্রীরামাবতারে আপনি কি জন্ম ও সৌন্দর্য্যাদি বিচারে বনবিহারী বানরগণের সহিত সখ্যতাস্থাপন করিয়াছিলেন? না, তাঁহাদিগের অনন্যশরণতা গুণেই মুগ্ধ হইয়া ভক্তিবাধ্য আপনি, ব্রহ্মাদিরও সুদুর্লভ হইয়া তাঁহাদিগের পক্ষে সুলভ হইয়াছিলেন? ভক্তবর শ্রীহনুমানের বাক্যই তাহার প্রমাণ—

> ন জন্ম নূনং মহতো ন সৌভগং
> ন বাঙ্ ন বুদ্ধির্নাকৃতিস্তোষহেতুঃ।
> তৈর্যদ্বিসৃষ্টানপি নো বনৌকস-
> শ্চকার সখ্যে বত লক্ষ্মণাগ্রজঃ॥ ভাঃ ৫।১৯।৭

অর্থাৎ সৎকুলে জন্ম, সৌন্দর্য্য, মধুর কণ্ঠস্বর, উৎকৃষ্ট জাতি ও প্রখরা বুদ্ধি—এই সকল গুণ মহানুভব শ্রীরামচন্দ্রের সন্তোষ উৎপাদন করিতে পারে না। দেখ, আমরা—বনচর, আমাদের জন্ম, সৌন্দর্য্য, ভাষা প্রভৃতি কিছুই নাই, তথাপি লক্ষ্মণাগ্রজ শ্রীরামচন্দ্র আমাদের সহিত মিত্রতা করিয়াছেন।

অতএব, হে ভক্তিপ্রিয় প্রভো, আজ কেন আপনি নিজেকে লুকাইবার জন্য ভক্তিযোগের উপদেশ না দিয়া আমাকে জ্ঞান-যোগাদি মার্গের উপদেশ দিতেছেন?

ব্রজজনবল্লভ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যেমন উদ্ধবকে স্বভক্তমহিমা বলিতে বলিতে বৃন্দাবনবাসী ভক্তগণের মাহাত্ম্যস্মরণে তাঁহাদিগেরই গুণ-কীর্ত্তনে অত্যধিক উৎসাহিতা দেখাইয়াছিলেন (ভাঃ ১১।১২।১০-১৩) ব্রজজনানুগত ভক্ত উদ্ধবও আজ ভক্তগণের কথা বলিতে বলিতে বৃন্দাবনীয় ভক্তবৃন্দের স্মৃতিতে বিভাবিত হইয়া বলিলেন, প্রভো! শ্রীরামরূপে কেন, এই শ্রীকৃষ্ণরূপেই ত আপনি স্বীয় বাল্যলীলায় বৃন্দাবনস্থ বানরগণের সহিত নবনীত অপহরণে রুচি করিয়াছিলেন—

(১) "স্তেয়ং স্বাদ্বত্ত্যথ দধিপয়ঃ কল্পিতৈঃ স্তেয়যোগৈঃ।
মর্কান্ ভোক্ষ্যন্ বিভজতি স চেন্নাত্তি ভাণ্ডং ভিনত্তি"
—ভাঃ ১০।৮।২৯ অর্থাৎ (অরে যশোদে, তোমার পুত্র) কখনও বা নানারূপ-কল্পিত চৌর্য্য উপায় দ্বারা অপহৃত সুস্বাদু দধিদুগ্ধ অপহরণ করিয়া ভক্ষণ করে, ভোজন করিতে করিতে আবার বানরগণকেও উহার ভাগ প্রদান করে, যদি কোন বানর উদর-পরিপূর্ত্তিবশতঃ আর ভোজন না করে তাহা হইলে নিজ ভাণ্ড ভঙ্গ করে।

"পরদিনেও নিজভোজনের পূর্ব্বেই 'এইটি তোমার ভাগ,' 'এইটি তোমার ভাগ' বলিয়া প্রত্যেক বানরকে ভাগ করিয়া দেয়। বহু বানর ভোজন করাইয়াও তৃপ্তি হয় না। তাহাদের মধ্যে একটী বানরও যদি না খায়, তবে 'তোমাকে ছাড়িয়া আমার ভোজনে কি প্রয়োজন, আমি খাইব না' বলিয়া দধিপূর্ণ ভাণ্ড ভঙ্গ করে"—

শ্রীল বিশ্বনাথ।

> (২) উলূখলাঙ্ঘ্রেরুপরি ব্যবস্থিতং
> মর্কায় কামং দদতং শিচিস্থিতম্।
> হৈয়ঙ্গবং চৌর্য্যবিশঙ্কিতেক্ষণং
> নিরীক্ষ্য পশ্চাৎ সুতমাগমচ্ছনৈঃ॥ ভাঃ ১০।৯।৮

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ তখন গৃহমধ্যে বিপরীতভাবে বিন্যস্ত উলূখলে উপাবিষ্ট হইয়া শিক্যস্থিত নবনীত প্রভৃতি দ্রব্য বানরগণকে যথেচ্ছরূপে বিভাগ করিয়া দিতেছিলেন। চৌর্য্যবশতঃ তাঁহার নয়নযুগল শঙ্কাগ্রস্ত ছিল। যশোদা তাঁহাকে এই অবস্থায় দেখিয়া ধীরে ধীরে পশ্চাদ্ভাগে উপস্থিত হইলেন।

এই কার্য্যের জন্য মা যশোদা আপনার পশ্চাতে ধাবিত হইলেন। যোগিগণের তপোবলে প্রেরিত চিত্তদ্বারা যাঁহাকে পাইতে পারে না, সেই আপনি মাতাকে ধরা দিলেন এবং অবশেষে নিখিল জগৎকে নিজমায়ায় বন্ধনকারী আপনি স্বেচ্ছায় মায়ের নিকট দাম-বন্ধন স্বীকার করিয়াছিলেন—মহেশ্বরের সহিত এই নিখিল বিশ্ব যাঁহার বশীভূত, সেই স্বতন্ত্র হরি আপনি এইরূপে নিজের ভক্তের বশ্যতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

প্রভো! সেই মা যশোদা কি জ্ঞানযোগে অভ্যস্ত ছিলেন জানিব?

অধিক বলিব কি প্রভো, আপনিই যখন ব্রজের পিতা-মাতা এবং বিরহিণী গোপীগণকে আপনার অদর্শন-জনিত দুঃখের সান্ত্বনা প্রদানের জন্ত এই অধম ভৃত্যকে জ্ঞান-যোগ উপদেশ দিয়া ব্রজে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তখন কৈ, তাঁহারা ত' ঐ উপদেশে কর্ণপাত করেন নাই, তখন সেই আপনি এখন সেই আমাকে জ্ঞান-যোগের উপদেশ দিতেছেন কেন? আপনি নিত্যকালই ভক্তের অধীন, কখনও জ্ঞানীদের অধীন শুনা যায় না। অতএব যে ভক্তিতে আপনি গোপীগণের অধীন, আমরা আপনার দাস-স্বরূপে সেই ভক্তিরই প্রার্থী,—এই জ্ঞান-যোগ স্বীকার করি না। অতএব হে প্রভো! শ্রীকৃষ্ণ-রূপ আপনারই ভক্তির মুখ্য প্রতিভাত হইতেছে। তাহা ছাড়া আপনি নিজেই বলিয়াছেন—'ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।'—ভাঃ ১১।১৪।২০। আপনি সেই ভক্তির কথাই বলুন ॥ ৪ ॥

তং ত্বাখিলাত্মদয়িতেশ্বরমাশ্রিতানাং
সর্ব্বার্থদং স্বকৃতবিদ্বিসৃজেত কো নু।
কো বা ভজেৎ কিমপি বিস্মৃতয়েঽনুভূত্যৈ
কিংবা ভবেন্ন তব পাদরজোজুষাং নঃ ॥৫॥

অন্বয়ঃ। (অতস্ত্বাং পরিত্যজ্য কো নামান্তৎ সংশ্রয়েদিত্যাহ) নু (ভোঃ) তম্ (এবম্ভূতং) স্বকৃতবিৎ (বলি-প্রহ্লাদাদিষু ত্বয়া কৃতমনুগ্রহং অথবা স্বস্মিন্নেবান্তর্যামিতয়া কৃতমুপকারং বিৎ জানন্) কঃ (নাম জনঃ) অখিলাত্ম-দয়িতেশ্বরং (অখিলস্ত জগতঃ আত্মানং চেতয়িতারম্ আত্মত্বাদেব দয়িতং প্রেষ্ঠং সুখসেব্যম্ ঈশ্বরত্বাদবশ্য-ভজনীয়ম্) আশ্রিতানাং সর্ব্বার্থদং (সর্ব্বপুরুষার্থপ্রদং) ত্বা! (ত্বাং) বিসৃজেত (বিসৃজেৎ) ন ভজেৎ কিমপি (অনিরুক্তং ত্বদ্ব্যতিরিক্তং স্বর্গাদি দেবতান্তরং ধর্ম্মজ্ঞানাদি-সাধনং বা) কঃ বা ভজেৎ (যতঃ স্বর্গাদিকং) ভূত্যৈ (কেবলং ইন্দ্রিয়ভোগায়) অনু (অনন্তরমেব তৎক্ষণঃ) বিস্মৃতয়ে (চ ভবতি)। তব পাদরজোজুষাং (সেবকানাং) নঃ (অস্মাকং) কিংবা ন ভবেৎ ॥৫॥

অনুবাদ। যিনি বলি-প্রহ্লাদ-প্রভৃতি ভক্তগণের প্রতি আপনার অনুগ্রহের কথা অবগত আছেন, তাদৃশ কোন্ ব্যক্তি নিখিল জগতের অন্তর্যামী, প্রিয়, ঈশ্বর এবং আশ্রিতবর্গের সর্ব্বপুরুষার্থপ্রদাতা আপনাকে ত্যাগ করিতে পারেন? আপনার প্রদত্ত স্বর্গাদিরাজ্যে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ের স্মরণে বা অনুসরণে আপনাকেই ভুলাইয়া দেয়, অতএব তাদৃশ ভোগকে ইচ্ছাপূর্ব্বক কে ভোগ করিতে অগ্রসর হয়? আপনার শ্রীচরণরেণুর সেবায় আমাদিগের অভাবই বা কি আছে? ॥৫॥

বিশ্বনাথ। ত্বা ত্বাং অখিলানামাত্মানং জীবানাং নারদাদিরূপেণ ভক্ত্যুপদেষ্টৃত্বাৎ দয়িতং প্রতি স্বকর্ম্মফল-প্রদত্বাদীশ্বরং ত্বাশ্রিতানান্ত সর্ব্বপুরুষার্থপ্রদং। স্বকৃতবিৎ যেষু বলি-প্রহ্লাদাদিষু ত্বয়া কৃতমনুগ্রহং জানন্ কো নু বিসৃজেৎ ন কোঽপি কেবলমরসজ্ঞো নিকৃষ্টযোগিজন এব কৃতঘ্নো বিসৃজেদিত্যর্থঃ। কিঞ্চ। ভজন্নপি কো বা ত্বাং মুক্তিকামো ভজেদিত্যাহ,—কো বেতি। বিস্মৃতয়ে স্ববিস্মৃতিরূপায় রাজ্যান্তর্থং তথা অনুভূত্যৈ কেবলানুভবায় মোক্ষার্থং বা কো ভজেন্ন কোঽপি। কিমপীতি ক্রিয়া-বিশেষণম্। কিঞ্চ। নাপি ভজনং কঃ কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। ননু তর্হি নিষ্কামানামপি প্রহ্লাদাদীনাং ভুক্তিমুক্তি কথং দৃশ্যেতে তত্রাহ,—কিম্বেতি। তথাচোক্তং—মোক্ষধর্ম্মে নারায়ণীয়ে। "যা বৈ সাধনসম্পত্তিঃ পুরুষার্থচতুষ্টয়ে। তয়া বিনা তদাপ্নোতি নরো নারায়ণাশ্রয়ঃ" ইতি। ভোগ-মোক্ষাদিকমানুষঙ্গিকং ফলং। ভক্তানভীপ্সিতমপি ত্বয়া দীয়ত এবেতি ভাবঃ ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। অখিলাত্মদয়িতেশ্বর—অখিল সমস্ত আত্মা বা জীবের নারদাদিরূপে আপনি যেহেতু ভক্তির উপদেষ্টা, তাই দয়িত, প্রতি স্বকর্ম্মের ফল প্রদাতা বলিয়া ঈশ্বর, আশ্রিতগণের সর্ব্বার্থদ—সকল পুরুষার্থপ্রদ আপনাকে। স্বকৃতবিৎ-স্ব, অর্থাৎ বলি প্রহ্লাদাদির প্রতি আপনার কৃত অনুগ্রহ জানিয়াও কে বা বিসর্জ্জন বা ত্যাগ করিবে? কেহই না। কেবল অরসজ্ঞ নিকৃষ্ট যোগিজন কৃতঘ্ন, তাই ত্যাগ করিতে পারে, এই অর্থ। আর ভজনকারী হইয়াও কে বা আপনাকে মুক্তি কামনায়

ভজন করিবে ? তাই বলিতেছেন—কো বা ইত্যাদি। বিভূতি—আপনাকে বিস্মরণরূপ রাজ্যাদি নিমিত্ত, আর অনুভূতি—কেবলানুভব বা মোক্ষ নিমিত্তই বা কে ভজন করিবে ? কেহই না। কিমপি—(ক্রিয়াবিশেষণ) একটুও ভজন করিবে না, এই অর্থ। আচ্ছা, তাহা হইলে নিষ্কাম প্রহ্লাদাদির ভুক্তিমুক্তি কেন দেখা যায় ? তাই বলিতেছেন, কিংবা ইত্যাদি। নারায়ণীয় মোক্ষধর্মে উক্ত হইয়াছে—"পুরুষার্থ চতুষ্টয়ে যে সাধন-সম্পত্তি, নারায়ণাশ্রয় নর তাহা বিনা উহা প্রাপ্ত হয়।" ভোগ-মোক্ষাদি আনুষঙ্গিক ফল ভক্তগণের অনভীপ্সিত হইলেও আপনি দিয়া থাকেন, এই ভাব॥ ৫॥

অনুদর্শিনী। উদ্ধব বলিলেন—হে প্রভো। আপনার ভক্তগণ আপনারই অনুগ্রহে কৃতকৃতার্থ। অতএব, আপনাকে ত্যাগ করিয়া কোন্ ব্যক্তি অন্যকে আশ্রয় করিবে ? কেননা, আপনিই সর্ব্বজীবের সম্যক্ আশ্রয়। আপনি জীবের অন্তরে বিরাজিত থাকিলেও জীব আপনার মায়ামোহিত বলিয়া নিজ-হৃদয়ে নিজসেব্য আপনাকে উপলব্ধি করিতে পারে না। আপনি কিন্তু জীবপ্রতি অত্যধিক কৃপাপূর্ব্বক আপনার মুখ্যাবেশাবতার —চৈঃ চঃ ম ২০ প ৩৬৯—নারদাদিরূপে স্বভক্তিযোগ উপদেশ দিয়া হৃদয়স্থিত আপনাকে উপলব্ধি করান, তাই আপনি সর্ব্বজীব-দয়িত। জীবের কৃতকর্ম্মের ফলদাতা বলিয়া আপনি ঈশ্বর। কিন্তু আপনি আপনার আশ্রিত-বর্গের ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মুক্তি এবং পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেম-প্রদাতা।

"আপনে অযোগ্য দেখি' মনে পাও ক্ষোভ।
তথাপি তোমার গুণে উপজয় লোভ॥"
চৈঃ চঃ মঃ ১ পঃ

প্রভো! আপনার কৃপাগুণ স্মরণ করিলে নিজে সর্ব্ববিষয়ে আপনার ভজনে অযোগ্য ব্যক্তিও ঐ কৃপাপ্রার্থী না হইয়া পারে না। আপনারই নিন্দাকারী ও বিদ্রোহাচরণকারী দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর পুত্র আপনার ভক্ত প্রহ্লাদকে আপনি জলে, স্থলে, অনলে, অনিলে, বিষভক্ষণে এবং অবরোধাদি কতনা বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। অবশেষে দৈত্যপতি যখন আপনার ভক্ত নিজপুত্রকে নিজহস্তেই বধ করিতে উদ্যত হইয়া প্রথমে আপনাকে বধ(?) করিতে গিয়াছিল, তখন হে পরম দয়াল প্রভো! আপনি স্তম্ভমধ্য হইতে অদ্ভুত-অশ্রুতপূর্ব্ব শ্রীনৃসিংহরূপে বহির্গত হইয়া স্ব-বিরোধী হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়া তৎপুত্র স্বভক্ত প্রহ্লাদকে রক্ষা করিয়াছিলেন; আর আপনার নিজ পুত্র 'নরক' আপনার ভক্তদ্বেষী বলিয়া নিজহস্তেই তাহাকে বধ করিয়াছিলেন—(ভাঃ ১০।৫৯ অঃ)। প্রভো! আপনার এই কৃপাগুণ ও ভক্ত-বৎসলতা-দর্শনে কে আর অন্যের ভজন করিবে ?

এই কথা কৃপাভিন্ন শ্রীগৌরসুন্দর স্বমুখে বলিয়াছেন—

সেবকের দ্রোহ মুঞি সহিতে না পারোঁ।
পুত্র যদি হয় মোর, তথাপি সংহারোঁ॥
* * *
মহারাজ হইলেন আমার নন্দন।
দেবদ্বিজগুরুভক্ত করেন পালন॥
দৈবদোষে তাহার হৈল দুষ্টসঙ্গ।
বাণের সংসর্গে হৈল ভক্তদ্রোহে রঙ্গ॥
সেবকের হিংসা মুঞি না পারোঁ সহিতে।
কাটিনু আপন পুত্র সেবক রাখিতে॥ চৈঃ ভাঃ ম ৩অঃ

উদ্ধব বলিলেন—প্রভো! বলির প্রতি আপনার অনুগ্রহ অত্যধিক। যে আপনার অংশ-কলাগণের ইচ্ছা-মাত্রই সৃষ্টি-স্থিতি-লয় কার্য্য হয়, যে আপনার বিলাসমূর্ত্তি শ্রীনারায়ণের পদসেবিকা লক্ষ্মীদেবীর কৃপাকটাক্ষেই লোকে সকল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হয়, সেই সর্ব্বেশ্বরেশ্বর স্বয়ং ভগবান্ আপনি অভিনব অতিসুন্দর শ্রীবামনরূপে ভিখারীর বেশে বলির নিকট গমন করিয়াছিলেন। বলির নিকট ত্রিপাদভূমি চাহিলে বলি আপনার পদদ্বয়ের পরিমিত সকল রাজ্য দান করেন। তখন তৃতীয় পদের স্থান না থাকায় আপনি তাঁহাকে শ্রীগরুড়ের দ্বারা বরুণপাশে আবদ্ধ করেন। বলি তাহাতেও বিচলিত না হইয়া নিজের মস্তকই আপনার তৃতীয় পদের স্থান নির্দ্দেশ করিলেন। তখন আপনি আপনার অমূল্য পাদপদ্ম তাঁহার মস্তকে অর্পণ করিলেন এবং কেবল অর্পণ নহে বলির সর্ব্বস্ব গ্রহণ-

কারী আপনি তাঁহাকে আত্মদান করিয়া চিরবাধ্য হইয়াছিলেন। (ভাঃ ৮।১৯-২৩অঃ দ্রষ্টব্য) প্রভো! আপনার এই সেবকবাধ্যতা-রূপ অনুগ্রহ-দর্শনে কে আর অন্যের ভজন করিবে? অতএব

ভক্তবৎসল, কৃতজ্ঞ, সমর্থ, বদান্য।
হেন কৃষ্ণ ছাড়ি পণ্ডিত নাহি ভজে অন্য॥
চৈঃ চঃ ম ২২পঃ

কেবল অরসজ্ঞ নিকৃষ্ট যোগিজন কৃতঘ্ন, তাই এতাদৃশ আপনাকে ত্যাগ করিতে পারে।

"তচ্চাপি চিত্তবড়িশং শনকৈর্বিযুঙ্‌ক্তে।"
ভাঃ ৩।২৮।৩৪

যোগী ভগবানকে গ্রহণ করিবার উপায়ভূত বড়িশস্বরূপ চিত্তকে ক্রমে ক্রমে ধ্যেয় বস্তু হইতে বিযুক্ত করিয়া ফেলে অর্থাৎ ভগবানের রূপ ধারণা করিবার প্রযত্ন শিথিল হইয়া যায়।

"যোগিগণের মধ্যে অতিনিকৃষ্টই ভক্তিরসে বঞ্চিত হয়। —যেরূপ বড়িশ গঙ্গাদিতীর্থজলে নিত্য স্নানপর হইয়াও কুটিল ও অরসজ্ঞ এবং যেরূপ মৎস্যলোভনমিষ্ট পিষ্টকান্ন-খণ্ডদ্বারা আবৃতমুখ বলিয়া দাম্ভিক; তদ্রূপ নিন্দিত-যোগির চিত্তও তীর্থ-পূত হইয়াও কঠোর, কুটিল এবং ভগবদাকর্ষক ধ্যানভক্তিদ্বারা আবৃতমুখ অর্থাৎ ধ্যান-ভক্তিবিমুখ বলিয়া দাম্ভিক।"—শ্রীবিশ্বনাথ।

উদ্ধব বলিলেন—প্রভো! এহেন ভক্তবৎসল আপনি, আপনার সেবাতে এমনই মধুরিমা আছে যে ভজনকারী আপনাকে ত্যাগ করিয়া আপনার বিস্মরণরূপ অনিত্য রাজ্যাদি এবং এমন কি অন্য জনগণের প্রকাম্য মোক্ষেরও প্রার্থনা করেন না। কেননা, আপনিই অপবর্গ এবং নিখিল সম্পদের অধীশ্বর। তাই ভক্ত শ্রীবৃত্র বলিয়াছেন—

ন নাকপৃষ্ঠং ন চ পারমেষ্ঠ্যং
ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা
সমঞ্জস ত্বা বিরহয্য কাঙ্ক্ষে॥ ভাঃ ৬।১১।২৫
ব্যাখ্যা ভাঃ ১১।১৪।১৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

আপনিও ইহা স্বমুখে দুর্ব্বাসাকে বলিয়াছেন—

মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদি চতুষ্টয়ম্।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎ কালবিপ্লুতম্॥
৯।৪।৬৭ অর্থ ১১।২০।৩৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

প্রভো! ভক্ত ত' আপনা ব্যতীত অন্য কিছুরই প্রার্থনা করেন না, আপনিও জীবকে নিজের ভক্ত করিতে কৃপা-সমুদ্র। আপনার ভজনকারী অন্যকামীকেও আপনি স্বচরণ প্রদান করিয়া থাকেন—এই কথা আপনার লীলাকীর্ত্তনকারী শ্রীশুকদেবই বলিয়াছেন—

সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং
নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা-
মিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্॥ ভাঃ ৫।১৯।২৬

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ প্রার্থিত হইলেই মনুষ্যদিগের প্রার্থনা পূরণ করেন সত্য, কিন্তু যে অর্থ হইতে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনার উদয় হয়, সেই অর্থ দেন না। অন্যকাম হইয়া যাঁহারা কেবল তাঁহার পাদপল্লব পাইবার ইচ্ছা না করিয়াও তাঁহার ভজনা করেন, তাঁহাদিগকে তিনি স্বয়ংই অন্য কামনা-শান্তিকারী সেই নিজপাদপল্লব দিয়া থাকেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বভক্তবাক্যের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

অন্যকামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন।
না মাগিলেই কৃষ্ণ তারে দেন স্বচরণ॥
কৃষ্ণ কহে—আমা ভজে, মাগে বিষয়-সুখ।
অমৃত ছাড়ি' বিষ মাগে,—এই বড় মূর্খ॥
আমি—বিজ্ঞ, এই মূর্খে 'বিষয়' কেনে দিব?
স্বচরণামৃত দিয়া 'বিষয়' ভুলাইব॥
চৈঃ চঃ ম ২২ পঃ

ধনিগণের ধনগর্ব্বজনিত অধঃপতন দর্শন করিয়া শ্রীভগবান্ অদূরদর্শী সেবকগণকে ধন-ঐশ্বর্য্যাদি ত' প্রদান করেনই না, অধিকন্তু তাহাদের ধনাদি হরণ করিয়া থাকেন। কিন্তু আবার সুদূরদর্শী নিষ্কাম ভক্ত প্রহ্লাদাদি রাজ্যাদি প্রার্থনা না করিলেও ভগবান্ তাঁহাদিগকে ঐশ্বর্য্য দান করেন। তাহাতে তাঁহাদের অপকার হয় না

বরং ধন-ঐশ্বর্য্য দ্বারা তাঁহারা ভক্ত-ভগবানের সেবা করিয়া জগজ্জীবগণকে ধন-ঐশ্বর্য্যের সদ্ব্যবহার-শিক্ষা প্রদান করেন। তাই শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে বলিয়াছেন—

মানস্তম্ভ নিমিত্তানাং জন্মাদীনাং সমন্ততঃ।
সর্ব্বশ্রেয়ঃপ্রতীপানাং হন্ত মুহ্যেন্ন মৎপরঃ॥

ভাঃ ৮।২২।২৭

অর্থাৎ (তবে যে আমি ঐকান্তিক ভক্তগণকে সম্পদ প্রদান করিয়াছি) তাহার কারণ সর্ব্বতোভাবে সর্ব্ব-প্রকার মঙ্গলের বিরোধি-স্বরূপ অভিমান, অনম্রতার মূল কারণ জন্ম-বিদ্যা-ঐশ্বর্য্যাদি-সত্ত্বেও আমার একান্ত ভক্ত মোহিত হ'ন না।

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন— কেহ কেহ বলেন যে, ভগবান্ ভক্তগণকে সম্পদ দিয়াই থাকেন। কর্ম্মজন্য সম্পদ অনর্থকারী বলিয়া ভগবান্ দয়া করিয়া স্বভক্তের সেই সম্পদ হরণ করেন, কিন্তু স্বদত্ত সম্পদ হরণ করেন না। অপর ভক্তগণ বলেন— নিজ ভক্তের-প্রেমবর্দ্ধন-চতুর হরির ইহাও নিয়ম নহে, কেননা তিনি পাণ্ডবগণের সম্পদ অপহরণ করিয়াছিলেন।

ভক্তি সর্ব্বফলপ্রদা—পূর্ব্বে ভাঃ ১১।২০। ২-৩৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥৫॥

———

নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশঃ
ব্রহ্মায়ুষোঽপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ।
যোঽন্তর্ব্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্ব-
ন্নাচার্য্যচৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি ॥৬॥

অন্বয়। (আত্মামন্যভজনবার্ত্তা ত্বৎকৃতোপকারস্য ত্বয্যাত্মনিবেদনেনৈব নিষ্কৃতির্নান্যথেত্যাহ)—(হে) ঈশ! যঃ (ভবান্) তনুভৃতাং (দেহিনাং) অন্তঃ বহিঃ আচার্য্য-চৈত্ত্যবপুষা (বহিরাচার্য্যবপুষা গুরুরূপেণ অন্তশ্চ চৈত্ত্য-বপুষা অন্তর্যামিরূপেণ) অশুভং (বিষয়বাসনাং) বিধুন্বন্ (নিরস্যন্) স্বগতিং (নিজং রূপং) ব্যনক্তি (প্রকটয়তি, এতাদৃশস্য তব) কৃতং (উপকারং) ঋদ্ধমুদঃ (উপচিত-পরমানন্দাঃ সন্তঃ) স্মরন্তঃ ব্রহ্মায়ুষা অপি (ব্রহ্মতুল্যায়ু-ষোঽপি তৎকালপর্য্যন্তং ভজন্তোঽপি) কবয়ঃ অপচিতিং (প্রত্যুপকারং আনৃণ্যমিতি যাবৎ) ন এব উপযন্তি (প্রাপ্নুবন্তি)॥ ৬॥

অনুবাদ। হে ঈশ! আপনি বাহিরে আচার্য্য-রূপে ও অন্তরে অন্তর্য্যামিরূপে জীবগণের অশুভ অর্থাৎ ত্বদীয় ভক্তির প্রতিকূল বিষয়বাসনা-নাশ করিয়া স্বীয় গতি প্রদান করিয়া থাকেন। অতএব আপনাতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ভক্তিরূপ পরমানন্দে নিমগ্ন হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন কবিগণ কল্পান্তকাল আপনার সেবায় নিযুক্ত থাকিয়াও আপনার কৃত-উপকার স্মরণ করিয়া কিছুতেই আপনার ঋণমুক্ত হইতে পারেন না ॥৬॥

বিশ্বনাথ। ননু মাং ভজন্ত্য এব জনেভ্যো বাঞ্ছিত-সমস্তপুরুষার্থপ্রদত্বান্মম তত্তদ্দানং ন নিরুপাধিকং কিন্তু সোপাধিকমেবেতি চেন্নৈবং তচ্চ তৈঃ ক্রিয়মাণং মদ্ভজনমপি ত্বদত্তমেবেত্যতো নিরুপাধিকপরমহিতকারিণস্তব সহস্র মহাকল্পমভিব্যাপ্যাপি পরিচর্য্যয়া জনা নৈব নিঋণী ভবিতুং শক্নুবন্তীত্যাহ—নৈবেতি। অপচিতিং প্রত্যুপকার-মানৃণ্যমিতি যাবৎ। উপযন্তি ন প্রাপ্নুবন্তি। কবয়ো বিবেকিনঃ ব্রহ্মায়ুষোঽপি ব্রহ্মতুল্যমায়ুঃ প্রাপ্য ভজন্তোঽ-পীত্যর্থঃ। যতস্তবংকৃতমুপকারং স্মরন্তঃ ঋদ্ধমুদঃ উপচিত পরমানন্দাঃ। উপকারমেবাহ—যো ভবান্ বহিরাচার্য্যো মন্ত্রগুরুঃ শিক্ষাগুরুশ্চ তদ্বপুষা স্বমন্ত্র-স্বভক্ত্যুপদেশেনানু-গৃহ্নন্ অন্তশ্চৈত্ত্যোঽন্তর্য্যামী তদ্বপুষা। "দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে।" ইতি তদুক্তেঃ। স্বপ্রাপকবুদ্ধি-বৃত্তীঃ প্রেৰ্য্য স্বভজনং কারয়ন্ স্বগতিং প্রেমবৎপার্ষদত্ব-লক্ষণাং গতিং ব্যনক্তি ॥৬॥

বঙ্গানুবাদ। আচ্ছা, আমার যাঁহারা ভজন করেন আমি তাঁহাদের বাঞ্ছিত সমস্ত পুরুষার্থ প্রদান করি, অতএব সেই সেই দান নিরুপাধিক নহে, কিন্তু সোপাধিক। যদি এই পূর্ব্বপক্ষ হয়, উত্তর—না, এরূপ নহে। তাঁহাদের কৃত আপনার সেই ভজনও আপনারই প্রদত্ত, অতএব নিরুপাধিক পরম হিতকারী আপনার সহস্র মহাকল্প ব্যাপিয়া সেবা করিলেও লোকে নিঋণী হইতে সমর্থ হইবে না, তাই বলিতেছেন। অপচিতি—প্রত্যুপকার

অর্থাৎ আনৃণ্য। উপযন্তি ন—প্রাপ্ত হ'ন না; কবিগণ—বিবেকিগণ, ব্রহ্মায়ুঃ ব্রহ্মার ন্যায় আয়ুঃ পাইয়া। ভজন করিয়াও। যেহেতু আপনার কৃত উপকার স্মরণ করিয়া তাঁহারা ঋদ্ধমোদ অর্থাৎ তাঁহাদের পরম আনন্দ বর্দ্ধিত হয়। উপকার বলিতেছেন—যে আপনি বাহিরে মন্ত্রগুরু, শিক্ষাগুরু, সেই দেহে মন্ত্র ও স্বভক্তির উপদেশদ্বারা অনুগ্রহণশীল, ও অন্তঃ চৈত্য অর্থাৎ অন্তর্য্যামী, সেই দেহে 'আমি সেই বুদ্ধিযোগ দিই, যদ্দ্বারা তাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হ'ন—' গীতায় (১০।১০) এই উক্তি অনুসারে। স্বপ্রাপকবুদ্ধিবৃত্তিসমূহ প্রেরণ করিয়া. নিজভজন করাইয়া স্বগতি অর্থাৎ প্রেমবৎ পার্ষদত্বলক্ষণাগতি প্রকট করেন ॥৬॥

অনুদর্শিনী। ভক্তপ্রবর উদ্ধব বলিলেন—হে প্রভো! আপনি যে আপনার ভজনকারিগণকে তাঁহাদের বাঞ্ছিত সমস্ত পুরুষার্থ প্রদান করেন, উহা কোন হেতু বা উদ্দেশ্যমূলে নহে—অহৈতুকী। কেননা, আপনি নিজলাভপূর্ণ। পুরুষার্থাদি দানের কথাত' দূরে থাকুক, তাঁহারা আপনার যে ভজন করেন, সেই ভজনে প্রবৃত্তিদাতা এবং শিক্ষাদাতা আপনিই। আপনার এই উপকারের প্রত্যুপকার প্রদানের সামর্থ্য ব্রহ্মার ন্যায় আয়ুপ্রাপ্ত ব্যক্তিরও নাই অথবা ভজনকারীর ভজন করিয়াও ঋণশোধ করিবার উপায় নাই, কেননা ভজনকারীকে প্রতিপদেই আপনি নবনবায়মান নিজসেবারসের আস্বাদন প্রদান করিয়া থাকেন।

প্রভো! আপনি জীবের অন্তরে অবস্থান করিলেও জীব বিমুখতাবশতঃ আপনাকে জানিতে পারে না, আপনি কৃপাপূর্ব্বক গুরুরূপে জীবের সম্মুখে উপস্থিত হ'ন এবং অন্তর হইতে সেই জীবকে ঐ গুরুরূপী আপনার শ্রীচরণে প্রপত্তির বুদ্ধিযোগ প্রদান করেন। তখন দীক্ষাগুরুরূপী আপনি, মন্ত্ররূপী আপনাকে প্রদান করিয়া, শিক্ষাগুরুরূপে নিজভক্তির উপদেশদ্বারা ভজনে প্রবৃত্ত করাইয়া, ভজনে সাহায্য করিয়া, ভজনসিদ্ধিতে নিজলোকে নিজ পার্ষদত্ব প্রদান করেন। আপনার এই 'আত্মদান-লীলা' যে ব্যক্তি বিচার করিবে, সে আর কাহারও ভজন করিবে কি?

ভক্তপ্রবর শিব বলিয়াছেন—

"সর্ব্বাত্মা আত্মনে নমঃ।" ভাঃ ৪।২৪।৩৩

অর্থাৎ আপনি সকলের আত্মা, সর্ব্বময় সর্ব্বস্বরূপ। আপনাকে নমস্কার।

'যদি প্রশ্ন কর যে, গুরুদ্বারা বা আমার অন্য ভক্তদ্বারা আমার ভজন হয়, কিন্তু আমাদ্বারা নহে; তদুত্তরে—সর্ব্বস্বরূপ আত্মাকে তুমিই গুরুচৈত্ত্যবাদিরূপ নিজভজন করাইয়া থাক।' শ্রীবিশ্বনাথ।

শ্রীগৌরকৃষ্ণ এই শ্লোকের অর্থে বলিয়াছেন—

কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে।
গুরু-অন্তর্য্যামীরূপে শিখায় আপনে॥
চৈঃ চঃ ম ২২ পঃ।

তদীয় পার্ষদভক্ত শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি প্রভুও বলিয়াছেন—

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥ ঐ আঃ ১প

শ্রীমার্কণ্ডেয় ঋষিও বলিয়াছেন—

"যত্তাপ্যথাপি ভজতামসি ভাববন্ধুঃ॥" ভাঃ ১২।৮।৪০

অর্থাৎ তথাপি আপনি ভজনরত পুরুষগণের আত্মবন্ধু।

"তথাপি আপনি ভজনরত জনগণের সম্বন্ধে প্রেমদ্বারা বন্ধুতুল্য বন্ধু। আপনিই তাঁহাদের প্রাণ বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা নিজভজন করাইয়া থাকেন। পুনরায় তাদৃশ ভজনের প্রত্যুপকারে অসমর্থ হইয়া ঋণী হইয়া তাঁহারই প্রেমবশ হন—এইপ্রকার আপনারঅদ্ভুত কৃপাবৈভব।" শ্রীবিশ্বনাথ ॥৬॥

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যুদ্ধবেনাত্যনুরক্তচেতসা
পৃষ্টো জগৎক্রীড়নকঃ স্বশক্তিভিঃ।
গৃহীতমূর্ত্তিত্রয় ঈশ্বরেশ্বরো
জগাদ সপ্রেমমনোহরস্মিতঃ ॥৭॥

অন্বয়। (ঈশ্বরেশ্বরত্বে হেতুঃ) শ্রীশুক উবাচ—অত্যনুরক্তচেতসা (অনুরক্তং চেতঃ যস্য তেন) উদ্ধবেন ইতি

(পূর্বোক্তরূপং) পৃষ্টঃ (জিজ্ঞাসিতঃ সন্) জগৎ ক্রীড়নকঃ (জগৎ ক্রীড়নকং ক্রীড়োপকরণং যস্য সঃ) স্বশক্তিভিঃ (সত্বাদিভিঃ) গৃহীতমূর্তিত্রয়ঃ (গৃহীতং মূর্তিত্রয়ং যেন সঃ) ঈশ্বরেশ্বরঃ (ঈশ্বরাণাং ব্রহ্মাদীনাং অপি ঈশ্বরঃ নিয়ন্তা শ্রীকৃষ্ণঃ) সপ্রেমমনোহরস্মিতঃ (প্রেমসহিতমনোহরং স্মিতং যস্য সঃ তথা সন্) জগাদ (বক্তুমারেভে) ॥৭॥

অনুবাদ। শ্রীশুকদেব বলিলেন—অনুরক্ত ভক্ত উদ্ধব কর্তৃক এইরূপ পৃষ্ট হইয়া এই নিখিল জগৎ যাঁহার ক্রীড়োপকরণতুল্য, সেই নিজশক্তি-প্রভাবে মূর্তিত্রয়বিশিষ্ট ব্রহ্মাদি ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, মনোহর হাস্য করিতে করিতে প্রীতিসহকারে বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥৭॥

বিশ্বনাথ। স্বশক্তিভিরন্তরঙ্গাতটস্থাবহিরঙ্গাভিরন্তর্যামিরূপেণ জীবরূপেণ দেহরূপেণ জগদেব ক্রীড়নং ক্রীড়াসাধনং যস্য স তেনান্তর্যামিরূপেণোদ্ধবং তথা প্রেরয়ামাস যথা ভাবিকলিযুগবর্তিভক্তজনানন্দহেতুমেব স পপ্রচ্ছেতি ভাবঃ। ক্রীড়নমপি তস্য স্বভক্তিরসবিতরণময়মেবেত্যাহ—গৃহীতেতি। উদ্ধবরূপেণ প্রশ্নকর্তা শ্রীকৃষ্ণরূপেণোত্তরকর্তা দেশকালান্তরবর্তিশুকপরীক্ষিদাদিভক্তরূপেণ প্রশ্নোত্তরামৃতসম্প্রদানঞ্চেতি মূর্তিত্রয়ং গৃহীতং যেন সঃ। ঈদৃশং কৃপাচাতুর্য্যং নান্যস্য সম্ভবেদিত্যাহ—ঈশ্বরাণামপীশ্বরঃ। সপ্রেম প্রেমসহিতং মনোহরং স্মিতং যস্য সঃ ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। অন্তরঙ্গা, তটস্থা, বহিরঙ্গা এই স্বশক্তিসমূহদ্বারা অন্তর্য্যামিরূপে, জীবরূপে, দেহরূপে জগৎ-ক্রীড়নক—জগৎই যাঁহার ক্রীড়ন বা ক্রীড়াসাধন তিনি, সেই অন্তর্য্যামিরূপে উদ্ধবকে এরূপ প্রেরণা দিয়াছিলেন, যাহাতে ভাবিকলিযুগবর্তী ভক্তজনগণের আনন্দহেতুই তিনি (উদ্ধব) জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—এই ভাব। তাঁহার ক্রীড়াও স্বভক্তিরসবিতরণময়, তাই বলিতেছেন—গৃহীত মূর্তিত্রয়—উদ্ধবরূপে প্রশ্নকর্তা, শ্রীকৃষ্ণরূপে উত্তরকর্তা, দেশ-কালান্তরবর্তী শুক-পরীক্ষিৎ আদি ভক্তরূপে প্রশ্নোত্তরের অমৃতসম্প্রদান—এই তিন মূর্তি যিনি গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপ কৃপাচাতুর্য্য অন্য কাহারও সম্ভব হয় না, তাই বলিতেছেন—ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর। যাঁহার সপ্রেম বা প্রেমসহিত মনোহর মৃদু হাস্য ॥ ৭ ॥

অনুদর্শিনী। শ্রীকৃষ্ণই ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর—

"এতে চাংশ-কলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।"

ভাঃ ১।৩।২৮

অর্থাৎ এই সকল অবতারের মধ্যে অনেকেই পুরুষাবতারের অংশ, শক্ত্যাবেশ বিভিন্নাংশ এবং অংশকলা। কৃষ্ণ কিন্তু স্বয়ং ভগবান্।

"ও নমস্তেঽস্তু ভগবন্নারায়ণ বাসুদেবাদিপুরুষ মহাপুরুষ মহানুভাব পরমমঙ্গল পরমকল্যাণ পরমকারুণিক কেবল জগদাধার লোকৈকনাথ সর্বেশ্বর"—ভাঃ ৬।৯।৩০

দেবগণ ভগবানকে স্তবমুখে বলিলেন—তোমাকে নমস্কার, তুমি ভগবান্ নারায়ণ বাসুদেব, আদিপুরুষ মহানুভাব, পরমমঙ্গলস্বরূপ, পরম কল্যাণময়, পরমকারুণিক, কেবল জগদাধার, সর্বলোকের একমাত্র নাথ, সর্বেশ্বর (ইত্যাদি)।

শ্রীভগবানের মূর্তিত্রয়—(১) বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিব—শ্রীধর

সত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতের্গুণা-
স্তৈর্যুক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে।
স্থিত্যাদয়ে হরিবিরিঞ্চিহরেতিসংজ্ঞাঃ
শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্বতনোর্নৃণাং স্যুঃ ॥

ভাঃ ১।২।২৩

সত্ব, রজস্তম এই তিনটী প্রকৃতির গুণ। সেই গুণত্রয়ের অধীশ্বররূপে এক পরমপুরুষ তুরীয় নারায়ণ এই বিশ্বের পালন, উৎপত্তি ও ধ্বংসের নিমিত্ত হরি বিরিঞ্চি ও হর এই ত্রিবিধ নাম ধারণ করেন। তাঁহাদিগের মধ্যে সত্ববিগ্রহ বাসুদেব হইতেই শুভফলের উদয় হয় কিন্তু ব্রহ্মা ও রুদ্র হইতে হয় না।

তিঁহো 'ব্রহ্মা' হঞা সৃষ্টি করিল সৃজন।
'বিষ্ণু'রূপ হঞা করে জগৎ-পালনে।
গুণাতীত বিষ্ণু—স্পর্শ নাহি মায়া-সনে ॥
'রুদ্ররূপ' ধরি করে জগত-সংহার।
সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয় হয় ইচ্ছায় যাঁহার ॥

চৈঃ চঃ ম ২০ পঃ

(২) তদিদং ভগবান্ রাজন্নেক আত্মাত্মনাং স্বদৃক্।
অন্তরোঽনন্তরো ভাতি পশ্য তং মায়য়োরুধা ॥
ভাঃ ১।১৩।৪৮

শ্রীনারদ যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন—অতএব হে রাজন্, এই পরিদৃশ্যমান্ জগৎ বিশ্বপ্রকাশক ভগবৎস্বরূপ। তিনিই আত্মাসমূহের পরমাত্মা। তিনিই অন্তরে ও বাহিরে প্রকাশিত হইতেছেন। মায়াদ্বারা বহুধা তাঁহাকে অবলোকন কর।

'স্বরূপশক্তিদ্বারা জীবসমূহের আত্মা অন্তর্য্যামিরূপে স্বপ্রকাশ, অন্তর অর্থাৎ ভোক্তৃরূপে জীব এবং অনন্তর অর্থাৎ বহির্ভোগ্যরূপে সুখদুঃখাদি। মায়াশক্তিই জীবের কর্ম্মফলানুসারে পুণ্যপাপাদি-কর্ম্ম সৃষ্টি করিয়া জীবের জন্মমৃত্যুর হেতু হয়—৬।১৭।২৩।—ভগবানই শক্তিত্রয়রূপে প্রকাশিত। অতএব এক তাঁহাকেই মায়াশক্তিদ্বারা দেবতির্য্যগাদি দেহরূপে বহুধা অবলোকন কর।'
—শ্রীবিশ্বনাথ।

(৩) অন্তরঙ্গাশক্তিতে অন্তর্য্যামী, তটস্থাশক্তিতে জীব এবং বহিরঙ্গাশক্তিতে দেহরূপে বিরাজিত।

অথবা (১) স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। তিনি সর্ব্বারাধ্য হইয়াও অন্তর্যামিরূপে উদ্ধবের হৃদয়ে প্রশ্ন উঠাইয়া বাহিরে শ্রীগুরুরূপে উত্তরপ্রদানে নিজেই নিজের সেবারসবিস্তারণকারী।

শ্রীভগবানের এই গুণলীলা সুব্যক্ত করিয়াছেন ভক্ত উদ্ধবই—৬ শ্লোকে।

(২) শ্রীউদ্ধব। স্বয়ং শ্রীভগবানই বলিয়াছেন—"নোদ্ধবোঽণ্বপি মন্ন্যূনো"—ভাঃ ৩।৪।৩১। অর্থাৎ উদ্ধব আমা অপেক্ষা কিঞ্চিন্মাত্রও ন্যূন নহেন।

(৩) শ্রীভাগবত।

"পিবত ভাগবতং রসমালয়ম্"। ভাঃ ১।১।৩

রসৈকময় ভাগবত পান কর অথবা রসস্বরূপ এই ফল মোক্ষপর্য্যন্ত পান কর।

"শ্রীভাগবত 'ভজীর' বলিয়া রস ও ভগবৎসম্বন্ধি রস যায়। সেই রস ভগবদ্ভক্তিময়ই। কেননা, ভাগবতশ্রবণের ফলশ্রুতি—শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গেই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শোক-মোহ-ভয়-নাশিনী ভক্তির উদয় হয় (যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং)—(ভাঃ ১।৭।৭)। শ্রীভগবান্ রসময়—"রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি"—তৈঃ ২।৭ অর্থাৎ সেই পরমতত্ত্ব রসময়। সেই রসস্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়া জীব আনন্দলাভ করে"—শ্রীল জীব গোস্বামী।

তাহা ছাড়া—

"কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ।
কলৌ নষ্টদৃশামেষঃ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ ॥"
ভাঃ ১।৩।৪৩

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ লীলা সম্বরণ করিয়া ধর্ম্ম ও তত্ত্বজ্ঞানের সহিত নিজধামে গমন করিলে বর্ত্তমান কলিকালে তত্ত্বদর্শনে অক্ষম অর্থাৎ অজ্ঞানান্ধ লোকদিগকে দিব্য-জ্ঞানালোক প্রদান করিবার জন্য এই শ্রীমদ্ভাগবতরূপ পুরাণ-সূর্য্যের উদয় হইয়াছে।

"কৃষ্ণের সূর্য্যত্ব; মথুরার—উদয়শৈলত্ব; প্রভাসের অস্তাচলত্ব; শিষ্টগণের চক্রবাকত্ব; দুষ্টগণের—নীহারত্ব; পাপসমূহের তমত্ব; এবং ভক্তগণের কমলবনত্ব জ্ঞাপিত হইয়াছে। অতঃপর তৃতীয় স্কন্ধে 'কৃষ্ণসূর্য্য অস্ত হইলে' এই বাক্যে সূর্য্যরূপে স্পষ্ট উক্তি। এই পুরাণার্ক—এই বাক্যে কৃষ্ণসূর্য্য অস্তমিত হইলে এই পুরাণসূর্য্য উদিত—এই বাক্যে সূর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি সূর্য্যই হয়।"—শ্রীবিশ্বনাথ।

ভক্তপ্রবর শ্রীউদ্ধব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে স্পষ্টভাবেই সূর্য্য বলিয়াছেন—

কৃষ্ণদ্যুমণি নিম্লোচে গীর্ণেষ্বজগরেণ হ।
কিং নু নঃ কুশলং ব্রূয়াং গতশ্রীষু গৃহেষ্বহম্ ॥
ভাঃ ৩।২।৭

অর্থাৎ কৃষ্ণসূর্য্য অস্তমিত হওয়ায় আমাদিগের গৃহ সকল কালরূপ মহাসর্পদ্বারা গ্রস্ত হইয়াছে। এমতাবস্থায় (হে বিদুর!) তোমার জিজ্ঞাসিত বন্ধুবর্গের কুশল আর কি বলিব ?

"কৃষ্ণই দ্যুমণি অর্থাৎ সূর্য্য—তাহার অস্ত হইলে।

"যেরূপ জ্যোতিশ্চক্রেস্থিত অশ্ব-রথ-সারথ্যাদি পরিকর-বিশিষ্ট সূর্য্যের যে বর্ষে অস্ত দেখা যায়, তদন্য বর্ষে যেরূপ তাহার উদয়, পূর্ব্বাহ্ণ মধ্যাহ্নাদি দৃষ্ট হয়, তদ্রূপই গোকুল-মথুরা-দ্বারকায় সপরিকর কৃষ্ণের তত্তল্লীলামৃত-বঞ্চিত জগজ্জন-সম্বন্ধে যে ব্রহ্মাণ্ডে অন্তর্দ্ধান দৃষ্ট হয়, সেইকালেই অন্তব্রহ্মাণ্ডসমূহে জন্মোৎসব-রাসোৎসব-কংসবধ-রুক্মিণ্যাদি-পরিণয় উৎসবাদি লীলাসমূহ দেখা যায়। জ্যোতিশ্চক্রে সূর্য্যের উদয় পূর্ব্বাহ্ণাদি প্রতীয়মান হইলেও ঐ সকল অবাস্তব; কৃষ্ণের জন্মাদিলীলাসমূহ কিন্তু সেই সেই ব্রহ্মাণ্ডে নিত্যত্বহেতু বাস্তবই—ইহাই বিশেষ। "তত্ত কর্ম্মাণ্যদারাণি—স্বৈরমাশ্বরভাত্মমায়য়া।"—(ভাঃ ১১।১।১৭-১৮ শ্লোঃ দ্রষ্টব্য।)- যে বর্ষে সূর্য্য অস্ত হয়, সেই বর্ষ যেরূপ অন্ধকারদ্বারা গ্রস্ত হইলে কমলসমূহ ম্লান হয়, চক্রবাক-সমূহ বিলাপ করে, চৌর-দস্যু-রাক্ষস-প্রেতাদি আনন্দিত হয়; সেইরূপই শ্রীকৃষ্ণান্তর্দ্ধান-সম্বন্ধিনি ব্রহ্মাণ্ডে দুঃখরূপ অজগর দ্বারা গ্রস্ত হইলে সাধুগণ ম্লান হন, কৃষ্ণানুরাগিগণ বিলাপ করেন, ধর্ম্মসেতুসমূহ ভগ্ন হয়, ভগবদ্বহির্ম্মুখ অধার্ম্মিকগণ আনন্দিত হয়—উদ্ধব-কথিত গীর্ণ ইত্যাদিদ্বারা সূচিত হইতেছে।"—শ্রীবিশ্বনাথ।

ইদং ভাগবতং নাম যন্মে ভগবতোদিতম্।
সংগ্রহোঽয়ং বিভূতীনাং ত্বমেতদ্বিপুলী কুরু॥
ভাঃ ২।৭।৫১

শ্রীব্রহ্মা নারদকে বলিলেন—শ্রীভগবান্ স্বয়ং আমাকে যাহা উপদেশ করিয়াছেন, এই সেই ভাগবত। ইহা বিভূতিসকলের সংগ্রহরূপ। তুমি ইহা সর্ব্বত্র বিস্তারিত-রূপে প্রচার কর।

"ইহাকে কেবল শাস্ত্রত্বেই মনন করিতে হইবে না, কিন্তু বিভূতিসমূহের সংগ্রহ। শ্রীভগবদ্গীতাদিতে বিভূতি-শব্দে অংশ-কলাবতারসমূহেরও উক্তিহেতু সাক্ষাৎ ভগবানই এই শাস্ত্রস্বরূপে বিরাজ করিতেছেন।"
—শ্রীবিশ্বনাথ

অতএব শ্রীমদ্ভাগবত অভিন্ন শ্রীকৃষ্ণই।

শ্রীগৌরকৃষ্ণও বলিয়াছেন—"গ্রন্থরূপে ভাগবত কৃষ্ণ অবতার"

এই তিন মূর্ত্তিই অভিন্ন—

"মুঞি, মোর দাস, আর গ্রন্থ-ভাগবতে।
যার ভেদ আছে, তার নাশ ভালমতে॥"
চৈঃ ভাঃ ম ২১অঃ

অতএব তিন মূর্ত্তিতে লীলাকারী ভগবানের নিজ-কৃপা-চাতুর্য্যের স্মরণে নিজতত্ত্বাভিজ্ঞ উদ্ধবকে বক্ষ্যমাণ বাক্যসমূহ বলিবার সময় সপ্রেম-দৃষ্টিতে হাস্যের কারণ॥৭॥

শ্রীভগবানুবাচ

হন্ত তে কথয়িষ্যামি মম ধর্ম্মান্ সুমঙ্গলান্।
যান্ শ্রদ্ধয়াচরন্ মর্ত্ত্যো মৃত্যুং জয়তি দুর্জ্জয়ম্॥৮॥

অন্বয়। শ্রীভগবান্ উবাচ—হন্ত (ভো উদ্ধব!) মর্ত্ত্যঃ (মরণশীলঃ মনুষ্যঃ) যান্ (ধর্ম্মান্) শ্রদ্ধয়া আচরন্ (অনুতিষ্ঠন্) দুর্জ্জয়ং মৃত্যুং (সংসারম্ অপি) জয়তি সুমঙ্গলান্ (সুখরূপান্ তান্) মম ধর্ম্মান্ তে (তুভ্যং) কথয়িষ্যামি॥৮॥

অনুবাদ। শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে উদ্ধব! মরণ-শীল মনুষ্যগণ শ্রদ্ধাসহকারে যে ধর্ম্মের আচরণ করিলে অতি দুর্জ্জয় মৃত্যুকেও জয় করিতে সমর্থ হয়, সেই সুমঙ্গল আমার ধর্ম্মসকল তোমাকে উপদেশ করিতেছি॥৮॥

বিশ্বনাথ। হন্তেতি হর্ষেঽনুকম্পায়াং বা। মম ধর্ম্মান্ ভক্তিজ্ঞানলক্ষণান্ সুকরত্বেন দর্শ্যমানত্বাৎ সুমঙ্গলান্॥৮॥

বঙ্গানুবাদ। হন্ত—আহা, হর্ষে বা দুঃখে। আমার ভক্তিজ্ঞান লক্ষণ, সুমঙ্গল সুকর বা সহজরূপে দেখা যায় বলিয়া এমন ধর্ম্ম॥৮॥

অনুদর্শিনী। শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে উদ্ধব, তোমার প্রশ্ন অনুসারে আমি সহজরূপে দেখা যায় এমন আমার ভক্তিজ্ঞানলক্ষণ ধর্ম্মের কথা বলিব। যোগাদি দ্বারা মৃত্যু দুর্জ্জয়॥৮॥

কুর্য্যাৎ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি মদর্থং শনকৈঃ স্মরন্।
ময্যর্পিতমনশ্চিত্তো মদ্ধর্ম্মাত্মমনোরতিঃ॥৯॥

অন্বয়। (ধর্ম্মানেবাহ) শনকৈঃ (অসংভ্রমতঃ) ময়ি অর্পিতমনশ্চিত্তঃ (ময়ি অর্পিতে মনশ্চিত্তে যস্য

বিক্রয়ানুসন্ধানাত্মকে যেন সঃ অতএব) মদ্ধর্ম্মাত্মমনোরতিঃ (মদ্ধর্ম্মেষেব আত্মমনসো রতির্যস্য সঃ) স্মরণ্ (মাং সততমনুচিন্তয়ন্) মদর্থং সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি কুর্য্যাৎ ॥৯॥

অনুবাদ। সুশান্তভাবে ও মৃদুভাবে আমাতে মনোবৃত্তি অর্পণপূর্ব্বক মদীয় ধর্ম্মে রত হইয়া অনবরত আমার অনুধ্যান করিতে করিতে আমার নিমিত্তই যথা-সাধ্য বর্ণাশ্রমবিহিত যাবতীয় কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে ॥৯॥

বিশ্বনাথ। তত্র কেবলাং প্রধানীভূতাঞ্চ ভক্তিং তন্ত্রেণৈবোপদিশতি—কুর্য্যাদিতি। তত্র প্রথমে পক্ষে সর্ব্বাণি ব্যবহারিকাণি কর্ম্মাণি দন্তধাবনাদীনি পারমার্থি-কানি শ্রবণকীর্ত্তনাদীনি চ। দ্বিতীয় পক্ষে কর্ম্মাণি বর্ণাশ্রমবিহিতান্যপীতি শেষঃ। ময্যেবার্পিতং মনো-যৈস্তেষ্বেব চিত্তং যস্য সঃ কৃতমদ্ভক্তাসক্তিক ইত্যর্থঃ। মদ্ধর্ম্মে ভক্তাবেব স্বমনসো রতির্যস্য সঃ ॥৯॥

বঙ্গানুবাদ। তন্ত্র দ্বারা কেবলা ও প্রধানীভূতা ভক্তি উপদেশ করিতেছেন। প্রথম পক্ষে সমস্ত দন্ত-ধাবনাদি ব্যবহারিক কর্ম্ম ও শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি পারমার্থিক কর্ম্ম। দ্বিতীয় পক্ষে—বর্ণাশ্রমবিহিত কর্ম্ম, ইহা উহ্য। মর্য্যর্পিতমনশ্চিত্ত—আমাতে যাঁহারা মন অর্পণ করিয়াছেন তাঁহাদিগে যাঁহার চিত্ত অর্থাৎ যিনি আমার ভক্তে আসক্তি করিয়াছেন—এই অর্থ। মদ্ধর্ম্মাত্মমনোরতি—আমার ধর্ম্মে অর্থাৎ ভক্তিতেই যাঁহার মনের রতি ॥৯॥

অনুদর্শিনী। শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে ভক্তি-জ্ঞান-লক্ষণ ধর্ম্মের উপদেশ দিতে প্রথমে 'ভক্তিসার'রূপে তিনটী শ্লোকে সবিস্তার বলিতেছেন—

(১) কেবলা-ভক্তিতে—দন্তধাবনাদি ব্যবহারিক কর্ম্ম, শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি পারমার্থিক কর্ম্ম।

(২) প্রধানীভূতা ভক্তিতে বর্ণাশ্রম বিহিত কর্ম্ম ও অন্য ব্যবহারিক কর্ম্ম। উভয়বিধ ভক্তিতে সকল কর্ম্ম আমাতে অর্পণ করিয়া অনুষ্ঠানই আমাতে প্রীতি—আমাতে ও আমার ভক্তে আসক্তি—আমাতে চিত্ত সমর্পণ এবং আমার ভক্তিতে রতিই মদ্ধর্ম্ম "ধর্ম্মোমদ্ভক্তিকৃৎ"—

ভাঃ ১১।১৯।২৭॥৯॥

দেশান্ পুণ্যানাশ্রয়েত মদ্ভক্তৈঃ সাধুভিঃ শ্রিতান্।
দেবাসুরমনুষ্যেষু মদ্ভক্তাচরিতানি চ ॥১০॥

অন্বয়। সাধুভিঃ মদ্ভক্তৈঃ শ্রিতান্ (আশ্রিতান্) পুণ্যান্ দেশান্ (দ্বারকাদীন্ তথা) দেবাসুরমনুষ্যেষু (মধ্যে) মদ্ভক্তাচরিতানি চ (যে মদ্ভক্তাস্তেষামাচরিতানি কর্ম্মাণি চ) আশ্রয়েৎ (অনুসরেৎ) ॥১০॥

অনুবাদ। মদীয় ভক্ত সাধুগণ কর্ত্তৃক আশ্রিত পুণ্যদেশসমূহ আশ্রয় করিবে এবং দেব, অসুর ও মনুষ্য মধ্যে যাহারা আমার ভক্ত তাঁহাদের আচরণ অনুসরণ করিবে ॥১০॥

বিশ্বনাথ। কেবলামপি বৈধীং রাগানুগাঞ্চ তন্ত্রে-নাহ—দেশান্ দ্বারকাদীন্ আশ্রয়েদাবসেৎ। দেবাদিষু যে মদ্ভক্তা নারদ প্রহ্লাদাম্বরীষাদয়স্তেষামাচরিতান্যাচারান্ আশ্রয়েত অনুসরেদিতি বৈধী ভক্তিঃ। দেশান্ গোকুল-বৃন্দাবনগোবর্দ্ধনাদীন চন্দ্রকান্তি বৃন্দাগোপীকাদিনামাচারা-ননুসরেদিতি রাগানুগা চ দর্শিতা ॥১০॥

বঙ্গানুবাদ। কেবলা ভক্তি ও বৈধী ও রাগানুগা তন্ত্রদ্বারা বলিতেছেন, দেশ—দ্বারকাদিকে আশ্রয় করিবে অর্থাৎ তথায় বাস করিবে; দেবাদি মধ্যে মদ্ভক্তাচরিত—যাহারা আমার ভক্ত, যেমন নারদ, প্রহ্লাদ, অম্বরীষাদি; তাঁহাদিগের ন্যায় আচরিত আচার আশ্রয় বা অনুসরণ করিবে—ইহা বৈধী ভক্তি। দেশ—গোকুল-গোবর্দ্ধন-বৃন্দাবনাদি ও চন্দ্রকান্তি বৃন্দাগোপিকাদির আচার অনুসরণ করিবে—এই রাগানুগা ভক্তিও প্রদর্শিত হইয়াছে ॥১০॥

অনুদর্শিনী। কেবলাভক্তি দ্বিবিধা—(১) বৈধী ভক্তি—

সুরর্ষে বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া।
সৈবভক্তিরিতি প্রোক্তা তয়া ভক্তি পরাভবেৎ ॥

(ভঃ রঃ সি ধৃত পঞ্চরাত্রবাক্য)

হে দেবর্ষে, হরিকে উদ্দেশ করিয়া শাস্ত্রে যে ক্রিয়া বিহিত হইয়াছে, সাধুগণ তাহাকেই বৈধী ভক্তি বলেন, এই বৈধী ভক্তি যাজন করিতে করিতে প্রেমভক্তি লাভ হয়।

রাগহীন জন ভজে শাস্ত্রের আজ্ঞায়।
'বৈধী ভক্তি' বলি' তারে সর্ব্বশাস্ত্রে গায়॥ চৈঃচঃমঃ২২প

বৈধী ভক্তির চতুঃষষ্টি সাধনাঙ্গের কথা—ঐ দ্রষ্টব্য। তন্মধ্যে—

সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত শ্রবণ।
মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥
সকল সাধন শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চঅঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্পসঙ্গ॥ ঐ

দেবগণের মধ্যে ভক্ত—শ্রীনারদ, অসুরগণের মধ্যে ভক্ত—প্রহ্লাদ এবং নরগণের মধ্যে ভক্ত—অম্বরীষ।

"যথোত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ"—ভাঃ ৯।৪।২০

অর্থাৎ যাঁহারা উত্তমঃশ্লোক ভগবানের ভক্ত, তাঁহারা যাদৃশী রতি লাভ করিয়াছেন।—সেই আচরণ অনুসরণীয়।

(২) রাগানুগাভক্তি—

রাগাত্মিকা ভক্তি মুখ্যা ব্রজবাসী জনে।
তার অনুগত ভক্তির 'রাগানুগা' নামে॥ ঐ

ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।
তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা॥
ভঃ রঃ সিঃ

অর্থ পূর্ব্বে ১১।৮।৪০ শ্লোঃ দ্রষ্টব্য

তত্তদ্ভাবাদিমাধুর্য্যে শ্রুতে ধীর্যদপেক্ষতে।
নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তিলক্ষণম্॥ ভঃ রঃ সিঃ

অর্থাৎ ব্রজবাসিদিগের ভাবাদি মাধুর্য্যশ্রবণে বুদ্ধি যে লোভকে অপেক্ষা করে, তাহাই রাগানুগা-ভক্তির অধিকার দেয়। শাস্ত্র বা যুক্তি সেই লোভের উৎপত্তি-লক্ষণ নয়।

লোভে ব্রজবাসীর ভাবে করে অনুগতি।
শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি॥
চৈঃ চঃ মঃ ২২ পঃ ॥১০॥

— — —

পৃথক্ সত্রেণ বা মহ্যং পর্ব্বযাত্রামহোৎসবান্।
কারয়েদ্গীতনৃত্যাদ্যৈর্মহারাজবিভূতিভিঃ॥১১॥

অন্বয়। পৃথক্ (স্বয়ং একাকী) সত্রেণ (সম্ভূয় বা) মহারাজবিভূতিভিঃ (উৎকৃষ্টোপচারৈঃ) গীতনৃত্যাদ্যৈঃ মহ্যং (মৎপ্রীত্যর্থং) পর্ব্বযাত্রামহোৎসবান্ (পর্ব্বসু একাদশ্যাদিষু যাত্রা বহুজনসমাগমঃ তত্র চ মহোৎসবান্) কারয়েৎ (সম্পাদয়েৎ) ॥১১॥

অনুবাদ। একাকী বা অন্যের সহিত মিলিত হইয়া মহারাজোচিত উপচারের সংগ্রহে গীত, নৃত্য ও বাদ্যাদির অনুষ্ঠানে একাদশ্যাদি পর্ব্বোপলক্ষে আমার প্রীতির নিমিত্ত যাত্রা-মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিবে॥১১॥

বিশ্বনাথ। উক্তেষু ভক্তিভেদেষু সাধারণং ধর্ম্মমাহ-পৃথগিতি॥১১॥

বঙ্গানুবাদ। উক্ত ভক্তিভেদে সাধারণধর্ম্ম বলিতেছেন॥১১॥

— — —

মামেব সর্ব্বভূতেষু বহিরন্তরপাবৃতম্।
ঈক্ষেতাত্মনি চাত্মানং যথা খমমলাশয়ঃ॥১২॥

অন্বয়। অমলাশয়ঃ (নির্ম্মলচিত্তঃ সন্) সর্ব্বভূতেষু আত্মনি চ (স্থিতং) বহিঃ অন্তঃ (পূর্ণং) যথা খং (আকাশমিবাসঙ্গত্বাৎ) অপাবৃতং (অনাবরণম্) আত্মানং (ঈশ্বরং) মাম্ এব ঈক্ষেত (পশ্যেৎ)॥ ১২॥

অনুবাদ। নির্ম্মলচিত্ত হইয়া সকল ভূতের অন্তরে বাহিরে ও আত্মাতে আকাশের ন্যায় অসঙ্গ ও অনাবৃত পূর্ণ পরমেশ্বর আমাকেই দর্শন করিবে॥ ১২॥

বিশ্বনাথ। ভক্ত্যাশ্রিতানাং কৃত্যমুক্ত্বা জ্ঞানাশ্রিতানাং কৃত্যমাহ,—মামেবেত্যষ্টভিঃ। অপাবৃতমাবরণশূন্যং পূর্ণমীক্ষেত। জ্ঞানমাশ্রিত ইত্যুত্তরশ্লোকস্থস্য কর্ত্তৃপদস্যানুষঙ্গঃ। আত্মনি স্বস্মিংশ্চাত্মানমন্তর্যামিণং যথা খং আকাশমিবালিপ্তম্॥ ১২॥

বঙ্গানুবাদ। ভক্তির আশ্রিতগণের কৃত্য বলিয়া জ্ঞানাশ্রিতগণের কৃত্য আটটী শ্লোকে বলিতেছেন। অপাবৃত—আবরণশূন্য পূর্ণদর্শন করিবে। 'জ্ঞানমাশ্রিত' এই পরবর্ত্তী শ্লোকস্থ কর্ত্তৃপদের অনুষঙ্গ। আত্মায় অর্থাৎ নিজে আত্মাকে অন্তর্যামীকে যেরূপ খ বা আকাশের ন্যায় অলিপ্ত॥ ১২॥

অনুদর্শিনী। আটটী শ্লোকে জ্ঞানসার বলিতেছেন॥ ১২॥

ইতি সর্ব্বাণি ভূতানি মদ্ভাবেন মহাদ্যুতে।
সভাজয়ন্ মন্যমানো জ্ঞানং কেবলমাশ্রিতঃ॥
ব্রাহ্মণে পুক্কসে স্তেনে ব্রহ্মণ্যেঽর্কে স্ফুলিঙ্গকে।
অক্রূরে ক্রূরকে চৈব সমদৃক্ পণ্ডিতো মতঃ॥১৩-১৪॥

অন্বয়। (হে) মহাদ্যুতে! (অতিপ্রাজ্ঞ উদ্ধব!) ইতি (অনেন প্রকারেণ) কেবলং জ্ঞানং (জ্ঞানরূপাং দৃষ্টিম্) আশ্রিতঃ (সন্) সর্ব্বাণি ভূতানি মদ্ভাবেন মন্যমানঃ সভাজয়ন্ (পূজয়ন্) ব্রাহ্মণে পুক্কসে (অন্ত্যজ-জাতি-বিশেষে) স্তেনে (ব্রহ্মস্বহারিণি) ব্রহ্মণ্যে (ব্রাহ্মণেভ্যো দাতরি) অর্কে (সূর্য্যে) স্ফুলিঙ্গকে অক্রূরে (শান্তে) ক্রূরকে চ এব সমদৃক্ সমদর্শী যঃ স এব পণ্ডিতঃ মতঃ॥ ১৩-১৪॥

অনুবাদ। হে অতিপ্রাজ্ঞ উদ্ধব! যিনি এইরূপে কেবল জ্ঞানরূপ দৃষ্টি আশ্রয় পূর্ব্বক সর্ব্বভূতে মদীয় শ্রীকৃষ্ণ-রূপের অস্তিত্ব-ভাব মননরূপ উপাসনা দ্বারা ধারণা করিয়া ব্রাহ্মণে, চণ্ডালে, ব্রহ্মস্বাপহারীতে, ব্রাহ্মণোদ্দেশে দানকর্ত্তাতে, সূর্য্যে, অগ্নিস্ফুলিঙ্গে, শান্তচিত্তে ও ক্রূর-ব্যক্তিপ্রভৃতিতে সর্ব্বত্র সমদর্শী ব্যক্তিই পণ্ডিত নামে অভিহিত হন॥ ১৩-১৪॥

বিশ্বনাথ। মদ্ভাবেন ব্রহ্মৈবেতি ভাবনয়া সভাজয়ন্ সম্মানয়ন্ মন্যমানঃ মননঞ্চ কুর্ব্বন্ জ্ঞানমাশ্রিতঃ জ্ঞানীত্যর্থঃ। পণ্ডিতো মত ইত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। অত্র কেবলমিত্যাশ্রয়ণ-ক্রিয়াবিশেষণং নতু জ্ঞানস্য ভক্তিরহিতস্য কেবলজ্ঞানস্য বিগীতত্বাৎ। যদ্বা কেবলং জ্ঞানং অদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম আশ্রিতঃ। হে মহাদ্যুতে, ইতি ত্বন্তু ভক্ত্যৈব কেবলয়া সর্ব্বতোঽপ্যাধিক্যেন দ্যোতয়সে ইত্যন্বয়ঃ। ব্রাহ্মণে পুক্কসে ইতি জাতিতো বৈষম্যেঽপি। স্তেনে ব্রহ্মস্বহারিণি ব্রহ্মণ্যে দানাদিনা ব্রাহ্মণভক্তে ইতি কর্ম্মতঃ। অর্কে স্ফুলিঙ্গকে ইতি প্রমাণতঃ। অক্রূরে ক্রূরে চেতি গুণতো বৈষম্যেঽপি সমদৃক্ সমং মামেব ব্রহ্ম একরূপং সর্ব্বত্র পশ্যন্ পণ্ডিতো জ্ঞানী জাত্যাদিতো বিষমং পশ্যংস্ত্বজ্ঞানীত্যর্থঃ॥ ১৩-১৪॥

বঙ্গানুবাদ। মদ্ভাব—ব্রহ্ম এই ভাবনা দ্বারা সভাজন— সম্মান করিয়া, মন্যমান মনন করিয়া, জ্ঞানাশ্রিত অর্থাৎ জ্ঞানী, পণ্ডিত বলিয়া সম্মত—এই পরের সহিত অন্বয়। এস্থলে কেবল—আশ্রয় কার্য্যের ক্রিয়াবিশেষণ, ভক্তিরহিত জ্ঞানের নহে, যেহেতু কেবল-জ্ঞান বিগীত হইয়াছে। অথবা কেবল-জ্ঞান অর্থাৎ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম আশ্রিত। হে মহাদ্যুতে—কিন্তু তুমি কেবলা ভক্তিদ্বারাই সর্ব্বাপেক্ষাও অধিক দীপ্তিশালী, এই অন্বয়। ব্রাহ্মণ পুক্কসে (অন্ত্যজ)— জাতিতে বৈষম্য থাকিলেও। স্তেন —ব্রহ্মস্বহারী, ব্রহ্মণ্য—দানাদিদ্বারা ব্রাহ্মণ ভক্ত—কর্ম্মে বৈষম্য। অর্ক—সূর্য্য, স্ফুলিঙ্গক—ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ, পরিমাণে বৈষম্য। অক্রুর, ক্রুর—গুণে বৈষম্য থাকিলেও সমদৃক্— সম অর্থাৎ একরূপ ব্রহ্ম আমাকে সর্ব্বত্র দর্শনশীল পণ্ডিত, জাতি প্রভৃতিতে যে বিষম দর্শন করে সে অজ্ঞানী, এই অর্থ॥ ১৩-১৪॥

অনুদর্শিনী। ভক্তিমিশ্র জ্ঞানিগণের সম্বন্ধে বলিতেছেন যে—মদ্ভাবনা দ্বারা সকল জীবকে সম্মান দিবে। ভগবান্ শ্রীকপিলাবতারেও বলিয়াছেন—

মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্বহুমানয়ন্।
ঈশ্বরো জীবকলয়া প্রবিষ্টো ভগবানিতি॥
ভাঃ ৩।২৯।৩৪

অর্থাৎ ভগবান্ অন্তর্য্যামিরূপে ভূতগণের মধ্যে অবস্থিত আছেন, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া বহু-সম্মান-পুরঃসর সকল ভূতকে মানসে প্রণাম করিবে।

"সর্ব্বজীবে কৃষ্ণের অধিষ্ঠান—এই জ্ঞানে জীবকে আদর ও পরিচর্য্যাদি করা কর্ত্তব্য। ভগবৎ-সম্বন্ধী বস্তু-জ্ঞানে সকল জীবকেই সম্মানাদি দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু তাই বলিয়া কেবলমাত্র ভূত-সম্মাননায় মুখ্য ভগবদ্ভক্তি সাধিত হয়, ভগবৎপূজার আবশ্যকতা নাই— তাহা নহে। স্বতন্ত্রভাবে জীবোপাসনা অত্যন্ত হেয়।"— শ্রীল জীবগোস্বামী।

ভক্তিরহিত কেবল-জ্ঞান বিগীত—

শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥ ভাঃ ১০।১৪।৪

ভক্তিই প্রকৃতপক্ষে জীবাত্মার দীপ্তি। কেবলা-ভক্তিমান্ উদ্ধব এত সুন্দর যে পরমসুন্দর সর্ব্বাকর্ষক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার শোভায় আকৃষ্ট—এই জন্যই ভক্ত ভগবানের নয়নানন্দপ্রদাতা।

জীবসমূহে জাতিগত, কর্ম্মগত, পরিমাণগত, এবং গুণগত পরস্পর ভেদ থাকিলেও সকল জীবের অন্তরে অন্তর্যামী ভগবান্ পর্জ্জন্যবৎ সম বলিয়া পণ্ডিতগণ বাহ্য-দর্শন-রহিতহেতু সমদৃষ্টি-যুক্ত—

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥ গীঃ ৫।১৮

যাহারা বাহ্যজাতি প্রভৃতি মায়িক ভেদ বা বিষমদর্শী তাহারা অজ্ঞানী॥ ১৩-১৪॥

———

নরেষ্বভীক্ষ্ণং মদ্ভাবং পুংসো ভাবয়তোঽচিরাৎ।
স্পর্দ্ধাসূয়াতিরস্কারাঃ সাহঙ্কারা বিয়ন্তি হি॥১৫॥

অন্বয়। নরেষু (সমোত্তমহীনেষু) অভীক্ষ্ণং (নিরন্তরং) মদ্ভাবং (মদবস্থানং) ভাবয়তঃ পুংসঃ সাহঙ্কারাঃ (অহঙ্কারেণ সহ বর্ত্তমানাঃ) স্পর্দ্ধাসূয়াতিরস্কারাঃ (সমেষু স্পর্দ্ধা, উত্তমেষু অসূয়া, হীনেষু তিরস্কারশ্চ) অচিরাৎ হি (নিশ্চিতং) বিয়ন্তি (নশ্যন্তি)॥১৫॥

অনুবাদ। সম, উত্তম ও হীনব্যক্তিতে নিরন্তর মদ্ভাব অর্থাৎ আমার অবস্থিতি ভাবনাকারী পুরুষের অহঙ্কারের সহিত স্পর্দ্ধা, অসূয়া ও তিরস্কার অচিরেই বিনষ্ট হইয়া যায়॥১৫॥

বিশ্বনাথ। স্পর্দ্ধাদিদোষাপগমার্থমপি সর্ব্বত্র মদ্দৃষ্টিঃ কর্ত্তব্যেত্যাহ—নরেষ্বিতি। স্বতুল্যে স্পর্দ্ধা স্বতোঽধিকেঽসূয়া স্বতো ন্যূনে তিরস্কারঃ খলু স্যাৎ। যদি সর্ব্বত্রৈব মাং পশ্যেত্তদা ময়া সহ কথং স্পর্দ্ধাদয়ঃ সম্ভবেয়ুরিতি ভাবঃ। সাহঙ্কারা ইতি স্বস্মিন্নপি ব্রহ্মদর্শনাৎ কুত্রাহঙ্কারঃ প্রসজ্জেতিতি ভাবঃ। বিয়ন্তি নশ্যন্তি॥১৫॥

বঙ্গানুবাদ। স্পর্দ্ধাদিদোষ অপগমনিমিত্তও সর্ব্বত্র আমার দৃষ্টি কর্ত্তব্য। নিজের সমান ব্যক্তির সহিত স্পর্দ্ধা, আপনা হইতে অধিক বা উত্তমজনে অসূয়া, আর আপনা হইতে ন্যূন বা হীনজনে তিরস্কার হইয়া থাকে। যদি সর্ব্বত্রই আমাকে দেখিতে পায়, তাহা হইলে আমার সহিত কিরূপে স্পর্দ্ধাদির সম্ভাবনা হইবে? এই ভাব। সাহঙ্কার—আপনাতে ব্রহ্ম দর্শনহেতু কোথায় অহঙ্কার প্রসক্ত হইবে? এই ভাব। বিয়ন্তি—নাশপ্রাপ্ত হয়॥ ১৫॥

অনুদর্শিনী। যাঁহারা আপনাতে ব্রহ্ম-দর্শন করেন, তাঁহারা সর্ব্বজীব-হৃদয়ে নিজ প্রভুকে দর্শন করেন। সুতরাং আপনার সম অথবা আপনা হইতে উত্তম ও হীন দর্শনে অন্য জীবের সহিত স্পর্দ্ধা, অসূয়া ও তিরস্কারাদি ব্যবহার করিতে পারেন না। সমের সহিত মিত্রতা, উত্তমকে সম্মান এবং হীনকে দয়া বা আদর করিলে স্পর্দ্ধাদিদোষ নাশপ্রাপ্ত হয়। অতএব—

অথ মাং সর্ব্বভূতেষু ভূতাত্মানং কৃতালয়ম্।
অর্হয়েদ্দানমানাভ্যাং মৈত্র্যাভিন্নেন চক্ষুষা॥

ভাঃ ৩।২৯।২৭

শ্রীকপিলদেব বলিলেন—অতএব আমাকে সর্ব্বভূতে অবস্থিত ও সর্ব্বান্তর্যামী জানিয়া সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি-সম্পন্ন হইবে, সকলের সহিত মিত্রতা করিবে ও সকলকেই দান ও মান প্রভৃতি দ্বারা যথাযোগ্য সম্মান করিবে

'সবার সম্মান ভাগবত-ধর্ম্ম হয়।'

চৈঃ ভাঃ মঃ ১০ অঃ।

'জীবে সম্মান দিবে জানি' কৃষ্ণ অধিষ্ঠান।'

চৈঃ চঃ অঃ ২০ পঃ॥ ১৫॥

বিসৃজ্য স্ময়মানান্ স্বান্ দৃশং ব্রীড়াঞ্চ দৈহিকীম্।
প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভূমাবাশ্বচাণ্ডালগোখরম্॥ ১৬॥

অন্বয়। স্ময়মানান্ (অহো মহানপ্যয়ম্ অতিনীচম্ প্রণমতীতি হসতঃ) স্বান্ (সখীন্ তথা) দৈহিকীং দৃশং (অহমুত্তমঃ অয়ং নীচঃ কথং মে নমস্য ইতি দৃষ্টিং তথা) ব্রীড়াং (লজ্জাঞ্চ) বিসৃজ্য (পরিত্যজ্য) আশ্বচাণ্ডাল-গোখরং (শ্বচাণ্ডালগোখরান্ অভিব্যাপ্য) দণ্ডবৎ ভূমৌ প্রণমেৎ॥ ১৬॥

অনুবাদ। বন্ধুবর্গের উপহাস, স্বীয় উত্তমত্ব-দৃষ্টি ও লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া পরমেশ্বর সর্ব্বভূতেই আছেন, এই বুদ্ধিতে কুক্কুর, চণ্ডাল, গো ও গর্দ্দভ পর্য্যন্ত যাবতীয় জীবকে ভূমিতে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া প্রণাম করিবে ॥১৬॥

বিশ্বনাথ। সর্ব্বত্রৈব মদ্ভাবঃ স্বাভাবিক এব যো ভবেত্তস্য সাধনমাহ,—বিসৃজ্যেতি। স্ময়মানান্ অহো মহানপ্যয়মতিনীচং প্রণমতীতি হসতঃ। স্বান্ সখীন্ তথা দৈহিকীং দৃশঃ অহমুত্তমঃ অয়ন্তু নীচঃ কথং মে নমস্য ইতি দৃষ্টিং তয়া দৃশা যা ব্রীড়া লজ্জা তাং বিসৃজ্য শ্বচাণ্ডালাদীনভিব্যাপ্য অন্তর্যামীশ্বরদৃষ্ট্যা প্রণমেৎ ॥ ১৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। সর্ব্বত্রই আমার ভাবযুক্ত স্বভাবতঃ যিনি হইবেন, তাঁহার সাধন বলিতেছেন। স্ময়মান—অহো, ইনি মহান্ হইয়াও অতি নীচকে প্রণাম করেন—এই বলিয়া যাহারা হাস্য করে, স্ব অর্থাৎ সখাগণ, আর দৈহিক দৃষ্টি অর্থাৎ আমি উত্তম, এ কিন্তু নীচ, কিরূপে আমার নমস্য এই দৃষ্টি, সেই দৃষ্টি দ্বারা যে ব্রীড়া—লজ্জা তাহাকে বিসর্জ্জন দিয়া আশ্বচণ্ডালগোখর—শ্বচণ্ডালাদিকেও ব্যাপিয়া অন্তর্যামী ঈশ্বর-দৃষ্টি সহকারে প্রণাম করিবে ॥ ১৬ ॥

অনুদর্শিনী। সর্ব্বত্র ভগবদ্ভাব-দর্শনকারী ব্যক্তি অপরের নিন্দা ও পরিহাস উপেক্ষা করিয়া এবং নিজের শ্রেষ্ঠত্বাভিমানরূপ লজ্জাকে বিসর্জ্জন করিয়া সর্ব্বজীবের অন্তরে অবস্থিত অন্তর্যামীর প্রতি লক্ষ্য করিবেন। এবং আমার প্রভুর মন্দির জ্ঞানে কুক্কুর চণ্ডালাদিকেও প্রণাম করিবেন।

> ব্রাহ্মণাদি কুক্কুর চণ্ডাল অন্ত করি।
> দণ্ডবৎ করিবেক বহুমান্য করি ॥ (চৈঃভাঃঅঃ ৩ অঃ)
> উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
> জীবে সম্মান দিবে জানি' কৃষ্ণ অধিষ্ঠান ॥

শ্রীকপিলদেব বলিয়াছেন—

> মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্বহুমানয়ন্।
> ঈশ্বরো জীবকলয়া প্রবিষ্টো ভগবানিতি ॥
> ভাঃ ৩।২৯।৩৪

অর্থাৎ বিষ্ণু অন্তর্যামী ঈশ্বররূপে সর্ব্বজীবে অবস্থিত আছেন, ইহা নিশ্চয় করিয়া চিত্তদ্বারা এই সকল ভূতগণকে সম্মান প্রদান পূর্ব্বক প্রণাম করিবে।

এতৎপ্রসঙ্গে 'সর্ব্বাণি মদ্ধিষ্ণ্যতয়া ভবদ্ভিঃ' ভাঃ ৫।৫।২৬ শ্লোকও আলোচ্য ॥১৬॥

> যাবৎ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভাবো নোপজায়তে।
> তাবদেবমুপাসীত বাঙ্মনঃকায়বৃত্তিভিঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়। যাবৎ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভাবঃ (মদ্দৃষ্টিঃ) ন উপজায়তে (স্বাভাবিকো ন ভবেৎ) তাবৎ এবং বাঙ্মনঃকায়বৃত্তিভিঃ ('পরমাত্মনে নমঃ' ইতি বাচা তথৈব মনস কায়ব্যাপারৈশ্চ) এবম্ উপাসীত (উপাসনা কুর্ব্বীত) ॥১৭॥

অনুবাদ। যে কাল পর্য্যন্ত সর্ব্বভূতে মদ্ভাবদর্শন স্বাভাবিক না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত বাক্য, মন ও কায়-ব্যাপার দ্বারা এই প্রকার প্রণামাদি দ্বারা উপাসনা করিবে ॥১৭॥

বিশ্বনাথ। এষা দণ্ডবৎপ্রণামযন্ত্রণা কিয়ৎকাল পর্য্যন্তমিত্যপেক্ষায়ামাহ—যাবদিতি। ন উপ আধিক্যেন জায়তে স্বাভাবিকো ন ভবেদিত্যর্থঃ। তাবদেব"পরমাত্মনে নম" ইতি বাচা তথৈব মনসা কায়কর্ম্মভিঃ কায়ব্যাপারৈশ্চ এবমুপাসীত দণ্ডবৎ প্রণতীঃ কুর্য্যাৎ ॥১৭॥

বঙ্গানুবাদ। এই দণ্ডবৎ প্রণামযন্ত্রণা কিয়ৎ-কাল পর্য্যন্ত—এই অপেক্ষায় বলিতেছেন। উপ অর্থাৎ অধিক পরিমাণে জন্মায় না অর্থাৎ স্বাভাবিক হইবে না, এই অর্থ। যে-পর্য্যন্ত বাঙ্মনঃকায়বৃত্তিদ্বারা—অর্থাৎ 'পরমাত্মাকে প্রণাম' এই বাক্যদ্বারা, সেইপ্রকার মনের দ্বারা ও কায়কর্ম্ম বা কায়িকব্যাপার দ্বারা এইরূপ উপাসনা করিবে অর্থাৎ দণ্ডবৎ প্রণতি করিবে ॥১৭॥

অনুদর্শিনী। সর্ব্বত্র পরমাত্মা বিরাজিত আছেন এই জ্ঞানলাভের জন্য এবং দেহে আত্মাভিমান ত্যাগের জন্য এইরূপ কায়-মন ও বাক্যের সাধন। কিন্তু কেবলমাত্র বাহ্যে প্রণামের অনুষ্ঠান করিলে চলিবে না—মনে জানিতে হইবে যে, আমার প্রভু সর্ব্বত্র বিরাজিত, বাক্যে বলিতে

হইবে এবং 'পরমাত্মাকে প্রণাম' বলিয়া দেহের দ্বারা প্রণাম করিতে হইবে। সুতরাং সাধনের প্রথমে দণ্ডবৎ প্রণাম কার্য্যটি যন্ত্রণাময় ব্যাপার মনে হইলেও সিদ্ধি-কালেও ঐরূপ প্রণামে প্রভুস্মৃতিবৃদ্ধিহেতু আনন্দই লাভ হইবে ॥১৭॥

সর্ব্বং ব্রহ্মাত্মকং তস্য বিদ্যয়াত্মমনীষয়া।
পরিপশ্যন্নুপরমেৎ সর্ব্বতো মুক্তসংশয়ঃ ॥১৮॥

অন্বয়। তস্য (এবং কুর্ব্বতঃ পুংসঃ) আত্মমনীষয়া বিদ্যয়া (সর্ব্বত্রেশ্বরদৃষ্ট্যা যা বিদ্যা তয়া) সর্ব্বং (এব) ব্রহ্মাত্মকং (ভবতি অতঃ) পরিপশ্যন্ (পরিতো ব্রহ্মৈব পশ্যন্) মুক্তসংশয়ঃ (সন্) সর্ব্বতঃ ক্রিয়ামাত্রাৎ) উপরমেৎ ॥১৮॥

অনুবাদ। এইরূপে উপাসনাকারী ব্যক্তির সর্ব্বত্র ঈশ্বর-দৃষ্টিরূপা বিদ্যাদ্বারা সর্ব্বভূতে ব্রহ্মদর্শনে অশেষ সংশয় ধ্বংস হইয়া যায়। তৎপরে তিনি সকল ক্রিয়া হইতে বিরত হইয়া থাকেন ॥১৮॥

বিশ্বনাথ। ততশ্চ আত্মমনীষয়া সর্ব্বত্রৈবেশ্বরদৃষ্ট্যা যা বিদ্যা উপাসনা তয়া তস্য সর্ব্বমেব ব্রহ্মাত্মকং ভবতি। অতঃ পরিপশ্যন্ পবিতো ব্রহ্মৈব পশ্যন্ সর্ব্বতঃ ক্রিয়া-মাত্রাদুপরমেৎ ॥১৮॥

বঙ্গানুবাদ। তাহার পর আত্মমনীষা অর্থাৎ সর্ব্বত্রই ঈশ্বর-দৃষ্টি দ্বারা যে বিদ্যা উপাসনা তদ্দ্বারা তাঁহার সমস্তই ব্রহ্মাত্মক হয়। অতএব পরিদর্শন অর্থাৎ সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শন করিয়া সর্ব্বতঃ অর্থাৎ ক্রিয়ামাত্র হইতেই উপরাম লাভ করিবে বা বিরত হইবে ॥১৮॥

অনুদর্শিনী।

ব্রহ্মণাত্তমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চিৎ সচরাচরম্।
ইতি পশ্যেত যো বিদ্বান্ স হি ব্রহ্মাত্মবিন্মতঃ ॥ ব্রাহ্মে

অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতেই পরিদৃশ্যমান স্থাবর জঙ্গমাত্মক যাহা কিছু সকলই উৎপত্তি লাভ করিয়াছে,—যিনি এই জ্ঞানে দর্শন করেন, তিনিই ব্রহ্মাত্মবিৎ কথিত হ'ন ॥

নব্যবদ্ধৃদয়ে যজ্জো ব্রহ্মৈতদ্ ব্রহ্মবাদিভিঃ।
ন মুহ্যন্তি ন শোচন্তি ন হৃষ্যন্তি যতো গতাঃ ॥
ভাঃ ৪।৩০।২০

শ্রীভগবান্ প্রচেতসগণকে বলিলেন—যাহারা আমার গুণানুবাদ শ্রবণ করেন, সর্ব্বজ্ঞ আমি সেই সকল পুরুষের হৃদয়ে প্রতিপদে নব-নবায়মানরূপে আবির্ভূত হইয়া থাকি। আমার এই স্বরূপকে ব্রহ্মবাদিগণ 'ব্রহ্ম' বলিয়া উল্লেখ করেন। আমাকে প্রাপ্ত হইলে পুরুষগণ শোক, মোহ বা হর্ষ দ্বারা অভিভূত হন না ॥১৮॥

অয়ং হি সর্ব্বকল্পানাং সধ্রীচীনো মতো মম।
মদ্ভাবঃ সর্ব্বভূতেষু মনোবাক্কায়বৃত্তিভিঃ ॥১৯॥

অন্বয়। (কিমযমেবোপায়োঽস্তি বান্যোঽপীত্য-পেক্ষায়াং সন্তি বহবঃ সমীচীনস্ত্বয়মেবেত্যাহ) সর্ব্বকল্পানাং (সর্ব্বেষাং উপায়ভেদানাং মধ্যে) অয়ং মনোবাক্-কায়বৃত্তিভিঃ সর্ব্বভূতেষু মদ্ভাবঃ (মমদর্শনং) হি (নিশ্চিতং) মম সধ্রীচীনঃ (সমীচীনঃ) মতঃ ॥১৯॥

অনুবাদ। যাবতীয় উপায়ের মধ্যে কায়মনো-বাক্যে সর্ব্বভূতে আমার অস্তিত্ব-দর্শনই সমীচীন উপায় বলিয়া আমি স্বীকার করি ॥১৯॥

বিশ্বনাথ। জ্ঞানিনাং ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যাবতঃ পরঃ সুগমঃ সমীচীনশ্চোপায়ো নাস্তীত্যাহ—অয়ং হীতি ॥১৯॥

বঙ্গানুবাদ। জ্ঞানিগণের ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইলে ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ সুগম সমীচীন উপায় নাই, তাই বলিতে-ছেন ॥১৯॥

অনুদর্শিনী। ভক্তিমিশ্র জ্ঞানিগণের ব্রহ্মপ্রাপ্তির ইহাই শ্রেষ্ঠ, সুগম এবং সমীচীন উপায় ॥১৯॥

নহ্যঙ্গোপক্রমে ধ্বংসো মদ্ধর্ম্মস্যোদ্ধবাণ্বপি।
ময়া ব্যবসিতঃ সম্যঙ্ নির্গুণত্বাদনাশিষঃ ॥২০॥

অন্বয়। অঙ্গ (হে) উদ্ধব! অনাশিষঃ (নিষ্কামস্য) মদ্ধর্ম্মস্য উপক্রমে (সতি) অণু (ঈষৎ) অপি ধ্বংসঃ (বৈগুণ্যাদিভির্নাশঃ) ন হি (নাস্ত্যেব যতঃ) ময়া (সর্ব্বজ্ঞেন এব অস্য) ধর্ম্মস্য নির্গুণত্বাৎ (অয়ং ধ্বংসাভাবঃ) সম্যক্ ব্যবসিতঃ (নিশ্চিতঃ) ॥২০॥

অনুবাদ। হে প্রিয় উদ্ধব। নিষ্কাম ভাগবত ধর্ম্মের উপক্রমে কোনরূপ বৈগুণ্য ঘটিবার সম্ভাবনা নাই, কারণ এই ধর্ম্মানুষ্ঠানে কোনরূপ কামনা নাই এবং ইহা গুণাতীত। সুতরাং ইহা যতদূরই অনুষ্ঠিত হউক না তদংশের যে ধ্বংস নাই, তাহা আমিই ব্যবস্থা করিয়াছি ॥২০॥

বিশ্বনাথ। "ভক্তিসারং ত্রিভিঃ শ্লোকৈর্জ্ঞানসারমথাষ্টভিঃ। প্রোচ্যান্তে পুনরপ্যাহ ভক্তিসারোত্তমং ত্রিভিঃ॥" ধর্ম্মান্তরস্য খল্বারব্ধস্য পরিসমাপ্তিপর্য্যন্তং নৈর্ব্বিঘ্নেন সাঙ্গোপাঙ্গত্বে বৃত্তে এব ফলজনকতা অন্যথা তু বৈয়র্থ্যমেব যথা ন তথা ভক্তিলক্ষণস্য মদ্ধর্ম্মস্য নিয়মঃ। অস্য পুনরারম্ভমাত্র এব পরিসমাপ্ত্যভাবেঽপ্যঙ্গহীনত্বেঽপি ন বৈয়র্থ্যমিত্যাহ—ন হ্যঙ্গেতি। অঙ্গ—হে উদ্ধব, মদ্ধর্ম্মস্য ভক্তিলক্ষণস্য উপক্রমে আরম্ভে সতি। যদ্বা। অঙ্গস্যাপ্যুপক্রমে সতি পরিসমাপ্ত্যভাবেঽপি অণ্বপি ঈষদপি ধ্বংসো বৈগুণ্যাদিভির্নাশো নাস্তি। যতো ভক্তিলক্ষণোঽয়ং মদ্ধর্ম্মো নির্গুণঃ। ন হি গুণাতীতস্য বস্তুনো ধ্বংসঃ সম্ভবেৎ। যস্মাদয়ং অনাশিষো নিষ্কামভক্তস্য ধর্ম্মো ময়া সম্যগ্ব্যবসিতঃ। অণুমাত্রোঽপ্যয়ং ধর্ম্মঃ সম্যক্ পূর্ণ এব নিশ্চিতঃ। নাত্র কারণং দ্রষ্টব্যং ইয়ং মম পরমেশ্বরতৈবেতি ভাবঃ। অত্র মদ্ধর্ম্মপদেন জ্ঞানলক্ষণো ধর্ম্মো ন ব্যাখ্যেয়ঃ তস্য নির্গুণত্বাভাবাৎ। 'কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানমিতি' ভগবদুক্তেঃ ॥২০॥

বঙ্গানুবাদ। তিনটী শ্লোকে ভক্তিসার পরে আটটী শ্লোকে জ্ঞানসার বলিয়া শেষে পুনরায় তিনটী শ্লোকে ভক্তিসারের উত্তম বলিতেছেন। অন্য ধর্ম্ম যেমন আরম্ভ হইতে পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে সাঙ্গোপাঙ্গ সহিত আচরিত হইলে তবে ফলজনক, অন্যথা ব্যর্থ, ভক্তিলক্ষণ আমার ধর্ম্মের নিয়ম সেরূপ নয়। উহার আরম্ভ মাত্র হইলেই পরিসমাপ্তির অভাবেও ও অঙ্গহীন হইলেও উহা ব্যর্থ হয় না, তাই বলিতেছেন। অঙ্গ—হে উদ্ধব, ভক্তিলক্ষণ আমার ধর্ম্মের উপক্রম বা আরম্ভ হইলে, অথবা অঙ্গেরও উপক্রম হইলে পরিসমাপ্তির অভাবেও অণু অর্থাৎ ঈষৎ মাত্রও ধ্বংস অর্থাৎ বৈগুণ্যাদি দ্বারা নাশ নাই। যেহেতু ভক্তিলক্ষণ এই আমার ধর্ম্ম নির্গুণ। গুণাতীত বস্তুর ধ্বংস ত' সম্ভবপর নয়। যেহেতু এই অনাশীঃ অর্থাৎ নিষ্কাম ভক্তের ধর্ম্ম আমাকর্ত্তৃক সম্যক্ ব্যবসিত। অণুমাত্রও এই ধর্ম্ম সম্যক্ অর্থাৎ পূর্ণই নিশ্চিত। ইহার কারণ দেখিতে হইবে না, ইহা আমার পরমেশ্বরতা, এই ভাব। এস্থলে মদ্ধর্ম্ম এই পদ দ্বারা জ্ঞানলক্ষণ ধর্ম্ম এরূপ ব্যাখ্যা হইতে পারে না, যেহেতু তাহার নির্গুণত্ব নাই, 'কৈবল্য সাত্ত্বিক জ্ঞান' ভগবানের এই উক্তি (ভাঃ ১১।২৫।২৪) অনুসারে ॥২০॥

অনুদর্শিনী। তিনটী শ্লোকে ভক্তিসারোত্তম বলিতেছেন—ভক্তিলক্ষণ আমার ধর্ম্ম—শ্রবণ কীর্ত্তনাদি—এই শ্লোকে ভক্তি-অঙ্কুরের, ভক্তি-লতার, পত্রের, পুষ্পের এবং ভক্তি ফলের অমোঘত্ব প্রমাণিত হইয়াছে।

শ্রীরুদ্র বলিয়াছেন—ভক্তিযোগই অভয়দ।

'যদ্ভক্তিযোগোঽভয়দঃ'। ভাঃ ৪।২৪।৫৩

"অমোঘা ভগবদ্ভক্তির্নেতরেতি মতির্মম"।

ভাঃ ৮।১৬।২১

শ্রীকশ্যপ বলিলেন—ভগবদ্ভক্তি অব্যর্থ, অন্য সেবা সেরূপ নহে, ইহাই আমার সুদৃঢ় ধারণা।

ভক্তি নির্গুণা কিন্তু জ্ঞান সাত্ত্বিক বা সগুণ ॥২০॥

যো যো ময়ি পরে ধর্ম্মঃ কল্প্যতে নিষ্ফলায় চেৎ।
তদায়াসো নিরর্থঃ স্যাদ্ভয়াদেরিব সত্তম ॥২১॥

অন্বয়। (হে) সত্তম! ভয়াদেঃ ইব (ভয়শোকাদের্হেতোঃ পলায়নক্রন্দনাদিক্লেশ ইব) যঃ যঃ নিরর্থঃ (ব্যর্থঃ) আয়াসঃ (অপি) চেৎ (যদি) পরে (ব্রহ্মণি) ময়ি (পরমাত্মনি) নিষ্ফলায় কল্প্যতে (নিষ্কামতয়া ময়ি অর্পিতশ্চেৎ) তদা (তর্হি) ধর্ম্মঃ (এব) স্যাৎ ॥২১॥

অনুবাদ। হে সজ্জনশ্রেষ্ঠ উদ্ধব! ভয়শোকাদিজনিত পলায়ন, ক্রন্দন প্রভৃতি বৃথা চেষ্টাসমূহও যদি পরমাত্মারূপী আমার উদ্দেশ্যে নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে তাহাও ধর্ম্মস্বরূপ হইয়া থাকে ॥২১॥

বিশ্বনাথ। ভক্তির্যদি সর্ব্বথৈব নিষ্কপটা স্যাত্তদা সা বিনাপি প্রযত্নেন প্রতিক্ষণং স্বয়মেব সম্পদ্যত ইত্যাহ—যো য ইতি। যো যো ধর্ম্মঃ শ্রবণকীর্ত্তনাদির্ময়ি বিষয়ে নিষ্ফলার ঐহিক প্রতিষ্ঠাদিসুখপারত্রিকস্বর্গমোক্ষাদি-সুখ-কামনারাহিত্যায় স্যাৎ তস্য আযাসঃ তৎসিদ্ধ্যর্থং প্রযত্নো নিরর্থঃ ব্যর্থঃ। সমর্থঃ স্বয়মেবানায়াসেনৈব ভবতি কিং তদর্থং প্রযত্নেনেত্যর্থঃ। "ভোজনাচ্ছাদনে চিন্তাং ব্যর্থাং কুর্ব্বন্তি বৈষ্ণবাঃ। যোঽসৌ বিশ্বম্ভরো দেবঃ কথং ভক্তানুপেক্ষতে" ইতিবৎ, যথা ভয়শোকাদের্হেতো-রায়সো ব্যর্থ এব স স্ববিষয়ং প্রাপ্য স্বয়মেব ভবেৎ যথা তথৈব মাং স্ববিষয়ং প্রাপ্য ভজনমপি স্বয়মেব ভবেদি-ত্যর্থঃ। তদপি নিষ্কপটোঽপি ভক্তো যত্তক্ত্যর্থং সততং প্রযততে, স চ প্রযত্নস্তস্য ভক্তৌ বাগাতিশয়মেব ব্যনক্তীতি যত্নো মহান্ গুণ এব জ্ঞেয়ঃ ॥২১॥

বঙ্গানুবাদ। ভক্তি যদি সর্ব্বথা নিষ্কপট হয়, তাহা হইলে উহা প্রযত্ন বিনাও প্রতিক্ষণ নিজেই সম্পন্ন হয়, তাই বলিতেছেন। যে যে ধর্ম্ম শ্রবণকীর্ত্তনাদি আমার বিষয়ে নিষ্ফল অর্থাৎ ঐহিক প্রতিষ্ঠাদিসুখ ও পারমার্থিক স্বর্গমোক্ষসুখের কামনা-রহিত হয়। তদায়াস অর্থাৎ তাহার সিদ্ধি-নিমিত্ত প্রযত্ন নিরর্থ বা ব্যর্থ, যাহা সমর্থ বা আপনিই অল্প আয়াসে হয় তাঁহার জন্য প্রযত্ন করিয়া কি হইবে, এই অর্থ। "বৈষ্ণবগণ ভোজন ও আচ্ছাদনের (অন্নবস্ত্রের) চিন্তাকে ব্যর্থ করিয়া দেন। ঐ যে বিশ্বম্ভর (জগৎপালক) দেব (ভগবান্) কেন ভক্ত-গণকে উপেক্ষা করিবেন ?" এই মত। যেমন ভয়াদি অর্থাৎ ভয়শোকাদিহেতু আয়াস ব্যর্থ, সে নিজবিষয় প্রাপ্ত হইয়া স্বয়ংই হইবে, যেরূপে সেরূপে স্ববিষয়ক আমাকে পাইয়া ভজনও আপনা আপনিই হইবে, এই অর্থ। তাহা হইলেও নিষ্কপট ভক্তও যে ভক্তির জন্য সতত প্রযত্ন করেন, সে প্রযত্ন তাঁহার ভক্তিবিষয়ে অতিশয় অনুরাগই প্রকাশ করিতেছে, এই যত্নকে মহান্ গুণ বলিয়াই জানিতে হইবে ॥২১॥

অনুদর্শিনী। ঐহিক প্রতিষ্ঠাদি ও পারত্রিক স্বর্গমোক্ষকামনা সাধকের ভক্তি-লোপকারিণী—

ভুক্তি মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ ॥ ভঃ রঃ সিঃ

অর্থাৎ ভুক্তিস্পৃহা ও মুক্তিস্পৃহা—এই দুইটী পিশাচী ; যে পর্য্যন্ত ইহারা কোন ব্যক্তির হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকে, সে পর্য্যন্ত তাহার হৃদয়ে ভক্তিসুখের অভ্যুদয় হইতে পারে না।

কেননা, ঐগুলি ভজনকারীর ভজনীয় ভগবানের সেবা নহে, সেবার অছিলায় সেবাবিরুদ্ধ কামনা কপটতা, কৈতব বা ছলনা—

অজ্ঞান তমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-বাঞ্ছা আদি এই সব ॥
তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হইতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান ॥
চৈঃ চঃ আঃ ১পঃ

সুতরাং ভগবদ্‌বিষয়ে শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপা ভক্তি যদি ঐগুলি রহিত অবস্থায় বা নিষ্কপটভাবে হয় তবে আপনা-হইতেই ঐ ভক্তিসিদ্ধি বা প্রেমলাভ হয়। ভগবানের আশ্রিত ব্যক্তিকে যেমন স্বয়ং ভগবানই অন্নবস্ত্রাদি দ্বারা পালন করেন, তজ্জন্য আশ্রিতের চিন্তা করিতে হয় না, তদ্রূপ ভক্তিদেবীর আশ্রিত ব্যক্তির ভজনসিদ্ধির জন্য নিজের চিন্তা করিতে হয় না ; ভক্তিদেবী স্বয়ংই তাহার ব্যবস্থা করেন।

যেরূপ মৃত্যুভয়ে পলায়ন চেষ্টা ব্যর্থ, কেননা মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, এবং যেরূপ বন্ধুমরণশোকে ক্রন্দন ব্যর্থ, কেননা মৃতব্যক্তির জীবনলাভ অসম্ভাবনা আদি শব্দে দ্রব্যনাশান্তে তৎস্মৃতি ক্লেশপ্রাপ্তি স্বাভাবিক অর্থাৎ ভয়-শোকাদির জন্য চেষ্টা করিতে হয় না, উহারা যেমন স্ব স্ব বিষয় পাইলে আহ্বান ও চেষ্টা ব্যতীত স্বয়ংই উপস্থিত হয় সেইরূপ ভক্তির বিষয় কেবলমাত্র ভগবান্ হইলেই ভক্তি আপনা হইতে সিদ্ধ হয়। নিষ্কপট ভক্তের ভক্তির জন্য যে প্রযত্ন উহা ভক্তি-বিষয়ে অনুরাগেরই লক্ষণ। ভক্তির জন্য যত্ন মহান্ গুণ, কেননা ভক্তির নিরন্তর অনুষ্ঠানই ভক্তের স্বভাব এবং ভক্তিসিদ্ধির লক্ষণ ॥২১॥

এষা বুদ্ধিমতাং বুদ্ধির্মনীষা চ মনীষিণাম্।
যৎসত্যমনৃতেনেহ মর্ত্ত্যেনাপ্নোতি মামৃতম্ ॥২২॥

অন্বয়। বুদ্ধিমতাং (বিবেকিনাং) এষা (এব) বুদ্ধিঃ (বিবেকঃ) মনীষিণাং চ (চাতুর্য্যবতাম্ চ) (এষা এব) মনীষা (চাতুর্য্যং) যৎ (যস্মাৎ) অনৃতেন (অসত্যেন) মর্ত্ত্যেন (বিনাশিনা মনুষ্যদেহেন) ইহ (ভারতভূমৌ অচিরেব জন্মনি বা) সত্যম্ অমৃতং (মৃতিরহিতং নিত্যস্বরূপং) মা (মাম্) আপ্নোতি (প্রাপ্নোতীতি) ॥২২॥

অনুবাদ। আমাতে ভক্তির উৎপাদিকা যে বুদ্ধি, তাহাই বুদ্ধিমানগণের যথার্থ বুদ্ধি এবং যে চাতুরী দ্বারা আমাকে লাভ করিতে পারে, তাহাই চতুরগণের প্রকৃত চাতুর্য্য, যদি এই মরণশীল অসত্য শরীর দ্বারা ইহজন্মেই সত্য ও সনাতন-স্বরূপ আমাকে লাভ করিতে পারে ॥২২॥

বিশ্বনাথ। নমু কথং তদপি ত্বদ্ভক্তৌ জনাঃ প্রায়ঃ প্রতিষ্ঠাদিসাপেক্ষা এব ভবন্তি তত্র তাদৃশবুদ্ধিবিবেকাভাব এব হেতুরিত্যাহ—এষেতি। বুদ্ধিমতাং এষৈব বুদ্ধির্বুদ্ধির্ন ত্বতিকঠিনশাস্ত্রেঽপি সঞ্চরিষ্ণুর্বুদ্ধিরিতি ভাবঃ। মনীষিণাং চাতুর্য্যবতামেষৈব মনীষা ন ত্বেকেনাপি কপর্দ্দকেন স্বর্ণমুদ্রোপার্জ্জনচাতুর্য্যমিতি ভাবঃ। সৈব কা খল্বিত্যত আহ—যদিতি। ইহ ভারতভূমৌ মা মাং অমৃতং মৃতিরহিতং নিত্যস্বরূপং মর্ত্ত্যেন-মরণধর্ম্মণা শরীরেণানিত্যেনাপ্নোতি ভক্তিমাত্রাদেব বশীকরোতি। তথা মর্ত্ত্যেন মৃতকতুল্যত্বাদতিবীভৎসেন প্রাকৃতেন মা মাং অমৃতং অপ্রাকৃতসুধাস্বরূপং। তথা অনৃতেন জীবস্য বস্তুতস্তৎসম্বন্ধাভাবাদসত্যেন সত্যং সর্ব্বকালসত্তাকং মাং প্রাপ্নোতি। অয়ং ভাবঃ—লোকে হি কপর্দ্দকং দত্ত্বা সহস্রকপর্দ্দকমূল্যং বস্তু যো গ্রহীতুং শক্নোতি এব এব পরমবুদ্ধিমান্ অতিচতুর উচ্যতে। যস্তু তেন স্বর্ণমুদ্রামুপার্জ্জয়তি স ততোঽপি, যস্তু হীরকাদিরত্নং স ততোঽপি। তত্রাপ্যভ্রান্তাদতিচতুরাদেব পুরুষাৎ যঃ স ততোঽপি। যস্তু চিন্তামণিকামধেন্বাদিকং তচ্চাতুর্য্যন্তু বক্তুমশক্যম্। ভারতভূমিবাসী মর্ত্ত্যঃ পুনরপি দুর্জাতিরপি স্ফুটৈকৈককপর্দ্দকমূল্যত্বেনাপ্যসম্ভাবিতং কৌরূপ্যজরারোগাদিপূর্ণমপি স্বশরীরং মহ্যং দত্ত্বা অপ্রাকৃতমাধুর্য্যসিন্ধুং মামেব গৃহ্লাতি। ময়া পুনরপি চতুরশিরোমণিনাপি তদ্দত্তং তদেব প্রাপ্য কৌস্তুভকিরীটাদিকটকাঙ্গনর্ঘরত্নালঙ্কারভূষিতমপি স্বং তস্মৈ হর্ষাদেব দীয়তে ইত্যহো বুদ্ধিমত্ত্বমহো চাতুর্য্যবত্ত্বং ভারতভূবাসিনঃ কস্যচিৎ কস্যচিদিতি। তত্র শ্রবণকীর্ত্তনস্মরণপরিচর্য্যাস্বর্থং শ্রোত্রাদীনাং বিনিয়োগ এব ভগবতে শরীরদানং জ্ঞেয়ম্। কিঞ্চ একা রসনৈব তৎকীর্ত্তননিরতা কর্ণৌ বা শ্রবণনিরতৌ করৌ বা পরিচর্য্যানিরতৌ চেত্তদাপি স আত্মানং দদাতীতি। শরীরৈকদেশদানেনাপি স লভ্যতে ইতি কঃ খলু বুদ্ধিচাতুর্য্যবানেবং ন কুর্য্যাদিতি। "সর্ব্বোপদেশসারোঽয়ং শ্লোকচিন্তামণিঃ প্রভোঃ। হৃদয়ে যস্য রাজেত স রাজেন্তক্তসংসদি" ॥ ২২ ॥

বঙ্গানুবাদ। আচ্ছা, তাহা হইলে কেন লোকেরা আপনার ভক্তিবিষয়ে প্রতিষ্ঠাদি সাপেক্ষ হয়? সে বিষয়ে সেরূপ বুদ্ধিবিবেকের অভাবই হেতু,তাহাই বলিতেছেন। বুদ্ধিমানগণের এই বুদ্ধি, বুদ্ধি নয়, কিন্তু অতি কঠিন শাস্ত্রেও সঞ্চরণশীল বুদ্ধি, এই ভাব। মনীষিগণ—চাতুর্য্যবানগণেরই মনীষা, কিন্তু এক কপর্দ্দকের (কড়ি) দ্বারাও স্বর্ণমুদ্রা উপার্জ্জনের চাতুর্য্য নহে। সে আবার কি? তাই বলিতেছেন, যৎ ইত্যাদি। এই ভারতভূমিতে অমৃত— মৃত্যুরহিত অর্থাৎ নিত্যস্বরূপ আমাকে মর্ত্ত্য—মরণধর্ম্মশীল অনৃত—অনিত্য শরীরের দ্বারা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ভক্তিমাত্রহেতু বশীকৃত করে। আর মর্ত্ত্য—মৃতকতুল্য বলিয়া অতিবীভৎস প্রাকৃত অমৃত—অপ্রাকৃত সুধাস্বরূপ আমাকে, আর অনৃত জীবের বস্তুতঃই সেই সম্বন্ধ নাই বলিয়া অসত্য তদ্দ্বারা সত্য অর্থাৎ সর্ব্বকালে স্থিতিশীল আমাকে প্রাপ্ত হয়। এই ভাব—লোকে কপর্দ্দক দিয়া সহস্রকপর্দ্দকমূল্য বস্তুকে যে লইতে পারে, তাহাকেই পরমবুদ্ধিমান্ অতিচতুর বলা হয়। যে আবার স্বর্ণমুদ্রা উপার্জ্জন করে, সে তাহা অপেক্ষাও, যে কিন্তু হীরকাদিরত্ন উপার্জ্জন করে সে আবার ততোধিক। সে স্থলেও অভ্রান্ত অতিচতুর পুরুষ হইতে যে, সে তাহারও উপর। ইহার উপর যে চিন্তামণি-কামধেনু প্রভৃতি লাভ করে, তাহার চাতুর্য্য বলিতেই পারা যায় না। আবার ভারত-

ভূমিবাসী মর্ত্ত্য দুর্জ্জাতি হইলেও সচ্ছিদ্র এককপর্দ্দকমূল্য অসম্ভবধরণের কুরূপ, জরারোগাদিপূর্ণ হইলেও স্বপনীয় আমাকে দিয়া অপ্রাকৃতমাধুর্য্যসিন্ধু আমাকেই গ্রহণ করেন। চতুরশিরোমণি আমি আবার তাহার প্রদত্ত উহা প্রাপ্ত হইয়া কৌস্তভকিরীটাদিকটকাদি মহামূল্য রত্নালঙ্কারভূষিত আপনাকে ইচ্ছা বা বিশেষ আগ্রহে তাহার নিকট অর্পণ করি। অহো কোনও কোনও ভারতভূবাসীর এইরূপ বুদ্ধিমত্তা ও চাতুর্য্য। শ্রবণ-কীর্ত্তনস্মরণপরিচর্য্যাদিনিমিত্ত শ্রোত্রাদির বিনিয়োগই শরীর-দান বলিয়া জানিতে হইবে। আর যদি একা রসনাই কীর্ত্তননিরতা বা কর্ণ দুইটী শ্রবণনিরত, বা কর দুইটী পরিচর্য্যা নিরত হয়, তাহা হইলেও সে আপনাকে অর্পণ করে। শরীরের একদেশদানেই তাঁহাকে লাভ করা যায়, কোন্ বুদ্ধিচাতুর্য্যবান্ এইরূপ না করিবে? প্রভুর এই শ্লোকচিন্তামণি উপদেশ-সার। ইহা যাঁহার হৃদয়ে বিরাজ করিবে, তিনি জগৎ সমাজে বিরাজ করিবেন ॥ ২২ ॥

অনুদর্শিনী। সুচতুরগণই সকল ছাড়িয়া ভগবদ্-ভক্তি আশ্রয় করেন -

"যেই ভজে কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর।"

ভারতভূমির উৎকর্ষ—

ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি' কর পর উপকার॥ চৈঃ চঃ আ ৯ পঃ

কল্পায়ুষাং স্থানজয়াৎ পুনর্ভবাৎ
ক্ষণায়ুষাং ভারতভূজয়ো বরঃ।
ক্ষণেন মর্ত্ত্যেন কৃতং মনস্বিনঃ
সংন্যস্য সংযান্ত্যভয়ং পদং হরেঃ॥ ভাঃ ৫।১৯।২২

দেবগণ গান করিয়াছেন—দ্বিপরার্দ্ধকাল আয়ুষ্মান্ হইয়া ব্রহ্মলোক লাভ অপেক্ষা অল্পায়ু হইয়া ভারত-ভূমিতে জন্ম লাভ শ্রেষ্ঠ, কেননা, সেই ব্রহ্মলোক হইতেও পুনরাবর্ত্তন সম্ভব হয়। মর্ত্ত্যবাসিগণের দেহ ক্ষণভঙ্গুর এবং পরমায়ু অল্প হইলেও মনস্বি মানবগণ সেই স্বল্পকাল-মধ্যেই তাঁহাদের কৃতকর্ম্মসমূহ ভগবান্ হরিতে সমর্পণ করিয়া হরির অভয় পদ প্রাপ্ত হইতে পারেন, সেই স্থান হইতে তাঁহাদের আর পুনরাবর্ত্তন হয় না।

'ব্রহ্মলোক হইতেও ভারতভূমির উৎকর্ষ নিশ্চয়ই অপূর্ব্ব। ব্রহ্মলোকে দ্বিপরার্দ্ধপর্য্যন্ত নিবাস অপেক্ষা ভারতভূমিতে ক্ষণমাত্র বাস শ্রেষ্ঠ। কারণ, ব্রহ্মলোক পুনর্ভবদ, ভারতভূমিতে কিন্তু মরণধর্ম্ম-দেহে ক্ষণমাত্র-কালে ভগবচ্চরণে দত্তমনা ব্যক্তি ব্রহ্মলোকের মস্তকেও পদপ্রদানে অভয় বৈকুণ্ঠে গমন করে'—শ্রীল বিশ্বনাথ।

বিশেষাদ্ভারতে পুণ্যং চরেয়ুঃ পাপমন্যথা।
অত্রৈব ভগবদ্ভক্তিং পৃথিব্যাং নান্যবর্ষগাঃ॥ ব্রহ্মাণ্ডে

অহো ভুবঃ সপ্তসমুদ্রবত্যা
দ্বীপেষু বর্ষেষ্বধিপুণ্যমেতৎ।
গায়ন্তি যত্রত্য জনা মুরারেঃ
কর্ম্মাণি ভদ্রাণ্যবতারবন্তি॥ ভাঃ ৫।১৯।১৩

অহো, সপ্তসাগরবেষ্টিতা পৃথিবীর দ্বীপ ও বর্ষগণের মধ্যে এই ভারতবর্ষই অধিক পুণ্যবান্, যেহেতু এখানে সকল লোকেই ভগবান্ মুরারির অবতারাদি বিবিধ মঙ্গলময় অবতার-চরিত কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

সুতরাং ভারতভূমিতে নরমাত্রেই হরিভক্তে স্বাভাবিক অধিকারী এবং এই ভারতভূবাসীর হরি-ভজনই প্রধান এবং একমাত্র কৃত্য।

শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীসনাতন গোস্বামী নিজদেহ প্রকাশে জীবগণকে শিক্ষা দিয়াছেন—

আমার এই দেহ প্রভুর কার্য্যে না লাগিল।
ভারত-ভূমিতে জন্মি' এই দেহ ব্যর্থ হৈল॥ চৈঃ চঃ অ ৪পঃ

ভারতভূবাসী দুর্জ্জাতিও ভক্তিবলে ভগবদ্ভক্তে অধি-কারী—

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥
গীঃ ৯।৩২

কিরাতহূণান্ধ্র-পুলিন্দপুল্কশা
আভীরশুম্ভা যবনাঃ খশাদয়ঃ।
যেঽন্যে চ পাপা যদুপাশ্রয়াশ্রয়াঃ
শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ॥ ভাঃ ২।৪।১৮

শ্রীশুকদেব বলিলেন—কিরাত, হূন, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কশ, আভির শুম্ভ, যবন ও খশ প্রভৃতি যে সকল

লোক জাতিগত পাপে দুষ্ট এবং যাহারা কর্ম্মতঃ পাপযুক্ত, ইহারাও যে ভগবানের আশ্রিত ভাগবত স্বরূপ সদ্গুরু-চরণাশ্রমাদেই জাতিগত ও কর্ম্মদোষ হইতে শুদ্ধিলাভ করেন, সেই স্বাভাবিকী পবিত্রতা সম্পন্ন ভগবানকে নমস্কার করি।

শরীর সমর্পণসম্বন্ধে পরে ৩-৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ 'জ্ঞানং বিশুদ্ধং পরমার্থমেকং'—ভাঃ ৫।১২।১১ শ্লোকের টীকায় আলোচ্য শ্লোকের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন—"যাহা হইতে 'অনৃত' অর্থাৎ মিথ্যাভূত ও মর্ত্ত্য অর্থাৎ মর্ত্ত্যশরীরদ্বারা প্রাপ্ত সত্য অর্থাৎ পরমসত্য আমাকে পায়। অথবা, মা অর্থাৎ আমাকে 'অমৃত' অর্থাৎ পরমানন্দস্বরূপ সত্যকে অনৃত-মর্ত্ত্য অর্থাৎ মরণধর্ম্মবান দেহেন্দ্রিয় প্রাণাদিদ্বারাই এবং পত্র-পুষ্প গন্ধ-ধূপ-দীপ-বিবিধ নৈবেদ্য চন্দনাদি উপচারদ্বারা যাহা পায় তাহাই বুদ্ধিমানের বুদ্ধি, তাহাই মনীষিগণের অর্থাৎ পরমপরাবর-জ্ঞানগণের মনীষা অর্থাৎ বিচার॥" ২২॥

এষ তেঽভিহিতঃ কৃৎস্নো ব্রহ্মবাদস্য সংগ্রহঃ।
সমাসব্যাসবিধিনা দেবানামপি দুর্গমঃ॥ ২৩॥

অন্বয়। (হে উদ্ধব!) দেবানাম্ অপি দুর্গমঃ (দুর্জ্ঞেয়ঃ) এষঃ ব্রহ্মবাদস্য (ব্রহ্মবিচারস্য) কৃৎস্নঃ (সমগ্রঃ) সংগ্রহঃ সমাসব্যাসবিধিনা (সংক্ষেপেণ বিস্তারেণ চ বিধিনা) তে (তুভ্যং ময়া) অভিহিতঃ (কথিতঃ)॥ ২৩॥

অনুবাদ। হে উদ্ধব, দেবতাদিগেরও দুর্জ্ঞেয় এই সমগ্র ব্রহ্মবাদসংগ্রহ সংক্ষেপে ও বিস্তারিতরূপে তোমাকে বলিলাম॥ ২৩॥

বিশ্বনাথ। মহাপ্রকরণার্থমুপসংহরতি—এষ ইতি দ্বাভ্যাম্॥ ২৩॥

বঙ্গানুবাদ। মহাপ্রকরণার্থের উপসংহার দুইটী শ্লোকে করিতেছেন॥ ২৩॥

অনুদর্শিনী। সমাসবিধিতে অর্থাৎ সংক্ষেপে বা নির্যাসরূপে—"এষা বুদ্ধিমতাং বুদ্ধিঃ"—পূর্ব্বশ্লোক। ব্যাসবিধিতে বিস্তার করিয়া—"ত্বন্তু সর্ব্বং পরিত্যজ্য" পূর্ব্বে ভাঃ ১১।৭।৬ শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া এই পর্য্যন্ত মহাপ্রকরণ।

দেবতাদিগের পক্ষেও ভক্তি দুর্লভ—

দেবানাং শুদ্ধসত্ত্বানামৃষীণাঞ্চামলাত্মনাম্।
ভক্তির্মুকুন্দচরণে ন প্রায়েণোপজায়তে॥

ভাঃ ৬।১৪।২

অর্থাৎ বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত দেবতাবৃন্দের এবং ভোগমলরহিত নির্ম্মলাত্মা ঋষিগণেরও মুকুন্দচরণে ভক্তি জন্মে না।

"প্রায় শব্দে—অন্তঃকরণশুদ্ধিতে জ্ঞান যেরূপ স্বতঃই হয়, ভক্তি সেরূপ হয় না। সাধুসঙ্গ বিনা ভক্তিলাভের সম্ভাবনাও অসম্ভাবনা—অর্থাৎ অন্তঃকরণশুদ্ধি ভক্তিলাভের কারণ নহে, সাধুসঙ্গই কারণ।"—শ্রীবিশ্বনাথ॥২৩॥

অভীক্ষ্ণশস্তে গদিতং জ্ঞানং বিস্পষ্টযুক্তিমৎ।
এতদ্বিজ্ঞায় মুচ্যেত পুরুষো নষ্টসংশয়ঃ॥ ২৪॥

অন্বয়। অভীক্ষ্ণশঃ (বারংবারং) বিস্পষ্টযুক্তিমৎ জ্ঞানং (অপি) তে (তুভ্যং) গদিতং (কথিতং) পুরুষঃ এতৎ বিজ্ঞায় নষ্টসংশয়ঃ (সন্) মুচ্যেত॥২৪॥

অনুবাদ। যথাযথ সুস্পষ্ট যুক্তিযুক্ত জ্ঞানের বিষয়ও আমি তোমার নিকট বারবার কীর্ত্তন করিলাম। পুরুষ ইহা অবগত হইলে সংশয়শূন্য হইয়া মুক্তিলাভ করেন॥২৪॥

অনুদর্শিনী। জ্ঞানের কথা যাহা বলিয়াছি, তাহার সাক্ষাৎ ফল কিন্তু আমি নহি, মুক্তিমাত্র॥২৪॥

সুবিবিক্তং তব প্রশ্নং মযৈতদপি ধারয়েৎ।
সনাতনং ব্রহ্মগুহ্যং পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি॥ ২৫॥

অন্বয়। (যঃ) ময়া সুবিবিক্তং (দত্তোত্তরং) এতৎ তব প্রশ্নম্ অপি ধারয়েৎ (অনুসন্দধ্যাৎ সঃ) ব্রহ্মগুহ্যং (বেদেঽপি রহস্যং) সনাতনং পরং ব্রহ্ম অধিগচ্ছতি (প্রাপ্নোতি)॥২৫॥

অনুবাদ। যিনি মদীয় উত্তরের সহিত তোমার এই প্রশ্নেরও অনুসন্ধান করেন, তিনি বেদগুহ্য সনাতন পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন॥২৫॥

সর্ব্বে বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ তপো দানানি চানঘ।
জীবাভয়প্রদানস্য ন কুর্ব্বীরন্ কলামপি ॥ ভাঃ ৩।৭।৪১
অর্থ ও বিচার পূর্ব্বে ভাঃ ১০।২।৪০
শ্লোঃ অনুদর্শিনী দ্রষ্টব্য।

শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকেও বলিয়াছেন—
য ইমং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ ॥
গীঃ ১৮।৬৮

যিনি আমার ভক্তদিগকে এই পরমগুহ্য গীতাবাক্য উপদেশ করিবেন, তিনি আমার নিরুপম ভক্তিলাভ করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হইবেন ॥২৬॥

য এতৎ সমধীয়ীত পবিত্রং পরমং শুচি।
স পূয়েতাহরহর্মাং জ্ঞানদীপেন দর্শয়ন্ ॥২৭॥

অন্বয়। যঃ পবিত্রং পরমং শুচি (পরেষামপি শোধকম্) এতৎ (আখ্যানং) সমধীয়ীত (উচ্চৈঃ পঠেৎ) সঃ জ্ঞানদীপেন (অন্যান্ প্রতি) মাং অহরহঃ দর্শয়ন্ স্বয়ং পূয়েত (পূতঃ স্যাৎ) ॥২৭॥

অনুবাদ। যিনি পরমপবিত্র ও পরচিত্তশোধক এই উপাখ্যান উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করেন, তিনি জ্ঞানদীপদ্বারা অন্যের নিকট আমাকে সর্ব্বদা প্রদর্শন করাইয়া স্বয়ং পবিত্র হন ॥২৭॥

য এতচ্ছ্রদ্ধয়া নিত্যমব্যগ্রঃ শৃণুয়ান্নরঃ।
ময়ি ভক্তিং পরাং কুর্ব্বন্ কর্ম্মভির্ন স বধ্যতে ॥২৮॥

অন্বয়। যঃ নরঃ অব্যগ্রঃ (অচঞ্চলঃ সন্) শ্রদ্ধয়া এতৎ নিত্যং শৃণুয়াৎ স ময়ি পরাং (উৎকৃষ্টাং) ভক্তিং কুর্ব্বন্ কর্ম্মভিঃ ন বধ্যতে (বদ্ধো ন ভবতি) ॥২৮॥

অনুবাদ। যিনি শ্রদ্ধাসহকারে অতি সাবধানে নিত্য ইহা শ্রবণ করেন, তিনি আমাতে পরম ভক্তিলাভ করিয়া কর্ম্মবন্ধনে আর আবদ্ধ হন না ॥২৮॥

অপ্যুদ্ধব ত্বয়া ব্রহ্ম সখে সমবধারিতম্।
অপি তে বিগতো মোহঃ শোকশ্চাসৌ মনোভবঃ ॥২৯॥

অন্বয়। (হে) উদ্ধব, (হে) সখে, ত্বয়া ব্রহ্ম সমবধারিতম্ অপি (সম্যগ্ জ্ঞাতং কিং) তে (তব) অসৌ মনোভবঃ শোকঃ মোহঃ চ বিগতঃ অপি (বিগতঃ কিম্) ॥২৯॥

অনুবাদ। হে উদ্ধব, হে সখে, তুমি এই ব্রহ্মতত্ত্ব সম্যক অবগত হইয়াছ কি? তোমার আন্তরিক মোহ ও শোক দূরীভূত হইয়াছে কি ॥২৯॥

বিশ্বনাথ। নিত্যসিদ্ধস্য নির্গুণস্যাপি উদ্ধবস্য জ্ঞানাদিগ্রহণার্থং স্বশক্ত্যৈব মোহমুৎপাদ্য জ্ঞানাদ্যুপদেশেন পুনস্তং নিবারিতং লীলয়া পৃচ্ছতি—অপি তে ইতি ॥২৯॥

বঙ্গানুবাদ। নিত্যসিদ্ধ নির্গুণ উদ্ধবের জ্ঞানাদি গ্রহণনিমিত্ত স্বশক্তিদ্বারাই মোহ-উৎপাদন পূর্ব্বক জ্ঞানাদি উপদেশ দিয়া পুনরায় তাহা নিবারণ পূর্ব্বক লীলায় জিজ্ঞাসা করিতেছেন ॥২৯॥

অনুদর্শিনী। নিত্যসিদ্ধ ত্রিগুণাতীত শ্রীভগবানের নিত্যসখা উদ্ধবের শোকমোহ নাই। পরমকৃপালু স্বজনবিতরণপরায়ণ ভগবান্ নিজজন উদ্ধবের হৃদয়ের জ্ঞানাদি গ্রহণের জন্য যোগমায়ার দ্বারা মোহ উৎপাদন করিয়া উদ্ধবের দ্বারা প্রশ্ন করাইয়া নিজেই উত্তরদাতারূপে কর্ম্মজ্ঞান-যোগ ও ভক্তির স্বরূপ জগজ্জীবের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে ভঙ্গিসহকারে মোহ নষ্ট হইল কিনা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। অতএব এস্থলে মোহ—মায়িকলীলা দর্শনজ ভ্রম এবং শোক—পুনরায় আমার অপ্রাপ্তিজন্য ॥ ২৯ ॥

নৈতৎ ত্বয়া দাম্ভিকায় নাস্তিকায় শঠায় চ।
অশুশ্রূষোরভক্তায় দুর্বিনীতায় দীয়তাম্ ॥৩০॥

অন্বয়। (উপসংহারমাকলয্যাহ) এতৎ (জ্ঞানং) দাম্ভিকায় (ধর্ম্মধ্বজায়) নাস্তিকায় (বেদে বিশ্বাস-রহিতায়) শঠায় (বঞ্চকায়) অশুশ্রূষোঃ (অশুশ্রূষবে)

অভক্তায় দুর্বিনীতায় (অপ্রণতায়) চ ন দীয়তাং (নোপদেষ্টব্যম্) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ। এই জ্ঞানোপদেশ তুমি দাম্ভিক, নাস্তিক, বঞ্চক বা যাহার শ্রবণেচ্ছা নাই তাদৃশ অভক্ত ও দুর্বিনীত ব্যক্তিকে কদাচ প্রদান করিও না ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ। অশুশ্রূষোরশ্রদ্ধয়া শৃণ্বতে ॥ ৩০ ॥

বঙ্গানুবাদ। অশুশ্রূষু—অশ্রদ্ধায় শ্রবণকারী ॥৩০॥

অনুদর্শিনী। তত্ত্বজ্ঞান-শ্রবণে অনধিকারীর পরিচয় দিতেছেন। অশ্রদ্ধালু ব্যক্তিকে ভগবত্তত্ত্বোপদেশ প্রদান করিতে নাই—

"অশ্রদ্ধধানে বিমুখেঽপ্যশৃণ্বতি যশ্চোপদেশঃ শিবনাম্নি অপরাধঃ।" পদ্মপুরাণ।

অর্থাৎ শ্রদ্ধাহীন বা নামশ্রবণে বিমুখ ব্যক্তিকে যে উপদেশ দান, তাহা মঙ্গলময় শ্রীনামের নিকটেই অপরাধ।

ইদন্তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি ॥
গীঃ ১৮।৬৭

অতপস্ক, অভক্ত, পরিচর্য্যাহীন ও আমার প্রতি অসূয়াযুক্ত ব্যক্তিগণকে ইহা শ্রবণ করাইবেন না।

'নৈতৎ খলায়োপদিশেৎ—ন স্তব্ধবিমানিনাম্'—ভাঃ ৩।৩২।৩৯-৪০ শ্লোঃ দ্রষ্টব্য ॥৩০॥

এতৈর্দোষৈর্বিহীনায় ব্রহ্মণ্যায় প্রিয়ায় চ।
সাধবে শুচয়ে ব্রূয়াদ্ভক্তিঃ স্যাৎ শূদ্রযোষিতাম্ ॥৩১॥

অন্বয়) এতৈঃ (পূর্ব্বোক্তৈঃ) দোষৈঃ বিহীনায় ব্রহ্মণ্যায় (ব্রাহ্মণভক্তায়) প্রিয়ায় সাধবে শুচয়ে (তথা) শূদ্রযোষিতাং (শূদ্রাণাং যোষিতাঞ্চ যদি) ভক্তিঃ স্যাৎ (তর্হি তেভ্যস্তাভ্যশ্চ) ব্রূয়াৎ (উপদিশেৎ) ॥৩১॥

অনুবাদ। এই সকল পূর্ব্বোক্ত দোষরহিত ব্রাহ্মণ ভক্ত, প্রিয়, শুচি ও সাধু ব্যক্তিকে এবং শূদ্র ও স্ত্রীলোক যদি ভক্তিবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকেও উপদেশ করিবে ॥৩১॥

বিশ্বনাথ। শূদ্রাণাং যোষিতাঞ্চ যদি ভক্তিঃ স্যাত্তর্হি তেভ্যস্তাভ্যশ্চ ব্রূয়াৎ ॥৩১॥

বঙ্গানুবাদ। শূদ্র ও স্ত্রীগণের যদি ভক্তি হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকেও বলিবে ॥৩১॥

অনুদর্শিনী। তত্ত্বকথা-শ্রবণে অধিকারী নির্ণয় করিতে যাইয়া ভগবান্ শ্রীকপিলাবতারেও বলিয়াছেন—

শ্রদ্দধানায় ভক্তায় বিনীতায়ানসূয়বে।
ভূতেষু কৃতমৈত্রায় শুশ্রূষাভিরতায় চ ॥
বহির্জাতবিরাগায় শান্তচিত্তায় দীয়তে।
নির্ম্মৎসরায় শুচয়ে যস্যাহং প্রেয়সাং প্রিয়ঃ ॥
ভাঃ ৩।৩২।৪১-৪২

অর্থাৎ যাঁহারা শ্রদ্ধাবান্, ভক্ত, বিনীত, অসূয়াহীন, ভূতগণের বন্ধু, সেবানিরত, বাহ্যবিষয়ে বৈরাগ্যযুক্ত, শান্তচিত্ত, মাৎসর্য্যশূন্য এবং আমিই যাঁহাদিগের প্রিয়তম, তাঁহাদিগের নিকটই ইহা কীর্ত্তন করিবেন।

কিন্তু অবতারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ভক্তিমান্ শূদ্র ও স্ত্রীলোককে স্বতত্ত্বোপদেশের আদেশ দিয়া জানাইলেন যে—শ্রীকৃষ্ণভজনে সকলেরই অধিকার আছে—জাতি, বর্ণ, গুণ, বয়স, কর্ম্ম প্রভৃতির অপেক্ষা নাই। সর্ব্বচমৎকার লীলাময়ের লীলায়ও ইহা দেখিতে পাওয়া যায়—

ব্যাধস্যাচরণং ধ্রুবস্য চ বয়ো বিদ্যা গজেন্দ্রস্য কা
কুব্জায়াঃ কিমু নামরূপমধিকং কিন্তৎ সুদাম্নো ধনম্।
বংশঃ কো বিদুরস্য যাদবপতেরুগ্রস্য কিং পৌরুষং
ভক্ত্যা তুষ্যতি কেবলং ন চ গুণৈর্ভক্তিপ্রিয়ো মাধবঃ ॥

অর্থাৎ ব্যাধের আচরণ, ধ্রুবের বয়স, গজেন্দ্রের বিদ্যা, কুব্জার নাম ও রূপ, সুদামার ধন, বিদুরের বংশ, যাদবপতি উগ্রসেনের কি পৌরুষ ছিল, যাহাতে ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণ ভগবানকে লাভ করিয়াছিলেন? ইহা হইতে জানা যায় যে, ভক্তিপ্রিয় মাধব কেবল ভক্তিতেই তুষ্ট। অন্য গুণে নহেন।

ভগবান্ নিজ ঔদার্য্যলীলায় ইহারই সরল মীমাংসা করিয়াছেন—

নীচ জাতি নহে কৃষ্ণ ভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য ॥

যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি-কুলাদি বিচার॥
চৈঃ চঃ অঃ ৪ পঃ
অতএব—"শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি অধিকারী"।
ঐ মঃ ২২ পঃ ॥৩১

নৈতদ্বিজ্ঞায় জিজ্ঞাসোর্জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে।
পীত্বা পীযূষমমৃতং পাতব্যং নাবশিষ্যতে ॥ ৩২ ॥

অন্বয়। (এতজ্জ্ঞানেন পুমান্ কৃতার্থো ভবতীত্যাহ) (যথা) পীযূষং (স্বাদু) অমৃতং পীত্বা পাতব্যং (পানযোগ্যং কিঞ্চিৎ) ন অবশিষ্যতে (তথা) এতৎ বিজ্ঞায় জিজ্ঞাসোঃ (জ্ঞাতুমিচ্ছোর্জনস্য) জ্ঞাতব্যং (কিঞ্চিৎ) ন অবশিষ্যতে ॥৩২॥

অনুবাদ। যেমন অতি সুস্বাদু অমৃত পান করিলে আর পান করিবার যোগ্য অন্য কোন বস্তুই অবশিষ্ট থাকে না, তদ্রূপ তত্ত্বজিজ্ঞাসু পুরুষ এই তত্ত্ব অবগত হইলে তাহার আর জ্ঞাতব্য কিছুই অবশিষ্ট থাকে না ॥৩২॥

বিশ্বনাথ। যদ্যপি ভক্ত্যৈব কৃতার্থস্য মদ্ভক্তস্য জ্ঞানেন নাস্তিপ্রয়োজনং তদপি জ্ঞানং নাম কীদৃশমিতি কদাচিৎ কস্যচিদ্ভক্তস্য যদি জিজ্ঞাসা স্যাত্তদা তেন ইদমেব দ্রষ্টব্যমত্র জ্ঞানস্যাপি সত্ত্বাদিত্যাহ—নৈতদিতি। পীযূষং সুধাং পীত্বা পাতব্যং অমৃতং পেয়মমৃতান্তরং নাবশিষ্যতে ॥ ৩২ ॥

বঙ্গানুবাদ। যদিও ভক্তিদ্বারাই কৃতার্থ আমার ভক্তের জ্ঞানে প্রয়োজন নাই, তথাপি জ্ঞান কিরূপ, ইহা কদাচিৎ কোনও ভক্তের যদি জিজ্ঞাসা হয়, তাহা হইলে তিনি ইহাই দেখিবেন, যেহেতু ইহাতে জ্ঞান আছে, তাই বলিতেছেন। পীযূষ সুধা পান করিয়া পাতব্য অমৃত-পেয় অন্য অমৃত বাকী থাকে না ॥ ৩২॥

অনুদর্শিনী। ভক্তিলাভে জীব কৃতকৃতার্থ হন—"তয়াবাপ্তবিবিৎসিতঃ॥"—ভাঃ ১।১৩।১

'তজ্জ্ঞানেনৈব সর্ব্বং জ্ঞাতবানিত্যর্থঃ। সর্ব্বাশ্রয়ত্বাত্তস্যাঃ।'—শ্রীজীব। অর্থাৎ ভক্তির সর্ব্বাশ্রয়ত্বহেতু ভক্তিতত্ত্বজ্ঞানের দ্বারাই (বিদুর) সকল জানিয়াছিলেন। তারপর আর কিছু জানিবার অবশেষ থাকে না—"জাতৈকভক্তির্গোবিন্দে তেভ্যশ্চোপররাম হ।" —ভাঃ ১।১৩।২ অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দে ঐকান্তিক ভক্তি উদিত হইলে তিনি (বিদুর) সেই সকল প্রশ্ন হইতে বিরত হইলেন। কেননা—'ভক্তি জন্মিলে অন্য জিজ্ঞাস্যের প্রয়োজন হয় না অর্থাৎ ব্যর্থই"—শ্রীল বিশ্বনাথ।

তাই শ্রীসূতগোস্বামী বলিয়াছেন—'তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ কচিৎ'—ভাঃ ১২।১৩।১৫। 'তদ্রস অর্থাৎ শ্রীভগবদ্ভক্তিরস'—শ্রীজীব। উহা পান করিলে অন্যত্র রতি হয় না। ৩২ ॥

জ্ঞানে কর্ম্মণি যোগে চ বার্ত্তায়াং দণ্ডধারণে।
যাবানর্থো নৃণাং তাত তাবাংস্তেঽহং চতুর্বিধঃ ॥৩৩॥

অন্বয়। তাত, (হে উদ্ধব,) জ্ঞানে কর্ম্মণি যোগে বার্ত্তায়াং (কৃষ্যাদৌ) দণ্ডধারণে (দণ্ডনীতৌ) চ নৃণাং যাবান্ চতুর্বিধঃ অর্থঃ (মোক্ষ, ধর্ম্ম—অনিমাদিসিদ্ধয়ঃ, অর্থঃ, ঐশ্বর্য্যং, কামঃ ইতি ভবতি) তাবান্ চতুর্বিধঃ (অর্থঃ) তে (তব) অহং (এব ভবামি) ॥৩৩॥

অনুবাদ। হে উদ্ধব, জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগ, কৃষি প্রভৃতি বার্ত্তা ও দণ্ডনীতিদ্বারা পুরুষের যে চতুর্ব্বর্গ সাধিত হয়, তোমার সম্বন্ধে সে সমুদায়ই আমি। অর্থাৎ ভক্ত-পুরুষ মৎপ্রাপ্তিতেই তৎসমুদয় পুরুষার্থে অধিকারী হইয়া থাকেন ॥৩৩॥

বিশ্বনাথ। ননু যদি কস্যচিদ্ভক্তস্য জ্ঞানকর্ম্মাদি-ফলেঽপি লিপ্সা স্যাত্তদা তেন জ্ঞানাদিকমভ্যসনীয়মেবেতি তত্রোদ্ধবং লক্ষ্যীকৃত্য নৈবেত্যাহ,—জ্ঞানে ইতি। জ্ঞানাদৌ যাবানর্থঃ ফলং মোক্ষাদিচতুর্ব্বিধস্তাবান্ সর্ব্বোঽপি তব ভক্তস্যাহমেব ভবামি তং তমর্থং সর্ব্বমহমেব দদামীত্যর্থঃ। ততশ্চ কিং জ্ঞানাদ্যভ্যাসেনেতি ভাবঃ। তত্র জ্ঞানে মোক্ষঃ কর্ম্মণি বিহিতে ধর্ম্মঃ যোগেঽণিমাদিসিদ্ধিলক্ষণঃ কামঃ। বার্ত্তায়াং কৃষ্যাদৌ দণ্ডধারণে চার্থঃ। যদুক্তং "যা বৈ সাধনসম্পত্তিঃ পুরুষার্থচতুষ্টয়ে। তয়া বিনা তদাপ্নোতি নরো নারায়ণাশ্রয়" ইতি ॥৩৩॥

বঙ্গানুবাদ। আচ্ছা, যদি কোনও ভক্তের জ্ঞান-কর্ম্মাদিফলে লিপ্সা হয়, তাহা হইলে তাঁহার জ্ঞানাদিও অভ্যাস করা উচিত, এই পরিপ্রশ্ন হইলে উদ্ধবকে লক্ষ্য করিয়া 'না' এইকথাই বলিতেছেন। জ্ঞানাদিতে যে সমস্ত ফল মোক্ষাদি চারিপ্রকার, সে সমস্তই আমার ভক্ত তোমার আমিই হইতেছি, সেই সেই ফল সমস্ত আমিই দিই, এই অর্থ। তাহার পর আর জ্ঞানাদি অভ্যাস করিয়া কি হইবে ? এই ভাব। জ্ঞানে মোক্ষ, কর্ম্মবিহিত হইলে ধর্ম্ম, যোগে অণিমাদিসিদ্ধিলক্ষণ কাম, বার্ত্তা বা কৃষি প্রভৃতিও দণ্ডধারণে অর্থ। নারায়ণীয়ে মোক্ষধর্ম্মে—বলা হইয়াছে—"চারিপুরুষার্থে যে সাধনসম্পত্তি, তাহা না হইলেও নারায়ণাশ্রয় নর তাহা প্রাপ্ত হয়" ॥৩৩॥

অনুদর্শিনী। অভক্তগণের পক্ষে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় এবং তত্তৎসাধনফলসমূহ থাকিলেও ভক্তগণের পক্ষে ভগবানই সর্ব্বস্ব। সুতরাং কৃষ্ণৈকশরণ হওয়া কর্ত্তব্য। কেননা ভগবৎপ্রাপ্তিতে সকল পুরুষার্থেরই প্রাপ্তি হয়।

আয়ুঃ পরং বপুরভীষ্টমতুল্যলক্ষ্মী-
র্দ্যোভূরসাঃ সকলযোগগুণাস্ত্রিবর্গঃ।
জ্ঞানঞ্চ কেবলমনন্ত ভবন্তি তুষ্টাৎ
ত্বত্তো নৃণাং কিমু সপত্নজয়াদিরাশীঃ ॥ ভাঃ ৮।১৭।১০

শ্রীঅদিতি কহিলেন—হে অনন্ত! আপনি পরিতুষ্ট হইলেই ব্রহ্মার তুল্য পরমায়ু, যথাভিলষিতদেহ, স্বর্গ, মর্ত্ত পাতালের আধিপত্য, অতুল্যধন, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম—এই ত্রিবর্গ, কেবলজ্ঞান, অপরোক্ষজ্ঞান এবং অণিমাদি যোগসিদ্ধি সুলভই হইয়া থাকে। শত্রুজয়াদি বাসনার কথা কি ? পূর্ব্বে ১১।২৬।৩০ শ্লো দ্রষ্টব্য ॥৩॥

মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা
নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো

বিচিকীর্ষিতঃ (বিশিষ্টঃ কর্ত্তুমিষ্টো ভবতি, ততশ্চ) অমৃতত্বং (মোক্ষং) প্রতিপদ্যমানঃ (লভমানঃ) ময়া (সহ) আত্মভূয়ায় চ (মদৈক্যায় মৎসমানৈশ্বর্য্যায়েতি যাবৎ) কল্পতে (যোগ্যো ভবতি) বৈ (ধ্রুবম্) ॥৩৪॥

অনুবাদ। মনুষ্য যখন সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাতে আত্মসমর্পণ করেন, তখন তিনি আমার ইচ্ছায় যোগী-জ্ঞানী অপেক্ষায় অধিক জ্ঞানসম্পন্ন হ'ন। অনন্তর অমৃতত্ব লাভ করিয়া আমার সহিত সমান ঐশ্বর্য্যলাভে উপযুক্ত হ'ন ॥৩৪॥

বিশ্বনাথ। ননু ময়া সর্ব্বমতান্যবগতানি কিন্তু ত্বদ্ভক্তানাং কিং মতং তত্ত্বং ব্রূহীত্যপেক্ষায়াং ভোঃ প্রণয়িন্নুদ্ধব, চতুর্বিংশেঽধ্যায়ে সৎকার্য্যবাদিনাং মতমষ্টাবিংশে তথৈবাসৎকার্য্যবাদিনাঞ্চ মতমুক্তং মদ্ভক্তাস্ত্ববিবাদিনঃ সত্যবাদিনঃ সন্তো বস্তুতস্ত তদুভয়মতমধ্যবর্ত্তিনো নৈব ভবন্তীত্যাহ—মর্ত্ত্য ইতি, মনুষ্যঃ যদা যাদৃচ্ছিকমদ্ভক্তকৃপাপ্রসাদাত্ত্যক্তানি সমস্তানি নিত্যনৈমিত্তিককাম্যানি কর্ম্মাণি যেন সঃ নিবেদিতাত্মা মৎস্বরূপভূতায় মন্ত্রোপদেশকায় গুরবে। "যোঽহং মমাস্তি যৎকিঞ্চিদিহ লোকে পরত্র চ। তৎ সর্ব্বং ভবতো নাথ চরণেষু সমর্পিতম্।" ইতি বচসা মনসা চ সমর্পিতাহন্তাস্পদমমতাস্পদো ভবতি তদা তৎক্ষণমারভ্যৈব স মর্ত্ত্যো মে ময়া বিচিকীর্ষিতঃ বিশিষ্টঃকর্ত্তুমিষ্টঃ মৎপ্রতিপাদ্যমানেন মদ্ভক্ত্যাভাসেন যোগিজ্ঞানি প্রভৃতিভ্যোঽপি বিলক্ষণ এব কর্ত্তুমীপ্সিতঃ স্যাদিতি তেন মদ্ভক্তেন ময়া কার্য্যঃ সত্যভূত এব নাপ্যবিদ্যাকার্য্যো মিথ্যাভূত এব কিন্তু মৎকার্য্যো গুণাতীত এব সন্ অমৃতত্বং মৃতং নাশস্তদভাবরত্বং প্রতিপদ্যমানঃ ময়া সহৈব আত্মভূয়ায় স্বভূত্যৈ কল্পতে যোগ্যো ভবতি চকারে নৈতৎফলমনসংহিতং ফলন্ত প্রেমবৎপার্ষদত্বমিতি ॥৩৪॥

বঙ্গানুবাদ। আচ্ছা, আমি সর্ব্বমত অবগত আছি, কিন্তু আপনার ভক্তগণের কি মত, তাহা আপনি বলুন, এই অপেক্ষায় হে প্রণয়ী উদ্ধব, চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়ে সৎকার্য্যবাদিগণের ও অষ্টাবিংশ অধ্যায়ে অসৎকার্য্যবাদিগণের মত বলা হইয়াছে, কিন্তু আমার ভক্তগণ অবিবাদী সত্যবাদী সাধু, কিন্তু বস্তুতঃ তদুভয়মত-

মধ্যবর্ত্তী হ'ন না, এই কথা বলিতেছেন, মর্ত্ত্য ইত্যাদি। মনুষ্য যে সময়ে আমার ভক্তের যাদৃচ্ছিক কৃপাপ্রসাদে ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা—যাঁহার দ্বারা সমস্ত নিত্যনৈমিত্তিক কাম্যকর্ম্ম ত্যক্ত হইয়াছে, আমার স্বরূপভূত আমার মন্ত্রোপদেশক গুরুতে নিবেদিতাত্মা। "আমি যে ও আমার যাহা কিছু ইহলোকে ও পরত্র, সে সমস্তই আপনার চরণে সমর্পিত"—এইরূপ বাক্যে ও মনে অহন্তাব আস্পদ ও মমতার আস্পদ যখন সমর্পণ করেন, সেই ক্ষণ হইতে আরম্ভ করিয়া সেই মর্ত্ত্য আমার বিচিকীর্ষিত—বিশিষ্ট করিতে অভিলষিত অর্থাৎ আমাকর্ত্তৃক প্রতিপদ্যমান আমার ভক্তির আভাসে যোগিজ্ঞানিপ্রভৃতি হইতেও বিলক্ষণ করিতেই ঈপ্সিত হইয়া থাকেন। আমার সেই ভক্তের কার্য্য আমারই কার্য্য সত্যভূত, মিথ্যাভূত, অবিদ্যা কার্য্য নহে। কিন্তু আমার কার্য্য গুণাতীত হইয়া অমৃতত্ব—মৃত অর্থাৎ নাশ, তাহার অভাব প্রতিপদ্যমান হইয়া বা লাভ করিয়া আমারই সহিত আত্মভূয় বা স্বভূতি বা নিজমঙ্গলের যোগ্য হয়। 'চ'কার থাকাতে এই ফল অননুসংহিত, কিন্তু ফল হইতেছে প্রেমময় পার্ষদত্ব ॥ ৩৪ ॥

অনুদর্শিনী। শ্রীভগবান্ পূর্ণ এবং অখিল রসামৃত মূর্ত্তি। তাঁহাকে লাভ করিলে জীবের কোনও অভাব থাকে না বা বলিবারও বা বিবাদেরও কিছুই থাকে না। "অন্যবাদিগণের ন্যায় বৈষ্ণবগণের পরমত-খণ্ডনে এবং স্বমত-স্থাপনে অত্যাগ্রহ নাই; কিন্তু ভগবদ্ভজনেই অত্যাগ্রহ। তাঁহাদিগের মতই সর্ব্বশাস্ত্রার্থ-সার। বিচিত্র রূপগুণলীলামহাবারিধি রামকৃষ্ণাদি স্বরূপে উপাস্যবুদ্ধি এবং নিজেদের উপাসক-বুদ্ধি—ইহাই তাঁহাদের তৎ-পদার্থ এবং ত্বম্‌পদার্থের জ্ঞান"।—ভাঃ ১০।৮৭।৩২ শ্লোকের টীকায় শ্রীবিশ্বনাথ।

সুতরাং ভক্তগণ অবিবাদী। তাঁহারা নিত্যসত্য বস্তুকে সাক্ষাদনুভব করায় তাঁহাদের বাক্য মিথ্যা বা লোকবঞ্চণাপর কপটতাপূর্ণ নহে তাঁহারাই নিষ্কপট সত্যবাদী।

ভগবানে সমর্পিতাত্ম ভক্তের লক্ষণ—

> যদা যস্যানুগৃহ্ণাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ।
> স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাম্ ॥
>
> ভাঃ ৪।২৯।৪৬

যখন ভগবান্ কোন জীবাত্মার আত্মসমর্পণ-দর্শনে প্রসন্ন হইয়া অথবা আত্মবৃত্তির দ্বারা সেবিত হইয়া তাহার প্রতি কৃপা করেন, তখন সেই ভক্ত লৌকিক ব্যবহার ও বেদের কর্ম্ম-আসক্ত মত পরিত্যাগ করিয়া থাকেন।

শ্রীগৌরাবতারে শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য—"যারে কৃপা করি করেন হৃদয়ে প্রেরণ। কৃষ্ণাশ্রয় হয়, ছাড়ে বেদ লোকধর্ম্ম।" চৈঃ চঃ মঃ ১১।১১৭।

"দীক্ষাকালে ভক্ত সর্ব্বকৃত্যপরিত্যাগ করিয়া নিজ প্রাকৃতাত্মভূতিসমূহ ভগবৎস্বরূপ শ্রীগুরুপাদপদ্মে সমর্পণ করিয়া অপ্রাকৃত-সম্বন্ধ-জ্ঞান-বিশিষ্ট হ'ন। অপ্রাকৃত-দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া তিনি অপ্রাকৃত স্বরূপে কৃষ্ণ সেবাধিকার প্রাপ্ত হ'ন। তখন ভক্ত সচ্চিদানন্দময়-স্বীয়-স্বরূপে নিত্য সেবকবিগ্রহত্ব উপলব্ধি করিয়া অপ্রাকৃত দেহে কৃষ্ণচন্দ্রের সেবাধিকার প্রাপ্ত হ'ন।"

শ্রীলপ্রভুপাদ

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ "জ্ঞানং বিশুদ্ধং পরমার্থমেকং"—ভাঃ ৫।১২।১১ শ্লোকের টীকায় আলোচ্য শ্লোকের যে অর্থ করিয়াছেন তাহার বঙ্গানুবাদ—

"যদা মর্ত্ত্যস্তক্তসমস্তকর্ম্মা অর্থাৎ গুরূপদেশকালে ত্যক্ত-সমস্তবর্ণাশ্রমকাম যাহার শ্রীগুরুরূপী আমাতে নিবেদিতাত্মা অর্থাৎ নিবেদিত অহন্তাস্পদ মমতাস্পদ যাহাদ্বারা সেই ব্যক্তি। হে নাথ, আমি যে ও আমার যাহা কিছু ইহলোকে পরলোকে আছে, সে সকলই আপনার চরণে সমর্পিত"—এইরূপ ব্যবসায়বান্ হয়। তখন সেই ব্যক্তি মিথ্যাভূত হইলেও আমাকর্ত্তৃক বিচিকীর্ষিত হয় অর্থাৎ বিশিষ্ট করিবার যোগ্য হয়। 'আমার আশ্রিত ব্যক্তি নির্গুণ' (ভাঃ ১১।২৫।২৬)—এই আমার উক্তি হইতে নিস্ত্রৈগুণ্যই হয়—এই অর্থ। তাহা কিন্তু মায়াকার্য্যের ন্যায় নশ্বর নহে, সত্য।

অথবা অজ্ঞানের কার্য্যের ন্যায় মিথ্যাভূত নহে—কিন্তু স্বরূপভূত মৎকার্য্য বলিয়া নির্গুণই হয়। আরও 'মায়া-দ্বারা বিশিষ্টকৃত হয়' ইহা প্রয়োগ না করিয়া বিচিকীর্ষিত এই 'সন্' প্রত্যয়-প্রয়োগ হইতে নির্গুণ করিতে আরম্ভ করিলে সে ক্রমে ক্রমে ভক্তি-অভ্যাসবান্ হইয়া নিষ্ঠা-রুচি-আসক্তি-রতি ভূমিকারূঢ় হইলে সম্যক্ নির্গুণ হয়, তখন মিথ্যাভূত বস্তুসমূহের সহিত তাহার ব্যবহার হয় না। তাহার পূর্ব্বে কিন্তু ঐ সকল বস্তুসহ যথাযোগ্য এবং ব্যবহার হয়। অতএব ইহার অর্থ এই—

"অচিন্ত্যশক্তিদ্বারা ভক্তি উপদেশ কালেই ভক্তের গুণাতীত দেহেন্দ্রিয় মনাদি মৎকর্ত্তৃক ভক্তিমাহাত্ম্য দর্শনার্থ অলক্ষিতভাবেই সৃষ্ট হয়, মিথ্যাভূত দেহাদি অতি-অলক্ষিত ভাবেই লয় প্রাপ্ত হয়। যেরূপ—'নৈবম্বিধঃ পুরুষকার উরুক্রমস্য, পুংসাং তদঙ্ঘ্রিরজসা জিত-ষড়্গুণানাম্। চিত্রং বিদূরবিগতঃ সকৃদাদদীত, যন্নামধেয়-মধুনা স জহাতি বন্ধম্ ॥'—ভাঃ ৫।১।৩৫ ; ইহার অর্থ —এই প্রকার প্রিয়ব্রত-কর্ত্তৃক বিস্তৃত সপ্ত-সমুদ্র নির্ম্মাণরূপ পুরুষকার নিশ্চিতই চিত্র নহে। যেহেতু অন্ত্যজও যদি উরুক্রম ভগবানের নাম একবার মাত্র গ্রহণ করেন তৎক্ষণই (প্রারব্ধ) তনুত্যাগ করেন—এই কথার তখনও দেহ দৃষ্ট হইলেও প্রারব্ধকর্ম্ম সংবলিত তনুত্যাগ অলক্ষিতই —এই অর্থ। তাহার পর তখন অমৃতত্ব অর্থাৎ মরণ ধর্ম্মাভাবকে তখনই লাভ করিয়া আমাসহ আত্মভাব অর্থাৎ আত্মার বা নিজের অবস্থিতির যোগ্য হয় অর্থাৎ যেখানে আমি অবস্থান করি; সেইখানেই সেও আমার সেবার জন্য অবস্থান করে—এই অর্থ।"

শ্রীগৌর ভগবান্ স্বপার্ষদ শ্রীসনাতনের দেহে কণ্ডূরসা দেখাইয়া সাধারণলোককে ঐ দেহকে প্রাকৃত বুদ্ধি না করে সেইজন্য স্বয়ং উহাঁকে আলিঙ্গন করিয়া বলিয়া-ছিলেন—

"প্রভু কহে - বৈষ্ণবদেহ প্রাকৃত কভু নয়।
'অপ্রাকৃত' দেহ ভক্তের চিদানন্দময় ॥
দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্ম-সমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম ॥
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত-দেহে তাঁর চরণ ভজয় ॥"
"সনাতনের দেহে কৃষ্ণ কণ্ডূ উপজাঞা।
আমা পরীক্ষিতে ইহাঁ দিলা পাঠাঞা ॥
ঘৃণা করি' আলিঙ্গন না করিতাম যবে।
কৃষ্ণ-ঠাঞি অপরাধী হইতাম তবে ॥
পারিষদ-দেহ এই না হয় দুর্গন্ধ।
প্রথম দিবসে পাইলুঁ চতুঃসম-গন্ধ ॥"

চৈঃ চঃ অঃ ৪ পঃ ॥৩৪॥

শ্রীশুক উবাচ

স এবমাদর্শিতযোগমার্গ
স্তদোত্তমঃশ্লোকবচো নিশম্য।
বদ্ধাঞ্জলিঃ প্রীত্যুপরুদ্ধকণ্ঠো
ন কিঞ্চিদূচেঽশ্রুপরিপ্লুতাক্ষঃ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়। শ্রীশুকঃ উবাচ। এবম্ আদর্শিতযোগ-মার্গঃ (আদর্শিতঃ উপদিষ্টঃ যোগস্য মার্গঃ যস্মৈ তথাবিধঃ) সঃ (উদ্ধবঃ) তদা উত্তমঃশ্লোকবচঃ (উত্তমৈঃ সাধুভিঃ শ্লোক্যতে গীয়তে যঃ তস্য ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য বচঃ বাক্যং) নিশম্য (শ্রুত্বা) অশ্রুপরিপ্লুতাক্ষঃ (অশ্রুভিঃ পরিপ্লুতে ব্যাপ্তে অক্ষিণী যস্য সঃ) প্রীত্যুপরুদ্ধকণ্ঠঃ (প্রীত্যা উপরুদ্ধঃ কণ্ঠো যস্য সঃ) বদ্ধাঞ্জলিঃ (সন্) কিঞ্চিৎ (অপি) ন উচে (বক্তুং ন শেকে) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ। শ্রীশুকদেব কহিলেন। উদ্ধব এই প্রকার যোগমার্গ উপদিষ্ট হইয়া তৎকালে উত্তমঃশ্লোক ভগবানের বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক প্রীতিনিরুদ্ধকণ্ঠে প্রেমাশ্রুপূর্ণ-নয়নে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন মাত্র, কিন্তু আর কিছুই বলিতে পারিলেন না ॥ ৩৫ ॥

বিষ্টভ্য চিত্তং প্রণয়াবঘূর্ণং
ধৈর্য্যেণ রাজন্ বহুমন্যমানঃ।
কৃতাঞ্জলিঃ প্রাহ যদুপ্রবীরং
শীর্ষ্ণা স্পৃশংস্তচ্চরণারবিন্দম্ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়। (হে) রাজন্, প্রণয়াবঘূর্ণং (প্রণয়েণাবঘূর্ণং ক্ষুভিতং মহাব্যগ্রং) চিত্তং ধৈর্য্যেণ বিষ্টভ্য (স্থিরীকৃত্য)

বহুমন্যমানঃ (আত্মানং কৃতার্থং মন্যমানঃ) শীর্ষ্ণা তচ্চরণার-বিন্দং স্পৃশন্ কৃতাঞ্জলিঃ (সন্) যদুপ্রবীরং (ভগবন্তং শ্রীকৃষ্ণং) প্রাহ ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ। হে রাজন্! অনন্তর প্রণয়দ্বারা ঘূর্ণমান চিত্তকে ধৈর্য্যদ্বারা স্থিরীকৃত ও আত্মাকে কৃতার্থ মনে করিয়া (উদ্ধব) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম মস্তকদ্বারা স্পর্শ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ। প্রণয়েনাবঘূর্ণাত্মকং মহাব্যগ্রং চিত্তং ধৈর্য্যেণ বিষ্টভ্য তদ্দত্তশক্ত্যৈব যদ্ধৈর্য্যমভূত্তদেব বহুমন্যমানঃ ॥ ৩৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। প্রণয়াবঘূর্ণ—প্রণয়হেতু অবঘূর্ণাত্মক মহাব্যগ্রচিত্তকে ধৈর্য্যের সহিত স্থিরীকৃত করিয়া তাঁহার প্রদত্তশক্তিদ্বারাই যে ধৈর্য্য হইয়াছে তাহাকে বহুমন্যমান ॥৩৬॥

অনুদর্শিনী। প্রণয়হেতু—গাঢ়বিশ্রম্ভণাত্মক সখ্যাংশে ত্বদীয় বিয়োগদুঃখে মহাব্যগ্রচিত্তকে উপদেশপ্রসাদ প্রাপ্তিকে বহুমানন করিয়া ধৈর্য্য ধারণে স্থির করিলেন ॥ ৩৬ ॥

শ্রীউদ্ধব উবাচ

বিদ্রাবিতো মোহমহান্ধকারো
য আশ্রিতো মে তব সন্নিধানাৎ।
বিভাবসোঃ কিং নু সমীপগস্য
শীতং তমো ভীঃ প্রভবন্ত্যজাদ্য ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়। শ্রীউদ্ধব উবাচ—(হে) অজ, (হে) আদ্য (আদি পুরুষ), যঃ মোহমহান্ধকারঃ (মোহরূপো মহান্ধকারঃ) মে (ময়া) আশ্রিতঃ (সঃ) তবসন্নিধানাৎ (উপদেশাৎ) অধুনা বিদ্রাবিতঃ (দূরাৎ সুদূরং পলায়িতঃ) বিভাবসোঃ (সূর্য্যস্য) সমীপগস্য (সমীপস্থস্য জীবস্য) শীতং তমঃ (অন্ধকারঃ) ভীঃ (ভয়ম্ এতাঃ) কিং নু প্রভবন্তি (নৈব) ॥৩৭॥

অনুবাদ। শ্রীউদ্ধব বলিলেন—হে অজ, হে আদি পুরুষ আমি যে মোহমহান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছিলাম তাহা এক্ষণে আপনার সান্নিধ্যনিবন্ধন সুদূরে পলায়ন করিয়াছে। সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী ব্যক্তির কি আর শীত, অন্ধকার ও ভয় থাকিতে পারে? ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ। যো মে ময়া মোহমহান্ধকার আশ্রিতঃ সর্ব্বযাদব বিরাজিতমৎ প্রভুসহিতা দ্বারকেয়ং পরিচ্ছিন্নৈব সংপ্রতি নশ্বরেতি বিচারময়ঃ স ত্বয়া বিদ্রাবিত ইতি তৃতীয়স্কন্ধদর্শিতোদ্ধবপ্রশ্নানন্তরমনন্তজ্ঞেয়স্বীয়সিদ্ধান্তরহস্যপ্রদীপং "আদিদেশারবিন্দাক্ষ আত্মনঃ পরমাং স্থিতিম্" ইতি চ ন ব্যঞ্জিতমুদ্ধবায়াদাত্তৎ কথা এতদুত্তরাপ্যত্রৈবোক্তা জ্ঞেয়া। অতঃ কালদ্বয়োদ্ভূতং শ্রীবরাহচেষ্টিতমেকত্রৈবাহ ইতিবৎ ॥ ৩৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। যে মোহান্ধকার আমাকর্ত্তৃক আশ্রিত অর্থাৎ সর্ব্বযাদব বিরাজিত আমার প্রভুসহিত এই দ্বারকা পরিচ্ছিন্ন ও সম্প্রতি নশ্বর এই বিচার ময়, সেই অন্ধকার আপনাদ্বারা বিদ্রাবিত বা দূরীকৃত। তৃতীয় স্কন্ধদর্শিত ভাঃ ৩।৪।১৯ উদ্ধবের প্রশ্নের পর অন্যের অজ্ঞেয় স্বীয় সিদ্ধান্তরহস্য প্রদীপ ও "পদ্মপলাশলোচন ভগবান্ স্বীয় পরমগুহ্য তত্ত্ব আমাকে উপদেশ করিয়াছিলেন" ইহা ব্যঞ্জিত হয় নাই, 'উদ্ধবকে তাঁহার কথাসমূহ দিয়াছিলেন' ইহার পরে ও এইস্থলেই উক্ত বলিয়া জানিতে হইবে। এইভাবে দুইটী কালে উদ্ভূত শ্রীবরাহের লীলা একস্থলেই বলিয়াছিলেন ইহারই মত ॥ ৩৭ ॥

অনুদর্শিনী। ভক্তবর উদ্ধব বলিলেন—প্রভো! আপনার প্রদত্ত মোহে আপনাকে,আপনার পরিকরবর্গকে, যাদবগণকে, আপনার ধাম দ্বারকাকে এবং আপনার ভৃত্য নিজেকে নশ্বর বলিয়া বোধ হইতেছিল, তাহা আপনারই দয়ায় বিদূরিত হইয়াছে এবং ঐ বস্তুগুলি যে মায়িক জগতে অবতীর্ণ হইয়াও নিত্য, অপ্রাকৃত তাহা উপলব্ধি হইয়াছে—ভক্ত উদ্ধবের এরূপ মোহ নাই। কিন্তু ভগবদ্বহির্মুখ মোহগ্রস্ত ব্যক্তির মোহের ক্রিয়া এবং ভগবদুন্মুখতায় মোহত্যাগের ফল জানাইবার জন্যই এই উক্তি।

শ্রীভগবানের অন্তর্দ্ধানের পর উদ্ধব সহ বিদুরের সাক্ষাৎকার হইলে তৎসহ কথাপ্রসঙ্গে উদ্ধব বিদুরকে বলিয়া-

ছিলেন যে, 'শ্রীভগবান্ স্বয়ং আমাকে পরমগুহ্যতত্ত্ব উপদেশ করিয়াছিলেন' আর এক্ষণে শ্রীভগবান্ স্বয়ংই উদ্ধবকে উপদেশ করিতেছেন—এই দুইকালের কথার সামঞ্জস্য রাখিতে বলিতেছেন যে এইরূপ মৈত্রেয় ঋষি বিদুরের প্রশ্নানুরোধে শ্রীবরাহদেবের—স্বায়ম্ভুব ও চাক্ষুষ মন্বন্তরীয় —উভয় লীলাই একত্র বর্ণন করিয়াছেন—

'তমালনীলং সিতদন্তকোট্যা ক্ষ্মামুৎক্ষিপন্তং গজলীলয়াঙ্গ। প্রজ্ঞায় বদ্ধাঞ্জলয়োঽনুবাকৈর্বিরিঞ্চিমুখ্যা উপতস্থুরীশম্ ॥'—ভা: ৩.১৩।৩২ মৈত্রেয় কহিলেন—হে বিদুর, এদিকে তমালসদৃশ নীলাভ বরাহরূপধারী ভগবান্ শ্রীহরি অতি শুভ্র দন্তের অগ্রভাগদ্বারা ধরণীকে রসাতল হইতে উত্তোলন পূর্ব্বক বিরাজ করিতেছিলেন নিরীক্ষণ করিয়া ব্রহ্মাদি দেবতাগণ কৃতাঞ্জলিপুটে বেদোক্ত পুরুষ সূক্তাদি দ্বারা স্তব করিতে লাগিলেন।

"এই শ্বেতবরাহকল্পে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরারম্ভে ব্রহ্মার নাসারন্ধ্র হইতেই শ্বেতবরাহ আবির্ভূত হইয়া কেবলমাত্র জলমগ্না পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়াই অন্তর্হিত হন। অনন্তর ষষ্ঠ চাক্ষুষ মন্বন্তরে আকস্মিক প্রলয়ে পুনরায় নীল বরাহ-রূপে জল হইতে আবির্ভূত হইয়া পৃথিবীকে উদ্ধার এবং হিরণ্যাক্ষকে বধ করিয়াছিলেন। এই বরাহদ্বয়ের লীলা একত্র করিয়াই মৈত্রেয় বলিয়াছিলেন ॥ ৩৭ ॥

প্রত্যর্পিতো মে ভবতানুকম্পিনা
ভৃত্যায় বিজ্ঞানময়ঃ প্রদীপঃ।
হিত্বা কৃতজ্ঞস্তব পাদমূলং
কোঽন্যং সমীয়াচ্ছরণং ত্বদীয়ম্ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়। অনুকম্পিনা (দয়ালুনা) ভবতা ভৃত্যায় মে (মহ্যং) বিজ্ঞানময়ঃ প্রদীপঃ প্রত্যর্পিতঃ (স্বমায়য়া অপহৃতঃ পুনঃ সমর্পিতঃ) (ময়া তু কেবলম্ আত্মবুদ্ধীন্দ্রিয়াদি-সহিতং শরীরমর্পিতং, অতঃ) তব কৃতজ্ঞঃ (ত্বয়া কৃতং অনুগ্রহং জানন্ সন্) কঃ (জনঃ ত্বদীয় পাদমূলং হিত্বা (পরিত্যজ্য) অন্যৎ শরণং সমীয়াৎ (আশ্রয়েৎ) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ। আপনি কৃপা করিয়া নিজমায়াদ্বারা অপহৃত বিজ্ঞানময় স্বরূপজ্ঞানপ্রদীপ পুনর্ব্বার ভৃত্যকে অর্পণ করিয়াছেন। অতএব আপনার কৃত এতাদৃশ উপকার অবগত হইয়া কোন্ ব্যক্তি আপনার পাদমূল পরিত্যাগ করিয়া অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করিবে? ॥৩৮॥

বিশ্বনাথ। প্রত্যর্পিত ইতি। ময়া তুভ্যমাত্মবুদ্ধী-ন্দ্রিয়াদিসহিতং শরীরমর্পিতং ত্বয়া তু বিজ্ঞানময়ঃ স্বানুভবময়ঃ প্রদীপঃ প্রত্যর্পিতঃ। অতোঽহং প্রতিক্ষণমেব সর্ব্বদেশ-কালবর্ত্তিনঃ স্বপরিকরবৈশিষ্ট্যস্য তব মাধুর্য্যানুভবেন ত্বয়া পূর্ণীকৃত এব সম্প্রতি বর্ত্তে। মচ্ছরীরেণানেন যদ্বং চিকির্ষসি তৎ কুরু। যত্র কাপি প্রস্থাপয়িতুমিচ্ছসি তত্র প্রস্থাপয় অত্রৈব প্রস্থাপয়েতি ভাবঃ। যতঃ কৃতজ্ঞস্তদ্ভৃত্যস্তব পাদমূলং হিত্বা অন্যত্ত্বদীয়মপি স্থলং শরণং স্বগৃহমপি কো নাম সমীয়াৎ গচ্ছেৎ। যদি চ তত্রাপি বর্ত্তমানস্য তব সাক্ষাদনুভবঃ স্যাত্তদা গচ্ছেদপি ন কাপ্যত্র হানিঃ। প্রত্যুত ত্বন্নিদেশ-পালনঞ্চেতি ভাবঃ ॥৩৮॥

বঙ্গানুবাদ। আমি আপনাতে আত্ম-বুদ্ধি-ইন্দ্রি-য়াদিসহিত শরীর অর্পণ করিয়াছি, আপনি কিন্তু বিজ্ঞানময় —স্বানুভবময় প্রদীপ প্রত্যর্পণ করিয়াছেন। অতএব আমি প্রতিক্ষণই সর্ব্বদেশকালবর্ত্তী স্বপরিকরবৈশিষ্টময় আপনার মাধুর্য্যানুভবদ্বারা আপনাকর্ত্তৃক পূর্ণ হইয়া সম্প্রতি আছি। আমার এই শরীর লইয়া যাহা করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা করুন। যেখানে কোথাও পাঠাইতে ইচ্ছা করেন, সেইখানে পাঠান, এইখানে রাখুন, এই ভাব। যেহেতু কৃতজ্ঞ আপনার ভৃত্য আপনার পাদমূল ত্যাগ করিয়া আপনারই অন্যস্থল শরণ স্বগৃহ হইলেও কে আশ্রয় করিবে? যদি সেখানেও বর্ত্তমান থাকিয়া আপনার সাক্ষাৎ অনুভব হইবে, তাহা হইলে যাইবে, এবিষয়ে এখানে কোনও হানি নাই। প্রত্যুত উহা নির্দ্দেশ পালন এই ভাব ॥৩৮॥

অনুদর্শিনী। উদ্ধব বলিলেন—প্রভো, আমি যখন আপনাতে সকলই অর্পণ করিয়াছি তখন আমার বলিয়া কিছুই নাই। এমন কি, এই দেহেও আমার অধিকার

নাই, সকলই আপনার অতএব আমাকে লইয়া আপনি আপনার ইচ্ছামত ব্যবহার করুন।

ভক্তের দেহে ভগবানেরই অধিকার; ইহা শ্রীগৌর-ভগবান্ স্বভৃত্য শ্রীসনাতন গোস্বামীকে বলিয়াছেন—

প্রভু কহে—তোমার দেহ মোর-নিজধন।
তুমি মোরে করিয়াছ আত্মসমর্পণ॥
পরের দ্রব্য তুমি কেনে চাহ বিনাশিতে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার কিবা না পার করিতে?
তোমার শরীর মোর প্রধান সাধন।
এ শরীরে সাধিমু আমি বহু প্রয়োজন॥
চৈঃ চঃ অঃ ৪পঃ

শ্রীভগবানের চরণই ভক্তগণের নিবাস—"চরণালয়ান্" —ভাঃ ১১।২২।৬১। তাই উদ্ধব বলিলেন—হে প্রভো, আপনার পদমূলই আমার আশ্রয়, অন্য কোন আশ্রয় আমার কাম্য নহে। আপনি যেখানে পাঠাইবেন, যাইতে প্রস্তুত আছি। তবে প্রার্থনা সেখানে যেন আপনার সাক্ষাৎ অনুভব পাই। কেননা, তদ্ব্যতীত জীবন ধারণ অসম্ভব।

অর্জ্জুনও ভগবানকে বলিয়াছেন—

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥
গী ১৮।৭৩

অর্থাৎ হে অচ্যুত, আপনার প্রসাদে মোহ নষ্ট হইয়াছে, স্মৃতি লাভ করিয়া গতসন্দেহ হইয়া অবস্থান করিতেছি। আপনার আদেশ পালন করিব॥৩৮॥

বৃক্ণশ্চ মে সুদৃঢ়ঃ স্নেহপাশো
দাশার্হবৃষ্ণ্যন্ধকসাত্বতেষু।
প্রসারিতঃ সৃষ্টিবিবৃদ্ধয়ে ত্বয়া
স্বমায়য়া হ্যাত্মসুবোধহেতিনা॥ ৩৯॥

অন্বয়। (কিঞ্চ) সৃষ্টিবিবৃদ্ধয়ে (প্রজাবৃদ্ধ্যর্থং) দাশার্হবৃষ্ণ্যন্ধকসাত্বতেষু মে (মম) স্বমায়য়া (যঃ) সুদৃঢ়ঃস্নেহপাশঃ প্রসারিতঃ (সঃ) আত্মসুবোধহেতিনা (আত্মতত্ত্বজ্ঞানশস্ত্রেণ ত্বয়া এব) বৃক্ণঃ চ (ছিন্নঃ)॥ ৩৯॥

অনুবাদ। হে কৃষ্ণ, আপনার সৃষ্টিবৃদ্ধির জন্য দাশার্হ, বৃষ্ণি, অন্ধক ও যদুবংশীয়গণের প্রতি আমার যে সুদৃঢ় স্নেহপাশ আপনি নিজ মায়াদ্বারা প্রসারিত করিয়াছিলেন, সম্প্রতি আপনিই আত্মতত্ত্বজ্ঞানরূপ তীক্ষ্ণ শস্ত্রের দ্বারা সেই স্নেহপাশ ছিন্ন করিয়াছেন॥ ৩৯॥

বিশ্বনাথ। ননু তর্হি যাদবাদিষু স্নেহং হিত্বা কথং গন্তুং প্রভবিষ্যামি তত্রাহ, বৃক্ণশ্ছিন্নঃ। অয়মর্থঃ। দাশার্হাদিষু মে দ্বিবিধঃ স্নেহপাশঃ। তত্র যঃ স্বমায়য়া ত্বয়া সৃষ্টিবিবৃদ্ধয়ে প্রসারিতঃ দাশার্হাদয়ঃ স্বপুত্রপৌত্রাদিরূপেণ পুনরপ্যভীক্ষ্ণং বর্দ্ধন্তাং ততশ্চাস্মৎসমৃদ্ধিঃ সদৈবাকল্পং সর্ব্বদিগ্দেশব্যাপিনী সর্ব্ববিজয়িনী ভূয়াদিত্যাভিমানিকঃ স্নেহপাশঃ স্বমায়য়া আত্মসুবোধাস্ত্রেণ বৃক্ণ এব যস্তু তদ্রূপগুণকথাপরিচর্য্যা-মাধুর্য্যাস্বাদনিবন্ধনস্তেষু স্নেহপাশঃ স তু মে ভূষণভূতো বর্ত্তত এব ত্বয়া জ্ঞানদীপার্পণাৎ যত্রৈব যাস্যামি তত্রৈব বৃষ্ণ্যাদিসহিতঃ ত্বদ্বিশিষ্টামেব দ্বারকাং সাক্ষাদ্ দ্রক্ষ্যামি তত্র কৃতকার্য্যস্ত্বয়া আনেয্যমাণ এষ্যাম্যপীতি॥ ৩৯॥

বঙ্গানুবাদ। আচ্ছা, তাহা হইলে যাদবাদিতে স্নেহত্যাগ করিয়া কিরূপে যাইতে সমর্থ হইব? তাই বলিতেছেন। বৃক্ণ—ছিন্ন। এই অর্থ—দাশার্হ প্রভৃতিতে আমার দ্বিবিধ স্নেহপাশ। তন্মধ্যে যেটী স্বমায়াদ্বারা আপনাকর্ত্তৃক সৃষ্টি বা প্রজাবিবৃদ্ধির জন্য প্রসারিত—অর্থাৎ দাশার্হাদিগণ স্বপুত্রপৌত্রাদিক্রমে আরও অধিক পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক। তাহা হইতে আমাদের সমৃদ্ধি সর্ব্বদা কল্পকাল পর্য্যন্ত সর্ব্বদিগ্দেশব্যাপী সর্ব্ববিজয়ী হউক, এই যে আভিমানিক স্নেহপাশ স্বমায়াকর্ত্তৃক আত্মসুবোধহেতি—আত্মতত্ত্বজ্ঞানাস্ত্রদ্বারা বৃক্ণ বা ছিন্ন। কিন্তু আপনার রূপগুণকথা ও পরিচর্য্যামাধুর্য্যের আস্বাদ-নিবন্ধন সেই সমস্তে যে স্নেহপাশ, তাহা আমার ভূষণরূপে থাকে। আপনি জ্ঞানদীপ অর্পণ করায় যেখানেই যাইব সেখানেই বৃষ্ণি প্রভৃতি সহিতও আপনাকে পাইয়া বিশিষ্ট দ্বারকা সাক্ষাৎ দর্শন করিব, সে-ক্ষেত্রে কৃতার্থ হইয়া আপনি আনিলে আসিব॥ ৩৯॥

অনুদর্শিনী। ভগবৎ সম্বন্ধ ব্যতীত কেবল জড়দেহ সম্বন্ধে স্নেহপাশ—দূষণ। কিন্তু, ভগবৎ সম্বন্ধে তদীয় নিত্য পরিকরে, ভক্তে স্নেহই—ভূষণ। কেননা, শ্রীভগবানই বলিয়াছেন—'মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা'—ভাঃ ১১।১৯।২১ এবং 'অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়ন্তি যে। ন তে বিষ্ণুপ্রসাদস্য ভাজনং দাম্ভিকা জনাঃ॥'—হরিভক্তি সুধোদয় ১৩।৭৬। "মোর ভক্ত না পূজে, আমারে পূজে মাত্র। সে দাম্ভিক, নহে মোর প্রসাদের পাত্র॥"—চৈঃ ভাঃ অ ৬।৯৮। স্নেহ সম্বন্ধে পূর্ব্বে ভাঃ ১১।৭।৪-৬ শ্লোঃ টীকা দ্রষ্টব্য।

ভক্ত-প্রবর উদ্ধব বলিলেন—প্রভো, আপনার কৃপা প্রদত্ত উপদেশে যেখানে থাকিব সেইখানেই ধাম-পরিকর-সহ আপনাকে দর্শন করিব এবং আপনার কথিত বদরিকাশ্রম-কৃতকার্য্যান্তে আপনার আজ্ঞায় নিত্য দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করিব॥৩৯॥

নমোঽস্তু তে মহাযোগিন্ প্রপন্নমনুশাধি মাম্।
যথা ত্বচ্চরণাম্ভোজে রতিঃ স্যাদনপায়িনী॥ ৪০॥

অন্বয়। (হে) মহাযোগিন্, তে (তুভ্যং) নমঃ অস্তু। প্রপন্নং (শরণাগতং) মাং অনুশাধি (অনুশিক্ষয়), যথা ত্বচ্চরণাম্ভোজে (তদীয়চরণারবিন্দে মম) অনপায়িনী (শাশ্বতী) রতিঃ স্যাৎ॥ ৪০॥

অনুবাদ। হে মহাযোগিন্, আপনাকে প্রণাম করি। আমি আপনার শরণাগত, আমাকে শিক্ষাপ্রদান করুন, যেন আপনার চরণকমলে আমার অচলা ভক্তি থাকে॥ ৪০॥

বিশ্বনাথ। হে মহাযোগিন্, মহাযোগবলেন সর্ব্বত্রৈব মাং স্বানুভাবনয়া আনন্দয়িতুং প্রবৃত্ত॥ ৪০॥

বঙ্গানুবাদ। হে মহাযোগিন্, মহাযোগবলে সর্ব্বত্রই আমাকে স্বানুভাবনাদ্বারা আনন্দপ্রদান করিতে প্রবৃত্ত॥৪০॥

অনুদর্শিনী। উদ্ধব বলিলেন—প্রভো, আপনার ইচ্ছা হইলে আপনি সর্ব্বত্রই সপরিকরে আমাকে দর্শনানন্দ প্রদান করিতে পারেন।

এই শ্লোকে মুক্তিতেও নিত্যা রতি প্রার্থনায় উদ্ধবের উদ্দেশ্য—তাদৃশ ঐক্য মুক্তি চাই না, যাহাতে বিষয়-আশ্রয়াদির বিবেকাভাবে রতি না থাকে। কিন্তু প্রেম-সেবোপযোগিনী রতি চাই। ইহাদ্বারা বুঝিতে হইবে যে, ভগবানের প্রেমসেবা প্রাপ্তিই মুক্তি।

"বিষ্ণোরনুচরত্বং হি মোক্ষমাহুর্মনীষিণঃ"
—মোক্ষধর্ম্মে॥ ৪০॥

শ্রীভগবানুবাচ

গচ্ছোদ্ধব ময়াদিষ্টো বদর্য্যাখ্যং মমাশ্রমম্।
তত্র মৎপাদতীর্থোদে স্নানোপস্পর্শনৈঃ শুচিঃ॥
ঈক্ষয়ালকনন্দায়া বিধূতাশেষকল্মষঃ।
বসানো বল্কলান্যঙ্গ বন্যভুক্ সুখনিস্পৃহঃ॥
তিতিক্ষুর্দ্বন্দ্বমাত্রাণাং সুশীলঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
শান্তঃ সমাহিতধিয়া জ্ঞানবিজ্ঞানসংযুতঃ॥
মত্তোঽনুশিক্ষিতং যৎ তে বিবিক্তমনুভাবয়ন্।
ময্যাবেশিতবাক্চিত্তো মদ্ধর্ম্মনিরতো ভব॥
অতিব্রজ্য গতীস্তিস্রো মামেষ্যসি ততঃ পরম্॥৪১-৪৪॥

অন্বয়। (তদ্দুক্রমোমিত্যঙ্গীকৃত্য তথাপি ময়াদিষ্টো লোকসংগ্রহার্থমেতাবৎ কুর্ব্বিত্যাহ) শ্রীভগবান্ উবাচ—অঙ্গ, (হে উদ্ধব), ময়া আদিষ্টঃ (মদাজ্ঞয়া এব ত্বং) মম বদর্য্যাখ্যম্ আশ্রমং গচ্ছ, তত্র মৎপাদতীর্থোদে (মচ্চরণরজঃপবিত্রীকৃততীর্থজলে) স্নানোপস্পর্শনৈঃ, (স্নানাচমনাদিভিঃ) শুচিঃ (পবিত্রঃ সন্) অলকনন্দায়া (গঙ্গায়াঃ) ঈক্ষয়া (দর্শনেন) বিধূতাশেষকল্মষঃ (বিধূতং অশেষং কল্মষং যেন সঃ তথাবিধঃ সন্) বল্কলানি বসানঃ (পরিদধানঃ) বন্যভুক্ (বন্যং বনজাতং ফলাদিকং ভুনক্তি যঃ তাদৃশঃ সন্) সুখনিস্পৃহঃ (বিষয়সুখে নিস্পৃহঃ) দ্বন্দ্বমাত্রাণাং (শীতোষ্ণাদিবিষয়াণাং) তিতিক্ষুঃ (সহনশীলঃ) সুশীলঃ (আর্জ্জবাদিস্বভাবঃ) সংযতেন্দ্রিয়ঃ (সংযতানীন্দ্রিয়াণি যস্য সঃ) শান্তঃ (রাগাদিরহিতঃ) জ্ঞানবিজ্ঞান-সংযুতঃ (সন্) তে (ত্বয়া) মত্তঃ (মৎসকাশাৎ) যৎ অনুশিক্ষিতং (তৎ) সমাহিতধিয়া বিবিক্তং (সুবিচারিতং) অনুভাবয়ন্ (চিন্তয়ন্) ময়ি আবেশিতবাক্চিত্তঃ (আবেশিতে সম্যগর্পিতে বাক্চিত্তে যেন তথাবিধঃ সন্) মদ্ধর্ম্ম-

নিরতঃ ভব (তেন চ) তিস্রঃ (ত্রিগুণাত্মিকাঃ) গতীঃ (স্থানানি দেবতির্য্যঙ্ মনুষ্যযোনী বা) অতিব্রজ্য (অতিক্রম্য) ততঃ পরং (ত্রিগুণাতীতং) মাম্ এষ্যসি (প্রাপ্স্যসি) ॥ ৪১-৪৪ ॥

অনুবাদ। শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে উদ্ধব, এক্ষণে তুমি আমার আদেশানুসারে বদরিকাশ্রম নামক মদীয় স্থানে গমন কর। তথায় গমন করিয়া মদীয় চরণরজো-দ্বারা পবিত্রীকৃত তীর্থসলিলে অবগাহন ও আচমনাদি-দ্বারা পবিত্র ও গঙ্গাদেবীর সন্দর্শনে সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্ত হইয়া বল্কল পরিধান, বন্যফলাদি ভোজন, সুখনিঃস্পৃহ, শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ববিষয়ে তিতিক্ষু, সুশীল, জিতেন্দ্রিয়, শান্ত এবং জ্ঞানবিজ্ঞানযুক্ত হইয়া নির্জ্জনে অনুক্ষণ আমার নিকটে সুবিচারিত ভক্তিজ্ঞানবৈরাগ্যাদি শিক্ষিত তত্ত্বসমূহের চিন্তা-সহকারে আমাতে বাক্য ও মন সমর্পণ পূর্ব্বক আমার ধর্ম্মে রত হও। তাহা হইলে ত্রিগুণাত্মক স্থানসমূহ অতিক্রম করিয়া গুণাতীত মদীয় পরম গতি লাভ করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হইবে ॥ ৪১-৪৪ ॥

বিশ্বনাথ। ভো উদ্ধব, সর্ব্বযাদবেষু মৎপরিকরেষু মধ্যে মত্তুল্যত্বাৎ ত্বমেব মৎপ্রতিমূর্ত্তিরসি। "নোদ্ধবোঽণ্বপি মন্ন্যূনো যদ্গুণৈর্নার্দ্দিতঃ প্রভুঃ। অতো মদ্বয়ুনং লোকং গ্রাহয়ন্নিহ তিষ্ঠতু" ইতি মদুক্তেরতো যৎ কৃত্যমহং স্বেন সাধয়ামি তত্ত্বয়া সাধয়িতুং শক্নোম্যত এব পূর্ব্বং ব্রজভূমিং প্রতি ত্বমেব প্রস্থাপিতো যথা তথৈব সম্প্রতি ত্বাং বদরিকাশ্রমং প্রস্থাপয়িতুমিচ্ছামি তত্র হি মদংশ-শ্রীনরনারায়ণাদিমহামুনীন্দ্রা মাং দিদৃক্ষন্তে। মিথিলাদি-ভূতলপ্রদেশ সুতলবৈকুণ্ঠাদীন্ পূর্ব্বং গতবতা ময়া তত্র-তত্রস্থাঃ শ্রুতদেব-বহুলাশ্ববলিবৈকুণ্ঠনাথাদ্যা মাং দিদৃক্ষবঃ স্বদর্শনদানেন স্বীয়জ্ঞানাদ্যুপদেশেন চ তে কৃতার্থীকৃতা-স্তথাধুনা বদরিকাশ্রমো গন্তুং ন শক্যতে, সপাদশতবর্ষরূপ-স্বাবতারমর্য্যাদায়াস্ত সম্প্রতি সমাপ্তাভূতত্বাদতোঽধুনা 'প্রপন্নমনুশাধি মামি'তি। যদি মাং প্রার্থয়সে তর্হি ইয়মেব সম্প্রতি মদাজ্ঞেতি মনসৈব সংলপ্য প্রকটমাহ—গচ্ছেতি। হে উদ্ধবেতি। স্বমহর্ষসংজ্ঞত্বাং সদৈব সর্ব্বজনোৎসবপ্রদো ভবস্তেবাধুনা তু স্বনিষ্ঠজ্ঞানবৈরাগ্যাদিস্বশক্তিপ্রদানেনাপি ত্বং তত্র জনোৎসববিশেষপ্রদোঽপি ময়া কৃত ইতি ভাবঃ। ঈক্ষয়া স্বকর্ত্তৃকাবলোকনেনৈব অলকনন্দায়া বিধূতং খণ্ডিতমশেষকল্মষং যেন সঃ। "তেষাং তে হৃষভিৰ্দ্ধরি"রিতি নবমোক্তেকল্কবস্তু সর্ব্ববৈষ্ণবাগ্রগণ্যত্বাদত্রাশেষমিতি পদ-মুপন্যস্তম্। মত্তঃ সকাশাৎ যদ্ ভক্তিজ্ঞানবৈরাগ্যাদিকমনু-শিক্ষিতং তত এব বিবেকং বিবেকবিশেষং অনুভাবয়ন্ তত্রত্যশ্রীনরনারায়ণাদীংস্তাং পৃচ্ছত ইতি শেষঃ। ময্যা-বেশিতবাক্চিত্তস্ত্বদেব মদ্ধর্ম্মা মন্নিষ্ঠা যে বুদ্ধিপ্রতিভা-সর্ব্বজ্ঞত্বসর্ব্বশক্তিত্বাদয়স্তন্নিরতস্তদ্যুক্তো ভবেতি তত্তৎ-সমাধানযোগ্যং তীর্থমাশীর্ব্বাদঃ কৃতঃ। ততশ্চ তিস্রস্ত্রি-গুণাত্মিকা গতীরতিব্রজ্য তত্রত্যান্ মুনীন্ গুণত্রয়গতিরতি-ক্রান্তান্ কুর্ব্বিত্যর্থঃ। নিষ্পাদিতমদাদেশো মামেষ্যসি যোগবলেন মৎয়ৈবাম্বেষ্যমাণস্ত্বমত্রৈব মৎ সমীপমাগমিষ্যসী-ত্যর্থঃ ॥ ৪১-৪৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে উদ্ধব, আমার পরিকর সমস্ত যাদবের মধ্যে আমার তুল্য বলিয়া তুমিই আমার প্রতি-মূর্ত্তি। "উদ্ধব অণুমাত্রও আমা হইতে ন্যূন নয়, যেহেতু ইনি গোস্বামী—বিষয়দ্বারা ক্ষুব্ধ হ'ন না, এইজন্য এই ব্যক্তিই মদ্বিষয়ক জ্ঞান লোকদিগকে উপদেশপূর্ব্বক এই জগতে অবস্থান করুন"—(ভাঃ ৩।৪।৩১)—আমার এই উক্তি-অনুসারে যে কার্য্য আমি নিজে সাধন করি, তাহা তোমাকে দিয়া সাধন করাইতে পারি। অতএব যেরূপ পূর্ব্বে ব্রজভূমির দিকে তোমাকেই পাঠান হইয়াছিল, সেইরূপই সম্প্রতি তোমাকে বদরিকাশ্রম পাঠাইতে ইচ্ছা করিতেছি। সেখানে আমার অংশ শ্রীনরনারায়ণাদি মহামুনীন্দ্রগণ আমাকে দেখিতে ইচ্ছা করিতেছেন। পূর্ব্বে মিথিলাদি ভূতল প্রদেশ,সুতল, বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি স্থানে গমনপূর্ব্বক তৎ তৎস্থানস্থিত আমাকে দর্শনেচ্ছু শ্রুতদেব, বহুলাশ্ব, বলি, বৈকুণ্ঠনাথ প্রভৃতিকে স্বদর্শন-দান করিয়া ও স্বীয় জ্ঞানাদি উপদেশ করিয়া কৃতার্থ করিয়াছি। এখন সেইরূপ বদরিকাশ্রম গমন করা যাইতেছে না। একশত পঁচিশ বৎসর নিজ অবতারের সীমাকাল সম্প্রতি সমাপ্ত হওয়ায় যদি তুমি প্রার্থনা কর—একণে আপনাতে আশ্রিত আমাকে অনুশাসন করুন, তাহা হইলে সম্প্রতি আমার

এই আজ্ঞা, ইহা মনে মনে আলোচনা করিয়া প্রকাশ্যে বলিতেছেন—হে উদ্ধব, তোমার সার্থক নাম, এইজন্য তুমি সর্ব্বদাই সর্ব্বজনের উৎসবপ্রদ। কিন্তু এক্ষণে স্বনিষ্ঠ জ্ঞান-বৈরাগ্য প্রভৃতি স্বশক্তি দান করিয়া আমি তোমাকে সেই বিষয়ে জনোৎসব বিশেষ করিয়া দিয়াছি, এই ভাব। ঈক্ষা নিজকৃত অবলোকনদ্বারা অর্থাৎ অলকানন্দা গঙ্গা দর্শন করিয়া বিধূতাশেষকল্মষ—যিনি নিঃশেষে পাপখণ্ডন করিয়াছেন। 'তাঁহাদের মধ্যে অঘবিদ্ বা পাপনাশন হরি আছেন'—এই নবম স্কন্ধের (ভাঃ ৯।৯।৬) উক্তি অনুসারে উদ্ধব সর্ব্ববৈষ্ণবের অগ্রগণ্য বলিয়া এখানে অশেষ এই পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। আমা হইতে যে ভক্তি-জ্ঞানবৈরাগ্যাদি অনুশিক্ষিত, তাহা হইতেই বিবেকবিশেষ অনুভাবনা বা চিন্তা করিয়া তত্রত্য শ্রীনরনারায়ণ প্রভৃতিকে তুমি জিজ্ঞাসা করিবে, ইহা উহ্য। আমাতে আবেশিতচিত্তবাক্ বলিয়াই মদ্ধর্ম্মনিরত—আমার ধর্ম্ম আমাতে নিষ্ঠা যে বুদ্ধি, প্রতিভা, সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বশক্তিত্বাদি, তাহাতে নিরত বা উদ্যুক্ত হও, এইভাবে তত্তৎসাধনযোগ্য তীর্থ আশীর্ব্বাদ কৃত হইল। তাহার পর তিনটী অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মক গতিকে অতিক্রম করিয়া অর্থাৎ তত্রত্য মুনিগণকে গুণত্রয়গতি অতিক্রান্ত করিয়া, এই অর্থ। আমার আদেশ নিষ্পাদিত করিয়া আমাকে পাইবে, অর্থাৎ যোগবলে আমার দ্বারা অবিদ্যমান হইয়া তুমি এইখানেই আমার নিকট আসিবে, এই অর্থ ॥৪১-৪৪॥

অনুদর্শিনী। ভক্তি যেমন নিজ অনুগৃহীত ব্যক্তিকে নিত্যানন্দময় ভগবানের সেবায় আনন্দিত করেন, ভক্তিপাত্র—ভক্তও তদ্রূপ জীবকে ভগবানের সেবানন্দ প্রদান করেন। তাই শ্রীভগবান্ স্বভক্ত উদ্ধবকে সর্ব্বজনোৎসব বলিয়াছেন।

শ্রীভগবানের আন্তরভাবের কথা পূর্ব্বে 'যস্ত্বেবায়ং ময়া ত্যক্তো—সমদৃগ্বিচরস্ব গাম্ ॥—১১।৭।৪-৬ শ্লোকের শ্রীল চক্রবর্ত্তি পাদের টীকা দ্রষ্টব্য।

শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিলেন যে, পূর্ব্বে যেমন আমার নিজেরই অভিপ্রায় বলিয়া আমার বিরহে বিরহিনী ব্রজাঙ্গণাগণের সান্ত্বনাপ্রদান ও তোমাকে তাঁহাদের ভজনাদর্শ দেখাইবার জন্য তোমাকে ব্রজে পাঠাইয়াছিলাম, এবারেও লোকশিক্ষা-লক্ষণ আমার অভিপ্রায় সম্পাদনের জন্য নিত্যসিদ্ধ তোমাকে সাধনের উপদেশপ্রদানে বদরিকাশ্রমে পাঠাইতেছি। যদিও সাধকের ন্যায় তোমার সাধনদশা নাই এবং আমার বিরহে তোমার অত্যধিক কষ্ট হইবে, তাহা জানিয়াও তোমাকে পাঠাইতেছি। কেননা, আমার বিরহেই তোমার প্রার্থিত 'তোমার চরণে নিত্যারতি হয়' (পূর্ব্বশ্লোকস্থ)—স্বতঃই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে এবং তজ্জন্য অন্য সাধনের আবশ্যক না হইলেও তত্রত্য লোকশিক্ষারজন্য ঐ কষ্ট সাধনানুরূপই কর।

ভক্তপ্রবর উদ্ধব পাপপুণ্যাধীন মর্ত্ত্যজীব নহেন, ভগবানেরই নিজজন। সুতরাং গঙ্গাস্নানে তাঁহাকে নিজ পাপমল ধৌত করিতে হইবে; এরূপ কথা সঙ্গত নহে। বরং পাপিগণ গঙ্গায় স্নানান্তে তথায় যে পাপত্যাগ করে, এবং যাহা নাশ করিবার জন্য—"গঙ্গাও বাঞ্ছেন হরিদাসের মজ্জন"—চৈঃ, চঃ সেই দুঃখ দূর করিবার জন্যই সাধুগণ গঙ্গা স্নান করেন। কিন্তু সাধুগণের হৃদয়েই পাপনাশন হরি বিরাজমান। তাই গঙ্গা আনয়নকারী ভগীরথ গঙ্গাদেবীকে বলিয়াছেন—

> সাধবো ন্যাসিনঃ শান্তা ব্রহ্মিষ্ঠা লোকপাবনাঃ।
> হরন্ত্যঘং তেঽঙ্গসঙ্গাৎ তেষ্বাস্তে হ্যঘভিদ্ধরিঃ ॥
>
> ভাঃ ৯।৯।৬

অর্থাৎ (হে দেবী,) সন্ন্যাসী শান্ত ব্রহ্মনিষ্ঠ লোকপাবন সাধুগণ আপনার জলে স্নান করিয়া আপনার পাপ হরণ করিবেন। সাধুগণের হৃদয়ে পাপনাশন হরি সদা বিরাজমান। সাধুগণ স্বয়ংই তীর্থস্বরূপ বরং তীর্থপবিত্রকারী—ভক্তবর যুধিষ্ঠিরও বিদুরকে বলিয়াছেন—

> ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থভূতাঃ স্বয়ং বিভো।
> তীর্থী কুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা ॥
>
> ভাঃ ১।১৩।১০

"ভবতাঞ্চ তীর্থাটনং ন স্বার্থং কিন্তু তীর্থানুগ্রহার্থমিত্যাহ। মলিনজনসম্পর্কেণ তীর্থানি অতীর্থানি সন্তি। সন্তঃ পুনস্তীর্থী কুর্ব্বন্তি। স্বাওং মনঃ তত্রস্থেন স্বান্তঃস্থিতেন বা।"—শ্রীধর

প্রচেতসগণও সাধুগণের গুণ বর্ণনায় ভগবানকে বলিয়াছেন—"তেষাং বিচরতাং পদ্ভ্যাং তীর্থানাং পাবনেচ্ছয়া।" ভাঃ ৪।৩০।৩৭

বরং সাধুগণ—"পাবনং পাবনানাম্"।

এবং - গঙ্গার পরশ হৈলে পশ্চাতে পাবন। দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার গুণ"—ঠাকুর নরোত্তম।

সুতরাং পতিতপাবন তীর্থানুগ্রাহক স্বভক্ত উদ্ধবকে গঙ্গাস্নানের আদেশ দিবার তাৎপর্য্য এই যে,—ভগবান্ যেমন লোকে নিজপাদোদক মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য নিজেই গঙ্গাস্নানের আদর্শ দেখান, নিজ হইতে অভিন্ন উদ্ধবকেও সেইভাবে গঙ্গাস্নানের আদেশ করিলেন।

"নিত্যানন্দ সঙ্গে করি গঙ্গায় মজ্জন।
'গঙ্গা' 'গঙ্গা' বলি' বহু করিলা স্তবন॥
পূর্ণ করি করিলেন গঙ্গাজল পান।
পুনঃ পুনঃ স্তুতি করি' করেন প্রণাম॥"
"প্রেমরসস্বরূপ তোমার দিব্য জল।
শিব সে তোমার তত্ত্ব জানেন সকল॥

* * *

পতিত তারিতে সে তোমার অবতার।
তোমার সমান তুমি বই নাহি আর॥"চৈঃ ভাঃ অঃ ১ অঃ

এই ভাব দর্শনে ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলিলেন—

যে প্রভুর পাদপদ্মে বসতি গঙ্গার।
সে প্রভু করয়ে স্তুতি—হেন অবতার॥

আবার এই মহাপ্রভু স্বভক্ত রাঘবের গৃহে যাইয়া বলিলেন—

"গঙ্গায় মজ্জন কৈলে যে সন্তোষ হয়।
সেই সুখ পাইলাম রাঘব-আলয়।" ঐ অঃ৫ অঃ

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজজন উদ্ধবকে শক্তিসঞ্চার করিয়া নিজতুল্য শক্তিমান্‌করতঃ বদরিকাশ্রমে পাঠাইলেন এবং তথাকার কৃত্যসমূহও বলিয়া অবশেষে গৌরব-প্রধান সখা অর্জ্জুনকে যেরূপ কৃপা করিয়া—"সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ—মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥"—(গীঃ ১৮।৬৪-৬৫) বলিয়াছিলেন, তদ্রূপ বিশ্রম্ভপ্রধান সখা উদ্ধবকে অসংশয়ভাবে স্বপ্রাপ্তির কথা জানাইলেন।

বদরিকাশ্রম—ব্রহ্মনদী সরস্বতীর পশ্চিমতীরে ঋষি সকলের যজ্ঞানুষ্ঠানাদির স্থান। উহা বদরী বৃক্ষসমূহে বিভূষিত বলিয়া বদরী (বদরিকা) আশ্রম নামে অভিহিত —'ব্রহ্মনদ্যাং সরস্বত্যামাশ্রমঃ পশ্চিমে তটে।' ও 'তস্মিন্ স্ব আশ্রমে ব্যাসো বদরীষণ্ডমণ্ডিতে।' —ভাঃ ১।৭।২-৩ দ্রষ্টব্য।

তথ্য। ইহা কাশ্মীর প্রদেশের অন্তর্গত। এই স্থানে চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি বদরী নারায়ণ আছেন। হরিদ্বার হইতে পদব্রজে বা শিবিকায় হিমালয়ের দুর্গম পার্ব্বত্যপথ অতিক্রম করিয়া এই স্থানে যাইতে হয়। বৈশাখ হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত এখানে যাওয়া যায়। অন্য সময় সর্ব্বদা তুষার আচ্ছন্ন থাকে।

শ্রীনরনারায়ণ—'মূর্ত্তিঃ সর্ব্বগুণোৎপত্তির্নরনারায়ণাবৃষী। যয়োর্জন্মন্যদো বিশ্বমভ্যনন্দৎ সুনির্বৃতম্॥' ভাঃ ৪।১।৫১ অর্থাৎ নিখিল কল্যাণগুণসমূহের জনয়িত্রী ধর্ম্মপত্নী মূর্ত্তি নরনারায়ণ-নামক ঋষিদ্বয়কে প্রসব করেন। ইঁহাদের প্রকটকালে পরিদৃশ্যমান বিশ্ব আনন্দসাগরে আপ্লুত হইয়াছিল। 'নিখিলকল্যাণগুণার্ণব ভগবানের যাঁহা হইতে উৎপত্তি, তাঁহাকে শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা ভগবৎপ্রকাশিকা শক্তি বলিয়া জানিতে হইবে।' শ্রীবিশ্বনাথ। 'তুর্য্যে ধর্ম্মকলাসর্গে নরনারায়ণাবৃষী। ভূত্বাত্মোপশমোপেতমকরোদ্দুশ্চরং তপঃ। ভাঃ ১।৩।৯। ভাঃ ১১।৪।৬-১৬ শ্লো দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বাংশী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অংশ সেই নরনারায়ণ ঋষিদ্বয়ই, পৃথিবীর ভারহরণ ও ভগবানের বাঞ্ছা পূরণের জন্য দ্বাপরান্তে যদুকুলতিলক শ্রীকৃষ্ণে ও কুরুকুলশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন—'তাবিমৌ বৈ ভগবতো হরেরংশাবিহাগতৌ। ভারব্যয়ায় চ ভুবঃ কৃষ্ণৌ যদুকুরূদ্বহৌ॥' ভাঃ ৪।১।৫৮।

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুর এই শ্লোকের টীকায় ভাগবতামৃতোক্ত কারিকাবচন উদ্ধার করিয়াছেন যে,—"কর্ষ্ণাবৌ তৌ হরেরংশৌ নরনারায়ণাবৃষী। দ্বাপরান্তে কর্ম্মভূতা-

-বায়াতৌ কৃষ্ণফাল্গুনৌ ॥ কর্ম্মভূতো প্রাপ্তৌ কৃষ্ণার্জ্জুনয়োঃ স্বাংশিনোস্তাবংশৌ প্রবিষ্টাবিত্যর্থঃ।" তত্ত্ববিবেকেও কথিত হইয়াছে—'অর্জ্জুনে চ নরাবেশঃ কৃষ্ণো নারায়ণঃ স্বয়ম্ ॥"

বিশেষ দ্রষ্টব্য—আমরা শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর বাক্য হইতে (ভাঃ) ৩।৪।৩২ পাই যে—'এবং ত্রিলোকগুরুণা সন্দিষ্টঃ শব্দযোনিনা। বদর্য্যাশ্রমমাসাদ্য হরিমীজে সমাধিনা ॥' অর্থাৎ ত্রিলোকগুরু বেদকর্ত্তা ভগবৎকর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া উদ্ধব বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন এবং সমাধিযোগে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিয়াছিলেন।

এই শ্লোকে শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের টীকায় পাওয়া যায়—"সংদিষ্ট অর্থাৎ আদিষ্ট এই শব্দে কোন সংবাদও প্রেরিত হইয়াছিল। এবং তাহা উদ্ধবে ন্যস্ত হইয়াছিল। উদ্ধবের মুখ হইতে নরনারায়ণ তাহা পাইবেন। 'সন্দেশপত্রী স্বস্তি শ্রীনরনারায়ণের প্রতি এই বিজ্ঞাপন—সপাদ শতবর্ষ কালব্যাপী আমার প্রকটপ্রকাশগত লীলাও তন্মর্য্যাদা হইয়াছে। সম্প্রতি আমি সপরিকরে দ্বারকায় অন্তর্হিত হইলাম। প্রভাসে গমন করিয়া অবতারিত আধিকারিক ভক্ত দেবগণকে স্ব স্ব পদে প্রস্থাপিত করিয়া ব্রহ্মার প্রার্থনায় একাংশে বৈকুণ্ঠে এবং সকলের অলক্ষিতে অর্জ্জুন-সহ অংশে আপনাদের স্থানে গমন করিতেছি। কিন্তু আমার পূর্ণস্বরূপের দর্শনোৎকণ্ঠাযুক্ত আপনাদের জন্য আমার প্রিয়পার্ষদমুখ্য এই উদ্ধবে নিজের সারূপ্য সাদৃশ্য অর্পণ করিলাম। যেহেতু উদ্ধব আমা অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহেন, এইজন্য গুণাতীত ও মায়াজয়ী। অতএব তিনি, মদ্বিষয়ক জ্ঞান লোকসকলকে উপদেশ প্রদান করিবার জন্য এই বদরিকাশ্রমেই অবস্থান করুন। ইতি" ॥৪১-৪৪॥

শ্রীশুক উবাচ

স এবমুক্তো হরিমেধসোদ্ধবঃ
প্রদক্ষিণং তং পরিসৃত্য পাদয়োঃ।
শিরো নিধায়াশ্রুকলাভিরার্দ্রধী
র্ন্যষিঞ্চদদ্বন্দ্বপরোঽপ্যপক্রমে ॥৪৫॥

অন্বয়। শ্রীশুকঃ উবাচ। সঃ উদ্ধবঃ হরিমেধসা (সংসারং হরতি মেধা যস্য তেন শ্রীকৃষ্ণেন) এবম্ উক্তঃ (সন্) তং প্রদক্ষিণং পরিসৃত্য (পরিক্রম্য) পাদয়োঃ শিরঃ নিধায় (সংস্থাপ্য) আর্দ্রধীঃ (আর্দ্রা প্রেম্না অভিভূতা ধীর্যস্য সঃ অতএব) অদ্বন্দ্বপরঃ অপি (সুখদুঃখবিনির্মুক্তোঽপি) অপক্রমে (নির্গমন সময়ে) অশ্রুকলাভিঃ (তৎপাদৌ) ন্যষিঞ্চৎ (অভিষিক্তবান্) ॥৪৫॥

অনুবাদ। শ্রীশুকদেব কহিলেন—সেই উদ্ধব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক এরূপ আদিষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক তাঁহার চরণযুগল মস্তকে ধারণ করিয়া প্রেমাভিভূত-চিত্ততানিবন্ধন সুখদুঃখাদিবিনির্ম্মুক্ত হইয়াও গমনকালে নেত্রবাষ্পবিন্দুদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের চরণদ্বয় অভিষিক্ত করিয়াছিলেন ॥৪৫॥

বিশ্বনাথ। হরিমেধসা প্রেম্না মনো হরন্তী মেধা যস্য তেন অপক্রমে ততোঽপসৃতিসময়ে অদ্বন্দ্বপরোঽপি প্রেমমূলকশোকমোহাদিদ্বন্দ্ববিশিষ্টোঽভূদিত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। হরিমেধাঃ অর্থাৎ যাহার মেধা প্রেমদ্বারা মনকে হরণ করে, তাঁহাদ্বারা। অপক্রমে—তাহা হইতে অপসৃতি বা নির্গমন সময়ে। অদ্বন্দ্বপর হইয়াও প্রেমমূলকশোকমোহাদিদ্বন্দ্ববিশিষ্ট হইলেন, এই অর্থ ॥৪৫॥

অনুদর্শিনী। শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে কহিলেন—শ্রীহরি, প্রেমদ্বারা উদ্ধবের মন হরণ করিয়াছিলেন সুতরাং নিজের সর্ব্বস্ব সেই হরিপাদপদ্ম হইতে নির্গমন সময়ে ভক্ত উদ্ধব অদ্বন্দ্বপর—প্রাকৃত সুখদুঃখবিনির্ম্মুক্ত হইয়াও প্রেমমূলক শোক-মোহাদিযুক্ত হইলেন। এই শোকমোহ প্রাকৃত লোকের স্বজন-বিরহের ন্যায় নহে। সে বিরহে অদর্শন জন্য দুঃখ আর এ বিরহে প্রাণেশের অত্যধিক স্মৃতি এবং তৎ-স্মরণেও—তৎ-দর্শন-জন্য অপার আনন্দ ॥ ৪৫ ॥

সুদুস্ত্যজস্নেহবিয়োগকাতরো
ন শক্নুবংস্তং পরিহাতুমাতুরঃ।
কৃচ্ছ্রং যযৌ মূর্দ্ধনি ভর্ত্তৃপাদুকে
বিভ্রন্নমস্কৃত্য যযৌ পুনঃ পুনঃ ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়। সুদুস্ত্যজস্নেহবিয়োগকাতরঃ (সুদুস্ত্যজঃ স্নেহো যস্মিন্ তেন বিয়োগাৎ কাতরো ভীতঃ অতএব)

তং পরিহাতুং (ত্যক্তুং) ন শক্নুবন্ আতুরঃ (অতিবিহ্বলঃ সন্) কৃচ্ছ্রং (কষ্টং) যযৌ (প্রাপ, ততশ্চ) ভর্ত্তৃপাদুকে (ভর্ত্তুঃ শ্রীকৃষ্ণস্য পাদুকে তেনৈব কৃপয়া দত্তে) মূর্দ্ধনি বিভ্রন্ (ধারয়ন্) পুনঃ পুনঃ (তং) নমস্কৃত্য যযৌ (বদরিকাশ্রমং প্রতি গতবান্) ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ। যদিও দুস্ত্যজ স্নেহবশতঃ বিয়োগকালে অত্যন্ত কাতর হইয়া তাঁহাকে কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন নাই, তথাপি ভগবানের আদেশ-বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার পাদুকাদ্বয় মস্তকে ধারণপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিয়া অতিকষ্টে বদরিকাশ্রমে প্রস্থান করিলেন ॥ ৪৬ ॥

বিশ্বনাথ। ততশ্চ ভর্ত্তৃপাদুকে তেনৈব কৃপয়া দত্তে মূর্দ্ধ্নি বিভ্রৎ অতিনির্ব্বন্ধরূপয়া তদাজ্ঞয়া তং পুনঃ পুনর্নমস্কৃত্য যযৌ। তত্র গচ্ছন্নপি তৃতীয় স্কন্ধোপক্রমোক্ত-কথানুসারেণ পুনরপি পরাবৃত্য ভগবন্তমেকান্তে দৃষ্ট্বা সন্দিগ্ধমর্থান্ পৃষ্ট্বা তদুত্তরাধিগতসমস্তভগবল্লীলাতত্ত্বসিদ্ধান্তো "বিদ্রাবিতো মোহ-মহান্ধকার" ইত্যাদ্যুক্ত্বা পুনরপি তদাজ্ঞয়া যযাবিতি দ্রষ্টব্যম্ ॥ ৪৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। তাহার পর প্রভুর কৃপাদত্ত পাদুকা দুইটী মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক অতিনির্ব্বন্ধরূপ তাঁহার আজ্ঞায় তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিয়া গেলেন। যাইবার কালেও তৃতীয় স্কন্ধের উপক্রমে উক্ত কথানুসারে পুনরায় ফিরিয়া নির্জ্জনে (লুকাইয়া) ভগবানকে দেখিয়া সন্দিগ্ধভাবে অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার উত্তরে সমস্ত ভগবৎলীলাতত্ত্ব-সিদ্ধান্ত অধিগত করিয়া ও "বিদ্রাবিত মোহ-মহান্ধকার" (ভাঃ ১১।২৯।৩৭) ইত্যাদি বলিয়া আবার তাঁহার আজ্ঞায় গেলেন, ইহা দ্রষ্টব্য ॥৪৬॥

অনুদর্শিনী। ভক্ত উদ্ধব শ্রীভগবানের বিরহ-চিন্তায় বিশেষ ব্যাকুল হইলে ভগবান্ কৃপা করিয়া তাঁহাকে স্বীয় পাদুকাযুগল প্রদান করিলেন। উদ্ধব, উহা মস্তকে ধারণ করিয়া শ্রীভগবানকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিয়া গেলেন বটে, কিন্তু পুনরায় প্রভুস্মৃতি তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিল। তিনি লুকাইয়া ভগবানকে দেখিয়া যেন তিনি প্রভুদত্ত উপদেশসমূহ সম্পূর্ণভাবে বুঝিতে পারেন নাই এই ভাব দেখাইয়া পুনঃ প্রভুসমীপে উপস্থিত হইয়া প্রশ্ন 'করিয়াছিলেন—'কর্ম্মাণ্যনীহস্য ভবোঽভবস্য'—'আদিদেশ অরবিন্দাক্ষ আত্মনঃ পরমাং স্থিতিম্।'—ভাঃ ৩।৪।১৬-১৯ শ্লোকসমূহ দ্রষ্টব্য।

শ্রীভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক পরম ভক্ত উদ্ধবের নিকট নিজলীলা-তত্ত্বের সিদ্ধান্তসহ রহস্যসকল প্রকাশ করিয়াছিলেন। ভক্তবর উদ্ধব সেই সিদ্ধান্তরত্ন লাভ করিয়া পুনরায় দৈন্যোক্তিসহ প্রভুকে প্রণাম করিয়া তাঁহারই আদেশে বদরিকাশ্রমে যাত্রা করেন।

ইত্যাবেদিতহার্দ্দায়—ভাঃ ৩।৪।১৯ শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন যে—"উদ্ধব বিদুরকে বলেন—ভগবান্ আমাকে বলেন, কিন্তু মৈত্রেয়কে নহে। নিজের ব্যবস্থিতি, লীলামর্য্যাদা, দ্বারকাদি ধামসমূহে নিত্যনিবাস কিন্তু যাহা স্থিতি তাহা শুকদেব বিবৃত করেন নাই অথবা উদ্ধবও বিদুরকে বা অন্য কাহাকেও বলেন নাই। অতএব সিদ্ধান্তবিশেষ অলাভে কেহ কেহ ভগবানের নিষ্ক্রিয়ত্ব-সক্রিয়ত্বাদি তাঁহারই অচিন্ত্যশক্তিতে সিদ্ধ হয় বলিয়া থাকেন। ভাগবতামৃত গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে —"কর্ম্মাণ্যনীহ অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় ভগবানের কর্ম্মানুষ্ঠান সম্ভ হইতে আরম্ভ করিয়া যত স্ব-বিরোধপর বাক্যসমূহ আছে, সেগুলি যদি বাস্তব না হয়, তাহা হইলে বিদ্বজ্জনের ভ্রম হয় না। অতএব শ্রীভগবানের অচিন্ত্যশক্তিই বিরোধ-ভঞ্জিকা লীলাসমূহের কারণ" ॥৪৬॥

ততস্তমন্তর্হৃদি সন্নিবেশ্য
গতো মহাভাগবতো বিশালাম্।
যথোপদিষ্টাং জগদেকবন্ধুনা
ততঃ সমাস্থায় হরেরগাদ্গতিম্ ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়। ততঃ (তদনন্তরং) মহাভাগবতঃ (উদ্ধবঃ) বিশালাং (বদরিকাশ্রমং) গতঃ (সন্) অন্তর্হৃদি (হৃদয়মধ্যে ভগবন্তং) সন্নিবেশ্য (সংস্থাপ্য) তপঃ সমাস্থায় (অবলম্ব্য) জগদেকবন্ধুনা (শ্রীকৃষ্ণেন) যথোপদিষ্টাং ('তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ',

'অতিক্রম্য গতীস্তিস্রো মামেষ্যসি ততঃ পরম্' ইত্যাদিভ্যঃ উক্তাং) হরেঃ গতিং (সামীপ্যম্) অগাৎ (প্রাপ্তঃ) ॥৪৭॥

অনুবাদ। অনন্তর মহাভাগবত উদ্ধব বদরিকাশ্রমে গমন করতঃ হৃদয়মধ্যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে সংস্থাপিত করিয়া তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন ও জগতের একমাত্র বন্ধু শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক যথোপদিষ্ট তদীয় গতি লাভ করিয়াছিলেন ॥ ৪৭ ॥

বিশ্বনাথ। বিশালাং বদরিকাশ্রমং হরেহেঁতোরেব গতিং অগাৎ দ্বারকাং প্রতি গমনমাপ ॥ ৪৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। বিশালা—বদরিকাশ্রম। হরির হেতুই গতি প্রাপ্ত হইলেন—দ্বারকাভিমুখে গমন পাইলেন ॥ ৪৭ ॥

অনুদর্শিনী। শ্রীভগবানের নিজজন, নিত্যসঙ্গী শ্রীল শুকদেব গোস্বামিপ্রভুর কথিত এই শ্লোক হইতে জানা যায় যে, উদ্ধব সাধনসিদ্ধের ন্যায় শ্রীভগবানের নিকট উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারই আদেশে বদরিকাশ্রমে গমন করেন এবং তথায় তদুপদিষ্ট কার্য্য সম্পাদন করিয়া তপশ্চাচরণে তদীয় গতিলাভ করেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল বিশ্বনাথও শ্রীশুকদেবের অনুসরণে বলিয়াছেন যে,—'দ্বারকাপ্রতি গমন পাইলেন'। অর্থাৎ উদ্ধব দ্বারকায় নিজ প্রভুসমীপে গেলেন বা সামীপ্য গতি পাইলেন।

কিন্তু শ্রীল শুকদেবেরই বচনে পাওয়া যায় যে, শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—'উদ্ধব আমা অপেক্ষা অণুমাত্রও ন্যূন নহেন; অতএব আমার বিষয়ে জ্ঞানোপদেশ প্রদানের জন্য তিনিই এক্ষণে ভূলোকে অবস্থান করুন।' 'নোদ্ধবোঽণ্বপি মন্ন্যূনো'—(ভাঃ ৩।৪।৩১)।

শ্রীল বিশ্বনাথও ভাঃ ১১।৭।৪-৬ শ্লোঃ টীকায় বলিয়াছেন—"উদ্ধব মত্তুল্যহেতু আমারই প্রতিমূর্ত্তি। যদিও ইনি আমার প্রেমেই পরিপূর্ণ এবং সেই প্রেমোত্থ-জ্ঞানবৈরাগ্য ইহার স্বতঃই বর্ত্তমান; সম্প্রতি ইহাকে পৃথক জ্ঞানবৈরাগ্যের উপদেশ দিবার নাই; তথাপি মদীয় ইচ্ছায় ইহার সেই বিষয় জানিতে ইচ্ছা হইবে। তাহা হইলে আমার বিরহে ইহার সদ্য প্রাণহানি হইবে না। আমার বলবতী ইচ্ছাশক্তিই ইহার প্রাণরক্ষা করিয়া তাবৎ ইহাকে দূরে যাপন করাইবে এবং প্রাপঞ্চিক লোকগণের অলক্ষিতে আমার নিকটেও স্থাপন করিবে।"

শ্রীল শুকদেব ও শ্রীল বিশ্বনাথের বচন ব্যতীত স্বয়ং শ্রীভগবানের উক্তি হইতেও জানা যায় যে—হে উদ্ধব, ব্রহ্মা, শঙ্কর, সঙ্কর্ষণ, লক্ষ্মী বা স্বয়ং আমি আমার তত প্রিয় নহি, যেরূপ তুমি আমার প্রিয়—(ভাঃ ১১।১৪।১৫), ভগবদ্ভক্তগণের মধ্যে আমি কিন্তু তুমি অর্থাৎ উদ্ধব-স্বরূপ (ভাঃ ১১।১৬।২৯)।

এক্ষণে আলোচ্য এই যে,—উদ্ধব (১) সাধনসিদ্ধ, না (২) নিত্যসিদ্ধ ভক্ত ?

উত্তর—(১) শ্রীল শুকদেব-কথিত শ্রীউদ্ধব-বিদুর-সংবাদে উদ্ধব বিদুরকে বলিয়াছেন যে,—শ্রীমৈত্রেয়-মুনির সমক্ষে শ্রীভগবান্ আমাকে বলিলেন—

> বেদাহমন্তর্মনসীপ্সিতং তে
> দদামি যত্তদ্ দুরবাপমন্যৈঃ।
> সত্রে পুরা বিশ্বসৃজাং বসূনাং
> মৎসিদ্ধিকামেন বসো ত্বয়েষ্টঃ ॥
>
> ভাঃ ৩।৪।১১

অর্থাৎ অহে বসো, আমি অন্তরে অবস্থিত থাকিয়া তোমার হৃদয়ের অভিলাষ জানিয়াছি। তুমি পূর্ব্বজন্মে একজন বসু ছিলে এবং আমাকে লাভ করিবার কামনায় সমবেত প্রজাপতি ও বসুগণের যজ্ঞে আমার আরাধনা করিয়াছিলে। অতএব আমাতে বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণের দুর্লভ এই সাধন তোমাকে প্রদান করিতেছি।

শ্রীল বিশ্বনাথ 'কচ্চিদ্বরেঃ সৌম্য'—ভাঃ ৩।১।৩০ শ্লোকে ও এই শ্লোকের টীকায় বলেন—"অবতারকালে শ্রীকৃষ্ণে যেরূপ নারায়ণের প্রবেশে নারায়ণই বসুদেব গৃহে অবতীর্ণ—এই প্রতীতির ন্যায় সাম্বে গুহের প্রবেশ, প্রদ্যুম্নে কামের প্রবেশ এবং উদ্ধবে বসুর প্রবেশহেতু সেই সেই উক্তি অযুক্ত নহে।"

"নিত্য লীলাপরিকর উদ্ধবে বসুর প্রবেশহেতু শ্রীভগবান্ নিত্যসিদ্ধ উদ্ধবেরও সাধনসিদ্ধত্বই মৈত্রেয় ও উদ্ধবকে জানাইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন যে, নিত্যলীলায়

রহস্য রক্ষণের নিমিত্ত লীলাপরিকর উদ্ধব নিত্যকাল দ্বারকাতেই স্থিত এবং এই সেই বস্তুরূপ উদ্ধব।"

(২) ভক্তপ্রবর উদ্ধব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলা-পরিকর। সুতরাং ভগবানের সহিতই তাঁহার নিত্য-বিহার বা অবস্থিতি। ভগবানের ন্যায় উদ্ধবও নিত্যধাম দ্বারকায় নিত্য অবস্থিত। তিনি নিজ ইচ্ছায় বদরিকাশ্রমে যান নাই। প্রভুর ইচ্ছায়, প্রভুর কার্য্যে প্রভুপ্রদত্ত-শিক্ষা শক্তি প্রাপ্ত হইয়া প্রভুদত্ত দেশে গিয়াছিলেন। এক্ষেত্রে প্রভুর ইচ্ছাই প্রবলা। উদ্ধব যেমন ভগবানকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না, ভগবানও তদ্রূপ উদ্ধবকে ছাড়িয়া থাকিতে অপারগ। তাই সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র, ইচ্ছাময় প্রভু নিজে যেমন যুগপৎ বহুমূর্ত্তি-প্রকাশে বিহার করেন, তদ্রূপ তাঁহারই ইচ্ছায় উদ্ধবের এককালে দুইটী প্রকাশ হইয়াছিল।

শ্রীশুকদেব কথিত স্বতন্ত্র ভগবানের নিজলীলাই তাহার প্রমাণ—

ভগবাংস্তদভিপ্রেত্য দ্বয়োঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া।
উভয়োরাবিশদ্‌গেহমুভাভ্যাং তদলক্ষিতঃ॥

ভাঃ ১০.৮৬'২৬

তখন ভগবান্ উভয়ের (ভক্ত শ্রুতদেব ও বহুলাশ্বের) নিমন্ত্রণ গ্রহণপূর্ব্বক উভয়েরই প্রীতিসম্পাদনাভিলাষে তাঁহাদের গৃহে উপস্থিত হইলেন। অথচ তাঁহাদের কেহই জানিতে পারিলেন না যে, শ্রীকৃষ্ণ নিজের গৃহের ন্যায় অন্যের গৃহেও প্রবেশ করিয়াছেন।

এই অপূর্ব্ব লীলাবিলাসের রহস্য আমরা শ্রীপাদ বিশ্বনাথের টীকায় পাই—"ভগবান্ আমারই গৃহে আসুন উভয়েরই এই বাঞ্ছিত অবগত হইয়া ভগবান্ নিজকে এবং মুনিগণকে (যে মুনিগণ মধ্যে স্বয়ং শ্রীশুকদেবও ছিলেন—ভাঃ ১০।৮৬।১৮) প্রকাশদ্বয়ে প্রকাশিত করিয়া এক কালেই উভয়ের অলক্ষিতভাবে উভয়েরই গৃহে প্রবেশ করিলেন। রাজা বহুলাশ্ব যেরূপ বিচার করিলেন যে আমারই নিমন্ত্রণ অঙ্গীকার করিয়া কৃপালু প্রভু আমারই গৃহে আসিতেছেন, শ্রুতদেব কিন্তু প্রভুরহিত একাকীই স্বগৃহে যাইতেছেন, শ্রুতদেবও তদ্রূপ বিচার করিয়াছিলেন এবং উভয়েরও দুই দুই প্রকাশ হইয়াছিল। এক প্রকাশ—কৃষ্ণসংযুক্ত হৃষ্ট; অপর প্রকাশ—কৃষ্ণবিযুক্ত বিষণ্ণ। কৃষ্ণসংযুক্ত রাজা (বহুলাশ্ব) যেমন প্রতিবেশি-জনসহ কৃষ্ণবিযুক্ত শ্রুতদেবকে বিষণ্ণ দেখিতেছিলেন, কৃষ্ণ-সংযুক্ত শ্রুতদেবও তদ্রূপই প্রতিবেশিজনসহ রাজাকেও কৃষ্ণবিযুক্ত বিষণ্ণ দেখিতেছিলেন।

অতএব শ্রীভগবানের ন্যায় তদীয় নিত্যপরিকর উদ্ধবেরও প্রকাশদ্বয় সুসম্মত।

তাহা ছাড়া যোগেশ্বরেশ্বর শ্রীভগবানের দ্বারকা-লীলায় ষষ্ঠীসহস্রমহিষীর মন্দিরে এককালে একই বিগ্রহে বিহারদর্শনার্থী ভক্তপ্রবর দেবর্ষি নারদ যখন দেবী সত্যভামার মন্দির হইতে নির্গত হইয়া ভগবানের অপর মহিষীর মন্দিরে প্রবেশ করিলেন তখন—

তত্রাপ্যচষ্ট গোবিন্দং লালয়ন্তং সুতান্ শিশূন্।
ততোঽন্যস্মিন্ গৃহেঽপশ্যন্মজ্জনায় কৃতোদ্যমম্॥

ভাঃ ১০।৬৯।২৩

সেই গৃহে নারদ দেখিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ শিশু পুত্রগণের লালন কার্য্যে নিরত আছেন। তথা হইতে গৃহান্তরে গমন পূর্ব্বক দেখিলেন যে, তথায় শ্রীকৃষ্ণ স্নানের উদ্যোগ করিতেছেন।

এই শ্লোকের টীকায় পূজ্যপাদ শ্রীল বিশ্বনাথ বলেন—"এখানে দেবর্ষি যেমন অভিমানভেদ ও ক্রিয়াভেদ সহিত একই কৃষ্ণবপুর বহুপ্রকাশ দর্শন করিয়াছিলেন সেইরূপই একই উদ্ধবাদিবপুগণেরও বহু প্রকাশ দর্শন করেন।"

ভক্তবর উদ্ধবের প্রকাশদ্বয়—

অহঞ্চোক্তো ভগবতা প্রপন্নার্ত্তিহরেণ হ।
বদরীং ত্বং প্রযাহীতি স্বকুলং সংজিহীর্ষুণা॥ ভাঃ ৩।৪।৪

উদ্ধব বিদুরকে ব'ললেন—প্রপন্নজনের দুঃখবিনাশকারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় কুলসংহারে ইচ্ছুক হইয়া ইতঃপূর্ব্বেই আমাকে বলিয়াছিলেন, উদ্ধব, তুমি বদরিকাশ্রমে গমন কর।

"পূর্ব্বেই দ্বারকায় (অর্থাৎ দ্বারকায় অবস্থান সময়েই) 'অহং' 'চ'—এই শ্লোক। প্রকাশভেদে (১ম) স্বসঙ্গে

(অর্থাৎ ভগবান্ তাঁহারই নিকট) 'অহং' (আমি উদ্ধব) রক্ষিত (অর্থাৎ আমাকে রাখিলেন), (আর ২য়) সরস্বতী-বাক্যে 'চ'কার হইতে প্রযোজিত উদ্ধব (অর্থাৎ যিনি বদরিকাশ্রমে যাইবার জন্য) ইহা কথিত হইল (অর্থাৎ আদিষ্ট হইলেন)। সে-বিষয়ে কারণ—প্রথম পক্ষে প্রপন্ন আমার আর্ত্তি অর্থাৎ স্ববিরহপীড়া হরণ করেন যিনি, তাঁহার (প্রপন্নার্ত্তিহর ভগবানের) দ্বারা ('অহং'—আমি উদ্ধব নিজ সমীপে রক্ষিত হইলাম)। দ্বিতীয় পক্ষে—'আমি এই প্রাপঞ্চিক-লোক হইতে উপরত হইলে ইদানীং আত্মবিদ্গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ উদ্ধবই আমার আশ্রিত তত্ত্বজ্ঞান সম্যক্ প্রকারে অবগত হইবার যোগ্য হইবেন।"—(ভাঃ ৩।৪।৩০ শ্লোক) বক্ষ্যমান যুক্তিদ্বারা প্রপন্নগণের, বদরিকাশ্রমবাসী স্বাংশ-নরনারায়ণাদির স্বচরিত ভক্তিজ্ঞানবৈরাগ্যাদি শ্রবণোৎকণ্ঠারূপা আর্ত্তি হরণ করেন যিনি, সেই (প্রপন্নার্ত্তিহর) ভগবানের দ্বারা ('চ'কার - প্রযোজিত উদ্ধব বদরিকাশ্রমে যাইতে আদিষ্ট হইলেন)।"—শ্রীল বিশ্বনাথ।

অতএব ভক্তপ্রবর উদ্ধব এক প্রকাশে কৃষ্ণসঙ্গে সেবানন্দে নিমগ্ন হইয়া নিত্যকাল দ্বারকায় অবস্থান করেন আর অন্য প্রকাশে কৃষ্ণসঙ্গরহিত তদ্বিরহব্যাকুলিত হইয়া বদরিকাশ্রমে গমন করেন এবং তথাকার কার্যান্তে সাধন-সিদ্ধের কৃষ্ণোপদিষ্ট সাধনের সিদ্ধিতে দ্বারকায় নিজ প্রভুর সামীপ্যগতি লাভ করেন।

ভক্তপ্রবর উদ্ধব নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ। তিনি প্রপঞ্চে প্রকট থাকিয়াও সর্ব্বদা নিত্যধাম দ্বারকাবাসী—

> শনকৈর্ভগবল্লোকান্নৃলোকং পুনরাগতঃ।
> বিমৃজ্য নেত্রে বিদুরং প্রীত্যাহোদ্ধব উৎস্ময়ন্॥
>
> ভাঃ ৩।২।৬

শ্রীশুকদেব বলিলেন—কিছুক্ষণ পরে মহাত্মা উদ্ধব নিত্য-লীলাময় ভগবল্লোক হইতে নরলোকে পুনরাগত হইলেন এবং নেত্রদ্বয় মার্জ্জন করিয়া যদুকুল-সংহারাদি ভগবচ্চাতুর্য্যস্মরণে চমৎকৃতভাবে বিদুরকে কহিতে লাগিলেন।

"তদনন্তর স্বপ্রেমোদ্রেকে প্রাপিতনিত্যলীলাময় দ্বারকাখ্য ভগবল্লোক হইতে বিদুরের প্রেমদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া নৃলোকে পুনরাগত হইলেন।"—শ্রীবিশ্বনাথ॥ ৪৭॥

> য এতদানন্দসমুদ্রসম্ভৃতং
> জ্ঞানামৃতং ভাগবতায় ভাষিতম্।
> কৃষ্ণেন যোগেশ্বরসেবিতাঙ্ঘ্রিণা
> সচ্ছ্রদ্ধয়াসেব্য জগদ্বিমুচ্যতে॥ ৪৮॥

অন্বয়। যঃ (জনঃ) আনন্দসমুদ্রসম্ভৃতং (আনন্দ-সমুদ্রো ভগবদ্ভক্তিমার্গস্তস্মিন্ সংভৃতং একীকৃতং) যোগেশ্বরসেবিতাঙ্ঘ্রিণা (যোগেশ্বরাঃ ভগবদ্ভক্তা ঋষয়ঃ তৈঃ ব্রহ্মাদিভির্বা সেবিতোঽঙ্ঘ্রির্যস্য তেন ভগবতা) কৃষ্ণেন ভাগবতায় (উদ্ধবায়) ভাষিতং (উপদিষ্টং) এতৎ জ্ঞানামৃতং সচ্ছ্রদ্ধয়া (পরমশ্রদ্ধয়া) আসেব্য (ঈষদপি সেবিত্বা বর্ত্ততে স বিমুচ্যতে ইতি কিং বক্তব্যং তৎসঙ্গাৎ) জগৎ (অপি) বিমুচ্যতে॥ ৪৮॥

অনুবাদ। যিনি যোগেশ্বরসেবিত শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক ভাগবত-প্রধান উদ্ধবের প্রতি উপদিষ্ট এই ভগবদ্ভক্তিমার্গ-সংমিশ্রিত জ্ঞানামৃত পরমশ্রদ্ধাসহকারে কিঞ্চিন্মাত্র সেবা করেন, তিনি মুক্ত হ'ন এ বিষয়ে আর বক্তব্য কি, তাঁহার সংসর্গে জগৎ বিমুক্ত হইয়া থাকে॥ ৪৮॥

বিশ্বনাথ। আনন্দসমুদ্রো ভগবদ্ভক্তিযোগস্তেন সম্ভৃতং সম্যগ্ভৃতং এতৎ যঃ সচ্ছ্রদ্ধয়া আসেব্য ঈষদপি সেবিত্বা বর্ত্ততে স বিমুচ্যতে ইতি কিং বক্তব্যং তৎসঙ্গেন জগদপি বিমুচ্যত ইত্যর্থ॥ ৪৮॥

বঙ্গানুবাদ। আনন্দসমুদ্রসম্ভৃত—ভগবদ্ভক্তি-যোগের সহিত সম্যক্ধৃত ইহা যিনি পরম শ্রদ্ধায় আ বা ঈষৎ সেবা করিয়া থাকেন, তিনি বিমুক্ত হ'ন, ইহা কি আর বলিতে হয়, তাঁহার সঙ্গে জগৎ পর্য্যন্ত মুক্ত হয়॥ ৪৮॥

অনুদর্শিনী। ভক্তি-আনন্দ মহাসমুদ্র। যিনি এই পরাভক্তির ঈষৎ সেবা করেন, তিনিই বিমুক্ত হন বা প্রেমলাভ করেন। কেননা, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই বিমুক্তিদ—

"প্রসাদং লেভিরে গোপী যত্তৎ প্রাপ বিমুক্তিদাৎ।" ভাঃ ১০।৯।২০ "বিশিষ্টা মুক্তি বিমুক্তিঃ প্রেমা তৎ-প্রদাদপি কৃষ্ণাৎ"—শ্রীবিশ্বনাথ। অর্থাৎ বিশিষ্টা মুক্তি বিমুক্তি, প্রেম তৎপ্রদাতা কৃষ্ণ হইতে।

প্রেমবান্ ভক্তসঙ্গে জগৎ পর্য্যন্তও মুক্ত হয়। কেননা, —"ব্রহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি ধরে জনে জনে।"

এই শ্লোকে উদ্ধবকে 'ভগবৎ' শব্দে বিশেষ করিবার তাৎপর্য্য—

নারদাদি হরিদাসগণের মধ্যে তিনজন হরিদাসের কথা ভাগবতে উল্লিখিত আছে।

(১) শ্রীযুধিষ্ঠির—'হরিদাসস্য রাজর্ষে'—ভাঃ ১০।৭৫।২৭

(২) শ্রীউদ্ধব—"কৃষ্ণংসংস্মারয়ন্ রেমে হরিদাসো ব্রজৌকসাম্।" ভাঃ ১০।৪৭।৫৬

অর্থাৎ হরিদাস উদ্ধব, ব্রজবাসিগণের চিত্তে কৃষ্ণস্মৃতির উদ্বোধন পূর্ব্বক আনন্দের সহিত (ব্রজে) বাস করিতে লাগিলেন।

(৩) 'হরিদাসবর্য্য শ্রীগোবর্দ্ধন—হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্যো—ভাঃ ১০।২১।১৮

ভবভয়মপহন্তুং জ্ঞানবিজ্ঞানসারং
নিগমকৃদুপজহ্রে ভৃঙ্গবদ্বেদসারম্।
অমৃতমুদধিতশ্চাপায়য়দ্ ভৃত্যবর্গান্
পুরুষমৃষভমাদ্যং কৃষ্ণসংজ্ঞং নতোঽস্মি ॥৪৯

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামেকাদশ স্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধব-সংবাদে উদ্ধবস্য বদর্য্যাশ্রমপ্রবেশো নাম একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়। (এবং কৃতোপদেশং জগদ্গুরু প্রণমতি) (যঃ) নিগমকৃৎ (বেদকর্ত্তা) ভবভয়ং (ভবঃ সংসারঃ, ভয়ঞ্চ জরারোগাদিনিমিত্তং তদ্ভয়ং) অপহন্তুং (নাশয়িতুং) ভৃঙ্গবৎ বেদসারং জ্ঞানবিজ্ঞানসারং (জ্ঞানবিজ্ঞানরূপঞ্চ তৎসারং শ্রেষ্ঠঞ্চ) উপজহ্রে (উদ্ধৃতবান্) উদধিতঃ (সমুদ্রাৎ) অমৃতঞ্চ ভৃত্যবর্গান্ অপায়য়ৎ (তম্) আদ্যং (জগৎকারণং) ঋষভং (শ্রেষ্ঠং) কৃষ্ণসংজ্ঞং পুরুষং নতঃ অস্মি (প্রণমামি) ॥ ৪৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে উনত্রিংশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ সমাপ্তঃ।

অনুবাদ। যে বেদকর্ত্তা জনার্দ্দন জীবের সংসার-ভয় বিনাশের জন্য ভৃঙ্গের ন্যায় নিখিল বেদ হইতে তদীয় সারস্বরূপ জ্ঞানবিজ্ঞানশ্রেষ্ঠ ভক্তিরসামৃত আহরণ করিয়া নিজ ভক্তগণকে এবং সমুদ্র হইতে অমৃত উদ্ধৃত করিয়া অসুরগণকে মোহিনীরূপে বঞ্চিত করিয়া অনুগত দেবগণকে পান করাইয়াছিলেন, আমি সেই জগৎকারণ আদিভূত কৃষ্ণসংজ্ঞক পরমপুরুষকে প্রণাম করি ॥ ৪৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধের উনত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ। সর্ব্বান্তে জগদ্গুরুং প্রণমতি—ভবভয়মিতি। বেদেভ্যঃ সারং উপজহ্রে উদ্ধৃতবান্। নমন্যে মুনয়ো দর্শনকর্ত্তারো বেদসারমুপজহ্রুরেব সত্যং তে দুর্গমস্য বেদস্য তাৎপর্য্যং ন সম্যগভিজ্ঞানন্তীতি ন তদ্বাক্যং বিশ্বসতে অয়ং ভগবাংস্তু ন তথেত্যাহ, নিগমকৃদিতি। যো হি যচ্ছাস্ত্রস্য কর্ত্তা স এব খল্বতিদুর্গমস্যাপি তস্যার্থং জানন্তোবেতি ভাবঃ। ভৃঙ্গবদিতি বেদপুষ্পোদ্যানস্য মকরন্দমিত্যর্থঃ। ভৃত্যবর্গান্ অপায়য়ৎ। অভক্তানসুরাংস্তু বঞ্চয়ামাসেতি দৃষ্টান্তাভিপ্রায়েণাহ—অমৃতং উদধিতশ্চ উদধিসারমিত্যর্থঃ। মোহিনীরূপেণ দেবানেবাপায়য়ৎ অসুরাংস্তু বঞ্চয়ামাসৈব তং নতোঽস্মি ॥ ৪৯ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্ ॥
একাদশোনত্রিংশোঽয়ং সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীলবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠকুরকৃতা শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে উনত্রিংশাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

বঙ্গানুবাদ। সর্ব্বশেষে জগদ্গুরুকে প্রণাম করিতেছেন। বেদসমূহ হইতে সার উদ্ধার করিয়াছিলেন। আচ্ছা, মুনিগণও ত' দর্শনকর্ত্তা, তাঁহারাও বেদসার উদ্ধার করিয়াছেন। তাহা সত্য বটে, কিন্তু তাঁহারা দুর্গম বেদের তাৎপর্য্য সম্যক্ জানেন না, এইজন্য তাঁহাদের বাক্যে বিশ্বাস হয় না। এই ভগবান্ কিন্তু

সেরূপ নহেন, তাই বলিতেছেন; নিগমকৃৎ যিনি যে শাস্ত্রের কর্ত্তা, তিনিই অতি দুর্গম হইলেও তাহার অর্থ জানেন, এই ভাব। ভৃঙ্গের ন্যায় বেদপুষ্পোদ্যানের মকরন্দ (মধু), এই অর্থ। ভৃত্যবর্গকে পান করাইয়াছেন, কিন্তু অভক্ত অসুরগণকে বঞ্চনা করিয়াছিলেন, এই দৃষ্টান্তের অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—উদধি (সমুদ্র) হইতে অমৃত, উদধিসার, এই অর্থ। মোহিনীরূপে দেবতাদিগকেই পান করাইয়াছিলেন, কিন্তু অসুরগণকে বঞ্চনা করিয়াছিলেন, তাঁহাতে প্রণত হই ॥ ৪৯

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে উনত্রিংশাধ্যায়ে সাধুজনসম্মতা ভক্তানন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

অনুদর্শিনী। শ্রীশুকদেব, জগদ্‌গুরু শ্রীভগবানকে প্রণামমুখে নিজপ্রভুর স্বাশ্রিতের প্রতি কৃপা-প্রকাশের কথা বলিতেছেন। ভগবান্ নিজেই নিজের প্রাপ্তির উপায়। তিনি যেমন মায়াদ্বারা জীবকুলকে বন্ধন করিতেছেন তেমনি নিজে দয়া করিয়া শ্রীগুরু, শাস্ত্র ও পরমাত্মারূপে এবং বিশেষ কৃপাপ্রকাশে নিজে অবতীর্ণ হইয়া নিজকে জানাইয়া জীবকুলকে মুক্ত করিতেছেন—

মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতিজ্ঞান।
জীবেরে কৃপায় কৈলা কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ ॥
শাস্ত্র-গুরু-আত্মা-রূপে আপনারে জানান।
'কৃষ্ণ মোর প্রভু, ত্রাতা'—জীবের হয় জ্ঞান ॥
চৈঃ চঃ, মঃ ২০ পঃ

বেদবাদী মুনিগণ বেদের তাৎপর্য্য অবগত নহেন কেননা, তাঁহারা বেদের নিগূঢ়তত্ত্ব ভক্তিযোগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক জ্ঞানযোগাদির প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু বেদবক্তা স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াছেন—

ইত্যাদিবাজেন স্তুতঃ স বিশ্বদৃক্
তমাহ রাজন্ ময়ি ভক্তিরস্তু তে।
দিষ্ট্যেদৃশী ধীর্ময়ি তে কৃতা যয়া
মায়াং মদীয়াং তরতি স্ম দুস্তরাম্ ॥
ভাঃ ৪।২০।৩২

মৈত্রেয় বিদুরকে বলিলেন—বিশ্বদ্রষ্টা ভগবান্ বিষ্ণু আদিরাজ পৃথুর এইরূপ স্তুতি শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—'রাজন্, আমার প্রতি তোমার ভক্তিবৃত্তি উদিত হউক। পূর্ব্বসুকৃতি ফলেই তুমি ঈদৃশী সুবুদ্ধি লাভ করিয়াছ; পণ্ডিতগণ এই বুদ্ধিযোগদ্বারা আমার দুস্তর মায়াকেও অতিক্রম করিয়াছেন।

"(পৃথু যেরূপ বিশ্রম্ভসহকারে নিজের বক্তব্য ভগবানকে বলিলেন), ভগবানও সেই ভাবে বলিলেন-আমাতে তোমার ভক্তি হউক'—এইবাক্যে জীবগণের সর্ব্বথা হিত কি? এই প্রশ্নে সর্ব্বজ্ঞ বেদবাদিগণেরও প্রত্যুক্ত জ্ঞানযোগাদি বিশ্বাসনীয় নহে। ভগবান্ অপেক্ষা তাহাদের অজ্ঞত্বই সিদ্ধ, অতএব ভক্তিদ্বারাই হিত হয়, অন্য হইতে নহে—এই সিদ্ধান্ত নির্দ্ধারিত হইল।" শ্রীল বিশ্বনাথ।

শ্রীভগবান্ নিজে আরাধ্য হইয়া নিজেই নিজের আরাধক বা গুরুরূপে যেমন নিজ ভজন শিক্ষা দেন, তেমনি নিজেই বেদশাস্ত্রের কর্ত্তা হইয়া নিজেই বেদের প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করেন। সুতরাং তাঁহারই কৃপা ব্যতীত তাঁহার উপলব্ধি বা তাঁহার তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায় না।

শ্রীভগবানের এই আত্মদানলীলায় ভক্তগণই তাঁহাকে লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হ'ন, আর অভক্তগণ নিজ নিজ দুর্ভাগ্যবশতঃ বঞ্চিত হয়।

দৃষ্টান্তস্বরূপে সংসারে দেখা যায় যে, কুপুত্র নিজদোষে পুত্রবৎসল পিতার গুপ্তধনে বঞ্চিত হয়, আর সুপুত্র পিতৃধনে অধিকারী হইয়া পিতার যশঃ বিস্তার করে। শ্রীভগবানের ভক্ততোষণ ও অভক্তবঞ্চন-কার্য্যের দৃষ্টান্তে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী সমুদ্রমন্থোনোদ্ভূত অমৃত-বিতরণ লীলার কথা বলিয়াছেন—

অসদবিষয়মঙ্ঘ্রিং ভাবগম্যং প্রপন্নান্
অমৃতমমরবর্য্যানাশয়ৎ সিন্ধুমথ্যম্।
কপটযুবতিবেশো মোহয়ন্ যঃ সুরারীং-
স্তমহমুপসৃতানাং কামপূরং নতোঽস্মি ॥
ভাঃ ৮।১২।৪৭

অর্থাৎ যিনি ছলপূর্ব্বক যুবতীবেশে দানবদিগকে মোহিত করিয়া সমুদ্রমথনোৎপন্ন অমৃত—অসাধুগণের অপ্রাপ্য, উপাসনালভ্য, স্বীয়চরণে শরণাপন্ন অমরগণকে পান করাইয়াছিলেন, সেই ভক্তগণের প্রার্থনাপূরক ভগবান্‌কে প্রণাম করি।

এই লীলায় যেমন অসুরগণ বঞ্চিত হইয়াছে, ভক্তি-রসামৃত-বিতরণে তেমনি অভক্ত যোগিপ্রভৃতি বঞ্চিত হইয়াছে। তাহারা অরসজ্ঞ, তাই রসজ্ঞ-ভক্তদিগের সেব্য ভক্তিরসামৃতে তাহাদের অধিকারই নাই। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলিয়াছেন—

এ-সব সিদ্ধান্ত গূঢ়,—কহিতে না যুয়ায়।
না কহিলে, কেহ ইহার অন্ত নাহি পায়॥
অতএব কহি কিছু করিয়া নিগূঢ়।
বুঝিবে রসিক ভক্ত, না বুঝিবে মূঢ়॥
হৃদয়ে ধরয়ে যে চৈতন্য-নিত্যানন্দ।
এসব সিদ্ধান্তে সেই পাইবে আনন্দ॥
এসব সিদ্ধান্ত হয় আম্রের পল্লব।
ভক্তগণ-কোকিলের সর্ব্বদা বল্লভ॥
অভক্ত-উষ্ট্রের ইথে না হয় প্রবেশ।
তবে চিত্ত হয় মোর আনন্দ-বিশেষ॥ অঃ ৪ পঃ

বিষ্ণুর মোহিনীরূপে দেবগণকে অমৃতপান ও অসুরগণকে বঞ্চনালীলা—ভাঃ ৮।৮।৪১—৮।৯।২৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

শ্রীভগবানের সমুদ্রমথনোদ্ভূত অমৃতবিতরণলীলা অপেক্ষা ভক্তি-রসামৃতবিতরণ-লীলা পরমচমৎকারময়ী এবং মহা-ঔদার্য্যময়ী কেননা, সিন্ধুসুধা লঘুকারী মোক্ষসুধাকেও লঘু করেন—ভক্তিসুধা। অর্থাৎ জড়-ভোগানন্দকে লঘু করে মোক্ষানন্দ, আবার সেই মোক্ষানন্দ বা ব্রহ্মরসাস্বাদকে লঘু করে—লীলারসাস্বাদন।

যা নির্বৃতিস্তনুভৃতাং তবপাদপদ্ম-
ধ্যানাদ্ভবজ্জনকথাশ্রবণেন বা স্যাৎ।
সা ব্রহ্মণি স্বমহিমন্যপি নাথ মাভূৎ
কিন্ত্বন্তকাসি লুলিতাৎ পততাং বিমানাৎ॥
ভাঃ ৪।৯।১০

ধ্রুব বলিলেন,—হে নাথ, আপনার পাদপদ্মধ্যানে অথবা আপনার নিজজনের সহিত আপনার চরিতকথা-শ্রবণে যে আনন্দ লাভ হয় ব্রহ্মানন্দেও সেইরূপ আনন্দ অনুভূত হয় না, তখন শমনের অসি অর্থাৎ কালদ্বারা খণ্ডিত স্বর্গীয় বিমান হইতে যে দেবগণের পতন হয় তাঁহাদিগের সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি?

তাহা ছাড়া—"ব্রহ্মানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দ লীলারস।
ব্রহ্মজ্ঞানী আকর্ষিয়া করে আত্মবশ॥"
চৈঃ চঃ ম ১৭শ পঃ

তাই আমরা জগদ্গুরু শ্রীশুকদেব গোস্বামীকে প্রণাম করিয়া শ্রীউদ্ধবসংবাদের উপসংহার করিতেছি—

স্বসুখনিভৃতচেতাস্তদ্ব্যুদস্তান্যভাবো-
ঽপ্যজিতরুচিরলীলাকৃষ্টসারস্তদীয়ম্।
ব্যতনুত কৃপয়া যস্তত্ত্বদীপং পুরাণং
তমখিলবৃজিনঘ্নং ব্যাসসূনুং নতোঽস্মি॥
ভাঃ ১২।১২।৬৯

যিনি আত্মানন্দপরিপূর্ণচিত্ত এবং তদ্ভাবনিবন্ধন অন্যাভিলাষরহিত হইলেও শ্রীহরির রুচির লীলাসমূহদ্বারা আকৃষ্টচিত্ত হইয়া জীবে দয়াবশতঃ পরমার্থতত্ত্বপ্রকাশক শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণপ্রদীপ বিস্তৃত করিয়াছেন, সেই নিখিল-পাপনাশন ব্যাসনন্দন শ্রীশুকদেবকে প্রণাম করিতেছি।

শ্রীমদ্ভাগবতের সারার্থদর্শিনী টীকাকার—আচার্য্যপ্রবর শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের একটি শ্লোক উদ্ধার করিয়া আমরা সারার্থানুদর্শিনী টীকা সমাপ্ত করিতেছি।

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমাপুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরঃ নঃ পরঃ॥

ব্রজেন্দ্রনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই আরাধ্য, বৃন্দাবনই তাঁহার লীলাভূমি, ব্রজবধূগণকর্ত্তৃক স্বীকৃত উপাসনাই রম্যা, এ বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতই অমল প্রমাণ, প্রেমই পুরুষার্থশিরোমণি—ইহাই শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর মত, তাহাতেই আদর, অন্য নহে।

গুরুপ্রণাম—

নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্রস্বরূপম্
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো রাধিকামাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি॥

যাহার প্রথিত বা বিস্তৃত করুণায় মহামন্ত্র, কৃষ্ণমন্ত্র, শচীপুত্র গৌরহরি, তদভিন্ন স্বরূপদামোদর, শ্রীরূপ, তাঁহার অগ্রজ শ্রীসনাতন, শ্রেষ্ঠ মথুরাপুরী; গোষ্ঠবাটী, রাধাকুণ্ড, গিরিরাজ গোবর্দ্ধন এবং শ্রীরাধামাধবের প্রাপ্তি-আশা পাইয়াছি, সেই শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করি।

শ্রীবৈষ্ণব প্রণাম—

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে ঊনত্রিংশ অধ্যায়ে সারার্থানুদর্শিনী টীকা সমাপ্তা॥

১৮৬৪ শকাব্দায় আশ্বিনমাসে বুধবার কৃষ্ণাষষ্ঠী তিথিতে শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে সারার্থানুদর্শিনী ভাষা সম্পূর্ণ হইল।

আজি এই শুভদিনে, প্রভুপাদ-অদর্শনে,
সুখবার্ত্তা জানাব কাহারে?
সারার্থানুদর্শিনী' শুনি,' পরম আনন্দে যিনি,
পদধূলি দিতেন আমারে॥ ১॥

তাঁহারি করুণা-বলে, লিখিয়াছি কুতূহলে,
ইহাতে আমার কিছু নাই
হৃদয়ে প্রেরণা দিলা, হাতে ধরি' লিখাইলা,
এ বড় অদ্ভুত কথা ভাই॥২॥

প্রভুপাদ—কৃষ্ণপ্রিয়া, কৃষ্ণভক্তি তাঁর হিয়া,
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী।
কেশে মোরে আকর্ষিয়া, কৃষ্ণমন্ত্র কর্ণে দিয়া,
শিখাইলা বিমলা ভকতি॥৩॥

তাঁহার করুণা গাই, হেন বল মোর নাই,
তবু গাই তাঁর গুণ-গুণে।
তিঁহ মোর নিত্য প্রভু, দাসে নাহি ভুলে কভু,
এই দৃঢ় আশা ধরি মনে॥৪॥

সাধুসঙ্গে সদাচারে, অকপটে সমাদরে
শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে অবিরত।
শ্রীকৃষ্ণচরণ পায়, আনুষঙ্গে মায়াজয়
করে জীব—কহে ভাগবত॥৫॥

বসি' নীলাচলধামে, শ্রীগুরুসেবন-কামে
(ত্রিদণ্ডি) ভিক্ষু ভক্তিবিবেকভারতী।
শ্রোতৃবৃন্দপ্রতি কয়, করজুড়ি' সবিনয়,
কর কৃষ্ণকথায় আরতি॥৬॥

শ্রীউদ্ধব-সংবাদঃ সমাপ্ত

সূচনা ১৩৪৯, ২০শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার,
কৃষ্ণা পঞ্চমী ৩।৬।১৯৪২

আরম্ভ—১৩৪৯, ৮ আষাঢ় মঙ্গলবার-দশহরা
ত্রিবিক্রম শেষার্দ্ধ ২৫, ২৩ জুন, ১৯৪২